# এডুকেশন গেজেট

ও

## সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।

নূতন সন্দর্ভ।

৪১শ খণ্ড।

সন ১৩১৬ সাল।

(ইংরাজী ১৪ই এপ্রেল ১৯০৯ হইতে ১৩ই এপ্রেল ১৯১০ পর্য্যন্ত)


বুধোদয় প্রেস

চুঁচুড়া।

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

## সূচীপত্র।

---

## POSTS VACANT FOR MISTRSSES.

### Dacca town.

Mistresses having passed the Upper Primary standard, and having had some training or experience in teaching are required for Lower Primary schools in Dacca town. Free quarters will be provided, and Rs 15 per month.

Comilla Provincialized Girls' schools.—

3 Mistresses are required for this school. Ist Mistress, Rs 75 per month likely to be raised to Rs Ioo with free quarters. Qualifications, F A or B A with training and experience.

2nd Mistress, Rs 60 with free quarters. Qualifications, Middle or Entrance examination, with training or experience.

3rd Mistress, Rs 30 with free quarters, must be either trained or have passed the M V examination or Entrance.

Sylhet GirlsM E school.—

Head Mistrees, salary Rs Ioo with free quarters, must be trained and a B A with considerable experience.

Chandpur Girls' U P school.

Assistant Mistress required. Upper Primary standard and trained. Salary Rs 20 with free quarters.

Dr. Khastigir's Girls' H E school [illegible].—

Head Mistress, salary Rs Ioo must be trained. A B A witht considerable experience will have preference.

Bogra Zenana classes.—

Two posts of Governesses of the Zenana classes here are required: salary of each Rs 60 including one Garry hire.—

Girls' school, Shillong.—

Head Mistress, salary Rs 60 qualifications, Middle or Entrance examination, with training or experience.

Proposed Mahammeden female Madrassa, Dacca.

Four Mahammedan [illegible] Mistresses needed.

Ist Mistress, salary Rs Ioo Duties will be to superivise the hostel for teachers under training and for boarders. Must be middle aged and have experience in teaching. As high qualifications as possible including a knowledge of Urd and Bengali.

2nd mistress, salary Rs 60.

3rd „ salary Rs 50.

4th „ „ Rs 50.

N B In all cases qualifications should be as high as possible, and either training or experience in teaching is necessary.

Several other posts will shortly be created. Applications must be sent to the Inspectress of schools Eastern Bengal and Assam, Ramna, Dacca.

---

শিক্ষাসংক্রান্ত।

এতদ্দ্বারা রংপুর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা আগামী নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়গণ সমীপে আবেদন করিবেন। তাঁহাদিগকে আর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে না। ঐ আবেদন পত্রের সহিত এম, ভি বা এম, ই পরীক্ষার পাশ সার্টিফিকেট অথবা সার্টিফিকেট না পাইয়া থাকিলে নিজ নিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট হইতে একখানি প্রশংসা পত্র (এই ছাত্রের আগামী এম, ভি বা এম, ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এই ভাবে লিখিত) আবেদন পত্র সহ পাঠাইতে হইবে। ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে প্রবেশার্থী প্রত্যেককেই আবেদন পত্র সহিত নিজ নিজ জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের পরিচিত কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হইতে স্বকীয় সচ্চরিত্রতার প্রশংসা পত্র দিতে হইবে।

রংপুর<br>১৯০৯, ২৪শে সেপ্টেম্বর } শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রংপুর নর্ম্মাল স্কুল।

---:o:---

Two scholarships each at Rs 4 a month tenable for 2 years in the Artisan Department of the Civil Engineering College, Shibpore, will be awarded by the District Board, Howrah. Those who are the bonafide residents within the Jurisdiction of the Howrah District Board may apply for the scholarship to the vice chairman on or before the 8th November 1909, through the—Principal of the Civil Engineering Oollege, Shibpnr. First preference will be given to those who are the sons o artizans.

---

শিলাইদহ [illegible] স্কুলে [illegible] নর্ম্মাল হেড [illegible] বেতন পনর টাকা ও বাসা। ১৫ই নবেম্বর মধ্যে আবেদন করুন। শ্রীযোগেশ নাথ [illegible] পোঃ [illegible] জিঃ নদিয়া।

## প্রাপ্ত পত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

### তীর্থযাত্রা। (১১২)

সে আজি প্রায় পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বৎসরের কথা, কলিকাতার রাজপথে একটী সুকুমার মূর্ত্তি যুবা পুরুষকে সহাস্যমুখে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। রাজপথ দেখিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার মন যেন কি ভাবিয়া কোন দিকে তন্ময়, তাহা দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবু আহ্লাদে আটখানা। রামমোহন রায়, যে বীজ বপন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, একদিন দেবেন্দ্র বাবু তাহাতে জল সিঞ্চন করিয়া অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিতেছিলেন, আজি তাহাতে, তাহার সংপোষণের শক্তি দেখিয়া, কত আশা উদয়ে, পুত্রসমস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। তাহার উৎসাহে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, যুবকের অধীত ইউরোপ আমেরিকার ধর্ম্মশাস্ত্র সকল তথায় ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল, তৎকালের যুবকদল, তাহাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে তাহা না দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাই দলে দলে তাহারা ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া, ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া যোগ দিল। দেবেন্দ্র এককাল বেদান্তবাগীশ, বিদ্যারত্ন এবং বিদ্যালঙ্কারের সহায়তায় বেদ উপনিষদ এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদি হইতে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রচার করিতেছিলেন, এই বৈদ্যুতিক আলোকের সম্মুখে তাহা মিট মিট করিতে লাগিল। এই যুবকের ব্রহ্মাগ্নি ইহাতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পুরাতন বোতলে নূতন মদ পড়িলে তাহা যেমন ফাটিয়া যায়, দেবেন্দ্রের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ব্যাখ্যাত এই নূতন মদ তেমনি ব্রাহ্ম সমাজের আকাশ ফাটাইয়া তুলিল, তখন বেদীতে পঠিত আর্য্যগাথা পুরাতন বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। উপরোক্ত বা।ক্তিদিগের বিদ্যা উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইল, তাহা দেখিয়া দেবেন্দ্রের চৈতন্য হইল।

রাম মোহনের কার্য্যকলাপ দেবেন্দ্র দেখিয়াছিলেন এবং সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, আর্য্যশাস্ত্র মধ্যবিন্দু করিয়া এতদিন যাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার মূলোৎপাটিত হয় হয় দেখিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া যে ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হইল, তাহাতেই যুবা বিষম হইয়া নিজ দল বল সহ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া আর এক স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর পরিবর্ত্তনে যাহাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছিল, তাহারা নূতন বলে বলীয়ান হইয়া, নূতন মঞ্চোপরি যেরূপ অভিনয় করিয়াছিল পর পর ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজ রাজ্যে অভিনব বিষয়ের অধিকতর আদর। সেই আদর মাথা অভিনবত্বে অভিনবত্বের ছড়াছড়ি হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া খৃষ্ট মহম্মদ, চৈতন্য-নানক যোগ দিলেন, তাঁহাদের প্রবচন সকল শ্লোকসংগ্রহ নামে প্রবর্ত্তিত হইল, স্বাধীন চিন্তা স্বাধীনতার স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এক্ষণে যাহা কিছু হিন্দু, যাহা কিছু আর্য্যভাবাপন্ন, তাহা "কুসংস্কার"সম্পন্ন বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রচণ্ড প্রতাপ তাহার মধ্যে রাজ্য করিয়া ভারত ধর্ম্মক্ষেত্রে এক অদ্ভুত লীলা প্রদর্শিত হইতে লাগিল।

এই লীলাক্ষেত্রে সেই যুবক অসাধারণ বাগ্মিতা বলে জগৎ বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। সামান্য কৃষকের পর্ণ কুটীর হইতে রাজ রাজেশ্বরীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত তাঁহার যশঃঘোষিত হইতে লাগিল ভারতে "কেশবচন্দ্র সেন" ইউরোপে "চন্দ্রসেন" নামে পরিচিত হইয়া, যুবকদলে এক নবযুগ আনিয়াছিল। পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র পরিবার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যুবক দল কেশবের ব্রহ্মানন্দে মাতিয়া উঠিল, তখন হিন্দু সমাজ টলমল করিতে লাগিল। চির সম্মানিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মান গেল, পিতামাতার কোল শূন্য হইল, পুত্র, পরিবার তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া, কুল, মান, মর্য্যাদা গেল বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সুতরাং হিন্দু সমাজ যায় যায় হইয়া উঠিল, খৃষ্ট সেবকগণ তাহা দেখিয়া আনন্দে বিভোর, কেশবচন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। লোকে তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজকে খৃষ্টপদপ্রার্থী ভাবিয়া কত কি বলিতে লাগিল। তখন সুচতুর কেশবের চৈতন্যোদয় হইল। তাহার পর যে বাঁক ফিরিয়াছে তাঁহার জীবন বেদে তাহা প্রকটিত। ইহার মুখপত্রে (প্রথম অধ্যায়ে) তিনি বলিতেছেন, "সেই লোকেশ, গণেশ, পরেশ, মহেশ, যিনি, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বারংবার প্রণাম করিয়া এই সুমিষ্ট মধুময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই' হিন্দু সকল কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা গণেশের শরণাগত হইয়া থাকে, এখানে তাহাই দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তাহার পর প্রার্থনা তাঁহাকে কিরূপে জাগাইয়া তুলিল তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। তাহার পর পাপবোধ ইহা তাঁহার হৃদয়ে ঠিক যেন নরকের কীট কিল বিল করিতেছে" এইরূপে সেই কীটের দংশন যন্ত্রণা তাঁহাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিল। তিনি সেই প্রবন্ধে বলিলেন "হে অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্ম। শরীর পুড়িয়া যায় শ্মশানে, আগুন নিবে, মনের আগুন ত কোন মতেই নিবে না। যদি ব্রহ্মাগ্নিতে কেহ শরীর মন পূর্ণ করিতে পারে, দেখিবে, এ অগ্নি নিবিবার নয়। কি অগ্নিই জ্বালিলে! ভক্তির আগুন, বিশ্বাসের আগুন, প্রেমের আগুন জ্বালিয়াছ। ও আগুনে কেহ মরিবে না। এই অগ্নি লইয়াই থাকি।"

---

### সদালাপ। (১৬)

(৫৮) সত্যপালন।—রাণাঘাটের পালচৌধুরি দের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণপান্তী, মুখে যাহা বলিতেন কাজেও তাহাই করিতেন, কখন কথার অন্যথা করিতেন না। (ক) এই বিষয়ে তাঁহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর ডাকাতেরাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে ভয় পাইত না। তিনি একদিন, কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রাণাঘাটে যাইতেছিলেন পথে কতকগুলা ডাকাইত, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তন্মধ্যে কয়েকজন আসিয়া নৌকার অধিক টাকা না পাইয়া মারপিট আরম্ভ করাতে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার গদীতে নিকটে যাইও, খুসী করিব; এখন চলিয়া যাও।" তাহারা কর্ত্তাবাবুর কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল। পরে তাঁহার বাসা বাটীতে আসিলে, তিনি বিপদাবস্থায় তাহাদিগকে যত টাকা দিবার মনন করিয়াছিলেন তাহাই দিয়া বিদায় করিলেন। (খ) একদিন, একখানা তালুক কিনিয়া দিবেন বলিয়া কোন ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া সেই অঙ্গীকার পালনে উদ্যত হইলে তাঁহার পুত্রেরা "এ তালুকে অনেক লাভ আছে, ইহা পরকে দেওয়া উচিত নয়" বলিয়া আপত্তি করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্তভাবে এইমাত্র বলেন "আমি যে, তাঁহাকে দিব বলিয়াছি"। ঐ ব্রাহ্মণ বীরনগরের বামনদাস বাবুর পিতামহ মহাদেব মুখোপাধ্যায়। (গ) একদিন, একব্যক্তি তাঁহার নিকট লবণ লইবে বলিয়া কিছু বায়না দিয়া যায়। কিন্তু বাকী টাকার যোগাড় করিতে না পারাতে সে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

বা বায়নার টাকার দাওয়া করে নাই। কিছুদিন পরেই লবণের দর অত্যন্ত চড়িয়া উঠিলে কৃষ্ণপান্তী সমুদায় লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যত লবণ খরিদ করিবে বলিয়া বায়না দিয়াছিলেন, সেই লবণের বাকী মূল্য কাটিয়া লইয়া সমস্ত মুনফা তাহার নামে জমা রাখেন এবং অনেকদিন পরে তাঁহার দেখা পাইয়া ঐ মুনফার টাকা তাঁহাকে দেন।

(ঘ) ১২১১ সালে (১৮০৫ খৃঃ অঃ) মধ্যম ঠাকুর অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যমপুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের মাসহারা লইয়া তখনকার নদীয়া রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সহিত এক মোকদ্দমা হয়। টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, শম্ভুচন্দ্র ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করেন যে, আপাততঃ কিছু টাকা দিন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর দাবী না করি, টাকা ফেরৎ লইবেন। ঈশ্বরচন্দ্র চক্ষুলজ্জার উপরে উপরে তাহাতে সম্মত হইয়া, একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের জামিন চাহিলেন। কৃষ্ণপান্তীর নিকট জামিন হওয়ার প্রস্তাব করায় তিনি স্বীকার করিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র শুনিতে পাইলেন যে, কৃষ্ণপান্তী জামিন হইবেন। তখন রাজা নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি মধ্যম ঠাকুরের জামিন না হন। কৃষ্ণপান্তী বলিলেন, আমি ছাপ ফেলিয়াছি, এখন আর তাহা কিরূপে গ্রহণ করিব।' কৃষ্ণপান্তীর এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, "থুথু" ফেলিয়া তাহা যেমন আর পুনর্ব্বার মুখে লওয়া যায় না, কোন কথা বলিয়া সেই কথার অন্যথা করাও সেইরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া যখন জামানতে স্বাক্ষর করিবার জন্য কৃষ্ণপান্তী কৃষ্ণনগরে গমন করেন, তখন তাঁহাকে অপমানিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। জজ সাহেব জামানতে স্বাক্ষর করিবার আদেশ করিলে কৃষ্ণপান্তী বলিলেন—"আমার অক্ষর ভাল হইবে না, আমার দেওয়ান স্বাক্ষর করিলেই হইবে।" দেওয়ানের স্বাক্ষরে না হওয়ায়, তাঁহাকেই অনেক কষ্টে কোন প্রকারে স্বাক্ষর করিতে হয়। জজ সাহেব কৃষ্ণপান্তীর প্রতি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং উত্তমরূপে বুঝিলেন যে লেখাপড়া এবং সদ্গুণ ও কার্য্যদক্ষতা একটি পৃথক পদার্থ।

(ঙ) এক সময়ে, কোন ব্যক্তি টাকা পাইবে বলিয়া কাহারও নামে আদালতে নালিশ করিয়া, তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছিল। শপথ করাই হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ এই দৃঢ় সংস্কার থাকায় তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"ফরিয়াদি টাকা পাইবেন সত্য,—আমি সেই টাকা দিতেছি, আমি হলপ করিতে পারিব না।" ইহাতে বিচারকর্ত্তারা বিস্মিত হইয়া, প্রচার করিয়া দিলেন যে, আর কেহ কৃষ্ণপান্তীকে সাক্ষী মানিতে পাইবে না।

(চ) একবার এক ইংরাজ মহাজন তাঁহার নিকট আশুধান চাউল লইবে, কথা হয়। তখন চাউলের বাজার খুব নরম ছিল। কথা হইবার কয়েকমাস পরে চাউলের মূল্য তিন গুণ বর্দ্ধিত। কিন্তু কৃষ্ণপান্তী সাহেবকে ডাকিয়া তাঁহার প্রার্থিত সমস্ত চাউল, পূর্ব্ব দরেই দিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ পান্তীর গোলা হইতে জাহাজে চাউল উঠিতে লাগিল। কতক উঠিয়া গিয়াছে এমন সময় সাহেব আপনার লোকদিগকে এই বলিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, "এমন লোকেই জিনিস আর তুলিস না, জাহাজ ডুবে যাবে।"

(ছ) কৃতজ্ঞতা।—কৃষ্ণপান্তী কৃতজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে যখন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, তখন সেখানকার কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন, কখন কখন বাড়ী লইয়া গিয়া মুড়ির মোয়া, জল দেওয়া ভাত প্রভৃতি আপনার যেমন সঙ্গতি, তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। তাঁহারাও হাটের পরিশ্রমে কাতর ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তাদৃশ আহার পাইয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতেন। কৃষ্ণপান্তী বহুকাল পরে মহাধনী কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী হইয়া, একদা নিজ বাটীতে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটি ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে কোনরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় নিকটে ডাকিয়া সাদরে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার কতক ব্রহ্মোত্তর জমী পাল চৌধুরী সরকারে ক্রোক হইয়াছে। কৃষ্ণপান্তী, ব্রাহ্মণের নাম, পিতার নাম নিবাস প্রভৃতি অবগত হইয়াই গাত্রোত্থান করিলেন। "মোর সঙ্গে এস" বলিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সদর কাছারীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তা স্বয়ং আসিতেছেন দেখিয়া সকলে তটস্থ হইল এবং শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি হাতের কাগজ ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণপান্তী অশ্রুপূর্ণ লোচনে "শোষো! সেই পান্তা ভাত—সেই আমানি, একেবারে ভুলে গিইচিস? ধিক্ তোরে!" এইমাত্র বলিয়া প্রত্যাগত হইলেন। শম্ভুচন্দ্র তখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, দুরবস্থার সময় যে ব্রাহ্মণের বাটীতে মধ্যে মধ্যে পান্তাভাত খাইতেন, এ ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণের পুত্র। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের জমি খালাসের হুকুম প্রদত্ত হইল।

(জ) নিরহঙ্কার। নিতান্ত গরিব থাকিয়া পরে বড় মানুষ হইলে অনেকে অহঙ্কারী হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপান্তী, যিনি এক সময়ে পান বেচিয়া কোনরূপে দিনপাত করিতেন, তিনি টাকার পর্ব্বতে বসিয়াও সামান্য কাপড় পরিতেন ও সামান্য বিছানায় বসিতেন, সামান্যরূপ আহার করিতেন। জিনিসের নমুনা পত্রের কাগজে বাঁধিয়া হাটে বাজারে বেড়াইতেন। আপনার কোন আবশ্যক কার্য্য সম্পাদনের জন্যই দাসদাসীর অপেক্ষা করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি চাকর বাকর নিজের কার্য্যে ব্যবহার করিয়া অপটু হইবার আশঙ্কায় একটুও বাবু হয়েন নাই। একদিন গাড়ু হাতে করিয়া বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র গাড়ু ধরিবার জন্য খানসামা পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি শম্ভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার মান সম্ভ্রমের অনুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব বা শ্রী ছিল না। লম্বা একহারা ও কাল ছিলেন, খাট কাপড় পরিতেন এবং গলায় দানা ব্যবহার করিতেন। একদিন এই বেশে হাটখোলার গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলেন নিকটে বহুসংখ্যক কিস্তি লাগিয়াছে, মহাজন ও ব্যাপারীরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছে। তিনি একজন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জিনিস? দর কি?" মহাজন কৌতুক করিয়া যত জিনিস ছিল, পরিমাণ অনেক কমাইয়া বলিল এবং দর পাঁচ টাকার স্থলে দুই টাকা বলিল। কৃষ্ণ পান্তী তৎক্ষণাৎ হাতে বায়না দিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। মহাজন পাগলের সহিত রহস্য করিতেছেন মনে করিয়া বায়না হাতে করিয়া লইয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে, যাঁহার নিকট বায়না লইয়াছেন তিনি হাটখোলার বড় বাবু, তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে সকলে জুটিয়া গদিতে গিয়া কাঁদাকাটি করিলে কৃষ্ণপান্তী হাসিয়া বায়নার টাকা ফিরাইয়া দিলেন।

## রামকৃষ্ণ মিশন ঘাটাল বন্যা কার্য্য।

ঘাটাল অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন বন্যা প্রপীড়িতগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন, পাঠকবর্গ এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। কিরূপভাবে কার্য্য হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবার পাঠকবর্গকে দেওয়া হইল। যাহাদের থাকিবার

কিছুমাত্র আশ্রয় নাই, অর্থাভাবে এখনও তাহাদের কুটীর নির্ম্মাণকল্পে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারা যায় নাই। কেবল যাহারা অন্নাভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগকে অর্থ বা চাউল দেওয়া হইতেছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত আমাদের ব্রহ্মচারীরা—শ্রীপুর, কাটাল ও সাদিচক গ্রামে যাইয়া তথাকার ৭টী অতি দুঃস্থ পরিবারকে ৬৫৲ টাকার অর্থসাহায্য করেন। ঐ সময়ের মধ্যেই পশ্চিম প্রতাপনগর, গম্ভীরনগর, নিশ্চিন্তপুর, ভুবনচন্দ্রপুর, কিসমত দুধারবাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, বলরামপুর, ঠাকুরণচক, পাঁচঘরা, বাগনান, রত্নেশ্বরবাটী, মনোহরপুর, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর ও গোপালপুর গ্রামের ৫২টী অন্নক্লিষ্ট পরিবারকে ৩ মণ ১২ সের চাউল বিতরণ করা হয়। ৭ই অক্টোবর রাণীচক ও তন্নিকটবর্ত্তী ১৪টী গ্রামের ৭৮টী পরিবারকে ১০ মণ ৪সের চাল বিতরণ করা হইয়াছে।

বিগত ৮ই অক্টোবর আমাদের ব্রহ্মচারীরা লিখিতেছেন,—

"প্রায় ৩০০টী গ্রামের লোকের বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। অনেক গোরু ছাগল মারা পড়িয়াছে শুনিলাম। লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামেই ৪।৫টী পরিবার এমন আছে, যাহারা একেবারে নিরাশ্রয় তাহাদের কোনপ্রকার আচ্ছাদন নাই এবং তাহাদের পরিবারে উপার্জ্জনক্ষমও কেহ নাই। তাহাদিগকে কুঁড়ে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যেককে ৩।৪ টাকা দিতে হইলেও প্রায় দশ বার হাজার টাকা লাগিবে। গভর্ণমেণ্ট হইতে টেষ্টওয়ার্ক খুলিবার কথা বলিতেছে, কিন্তু তাহাতে একেবারে উপার্জ্জনক্ষম লোকেদের কিছুই সাহায্য হইবে না। অতএব শীঘ্র শীঘ্র বেশী বেশী টাকা পাঠাইতে হইবে। সপ্তাহে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা পাঠান চাই।"

আমরা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে নিজের দেশবাসীর নিকট ঘাঁটালবাসীদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু এখনও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া প্রতি সপ্তাহে ১০০৲ টাকা মাত্র পাঠান হইতেছে। উহাতে যৎসামান্য সাহায্য মাত্র হইতেছে। কিন্তু শীঘ্র সাধারণের নিকট উপযুক্ত সাহায্য না পাইলে ২।১ সপ্তাহের মধ্যে এ সাহায্যও বন্ধ করিতে হইবে।

আমরা এস্থলে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, ঘাঁটাল বন্যাদুঃখ প্রতীকার কমিটী হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মারফত ৭৬ টাকা পাইয়াছি এবং উক্ত কমিটি আরো সাহায্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আর বিতরণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, শুনা যাইতেছে।

একণে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের নিকট নিবেদন :—তাঁহারা যাহা কিছু অর্থ বা বস্ত্র সাহায্য করিতে পারেন, সত্বর পাঠাইয়া দরিদ্র "নারায়ণ" গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন,
মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া)
অথবা
কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১২।১৩, গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার পোঃ, কলকাতা।

———:০:———

## শ্রীশ্রীদুর্গাবাহনং।

আয়াহি মাতর্গিরিরাজপুত্রি
দুর্গে সুরদ্বিট্‌কুল নাশয়িত্রি।
অজ্ঞান শয্যা শয়িতান্ বিমূঢ়ান্
পুত্রা সমুজ্জীবয় বঙ্গভূমৌ ॥১॥

নিদ্রালসং মাতৃবতী যদস্মাৎ
পুত্রান্ পরিত্যজ্য সমাহৃতীতাঃ।
চিরন্তনালোকিত মাতৃবক্ত্রাঃ
ক্ষুত্তা বিষণ্ণাঃ সততং রুদন্তি ॥২॥

মাতৈব দেবাঃ শরণং বরণ্যাঃ
তেনৈব জীবন্তি তয়া বিহীনাঃ।
নিদাঘ নিঃশেষিত তোয়রাশৌ
সরোবরে কিং সমমন্তি মীনাঃ ॥৩॥

রোগাধিদীনাঃ বলশক্তিহীনাঃ
ক্ষুত্তাঃ সদা মাতৃকৃপাবলম্বাঃ।
পশ্যন্তি তে স্বাগতি মার্গমুৎকাঃ
অশেষ দুঃখোপশমং সুভবাং ॥৪॥

শুভৈর্ব্বিহীনা তনয়াঃ কদাপি
ন মাতৃ কেয়া ভুবনেষু সন্তি।
সকৃৎ সমুৎসৃজ্য পিতুর্গৃহং তৎ
দরিদ্র পুত্রালয় মেহি দুর্গম্ ॥৫॥

দরিদ্রগেহে তব যোগ্য পূজা
সম্ভাপসম্ভাবা তথা মহেশি।
পুত্রপ্রদত্তং তৃণমপ্যনল্পং
যথা প্রহর্ষ্যতি সুদেতি তুষ্টং ॥৬॥

ইত্যাশয়োৎফুল্লমনোভিরীশে
দত্তাসনং কল্পিত মাসনায়।
পাদ্যং প্রকৃতং নয়নাম্বুপূরং
মনোহর্ঘ্যমিষ্টং কৃপয়া গৃহাণ ॥৭॥

গন্ধেন ভক্ত্যা পরয়া বিলিপ্তং
মাতঃ প্রসূনং প্রতিপাদিতন্তে
বালস্তথাহৃদ্‌বৃত্তি র্পিতঞ্চ
নৈবেদ্য মাত্মান মদঃ গৃহাণ ॥৮॥

কায়েন বাচা মনসা স্বধীরঃ
নতি স্তুতি প্রস্মরণং বিধায়।
বয়ং ভবাদ্ যেন ভবেম মুক্তা
তথা বিধেহীশ্বরি সর্ব্বথাত্মান্ ॥৯॥

সৃষ্টি ত্বদীয়া জগতী সমগ্রা
স্থিতিঃ করোত্যেব তব প্রযত্নাৎ।
ত্বয়োব চান্তে বিলয়ঃ প্রযাতা
সৃষ্টি স্থিতির্ভঙ্গ ইয়ং হি লীলা ॥১০॥

লীলাময়ীং ত্বাং কিমু বর্ণয়ামঃ
নাস্ত্যত্র বাণী স্তবনোপযুক্তা।
যা বেদবাণী তবমূর্ত্তিরেষা
কিমস্তি বিশ্বে ত্বায়বযুক্তং ॥১১॥

ত্রাত্রা বয়ং তন্দ্রনিমগ্ন এবং
পুনঃ পুন দুঃখভুজো ভবামঃ।
দুঃক্ষের তত্ত্বং তবনৈব বিদ্মঃ
কৃপাকপাতেন পুনীহি নো দ্রাক্ ॥১২॥

তমো নিরাসে রজসি প্রলীনে
বিশুদ্ধসত্ত্বে মনসি প্রসন্নে।
স্ফুরত্যসৌ চিদ্‌ঘন দিব্যমূর্ত্তি
মৃণ্ময় মূর্ত্তি-প্রতিমার্চ্চকানাং ॥১৩॥

আনন্দময়ী গমনপ্রহৃষ্টা
প্রীতিপ্রফুল্লা প্রকৃতিশ্চকাস্তি।
নির্ম্মেঘ মাকাশতলং ধরিত্রী
বিশুদ্ধপঙ্কা মলমুক্তমম্বঃ ॥১৪॥

নভো বিভঙ্গা রজনী সচন্দ্রা
পন্থা বিপঙ্কঃ সরলঃ সুরম্যঃ।
ভূলোকশীতো দ্বারাণি নিকামং
বিহঙ্গগীতিধ্বনিতং প্রভাতং ॥১৫॥

বিকচস্ফটিককাশ শ্বেতবস্ত্রাবৃতাঙ্গী
বিকশিত নলিনাসোৎফুল্লনীলাম্বুজাক্ষী।

ধর্ম্মসংস্কারকদিগের চরিতাখ্যান এই কথার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ সকল চরিতাখ্যানে প্রায়ই কিছু না কিছু অলৌকিক অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কোন্ বীজ হইতে কিরূপে কোন্ উচ্চ ভাব ঐ সংস্কারকদিগের মানসক্ষেত্রে প্রথমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় না, এবং কি কি সুযোগেই বা সেই ভাবের পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল তাহারও কোন প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায় না। অমুক এত অল্প বয়সেই এই সত্যটী অবগত হইয়াছিলেন এবং ঐ তত্ত্বের জ্ঞান সমস্ত অবস্থার অতিক্রম করিয়া সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পুরুষকর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া এক্ষণে জাতি সাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে, সকল ধর্ম্মসংস্কারকের জীবনচরিতই এই অদ্ভুত ভাবের বাহুক।

(খ) গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেই হইবে, তত্ত্বশাস্ত্রে এরূপ কোন বিধি নাই। তবে যদি কেহ স্বেচ্ছাতঃ পরিব্রাজক হইতে চাহেন, তাঁহাকে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার বিধান আছে। পিতা মাতা ভার্য্যা শিশুসন্তান অথবা অন্য কোন অবশ্যপোষ্য বিদ্যমান থাকিলে কেহ পরিব্রাজক হইতে পারেন না। যাঁহার ঐ সকল নাই তিনি স্বজন এবং স্বগ্রামনিবাসীদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন।

২। পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীহরেকৃষ্ণ দে দ্বিতীয় শিক্ষক বল্লভপুর মধ্য ইং স্কুল শ্রীরামপুর হুগলী

উল্লেখযোগ্য প্রেরকগণের নাম :—(১) আশুতোষ মণ্ডল (বর্দ্ধমান) ২। সেখ মজিবার রহমন (খুলনা) ৩। উপেন্দ্র নাথ মাইতি (মেদিনীপুর) ৪। রামদয়াল বিশ্বাস (যশোহর) ৫। অটল বিহারী ঘোষ (বীরভূম) ৬। ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)

উত্তর—

২। ১। সাদা নৌকা যাইয়া কাল রাজাকে কিস্তী দিবে। কাল রাজা ১৬ ঘরে উঠিয়া বসিবে (২) কাল গজের মুখে সাদা দাবার কিস্তী কাল রাজাকে দিবে, কালগজ সাদা দাবা মারিবে; (৩) সাদা ঘোড়ে কাল গজকে মারিয়া কিস্তী এবং কাল রাজা সাদা ঘোড়ে মারিয়া বসিবে। (৪) সাদা গজ কাল রাজাকে কিস্তী দিয়া মাৎ করিবে।

৩। পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার বহরান স্কুল পোঃ বহরান জেলা বর্দ্ধমান

উল্লেখযোগ্য প্রেরক—হরেকৃষ্ণ দে (শ্রীরামপুর)

উত্তর—"যেন ঈশ্বরে ভক্তি থাকে"

## বাঙ্গালার পশুচিকিৎসা কলেজ।

১৯০৮—৯ সালের প্রারম্ভে এই কলেজের ছাত্র সংখ্যা ১৪৯ ছিল—"এ" শ্রেণীতে ৭১, "বি" শ্রেণীতে ৪৮ এবং "সি" শ্রেণীতে ৩০। বৎসরের শেষে "এ" শ্রেণীর ছাত্র ১৭ জন কমিয়া যাওয়ায় ছাত্র সংখ্যা ১৩২ হয়। এই সংখ্যার মধ্যে হিন্দু ১০২, মুসলমান ২৩, বৌদ্ধ ৪ এবং দেশীয় খৃষ্টীয়ান ৩ জন। এই ১৩২ জনের মধ্যে বাঙ্গালার অধিবাসী ছাত্র ৫৩, বেহারের ১৪, উড়িষ্যার ২, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ৫৩, যুক্তপ্রদেশের ২, মান্দ্রাজের ২, ব্রহ্মদেশের ৫ এবং পঞ্জাবের ১।

এই কলেজের জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট স্থায়িভাবে পরীক্ষা সভা সংগঠন মঞ্জুর করেন। সিভিল ভিটারিনারী বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল প্রেসিডেণ্ট এবং বিহারের সরকারী পশু শালার এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের সিভিল ভিটারীনারী বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মেম্বর মনোনীত হইয়াছেন। বিগত পরীক্ষার সময় ইনস্পেক্টর জেনারেলের অসুখ থাকায় বিহারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সভাপতি হন এবং তাঁহার স্থানে যুক্ত প্রদেশের সিভিল ভিটারীনারী বিভাগের দ্বিতীয় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে মেম্বর মনোনীত করা হয়। ১লা মার্চ্চ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া ৯ই পর্য্যন্ত হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট এই কলেজের পরীক্ষার দিন একেবারে ঠিক করিয়া দিয়াছেন। প্রতিবারে একই সময়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষা সভায় যিনি যে বিষয়ের পরীক্ষা করিবেন তাহারও ঠিকানা আছে।

সেশনের প্রারম্ভে ১৪৯ জন ছাত্র ছিল, শেষ ভাগে ১৩২ জন হয়, পরীক্ষা দেয় ১২৮ জন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয় ১০০ জন। পরীক্ষা সভা পরীক্ষার এই ফল অতিশয় সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন।

সেশনের শেষভাগে যে ১৩২ জন ছাত্র থাকে তন্মধ্যে ৬৩ জন ছাত্র বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত. জেলাবোর্ড এবং স্থানীয় বোর্ডের বৃত্তি প্রাপ্ত, ৫৩ জন, মিউনিসিপালিটীর ১ জন। দার্জ্জিলিং ফণ্ড হইতে ১জন এবং শিববক্স বগলার বৃত্তি ১জন পাইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট ১১ জন ছাত্রকে, ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট ৪ এবং যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট দুই জনকে বৃত্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই মার্চ্চ ডিপ্লোমা ও পারিতোষিক বিতরণের সভা হয়। স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর স্যার এডোয়ার্ড নর্ম্মান বেকার কে সি এস আই ঐ সভার সভাপতি হন। লেডি বেকার ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। অনেক দর্শক এই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

অনারেবল মিঃ কে জি কমিঃ আই সি এস সম্রাট এডোয়ার্ডের একখানি অতি সুন্দর প্রতিকৃতি কলেজকে উপহার দিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বোর্ডিংয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভালই ছিল, তবে ম্যালেরিয়া, রক্তামাশয় এবং একজনের টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল। বসন্ত না হয় তাঁহার পূর্ব্ব সাবধান স্বরূপ কলেজের ছাত্র ও কলেজ সংসৃষ্ট সকলকেই গোবীজে টীকা দেওয়া হয়। বৎসরকাল মধ্যে ৫১৭৪ ঘোড়া গরু প্রভৃতির চিকিৎসা এই কলেজের হাসপাতালে হইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে ২২৭৫ টি পশুকে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে। গত বৎসরে ৪১৩২টি পশুর চিকিৎসা হয়, তন্মধ্যে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয় ১৯১৩ টির। চিকিৎসার জন্য ফী আদায় হয় বৎসরকাল মধ্যে ১৬৩৯২৶৬ পাই এবং খাওয়াইবার খরচ বাবতে ২৬০৯৫।৵৪ পাই আদায় হয়। এই সমস্ত ব্যারামী পশু হইতে ছাত্রদিগের পশু সম্বন্ধীয় নানাবিধ ব্যারাম ও উহাদের চিকিৎসা শিখিবার অনেক সুবিধা হয়। ঘোড়ার দানা, বিচালি প্রভৃতির দর চড়া হওয়ায় অনেকটা অসুবিধা হইয়াছে। এ বৎসর ১৭৪৫ টি অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ১৪২৭টি অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছিল। ৪০৩টি ঘোড়াকে এ বৎসরে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে, গত বৎসরে ৪০২ টিকে ঐরূপে মারা হইয়াছিল।

কলেজের ছেলেদের বেড়াইবার এবং ব্যায়াম করিবার জন্য ঐ কলেজেরই লাগাও স্বতন্ত্র একটি স্থান উপযোগী করিয়া লইতে ছোটলাট বাহাদুর আদেশ দিয়াছেন। জিমন্যাষ্টিক শিখাইবার জন্য একজন লোক নিয়োগও তাঁহার অনুমোদিত হইয়াছে।

রাজা শিববক্স বগলা এই কলেজ কমিটীর একজন সদস্য ছিলেন। তিনি কলেজের জন্য সওয়া তিন বিঘা জমি দান করেন। এবং কলেজ বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলেজের অনেক

ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য একদিন কলেজ বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

## প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

ইসলাম প্রচারক—ভাদ্র ১৩১৬। "মুসলমান রাজ্য ও সাম্রাজ্যসমূহে ভীষণ বিপ্লব" প্রবন্ধ হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

"মুসলমানগণ প্রায় ১৩শত বৎসর যাবৎ রাজতন্ত্রমূলক শাসনের অধীন রহিয়াছে হঠাৎ ঈদৃশ শাসন পরিবর্ত্তন তাহাদের পক্ষে উপকারী না হইয়া অপকারী হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যে রাজ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বাস, সে দেশ নিয়মতন্ত্র বা সাধারণ তন্ত্র-মূলক শাসন প্রণালীর সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমাদের এই ভারতবর্ষকেও আমরা এজন্য পার্লিয়ামেণ্ট লাভের উপযুক্ত দেশ বলিয়া মনে করি না। কারণ এখানকার এক জাতির স্বার্থ ঠিক অন্য জাতির স্বার্থের প্রতিকূল। তুরস্কের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও জটিল। তথায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃষ্টান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান ও য়িহুদিগণ বাস করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সকল জাতির ঘাড়ে একই 'জোয়াল' চাপাইলে ফল বিপরীত হওয়া অনিবার্য্য।

তুরস্ক এতকাল একটী ইস্‌লামী সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু আজ উহার সেই পবিত্র নাম বিলুপ্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে তুরস্ক সাম্রাজ্যের খৃষ্টান য়িহুদী ও মুসলমান জাতিকে একই "ওস্‌মানী জাতি" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সকলকেই একই ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ইস্‌লামী সাম্রাজ্যে বিধর্ম্মীকে মুসলমানের সমান ক্ষমতা কখন দেওয়া হয় নাই; কিছু না কিছু বিশেষ ক্ষমতা হাতে রাখা হইয়াছে। জগন্মান্য খোল্‌—ফায়ে রাশেদীনদিগের সময়ের অবস্থা একবার খেয়াল করুন। সামরিক ক্ষমতা প্রায়ই মুসলমানগণ হস্তে রাখিয়াছেন। তুরস্কের বর্ত্তমান শাসনচক্রের নিয়ন্তাগণ সে বিশেষ ক্ষমতাটুকুও খৃষ্টানদিগের পদে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীক সম্প্রদায়ের খৃষ্টানগণ তুরস্কের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উপর নারাজ। এই নারাজী তাহারা কেবল মাত্র কথায়ই প্রকাশ করিতেছে না, কাজেও দেখাইতে চেষ্টা পাইতেছে। নব্য তুর্কী সম্প্রদায় বিপ্লববাদী আর্ম্মানীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য জাতীয় ক্ষমতা ও স্বার্থ অনেক পরিমাণে বিসর্জ্জন দিলেও সেই মুসলমান বিদ্বেষী কুটচক্রী খৃষ্টান সম্প্রদায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেছে না; তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য গোপনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। তৎপর বুল্‌গেরীয়, সার্ব্বীয় ইত্যাদি খৃষ্টানগণ কোন্ পথ অবলম্বন করে, তাহাও দেখিবার বিষয়। পরাক্রান্ত আল্‌বেনীয় ও কুর্দ্দ সম্প্রদায় যে বর্ত্তমান শাসনে সন্তুষ্ট নহে, তাহা তাহাদের কার্য্য কলাপে অনেকটা প্রকাশ পাইতেছে।

বর্ত্তমান শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা লিখিবার সাধ্য নাই। ইঁহাদের কার্য্যের স্বাধীন ভাবে সমালোচনা করিতে গেলে, অমনি কোর্ট মার্শালের অধীন হইতে হইতেছে। বিদেশীয় সংবাদ-পত্র যাহা এই নব্য তন্ত্রীদিগের শাসন সমালোচনা করিতেছেন, সে সকল সংবাদ পত্র ও ওস্মানীয় অধিকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। মিসরের সুবিখ্যাত আরবী দৈনিক সংবাদ পত্র "আল্ মওয়েদ" ও লাহোরের উৎকৃষ্ট উর্দ্দু সংবাদ পত্র "ওতন" তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; প্রবেশ করিলেও অনলে ভস্মীভূত হইতেছে। এদিকে নব্য তন্ত্রবাদী তুর্কীদিগের পক্ষ সমর্থনকারী এক দল লোক বলিতেছেন, সুলতান, আবদুল হামিদ খানের স্বেচ্ছা তন্ত্র-মূলক শাসনে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা মাত্রই ছিল না। তাঁহাদের ওরূপ উক্তির উত্তর ত সম্মুখেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। উদার নৈতিক শাসন সম্প্রদায় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা কিরূপে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, পাঠক তাহা একবার নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখুন।

সুলতান আবদুল হামিদ খান সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন; ইহা তুরস্ক সাম্রাজ্যের পক্ষে নূতন ঘটনা নহে। নব্যতন্ত্রবাদী তুর্কী সম্প্রদায়ের গুরু মেদহাত পাশার কল্যাণে সুলতান আবদুল আজিজ খান সিংহাসনচ্যুত ও গোপনে নিহত এবং সুলতান ৫ম মোরাদ খান রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেও কোন কোন সুলতানের অদৃষ্টে সিংহাসনচ্যুতি ঘটিয়াছে; কিন্তু ইসলামের গৌরবনাশজনক কোনও ঘটনা তাহাতে ঘটে নাই। ইউরোপের নূতন আলো প্রাপ্ত নব্য তুর্কী সম্প্রদায়ের দ্বারা ইসলামের পবিত্র গৌরব যে নষ্ট হইতে চলিল, ইহাই আমাদের পক্ষে গুরুতর আতঙ্ক ও আক্ষেপের বিষয়। ভারতের হিন্দু পূজা অদূরদর্শী ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধী সম্রাট্ আকবর শাহ জাতীয় গৌরব পদদলিত করাতে, ভবিষ্যতে তদ্বংশীয়দিগের—সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জাতির যে শোচনীয় দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী সম্রাট যদি ইসলামের গৌরব ও মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রাখিতেন, তবে তৎকালে ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের অশেষ দুর্গতি ও বিধর্ম্মীর স্পর্দ্ধা এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। ইসলাম ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা না থাকাতে, তাঁহার কার্য্য ও আচরণে ইসলাম ধর্ম্ম দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান নাস্তিকতা মন্ত্রে দীক্ষিত নাস্তিক চূড়ামণি ফরাসী জাতির শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য তুর্কীদলও পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া, ইসলাম জগতে মহা অনর্থপাতের সূত্রপাত করিয়াছেন!

তৎপর পারস্য সাম্রাজ্যের কথা। ইহার অবস্থা তুরস্ক হইতে স্বতন্ত্র। পারস্যে বহুকাল হইতেই অত্যাচার মূলক শাসন প্রণালী চলিয়া আসিতেছিল। পরলোক গত শাহ নসিরুদ্দীন কাচার একজন ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন সত্য, কিন্তু রাজ্যের শাসন প্রণালীর কোনও উৎকর্ষ বিধান তাঁহার সুদীর্ঘ শাসন সময় মধ্যে হয় নাই। তিনি ঘাতক হস্তে নিহত হইলে, তৎপুত্র শাহ, মজফ্ফরুদ্দীন কাচার পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় প্রজাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য "মশ্‌রুতি' ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে থাকে। একদল লোক রাজ্যে পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপনের জন্য প্রয়াস পান, ইহারা অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত। শাহ্ প্রথমতঃ স্বীয় অপ্রতিহত ক্ষমতা বিসর্জ্জন দিয়া প্রজাশক্তির হস্তে শাসন ক্ষমতা প্রদান করিতে রাজী হন নাই; কিন্তু মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপন মঞ্জুর করেন। ইহার অত্যল্প কাল পরে তিনি পরলোক গমন করিলে, তৎ পুত্র শাহ মোহাম্মদ আলি মির্জ্জা পারস্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি পার্লিয়ামেণ্টের তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না! পক্ষান্তরে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য বৃন্দও একলম্ফে গাছের আগায় চড়িতে উদ্যত হইলেন—অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন ফল এই হইল যে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তিতে তুমুল সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হইল। শাহ পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ তোপের মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল পার্লিয়ামেণ্টের বহুসংখ্যক সভ্য নিহত হইলেন। সেই হইতে পারস্যে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হইল। তবরেজ, ইস্পাহান শিরাজ, রেশদ, বুশায়র প্রভৃতি নগরে অনেক

বিপ্লব উপস্থিত হইয়া, অসংখ্য মনুষ্যের শোণিতে ভূপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইল। তবরেজে সাত্তার খাঁ ও ইস্পাহানে দুর্দ্ধর্ষ বখতিয়ারী সম্প্রদায়ের সর্দ্দার আসাদ এবং সিপদার প্রজা পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বহু যুদ্ধ বিগ্রহের পর সে দিন সর্দ্দার আসাদ ও সিপদার রাজধানী তিহারাণে উপস্থিত হইয়া, রাজপক্ষীয় সেনাদলকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। শাহ মোহাম্মদ আলী রুশীয় দূত নিবাসে আশ্রয় লন। অতঃপর প্রজাপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ শাহের ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র আহমদ মির্জ্জাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন। মোহাম্মদ আলী মির্জ্জার রাজত্ব শেষ হইয়াছে। পারস্যেও শিয়া-সুন্নি দুই শ্রেণীর মুসলমান, য়িহুদি, খৃষ্টান ও অগ্ন্যুপাসক সম্প্রদায়ের বসবাস, পক্ষান্তরে ঐ রাজ্য শিক্ষা বিষয়ে অনুন্নত; সুতরাং সেখানে পার্লিয়ামেণ্ট দ্বারা শাসন কার্য্য কিরূপ সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হইবে খোদাই জানেন।"

লেখকের মতে আকবর বাদসাহের উদারতার দোষে মোগল সাম্রাজ্য নষ্ট তাহার প্রপৌত্রের সময়ে হয়। তাঁহার প্রপৌত্রের কোন দোষ ছিল না।

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ঢাকা] আনন্দমোহন কলেজ—ময়মনসিংহের কলেজটি আনন্দমোহন কলেজ নামে অভিহিত হইবে। সে দিন ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট এই নূতন কলেজের ভিত্ত স্থাপন করিয়াছেন। কলেজের বাড়ী নির্ম্মাণকল্পে ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর ত্রিশ হাজার, মুক্তাগাছার স্বর্গীয় মহারাজ পাঁচ হাজার, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী পনর হাজার, আমবাড়ীয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী দশ হাজার এবং শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। নূতন প্রদেশের সরকার বাহাদুরের দানের পরিমাণ পঁচাত্তর হাজার টাকা। টাঙ্গাইলের প্রমথমন্মথ কলেজও শীঘ্রই এই কলেজের সহিত সংযুক্ত হইবে এবং তাহাতে কলেজ-সংসৃষ্ট বিজ্ঞানাগারটির খুব উন্নতি হইতে পারিবে বলিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড বলিয়াছেন। বিজ্ঞানাগার নির্ম্মাণকল্পে সন্তোষের জমিদারভ্রাতৃদ্বয় শুনা যায় কুড়ি হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

[পঞ্জাব] পঞ্জাব কাঙ্গড়া জেলায় পশমের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট মেরিণো ভেড়া আমদানি করিবেন স্থির করিয়াছেন। এইজন্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট চারি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এখন মেষবংশের উন্নতিকল্পে এই মেষ নিযুক্ত করা হইবে। আপাততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে, পরে যদি ইহাতে ভাল ফল ফলে, ত আরও মেরিণো ভেড়া কাঙ্গড়ায় আনা হইবে।

[মান্দ্রাজ] মান্দ্রাজ হাইকোর্টে অনেক কাজ বাকী পড়ায় ষ্টেট সেক্রেটারীর আদেশে উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ স্বামী আয়ার হাইকোর্টের নূতন জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

[বোম্বাই] বোম্বাইয়ের গিরগাঁও মহল্লার একজন দোকানদার বাজার হইতে বিলাতী টুপি কিনিয়া মহারাজ শিবাজীর মূর্ত্তিযুক্ত লাইনিং মাত্র বসাইয়া প্রকৃত "স্বদেশী উপকরণে প্রস্তুত টুপি" বলিয়া বিক্রয় করিত। তাহার নামে একজন প্রবঞ্চনার মোকদ্দমা আনায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করতঃ তাহার ৩৫০২ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা না দিলে তিনমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

[সাধারণ] গত ৫ই আশ্বিন বুধবার ইউরোপের অনেকস্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের দক্ষিণভাগে ভূমিকম্প হইয়া অনেক ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। মেসিনা ও রেগিও নামক স্থানে অনেক জীর্ণ প্রাচীর পড়িয়া গিয়াছে, গ্রীসের এথেন্স সহরেও ভূকম্পনে অনেক বাড়ী ফাটিয়াছে।

ভারতগবর্ণমেণ্ট বোম্বায়ের শ্রীযুক্ত জেহাঙ্গীর সোরাবজী বি এ নামক জনৈক পার্শী সন্তানকে ইউরোপে গমনপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সরকারী বৃত্তি দানের সংকল্প করিয়াছেন।

টেলিগ্রাফের মনিঅর্ডার অর্থাৎ টেলিগ্রাফে টাকা প্রেরণ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) অতঃপর সাধারণ মনিঅর্ডারের ন্যায় টেলীগ্রাফের মনিঅর্ডারের মাশুল গৃহীত হইবে। (২) মনিঅর্ডারের সহিত তারে যে দাতা গৃহীতার নামাদি ও সংবাদ প্রেরিত হইবে, তাহার জন্যও সাধারণ টেলিগ্রাফের নিয়মানুসারে "এক্সপ্রেস" অথবা "অর্ডিনারী" শ্রেণী ভেদ হিসাবে মাশুল লওয়া হইবে। এবং অতিরিক্ত প্রতি কথার "এক্সপ্রেসে" দুই আনা এবং অর্ডিনারীতে দুই পয়সা হিসাবে মাশুল লাগিবে। ১লা অক্টোবর হইতে এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য হইতেছে।

ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ, সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড ভাল কাজের জন্য ভারতীয় পুলিশকে প্রতি বৎসর ৫০ টী রৌপ্য মেডেল পদক পুরস্কার দিবেন। এই মেডেলের নাম "The King's Police Medal" "দি কিংস পুলিস মেডেল" অর্থাৎ রাজপ্রদত্ত পুলিশ মেডেল। পদকপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যদি কোন অপরাধে দোষী হন তাহা হইলে এই পদক তাঁহার নিকট হইতে ফেরত লওয়া হইবে। বিশেষ সাহসের সহিত লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা ও অপরাধ দমন করা, পুলিশের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করা হঠাৎ কোন স্থানে বিশেষ অপরাধ হইলে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে অথবা আগুন লাগিলে তাহা নিবারণ করা, নানা বিপজ্জনক অবস্থায় পুলিশ নিযুক্ত করা, সরকারী গোপনীয় কাজ, রাজনৈতিক কাজ, রাজকীয় বিশেষ কাজ করা, আশাতিরিক্ত ক্ষমতার ও যোগ্যতার সহিত অধিক দিন চাকুরী করার জন্য এই মেডেল পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসে উপযুক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নামের একটী লিষ্ট বিলাতে পাঠান যাইবে।

[বৈদেশিক]. সম্প্রতি পারস্যে নূতন মন্ত্রি সভা গঠিত হইয়াছে। পারস্যের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট—ডাসজালিষ্ট সম্প্রদায় এখন নানা কারণে উদ্বিগ্ন। তাঁহাদের উদ্বেগের প্রধান কারণ, পারস্যে রুষসৈন্যের সমাবেশ। সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। তাবরিজ, কার্জভিন এবং মেস্ত সহরে রুষ-সৈন্যের আধিক্য বশতঃ অধিবাসীরা বড়ই বিরক্ত। আজের-বৈজানে এবং তিহারাণের উত্তর প্রদেশে এখন সম্পূর্ণরূপ শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

### দ্রষ্টব্য।

চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ছাত্র শ্রীনীরদরঞ্জন সেন গুপ্ত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ২০ টাকা এবং হরকুমার ঠাকুরের পুরস্কার ২৫ টাকা পাইয়াছেন।

## কৌতুক-কণা।

বৃদ্ধ কর্ম্মপ্রার্থী—আমাকে কাজ দিলে তুষ্ট করিতে পারিব। পূর্ব্বেকার কর্ম্মস্থানে একাদিক্রমে ৩৫ বৎসর কাটাইয়াছি।

কর্ত্তা—হাঁ। "কাজের একেবারে বার" হয়ে তবে বেরিয়েছ।

রসিক—তুমি তবে একেবারে বাহিরা আসায় চাও? আচ্ছা, তুমি যদি আজ রাত্রেই মরে যাও?

বরকরাম (গর্ব্বিত ভাবে)—হুজুর, আমি গরীব বটে কিন্তু আমি সৎ, টাকা লইয়া সেকাজ করিব না।

কোন একটী দোকানের নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী দেখিয়া অনেক বাবুর কিছুই পছন্দ না হওয়ায়, দোকানদার পরিশেষে একটী ইঁদুরকল বাহির করিয়া বাবুকে বলিল—

এই ইঁদুরকলগুলি খুব ভাল ও মজবুৎ। আপনাকে একজোড়া বেঁধে দেব?

বাবু—ইঁদুরকল নিয়ে আমি কি কর্‌বো? আমার বাড়ীতে ত ইঁদুর নেই।

দোকানদার—আপনার বাড়ীতে নাই বা থাকলো মশাই। পয়সা থাকলে কিসের অভাব, কল কিনুন, ইঁদুরও আমার কাছেই সস্তায় কিনতে পাবেন!

---

রাম—সত্যকথা বলিতে কি এখন তোমার দাড়ী না থাকায় আমি প্রথমে তোমাকে চিন্‌তেই পারিনি।

শ্যাম—যা বলেছ ভাই! আর্শিতে মুখ দেখে আমিও নিজেকে প্রথমে চিন্‌তে পারিনি তারপর গলার আওয়াজটা শুনে খপ্‌ করে বুঝে নিলুম যে দেখার ভুল নয়।

হরেন—শুনলুম তুমি এ বছরেও নাকি প্রোমোশন পাওনি।

গোপাল—হাঁ ভাই। দুর্ভাগ্যের কথা আর বল কেন? গতবৎসরে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি এ বছরেও ঠিক সেই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি জানতুম সেগুলো অবিশ্যি এবারে আর জিজ্ঞেসা কর্‌বে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট (আসামীকে)—তোমার নামে অভিযোগ যে তুমি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে নির্জ্জন রাস্তায় অসহায় অবস্থায় পাইয়া উঁহাকে মারিয়া উঁহার একটী স্বর্ণের ঘড়ী ব্যতীত অপরাপর সমস্ত দ্রব্য বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছ। এসম্বন্ধে কি তোমার কিছু বক্তব্য আছে?

আসামী—সে সময়ে তাঁহার নিকটে কি একটী সোনার ঘড়ী ছিল?

ম্যাজিষ্ট্রেট—হাঁ নিশ্চয়ই।

আসামী—তবে সে সময়ে আমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ ছিল! সেই হিসাবেই আমার বিচার স্থগিত রাখা হউক।

---

### বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশার্থী ছাত্রবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, যাহারা বর্ত্তমানঅক্টোবর মাসের মধ্যে নিজ নিজ জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের সমীপে আবেদন করিবে তাহাদিগকে আর মির্‌ স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে না। ঐ আবেদন পত্রের সহিত মধ্য বাঙ্গালা বা মধ্য ইংরাজি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে। যাহারা এই বৎসর মধ্য স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে এবং এখন পর্য্যন্ত উপরোক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা নিজ নিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানা সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবে যে তাহারা আগামী ডিসেম্বর মাসে মধ্য বাঙ্গালা বা মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় সম্ভবতঃ উত্তীর্ণ হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট, চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুল।

### কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

● চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রই ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রই কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Hd master F A for the Kaligaung Raja Rajendra Narayan H E school Dacca) on Rs 60 rising to 75 in five years. Family quarters free. Must stick to the post for two complete sessions Po Kaliganj (Dacca).

An F A Hd master for the Kowtala M E school on Rs 18 with boarding and lodging free. Po Kashinagar, via Joynagor 24 pergs.

An assistant Hd master on Rs 55 per month for the Muradnagar H E school, Tippera. Apply before 15th Nov: Must be strong in English and Sanskrit.

A graduate 2nd master (B course) for the Nabinagor H E school Dt. Tippera on Rs 60 per mensem.

An F A Hd Master for Tepa Taramohan M E school on Rs 25—1—35 Will have to join after the Puja Vacation. Tepa Madhupur po Dt Rangpur.

A Hd Master F A for the Jaga Mohan M E school, Hatiya, Dt Noakhali on Rs 25 per month.

A graduate on Rs 45 Must stick for one session. Apply to H Chatterji, Disbargurh Bordwan.

A whole time private tutor to instruct two boys, reading 3rd and 8th class standard respectively on Rs 20 with free board and lodging. Kedar Nath Roy Zemindar Kedarganj po. Nadia.

One Brahmin Entrance passed or plucked 2nd Master for the Mukundpur B De M E school The selected candidate will have to take charge the local Post office. He will get Rs 10 excluding free board and lodging. P O Mathurespur Dt Khulna.

A graduate (B course preferred) and an undergraduate strong in Mathematics for the Fukura M M Academy on Rs 45—1—50 and 30—1—35 per mensem respectively. Apply to the Hd master. Quarters free.

A B A private tutor to coach my three children of the higher classes of the Govt school at Suri. Suitable lodging and boarding will be provided. Pay to be settled in letters of communication. Apply to Babu Nabadwipendu Mukerjee, Kundula po Kundula via Sainthia, Birbhum.

[illegible] মধ্য স্কুলে নূ ত্রৈবার্ষিক অথবা পুরাতন নিয়মের ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা এবং বাড়ীতে ২টী [illegible] পড়াইতে হইবে

অধিকন্তু খোরাকী এবং বাসা দেওয়া যাইবে। মুসলমান হইলে ভাল হয়। তাঁহার যোগে যাতায়াতের সুবিধা আছে। শ্রীআবদুল আলিম সব-রেজিষ্ট্রার আলকাডাঙ্গা মধ্য বাঙ্গালা স্কুল পোঃ আলকাডাঙ্গা জেলা যশোহর।

জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রীক্টের অধীনে দেওয়ানী বাইনর স্কুলে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে একজন হেঃ মাঃ এবং মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন সেকেণ্ড মাষ্টার। উভয়ে বিনাবাসে বাসা পাইবেন। হেড মাষ্টার এফ এ পাশ অথবা এণ্ট্রান্স পাশ এফ এ পাশ এফ এ পড়া এবং সেকেণ্ড মাষ্টার এণ্ট্রান্স পড়া হইলেও চলিবে। শ্রীগরিবুল্লা মহম্মদ হেড পণ্ডিত শীতলাই মডেল স্কুল পোঃ অঃ দেবীগঞ্জ গ্রাম সোনাহার জেলা জলপাইগুড়ি।

জেলা বৰ্দ্ধমান, শুশুনদীঘি মইঃ স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ। বেতন ২০ টাকা। ২৩টী ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াইলে বাসা। শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন গোস্বামী বৰ্দ্ধমান গ্রাম নোতা পোঃ অঃ শুশুনদীঘি,

নূতন নিয়মে ২য় বার্ষিক ট্রেনিং পাশ হেঃ পঃ বেতন ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। বাসা পাইবেন। শ্রীতারক চন্দ্র সমদ্দার সেক্রেটারী বৈশানী এম ই স্কুল। বৈশানী পোঃ বরিশাল

ডুমাইন মইঃ স্কুলে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে এণ্ট্রেন্স পাশ কায়স্থ অথবা মুসলমান সেকেণ্ড মাষ্টার। বাসা দেওয়া যাইবে। পোঃ ডুমাইন জেলা ফরিদপুর।

দাদপুর মইঃ স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ বেতন আপাততঃ ২৭৲ টাকা, চাকর ও বাসস্থান পাইবেন। গ্রাম দাদপুর, পোঃ মেহেন্দিগঞ্জ জেলা বরিশাল।

---

## মধ্যছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ১৯১১

### বৰ্দ্ধমান বিভাগ

সাহিত্য—প্রবন্ধকুসুম রামদয়াল চট্টো: কৃত। বিজ্ঞান—মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার জি সি বসু কৃত। ইতিহাস—ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস সি আর উইলসন কৃত। ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্য ভূগোল পাঠ বুকি এণ্ড সন কৃত। পাটীগণিত—সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ গৌরীশঙ্কর দে কৃত জ্যামিতি—ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম ভাগ ব্রজমোহন মল্লিক কৃত অথবা সরল ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সারদা প্রসন্ন দাস কৃত। ইংরাজী—ষ্টাণ্ডার্ড ৫—১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১১ মিড্‌লরীডার ই মার্সডেন এণ্ড এস এন বসু কৃত। ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১০, ১৯০৯ সালের জন্য নির্দিষ্ট ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এর পুস্তকের সমস্তটা।

### প্রেসিডেন্সী

সাহিত্য শিক্ষা ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানী কৃত, ভারতবর্ষের ইতিহাস ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত, ভূগোলপাঠ ২য় ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত, ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম অধ্যায় নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত অথবা ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি গৌরীশঙ্কর দে কৃত ইংরাজী—ষ্টাণ্ডার্ড ৫, ১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬ ১৯১১—ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড রীডার ২য় পুস্তক বুকি এণ্ড সন কৃত। ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১০, ১৯০৯ সালের জন্য নির্দিষ্ট ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এর পুস্তকের সমস্তটা।

### পাটনা

বাঙ্গালা—সন্দর্ভমালা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যো কৃত হিন্দী—মধ্য ভার্ণাকুলার হিন্দীরীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত। উর্দ্দু—মোয়ালি মুত তাজির ৩য় ভাগ (পরিশিষ্ট সহ) মহম্মদ হবিবুল্লা কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান কোং কৃত বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু মিড্‌ল ভার্ণাকুলার হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত; বাঙ্গালা গণিত পাঠ ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত হিন্দী—এলিমেণ্ট্‌স অব এরিথমেটিক ৩য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত, উর্দ্দু—পাটীগণিত ৪র্থ ভাগ টি সে লুইস কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—ইউক্লিড ১ম অধ্যায় মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান প্রকাশিত অথবা বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু উচ্চপ্রাথমিক এবং মিড্‌ল ভার্ণাকুলার ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি ম্যাকমিলান কৃত। ইংরাজী ষ্টাণ্ডার্ড ৫, ১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬, ১৯১১—মিড্‌ল রীডার ই মার্সডেন ও এস এন বসু কৃত। ষ্টাণ্ডার্ড ৬, ১৯১০—১৯০৯ সালের ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এর জন্য নির্দিষ্ট পুস্তকের সমস্তটা।

### ভগলপুর ও ছোটনাগপুর

পাটনা বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক এই দুই বিভাগেরও পাঠ্য হইবে।

### উড়িষ্যা বিভাগ

সাহিত্য ভারত মধুসূদন সেন কৃত, মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত, মিড্‌ল ভার্ণাকুলার হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলন প্রকাশিত, মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলন প্রকাশিত, অঙ্কপুস্তক ২য় ভাগ মধুসূদন রাও এবং মধুসূদন দাস কৃত। জ্যামিতি ১ম অধ্যায় সীতানাথ রায় কৃত অথবা সহজ পরিমিতি ও ব্যবহারিক জ্যামিতি মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জন্য উপেন্দ্র বসু কৃত। ইংরাজী পাটনা বিভাগের ন্যায়।

## উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য ১৯১১

### বৰ্দ্ধমান বিভাগ

সাহিত্য পাঠ প্রথম ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত, উচ্চ প্রাথমিক বিজ্ঞান রীডার (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) জি সি বসু কৃত, শিশুপাঠ্য, বঙ্গদেশের ইতিহাস ঈশান চন্দ্র ঘোষ কৃত, উচ্চপ্রাথমিক ভূগোল বিবরণ ম্যাকমিলান প্রকাশিত সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ গৌরীশঙ্কর দে কৃত. ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (বিজ্ঞান রীডারের অন্তর্গত আছে)

### প্রেসিডেন্সী

আদর্শনীতি ১ম ভাগ এস দেবী কৃত, বিজ্ঞানমালা শশধর সেন কৃত, প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত, ভূগোল পাঠ ১ম ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত, সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি কেদার নাথ দত্ত কৃত,

### পাটনা

বাঙ্গালা—নবপাঠ ২য় ভাগ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কৃত, হিন্দী—উচ্চপ্রাথমিক সাহিত্য পুস্তক ম্যাকমিলান প্রকাশিত, উর্দ্দু—তালিম উল আকোয়াল আদিব ১ম ভাগ মহম্মদ হবিবুল্লা কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—উচ্চপ্রাথমিক হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—উচ্চপ্রাথমিক ভূগোল রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত। পাটীগণিত—বাঙ্গালা—গণিত পাঠ ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখো কৃত, হিন্দী—এলিমেণ্ট্‌স অব এরিথমেটিক ২য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত. উর্দ্দু—পাটীগণিত ২য় ৩য় ভাগ টি সি লুইস কৃত, বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—উচ্চপ্রাথমিক এবং মধ্য ভার্ণাকুলার ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি ম্যাকমিলান প্রকাশিত।

### ভগলপুর ও ছোটনাগপুর

এই দুই বিভাগের পাঠ্য পাটনা বিভাগের পাঠ্যের সমান।

### উড়িষ্যা বিভাগ

সাহিত্য মঞ্জরী শ্রীমতী অবনি দেবী কৃত, উচ্চ প্রাথমিক বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত উচ্চপ্রাথমিক হিষ্ট্রী রীডার অভিরাম ভঞ্জ কৃত, উচ্চপ্রাথমিক জিওগ্রাফি রীডার অভিরাম ভঞ্জ কৃত অঙ্কপুস্তক ২য় ভাগ মধুসূদন রাও এবং মধুসূদন দাস কৃত, সহজ পরিমিতি এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি উৎকল ভক্ত উমেশ চন্দ্র বসু কৃত।

ষ্টাণ্ডার্ড ৫ ও ষ্টাণ্ডার্ড ৬ এর পাঠ্য আছে এরূপ অঙ্কপুস্তক ও এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি নিম্নশ্রেণীতে পড়িবার কালে ছেলেরা যদি কিনিয়া থাকে এবং সেই পুস্তক যদি তাহাদের নিকট থাকে তাহা হইলে ৫ম ও ৬ষ্ঠ মান শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিবার সময় পাটীগণিত এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি পুস্তক আর স্বতন্ত্র কিনিতে হইবে না।

১৯১০ সালের জানুয়ারীর প্রিলিমিনারী আইন পরীক্ষা আগামী ৩রা জানুয়ারী আরম্ভ হইবে। বি এল পরীক্ষা ৫ই জানুয়ারী আরম্ভ হইবে। পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবার জন্য দরখাস্ত এবং পরীক্ষার ফী আগামী ৩রা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের আফিসে পৌঁছান চাই।

উদ্ধৃত

## যোগসাধন।

১। যোগের মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি, প্রাণাদিতে আত্ম ও মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন। এইপ্রকার ব্রহ্মাত্মবুদ্ধি বা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা জীবাত্মার জীবভাব রহিত হইয়া ব্রহ্মসংযোগ সিদ্ধ হয়। ইহাই সকল যোগের মুখ্য ও চরমোদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেই যোগকার্য্য কর্ম্মের ন্যায় বন্ধনোৎপন্ন করে। কামনাবিশিষ্ট এবং নিরীশ্বর যোগসাধন দ্বারা বিস্তর অবান্তর ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে মুক্তি হয় না। অতএব শ্রেয়োভিলাষী যোগীর প্রধান কর্ত্তব্য এই যে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ ধ্যান করেন।

২। ভগবদ্‌গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ২৬ অবধি ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত কহিয়াছেন যে, প্রাণায়ামাদি যোগে যদি সাধকের মোক্ষরূপ ব্রহ্মাত্মসংযোগ না হয়, তবে তাঁহার মুক্তি হয় না। যথা—

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৬
যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছা ভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৭
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বর।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৮

"স্পর্শ" শব্দের অর্থ রূপরসাদি বিষয়ক চিন্তা। তাহা বহিষ্কৃত করিয়া চক্ষুকে ভ্রূর মধ্যস্থানে স্থাপন করিবে। পরে নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমতা করত কুম্ভক করিবে ২৬। এইরূপ উপায় দ্বারা যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধ্যাদি বশীভূত হইয়াছে, যিনি মোক্ষপরায়ণ এবং যাঁহার ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, বিগত হইয়াছে; এইপ্রকার গুণযুক্ত যে মুনি তিনি সদামুক্ত। ২৭। এস্থানে বিচার এই।

"নম্বেবং ইন্দ্রিয়াদি সংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ"? "ন তাবন্মাত্রেণ"—অর্থাৎ "নকেবলং প্রাণাপানৌ বশীকরণেন, নকেবলং ইন্দ্রিয় সংযমেন মুক্তিং প্রাপ্নোতি। কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণ ইত্যাহ ভোক্তারমিতি"। অর্থ, যদি বল, কুম্ভকাদি যোগোপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি সংযম মাত্রে কি প্রকারে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়? তজ্জন্য কহিতেছেন যে, এতাবন্মাত্রে মুক্তি হয় না। অর্থাৎ কেবল প্রাণাপান বশীকরণরূপ কুম্ভকাদি যোগে অথবা কেবল ইন্দ্রিয় সংযমন দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না; কেবল ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই মুক্তি হয়। যথা ভগবান কহিতেছেন।—

সর্ব্বযজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকার যোগসাধন ও ইন্দ্রিয় শাসনাদিরূপ তপস্যার আমিই উদ্দিষ্ট দেবতা। সে সমস্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমাতে সমর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বপ্রাণীর নিরপেক্ষোপকারী, কর্ম্মফলাধ্যক্ষ অন্তর্যামি সুহৃদ্। যোগিগণ আমাকে জানিয়া শান্তিপ্রাপ্ত হন। ভাবার্থ এই যে তাঁহাকে ভুলিলে যোগ, যাগ, তপস্যা, উপাসনা প্রভৃতি ক্রিয়া সকলই বৃথা আড়ম্বর। অতএব তাঁহাতে সংযুক্ত পূর্ব্বক সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। তাহাই যোগ। ২৮।

৩। এই তিনটী গীতাবচনের তাৎপর্য্য এই। যাঁহারা মোক্ষপরায়ণযোগী এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা যাঁহাদের ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যাদি চিত্তবৃত্তি শান্ত হইয়াছে, তাঁহারা সদামুক্ত। অর্থাৎ তাঁহারা পরমাত্মাকে (আত্মারূপে) জানিয়া চিরশান্তি লাভ করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগরূপ এই যে-যোগ, ইহাই মুখ্য ব্রহ্মোপাসনা। আর ঐরূপ সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রাণায়ামাদি উপায় অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানাদি কর্ম্মযোগ দ্বারা যে সত্ত্ব তাহাও গৌণপরম্পরা সিদ্ধ হইয়া শেষে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। ইহা অপেক্ষা ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যে প্রাণায়ামাদিযোগ, তদ্দ্বারা সাধকের মুক্তি হয় না। কেননা একমাত্র ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই মুক্তিস্বরূপ; এবং তদুদ্দিষ্ট যত্নই মুক্তির সোপান। অন্যপ্রকার সাধনে কেবল সংসারগতি মাত্র হয়। সংসারগতি অনেক অর্থে বিস্তার, সুতরাং তাহার কামনাও অনেক।

৪। পরলোকে বা ইহলোকে মৃত আত্মীয় বন্ধুগণের সহ পুনর্মিলন; স্বর্গাদিভোগান্তে মুনি ঋষি বা দেবতার ন্যায় হইয়া মর্ত্ত্যলোকের উপকারার্থে পুনরাগমন; যোগবলে অলৌকিক পরাক্রম প্রদর্শন; বিস্ময়জনক ক্ষমতালাভ পূর্ব্বক কাহাকে অনুগ্রহ কাহাকেও বা অভিসম্পাত করিতে পারা; পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থান করতঃ দেবতার ন্যায় চন্দ্রলোক ও নক্ষত্রলোকে ভ্রমণ; কণ্ঠের স্বর, নিশ্বাসের সৌরভ, শরীরের কান্তি প্রভৃতির উন্নতি সাধন; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও মলমূত্র ত্যাগ দমন; প্রেতযোনিদিগের উপরি আধিপত্য লাভ; ভূতাবিষ্ট নরনারীগণকে ভূতের আবির্ভাব হইতে আরোগ্যকরণ, শয্যাতে দেহ রাখিয়া অর্দ্ধদণ্ডকালের মধ্যে ইউরোপ বা আমেরিকার কোন নগরে গিয়া, ব্যক্তি বিশেষের সংবাদ আনিয়া তাহার আত্মীয়দিগকে বলিতে পারা ইত্যাদি কামনা প্রেরিত হওয়ায় অনেকে প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করেন। এই সকল শক্তি সাধনার্থে এই বর্ত্তমান সময়ে বৈদেশিক যোগবিদ্যা সকল বিদেশীয় এবং এদেশীয় অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। তাহাতে তাহারা কাহারো মত ও গবেষণা দ্বারা তাঁহাদের আবশ্যকীয় যোগাঙ্গ বাক্য সকল আর্য্য তীর যোগশাস্ত্র হইতে আকর্ষিত হইয়া বিদেশজাত যোগতত্ত্বের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ দেশী বিলাতী উপকরণে সংগঠিত নব্য যোগতত্ত্ব আমাদের অনেক সুযোগ্য নব্যগণের হৃদয়ে ঐ সমস্ত অলৌকিক কামনা যোগাইতেছে। এবং সেই সকল কামনাসিদ্ধির নিমিত্তে তাঁহারা কেহ বা যোগসাধনে, কেহ বা তাহার প্রশংসাবাদে অভিরত হইয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি পূর্ব্বক এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় দিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয় যে, এ সমস্ত আশা মায়াবন্ধনের পরাক্রমসকল ভোজবাজী মাত্র।

৫। অনেকে এই সকল আন্দোলনকে হিন্দু ধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ মনে করিতেছেন, কিন্তু তাহা ভ্রম। এই ভারতবর্ষে যাহা শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মজ্ঞান রূপ পরমযোগ, এবং যাহা অলৌকিক শক্তি বা ঐশ্বর্য্য পদ অবান্তর সাধন তাহাই যখন কোন কালে সামাজিক হিন্দুধর্ম্মরূপে গণ্য হয় নাই, তখন এই মিশ্রযোগবিদ্যা সামাজিক হিন্দুধর্ম্মের পোষক, সম্পূরক বা সংস্কারকরূপে গণনীয় হইতে পারে না। এবং এমনও মনে করা উচিত নহে যে, এই মিশ্র বিদ্যা কোন অংশে মহাদেব ও ঋষিগণের প্রণীত যোগশাস্ত্র সমূহের গুণাধান ও দোষাপনোদন করিবার যোগ্য।

৬। অতএব এই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ও চপল বুদ্ধির প্রেরিত যোগাভ্যাসের কোন উপকারিতা দৃষ্ট হয় না। সমাজ সম্বন্ধেও নহে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও নহে এবং শাস্ত্রীয়জ্ঞান সম্বন্ধেও নহে। ফলতঃ শাস্ত্রীয় প্রাণায়ামাদি যোগসাধন শুভকর হইলেও তাহা অগ্রের কার্য্য নহে। অগ্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অর্থাৎ গার্হস্থ্য ও সামাজিক হিন্দুধর্ম্মের পালন; বিধিবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান; বেদ, আগম, পুরাণ বিহিত নিত্য দেবসেবা, ব্রত, যজ্ঞ, দেবোৎসব, জপ, পুরশ্চরণ, কুমারীভোজন, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীভোজন, দানধর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ; পশ্চাৎ যোগসাধন। নতুবা এ সকলের মধ্যে কোন অনুষ্ঠান নাই। একেবারে বায়ুদমন পূর্ব্বক একান্তে পদ্মাসনে উপবেশন। এরূপ আচারে হিন্দুধর্ম্ম থাকে না। গৃহস্থাশ্রমেও শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে স্থিতি করিয়া, শাস্ত্রবিহিত গৃহস্থ গুরুর আশ্রয়ে, কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসানে, অথবা সন্ধ্যাবন্দনার অঙ্গরূপে যোগাভ্যাস করার আপত্তি নাই। কিন্তু ইহার কোন অনুষ্ঠান নাই, একেবারে যোগী হওয়া, মস্তকে দীর্ঘ কেশ বা জটা রাখা এবং গৈরিক বস্ত্র পরা, এ সকল আচারকে অনেকে অসঙ্গত এবং শিষ্টাচার বিরুদ্ধ মনে করেন, এবং কর্ত্তার এরূপভাব দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ ভয় প্রাপ্ত হয়। ইহা যোগ নহে, কিন্তু অভ্রান্ত বিলাতি চপলতার মধ্যে ইহাও একটী।

৭। এরূপ যোগাচার স্বেচ্ছাচার মাত্র। বর্ণীবর্গের পক্ষে শ্রীর লক্ষণ। তাহা শাস্ত্রবিধি বর্জ্জিত কুলাচার ও আশ্রমধর্ম্ম বহির্ভূত এবং জ্ঞানোৎকর্ষের সোপানস্বরূপ দীক্ষা সংস্কার বিহীন। কুলার্ণব তন্ত্রে (প্রাঃ তোঃ ৬০৬ পৃ) পরমারাধ্য মহাদেব কহিয়াছেন।—

"সময়াচারহীনস্ত স্বৈরবৃত্তের্দুরাত্মনঃ। নসিদ্ধয়ঃ কুলভ্রংশস্তং সংসর্গং নকারয়েৎ।
যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি পরত্র না পরাঙ্গতিম্।
স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানো যো দীক্ষা সংস্কারবর্জ্জিতঃ।
নতস্য সদ্গতিঃ কাপি তপস্তীর্থ ব্রতাদিভিঃ।"

যে ব্যক্তি সময়াচারবিহীন স্বেচ্ছাচারী ও কুলভ্রষ্ট তাহার সংসর্গ করিবেনা। যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি ইহকালে সিদ্ধি, পরকালে সুখ ও পরমগতি লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি দীক্ষাসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করে তাহার তপস্যা তীর্থভ্রমণ এবং ব্রতাচরণ আদি দ্বারা কখনও সদগতি হয় না।

৮। শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের ভূরি নিষেধ ও নিন্দা দৃষ্ট হয়। শাস্ত্র ও কুলধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক তপস্যা, যোগাচার ও তীর্থ আশ্রয় করিলেও নিস্তার নাই। ইহার শতই কারণ থাকুক, তন্মধ্যে প্রধান হেতু এই যে, শাস্ত্রবিধি ও কুলধর্ম্ম ধরিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান পরায়ণ হইলে, পর পর রূপে জ্ঞানে আরোহণের একটী মনোহর সোপান পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিলে সেটী মেলেনা। শাস্ত্রে যোগ সাধনের কতই প্রকারভেদ ও ফলভেদ কহিয়াছেন, কিন্তু অন্তে সে সমস্ত প্রণালীকে গৌণ উপায় এবং ফল সকলকে অবান্তর সিদ্ধিমাত্র কহিয়া, একমাত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিরুপাধিক মহা সংযোগ রূপ একীকরণকে মুখ্য যোগ কহিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রীয় পন্থাতে স্থিতিয়া থাকিলেই ঐ মুখ্য যোগে আরোহণ করা যায়। কিন্তু কোন নবীন মতে সে সম্ভাবনা নাই। কেন না শাস্ত্রব্যতীত অন্যত্রে জীবব্রহ্মের ঐক্যচিন্তারূপ যোগের বিন্দু বিসর্গও নাই। শাস্ত্রের আশ্চর্য্য লক্ষণ এই যে, তন্মধ্যে নিম্নাধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি যে সকল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা পাওয়া যায়, উচ্চাধিকারীর পক্ষে তদবিরোধী অথচ, তদপেক্ষা মুখ্য অনুষ্ঠান সকল তাহাতে দৃষ্ট হয়।

৯। যোগানুষ্ঠান সম্বন্ধে শতশত প্রকার ভেদের পর জীব ব্রহ্মের ঐক্যধ্যানরূপ যোগকেই প্রধান বলিয়াছেন। যথা—

"বহু যোগ বহুবিধা উক্তা এবং কথং জীবাত্মনোরৈক্যমাত্রং যোগ ইত্যুচ্যতে ইতি চেৎ সত্যং। তে যোগা প্রাণায়ামাদি কর্ম্মরূপতয়া গৌণা এব মুখ্যযোগস্তু জীবাত্মনা ঐক্যমেব"। (প্রাঃ তোঃ পৃ ৫০৪) তথাচ কুলার্ণবে "পদ্মাসনতো যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ। ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাইতি" (প্রাঃ ঐ;) এস্থানে প্রশ্ন এই যে, যোগ তো বহুবিধই উক্ত হইয়াছে। আবার জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য চিন্তাই যোগ একথা কেন বলা হইল? ইহার উত্তর এই যে, প্রাণায়ামাদি যে সকল যোগ, সে সমস্ত ক্রিয়ারূপী (এবং যখন ক্রিয়ারূপী তখন তাহার ফল সকলও অনিত্য) বিধায় গৌণ যোগ মাত্র। কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানই মুখ্য যোগ। যথা কুলার্ণবে সদাশিব কহিতেছেন—পদ্মাসনে উপবেশন দ্বারা বা নাসাগ্র ভাগ নিরীক্ষণ দ্বারা যোগানুষ্ঠান হয় না। কিন্তু যোগবিশারদেরা বলেন, পরমাত্মাতে জীবাত্মার ঐক্যই যোগ। *

যদি কেহ গৌণ বা মুখ্য কোন যোগ সাধন করেন তবে তাহা তাঁহাকে কোন শাস্ত্রের বিধানানুসারে এবং কুলধর্ম্ম ও শিষ্টাচারের অবিরোধে করিতে হইবে। নচেৎ পাপস্পর্শ হইবে। (হিন্দু-পত্রিকা)

---

## প্রেমই শক্তি।

ছেলেবেলায় একটী গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটী পাশ্চাত্য দেশের। এক দিন কোন মহিলা আপন শিশু সন্তানটীকে উঠানে রাখিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা, কোথা হইতে একটী ঈগল পক্ষী আসিয়া ছেলেটিকে লইয়া শূন্যে উড়িয়া চলিল। মা তাহা দেখিলেন—দেখিয়াই উন্মত্তার ন্যায় ঈগলের অনুসরণ করিলেন। অদূরে একটি পাহাড়। সেথায় মনুষ্যের চলাচল নাই—পাহাড়টি এতই বনাকীর্ণ ও পথ এতই বন্ধুর! ঈগল সেই উচ্চ পাহাড়ের উপর একটি বৃক্ষশাখায় যাইয়া শিশুটিকে লইয়া বসিল। মার আর সময় নাই—দেরী হইলে শিশুটিকে হারাইতে হইবে। পাগলিনীর ন্যায় মা ছুটিয়াছেন। পথে সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিল, শিশুটির আশা ছাড়িয়া দিতে বলিল। কে কাহার কথা

* "পরমাত্মাতে জীবাত্মার ঐক্যই যোগ" এই কথায় কেহ এমন মনে না করেন যে, তাদৃশ যোগে, জীবাত্মা, পরমাত্ম সত্তাতে সংখ্যাতে এক হইয়া যান, মহাকাশে লীন ঘটাকাশবৎ। এরূপ জটিল ও কূটার্থ ঐ সব বচনের তাৎপর্য্য নহে। কেবল পরমাত্মাতে জীবাত্মার সহবাসমাত্র তাৎপর্য্য। Soul's communion with the universal soul.

নে? পা কাটিল, গা ছিঁড়িল, যেখানে কেহ উঠিতে সাহস করিত না—বা বেগে সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গে উঠিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই দেখা গেল মল তাড়িত, যার বক্ষে শিশু শোভা পাইতেছে। প্রেমের সন্তাপ দূর হইল, অসম্ভব সম্ভব হইল, পঙ্গু 'র লঙ্ঘন করিল।

ভূতের ভয়ে ভীতা বিকার পর ঘরের বাহির হইতে ভয়ে কম্পমানা, এমন মাতাও যাঁর নিজ সন্তানকে বাঘের মুখে দেখেন, তখনি তাঁর সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়—নির্ভীক হৃদয়ে তিনি তখন বাঘের মুখ হইতে শিশুটী কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রসর হন।

কিসে ভীরু নির্ভীক হয়, কাপুরুষ বীর হয়, ন বলীয়ান হয়? কেমন করিয়া সতী অনলে ঝাঁপ দেয়? দেশ-সেবক দেশের কল্যাণে প্রাণ তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে ভক্ত শ্রীভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, মহাপুরুষ জগতের জন্য আত্মবলিদান করেন? ঐ প্রেমই এদের প্রত্যেকের চালক, সকল কর্ম্মের নিয়ামক—উহাই বিশ্বলীলার একমাত্র নায়ক। ঐ প্রেমেরই আর এক নাম শক্তি, উহারই প্রভাবে অঘটন সংঘটন হয়।

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
আকুল তরঙ্গ ঘোর, একতরি করে পারাপার—
মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম', 'প্রেম',—এই মাত্র ধন।
ব্রহ্ম মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ
পক্ষী, কীট, অনুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব' 'দেব' বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়?
... তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে! প্রেমের প্রেরণ!!
বাক্য মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র্য যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা করে?"—বীরবাণী।

স্বামীজি আরও বলিয়েছেন—"বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু, প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু।" সকলেই আমরা কার্য্য করিতে ইচ্ছুক—যাহাতে যথার্থ কল্যাণ হয়, সে কাজ করিব এরূপ আশা পোষণ করি। আমরা যেন স্বামীজির ঐ কথাটি না ভুলিয়া যাই—যেন ঐ তত্ত্ব সর্ব্বদা আমরা চিত্তে ধারণ করি। নতুবা আমাদের সমস্ত উদ্যম বৃথা হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে। কারণ যাহাদের প্রেম সঙ্কুচিত হয় তাহার ফলে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব কাপুরুষত্বই আসিয়া উদয় হয়।

মহাপুরুষই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার নিকট স্ব বলিয়া কোন জিনিষ নাই, স্বার্থ বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না—স্বার্থের গণ্ডি তাঁহাদের ভিতর অনন্তব্যাপী হইয়া গিয়া স্বার্থকে সম্পূর্ণ নাশ করিয়া ফেলে। দরিদ্র, অজ্ঞদিগের জন্য যাঁহার হৃদয় প্রেমে কাতর তিনিই যথার্থ মহাত্মা। একথা স্বামীজিই বলিয়াছেন—"তাঁহাকে আমি মহাত্মা বলি, গরীবের জন্য যাঁহার হৃদয়ের শোণিত পাত হয় নতুবা তিনি দুরাত্মা। যতদিন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অনাহারে অজ্ঞানান্ধকারে রহিয়াছে, ততদিন তাহাদের ব্যয়ে শিক্ষিত অথচ তাহাদের অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগশূন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলিয়া গণ্য করি।" আর একস্থানে স্বামীজি ঐ দরিদ্র পীড়িত ও অজ্ঞদিগকে ভগবান জ্ঞানে সেবা করিতে আমাদের বলিতেছেন—The poor, the down-trodden, the ignorant—let them be your God অর্থাৎ দরিদ্র নিপীড়িত অজ্ঞ লোক সংঘের জন্যই তোমার সমস্ত সাধনা ঈশ্বর পূজায় তাহা নিযুক্ত হউক। ভক্ত ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন—তাঁহার এক কথা প্রেম পাইবার জন্য জন্মজন্মান্তর গ্রহণে কাতর হন না। জ্ঞানী মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপাত করেন, কর্ম্মী কর্ম্মের জন্য না পারেন করিতে এমন কিছুই নাই, যোগী মনের সমবৃত্তি একীভূত করিয়া আত্মোপলব্ধি করিবার জন্য অমানুষিক ক্লেশ স্বীকারে সদা প্রস্তুত,—সকলেই আপন আপন আদর্শানুসারে প্রেমস্বরূপকেই উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। যদি কাহারও সাধ থাকে, এইখানে একবার স্বামীজির মহাপ্রেমের গভীরত্ব, অসীমত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করুন—"আমি তোমার ভক্তি বা মুক্তির কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখি না, বরং জগতের কল্যাণ করিয়া আমি লক্ষ লক্ষ নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি। ইহাই আমার ধর্ম্ম।" আবার বলিয়াছেন, "আমি যেন বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র দুঃখ কষ্ট সহ্য করি, যাহাতে আমি সমুদয় আত্মার সমষ্টিরূপ যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, কেবলমাত্র যে ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি—সেই ঈশ্বরের পূজা করিতে পারি। সর্ব্বোপরি আমার পাপি নারায়ণ, তাপী নারায়ণ; সর্ব্বজাতির দরিদ্র নারায়ণ আমার উপাসনার বিশেষ পাত্র।"

---

MATRICULATION EXAMINATION OF 1910.

A TEST EXAMINATION of private students who have not read in any High school recognised or unrecognised for at least one year previous to the Matriculation Examination for admission to the next Matriculation examination will be held at the office of the Inspector of schools, Presidency Division, 285, Bow Bazar Street, Calcutta, on Monday, the 13th, Tuesday the 14th (and Wednesday, the 15th, if necessary) December 1909. Such candidates only as reside in any of the districts of the Presidency Division, including Calcutta, will be admitted to to the examination. The term "Private students" includes school-masters.

2. Candidates will be required to furnish satisfactory proof that they have not read in any school for one year. Those who appear at the Supplementary Entrance Examination to be held in December 1909 are debarred from appearing at the Matriculation examination of 1910. They should produce certificates of conduct and progress in studies from the authorities of the last school where they read, and also a certificate from other reliable authorities regarding conduct and progress after leaving school. The transfer certificates granted to them by the authorities of the schools in which they studied last, or the Registrar's receipt for the fee paid in the case of those candidates who previously appeared at the Entrance examination must be submitted in original along with the application for permission to appear at the test examination. A student who failed to pass the annual examination for promotion to the 1st class at the end of session 1908-09 and then left the school can, under no circumstances, be allowed to appear at the Matriculation examination of 1910.

3. Bona fide teachers employed in any schools in the Presidency Division may be admitted to the examination if they can produce certificates

of service and character from their employers or from the Deputy Inspector of the district concerned.

4. No one shall be admitted to the Matriculation examination unless he shall have completed the age of sixteen years on the Ist day of the month in which he appears at the Matriculation examination

5. Each candidate should submit to this office, not later than the Ist December 1909 his application for admission to test examination, stating the following particulars:—

(1) Age, (2) residence, (3) father's name, (4) second language besides English, (5) whether he appeared at any previous Entrance examination, (6) Vernacular language for composition, (7) Vernacular language from which translation is to made into English in the first English paper, (8) which of the following subjects he has taken up.

(a) Additional Mathematics,

(b) Additional paper in the Classical language,

(c) History,

(d) Geography,

(e) Elementary Mechanics.

6. The admission-fee for the examination is Rs 4 for each candidate, and is to be remitted with the application within the prescribed date, after which a fine of Re 2 is to be imposed for each week's delay.

7. No private student will be admitted to the test examination unless accompanied, for the purpose of identification, by some person known to this office.

8. Candidates who are sent up by this office must appear at the Calcutta Examination Centre.

9. Those who reside at a distance from Calcutta may, with special permission, present themselves at the test examination held by the head master of the nearest aided or Government high school within the Presidency Division on condition that they appear at the centre selected by the candidates from that institution. The head master of such school is hereby authorized to sign the application, which must afterwards be countersigned by the undersigned. The fees and fines paid by these candidates as per paragraph 5 above should be utilized in meeting the cost of the examination.

10. The dates for holding the Matriculation examination of 1910 will be notified hereafter.

11. Applications and fees for admission to the examination must reach the office of the Registrar on or before the prescribed date.

**INTERMEDIATE AND B A**

**EXAMINATIONS.**

Deputy Inspectors, Sub-inspectors and bona fide teachers of English in schools in the Presidency Division who have been employed for at least three years preceding the examination in the exercise of their profession will be admitted to the above examinations on production of certificates of character and length of service (with dates) from their employers. Laboratory Assistants and Demonstrators and Librarians of affiliated colleges will be treated as teachers. Their applications must reach this office on or before the 11th January 1910.

1. In accordance with section 9, Chapter XV, of the Revised Regulations dealing with the registration of University students, all candidates, who intend to appear at any of the ensuing examinations of the University of Calcutta otherwise than as students of some affiliated institutions and who have applied for or have obtained the special permission of the Senate for the purpose, are required to apply to the Registrar of the Calcutta University for the registration of their names as University students. No person will be deemed a "University student" unless and until his name has been duly registered, and none but "University students" will be eligible for admission to any University examination other than the Entrance or Matriculation. A registration fee of Rs 2 must accompany every application.

2. Candidates for the B A examination must send their F A certificates and candidates for the Intermed[iate] examination their Entrance certi[fica]tes, together with a letter, in orig[inal] from the Senate of the Calcutta U[ni]versity, permitting them to appea[r at] the examination.

3. Candidates should carefu[lly] read the printed form of applicati[on] and supply all the informations req[ui]red by the University, including [the] Registrar's receipt in the case of th[e] school-masters who were admitted t[o] previous examination of the sa[me] class.

4. The Intermediate and B [A] examinations in 1910 will be held [in] March 1910.

5. Applications with the count[er]signature of the undersigned and f[ees] for admission to the above exami[na]tions must be sent to the office of [the] Registrar on or before the prescri[bed] date by the candidates direct.

285, BOW BAZAR STREET, CALCUT[TA]
*The 8th October 1909.* P. MUKER[JI]
*Inspector of Schools, Presidency Divis[ion]*

---

## মূল্য-প্রাপ্তি

[illegible]

১৫৩২ শ্রীযুক্ত কাজী মফিজ আহমদ,
পঃ সাং ফুলবাড়ী ৩০।০

১৫৩৩ " পরীক্ষিত মণ্ডল, হেড পঃ
বাগনী গ্রাম; উঃ প্রাঃ স্কুল

১৫৩৪ " মহারাজা গিরিজা নাথ রায়,
বাহাদুর ১৩১৬ সাল দিনাজপুর,

১৯১ " অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়
কোন্নগর মইর স্কুল ৩০।১

১৫৩৫ " রাধাবল্লভ দাঁ [illegible]

---

[illegible] *Mahamahopadhyaya Gan[gadhar] Chakravarty*,

জঙ্গলে গেলেন। পরিশ্রান্ত হইলে একটী আশ্রম দেখিতে পাইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ যোগাসনে অবস্থিত। মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল। চক্ষুদ্বয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত। অর্জ্জুন নিকটে বসিয়া একদৃষ্টে তাপসবর যোগের স্নিগ্ধ আনন্দের শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যোগী ধ্যান ভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অর্জ্জুনকে দেখিলেন। তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিহিত অতিথি সৎকার করিলেন। আতিথ্য গ্রহণে অর্জ্জুন কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার পার্শ্বে একরূপ তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং তিনটী শাণিত তীর দেখিতেছি। আপনি কি কাহারও বধার্থ করেন?" যোগী বলিলেন "না। তবে আমি ঐ তিনটী তীর তিনজন ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ জন্য রাখিয়াছি। উহাদের মারিলে বড় খুশী—কিন্তু তাহারা বড়ই মন্দ লোক। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। আমি তাহাদের দোষ ধরি না। কিন্তু জানকৃত দোষে শাস্তির প্রয়োজন।" —সৌম্যমূর্ত্তি তাপস তখন অগ্নিমূর্ত্তি! বিস্মিত অর্জ্জুন ঐ তিন জনের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগী বলিলেন "একজনের নাম প্রহ্লাদ।" অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তিনি যে ভগবানের পরম ভক্ত, পরম প্রিয়!" তাপস বলিলেন "কাঁহার প্রিয় কে নয়? তাঁহার কথা ছাড়িয়া দও। কিন্তু প্রহ্লাদকে ভক্ত বল কিসে? সে বালক হইলেও ভগবানকে জানিয়াছিল। অজ্ঞ লোক নয়। […] দেখার আনন্দ পাইয়াছিল। যখন তাহার বাপ তাহাকে মারিতে চাহিয়াছিল তখনি মারিতে দিলেই চুকিয়া যায়। সে কেন ভগবানকে একটী বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইল; থামের ভিতর হইতে বাহির করাইল। ঠাকুরকে কত কষ্ট দিল বল দেখি! সেজন্য কিছু লাঞ্ছিত হইয়াছিল কি? অন্তর ভিতর তাহার একটু উদ্বেগ হইয়াছিল কি? সে আবার ভক্ত! আমি দেখা পাইলেই উহার এক তীর তাহাকে মারিব।" এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব উক্ত কথায় বিস্ময়ে আপ্লুত অর্জ্জুন কুণ্ঠিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "অপর বাকি কে?" যোগী বলিলেন "একজন অর্জ্জুন নামে ক্ষত্রিয় আছে। সে পাষণ্ড ভগবানকে দিয়া ঘোড়া হাঁকাইয়াছে। ধিক্ তার জীবনে! না হয় ভারতযুদ্ধে হারিয়া যাইত, তাহাতে ক্ষতি কি হইত? ধর্ম্ম যুদ্ধে পরাজয় হইলেও 'আত্মীয় স্বজন মরিবে' বলিয়া […] পূর্ব্বেই জয় পাইয়াছিল, কিন্তু ভগবানকে সারথ্যে নিযুক্ত করিতে একটুও লজ্জা হয় নাই! সে আবার ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি পাইয়াছে!" তাপসের কথায় এবং তাঁর একান্ত লাঞ্ছিত অর্জ্জুনের মনের গর্ব্ব কাটিয়া গেল! তিনি সত্বরে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে মাথা দিয়া পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

(৬৬)। কর্ম্মযোগ (নারদের দুধের বাটি)।—একদা মহর্ষি নারদ জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "মা! আমার অপেক্ষা তোমার প্রিয় ভক্ত আর কেহ আছে কি?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন "নারদ! তুমি অনুক্ষণ নাম গান করিয়া বিচরণ করিতেছ তোমার অন্য কোন চিন্তা নাই তুমিও একজন প্রধান ভক্ত।" নারদ কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমার মত তোমার ভক্ত কাহারা ও কে কোথায় থাকে?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন "অমুক গ্রামের অমুক গৃহস্থ আমার একজন।" নারদ তথায় গিয়া অলক্ষ্যে ঐ গৃহস্থের কার্য্যকলাপ কেমন হয় দেখিতে লাগিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "মা! সে লোকটা গৃহীর মধ্যে মন্দ নয়, তবে ভক্ত একটুও নয়। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সব করে বটে কিন্তু সংসারের কাজে একেবারে জড়িত। ঘর দ্বার ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা; পরিবারস্থ সকলের স্নান জল মজুরদের খাবার পরা সবই দেখা; সাহায্যপ্রার্থী সকলকেই যথাসাধ্য সাহায্য করা; লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া, গাই বলদ প্রভৃতি পালিত পশুদিগকে যত্ন করা; অতিথি সৎকারে নিরত থাকা; গ্রামের লোকের সহিত মিলিয়া পুষ্করিণী খনন এবং পথ ঘাট পরিষ্কার বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করা, আবশ্যক দেখিলেই শ্রমজীবিদের কোন না কোন কাজ দেওয়া; নিকটস্থ স্বদেশী শিল্পীদের দ্রব্যজাত লইয়া এবং সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ দিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থানে সাহায্য করা; টোল পাঠশালার সহায়তা করা; সর্ব্ববর্ণের এবং সকল অবস্থার স্বদেশীর সহিত ভাইএর মতন মেশা এবং সাহায্যে উন্মুখ থাকা ইত্যাদি গৃহস্থের সকল কাজই সে ঠিক ঠিক করে বটে কিন্তু তোমার আরাধনা কি করে? শয়ন করিতে যাওয়ার সময় বরং অসাবধানে উহার পায়ে ঠেকা লাগিয়া গিয়া একটা দুই পয়সার মাটির কলসী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মজুরে কয়েকটা পয়সা লইয়া চলিয়া গিয়াছে অথচ মটকাটা বাঁধা যে ভাল হয় নাই তাহা দেখিয়া লইতে ভুল হইয়াছিল ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনের ত্রুটির স্মরণ করিয়া অতি কাতর ভাবে বলে "মা! এজীবের মার্জ্জনা কর কাল যেন কাজ সব ঠিক ঠিক করিতে পারি।" উহার রকমে আমার হাসি পাইত। কি ঘোর সংসারী!! শুইতে উঠিবার সময় আর একবার 'মা' বলে। এই পর্য্যন্ত তোমার সহিত সম্পর্ক!"

পার্ব্বতী স্মিত মুখে বলিলেন "বৎস নারদ! অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, পাশের ঘরে একটু দুধ আছে—উহা আনিয়া আমার সামনে বসিয়া খাও. আমি দেখিব; পরে ও সকল কথা হইবে।" মার আদরে আনন্দে পুলকিত নারদ পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন একটা বাটিতে কানায় কানায় দুধ রহিয়াছে। তিনি তাহা ধরিয়া অতি যত্নে উহা তুলিলেন। যেন দুধ পড়িয়া না যায় এই ভাবে তাহার মন ও দৃষ্টি সংযত রাখিয়া ধীরে ধীরে পদক্ষেপ পূর্ব্বক দুধ লইয়া জগন্মাতার কাছে আসিলেন এবং সামনে বসিয়া আনন্দময়ীর স্মিতমুখ দেখিতে দেখিতে সেই সুস্বাদু সুরভি দুগ্ধ পরমানন্দে আস্তে আস্তে পান করিলেন। তাহার পর বাটিটি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া সামনে বসিলেন এবং মা'র স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে পরম শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। পার্ব্বতী স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "নারদ দুধ আনিবার সময় কি আমার ধ্যান করিতেছিলে?" নারদ বলিলেন "মা! পাছে তোমার প্রসাদী দুধ চল্কাইয়া পড়িয়া যায় এই ভয়ে আমার প্রাণ মন সমস্তই ঐ দুধের বাটীর কানার উপর স্থির ছিলাম। অন্য কিছুই মনে করিতে ছিলাম না।" পার্ব্বতী বলিলেন "নারদ! তুমি যদি আমার নাম গান করিতে করিতে দুধ চল্কাইতে চল্কাইতে […] আসিয়া দুধ খাইয়া এঁটো বাটি এইখানে রাখিয়া দিতে তাহা কি ভাল হইত?" নারদ বলিলেন "মা! এরূপ কাজ কি করিতে পারি? এত অকৃতজ্ঞ হওয়া কি সম্ভবে? সেরূপ করিতে পারিলে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ ও অধম কে?" দেবী বলিলেন "নারদ! সেই গৃহস্থও সমস্তই আমার প্রসাদী বলিয়া জানে। আমার উপরই মন দিয়া আমারই পূজা ভাবে সংসারের সকল কাজ করিতেছে। দুধ চল্কাইয়া পড়িলে তোমার মনে যেরূপ হইত আমার দেওয়া ভাবে দেখে বলিয়া অসাবধানে মাটির কল্সী ভাঙ্গিয়া গেলে উহার সেইরূপই মনে হয়। আমি তাহার প্রত্যেক কার্য্য ও মনের গতি দেখিতেছি সে উহা স্পষ্টরূপে অনুভব করে। তুমি যেমন আমার দিকে আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দুগ্ধ পান করিলে সেও সেইরূপ আমাকে সর্ব্বদা স্পষ্টই দেখিতে পায় এবং মাতার কাছে বালকের ন্যায়ই আমার কাছে

জয়পুরের বড় মহারাণী গত ৬ই নভেম্বর প্রাতে স্বর্গালাভ করিয়াছেন। কিছুদিন ধরিয়া অসুখ ভোগ করিতেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সপ্তাহ কাল অবস্থা কিছু খারাপ হইয়াছিল। এই মহারাণী দিল্লী দরবার উপলক্ষে ভারতের দুর্ভিক্ষ ট্রষ্ট ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে জয়পুরে ভারত সম্রাট এডওয়ার্ড পত্নীর গমন স্মরণে রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ ফণ্ডে আর এক লক্ষ টাকা দান করেন।

কলিকাতার এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে শীঘ্রই আরও একশত রোগীর শয্যার বন্দোবস্ত হইবে। হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ একশত জোড়া মুতী ২০০ জোড়া ফেলানেল সার্ট এবং ২০০ গরম কম্বল পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন।

[ বর্দ্ধমান ] ভাগীরথী দাতব্য ঔষধ তরণী।—বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত পাইক পাড়া হইতে সুজাপুর পর্য্যন্ত ৪০ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে ভাগীরথী তীর সমাশ্রিত নিঃস্ব অধিবাসী বৃন্দের সাহায্যার্থ, একটি নৌকাতে, উপরি উক্ত নামে একটি দাতব্য ঔষধালয় সরকার হইতে খোলা হইয়াছে। ঐ নৌকাস্থিত ঔষধালয়টি পার্শ্ব লিখিত গ্রাম সমূহে মাসে দুইদিন উপস্থিত হইবে এবং নৌকাস্থিত সরকারি কর্ম্মচারি সমাগত দরিদ্র রোগিগণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিবেন। প্রাতঃকালে ছয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত ঔষধ বিতরণের সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসেরই নিম্নলিখিত তারিখে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নৌকা ছয়টা হইতে দশটা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিবে। পাইক পাড়া ১২ই ২৭শে মির্জ্জাপুর ১৩ই ২৮শে; দোবসা ১৪ই ২৯শে; নাদনঘাট ১৫ই ৩০ শে; সমুদ্রগড় ১লা ১৬ই; একডালা ২রা ১৭ ই; মেরতলা ৩রা ১৮ ই; মাজিদা ৪ঠা ১৯ শে; পাটুলী ৫ই ২০ শে; অগ্রদ্বীপ ৬ই ২১ শে; কাষরাজপুর ৭ই ২২ শে; উদ্ধানপুর ৮ই ২৩ শে; সুজাপুর ৯ই ২৪ শে; নওয়ান ওয়ালটার ম্যাকওয়ার্থ, ক্যাপ্তেন, আই. এম, এস। বর্দ্ধমান জেলার সিভিল সার্জ্জনের স্বাক্ষরিত এইরূপ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

[ সাধারণ ] বিগত ৯ই নবেম্বর মঙ্গলবার সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসবে সর্ব্বত্র হইতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া [illegible] সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। সম্রাট প্রদত্ত পুলিস মেডেল পুলিসের ৫০ জন কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে দেওয়া হইয়াছে। এই ৫০ জনের মধ্যে ভারতবাসী ৩৪ জন। ঐ মেডেল যাঁহাদের দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের নামের তালিকা আজও ভারতে আইসে নাই।

ষ্টেট সেক্রেটরী মহাশয় লর্ড মর্লে'র প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার আইন সম্বন্ধে শেষ সভার অধিবেশন বিগত ১০ই নবেম্বর শিমলায় হইয়া গিয়াছে। সবিশেষ বিবরণ ইণ্ডিয়া গেজেটে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অতঃপর আইন কার্য্যে পরিণত হইবে। মিঃ এস পি সিংহ, মিঃ মিলার এবং স্যর হার্কোট ভিসলে শিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ হার্ডে অদ্য তথা হইতে যাত্রা করিবেন স্থির আছে।

ক্রিকেট খেলায় অদ্বিতীয় জাম সাহেব রণজিৎ সিংজী এদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে ক্রিকেট খেলার উন্নতি জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বের সমস্ত হিন্দু ক্রিকেট খেলোয়ার দিগকে তাঁহার রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার দলের দুই একজন ইংরেজ প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এই সকল খেলোয়াড়দিগকে শিক্ষা দিবেন।

নবনগরের জামসাহেব গুজরাটী সাহিত্য পরিষদে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৪ঠা তারিখে জাপানী প্রিন্স ইতোর সমাধি হইয়াছে। এতদুপলক্ষে জাপানে যে লোক সমারোহ হইয়াছিল, তেমন আর জাপানে কখনও হয় নাই। প্রিন্সের মৃতদেহ তাঁহার হিবিয়া পার্কের গৃহ হইতে ব্যাণ্ডের বাদ্য সহকারে লোকেরা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ সম্বলিত আধার তিন ঘণ্টার জন্য একটি বিশেষ দেব মন্দিরে রাখা হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্য দিগের মধ্য হইতে লর্ড কিচনার মৃতদেহাধার মাল্যভূষিত করিয়াছিলেন। ইহার পর ছয় মাইল দূরে ওয়রী নামক স্থানে মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া সমাধিস্থ করা হয়।

আগামী বর্ষের জুন মাসে এডিনবার্গ সহরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীদিগের এক সম্মিলনী বসিবে। এই সম্মিলনীতে ৪০০ শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ রুজভেল্টও উপস্থিত হইবেন।

বরোদারাজ্যে বড়লাট বাহাদুর যাইবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গুইকোয়ার এক লক্ষ পনর হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গুইকোয়ার তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরাকে সঙ্গে লইয়া বোম্বাইয়ে আসিয়াছেন। কন্যা তথায় ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিবেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

মিঃ এস ভি পরাঞ্জপে এম এ শিক্ষা বিস্তারে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর শিক্ষার জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় সম্প্রতি বরোদা রাজ্যে সমগ্র ভারতের সাহিত্যিকগণের এক সভা হইয়াছিল। বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার ভাণ্ডারকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় নিম্নলিখিত ৩টী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। (১) শিক্ষাদান ব্যাপারে সর্ব্বত্র দেশীয় ভাষার প্রচলন, (২) ভারতের সর্ব্ব ভাষা দেবনাগর অক্ষরে লেখা, (৩) ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কাজ চালাইবার জন্য সর্ব্বত্র হিন্দী ভাষা প্রচলন করা।

(ক) প্রেসিডেন্সী কলেজের এম এ, শ্রেণীর ছাত্রেরা ইতিহাস, পোলিটিক্যাল ইকনমি ও পোলিটীক্যাল ফিলজফি বিষয়ে পরীক্ষা দানের অধিকার লাভ করিল। (খ) পাটনা কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট ও বি এ পাশ, পরীক্ষার্থিগণ ইতিহাসের পরীক্ষা দিতে পারিবে। (গ) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় এম এ, ১৯০৮ অব্দের গ্রিফিথ মেমোরিয়েল প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ঘ) ভবানীপুর এল, এম, এস ইনষ্টিটিউশন হইতে ছাত্রেরা শিক্ষকতা ও ইণ্টারমিডিয়েট উভয় বিষয়ে পরীক্ষাদানের অধিকার লাভ করিয়াছে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বি এ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পদার্থবিজ্ঞান (পাশকোর্স) ও রসায়ন শাস্ত্রের (পাশ কোর্স) এবং বি এস, সি পরীক্ষার্থীগণের গণিত (পাশ ও অনার কোর্স) ও রসায়ন শাস্ত্রের (পাশ কোর্স) পরীক্ষা গৃহীত হইবে। (চ) বড়লাট বাহাদুরের আদেশে ঢাকা কলেজ হইতে বিএ এবং বি এস, সি, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ পদার্থবিজ্ঞান (অনার কোর্স) ও গণিতের (অনার কোর্স) পরীক্ষা দিতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেট সভার পরামর্শ অনুসারে বড়লাট বাহাদুর আদেশ দিয়াছেন যে, ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ বর্ত্তমান সেশন হইতে পাশ কোর্সে রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা দিতে পারিবে। উক্ত কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের ইংরাজী ভাষা, দেশীয় ভাষায় রচনা, গণিত পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তকনির্দ্ধারিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ছাত্রগণকে উক্ত বিষয় সমূহে পরীক্ষা

প্রদানের অধিকার দেওয়া হইল। ১৯০৯ অব্দের জুন মাস হইতে এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য হইয়েছে।

ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ, মেদিনীপুর কলেজ ও বাঁকিপুরের বিহার ন্যাশনাল কলেজ ব্যবস্থা শাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রথম দুইটী কলেজকে ১৯১০ অব্দের জুন মাস হইতে এবং শেষোক্ত কলেজটীকে ১৯০৯ অব্দের জুন মাস হইতে আইনের পরীক্ষার ছাত্র প্রেরণের অধিকারে বঞ্চিত করা হইল।

কলিকাতার রিপণ কলেজে শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় উক্ত কলেজকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল :—

১। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, আর্ট বিভাগ ইংরাজী ভাষা, দেশীয় ভাষায় রচনা, সংস্কৃত, পার্শী ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন। শেষোক্ত দুইটী বিষয় এই কলেজে প্রতি বৎসর ৮০টির অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবে না।

[২] ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, বিজ্ঞান বিভাগ—ইংরাজি ভাষা, দেশীয় ভাষায় রচনা, গণিত; পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন। শেষোক্ত দুইটী বিষয়ে প্রতি বৎসর ৮০ জনের অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবে না।

[৩] বি-এ পরীক্ষা—ইংরাজি ভাষা [পাশ ও অনার কোর্স] দেশীয় ভাষায় রচনা, সংস্কৃত [পাশ কোর্স], পার্শী [পাশ কোর্স]. দর্শন [পাশ কোর্স] ইতিহাস [পাশ কোর্স], পোলিটিকাল ইকনমি [পাশ কোর্স], পোলিটিকাল ফিলজফি [পাশ কোর্স] গণিত [পাশ কোর্স] ও রসায়ন [পাশ কোর্স]। রসায়ন শাস্ত্রে প্রতিবর্ষে ২০ জনের অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবে না।

[৪] প্রাথমিক ও শেষ বি এল পরীক্ষা।

## সংস্কৃত পরীক্ষায় পরীক্ষক।

১৯১০ সালের সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রশ্ন নির্দ্ধারণ ও উত্তরের কাগজ দেখিবার জন্য সংস্কৃত পরীক্ষা সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মনোনীত হইয়াছেন।—

ন্যায় (ক)—পণ্ডিত—শশধরচরণ ন্যায়রত্ন মহীসার, কালীকুমার তর্কতীর্থ জয়পুর সংস্কৃত কঃ (রাজপুতানা), রামকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ ভাটপাড়া। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ ভাটপাড়া।

ন্যায় (খ)—মহামহোপাধ্যায়—শিবকুমার মিশ্র গোবিন্দ পুরা (বেনারস) কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কলিকাতা সংস্কৃত কঃ. গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ ঐ। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কলিকাতা সংস্কৃত কঃ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভাটপাড়া।

ন্যায় (গ)—মহামহোপাধ্যায়—কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কলিকাতা সং কঃ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট কলিকাতা, পণ্ডিত প্রসন্ন কুমার তর্কনিধি কলিকাতা সং কঃ। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ. রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নবদ্বীপ।

### বেদান্ত

মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান, মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার মিশ্র। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন।

### সাংখ্য

মহামহোপাধ্যায়—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী বর্দ্ধমান পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় কলিকাতা সং কঃ। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ; পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি ৫ কুমারটুলি কলিকাতা।

### মীমাংসা

মহামহোপাধ্যায়—চিত্রধর মিশ্র দ্বারবঙ্গ, শিবকুমার মিশ্র, কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ।

### সাধারণ দর্শন

মহামহোপাধ্যায়—রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, চিত্রধর মিশ্র, বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, প্রসন্নকুমার তর্কনিধি কলিকাতা সং কঃ।

### নব্যস্মৃতি

পণ্ডিত—কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৫৯ রামকান্ত বসুর লেন. বাগবাজার কলিকাতা. কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার কাশিমবাজার মুরশিদাবাদ, দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন বহরমপুর জুবিলি টোল, ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ বাদুড় বাগান ২য় লেন কলিকাতা, নীলকান্ত তর্কবাগীশ কাবারডাটী।

### প্রাচীন স্মৃতি

পণ্ডিত—হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ, চন্দ্রচন্দ্র তর্কপঞ্চানন কলিকাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট বামনদাস বিদ্যারত্ন ঘোড়ামারা. কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

### কাব্য

মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাঙলা বাজার ঢাকা বাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর, সদাশিব মিশ্র হেঃ পঃ পুরী জেলা স্কুল, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

### পাণিনি

মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার মিশ্র, পণ্ডিত দুঃখমোচন ঝা ডাভোয়া, পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা সংস্কৃত লাইব্রেরিয়ান রাজ দ্বারভাঙ্গা কাটালবাড়ী।

### কলাপ

পণ্ডিত—কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সামন্তসার গোঁসাইহাট, ফরিদপুর পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ১২২ বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, করুণাচন্দ্র সিদ্ধান্ত পঞ্চানন কামারচর বাঞ্ছারামপুর ত্রিপুরা, নবচন্দ্র ন্যায়রত্ন চাঁদপুর।

### সংক্ষিপ্তসার

পণ্ডিত—বাণ্যলচন্দ্র ন্যায় তর্কতীর্থ কড়ুখাল, আশুতোষ তর্কতীর্থ ১৬ শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা. দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ ন্যায়রত্ন লেন কলিকাতা শ্যামবাজার, আশুতোষ তর্কতীর্থ।

### সুপদ্ম

পণ্ডিত—হৃষীকেশ শাস্ত্রী ভাটপাড়া, তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কলিকাতা সং কঃ, বীরেশ্বর তর্কভূষণ ভাটপাড়া, বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ মূলাজোড়।

### মুগ্ধবোধ

পণ্ডিত—গিরীশচন্দ্র তর্কতীর্থ ইটিনা যশোহর; ভবতারণ বিদ্যারত্ন কলিকাতা বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ কলিকাতা সং কঃ।

### প্রয়োগরত্নমালা

পণ্ডিত—যোদনাথ স্মৃতিরত্ন খাগড়াবাড়ী কুচবেহার, বহমানত শাস্ত্রী কলিকাতা সং কঃ।

### জ্যোতিষ

পণ্ডিত—মুরলীধর ঝা কিংসকলেজ বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট, শ্রীনাথ ঝা ত্রিপুরা ভৈরবী বেনারস সিটি, পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য কলিকাতা সং কঃ।

বিজ্ঞাপন

আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের নূতন বৎসরের সেসন আরম্ভ হইবে। যাহারা এবার ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এই স্কুলে পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে নবেম্বর মাসের ... তারিখের পূর্ব্বে নিজ নিজ বিভাগের সব ডিভিশনের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পত্রে পিতার নাম, নিবাসগ্রাম ডাকঘর জেলা ও বয়স উল্লেখ করিতে হইবে। ... সহিত মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাশ সার্টিফিকেট দিতে হইবে। প্রবেশার্থিগণের মধ্যে যাহারা আগামী ডিসেম্বর মাসে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবে তাহারা স্বীয় স্বীয় আবেদন পত্রের সহিত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে এক-খানা সার্টিফিকেট দিবে। এই সার্টিফিকেটে ইহা লেখা থাকা আবশ্যক যে প্রবেশার্থীর মধ্য বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক প্রবেশার্থীকেই উপরি উক্ত বিষয়ে আবেদন করিতে হইবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে সার্টিফিকেটের নকল সহ অপর একখানা আবেদন পত্র ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং স্বয়ং আগামী জানুয়ারী মাসে উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইতে পারে।

সমস্ত প্রবেশার্থিগণেরই আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে মধ্য ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য বিষয় অবলম্বন করিয়া ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে নির্ব্বাচন পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষান্তে নির্ব্বাচিত ছাত্রদিগকে মাসিক ৬৲ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। তেওড়া ও বিকলাঙ্গ দিগকে এই স্কুলে গ্রহণ করা হয় না। শ্রীদেবেন্দ্র কুমার রায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল।

সবক স্কুলের বিদ্যালয়ের জন্য নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। ছাত্রদিগের জন্য মহামান্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পাঁচ টাকা হারে চারিটী বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। তদনুসারে ছাত্রদিগের মধ্যে এই বৃত্তি প্রদান করা যাইবে। প্রবেশেচ্ছু ছাত্রগণ স্ব স্ব বয়স ও শিক্ষা কত দূর তাহা বর্ণন করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন পাঠাইবেন। কৃষক সন্তানের আবেদন আদরণীয়।

... তারিখ ২৯,১০,০৯

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার সবক বিদ্যালয়, পোঃ সবক জেলা মেদিনীপুর।

## UNIVERSITY MATRICULATION EXAMINATION OF 1910

Private students—Burdwan Dn

1. Private students are those who have not attended any recognized or unrecognized high English school for at least one year previous to the examination or who have been transferred from one school to another after the 31st August without the consent of the Inspector. The term "private students" includes school-master.

2. Private students must appear at the test examination of one of the following institutions on the dates mentioned against it :—

Howrae—Howrah zilla School—13th Dec
Bankura—Bankura, 3rd Jany
Birbhum—Birbhum ., 15th Dec
Midnapur—Midnapur col—3rd Jany
Hooghly—Hoghly Branch and utterpara Govt 3Jany
Burdwan—Burdwan RaJ col (with the primPals permission).,

Each private student will pay a fee of Rs. 2 to the head of the institution at which he appears for the test examination. The balance, after payment of expenses (stationery, etc.), will go as remuneration to the examiners. No private student will be admitted to the test examination, unless he is accompanied, for the purpose of identification, by some person known to the Head master of the institution at which appears.

3. Appplications for permission to appear must be sent in time to reach this office not later than the 20th November. The information to be given and the documents to be appended in original are the following :—

(*a*) The name of the school in which the candidate last studied.

(*b*) The transfer certificate (in original) granted to the candidate by the Head master of the school in wich he last read or

(*c*) in the case of a candidate who previously appeared at the Entrance examination the Registrar's receipt in original for the fee paid.

(*d*) Age of the candidate. No candidate who has not completed the age of 16 years on the first day of the matriculation examination will be allowed to appear at it.

(*e*) In the case of school-masters a certificate of good conduct from the secretary or proprietor of the school in which the candidate is serving.

(*f*) A certificate from a respectable gentleman to the effect that the candidate has prosecuted a regular course of study and has been subject to proper discipline, and that he has not read in any school since the last Entrance examination held in March 1909

4 The Inspector on being satisfied will countersign and the application, which will then be the candidate's passport for admission to the test examination.

5 The head master of an institution one of these named above should direct private students who satisfy the test to appear before him in due time with their application for admission to the Matriculation examination and to sign them in his presence. He will then grant the necessary certificates, and forward the applications to this office for countersignature, after which they will be sent by the Inspector direct to the candidates.

6. In no circumstances should the fee for the matriculation examination be sent to this office. It should be sent to the Registrar by the candidates themselves together with the countersigned applications.

7. Private students must understand that the test examination of any schools other than those named above will not be accepted by this office.

8. The address of each private student should be supplied to this office.

9. The Matriculation examination in 1910 will be held on the 1st March 1910 and following days. Applications and fees for admission must reach the office of the Registrar on or before the 17th January 1910.

## INTERMDIATE AND B A

1. Deputy Inspectors of Schools, Sub-inspectors of Schools and bona fide masters of English schools with

have served as such for the full period of three academical years preceding the examination will be admitted to the above mentioned examinations.

2. Candidates for the Intermediate and B.A. examinations must produce certificates of character and length of service from the Secretaries of their respective schools. Candidates for the B. A. examination must forward with their applications their F. A. certificates and those for the Intermediate examination their Entrance certificates. Those candidates who have been admitted to a former examination must produce the Registrar's receipt in addition.

3. Under section 19 of the Indian Universities Act the candidates for the Intermediate and B. A. examinations are requested, in the first instance to apply for and obtain the permission of the Senate. Their applications will not be accepted, unless they are supported by the Permission of the Senate. Candidates who have applied or or have obtained the special permission of the Senate for the purpose are required, under section 9, Chapter XV of the Revised Regulations dealing with the registration of University students, to apply at once to the Registrar for the registration of their names as University students. No person will be deemed a "University student," unless and until his name has been duly registered and none but "University students" will be eligible for admission to any University examination other than the Matriculation.

4. The printed form of application should be carefully filled in and submitted to this office on or before the 10th January 1910, together with other papers as mentioned in rules 2 and 3, after which no applications will be received.

5. The Intermediate and B. A. examinations in 1910 will be held on the 10th March 1910 and following days. The applications and fees for admission must reach the office of the Registrar on or before the 24th January 1910.

H. LAMBERT, Inspector of Schools,
Burdwan Division.

---

( উদ্ধৃত )

## গার্লিক-রশুন।

ডাক্তার মিক্সিন বলেন গার্লিক টিউবার্কিউলোসিস সংক্রান্ত পীড়ার একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ডাক্তার সাহেব আরও বলেন যে, "গার্লিকের উপরি উক্ত উপকারিতার বিষয় প্রকাশ করিবার পরও আমি ইহার আরও অনেক ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা স্থানিক প্রয়োগ করিলেও শোষিত হইয়া শরীর চিত্ত মধ্যে প্রবেশ করে এবং মিশ্র ক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম হয়। বাহ্য প্রয়োগার্থ তাজা গার্লিকের শাঁস অথবা চূর্ণিত গার্লিকের পুলটীস ব্যবহার করা যায়। এইরূপ ব্যবহারেও বিশেষ উপকার উপলব্ধি করিয়াছি।

যাহা হউক একণে জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাহ্য প্রয়োগার্থ ইহা তিন প্রকারে প্রযোজ্য হইতে পারে;—প্রলেপ, পুলটীস ও ষ্টুপ।

ফুসফুস সংক্রান্ত পীড়ায় গার্লিক ইনহেলার যন্ত্রে গার্লিক জুস পুনঃ পুনঃ ইনহেলেসনের সঙ্গে, আক্রান্ত বক্ষে ইহার ষ্টুপের প্রয়োগ করার উপযোগিতার বিষয় ডাঃ মিনচিন বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। টিউবার্কিউলোসিসজনিত অবস্থা, গ্রন্থি ইত্যাদি স্থানের পীড়ায় দেহের অস্থি আক্রান্ত না হইলে গার্লিক প্রয়োগে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় টিংচার রসের (জুস) অপেক্ষা গার্লিক চূর্ণ বা কুটিত গার্লিকের পুলটীস প্রয়োগে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়।

ল্যারিঞ্জিয়াল টিউবার্কিউলোসিসে গার্লিকের দ্বারা কোন বিশেষ উপকার প্রত্যক্ষীকৃত না হইলেও জলমিশ্রিত ইহার রস কুলকুচা বা স্প্রে রূপে ব্যবহার করিলে অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

লুপাস নামক চর্মরোগে গার্লিক একটী অব্যর্থ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ পীড়ায় গার্লিকে স্লাইস লাগাইবে এবং তাহা কাটা রাখিয়া তুলিয়া ফেলিবে। ক্লেভিল্যাণ্ড প্রেস এণ্ড সর্জিক্যাল পত্রে ডাক্তার মিনচিন প্রকাশ করিয়াছেন যে, লুপাস রোগে গার্লিকের টিংচার রস দ্বারা অধিকতররূপে উপকার প্রদর্শন করে। ইহার উপকারিতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পায়।

গার্লিক একটী শক্তিশালী জীবাণুনাশক ও ব্যাকটিরিয়া নিবারক ঔষধ।

১৮৮১ খ্রীঃ ডুব্লিনের ডাক্তার জে মুর নেলিগণ (J. Moor Neligan, M. D.) তাঁহার হ্যাণ্ডবুক অব থেরাপিউটিক্স (Hand Book of therapeuties) নামক পুস্তকে গার্লিকের গুণ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহাতে গন্ধক ব্যতীত অতি তীব্র এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল আছে। এই উদ্বায়ী তৈলের উপরই ইহার উগ্র গন্ধ নির্ভর করে। এই তৈল উজ্জ্বল পীতবর্ণবিশিষ্ট এবং জল অপেক্ষা ভারী, অত্যন্ত তীব্র গন্ধবিশিষ্ট—ইহাতে ৬ ভাগ কার্বন, ৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ১ ভাগ গন্ধক আছে।

গার্লিকের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় কথিত হইল, তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা একটী উৎকৃষ্ট আরোগ্যদায়ক ভেষজ মধ্যে পরিগণিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ইহার আভ্যন্তরীক ব্যবহার সম্বন্ধে একটী প্রধান আপত্তি এই যে, ইহার আস্বাদ ও গন্ধ অতীব কদর্য্য, বিশেষতঃ মিশ্ররূপে প্রযুক্ত হইলে এই দুর্গন্ধ আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। ইহার মাত্রাও নিতান্ত সামান্য নহে—প্রত্যহ ১—২ ড্রাম মাত্রায় গার্লিক জুস ২।৩ বার সেবনের প্রয়োজন হয়, সুতরাং সেবন যে বিশেষ কষ্টকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক টীংচার ল্যাভেণ্ডার কোঃ ও সিরাপ সহযোগে মিশ্র প্রস্তুত করিলে অথবা দুগ্ধের সহিত ইনফিউজনরূপে ব্যবহার করিলে পূর্ব্বোক্ত কদর্য্য দুর্গন্ধ অনেকাংশে তিরোহিত হয়। এইরূপ ইনফিউজনে ১—১ । আউন্স গার্লিক খণ্ড লওয়া যাইতে পারে।

গার্লিকের ব্যবহার সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন ই. ব্লেক নোল্স এম, ডি, ( প্রফেসার ডবলিন ইউনির্ভাসিটী) মেডিক্যাল রেকর্ডে লিখিয়াছেন—"+ + + ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বলা কর্তব্য যে, অনেক চিকিৎসক টিউবার্কিউলোসিসজনিত গ্রন্থির পীড়ায় টিংচার গার্লিকের রস হাইপোডার্মিকরূপে প্রয়োগ করিতে বলেন। বস্তুতঃ ইহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। কখনও এরূপ টিংচার গার্লিকের রস রূপে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। কারণ ইহার ফোড়া উৎপাদনের ক্ষমতা অতি প্রবল এবং অন্য স্থান অপেক্ষা বহু স্থানে এই ক্রিয়া অধিকতররূপে প্রকাশ পায়। গার্লিক আভ্যন্তরে ইহার পুলটীস, প্রলেপ বা ষ্টুপ ব্যবহৃত হইবে। যে সকল ব্যক্তি ক্ষয়রোগগ্রস্ত, তাহাদের গার্লিকের ষ্টুপ বস্তুতঃ ক্ষীণ কালে ত্যাগ করা কর্তব্য নহে।

ঐ সময়ে পুনর্ব্বার বিবাহ দেন। ঐ দুঃখের সময়ে ডেভিডের কয়েকজন দুর্দ্দান্ত দস্যুর সহিত পরিচয় হয়। ডেভিডের সংস্রবে উহারা উৎকৃষ্ট যোদ্ধায় পরিণত হইল, দুর্ব্বল ও দুঃখীর উপর অত্যাচার করা ছাড়িয়া দিল এবং ডেভিডের প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইল। গুহায় লুকাইত ডেভিড সহচরদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে একদিন বলিলেন "বেথলেহেম নগরের বাহিরে যে কূপ আছে তাহার মত সুস্নিগ্ধ মিষ্ট জল আমি কখন খাই নাই। এই গ্রীষ্মে সেই জল যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে যে সে কিরূপ জল! জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতের ঐ গুহার এবং বেথলেম নগরের মধ্যে ফিলিষ্টাইন শত্রুদিগের একটী বৃহৎ সৈন্যদল তখন ছাউনি করিয়া ছিল এবং চতুর্দ্দিকে রাজা সলের লোক ডেভিডের অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল। তখন গুপ্ত গুহা হইতে বাহির হওয়াই যুক্ত নহে। কিন্তু ডেভিডের তিনজন সহচর স্থির করিল যে তাহারা ভক্তিভাজন দলপতি ডেভিডের জন্য ঐ জল আনয়নচেষ্টা করিবে, তাহাতে প্রাণ থাকে আর যায়। অন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া উহারা গুহা হইতে কিছু বিলম্বে সরিয়া পড়িল। কোথাও বুকে হাঁটিয়া, কোথাও যুদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রকারের ক্লেশে এবং বিপদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উহারা এক ঘটি জল ঐ কূপ হইতে সংগ্রহ করিয়া ফিরিল। উহাদের ভক্তিতে এবং ভালবাসাতে আর্দ্র হৃদয় ডেভিড উহাদের বক্ষে ধারণ করিয়া তুষ্ট করিলেন এবং ঐ জল ঈশ্বর উদ্দেশ্যে ভূমিতে নিবেদন করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিলেন "আমি আমার প্রিয়তম বন্ধুদিগের রক্তপান করিতে পারি না—এত বীর্য্য ও শৌর্য্য পূত ঐ জল ভগবানের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেই পারে না।"

শেষে ডেভিড ইহুদীদিগের রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্র "ইহুদীদিগের সাহজাহান" (জেরুজিলামের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাতা সলোমন। যিশুখৃষ্ট ও এই ডেভিড বা দায়ুদেরই বংশীয়। তাই বাঙ্গালী খৃষ্টানদের গান;—

কেন তুই মন ভ্রমরা ভ্রমণ করিস নানাফুলে।
ফুটেছে সোনার কমল বৈথলেহেমে "দায়ূদ"কুলে॥

(১০) প্রজা প্রিয়ের নির্ব্বাসন—(আরিষ্টাইডিস)। এথেন্সের সাধারণতন্ত্রে একটী আইন ছিল যে, কোন ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে প্রজাপ্রিয় হইলে এথেন্সের যে কেহ সাধারণ সভায় তাহার নির্ব্বাসনের জন্য আবেদন করিতে পারিতেন। ঐ আইনটীর উদ্দেশ্য এই ছিল যে দেশের মধ্যে কাহারও ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি হইতে না পায় যে সে চেষ্টা করিলে সাধারণতন্ত্রে বিপ্লব ঘটাইয়া নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা হইতে পারে। অবশ্য আরিষ্টাইডিস রাজকীয় শক্তির জন্য যত্নের লেশমাত্রও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে, এবং সাধারণতন্ত্রের ও সাধারণ প্রজার উপকারার্থে সুপরামর্শদানে এবং অসাধারণ উৎসাহে সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। একদিন একজন নিরক্ষর মজুর আরিষ্টাইডিসকে পথে পাইয়া বলিল "মহাশয়! আমি লিখিতে জানি না। কিন্তু আমি আরিষ্টাইডিসের নির্ব্বাসন জন্য একখানা দরখাস্ত দিব বলিয়া মনে মনে শপথ করিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া দরখাস্ত খানা লিখিয়া দিন।" আরিষ্টাইডিস বলিলেন "আপনি কি আরিষ্টাইডিসকে চেনেন? তিনি কি আপনার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন?" মজুর উত্তর করিল তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি কাহার অনিষ্টকারী নহেন এবং মজুরদের সুবিধার জন্য একটী অতি সুসঙ্গত ব্যবস্থা প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে যাই সেই খানেই আরিষ্টাইডিসের সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরতার প্রশংসা শুনিয়া আমার কান ঝালাপালা হইতেছে। সেই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সাধারণতন্ত্রের রক্ষকভাবে আমি অবিলম্বে দরখাস্ত দিয়া উহাকে নির্ব্বাসিত করিব।" মহাত্মা আরিষ্টাইডিস নিজেই সেই দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন—এবং তৎকাল প্রচলিত সেই অপূর্ব্ব রেও লেপনের খণ্ডে নির্ব্বাসিত হইলেন।

(১১) মাদ্রাজের পাল্কির বেহারা। "সর জান মালকম সাহেব যখন পার্লিয়েমেণ্টে সাক্ষ্য দেন তখন তিনি কহিলেন যে মাদ্রাজে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার পাল্কির বেহারা থাকে তাহারা ইংলণ্ডীয়দিগের চাকরীতে নিযুক্ত এবং তাহারা প্রায় সকলেই মনোযোগ ও বিশ্বস্ততায় বিখ্যাত। তিনি কহিলেন আমার স্মরণে আইসে না যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহারদের কোন এক ব্যক্তির প্রতি চৌর্য্যাপবাদ হইয়াছিল তথাপি তাহারদিগের মাসিক বেতন আন্দাজী কেবল ছয় টাকা। এক সময়ে তাহাদের অতি বিশ্বস্ততার কার্য্য আমি অবগত হইলাম। মাদ্রাজ হইতে দেড় শত ক্রোশান্তরে পাল্কির মধ্যে একজন সেনাপতি মরিলেন। পাল্কীতে তাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। সেই সুশীল বেহারা আপনাদিগের প্রতি কিছু সন্দেহ না হয় এ জন্যে ঐ সাহেবের শব অবধান করিয়া রাখিল পরে তাহা দেড় শত ক্রোশান্তর মাদ্রাজে আনিয়া চীফ জেজ সাহেবের হুজুর থানায় রাখিল এবং তাঁহার সঙ্গে যে সকল টাকা ছিল তাহা [illegible] আনিয়া দিল।" [ সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস নামক ১২৪২ সালে শ্রীরামপুরে ছাপা পুস্তক হইতে নমুনা স্বরূপ অবিকল উদ্ধৃত হইল। ]

(১২) সেবা ধর্ম্ম।—গজনীর সুবিখ্যাত সুলতান মামুদ তাঁহার আইয়াজ নামক একজন সুন্দর এবং চরিত্র কর্ম্মচারীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। লোকে বুঝিতে পারিত না যে কি গুণে ঐ ব্যক্তি সুলতানের এরূপ প্রিয়পাত্র। সুলতানের একটী যুদ্ধযাত্রার শেষে লুণ্ঠন দ্রব্য লইয়া গজনি প্রত্যাগমনের পথে একদিন একটা মুক্তাপূর্ণ পেটারা উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূমে পতিত হইলে পেটারাটা ভাঙ্গিয়া মুক্তাগুলি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া গেল। সুলতান তাঁহার সঙ্গীদিগকে ঐ মুক্তা কুড়াইয়া নিজের নিজের জন্য লইতে অনুমতি করিলে সকলেই পিছাইয়া পড়িল। কিন্তু আইয়াজ সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর করিল আমার সেবাভক্তি প্রভুর নিজের জন্য, তাঁহার দানের জিনিষের জন্য নহে'—উচ্চশ্রেণীর সাধুরা যেমন ঈশ্বরে নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি পোষণ করেন অষ্টসিদ্ধির লোভ রাখেন না, আইয়াজ প্রভুভক্তিতে সেই সর্ব্বোচ্চ ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন।

(১৩) আদর্শ পুরোহিত।—পুরোধা শব্দ হইতে পুরোহিত শব্দের উৎপত্তি। তিনি যজ্ঞাচারণে অগ্রবর্ত্তী। বাঙ্গালায় যে প্রচলিত কথাটী আছে তাহা শব্দ ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক না হইলেও ভাব সম্বন্ধে সুসঙ্গত।—"যে করে পুরের হিত তাকে বলি পুরোহিত।" ফলতঃ "যাহা ন্যায় এবং ধর্ম্মসম্মত তাহাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও কর্ত্তব্য; যাহাতে পারলৌকিক মঙ্গল ভুক্ত ব্যাধি তুমির তাহাই অবহিত চিত্তে করিবে।"—দৃঢ়ভাবে এই শিক্ষা গুরুর মধ্যে মধ্যে আসিয়া এবং পুরোহিতের প্রভাব বাক্যে, ব্যবহারে এবং ইঙ্গিতে যজমানদিগকে দেওয়া উচিত। যজমান হইতে আলাদা আলাদা থাকিয়া, তাড়াতাড়ি একবার আসিয়া ৺ঠাকুর পূজা করিয়া চাউল কলাগুলি লইয়া গিয়া জীবন অতিবাহিত করায় যজমান সম্বন্ধে পুরোহিতের কর্ত্তব্যপালন হয় না। পুরোহিতকে দেখিলেই যেন "লম্বা এক কর্দ্দ মাত্র দিতে আসিয়াছেন" এ শঙ্কা উপস্থিত না হয়। যজমানের কর্ত্তব্য পুরোহিত পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষার ভার বহন করেন। এখনও আর বিনা তৎপর্য্য বাদে [illegible] নাই।

মহাত্মা প্রতাপ সিংহ যখন যুবা পুরুষ তখন একদিন মৃগয়া উপলক্ষে তাঁহার ভ্রাতা

পুরুষদিগেরই নাই তাঁহারা বিবাহ করিয়া দুই জনেই পরস্পরকে নিপাত করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলেন। উঁহাদের কুল পুরোহিত উঁহাদিগকে ঐ পৈশাচিক কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু উন্মত্তদের রাজপুত্র যখন তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলেন তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "প্রতিপালক পবিত্র রাণাবংশের সর্ব্বনাশ সাধক এবং জননী জন্মভূমির শত্রুগণের, আনন্দবর্দ্ধক এই ঘরাও দ্বন্দ্ব যুদ্ধ তোমরা আমার কথায় মাত্র রাখিয়া যখন কোনমতে থামাইলে না আর আমি যখন উহা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিব না তখন আমার মৃত্যু ভিন্ন কোন উপায় নাই। এইবার এ অধর্ম্মে বিরত হও!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকুলতিলক পবিত্রচরিত্র আদর্শ পুরোহিত নিজের হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকুমারদ্বয়ের তখন এই অভাবনীয় ঘটনায় চটকা ভাঙ্গিল। তাঁহারা লজ্জায় ও ক্ষোভে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ থামিল এবং পুরোহিতের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া রাজবংশ ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা পাইল। সেদিন সেই আত্মঘাতিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইলে তুল্য যোদ্ধা দুই রাজকুমারেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। মহারাণা প্রতাপ পরে সেই স্থানে পুরোহিত মহাত্মার একটী স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(১৪ দানধর্ম্ম।—পূর্ণিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মিষ্টার কার্ণেজি মহোদয় রুকণপুর মহকুমা পরিদর্শন কালে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কোন মাড়োয়ারিকে দিয়া বাঙ্গালীরা তথাকার বালিকা বিদ্যালয়টীর জন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া লওয়ায় বাঙ্গালীদের নীচতা ( Me n ess ) প্রকাশ হইয়াছে। এই কথায় কেহ কেহ রাগিয়া বলিতেছেন যে এদেশে ইয়ুরোপীয় ক্লব ঘর সকলের প্রস্তুতে এবং আসবাবে কত দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের টাকা আছে অথচ খালি ইয়ুরোপীয়েরাই উহা ব্যবহার করেন। এ সকল রাগারাগির কথা তুলিয়া ফল কি? সরল ভাবে এই দান ব্যাপারের কথাটা বুঝিয়া লইয়া নিজেদের মন শান্তিপূর্ণ এবং সরস রাখাই কি উচিত নয়? (১) সাহেবের কথায় বুঝিতে হইবে যে দাতার মাহাত্ম্য কম ইহা তিনি বলেন নাই। উভয়েই একরূপ তুষ্ট হইয়া দাতাকে আশীর্ব্বাদ করাই ভাল নয় কি? সাধারণতঃ দাতা গৃহীতার অপেক্ষা চিরদিনই উচ্চে। তবে এদেশে বিদ্যা সম্বন্ধীয় দানে টোলে ছাত্রে দান গ্রহণে দাতার কল্যাণ হয় এবং গৃহীতারও অসম্মতি হয় না। এত সূক্ষ্মকথা অপর সমাজের সকলেই বুঝিবেন কিরূপে? (২) দানের মাহাত্ম্য সকল সমাজে সমানভাবে প্রকট নয়। সকল মনুষ্যেও দানের কথাটা একই ভাবে বুঝিতে পারেন না—অধিকারী ভেদ আছে। ৺বারাণসী ধামে শিপ্রা হইতে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনের পথের ধারে মুসলমানদের উচ্চ সমাধি জন্য বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ কাশীরাজের দেওয়া। তথায় ধৃতিরাম কলেজ ৺ জয়নারায়ণ ঘোষালের দানে। হিন্দু মুসলমান স্বেচ্ছায় মুষ্টি ভিক্ষা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে দিয়া থাকেন। ভারতবাসীর স্বেচ্ছায় দানে এবং ইংলণ্ডের লোকাল রেটের টাকায় স্থানীয় খরচে প্রভেদ সকলের সব সময়ে মনে থাকে না। আবার কোন কোন লোক নিজে ভাল খাইব, এবং ভাল থাকিব এইমাত্র আদর্শ করিয়াছে। ঐ সকল লোক সকল প্রকার দানেই বিরক্ত হয়। "কুপুষ্যি" খাওয়াইতে চাহে না। উহাদের অপর মনুষ্যের সহিত সহানুভূতিই কম। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা অধিক থাকায় উহাদের মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হইতে বাকী। কেহ নিজ পরিবার সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি, কেহ নীজ গ্রামবাসীর পর্য্যন্ত, কেহ প্রদেশ বাসী পর্য্যন্ত কেহ বা সমগ্র দেশের প্রতি কেহবা সকল মানবেরই প্রতি, কেহ বা সর্ব্বজীবের প্রতি সহানুভূতি বোধ করিয়া মুক্ত হস্তে দান করিতে অগ্রসর। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর বুদ্ধি এবং মতবাদ চিরকালই ভিন্ন থাকিবে! (৩) ইয়ুরোপীয় মাত্রেই আজও এরূপ বিশ্বাস করেন যে হিন্দু ভারত সমাজ এক নয়। উঁহারা মনে করেন যে ইয়ুরোপে যেমন তুর্কে, রুষে, পোর্টুগীজে এবং ইংরাজে যথেষ্ট প্রভেদ বাঙ্গালীতে এবং মাড়োয়ারিতে বুঝি সেই রূপই প্রভেদ আছে এবং তাহা সুরক্ষিত থাকাই ভাল। কিন্তু মাড়োয়ারি মহাজনেরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনকারী ভারত সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ বৈশ্য বর্ণের লোক। উঁহাদের গোত্র ( বা পূর্ব্ব পুরুষের নাম ) অপর প্রদেশের বণিক দিগের গোত্র হইতে অভিন্ন কৃষি, বাণিজ্য, উদ্যম সহ উপার্জ্জন এবং "দান" বৈশ্যের ধর্ম্ম। ধর্ম্মশালা, পিঁজরা পোল প্রভৃতি স্থাপনে চিরকালই উঁহারা ভারতের আদর্শ ভাবে মুক্ত হস্ত। এখন ইংরাজী ধরণে বালিকা বিদ্যালয় ও সেই দানের আনন্দ লাভ আরম্ভ করিলেন। ইহা ইংরাজী সংসর্গের ফল। বালিকা বিদ্যালয়ে মাড়োয়ারি ভদ্র লোককে সাহায্য করিতে উন্মুখ করিয়া রুকণপুরের বাঙ্গালিরা ভারতের অপর লোকদিগের মধ্যে ইংরাজী মতবাদ প্রচারের যত্ন মাত্র হইয়াছিলেন।

সাহেব এ সম্বন্ধে এত সব না ভাবিয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন সন্দেহ নাই।

---

## পুলিশের যশ এবং অপযশ।

মহাশয়!

কলিকাতায় গুপ্ত অনুসন্ধানে অপ্রাপ্তি বাহির করায় প্রশংসা প্রাপ্য পুলিশের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুলিশ রেলওয়েতে চুরি এবং বিষ খাওয়ান প্রভৃতি অনেক কমাইয়াছে। অনেক অনেক ভাল পুলিশ কর্ম্মচারীও আছেন। কিন্তু মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি বা তদন্তের অসরল রিপোর্ট পুলিশের দ্বারা একটী হওয়াও অনুচিত। সেইজন্যই সংবাদপত্রে প্রচারে ভুল ভ্রান্তি এবং অন্যায় অকর্ম্ম সম্বন্ধে পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে লোকলজ্জা উদ্রেক চেষ্টা।

(১) পঞ্জাবের গোলাপ বাগোর মোকদ্দমার কথা ২১শে শ্রাবণের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। মোকদ্দমার মোটামুটি কথা পড়িয়া আমাদের মনে উঠিয়াছিল যে, মৃতব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যে প্রথম পুলিশে সংবাদ দেয় সে বিষ প্রয়োগের কথা কিরূপে জানিল এবং (খ) বিষবটি যদি পড়িয়া ছিলী তবে সেই বা কেন অসঙ্কোচে থানায় বসি পুলিশকে দেখাইল এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মৃত্যুতে এবং তাহার পত্নীর পাগলামে কাহার আর্থিক লাভ। বড় বড় পুলিশের কর্ম্মচারীদের এবং বড় বড় বিচারকের মনেও অবশ্য এই তিন প্রশ্ন উঠিয়া থাকিবে, কিন্তু যখন সমাপ্ত যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উহার উত্থাপন বা সদুত্তর দেখি নাই। পঞ্জাবের ছোটলাট সার লুইস্ ডেন বাহাদুর ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া হাইকোর্টের জজেদের রায়ের সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও মোটা এই কথার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তিনি খুব জিদ করিয়া বলিয়াছেন যে একবার কয়াইবার জন্য পুলিশের দ্বারা গোলাপবাগোর শরীরে যন্ত্রণাদায়ক পদার্থ প্রবেশ করান হয় নাই। সে নিজেই উহা করিয়া তাহার স্বামীকে তা একবার করিয়া থাকিবে? ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস প্রকৃতই বলিয়াছেন, বুদ্ধিমান ( intelligent ) ব্যক্তি মাত্রেই স্থির করিবেন যে এ বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ই ঠিক হইয়াছে এবং

পদ খালি হইল বলিয়া ঘোষণা করিবেন। যখন এইরূপ কোন ঘোষণা হইবে তখন গবর্ণর জেনারেল বিজ্ঞাপন দ্বারা যে পদ খালি হইল সেই পদের সদস্যের নির্ব্বাচনাধিকার যাঁহাদের আছে, বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে আর কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচনের জন্ত বলা হইবে। অথবা অবস্থানুসারে গবর্ণর জেনারেল নিজেই কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন। সেই নূতন নির্ব্বাচনে খালি পদের জন্ত যে ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন, তিনি যদি নির্ব্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হয়েন তবে গবর্ণর জেনারেল এমন উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিয়া মনোনীত করিবেন যিনি তাঁহার নির্ব্বাচনকারীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়েন।

যদি কোন লোক একাধিক নির্ব্বাচক সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েন তবে সেই নির্ব্বাচনের ফল ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রচারিত হওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে নিজের স্বাক্ষরিত নোটিস দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা বিভাগের সেক্রেটরীকে জানাইবেন যে তিনি তাঁহার নির্ব্বাচক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি যদি তাহা না জানান তবে কোন্ নির্ব্বাচক সম্প্রদায়ের হইয়া তিনি কার্য্য করিবেন, গবর্ণর জেনারেল তাহা ঠিক করিয়া দিবেন। এবং তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

অতিরিক্ত সদস্যের কার্য্যকাল তাঁহার নির্ব্বাচন বা মনোনয়নের দিন হইতে তিন বৎসর কাল হইবে।

সরকারী সদস্য অথবা কোন মনোনীত সদস্য, যিনি প্রস্তাবিত বা বিবেচনাধীন কোন আইন সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বিবেচনায় মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারও কার্য্যকাল তিন বৎসরের জন্ত হইবে অথবা তাঁহাকে মনোনীত করিবার সময় তাঁহার জন্ত গবর্ণর জেনারেল যদি তিন বৎসরের কম সময় নিরূপণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার কার্য্যকাল সেই নিরূপিত সময়ের জন্ত হইবে।

কোন নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সদস্য যদি ভারত পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান এবং সেই জন্য যদি তাঁহার পদ খালি হয়, অথবা কার্য্যে উপস্থিত হইতে অসমর্থ বলিয়া যদি তাঁহার পদ খালি হয়, অথবা তিনি পদ পরিত্যাগ করেন অথবা অন্য কারণে তাঁহার পদ খালি হয় এবং সেই পদে যদি অন্য আর কোন সদস্যকে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত করা যায়, অথবা নির্ব্বাচনকারীরা উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিতে না পারায় গবর্ণমেণ্ট হইতে আর কাহাকেও মনোনীত করিয়া লওয়া হয় তবে প্রথম নির্ব্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তির কার্য্যকাল যে সময়ে শেষ হইত সেই সময়ে শেষোক্ত নির্ব্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তির কার্য্যকালও শেষ হইবে।

কোন সদস্যের পদ খালি হইলে, অথবা খালি হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইতে আর তিনমাস বাকী আছে এমন সময়ে গবর্ণর জেনারেল বিজ্ঞাপন দ্বারা যে পদ খালি হইয়াছে সেই পদে সদস্যনিয়োগ করিবার অধিকার যাঁহাদের আছে তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সেই খালি পদের জন্য অপর একজন সদস্য নির্ব্বাচন জন্য জানাইবেন।

গবর্ণর জেনারেলের মনোনীত কোন সদস্যের পদ খালি হইলে সেই পদে গবর্ণর জেনারেলই পুনরায় সদস্য মনোনীত করিয়া লইবেন।

## প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

হিন্দু পত্রিকা ১৫ শ বর্ষ ১১ শ ও ১২ শ সংখ্যা। নব চিকিৎসা প্রবন্ধ কৌতূহলোদ্দীপক। নমুনা স্বরূপ একটি বৌদ্ধগদ্য অন্যত্র উদ্ধৃত করা গেল। বৌদ্ধশব্দ গুলির অর্থ ফুটনোটে দিলেই ভাল হইত। এদেশে এখন ঐ সকল শব্দের প্রচলন নাই।

২। তাম্বুলি সমাজ (মাসিক পত্র)—পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল (মহাজন বন্ধু সম্পাদক), শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সিংহ বি এ বি এল। তাম্বুলি সমাজ কার্য্যালয়। ৮৯ নং বড়তলা ষ্ট্রীট চিৎপুর হইতে পত্রিকা সম্পাদকদ্বয় দ্বারা প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা।

মানকরে তাম্বুলি বণিকদিগের সভা হইয়াছিল। তথাকার সভাপতি শ্রীদক্ষিণেশ্বর সেন মহাশয় তাম্বুলি দিগের বৈশ্য হিসাবে উপবীত গ্রহণে এবং একবর্ণ হিসাবে থাক তাহার আপত্তি করেন। বলেন যে, পূর্ব্ব পুরুষেরা তুলসী মালা ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই যথেষ্ট। মতভেদ সকলেরই নিঃশেষ কিরূপে হইবে। মেদিনীপুরে কোন কোন তাম্বুলি শামুকাদি পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করেন, মুরগী পালন করেন উঁহাদের সাহত যুক্ত, চিনি ও ভুনিয়াদের মহাজনেরা সম্মিলিত হইতে চাহেন না। সম্পাদক মহাশয় বলেন, বাজারে কিছু আসিয়া যায় না। মূল এক। সম্মিলন জন্য সকল থাকেই শিক্ষাদীক্ষা ও সদাচার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়। সকল ব্রাহ্মণ এক সন্দেহ নাই। কিন্তু গায়ত্রী বিহীন অসদাচারী ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থানে অধিকাংশ সংখ্যক হয়েন তবে সেখানের সহিত সম্মিলনের কার্য্য ব্রত হওয়া সম্ভাবনা। সেখানে শিক্ষা ও সদাচার বৃদ্ধির চেষ্টা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। তাম্বুলি সমাজেরও সেই চেষ্টা উচিত। ব্রাহ্মণকেও বহ্রাম সেনকে গালি দেওয়ার ফ্যাশান আজকাল পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। নিজেদের মধ্যে দুর্ব্বল অংশকে শিক্ষা ও সদাচারে উন্নত করার চেষ্টা করাই উচিত। তাহা হইলেই ক্রমে উপবীত গ্রহণ সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ঘটুক আর না ঘটুক) সম্বন্ধে "যোগ্যতা"—উহাই প্রয়োজনীয়—আসিয়া পৌঁছিবে।

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ উড়িষ্যা ] কটকের মিঃ মধুসূদন দাস সি. আই. চর্ম্মের ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া কটকে একটী কারখানা খুলিয়াছেন। সংপ্রতি শুনা যায় তিনি কুলীদের চর্ম্ম ব্যবহারের যোগ্য করিবার জন্ত চেষ্টা পাইতেছেন।

[ বোম্বাই ] গত ১৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে পুনার পুলিশ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ পরামার ভেদে এবং ভারত ভূষণ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর গোবিন্দ গোন্দালেকারকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পুনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডবিধির ৫০২ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। প্রেস ও একটী কাচের দ্রব্যের দোকান খানাতল্লাসী হইয়াছে। আসামীদিগের নামে অভিযোগ এই যে, তাঁহারা মিঃ গোখলের মানহানিকর কবিতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং পুনার গণপতি উৎসব কালে উহা গীত হইয়াছিল। আসামীরা ৫০০ টাকার জামিনে খালাস আছেন। ৮ই নবেম্বর এই মামলার শুনানি হইবার কথা ছিল।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। এখন হইতে শিক্ষকেরা

১০ হইতে ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন পাইবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বৎসরে ৯৬৫৫০০ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রথম তিন বৎসর সমস্ত টাকাই রাজকোষ হইতে দিবেন, চতুর্থ বৎসর হইতে এই টাকার অর্দ্ধাংশ মিউনিসিপ্যালিটি ও ডাক্তার বোর্ড সমূহ হইতে গৃহীত হইবে।

[ সাধারণ ] লর্ড কিচেনারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য পাতিয়ালার মহারাজা আজমীর মেও কলেজে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

এ বৎসর মক্কায় যাইবার জন্য প্রায় ১১ হাজার মুসলমান যাত্রী বোম্বাই সহরে সমবেত হইয়াছিল। অনেক বদান্য ও সদাশয় মুসলমান ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্য নানা স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যাত্রিগণের সুখ ও সুবিধার জন্য ৩ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

বেরিবেরি রোগের ক্রমশঃ বিস্তার হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই রোগ অধিক দেখা যায়। ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন যে, ভেজাল সরিষার তৈল ব্যবহার করাতেই বাঙ্গালী এই রোগে ভুগিতেছে। অনেকে বলেন যে, বালাম চাউলের ব্যবহারে বেরিবেরির প্রকোপ বাড়ে। মাড়োয়ারিরা সর্ষপ তৈল এবং বালাম চাউল ব্যবহার করে না, বলিয়া, তাহাদের বেরিবেরি হয় না।

যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর ম্যালেরিয়া প্রশমনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পল্লীগ্রামের জল নিকাশের সুব্যবস্থার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের লোকেরাও গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ রূপে সহায়তা করিতেছে।

(১) দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর এবৎসর দুর্ভিক্ষ-উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদের কষ্ট নিবারণের জন্য ৬ লক্ষ ২ হাজার ৬৮০ টাকা দান করিয়াছেন। (২) ৺কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের সহধর্ম্মিণী রাণী কমলমকুমারী রাণী কারবঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা ছিল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগোপশম হওয়াতে সাধারণের হিতার্থে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য তিনি বাইশ হাজার টাকা মূল্যে কলিকাতা ২৬২নং আপার সার্কুলার রোডে বাড়ীসহ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক সোসাইটীর হাতে দিয়াছেন। (৩) নোয়াখালী চরপাশে নিবাসী শ্রীযুক্ত ভাগলাল মিঞা চৌধুরী সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দীঘাকুণ্ড মাদ্রাসার জন্য একশত টাকা দান করিয়াছেন। তিনি বার্দ্ধক্য নিবন্ধন হজ ব্রত উদ্‌যাপনে অসমর্থ বিধায় এ বৎসর নিজ ব্যয়ে ৫৫ জন লোককে পবিত্র মক্কাধামে পাঠাইয়াছেন।"

১৯০৯ সনের সমগ্র দেশের অপঘাত মৃত্যুর তালিকা বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় (১) হাতীতে ১৪ জন (২) বাঘে ৫২ জন (৩) চিতা বাঘে ৭ জন (৪) ভালুকে ৪ জন (৫, সর্পাঘাতে ১০৮৫ জন, মোট ১১৬৪ জন লোক মারা পড়িয়াছে। (১) বাঘে ৪৩৫৪টী (২) চিতা বাঘে ২৮৫৮টী (৩) অন্যান্য পশুতে ১১৪টী (৪) সাপে ৬২০১টী মোট ১৩৫২৩টী গৃহ পালিত পশু মরিয়াছে। (১) ৩৫৩টী বাঘ (২) ১৩১১টী চিতাবাঘ (৩) অন্যান্য ৮৮৩টী মোট ২৫৩৫টী বন্যপশু মনুষ্য কর্ত্তৃক হত হইয়াছে।

বিলাতের ডেলি এক্সপ্রেস নামক সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে লালা লজপৎ রায় যে মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিলেন, বিলাতে কিংসবেঞ্চ ডিভিসনে ঐ মোকদ্দমায় শুনানি হইয়াছিল। ১৯০৭ অব্দের ১৬ই জুলাই তারিখের ডেলী এক্সপ্রেস পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, "লালা লজপৎ রায় আমীর মহোদয়কে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া লিখিত প্রস্তাব প্রেরণ করায় এবং আমীর মহোদয় ভারত আক্রমণ করিলে সমস্ত ভারতীয় সেনা তাঁহার সহায়তা করিবে এইরূপ প্রতিশ্রুত হওয়ায় লালাজীকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। শুনা যায়, আমীর এই প্রস্তাবটী রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করেন।" বিচারের সময় ফরিয়াদীর কাউন্সেল বলেন, এই মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। লালা লাজপৎ রায় ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতেই মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হওয়ায় মোকদ্দমার সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বিচারে তাঁহার জয় হইয়াছে। তিনি ৫০ পাউণ্ড [ ৭৫০ টাকা ] ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জলদানের ব্যবস্থা।—পানীয় জলের অভাবই এই পূর্ব্বাঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব। সকলেই শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, আমাদের মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর এই অভাব দূরীকরণের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, এইটিই যেন, এইক্ষণ তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। কোথায় কিরূপে সুপেয় জলের ব্যবস্থা হইতে পারে অবিরাম তাহার উপায় উদ্ভাবনে রত আছেন। প্রত্যেক সহরে, সুদূর পল্লীতেও কোথাও তাঁহার দৃষ্টির অভাব নাই। সহরে জলের কল স্থাপন, পল্লীগ্রামে উৎকৃষ্ট জলাশয় অথবা কূপ খননের ব্যবস্থা হইতেছে। চট্টগ্রাম সহরের ভয়ঙ্কর জলাভাব শীঘ্র শীঘ্র দূর করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য যত্নিত চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, তাঁহার চেষ্টা সফল হউক। এই গুরুতর অভাবটি দূর করিয়া গেলে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ( জ্যোতিঃ )।

চট্টগ্রামের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রত্যেক গ্রামে খাস মহালের অধীন কতক জমি শুধু গোচারণ ভূমির জন্য রাখিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সে জমি কাহাকেও বন্দোবস্তী দেওয়া হইবে না। জন সাধারণের গোরু ছাগল প্রভৃতি তাহাতে চরিতে পারিবে। এই কার্য্যের দ্বারা যে দেশের অশেষ মঙ্গল হইবে, এবং দেশের লোক চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উড হেডের নাম স্মরণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে আর একটি বিষয় তাঁহার অবগতির জন্য উল্লেখ করিতেছি :—চট্টগ্রামের প্রত্যেক গ্রামে খাসের জমি ব্যতীত অনেক গুলি খাঁদি পুকুর আছে, সেগুলিকে ভরাইয়া গোচারণ ভূমিতে পরিণত করিলে যুগপৎ দুইটি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। একদিকে ম্যালেরিয়ার আবাসগুলি দূর হইবে, অন্য দিকে প্রচুর গোচারণ ভূমি পাওয়া যাইবে। ( জ্যোতিঃ )

টোটকা ঔষধ—[১] আদার রসের নস্য প্রদান করিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। [২] কাঁটানটের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোঁড়া শীঘ্র পাকিয়া যায়। [৩] ধেড়োর শাঁস কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূমপান করিলে হাঁপানির শান্তি হয়। [৪] অড়হর পাতার রস মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়। [৫] হীরাকস ও তুঁতে পোড়া সমভাগে মিশাইয়া দন্তে দিলে দাঁত নড়া আরোগ্য হয়। [৬] দুই রতি তুঁতে চূর্ণ, জলসহ দিবসে দুইবার সেবন করিলে পালা জ্বর আরোগ্য হয়। [৭] প্রত্যহ বটের ঝুরি চিবাইলে অথবা হুঁকার জলে কুলকুচা করিলে সহজে দন্ত পড়ে না। [৮] আলতা জলে গুলিয়া সেই জল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে বেদনার শান্তি হয়। [৯] পাতি লেবুর শিকড় পাতি লেবুর রসে বাটিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষু উঠা অচিরে ভাল হয়। [১০] গাঁদা ফুলের পাতার রস চিনির সহিত সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব ও বেদনা নিবারিত হয়। [১১] লাউপাতার রস ও দূর্ব্বার রস মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে অধিকপাতে ধরা নিবারণ হয়। [১২]

মেথী ভুষকায় রস কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার ও অজীর্ণজ বেদনা উপশম হয়। [১৩] হড়হড়ে পাতার রসে হড়হড়ের বীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আধ কপালে ব্যথা মন্ত্রবৎ আরোগ্য হয়। [১৪] রেড়ির তৈলের সহিত হাসজিরের খেতাংশ বিশেষরূপে মিশাইয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণা সত্বর প্রশমিত হয়। [১৫] গন্ধকের খৈ ও সোহাগার খৈ সম ভাবে একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে মাখাইয়া দিলে শিশুদিগের পোকা নারাঙ্গা নিবারিত হয়। ক্ষতস্থান নিমপাতা সিদ্ধ উষ্ণ জলে উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক। [১৬] বর্ষাকালে যে সকল ক্ষুদ্র ভেক সচরাচর লোকের ঘরের ভিতর থাকে হৃৎপিণ্ডের ক্ষুদ্র অংশ পাকা কলার ভিতর পুরিয়া প্রাতে খালিপেটে একবার মাত্র খাইলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। কচিৎ তিন দিবস প্রয়োজন সেবন। [মেদিনীপুর হিতৈষী]

---

## শিশুশ্রেণী এবং ১ম ও ২য় মানের জন্য মনোনীত পাঠ্য পুস্তক

### বাঙ্গালা

মডেল বেঙ্গলী রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণী জন্য রায় সাহেব গোলাব সিংহ এণ্ড সনস প্রকাশিত ৵১৫ মডেল বেঙ্গলী রীডার ১ম মানের জন্য ঐ প্রকাশিত /৫, মডেল বেঙ্গলী রীডার ২য় মানের জন্য কেদার পেন প্রকাশিত /১০ নূতন শিশুপাঠ ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত /০ সচিত্র বর্ণপরিচয় সারদাপ্রসন্ন দাস কৃত /০ শৈশব পাঠ ১ম ভাগ শশিভূষণ চট্টোঃ কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ ৶০ শিশুপাঠ নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জি কৃত /০ শিশুশিক্ষা সাহিত্যপাঠ ১ম ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত ৶০ নবমুকুল ১ম ভাগ রাধ নবাল চট্টো কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶১ নবল শিশুপাঠ ১ম ভাগ যোগেন্দ্র নাথ বসু কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶০, শিক্ষাসোপান ১ম ভাগ যোগেন্দ্র নাথ মুখার্জি কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶০

### হিন্দী—

মডেল হিন্দী রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণীর জন্য রায় সাহেব গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ৵১৫ মডেল হিন্দী রীডার ১ম মানের জন্য ঐ প্রকাশিত /৫, ঐ ২য় মানের জন্য ঐ প্রকাশিত /১০, ইণ্ডিয়ান প্রেস বা হিন্দী প্রাইমার আলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত /০, বালবিনোদ ১ম ভাগ ঐ প্রকাশিত /০, ঐ ২য় ভাগ ঐ প্রকাশিত /১০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৶০

### উর্দ্দু

মডেল উর্দ্দু রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণীর জন্য রায় সাহেব গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ১৫, ঐ প্রথম মানের জন্য ঐ প্রকাশিত ৵৫, ঐ ২য় মানের জন্য ঐ প্রকাশিত ৵১০

### উড়িয়া

শিশুপাঠ রায় সাহেব গুলাবসিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ৵১৫ বালাপাঠ ১ম ভাগ ঐ প্রকাশিত ৵৫, ২য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৵৫ পাই।

### পাটীগণিত

বাংলা—ক্লাস বুক অব এরিথ মেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶০, উহার উত্তর /০ শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্নমালা ১ম ভাগ কে পি বসু কৃত /৫, ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /৫ শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্নমালার উত্তর ১ম ও ২য় ভাগ ঐ কৃত ১০, নবশিশুশিক্ষা পাটীগণিত নারায়ণ দাস বন্দ্যোঃ কৃত ৶১০।

হিন্দী—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶১০, (বাঙ্গালার মধ্যে) ৶১০ (বাঙ্গালার বাহিরে) উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত /০

উর্দ্দু—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত, উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত /০, আল মোহাসিব মহম্মদ আবদুল মাজিদ কৃত ৶০ (গ্রন্থকারকে এই পুস্তক দুই খণ্ডে করা চাই মূল্য ১ খণ্ডের ৶১০ এবং যে খণ্ডে উত্তর থাকিবে তাহার মূল্য /১০

উড়িয়া—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶১৫ (বাঙ্গালার মধ্যে) এবং ৶১০ [বাঙ্গালার বাহিরে] উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত /০।



## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

শাসন—মেজর ডাগান রাণাঘাটের ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। হাওড়ার ডেঃ মাঃ বাবু নিবারণ চন্দ্র বটব্যাল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বারাসতের ডেঃ মাঃ মৌঃ আবদুল কাদের খাঁ পাবনার সদরে বদলী হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু ভবতারণ চট্টো জলপাইগুড়ির সদরে স্থাপিত হইলেন। জলপাইগুড়ির এডিশনাল, জঃ মাঃ মিঃ বার্থুড মজফরপুরের মাঃ হইলেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্রমথনাথ দত্ত ২ মাস ১৪ দিনের ছুটী পাইলেন। পাবনার ডেঃ মাঃ মিঃ শালিঃ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ বাবু যোগেশ্বর সিংহ ৫ সপ্তাহের মানভূমের ডেঃ মাঃ বাবু হেমন্ত কুমার মৈত্র ৬ মাসের, পুরীর ডেঃ মাঃ বাবু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্ম ২ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু দৈবকীলাল সেনগুপ্ত এম এ বি এল কুষ্টিয়া এবং রাণাঘাটের অতিরিক্ত মুঃ হইলেন। বাবু সত্যপ্রসন্ন মজুমদার এম এ বি এল ঝিনিদহের, বাবু গকুল কৃষ্ণ ঘোষ এম এ বি এল কাঁথির, বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল বাঙ্গুরার, বাবু নগেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় বি এল সাতক্ষীরার, বাবু ভুজগেন্দ্র মুস্তফী বি এল উলুবেড়িয়া ও শ্রীরামপুরের, বাবু তারাচরণ বি এ এল এল বি পাটনা সদরের, মিঃ নজাবৎ হোসেন বি এল মধুবাণীর, বাবু রামচন্দ্র চৌধুরী বি এল কিষণগঞ্জের, বাবু রাজীবলোচন সহায় বি এল ছাপরার মুঃ হইলেন। মিঃ সৈয়দ মহঃ আরিফ ব্যারিষ্টার বারাসতের অতিরিক্ত মুঃ হইলেন। বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায় বি এল যশোহর সদরের, বাবু মনোরঞ্জন রায় এম এ বি এল তমলুকের, বাবু নরেন্দ্র নাথ বসু বি এল বাঁকুড়া সদরের মুঃ হইলেন।

বাবু অমূল্যকৃষ্ণ দত্ত সব ডেঃ কঃ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু শশিনাথ রায় এম আর এ এস ডায়মণ্ড হার্বার মহকুমায় বদলী হইলেন।

শিক্ষা—জলপাইগুড়ি বিভাগের ইনঃ মিঃ প্রোথেরো ১ বৎসরের ছুটী পাইলেন।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বসু পাটনা কলেজের লেব অ্যাসিষ্টাণ্ট হইলেন। মৌঃ মহঃ আমিরা কলিকাতা

মাদ্রাসার আরবী বিভাগের শিক্ষক প্রেসিডেন্সি মৌলবী হইলেন। গবর্ণমেণ্টের হিন্দী ও উর্দ্দু অনুবাদকের সাময়িক পণ্ডিত ... প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরিয়ান বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। তাঁহার স্থানে বাবু চুনীলাল মিত্র লাইব্রেরিয়ান হইলেন।

---

## কৌতুক-কণা।

ভদ্রলোক (ঔষধের দাম দিতে দিতে)—এটার কত দাম বলেন? তিন টাকা দু আনা?

বিক্রেতা—না মশাই, তিন টাকা চার আনা; বোতলের জন্য এক আনা বেশী।

ভদ্রলোক—গতবারে ত আমি বোতলের জন্য এক আনা দিইন।

বিক্রেতা (সহর্ষে)—বেশ কি মশাই! তা হলে আপনার মোট দাম পড়বে সাড়ে তিন টাকা।

---

অ্যাটর্নি (কোন থিয়েটারে একটা নূতন নাটক অভিনয়ের প্রথম রাত্রে)—আমি ত বুঝতে পাচ্ছি না যে অত সামান্য বিষয় থেকে একটা পাঁচ অঙ্কের নাটক কি করে লেখা যেতে পারে।

গ্রন্থকার (বন্ধু)—কেন! বোঝাতো একটুও শক্ত নয়। প্রথম গর্ভাঙ্কেই ত দেখছ নায়ক একটা মোকদ্দমার জালে জড়িয়ে পড়েছে।

"বাবু বাবু শিগগির আসুন; নীচের ঘরে চোর এসেছে।"

বাবু (নিদ্রাবিজড়িত স্বরে, এবং অজ্ঞান বশতঃ)—এত রাত্রে? বল্‌গে যা এখন দেখা হবে না, বাবু বাড়ী নেই।

—:০:—

রাম এবং শ্যাম দুইবন্ধু ঘোরতর তর্ক সংগ্রামে নিযুক্ত। রাগারাগি ও চীৎকার যথেষ্ট হইতেছে। হরি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন তোমাদের তর্কটা আমাকে বুঝাইয়া বলিবে? আমিও শুনিনা! দুজনেই খুসি হইয়া তর্ক থামাইলেন।

রাম নিজের মত অল্প কথায় বুঝাইয়া বলিলেন।

শ্যাম বলিলেন "আমিও ত তাই বলি।"

রাম (আশ্চর্য্য হইয়া), তবে আমাদের তর্ক কিসের!

হরি। তাই তোমরা ত প্রত্যেকে নিজের কথা কেউ শুন না। অপরের কথা শুনিতে ত প্রবৃত্তি নাই।

### শিক্ষাসংবাদ।

বহরমপুর পণ্ডিত সভার নির্দিষ্ট পরীক্ষা।

আগামী ২১শে ফাল্গুন শুক্রবার হইতে বহরমপুর পণ্ডিত সভার নির্দিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা, পুরোহিত পরীক্ষা, ও অধিকারী পরীক্ষা এই তিন প্রকার পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা লিখিত ৩ দিন, ও মৌখিক ১ দিন, পুরোহিত পরীক্ষা লিখিত ২ দিন ও মৌখিক ১ দিন। অধিকারী পরীক্ষা কেবল মৌখিক ১ দিন হইবে। বঙ্গদেশের যে কোন স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ এই সকল পরীক্ষা দিতে অধিকারী হইবেন। পরীক্ষার্থিগণ ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে আপন আপন নাম, বাসস্থান, বয়স, ব্যবসায়, অধ্যাপকের নাম, পরীক্ষার বিষয় এই সকল গুলি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া আমার নিকট আবেদন করিবেন। আবেদনের সহিত চরিত্র সম্বন্ধে কোন এক জন শিক্ষিত লোকের প্রশংসা পত্র দিতে হইবে। পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে আমাকে পত্র লিখিলে আমি সভার ছাপান নিয়মাবলী পাঠাইয়া দিব। বিদেশীয় ছাত্রগণ পরীক্ষা দিতে আসিলে পরীক্ষার কয় দিনের আহারীয় ব্যয় ও বাসস্থান সভা হইতে প্রদত্ত হইবে।

ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের উত্তীর্ণ প্রথম ব্যক্তি ১ জোড়া শাল ও নগদ ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন। পুরোহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন জন যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০ টাকা পাইবেন। অধিকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঐরূপ প্রথম তিনজন ১০, ৯, ৮, টাকা পাইবেন। এই সকল পরীক্ষায় যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অতিরিক্ত পুরস্কার স্বরূপ পদক পাইবারও সম্ভাবনা আছে।

শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ,

সম্পাদক।

### কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা সংস্কৃত স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

এ চিহ্ন অর্থে ট্রেণ্ড ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে ট্রেণ্ড কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

এক এ হেঃ মাঃ। হনুমবাড়ী হাই স্কুল। ২৫ টাকা। পোঃ হনুমবাড়ী, মেদিনীপুর।

কুবেরপুর মইং স্কুলে এক এ ও এণ্ট্রান্স পাস দুইজন মুসলমান শিক্ষক। বেতন ২০ ও ১০ টাকা এবং আবা। মুন্সী আবুল ফজল চৌধুরী মতোকালী সাহেবের নামে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। পোঃ বাগদুয়ার, রংপুর।

এক এ হেঃ মাঃ। জালোড়া মইং স্কুল। ৩০ টাকা। শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার রায়, ষ্টেশন মাষ্টার, জালোড়া ই বি, পোঃ দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। পান্দড়া হাই স্কুল। ৬০ টাকা। বাসা পাইবেন। পোঃ পোদ্দারডিহি। জেলা মানভূম।

জনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। ভাল ইংরাজী জানা। পূর্ব্বস্থলী হাই স্কুল। ৫০ টাকা। বাসা পাইবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী—এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

এক এ হেঃ মাঃ মোনাইকলা মইং স্কুল, কুড়মুন পোঃ বর্দ্ধমান উত্তরফাজির চাই। ২০ টাকা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল প্লীডার হাজারিবাগ এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

জনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ এবং বিএ ভাল গণিত জানা একজন ২য় শিঃ। ৫০ ও ৩০ টাকা। বালিয়াড়া হাই স্কুল, ই আই আর ওয়ারিয়া হইতে ৩ মাইল। বাসা পাইবেন। প্রাইভেট টিউসন পাওয়া যায়।

জনৈক কায়স্থ প্রাইভেট শিঃ ইংরাজী ও গণিত জানা। ৮ টাকা। অন্ততঃ এণ্ট্রান্স পড়া চাই। জমিদারী কাজ একটু জানা থাকিলে ভাল হয়। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদার, পোঃ শিলজঙ্গ, নওয়াপাড়া, খুলনা।

বিএ শিক্ষক। ৪৫ টাকা। হেঃ মাঃ এ সি ইনঃ বেপেরা গড়, বর্দ্ধমান—এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

জনৈক বিএ ৪০৲ এবং নর্ম্মাল বৈবার্ষিক পণ্ডিত ১৫৲। তাতারহাটী বি এম ইনঃ, পোঃ তাতারহাটী, হুগলী। হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

একটু ইংরাজী জানা একজন পণ্ডিত। গোয়ালন্দ উঃপ্রাঃ স্কুল। ৮৲ ও আহার। ডাঃ সারদাচরণ দাস গুপ্ত, পোঃ পিঙ্গুড়ী, গ্রাম গোয়ালন্দ জেলা ফরিদপুর।

এফএ হেঃ মাঃ এবং নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত। আমজোড়া মইঃ স্কুল। ২৫ টাকা এবং ১৫ টাকা।

জনৈক এফএ হেঃ মাঃ। পঁচিশ টাকা। দুপচাঁচিয়া মইঃ স্কুল। বগুড়া জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

হাজারিবাগ বঙ্গশিশু বিদ্যালয়ে একজন পণ্ডিত। ১৫৲ হইতে ১৮৲ টাকা সামান্য ইংরাজি জানা থাকিলে ভাল হয়।

জেলা। রাজসাহী, খীরাপাড়া ইঃ স্কুলে একজন পারসী শিক্ষক। বেতন মাসিক কুড়ি টাকা। নিয়োগ আপাততঃ এক বৎসরের জন্য। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইংরাজী জানা থাকিলে ভাল হয়।

হেঃ মাঃ এফএ। আকুয়াকুমের ত্রিপুরা সুন্দরী মইঃ স্কুল। ২৫৲ ও আ প্রা। পোঃ জাগ্রা ময়মনসিংহ।

একজন গবর্ণমেণ্ট পাশ মেডিক্যাল ডাক্তার। গুণানুসারে ২০ হইতে ২৫ টাকা। কালিয়া দাতব্য ঔষধালয় জন্য। সেক্রেটারী কালিয়া দাতব্য ঔষধালয় পোঃ কালিয়া যশোহর।

রসিদপুর উঃপ্রাঃ স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ বা ফেল শিক্ষক। বেতন ১৫৲ টাকা ও বাসস্থান একটী ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইলে আহারের ব্যবস্থা হইবে। শ্রীবংশচন্দ্র বল পোঃ দুবরাজপুর বীরভূম গ্রাম রসিদপুর।

পাটলী উঃপ্রাঃ স্কুলে একজন মাইনর পাশ আরবী জানা মুসলমান শিক্ষক। মাহিনা ৯।১০ টাকা ও আহার বাসস্থান। শ্রীজাকলাল লস্কর বরুণহাট গ্রাম। হাসনাবাদ পোঃ ২৪ পঃ।

ভাল ইংরাজী জানা দুইজন গ্রাজুয়েট, দুইজন এফ এ এবং দুইজন নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত। মালদহ জাশনাল স্কুল। বেতন উল্লেখ করিয়া আবেদন করিবেন।

বীরভূম জেলার পার্ব্বতী গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু চৌধুরীর বাটীতে থাকিবার জন্য জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ করা নেটিভ ডাক্তার প্রয়োজন। গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাকটিস করিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ বিশেষ কার্য্য চলিবে। আহার বাসস্থান ঔষধ যন্ত্রাদি বিনামূল্যে পাইবেন। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, সত্বর আবেদন করুন। বিশেষ পত্র দ্বারা জানুন। শ্রীঅটল বিহারী চৌধুরী জেলা বীরভূম পোঃ বাহাদুর, সাং পার্ব্বতী।

আন্দুলবাড়ীয়া মেডিক্যাল ষ্টোরের জন্য দুইজন পাশ করা অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার এবং চিকিৎসা প্রকাশ কার্য্যালয়ের জন্য একজন ইংরাজী জানা কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। বেতন যথাক্রমে ১৫৲ ও ১০৲ টাকা। বিনামূল্যে থাকিবার স্থান ও আহার পাইবেন। ম্যানেজার—আন্দুলবাড়ীয়া মেডিকেল ষ্টোর পোঃ আন্দুল বাড়ীয়া, জেলা নদীয়া এই ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

যোগীন্দ্রপুর উঃপ্রাঃ স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন ১৫৲ ও আহার। শ্রীকালীনাথ বটব্যাল সাং যোগীন্দ্রপুর পোঃ দুবরাজপুর জেলা বীরভূম

গুস্করাদিঘী মইঃ স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫৲ টাকা দুই তিনটী ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াইলে আহার পাইবেন। চেয়ারম্যান শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন গোস্বামী পোঃ গুস্করাদিঘি জেলা বর্দ্ধমান গুস্করাদিঘি এম ই স্কুল।

ছাতনা মইঃ স্কুলে হেঃ মাঃ। পোঃ ছাতনা জেলা বাঁকুড়া। ২৫৲ ও বাসা।

পীরুলবাড়ী উঃপ্রাঃ পাঠশালার জন্য নূতন প্রণালী মতে শিক্ষা দিতে সমর্থ একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন বোর্ড সাহায্য সহ ১০৲ বাসস্থান ও খোরাকী পাইবেন। ব্রাহ্মণের আবেদন আদরণীয়। দিরপজাহাট পোঃ রংপুর

অলিহণ্ডা উঃ প্রাঃ স্কুলে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে একজন মাইনার পাশ এণ্ট্রান্স ফেল কিম্বা এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক আবশ্যক। অলিহণ্ডা পোঃ চাঁচল, মালদহ।

ইলামবাজার মইঃ স্কুলে একটী এফ এ পাশ শিক্ষক। বেতন ২৫৲ দিব ও ফ্রি বাসা পাইবেন পোঃ ইলাম বাজার ভায়া বোলপুর জেলা বীরভূম।

পাঁচড়া রাণী পাথর মইঃ স্কুলে একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৬ টাকা ও আহার পোঃ পাঁচড়া হাট, বীরভূম।

জেলা বাঁকুড়া ইন্দাস সার্কেলের অন্তর্গত শাল পুর মধ্য স্কুলে ড্রিল ও ড্রইং জানা সেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১০ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ বীজপুর বাঁকুড়া।

জেলা যশোহর পোঃ আলকাডাঙ্গা বেলেডাঙ্গা মধ্য শ্রেণী স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ অভিজ্ঞ হেড মাষ্টারের প্রয়োজন। আপাততঃ মাসিক বেতন যোগ্যতা অনুসারে ১২ টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত এবং আহার। পোঃ আলকাডাঙ্গা গ্রাম বেলেডাঙ্গা জেলা যশোহর

জেলা বর্দ্ধমান পোঃ কেতুগ্রাম ভায়া কাটোয়া গোমাই মইঃ স্কুলে ২০ টাকা বেতনে একজন এফ এ হেঃ মাঃ ও মাসিক ১৪ টাকা বেতনে নূ বৈবার্ষিক একজন হেঃ পঃ উভয়েই বাসস্থান পাইবেন। ১৫ই অগ্রহায়ণ মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

মুখাডাঙ্গা জাতীয় বিদ্যালয়ে একজন নর্ম্মাল বৈবার্ষিক পণ্ডিত বেতন মাসিক ১৫ টাকা প্রাইভেট শিক্ষা দ্বারা বাসা খরচ চলিবে। পোঃ মাজা পুর, হুগলী।

নূতন নিয়মে নর্ম্মাল ২য় বার্ষিক ও ট্রেনিং পাশ একজন পণ্ডিত। মুসলমান হইলে ১৫ টাকা বেতন ও খোরাক পাইবেন হিন্দু হইলে ১৮৲ বেতন পাইবেন খোরাক পাইবেন না। শ্রীআগুর্ব্বক্স মিঞা গজাপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলের সেক্রেটারী পোঃ গজাপুর জেলা বরিশাল।

গোপাল নগর মইঃ স্কুলে জনৈক নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। শ্রীযোতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় গোপাল নগর পোঃ জেলা বাঁকুড়া।

পাঁচুরা উঃপ্রাঃ স্কুলে একজন হেঃ পঃ। ড্রিল ড্রইং জানা চাই বেতন ৮৲ ও আপ্রা কৃষ্ণগঞ্জ পোঃ নদীয়া জেলা

কনকপুর এচ বি মইঃ স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন আপাততঃ ২৫৲ আপ্রা। বিনা বেতনে চাকর পাইবেন। শ্রীসেখ কলন্দর হোসেন ২য় শিক্ষক কনকপুর মধ্য ইংরাজী স্কুল পোঃ মুরারই জেলা বিরভূম

রাজগ্রাম মইঃ স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২২ টাকা এবং বাসস্থান। ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে আবেদন করা চাই। রাজগ্রাম পোঃ বাঁকুড়া জেলা

জেলা হুগলী রসপুর উঃ প্রাঃ স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়া একজন শিক্ষক বেতন আপাততঃ ৬৲ টাকা ও আহার। শ্রীবৈকুণ্ঠ সিংহ রায় পোঃ কৃষ্ণনগর ভায়া হরিপাল হুগলী রসপুর

আমার ডাক্তারখানার ... পাশকরা হিন্দু কম্পাউণ্ডার। ২০৲ টাকা ... বেতন।
শ্রীরাধিকা নগর পুলিশ ... আর চৌধুরী।

যোগ্যতা প্রার্থীকে লিখিতে ইচ্ছুক ... পাশ বৃদ্ধ ... টাকা ... ৩ বৎসরের অভিজ্ঞ ... শ্রীযুক্ত বাবু অধিনাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী ... বরাবর।

বগুড়া গবর্ণমেণ্ট ... এক জন ... পাশ ... আবশ্যক। মাসিক বেতন ১২৲ টাকা হইতে ৩৫৲ টাকা। আগামী ৩০শে নবেম্বর মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।
সম্পাদক ... বগুড়া।

---

উদ্ধৃত

## প্রাচীন ভারতে ধনুর্ব্বেদ।

ধনুকের অপরকে ... বলিয়াছেন। ইহা ৪০০ শত হস্ত দূরের লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিত। ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিগণ প্রথমে ১৬০ হস্ত অন্তরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাই বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিত, ইহাই প্রথম উত্তম সাধনা বলিয়া পরিগণিত ছিল, ১২০ হাত দূরের বস্তু ভেদ করা মধ্যম সাধনা এবং ৬৪ হাত দূরের লক্ষ্যভেদ অধম সাধনা। এতদ্ভিন্ন যে বীর ক্রমাগত ৪০০ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিশ্রাম করিতেন তিনি উত্তম ধনুর্দ্ধারী বলিয়া পরিচিত হইতেন, যিনি ৩০০ বার বাণ নিক্ষেপ করিয়া পরে বিশ্রাম করিতেন তিনি মধ্যম এবং যিনি ২০০ বার বাণ ত্যাগ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তিনি অধম ধনুর্দ্ধারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নিজের বাহুবলে চারিশত হস্ত দূর হইতে ক্রমাগত চারিশত বার লক্ষ্যভেদ করা যে, কত বড় কঠিন কার্য্য, তাহা এখন চিন্তা করিলেও অবাক কল্পনা হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ের কোনও বীর সাধারণ বন্দুকেও বোধ হয় একাদিক্রমে চারিশত বার গুলি নিক্ষেপ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। ঋগ্বেদে সেই ধনু আকর্ষণ করিবার বিস্তৃত বিধান লিখিত আছে—আকর্ণসন্ধানে অর্থাৎ নিজ কর্ণ পর্য্যন্ত জ্যা টানিয়া বাণ নিক্ষেপ করিবে। রামায়ণ ও মহাভারত আদির মধ্যেও তাহা বর্ণিত আছে। প্রাচীন ভাস্করদিগের মধ্যে তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ভারতবর্ষে নহে—প্রাচীন ইজিপ্ট ও গ্রীস আদি দেশেও সেই একই নিয়ম সে কালে প্রচলিত ছিল।

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই যে, আর্য্যগণ লৌহের ব্যবহার জানিতেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তীরের ফলকে এ সত্য-বস্তুর প্রয়োগে তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। তীরের লৌহনির্ম্মিত ফলাগুলি সে কালে নানা আকারে গঠিত হইত। সেই আকারগত পার্থক্য কেবল যে, তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি-কল্পনায় নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা নহে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্যই তখন তাহার ব্যবস্থা ছিল, শাস্ত্রগ্রন্থমধ্যে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়:—

"আরামুখেন কবচং অর্দ্ধচন্দ্রেণ মস্তকম্।
আরামুখেন যে চর্ম্ম ক্ষুরপ্রেণ চ কার্ম্মুকম্।
... হৃদয়ং বেধ্য ভিন্দ্যাৎ ধনুঃশরান্।
লৌহকে কাকতুণ্ডেন বেধয়েৎ ত্রিফলাংশিকম্।
... গোপুচ্ছ ... ......।
সূচে চ লৌহকণ্ঠেন বিধ্যেদঙ্গুলমাত্রকম্॥"

আরামুখ নামক ফলকসংযুক্ত তীরদ্বারা কবচ অর্থাৎ বর্ম্ম বা সাঁজোয়া ভেদ করা যায়। আরা শব্দে ডাঃ যাদবদাস সেন লিখিয়া গিয়াছেন "চর্ম্ম-ভেদক সূচ্যগ্র শলাকাকার যন্ত্র। টেকো' ইতি ভাষা।" কিন্তু আরা প্রকৃত পক্ষে শলা বা টেকোর অনুরূপ যন্ত্র নহে, আরা অর্থে করাত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত ভাষায় করাতের প্রতিশব্দ "আরা' বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। আরা অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, অভিধানেও আরা অর্থে করাত লিখিত আছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে আরামুখী বা করাতমুখী ফলকগুলি শত্রুমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা প্রবল বেগে উভয় পার্শ্বস্থ করাতের দ্বারা বর্ম্মের লৌহস্তর ভেদ করিয়া শত্রুর দেহ বিদ্ধ করে। সুতরাং তাহার আকার কেবল সূক্ষ্মমুখী নহে তাহার উভয় পার্শ্বে করাতের মত বা ঝিঙ্গালিকাটা বঁটির অনুরূপ দাঁত কাটা থাকিত। চর্ম্ম বা ঢাল বিদ্ধ করিতেও এই আরামুখ বাণের প্রয়োগ হইত। অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা আততায়ীর মস্তক ছেদিত হইত। ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রে শত্রুর কার্ম্মুক বা ধনু ছেদিত হইত। বোধ হয় এই ফলকের উভয় পার্শ্ব ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণভাবে শাণিত হইত। হৃদয় বিদ্ধ করিতে ভল্ল নামক বাণ প্রশস্ত, ধনুকের গুণ কাটিতে বিস্তর ফলক, কাকতুণ্ড অর্থাৎ কাক চঞ্চুর ন্যায় চারি শিরাবিশিষ্ট বাণের দ্বারা তিন অঙ্গুলি পরিমিত লৌহও বিদ্ধ করিতে পারা যাইত, গোপুচ্ছ নামক তীরের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধিত হইত এবং লৌহ কণ্টকমুখী বাণের দ্বারা অঙ্গুলিপরিমাণ বিদ্ধ করিতে পারা যাইত।

'বাণাধার' বা 'তুণীর' সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইহা কাঁপা বাঁশ, বেত অথবা চেঁচাড়ি দিয়া বুনিয়া সাধারণ তুণ প্রস্তুত হইত। কোন কোনও স্থলে ধাতুময় তূণেরও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে স্বর্ণতূণীরের কথা লিখিত আছে। বোধ হয় তাহা ঐশ্বর্য্যশালী বা নরপতিগণের ব্যবহারের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইবে

নানা শাস্ত্রে এবং ভারতের মধ্যে দেখা যায় যে, ইহা বীরের পশ্চাতে বা পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ স্কন্ধের নিকট হইতে বাম বাহুর নিম্নপার্শ্ব বাঁকাভাবে রাখিয়া তৎসংলগ্ন রজ্জুদ্বারা সম্মুখে বক্ষের উপর বাঁধিতে হইত, অর্থাৎ যাহাতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অতি সহজেই তূণস্থিত বাণ বাহির করিতে পারা যায়, এইরূপ ভাবেই তাহা বাঁধা হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে আয়ুধগুলি নিক্ষেপ করিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহারই নাম অস্ত্র। ধনু সেই অস্ত্রসমূহমধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট। এই ধনুর দ্বারা শর, তীর বা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়। পূর্ব্বকথিত শর নির্ম্মিত বাণ সাধারণ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কঠিন প্রচণ্ড বাণ 'নারাচ' ও 'নালীক'। এ সম্বন্ধেও দুই চারি কথা এখানে সংক্ষেপে বলা বিধেয়। যে বাণগুলি শরের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাবয়বে লৌহ নির্ম্মিত, তাহারই নাম নারাচ।

"সর্ব্বলৌহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ইহার মূলদেশে সাধারণ বাণের ন্যায় চারিটি পালকের পরিবর্ত্তে পাঁচটী স্থূল ও দীর্ঘ পালক সমান্তরে আবদ্ধ করা হইত। এই নারাচ পরিচালনা যে সে বীরের কর্ম্ম নহে, ইহা আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন।

নালীক বা অগ্নিবাণ বা আগ্নেয়াস্ত্র ইহা উচ্চ স্থান, দুর্গ বা দূর হইতে যুদ্ধ করিবার সময় প্রযুক্ত হইত। শাস্ত্রে ইহার তিনটী নাম আছে, যথা—নাল, নালীক বা নালিকা। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ও মহাভারতের মধ্যেও নানা স্থানে নালীকের উল্লেখ আছে। "বৈশম্পায়ন নীতি প্রকাশিকা" যাহা ডাক্তার ওপের্ট মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নালিকাস্ত্রের বিবরণ প্রদান করিতে যত্ন করিতেছি।

"নালিকা ধনুর্দেহাস্ত্রাং তন্বী মধ্যরন্ধ্রিকা।
মর্ম্মচ্ছেদকরী নীলা দ্রোণী চাপ সহোদরী॥" ইত্যাদি

ইহার দেহ সরল সরু এবং মধ্যে নলের ন্যায় রন্ধ্র আছে। ইহার বর্ণ নীল কৃষ্ণবর্ণ ইহা হইতে অয়ঃকণ অর্থাৎ ছররা বা গুলিকা ঘোর চাপদ্বারা সবেগে বহির্গত হইয়া শত্রুপক্ষের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। ইহা উঠাইয়া নালিকাস্থিত ভিন্নাবদ্ধ বা

মক্ষিকার সহিত লক্ষ্য স্থির করতঃ প্রজ্বলিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা বন্দুকেরই অনুরূপ। আর্য্যগণই বন্দুক ও কামান অস্ত্রের আবিষ্কারক, ইহা পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলীও একণে স্বীকার করিতেছেন। শার্ঙ্গধর এবং শুক্রাচার্য্যও নালীকাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বৈদিক নাম "সূর্ম্মী। সে কালে অসুরেরা সূর্ম্মী লইয়া যুদ্ধ করিতেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে [১।৫।৬।৭] সূর্ম্মি শব্দ আছে। উহার ভাষ্যে ভট্টভাস্কর ও সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা দেখিলে তাহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এই লৌহময়ী সূর্ম্মী বা সূর্ম্মা, যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র, তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন, যাহা বহির্গত হয় তাহাও জলন্ত। অসুরগণ এই অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে দেখিয়া দেবতারাও শতঘ্নী-যন্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদ্বারা এককালে শতশত্রু বিনষ্ট হইত। অথর্ব্ববেদে [১।১৬।৩৪] সীসক দ্বারা শত্রু বিনাশের কথা আছে। লৌহনির্ম্মিত সূর্ম্মার মধ্য হইতে এই সীসা বা ছররা নিক্ষিপ্ত হইত।

এই আগ্নেয় অস্ত্র সেকালে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে দুই প্রকার প্রচলিত ছিল।

নালীকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধ ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥

পঞ্চবিতস্তি পরিমাণ লৌহের নল, তাহার মূলে তির্য্যক্‌ভাবে একটী ছিদ্র আছে। মূল হইতে অগ্রভাগে লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য তিল, বিন্দু বা মাছি আছে। মধ্যে অগ্নিচূর্ণ বা বারুদে পূর্ণ করিতে হয় আঘাত পাইবামাত্র সেই বারুদ প্রজ্বলিত হইয়া প্রস্তরখণ্ডযুক্ত অগ্নি গোলক তাহার মধ্য হইতে বহির্গত হইত। পূর্ব্বে পাথরের উপর বালুকা ও সীসক সহযোগে এবং লৌহনির্ম্মিত গোলকও প্রস্তুত হইত। সগর্ভ বা ফাঁপা এবং নির্গর্ভ বা নিরেট এই দুই প্রকার গোলারই ব্যবহার ছিল। সগর্ভের মধ্যে আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিকা পূর্ণ করা হইত। তাহা শত্রুমধ্যে বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। ক্ষুদ্র নালীকের ছিদ্র প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ হইত। উহাতে কাঠের বুধ্ন বা বাঁট দেওয়া থাকিত, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ উহা হস্তে লইয়াই যুদ্ধ করিতেন।

বৃহন্নালীক অস্ত্রের বর্ণনায় লিখিত আছে, উহার মূলদেশে বুধ্ন বা কাষ্ঠের বাঁট নাই। শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা তাহা বাহিত হইত। উহার নল যত স্থূল হইত, উহার গর্ভ বা ছিদ্র যত মোটা হইত এবং উহার গোলা নালীকের উপযোগী করিয়া যত বড় হইত, ততই উহা দূরভেদী হইত। উহার মধ্যে প্রথমে যথোপযুক্ত অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ পূর্ণ করিয়া দণ্ডের দ্বারা দৃঢ়রূপে ঘোষিত করিতে হইত, অনন্তর গোলা প্রদান করিয়া কর্ণ প্রদেশে বারুদ দিয়া প্রজ্বলিত করিলেই কামান দাগা হইত।

অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ প্রস্তুত সম্বন্ধে সোরা গন্ধক আকন্দ কিম্বা সিজের কয়লা প্রভৃতি নানা দাহ্য পদার্থ সহযোগে তাহা প্রস্তুত হইত, ধনুর্ব্বেদে পরিমাণাদি সহ তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমুন্নত সভ্যজাতিরা তাহার যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত সুতরাং সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। রামায়ণ উত্তর কাণ্ডে রাবণের দিগ্বিজয় উপলক্ষে, মহাভারতের বনপর্ব্বে হিরণ্যপুর ধ্বংসপ্রকরণে ও আদিপর্ব্বে নালিকাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সে কালে বীরমণ্ডলী কপট যুদ্ধ কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সুতরাং ভীষণ নালিকাস্ত্র-প্রয়োগদ্বারা শত্রু বিজয় তখন বীরোচিত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্যাসশিষ্য ত্রিকালদর্শী বৈশম্পায়ন স্বীয় স্ব-সঙ্কলিত ধনুর্ব্বেদের পঞ্চম অধ্যায়ে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল। "হে মহারাজ জনমেজয়! কলিকালের পৌরুষহীন অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময়ে মহক্ক নালিকা নিক্ষেপ যন্ত্র, প্রস্তর ক্ষেপক যন্ত্র এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্রসকল কূটযুদ্ধের উপকরণ স্বরূপ হইবে। যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোক কূট যুদ্ধ ও তদুপযুক্ত প্রকরণের আশ্রয় লইবে।' প্রাচীনযুগে আর্য্যদিগের মধ্যে এরূপ কূটযুদ্ধ প্রচলিত না থাকায়, নালিকাস্ত্র এক প্রকার পরিত্যক্তই ছিল। কেবল দুর্গের মস্তকে, রথের ভিতরে, বৃহন্নালীকসকল রক্ষিত হইত। রামায়ণে, রাবণের দুর্গ বর্ণনায়, মহাভারতে, ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকার দুর্গবর্ণনায় তাহার উল্লেখ আছে। মহাভারতোক্ত বায়ুস্ফোট ও তুলাগুড়াদি শব্দ সম্ভবতঃ কামানেরই নামান্তর মাত্র হইবে। তাকণ্যমধ্যে তাহার প্রত্যক্ষ আদর্শ সম্বন্ধে ডাক্তার ওপের্ট তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্যে ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ্য বা লক্ষ্য-অনুশীলনসম্বন্ধেও শাস্ত্রে অনেক কথা লিখিত আছে। লক্ষ্যের পরিমাণ, চিত্রবেধিকা অর্থাৎ চাঁদমারি, চিত্রবেধিত, শব্দবেধিত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ ও ব্যবস্থা আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অস্ত্র এবং শস্ত্র দ্বিবিধ। আয়ুধের নালীকও ধনুরাদি অস্ত্রশ্রেণীর অন্তর্গত। এইবার শস্ত্রসম্বন্ধে শাস্ত্র এবং ভাস্কর্য্য হইতে যতদূর অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিব।

শস্ত্র-শ্রেণীর আয়ুধের মধ্যে লগুড়, শেল, বজ্র, চক্র, ত্রিশূল ও খড়্গ আদি বহু অস্ত্রের যেমন যথেষ্ট উল্লেখ শাস্ত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যেও সেইরূপ তাহাদের নানা আদর্শ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমেই লগুড় অর্থাৎ লাঠি। আমি ইতিপূর্ব্বে অস্ত্রের প্রাচীন যুগনির্ণয় বকালে লগুড়কেই ঐতিহাসিক প্রথম অস্ত্র বলিয়াছি। বাস্তবিক লগুড় সাধারণের সহজলভ্য অগত্যের শস্ত্র। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ইহার পাদদেশ হ্রস্ব অর্থাৎ সরু এবং মস্তক স্থূল, অগ্রভাগটি লৌহদ্বারা আবদ্ধ, বেশ মজবুত, দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত পরিমিত হইবে। কখন কখনও লগুড়ের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় হইত, এরূপও উল্লেখ আছে। উত্থান, পাতন, পেষণ ও পোথন লগুড়ের এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার কথা ধনুর্ব্বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

শেল, শূল, বল্লম ও প্রাস নামক অস্ত্রগুলি প্রায় একরূপ। "প্রাসাস্ত্রস্ত চতুর্হস্তোদণ্ডবুধ্নঃ ক্ষুরাননঃ" প্রাস অস্ত্র চারি হাত লম্বা,বংশ দণ্ডের উপর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বিশিষ্ট কৃষ্ণলৌহ অথবা তাম্রনির্ম্মিত ফলক আবদ্ধ থাকিত। উপরের ভারের সমতা রক্ষার জন্য দণ্ডের নিম্নে একটি লৌহগোলক সংবিদ্ধ থাকিত। কখনও বংশ দণ্ডের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ লৌহময় শূল বা বল্লমসদৃশ অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উহার ফলক সম্বন্ধে ভাস্কর্য্যমধ্যে বিবিধ আকার এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। সাঁচির ভাস্কর্য্য মধ্যে একটী সুন্দর বল্লমের আদর্শ আছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মধ্যেও ইহার বহু আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থলেই সংগৃহীত প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্র মধ্যে আত্মফলক বিশিষ্ট বল্লমও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

"শিল্প ও সাহিত্য" শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

## বৌদ্ধগল্প।

'মচ্ছরিয় কোসিয়' শ্রেষ্ঠির বস্তু।

( ধর্ম্মপদ। পুষ্পবর্গ। ৬ষ্ঠ গাথা ]

রাজগৃহ নগরের অবিদূরে সক্কর নামে গ্রাম ছিল। তাহাতে অশীতি কোটি বিভব "মাৎসর্য্য কোষীয়" নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিত। সে

[illegible] কখনও [illegible] করিয়া [illegible] [illegible]
[illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible]
ব্রাহ্মণের কোন [illegible] [illegible]

এক দিবস শাস্তা [illegible] মহামৌদ্গলি[illegible]
[illegible] হইতে উঠিয়া [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] সমস্ত লোকধাতু দর্শন করিতে
[illegible] পঞ্চচত্বারিংশ যোজন দূরে (রাজগৃহ হইতে
[illegible], সেই শ্রেষ্ঠির [illegible] [illegible] [illegible] সেইদিন
[illegible] হইবার সম্ভাবনা বলিয়া জানিলেন।

তাহার পূর্ব্বে একদিন সেই শ্রেষ্ঠি রাজদর্শনার্থ
[illegible]গৃহে গিয়াছিল। রাজদর্শন করিয়া গৃহে
[illegible]বার কালে পথে এক গ্রামীমনুষ্যকে ক্ষুধায়
[illegible] [illegible] পিঠা ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহাতে
[illegible] হইয়াছিল। সে ঘরে আসিয়া চিন্তা
[illegible] লাগিল—যদি আমি বলি যে—আমি কপ-
[illegible] পিঠা খাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমার
[illegible] আরও অনেকে খাইতে ইচ্ছা করিবে।
[illegible] অনেক তিল, তণ্ডুল, সর্পি, ফাণিত
[illegible] পরিক্ষয় হইবে। অতএব কিছু বলিব
!

এইরূপে সে ক্ষুধাভিভূত হইয়া কৃশ হইতে
[illegible] শেষে ধমনীব্যাপ্তগাত্র [অস্থিচর্ম্মসার]
[illegible]। তথনও পিষ্টকলোভ ত্যাগ করিতে না
[illegible], শেষে দুর্ব্বল হইয়া স্বপ্রকোষ্ঠে মঞ্চক
[illegible] শয্যা] গ্রহণ করিল। এইরূপ হইলেও
[illegible] ভয়ে সে কাহাকেও পিষ্টক খাইবার কথা
[illegible] না।

অনন্তর তাহার ভার্য্যা তাহার নিকট যাইয়া
[illegible] হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল,
[illegible]! তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

শ্রেষ্ঠি। না অসুখ হয় নাই।

ভার্য্যা। তবে কি রাজা তোমার উপর কুপিত
[illegible]য়াছেন?

শ্রেষ্ঠি। না তাহাও নহে।

ভার্য্যা। তবে কি তোমার পুত্র দুহিতাদাস
[illegible] সহিত কোন অপ্রিয় কথা ঘটিয়াছে?

শ্রেষ্ঠি। না তাহা কিছু হয় নাই।

ভার্য্যা তবে কি কোন বিষয়ে তোমার তৃষ্ণা
[illegible]য়াছে?

এবারে পুট হইবার আশঙ্কায় ভয়ে শ্রেষ্ঠি কিছু
বলিয়া নিঃশব্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। ভার্য্যা
[illegible] "বল স্বামিন্! কিসে তোমার তৃষ্ণা"।

শ্রেষ্ঠি [illegible] কথা গিলিতে গিলিতে শেষে বলিল
"হাঁ আমার তৃষ্ণা আছে"। "স্বামিন্! কিসে
তৃষ্ণা?" "কপল্লক অপূপ খাইতে আমার ইচ্ছা
হইয়াছে"।

ভার্য্যা বলিল—তা আমাকে বল নাই কেন?
তুমিত দরিদ্র নও। আমি এখনি সমস্ত গ্রাম-
বাসীর বাহাতে কুলায়, এত কপল্লক অপূপ প্রস্তুত
করিব।

শ্রেষ্ঠি। তোমার এত করিয়া কাজ কি?
তাহারা সব আপনারা পিঠা করিয়া খাইতে পারে
না?

ভার্য্যা! তবে পাড়ার লোকের মত করিয়া
প্রস্তুত করিব।

শ্রেষ্ঠি। হাঁ জানি—তোমার অনেক টাকা।

ভার্য্যা। তবে না হয় আমাদের বাড়ীর সকলের
মত করিয়া প্রস্তুত করিব।

শ্রেষ্ঠি। হাঁ জানি তুমি খুব মহাশয়া।

ভার্য্যা। তবে তোমার পুত্রদারার মত না হয়
বানাইব।

শ্রেষ্ঠি। এতত্তেই বা তোমার কি কাজ?

ভার্য্যা। তবে তোমার ও আমার মত
বানাই?

শ্রেষ্ঠি। তুমি পিঠা কি করিবে?

ভার্য্যা। আচ্ছা তবে তোমার একলার মতই
প্রস্তুত করিব।

শ্রেষ্ঠি মনে করিল, এখানে পিঠা করিলে
অনেকে চাহিবে। অতএব অল্প তণ্ডুল, ঘৃত, মধু,
ফাণিত লইয়া তাহার সপ্তভৌমিক প্রাসাদের উপরি
তলে যাইয়া পিঠা পাক করিতে বলিল। আর
বলিল—তথায় আমি একাকী বসিয়া খাইব।

ভার্য্যা তদনুসারে দাসীদের দ্বারা প্রয়োজনীয়
দ্রব্য প্রাসাদের উপরে আনিয়া দাসীদের বিদায়
দিয়া শ্রেষ্ঠিকে ডাকিল। শ্রেষ্ঠি আসিয়া সমস্ত
দ্বার বন্ধ করিয়া, খিল দিয়া, তথায় বসিয়া রহিল;
আর ভার্য্যা অপূপ পাক করিতে লাগিল।

এদিকে শাস্তা সেই দিন সকালেই মহামৌদ্গল-
ল্যায়নকে * ডাকিয়া বলিলেন—'রাজগৃহের নিকট
সক্কর গ্রামে মাৎসর্য্য শ্রেষ্ঠি অন্যের দর্শন ভয়ে সপ্ত
প্রাসাদের উপরি তলে যাইয়া নিজে খাইবে বলিয়া
কপল্লক পিঠা প্রস্তুত করাইতেছে। তুমি তাহাকে
দমন করিয়া (অর্থাৎ দর্পনাশ করিয়া) স্বীয়
শক্তি বলে তাহার পিষ্টকাদিসহ ভার্য্যাকে ও
তাহাকে জেত বনে আনয়ন কর। আমি স্বীয়

* ইহার অলৌকিক কার্য্যে নিপুণ ছিলেন
বলিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

ভিক্ষুসহ আজ তাঁহার কপল্লক পিঠার দ্বারা ভক্ত-
কৃত্য (আহার) করিব।

মৌদ্গল্যায়ন স্থবির 'সাধু, প্রভো' বলিয়া ঋদ্ধি
বলে তৎক্ষণাৎ সেই গ্রামে যাইয়া সেই প্রাসাদের
সিংহপঞ্জর দ্বারে আবির্ভূত হইয়া আকাশে অব-
স্থান করিতে লাগিলেন।

স্থবিরকে দেখিবামাত্র মহাশ্রেষ্ঠির হৃদয় কম্পিত
হইল। সে মনে করিল 'হায়! আমি ইহাদেরই
ভয়ে এখানে আসিয়াছি, আর এ এখানেও আসিয়া
'বাতপানের' [বাতায়নের] কাছে আসিয়া উপ-
স্থিত হইয়াছে।

অগ্নিক্ষিপ্ত লবণ শর্করার [ন্যায়] ক্রোধে সে
ক্রোধে তট্‌তট্ [গরগর] করিতে করিতে বলিল,
'শ্রমণ! তুমি আকাশে দাঁড়াইয়া থেকে কি
পাবে? যদি আকাশে পথ করিয়া তাহাতে ভ্রমণ
কর, তাহা হইলেও কিছু পাবে না।"

স্থবির তাহাতে আকাশে ভ্রমণ করিতে লাগি-
লেন!

শ্রেষ্ঠি বলিল—আকাশে ভ্রমণ করিয়া কি
পাবে? আসন করিয়া বসিলেও কিছু পাবে না।

স্থবির তখন আকাশে আসন করিয়া বসি-
লেন।

শেষে শ্রেষ্ঠি বলিল—যদি তুমি ধূপিত কর,
তাহা হইলেও কিছু পাইবে না।

স্থবির তখন ধূপিত করিয়া সমস্ত প্রাসাদকে
ধূমে আচ্ছন্ন করিলেন। তাহাতে শ্রেষ্ঠির চক্ষে
সূচীবেধবৎ বেদনা হইতে লাগিল। পাছে অগ্নিতে
সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া যায় সেই ভয়ে সে আর
বলিল না যে "যদি গৃহ প্রজ্বলিত কর, তবেও কিছু
পাইবে না।

পরে মনে করিল—এই শ্রমণ ছাড়িবার পাত্র
নহে; কিছু না পাইলে এ যাইবে না, অতএব
ইহাকে এই কটা ছোট পিঠা দিয়া বিদায় করি,
স্ত্রীকে বলিল—ভদ্রে! একখানি খুব ছোট পিঠা
করিয়া এই শ্রমণকে দিয়া বিদায় কর। তাহার
স্ত্রী খুব অল্প করিয়া পিঠালি খোলায় দিতে লাগিল,
কিন্তু তাহা হইতে খুব বৃহৎ পিঠা হইতে
লাগিল। শেষে শ্রেষ্ঠি স্বয়ং হাতা লইয়া হাতার
কাণা দিয়া অতি অল্প মাত্র পিঠালি দিল, কিন্তু
তাহাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর পিঠা হইল।

এইরূপ যাহা পাক করে, তাহাই বড় বড় হও-
য়াতে শেষে নির্ব্বিন্ন হইয়া ভার্য্যাকে বলিল 'ভদ্রে,
ইহাকে একখান পিঠা দাও।

স্ত্রী ঝাঁঝা হইতে একখানি পিঠা উঠাইতে
যাইয়া দেখিল সমস্ত পিঠা একত্র যুড়িয়া রহি-

যাছে। ভার্য্যাকে বলিল—সব পিঠা যুড়িয়া গিয়াছে; আমি বিযুক্ত করিতে পারিতেছি না। শ্রেষ্ঠি তখন নিজেই বিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন উভয়ে দুই দিক্ ধরিয়া পিঠার তালকে টানাটানি করিতে লাগিল ও পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্তকায় ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু কিছুতেই পিঠা বিযুক্ত করিতে পারিল না

শেষে শ্রেষ্ঠি ভার্য্যাকে বলিল 'ভদ্রে আমার আর পিঠায় কাজ নাই, ঝোড়া শুদ্ধ শ্রমণকে দাও'। স্ত্রী স্থবিরকে পিঠা দিতে যাইল।

তখন স্থবির তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) গুণাবলী ব্যাখ্যা করিলেন। আকাশতলে চন্দ্রকে দেখানর ন্যায় দানের দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি দানফল সকল বুঝাইয়া দিলেন। তখন শ্রেষ্ঠি প্রসন্ন হইয়া বলিল 'প্রভো! ভিতরে আসিয়া পালঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করুন। স্থবির বলিলেন, মহাশ্রেষ্ঠি, সম্যক সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন, আজ বিহারে বসিয়া পঞ্চ শত ভিক্ষুর সহিত অপূপ খাইব; অতএব তোমার যদি রুচি হয়, তবে ভার্য্যার দ্বারা ক্ষীরাদি উপকরণ গ্রহণ করাও ও চল—শাস্তার নিকট যাই।

শ্রেষ্ঠি বলিল কোথায়—শাস্তা কোথায়? স্থবির। এখান হইতে পয়তাল্লিশ যোজন দূরে জেতবন বিহারে শাস্তা আছেন।

প্রভু অতঃপর আমি কিরূপে যাইব? স্থবির মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার অভিরুচি হইলে আমি ঋদ্ধি-বলে লইয়া যাইব। তোমার প্রসাদের সোপানের অগ্রভাগ যথাস্থানে থাকিবে, কিন্তু তাহার মূলদেশ জেতবনের দ্বারে যাইয়া লাগিবে। প্রাসাদের উপর হইতে নীচে নামিতে যে সময় লাগে, সেই কালে যাইয়া জেতবনে পঁহুছিবে।

শ্রেষ্ঠি তাহাতে স্বীকৃত হইলে স্থবির সেইরূপে উভয়কে জেতবন বিহারে শীঘ্র লইয়া যাইলেন। তাহারা তথায় শাস্তার নিকট উপসংক্রমণ পূর্ব্বক ভিক্ষাভোজনকালে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া নিবেদন করিল। শাস্তা বুদ্ধাসনে বসিলেন, পঞ্চশত ভিক্ষুও যথাস্থানে বসিলেন। শ্রেষ্ঠি দক্ষিণোদক দিল। ভার্য্যা বুদ্ধের পাত্র অপূপে পূর্ণ করিয়া দিল। বুদ্ধ ও অন্যান্য ভিক্ষুরা আপনাদের মত অপূপ লইলেন এবং সকলে ভক্তকৃত্য নিষ্পন্ন করিলেন।

শ্রেষ্ঠি এবং তাহার ভার্য্যাও যথেষ্ট পিষ্টক ভক্ষণ করিল; কিন্তু কিছুতেই সেই পিঠা কম হইল না। তাহাতে সকলে ভগবানকে নিবেদন করিল যে অপূপের পরিক্ষয় হইতেছে না।" ভগবান্ তাহা জেতবনের দ্বারে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতে তথায় এক পিষ্টকের ঢিপি বা আকার হইল। অদ্যাপিও তাহা বর্ত্তমান আছে ও তাহাকে 'কপল্লক পিঠার ঢিপি' বলা যায়।

তদনন্তর ভার্য্যাসহ শ্রেষ্ঠি ভগবানের নিকট যাইয়া এক অন্তে উপবেশন করিল। ভগবান তখন অনুমোদন (আহারান্তে ধর্ম্মোপদেশের নাম অনুমোদন) করিলেন। অনুমোদনের অবসানে উভয়ে স্রোত আপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপে জেতবনের দ্বার হইতে সোপানে আরোহণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদোপরি উপস্থিত হইল। তাহার পর হইতে সেই শ্রেষ্ঠি অশীতি কোটি ধন বুদ্ধশাসনের জন্য বিতরণ করিয়াছিল।

ভিক্ষুদের ভিতর এ বিষয় লইয়া একদিন কথা উঠিয়াছিল যে মৌদ্গল্যায়নের কি অদ্ভুত শক্তি। সে, মাৎসর্য্য শ্রেষ্ঠি শ্রদ্ধা বা ভোগ কিছুই উপহত না করিয়া তাহাকে দমিত করিয়াছিলেন। তাহা জানিয়া ভগবান্ ভিক্ষুদের বলিলেন—

যথাপি ভ্রমরঃ পুষ্পাং বর্ণ গন্ধাবহেঠয়ন্।
রসমাদায় চাহার এবং গ্রামে মুনিশ্চরেৎ॥

হিন্দু পত্রিকা, ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

---

## শিক্ষাসংক্রান্ত

আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের নূতন বৎসর বা সেসন আরম্ভ হইবে। যাহারা মধ্য ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই স্কুলে পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে নবেম্বর মাসের ১লা তারিখের পূর্ব্বে নিজ নিজ জিলার সবডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পত্রে পিতার নাম, নিবাসগ্রাম পোষ্টাফিস জেলা ও বয়স উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহার সহিত মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাশ সার্টিফিকেট দিতে হইবে। প্রবেশার্থিগণের মধ্যে যাহারা আগামী নবেম্বর মাসে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবে তাহারা স্বীয় স্বীয় আবেদন পত্রের সহিত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে একখানা সার্টিফিকেট দিবে। এই সার্টিফিকেটে এরূপ লেখা থাকা আবশ্যক যে প্রবেশার্থীর মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সকল প্রবেশার্থীকেই উপরি উক্ত নিয়মে আবেদন করিতে হইবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে সার্টিফিকেটের নকল সহ অপর একখানা আবেদন পত্র ও ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং স্বয়ং আগামী জানুয়ারী মাসে উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইতে পারে।

সমস্ত প্রবেশার্থিগণেরই আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে মধ্য ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য বিষয় সমূহ অবলম্বন করিয়া ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে নির্ব্বাচনী পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষাতে নির্ব্বাচিত ছাত্রবৃন্দকে মাসিক ৬৲ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। জোলা ও বিকলাঙ্গ দিগকে এই স্কুলে গ্রহণ করা হয় না। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় এম এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল।

---

সবঙ্গ কৃষি বিদ্যালয়ের জন্য নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ছাত্রদিগের জন্য মহামান্য মেদনী গবর্ণমেণ্ট পাঁচ টাকা হারে চারিটী বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। গুণানুসারে ছাত্রদিগের মধ্যে এই বৃত্তি প্রদান করা যাইবে। প্রবেশেচ্ছু ছাত্রগণ সত্বর স্ব স্ব বয়স ও শিক্ষা কত দূর তাহা বর্ণন করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন পাঠাইবেন। কৃষক সন্তানের আবেদন আদরণীয় হইবে। ইতি ২৯,১০,০১

শ্রীঅমরেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার সবঙ্গ কৃষি বিদ্যালয়, পোঃ সবঙ্গ জেলা মেদিনীপুর।

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অক্ষরের বাহক অনুগ্রহ গ্রাহক নং ... তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা ... দিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলেও টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৭৯১ শ্রীযুক্ত বাবু নলিনী মোহন মুখোপাধ্যায়
মার্ত্তণ্ড গ্রাম — ৩১।১০।১০

১৩৮ " মহেন্দ্র নাথ পালিত, ভদ্রভূমি — ঐ

১৪৭৮ " আদিত্য চরণ ভূঁইয়া, (ঠিকানা নাই) — ঐ

১৪৭০ " সৈয়দর রহমন, ইশপাড়া — ঐ

---

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে ... শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। Education Gazette Chinsurah.

**অতি সুন্দর** রেশমের চাদর, সর্ব্ব রঙ্গের শাড়ি, ধুতি, কোট কামিজের থান, রুমাল প্রভৃতি সুলভে সরবরাহ করি। ঠিকানা :—এস, ব্যানার্জ্জি ; তত্রপুর, পোঃ তত্রপুর, জেলা বীরভূম।

---

**লিখিবার কালী** : প্যাকে ২ দোয়াত ; ১ কৌটায় /১ সের প্রস্তুত হয়। ডুজ্রাক ১৪৪ প্যাক ১৷৹ ; ১২ কৌটা ১৷৹ লাল ৭২ প্যাক ১৲ ; ৬ কৌটা ১৲ কাল ৬ কৌ ১৲ মাশুলাদি ৶৹ শ্রীগোবিন্দদাস, পোঃ জোনাপাথরা মেদিনীপুর।

## নাথ এণ্ড কোং

### পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

### ২০।২৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট কলিকাতা।

অন্তাক্ষরী গীতিকাব্য ( গীতিকাব্য ) বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ) ( শিক্ষাবিভাগের কবিতাবলি সমেত সাধারণ সংস্করণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল প্রণীত মূল্য——/১০

উক্ত প্রাথমিক ও মধ্যছাত্রবৃত্তি শ্রেণীসমূহের নির্দ্দিষ্ট এই পুস্তকে মানসাঙ্কের ৭৭টি সঙ্কেত ও প্রায় ৩০০টি প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কেতগুলি অভ্যস্ত থাকিলে যে কোন মৌখিক অঙ্কের উত্তর সহজে বাহির করা যায়। প্রত্যেক ছাত্রেরই এরূপ একখানি করিয়া পুস্তক রাখা একান্ত আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল প্রণীত, মূল্য—৶০ আনা

২। সরল অভিধান। ( প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয়, বিশেষত্বাদি, ক্রীলিঙ্গে রূপান্তর ও বাক্য অর্থ সহিত সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত এবং ছন্দোবদ্ধ ) কলিকাতা অর্দ্ধান বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ৷৹ দশ আনা মাত্র।

সচিত্র শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা।

( বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত ও পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত )—

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত —মূল্য, /০

সচিত্র সহজ ড্রয়িং শিক্ষা।

ড্রয়িং শিক্ষা—শ্রীমন্মথমোহন দে—

কোম্পানি শ্রীগুরুবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ।

সচিত্র ভিক্টোরিয়াবর্ণশিক্ষা (বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত ) শিক্ষাবিভাগের প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের প্রথম শিক্ষাপ্রণালী—শ্রীবলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক আনা। পি সি নাথ— ম্যানেজার।

নং ৯৫০ ৩১।১২।০৯

---

কুমারী।

শ্রী[illegible]চন্দ্র দাস এম এ বি এল প্রণীত। [illegible] নূতন, অপূর্ব্ব ও পবিত্র উপন্যাস। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পাঠ্য। সুন্দর বাঁধা মূল্য দুই টাকা মাত্র। কাগজের মলাট মাত্র সিকা। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জন্য যথাক্রমে ১৸০ ও ১৷০ টাকা। যাঁহারা অবিনাশ বাবুর "সীতা" ও "পলাশবন" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কুমারীও পাঠ করুন। ভাষা ও রচনা শিক্ষার পক্ষে অদ্বিতীয়। প্রাপ্তিস্থান সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

নং ৯৫০ ৭।১।১৯১০

দেশপূজ্য ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সুহৃদ ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, রচিত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস প্রেসিডেন্সী বিভাগের অপার প্রাইমারী পরীক্ষার কোর্স হইয়াছে মূল্য ৶০ আনা। উচ্চ ইংরাজী স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকের বহুল প্রচারের চেষ্টা করিবেন। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

নং ৯৫১ ৪।২।১৯১০

---

বিজ্ঞাপন।

Candidates for the posts of the Head and second Moulvis of the training Schools for maktab teachers to be started in january 1911. one in each of the districts of 24 Parganas, Jessore aud khulna and in the town of Calcutta. on a salary of Rs30,... and Rs30... respectively. None need apply who has not passed the Higher Medrassh standard examination, for the post of the Head Maulvi and also who has not passed the final examination of the qatus Training school in Urdu need apply for the post of the second Maulvi, The selected candidates for the post of the Head Maulvi will have to undergo a training for six months in a first grade Training school, None but Muhammadans will be selected for the appointments. Applications with copies of testimonials will be received in this office within 2nd jannary 1910, The applicants should state their date of birth. P Mukerji Inspector of Schools, Presidency Dizisn.

A Muhammadan graduate to as a Sub-Inspector of schools in the District of 24 pargana on a salary of Rs50- ( Fifty only ) a month outside the graded service. Applications with copies of testimonials will be received in this office up to the 24th November 1909. The candidates should state the dates of their birth. P Mukerje. Inspector of Schools, Presidency Division,

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। পাঁজড়া হাই স্কুল। ৬০ টাকা। বাসা পাইবেন। পোঃ গোবিন্দপুর। জেলা মানভূম।

একজন গুরু মহাশয় মাসিক ৮ টাকা ও বাসা। পোঃ তোমলুক, জেলা হাওড়া।

মক্তাইল গুরু ট্রেনিং স্কুলে দু ২য় শিক্ষক। বেতন ১৪ টাকা। অর্দ্ধাঙ্গ বৈবার্ষিক পাশ চাই। পদটিতে পেনসন হওয়ার অতি সম্ভব, মুসলমান হইলে ভাল জায়গা ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে। আবেদন পত্র অগৌণে ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিভাগের স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। শ্রীছোলেমান আহম্মদ প্রধান শিক্ষক মক্তাইল গুরু ট্রেনিং স্কুল, ত্রিপুরা।

অনেক এক ও হেঃ মাঃ এবং দ্বি হেঃ পঃ। বেতন ২৫ এবং ১৮ টাকা বাসা পাইবেন। অন্ততঃ এক বৎসর টিকিয়া থাকা চাই।

একজন গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যায়। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন। পোঃ বেরো।

আপাততঃ তিন মাসের জন্য একজন এণ্ট্রান্স পাশ আফিসিয়েটিং হেঃ মাঃ। আলিগ্রাম মইনর স্কুল। ১৫ টাকা। হেঃ মাঃ র নিকট আবেদন করুন। পোঃ আলিগ্রাম, বীরভূম।

জেলা খুলনা, পোঃ টালা, টালা বি দে হাই স্কুলে মাসিক ৫০ হইতে ৬০ টাকা বেতনে একজন স্থায়ী গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ এবং মাসিক ৪০ হইতে ৫০ টাকা বেতনে একজন গ্রাজুয়েট সহকারী হেঃ মাঃ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সাহেবগঞ্জের ডবহাই স্কুল ( লুপ লাইন ) জন্য (১) একজন হেঃ মাঃ, বেতন ৬০ টাকা এবং বাসা। (২) বিএ ফেল সহকারী শিঃ ৩০ টাকা এবং [৩] এফ, এ পাশ অথবা গ্রাজুয়েট ৪র্থ শিঃ ২৫ টাকা। দশ দিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। মনোনীত ব্যক্তিকে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী কাজে যোগ দিতে হইবে।

# প্রাপ্তপত্র।

পত্রের মতামত জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

---

## সদালাপ। (১২)

(৭৫) সৎসঙ্গ।—কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কারশূন্য নির্ম্মলচিত্ত মহাত্মারা, যোগে সচ্চিদানন্দের সংস্পর্শানুভূতিতে যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদ সাধারণ লোকেও সৎসঙ্গে সহজে পাইয়া থাকেন। আমাদের সকলের হস্তেই অমৃতভাণ্ড দেওয়া রহিয়াছে। কিন্তু হাতের কনুই কবজা যেন না-বেন বাতে শক্ত হইয়া রহিয়াছে—নিজের মুখে ঐ ভাণ্ড আমরা, সাধারণ মানব, তুলিতে অক্ষম। কিন্তু তুমি আমার এবং আমি তোমার মুখে যদি আমাদের হাতের অমৃতভাণ্ড তুলিয়া দিতে চাহি ত তাহা অবশ্যই পারি। ভগবৎ কথার আলোচনায় এইরূপেই অনেকটা আনন্দের বিতরণ এবং আস্বাদন হয়।

(৭৬) একাগ্রতা।—পণ্ঢরপুরের দামোদর পন্থ পরম বৈষ্ণব—হরিগত প্রাণ। রাজার তহশীলদারের কার্য্য করেন। দেশে কয়েক বৎসর অজন্মার পর ঘোর দুর্ভিক্ষ। খাজনা আদায় হয় না, অগাধ টাকা বাকী পড়িয়াছে, এদিকে তহশীলদারের উপর টাকার জন্য রাজার অত্যন্ত পীড়াপীড়ি। দামোদর পন্থ নিজের ঘর দ্বার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কতক টাকা দাখিল করিতে পাঠাইলেন। মনে হইল যে যদি সব টাকা যুগাইয়া দিবার মত সম্পত্তি থাকিত তাহাও বিক্রয় করিয়া জমা দিতেন। দরিদ্র দিগকে কোনরূপেই পীড়ন করিতে পারিলেন না। বিঠোবা (মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিঠোবা নামে পূজা হয়) মাঙ্ জাতীয় পিয়াদার বেশে রাজার নিকট গিয়া তহশীলদারের এলাকার সমস্ত বাকী খাজনা বহু লক্ষ টাকা, দাখিল করিয়া দিলে হৃষ্ট হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দুঃসময়ে সমস্ত টাকা আদায় কে করিল ?" বিঠোবা উত্তর দিলেন—"আমি। তহশীলদার পারেন নাই।" রাজা বলিলেন "তোমার মাহিনা কত ?" উত্তর—"এক দম ৺।" রাজা মনে করিলেন বেতন এক দম্ড় বা বার্ষিক ৩১।০ টাকা বলিতেছে। এমন কার্য্যক্ষম পিয়াদার পক্ষে উহা আদৌ নহে ভাবিয়া বলিলেন "আর দুই লক্ষ এমন কি চারি লক্ষ যাহা চাও দিব এবং সমস্ত এলাকাই তোমাকে সোপর্দ্দ করিব আমার কাছে থাক।" পিয়াদাবেশধারী বিঠোবা বলিলেন "এক দ ম্ ৺ ভিন্ন আমার দ্বারা এরূপ কাজ কেহই পায় না।" রাজা নীচ জাতীয় সিপাহীর এই উত্তর একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মনে করিয়া অবজ্ঞার সহিত হাসিয়া উঠিলেন।—সে পিয়াদা চলিয়া গেলে ঠিক সেইরূপ চেহারা এবং বেশধারী আর একজন পিয়াদা আসিয়া তহশীলদারের পক্ষে অনেক কম টাকা দাখিল করিল এবং বলিল "পীড়াপীড়িতে তহশীলদার নিজের বাড়ী ঘর বেচিয়া এই টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রজা কাহারও কিছুই নাই বলিলেই হয়—অনাহারে শত শত মরিতেছে। এখন খাজনা আদায়ের সম্ভাবনা কোথায়" ? তখন রাজা ও রাজ পারিষদ সকলে বুঝিলেন যে স্বয়ং ভগবান আসিয়া ভক্তের কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং পিয়াদা বেশে "এক দম।" করিতে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন গীতায় অর্জ্জুনকে সেই কথাই বলিয়া ছিলেন

~~এক লক্ষ্য করিবার অর্থাৎ—পিয়াদায়~~ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—দামোদর পন্থ তাঁহার উপর মাত্র লক্ষ্য রাখায় তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল।

(৭৭) কর্ম্মফল।—সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে তাঁহার সভামধ্যে এক যক্ষ আসিয়া প্রশ্ন করে (১) এখন আছে পরে থাকিবে, (২) এখন আছে পরে নাই, (৩) এখন নাই পরে হইবে, (৪) এখনও নাই পরেও নাই—এই বাক্যগুলির যাথার্থ্য উদাহরণ দ্বারা দেখাও।" কালিদাসের প্রতিই উত্তর সমাধানের ভার পড়িল। কালিদাস যক্ষকে বলিলেন "আপনি তিনদিন পরে উত্তরের জন্য আসিবেন।" তিনদিন পরে যক্ষ আসিলে কালিদাস ছদ্মবেশের উপযোগী দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া যক্ষের সহিত এক দূরবর্ত্তী নগরে গেলেন।"(১)দুজনে ছদ্মবেশে একজন ধর্ম্মাত্মা ধনীর বাড়ীতে গেলেন। কালিদাস ধনীকে বলিলেন "মহাশয়! আমার একটী প্রার্থনা আছে। অন্য অতিথি সৎকার চাহি না। ঐ প্রার্থনা পূরণ করিতে আপনার কিছু ধনক্ষয়, কিছু শারীরিক কষ্ট এবং কিছু অপমান স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু কোন পাপ কর্ম্ম করিতে হইবে না।" ধনী শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রার্থনা পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং যখন কালিদাস বলিলেন "এক শত টাকা অমুক স্থলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার জন্য দিতে হইবে এবং ইতি পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া তথায় চাঁদা না দেওয়ায় দুই ঘা জুতা খাইতে হইবে" তখন অম্লানবদনে প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া অতিথিদিগকে যথা সমাদর করিলেন। কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ইহার এখনও [ সুখ শান্তি ঐশ্বর্য্য ] আছে, [ ধর্ম্মাচরণ জন্য ] পরেও থাকিবে।" [২] অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে কালিদাস দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে এবং যক্ষ ভদ্রবেশে গেলেন। ভিক্ষা প্রার্থনা করায় ধনী কালিদাসকে বলিল "আমি কুপোষ্য পোষণ করি না। যাহা পৈতৃক পাইয়াছি এবং নিজেই উপার্জ্জন করি তাহা আমার বেশ ভূষার ও আহারাদির পারিপাট্যে ব্যয় হওয়া সঙ্গত। তোমাকে কিছু দিব কেন ? তুমি খাটিয়া খাও গে। আমি কাহারও কাছে কিছু সাহায্য চাইও না—কাহাকে কোন সাহায্য করিতেও পারিব না।" তখন ভদ্রবেশধারী যক্ষ কালিদাসের পূর্ব্ব হইতে প্রার্থনামত কোন মন্দির সংস্কারের ও চতুষ্পাঠী স্থাপনের সাহায্যে চাঁদা প্রার্থনা করিলে তাহাকে ধনী বলিল" "ওসব বাজে কথা রাখিয়া দাও। ওসব ধর্ম্মকর্ম্ম আমি মানি না। আমার টাকায় আমি সুখে থাকিব। ও সব বুজরুকি আমার কাছে খাটিবে না। তুমি যদি এমন ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী তবে নিজেই উপার্জ্জন করিয়া সবটা কর না ? উহাতে আমাকে অংশী করিবার জন্য আমি তোমার নিকটত প্রার্থনা করি নাই।" কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ইহার এখন আছে—পরে নাই।" [৩] দুজনে ইহার পর ভিক্ষুক সাজিয়া কোন দরিদ্র ব্যক্তির নিকট গিয়া বলিলেন যে তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর। অতি সামান্য পরিমাণ শক্তু লইয়া দরিদ্রব্যক্তি আহার করিতে বসিতেছিল। সে বলিল "ভাই তোমরা মুখে হাতে এই জল দাও। বসিয়া একটু শ্রান্তি দূর কর। এই শক্তু ভিন্ন আমার আজ আর কিছুই নাই। তাহাতে কি ? তিনজনে ইহাই তিন গ্রাস খাই এস। আজকের দিনটার জন্য তিনটী প্রাণই ত রক্ষা হউক। যিনি খাওয়াইবার মালিক তিনি কাল আবার কোন ব্যবস্থা করিবেন।" কালিদাস বাহিরে আসিয়া যক্ষকে বলিলেন "ইহার এখন নাই কিন্তু পরে আছে।" [৪] ইহার পর দুইজনে ভদ্রবেশে কোন ভিক্ষুকের নিকট গেলেন এবং তাহার দুঃখ দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া টাকায় এবং পয়সায় এক শত টাকা দিলেন। কিছু পরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিক্ষুকের বেশে

দিয়া তাঁহাকে বলিলেন "আর একটা কর্দমা পয়সা আমাকে দাও। খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি।" সদ্য প্রাপ্ত এক শত টাকা সেই কাপড়ে চাপিয়া ধরিয়া ভিক্ষোপজীবী উত্তর করিল "আমার কাছে কিছুই নাই। আমাকে কেহ কখন দয়া করিয়া কিছুই দেয় নাই। তোমরা খাটিয়া খাবগে। আমার কাছে মরতে কেন এলে!" কালিদাস বলিলেন "ইহার এখনও নাই পরেও নাই।" যক্ষ প্রকৃত উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

(৭৮) কলি মাহাত্ম্য।—একদা ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সভায় আসিয়া ছদ্মবেশধারী কলি প্রশ্ন করিয়াছিল "কখন এবং কিরূপে" (১) গাই তাহার বাছা খাইবে। (২) ষাঁড় গরুর শিং, গরু, ক্ষেত্রের বেড়া এবং মাটি খাইবে। (৩) চারিটা পুকুরের মধ্যে একটা মাত্র জল থাকিবে। [৪] একপাত্র হইতে তিন পাত্র ভরিবে কিন্তু সেই তিন পাত্র ভরাইলে চতুর্থ পাত্রের একটুও ভরিবে না।" সভার কেহই এই সকল অসম্ভব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজেই উত্তর দিলেন—(১) কলিতে কন্যা বিক্রয়ীরা কন্যাপণের টাকা খাইবে। (২) কলিতে রাজা একাধারে সর্বভুক বা শোষক ভাব ধারণ করিবেন। [৩] কলিতে কোন বৎসরই সর্বত্র সুবৃষ্টি সুফল হইবে না। [৪] কলিতে পিতা একাকী সকল পুত্রকেই সযত্নে পালন করিবেন বটে কিন্তু পুত্রেরা সকলে মিলিয়াও পিতার জন্য কিছুই করিবে না। কলি উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

(৭৯) ভক্তিতে ভগবানের আবির্ভাব।—কোন গৃহস্থের বাটীতে নিষ্ঠাবান এক জামাতা দুই একদিনের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্বশুর বাড়ী পূজা পাঠের কোন সংস্রব নাই, এদিকে জামাই পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। আহারে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শালারা নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষ তলে একটা হাঁড়ি পুঁতিয়া উহা গোবরে লেপিয়া সিন্দুর লাগাইয়া রাখিয়া আসিল এবং বটবৃক্ষ তলে গিয়া পূজা করিতে বলিল। জামাই আনন্দে সেখানে গেলেন এবং ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া ফিরিলেন। আহারাদির পর শালারা বলিল "তুমি কিসের পূজা করিয়াছ দেখিবে এস।" নিকটে উপস্থিত হইয়াই একজন ঐ পোঁতা হাঁড়ির উপর লগুড়াঘাত করিল, হাঁড়ি ভাঙ্গিল না পরন্তু উহার উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত নির্গত হইতে দেখা গেল। "ভক্ত হৃদয়" সংস্রবে ভগবান তথায় প্রকট হইলেন।

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির (কুমারখালির ৺হরিনাথ মজুমদার) গূঢ়োক্তভাবে গাহিয়াছিলেন—

"কম কিসে হরি তুমি, তোমায় এ নাম কে রেখেছে?"

"ভক্ত হৃদে বাস করি ভক্তই আমার নাম রেখেছে।"

(৮০) ভক্তের ভগবান।—এক নাস্তিক; স্বেচ্ছাচারী ঐহিক সুখে মগ্ন পরিবারের মধ্যে একটী ছেলে একটু কোমল মনা ছিল। একদিন কোন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ পথে যাইতে যাইতে ঐ পরিবারের সকলকেই মুষ্টি ভিক্ষাদানে বিমুখ এবং ভিক্ষুককে তাড়না করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্মপীড়িত হইলেন। কেবল দেখিলেন বাড়ীর একটি ছোট ছেলের চোক ছল ছল করিতেছে। অপর সময়ে ঐ বালকটীকে একান্তে পাইয়া তিনি উপদেশ দিলেন "সর্বদা মা! মা! বলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিবে।" বালক দিনরাত্রি "মা! মা!" বলিতে আরম্ভ করিল। ভ্রাতা মাতা পিতা সকলেই ঠিক করিলেন যে উহার উন্মাদ রোগ হইয়াছে। চিকিৎসাদি করা হইল। কিছুতেই বালকের "মা। মা!" বলা থামে না। শেষে এক রোজা আসিয়া বলিল যে বালকের কপালে ঘাড়ে পিঠে ছেঁকা দিতে হইবে তাহাতেই পাগলামি সারিবে। যখন বালককে গোদাগা করিয়া খুন করিবার ঐ ব্যবস্থা ঠিক হইল, তখন আকাশবাণী হইল "বালককে তাড়না করিও না। ও পরম ভক্ত সর্বদা জগজ্জননীকে কাতরভাবে সকলের উপকারার্থে ডাকিতেছে।" ঐ নাস্তিক পরিবার আকাশবাণীতে বিশ্বাস করিল না। সকলেই বলিল "এ কোন দুষ্ট লোকের দ্বারা উক্ত শব্দ।" ইহা বলিয়া যখন উহারা ছেঁকা পোড়া করিতে উদ্যত হইল তখন জগন্মাতা উহাদের সকলের সমক্ষেই প্রকট হইয়া দেখা দিলেন এবং বালককে কোলে লইলেন। একের পুণ্যে সকলেরই সাক্ষাৎভাবে দেবী দর্শন হইল।

—একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তু বনং সর্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥

(৮১) অনালস্য এবং একাগ্রতা—একজন গৃহস্থ তাহার কাজকর্ম ভাল হয় না দেখিয়া কোন সাধুর নিকটাপন্ন সাধ্য সাধনা করিলে সাধু তাঁহার উপর কৃপা করিয়া একটী ভূতকে বশ করিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং বলিলেন "এই ভূতের সাহায্যে সকল কর্মই সুচারুরূপে করিতে পারিবে।" গৃহস্থ বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ভূতের সাহায্যে সকল কার্যই শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু ভূত বলিল "আমাকে নিষ্কর্মা রাখিলে আমি তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিব।" ঘরের সব কাজ হইয়া গেলে ভূত বলিল "আর কোন কাজ দাও নতুবা তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিই।" গৃহস্থ ভয় পাইয়া বলিল "এখন আমার সঙ্গে চল, এখন এই তোমার কাজ" এবং ভূতকে সঙ্গে লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহস্থ ভূতকে ফিরাইয়া দিতে চাহিল। সাধু হাসিয়া বলিলেন "কাজের অভাব কি? নিজের ঘরের কাজ সব করিয়া, পাড়ার কাজ কর, গ্রামের কাজ কর, দেশের কাজ কর। ভূত সহায়ে পরিশ্রম বোধ কমই হইবে। যখন মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় সে কাজও বন্ধ দিতে হইবে তখন ভূতকে বল একটা বাঁশের চোঙা দিয়া ধীরে ধীরে উঠে উঠ এবং ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আইস এবং যখন অন্য কাজ না থাকিবে তখন বরাবরই একাগ্র হইয়া এইরূপ করিতে থাক। উহার তখন সেই কাজই হইবে।" গৃহস্থ তদ্রূপ করিয়া সর্বত্র সুখ্যাতি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।—

মনই সেই ভূত। মন দিয়া যে কাজ কর সুচারু ও শীঘ্র হইবে। পরিশ্রম বোধও কম হইবে। কিন্তু মনকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবার যো নাই। কাজ না পাইলেই মন তোমাকে কুপথে লইতে চাহিবে তোমার অপকর্ম সাধন করিবে, অর্থাৎ ঘাড় মটকাইবে। "নিকামারে (নিকর্মা) দর্জি ছেলের পুঁটকি [পেট] সেলাই করে (The idle. mind is the devil's workshop) নিকর্মার মনেই শয়তানের কারখানা স্থাপিত ইত্যাদি চলিত কথায় সকল দেশেই মানব মনের এই ভূতুড়ে স্বভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে ভাল চাকরে লোক ছুটীতে বা পেন্সন লইয়া বাড়ী গিয়া অন্য কর্মের অভাবে প্রতিবাসীর সহিত ঝগড়া করেন। সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকিলেই আর অসৎকর্ম করার উপায় হয় না। মনরূপ ভূতকে ভাল কাজ না দেওয়াতে—আমার খাটিবার দরকার কি এই ভুল বুঝিতে—এদেশের ধনিগণ মদ্য, অহিফেন, দিবানিদ্রা, বাই খেম্টার নাচ, চাটুকার দলের পোষণ, বিড়ালের বিবাহ, পাখীর লড়াই ইত্যাদি নানা উপায়ে নিজেদের ঘাড় মটকাইয়া লইতেছেন। দশের কাজে এবং দেশের কাজে ইঁহাদের মন ব্যাপৃত থাকিলে উঁহাদের এরূপ অধোগতি হইত না। দিবারাত্রি মধ্যে যখনই কাজের বিরাম হয় তখন প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে মন-ভূতকে এক মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ করাও—উহাই "কেবলি প্রাণায়াম।" উহাই

হয়েন। এই স্বদেশী কোম্পানির কৃতকার্য্যতায় আশঙ্কিত হইয়া ব্রিটিশ ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানি কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনের ভাড়া ১০ টাকা স্থলে ১ বা ২ টাকা এবং চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত ১১ টাকা স্থলে ২ টাকা করিলেন এবং মালের ভাড়াও যতদূর সম্ভব কমাইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান সওদাগরদিগের মাল বহন কার্য্য একচেটিয়া করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে এই বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানির বহন জন্য আয় প্রায় এক রকম রহিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এমত অবস্থায় ১৯০৮ সালে কোম্পানি কোন লাভ করিতে পারেন নাই। বরং সুদ, জাহাজ মেরামতাদি খরচ এবং বীমা কোম্পানির চার্জের জন্য অনেক টাকা দিতে হয়। ফলে বিস্তর লোকসান হয়, কিন্তু ১৯০৯ সালের যে মাসে যে বৎসর শেষ হয় সেই বৎসর কোম্পানি মন্দ ব্যবসায় করেন নাই, সুদ এবং অন্যান্য খরচের বাবত অনেক টাকা দিয়াও সামান্য কিছু লাভ ছিল

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নিয়মমত জাহাজ রওনার জন্য এই কোম্পানি দায়িত্ব গ্রহণ করিলে দেশীয় ব্যবসায়িগণ এই কোম্পানির ষ্টীমার যোগে মাল প্রেরণ করিতে প্রস্তুত, এমন কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। কিন্তু ডাইরেক্টরগণ কেবলমাত্র দুইখানি ষ্টীমার লইয়া এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আপাততঃ অক্ষম। এখনও ২১,০০০ "অংশ" বিক্রয় হয় নাই, অর্থাৎ কোম্পানি এখনও ২১০,০০০ টাকা চাহেন। আমাদিগের দেশবাসিগণ অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত অংশ ক্রয় করিলে বর্ত্তমান ঋণ শোধ হইয়া যায় এবং যে অনেক টাকা এখন সুদ স্বরূপ দেওয়া হয় তাহা বাঁচিয়া যায় ও অংশীদারগণ উহা পাইতে পারেন। অবশিষ্ট অংশ বিক্রয় করিবার পর, কোম্পানি মূলধন বৃদ্ধি করিয়া ২৫ লক্ষ টাকা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর তিন খানি ষ্টীমার ক্রয় করিতে পারিবেন। অন্ততঃ আর দুইখানি ষ্টীমার হইলে, নিয়মমত জাহাজ রওয়ানার জন্য কোম্পানি দায়িত্বগ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহা হইলে দেশীয় ব্যবসায়িগণ কেবল এই কোম্পানির জাহাজে মাল পাঠাইবার জন্য [ কণ্ট্রাক্ট ] রীতিমত চুক্তি করিতে পারেন। এইরূপে অনেক মাল পাওয়া যাইতে পারিবে এবং লাভও বিস্তর হইবে।

১৯০৮ সালের যে মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে কমহারে ভাড়া দিয়া ৩৪১৫৮ জন আরোহী এই কোম্পানির জাহাজে যাতায়াত করিয়া ২০৪৯৪৮ টাকা বাঁচাইতে পারিয়াছেন, এবং ইহার চারিগুণ আরোহী বিদেশীয় কোম্পানীর জাহাজে যাতায়াত করিয়া ১৪৪৬৩৫০ টাকা বাঁচাইয়াছেন। এইরূপে মালের মাশুল কম হওয়ায় মহাজনদিগের কয়েক লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যায়। অতএব এই কোম্পানি থাকায় ভাড়া ও মালের মাশুল যাহা কম হইয়াছে তাহাতে গত চারি বৎসরের মধ্যে এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা দেশে থাকিয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের দেশের লোকই তদ্দ্বারা উপকৃত হইতেছে। এই কোম্পানি উঠিয়া গেলে আবার এক চেটিয়া অধিক মাশুল দিতে হইবে। মনে করি যে যদি এই কোম্পানিকে যথাযথ সাহায্য করা হয় তবে ইহার ভবিষ্যৎ অতীব মঙ্গল জনক এবং দেশেরও যথেষ্ট উপকার। এই কোম্পানি সর্ব্বতোভাবে সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার যোগ্য। আমরা ভরসা করি এই ব্যবসায় অতিশয় লাভজনক হইবে। প্রকারে ইহার মৌলিক ফল চিরস্থায়ী এবং অধিকতর লাভজনক হইবে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে ৫ খানি ষ্টীমার হাতে পাইলে শতকরা ১৫৲ টাকার হিসাবে (dividend) লাভের অংশ দিতে ডাইরেক্টরগণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০ টাকা এবং এক্ষণে ২১,০০০ অংশ বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে। আশা করি আমাদিগের স্বদেশবাসিগণ এই কোম্পানির প্রতি যথাসাধ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আবদুল জাব্বর খাঁ বাহাদুর সি, আই, ই।
মতিলাল ঘোষ।
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
হাঃ মুঃ মহম্মদ জাকরিয়া।
এ, চৌধুরী।
আবোল কাসেম।
কে, বি, দত্ত।
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি।
সৈয়দ সামসুলহোদা।
জে, চৌধুরি।
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আনন্দচন্দ্র রায়।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
এ, এচ গজনভি।
এ, রসুল।


# এডুকেশন গেজেট

১০ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল ইং ২৬শে নবেম্বর [illegible]


## বড়লাটের ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা। ২

গবর্ণমেণ্টের মনোনীত কোন সদস্যের স্থান খালি হইলে গবর্ণর জেনারেল যে কোন ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু নির্ব্বাচিত কোন সদস্যের পদ খালি হইলে, যে নির্ব্বাচক সম্প্রদায় ঐ সদস্যকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন সেই সম্প্রদায়ের উপরই পুনরায় নির্ব্বাচনের ভার পড়িবে এবং নির্ব্বাচিত ব্যক্তির উপযুক্ততাদি সম্বন্ধে যে সকল সর্ত্ত পূর্ব্বে ছিল এখনও সেই সকল সর্ত্ত থাকিবে। মনোনীত সদস্য যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, মনোনীত ব্যক্তিকে সেই সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই বাছিয়া লইতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনে যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন নির্ব্বাচক সম্প্রদায় যদি সেই সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে না পারেন তাহা হইলে গবর্ণর জেনারেল আপন ইচ্ছামত ঐ নির্ব্বাচক সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত এক ব্যক্তি মনোনীত করিয়া লইবেন।

বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত মত সদস্যগণ উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।—(ক) গবর্ণর জেনারেল অথবা (খ) সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল দ্বারা মনোনীত প্রেসিডেণ্ট অথবা (গ) গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেণ্ট অথবা (ঘ) সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত কোন মেম্বর। এতদ্ব্যতীত অন্যূন ১৫ জন কৌন্সিলের মেম্বর। এই ১৫ জনের মধ্যে অন্ততঃ আট জন ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য হওয়া চাই।

কোন সদস্য নির্ব্বাচনে উপলক্ষে যদি কোনরূপ দুর্নীত ব্যবহার হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি কোন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য কোন ভোটারকে নিজের জন্য ভোট দিতে বা অপরের জন্য ভোট না দিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন এবং [illegible]

তাঁহাকে টাকা ঘুষ দিয়া থাকেন অথবা অন্য কোন প্রকারে ঘুষ দিয়া থাকেন অথবা তাঁহার নিজের লাভজনক কোন কিছু করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন অথবা তাঁহার পক্ষে কাহাকেও দিয়া ভয় দেখাইয়া স্ববশে আনিয়া থাকেন তবে সেরূপ নির্বাচন গ্রাহ্য হইবে না। অন্যের ভোটার না হইয়া ভোট দেওয়া বা ভোট সংগ্রহ যে নির্বাচনে প্রমাণ হইয়াছে সে নির্বাচন গ্রাহ্য হইবে না এরূপ কোন দুর্নীতির ব্যবহার যদি কোন প্রার্থীর অজ্ঞাতসারে অথবা সম্মতিক্রমে হইয়া থাকে অথবা প্রার্থীর দ্বারা নির্বাচন ব্যাপারে তদ্বির করিবার জন্য [illegible] প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ব্যবহার উক্ত প্রার্থীর দ্বারাই হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কোন নির্বাচন যদি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মের মূলনীতি বর্জ্জিত হইয়া থাকে তাহাতে নিয়মের খুঁটি নাটি ধরিয়া যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয় তাহাতে নির্বাচনে দোষ হইবে না।

নির্বাচিত হইবার অথবা ভোট দিবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি বুঝেন যে, নির্বাচন ব্যাপারে কোনরূপ দুর্নীতি কার্য্য হইয়াছে তাহা হইলে নির্বাচন ফল ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর পনর দিনের মধ্যে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট ঐ নির্বাচন অগ্রাহ্য করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদন পাইয়া সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল প্রয়োজনমত তদন্ত করিয়া সেই নির্বাচন গ্রাহ্য হইল কি অগ্রাহ্য হইল তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন। যদি অগ্রাহ্য হয় তবে গবর্ণর জেনারেল আর এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করিবার জন্য নির্বাচক সম্প্রদায়কে বলিবেন। এবং কত দিনের মধ্যে সেই নির্বাচন করিয়া দিতে হইবে তাহাও বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন না হইলে গবর্ণর জেনারেল ঐ নির্বাচক সম্প্রদায় দ্বারা নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া লইবেন।

ব্যবস্থাপক সভা সংক্রান্ত এই সকল নিয়মাদি-সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে সে সম্বন্ধে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল যে মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পর বঙ্গীয় সভার নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে। গবর্ণর জেনারেল বিজ্ঞাপন দিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, সেই সময় যে দুই জন সম্প্রদায় সভ্য নির্বাচন করিয়া উঠিতে না পারিলে গবর্ণর জেনারেল ঐ সম্প্রদায় দ্বারা নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে অধিক ছয় মাস কালের জন্য নিজে সভ্য মনোনীত করিয়া লইবেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার সাধারণতঃ ২৬ জন নির্বাচিত সভ্য থাকিবেন। গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি লইয়া ছোটলাট বাহাদুর যে সমস্ত সভ্য মনোনীত করিবেন তাঁহাদের সংখ্যা ২২ জনের অধিক হইবে না। ইঁহাদের মধ্যে— সরকারী কর্ম্মচারী ১৭ জনের অনধিক এবং দুই জন বে-সরকারী সভ্য থাকিবেন, তাঁহাদের একজন ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে এবং অপর একজন প্লান্টিং সম্প্রদায় হইতে মনোনীত হইবেন। এই ৪৮ জন সভ্য ব্যতীত ছোটলাট বাহাদুর কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আরও দুইজন সরকারী বা বে সরকারী বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করিতে পারেন কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর এই নিয়ম অনুসারে এত অধিক সংখ্যক সরকারী সদস্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন না যাহাতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে সরকারী সভ্যের সংখ্যা বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

উল্লিখিত ২৬ জন সভ্য নিম্নলিখিতরূপে নির্বাচিত হইবেন—কলিকাতা কর্পোরেশন ১ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১ মিউনিসিপাল কমিশনারগণ ৬ জেলা বোর্ড সমূহ ৬ জমিদারগণ ৫ মুসলমান সম্প্রদায় ৪ বঙ্গীয় চেম্বার অব কমার্স ২ কলিকাতা ট্রেডস এসোসিয়েশন ১ জন নির্বাচন করিবেন। মোট সদস্য সংখ্যা ৫০। ছোটলাট বাহাদুরকে ধরিয়া ৫১

পূর্ববঙ্গ ও আসামের ব্যবস্থাপক সভার সাধারণতঃ ১৮ জন নির্বাচিত সভ্য থাকিবেন। গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি লইয়া ছোটলাট ২২ জনের অধিক সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন না। ইঁহাদের মধ্যে ১৭ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন না। ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে একজন বে-সরকারী সভ্য মনোনয়ন করা হইবে। এই ৪০ জন সভ্য ব্যতীত ছোটলাট বাহাদুর কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আরও দুইজন সরকারী বা বে সরকারী বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করিতে পারেন।

চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণ ১ জন মিউনিসিপাল কমিশনারগণ ৩ জেলা ও স্থানীয় বোর্ড ৫ জমিদারগণ ২ মুসলমান সম্প্রদায় ৪ চা-করগণ ২ এবং পাট ব্যবসায়িগণ ১ জন সভ্য নির্বাচন করিবেন। মোট সদস্য ৪২ জন। ছোটলাট বাহাদুরকে ধরিয়া ৪৩ জন।

## আলিপুর বোমা মোকদ্দমার বিচার ফল

গত মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি মহাশয় এই মোকদ্দমার বিচারফল প্রকাশ করিয়াছেন। উহা পাঠ করিতে প্রায় চারি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ২৪শে নবেম্বরের অমৃত বাজার পত্রিকা হইতে উহার সংক্ষিপ্ত আভাস নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

আপেলান্টের সংখ্যা ১৯ জন কিন্তু বিচার-কালে একজন আসামী অশোকচন্দ্র নন্দীর মৃত্যু হওয়ায় অবশিষ্ট ১৮ জনের সম্বন্ধে বিচার ফল প্রকাশিত হইল। সেশন আদালতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্ত ১২১, ১২১ ক এবং ১২২ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ঐ তিন ধারার অভিযোগে অপর আটজনের প্রত্যেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১২১ ধারা এবং ১২১ ক ধারা অপরাধে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এবং ১২১ ক এবং ১২২ ধারার অপরাধে শৈলেন্দ্রনাথ বসুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। পরেশচন্দ্র মৌলিক, শিশিরকুমার ঘোষ, এবং নিরাপদ রায়—১২১ ক এবং ১২২ ধারার অপরাধে এই তিন জনের প্রত্যেকের দশ বৎসর দ্বীপান্তর; সুশীলকুমার সেন এবং বালকৃষ্ণ হরিকেন ১২১ ক ধারার অপরাধে প্রত্যেকের সাত বৎসর দ্বীপান্তর, এবং কৃষ্ণজীবন সান্যালের ১২১ ক ধারার অপরাধে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। শেষোক্ত তিনজন ছাড়া আর সকল আসামীরই এই কয়েক দণ্ড ব্যতীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ হয়। আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ দুইজন আসেসর লইয়া এই মোকদ্দমার বিচার করেন। উভয় আসেসরই বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র, বিভূতি এবং হৃষীকেশকে ১২২ ধারায় অপরাধে অপরাধী বলেন, একজন আসেসর কেবল পরেশকেও ঐ ধারা অনুসারে অপরাধী বলিয়াছিলেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে ১২১ ও ১২২ ধারায় অপরাধ দাঁড়ায় নাই। ১৭ই মে তারিখে যখন গবর্ণমেন্ট আসামীদিগকে অভিযুক্ত করিবার আদেশ দেন তখন মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত প্রমাণ (যাহা পরে উপস্থিত করা হইয়াছিল) গবর্ণমেন্টের

বিদিত না হইলেও ১২১ ধারার অপরাধ যে রূপ ঘটনার উপর হইতে সাব্যস্ত হইতে পারে সেরূপ ঘটনাসমূহ গবর্ণমেন্টের অবশ্যই বিদিত হইয়াছিল কিন্তু তথাপি অভিযোগের আদেশে ঐ ধারার উল্লেখ ছিল না। ইত্যাদি অবস্থা বিবেচনায় প্রধানবিচারপতি মহাশয় এরূপ মনে করিতে পারেন না যে, ১৭ই মে তারিখের গবর্ণমেন্টের আদেশে ১২১ ধারায় অভিযোগ আনিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। অপর, মোকদ্দমার কোন অবস্থাতেই ১৯৬ ধারা খাটান যাইতে পারে না। তাহার ফলে এই হয় যে সেশন আদালতের কোন অধিকারই থাকে না যদ্দ্বারা প্রথম দলের আপেলান্ট দিগকে দণ্ডিত করিতে পারেন। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও এই ১২১ ধারা অনুসারে অপরাধ আসামীদিগের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় নাই।

বারীন ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজা বলিয়া তাহার বিচারভার হাইকোর্টের উপর দেওয়া উচিত ছিল বলিয়া আপত্তি হয় কিন্তু বারীণ সে অধিকার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সে অবস্থায় সেশন জজ তাহার বিচার করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন।

আসামীদের একরার প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি এই যে, একরার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারার মধ্যে আইসে নাই, অথচ ঐ ধারা ভিন্ন অন্য আর কোন ধারার মধ্যে উহা আসিতে পারিবার নয়। আর আপত্তি দেখান হয় এই যে আসামীরা যে সকল একরার করিয়াছে, স্থলবিশেষে এবং কতক পরিমাণে তাহা প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে বলা হইয়াছে। আসামীদিগকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর আদায় করা হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৮ সালে সার বর্ণিস পিকক স্থির করেন যে, প্রশ্নের উত্তরে আসামী যে কথা বলিবে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ হইবে। মিঃ বার্লি বিচার কালে সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, আসামীরা যে একরার করিয়াছে তাহা স্বেচ্ছাতঃ বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ফলে, সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় সেশন জজ আসামীর একরার প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ঠিক কাজ করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় দেখাইয়াছেন যে একরার ১৬৪ ধারার আসিতে পারে।

প্রধান বিচারপতিমহাশয় বলিয়াছেন যে, এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে সত্য। কিন্তু মোটের উপর অভিযোগ অমূলক নহে, পুলিসের কারসাজিতে যে মিথ্যা অভিযোগ খাড়া হইয়াছে তাহা নয়। এই সম্পর্কে ইনস্পেক্টর শামসুল আলম বিশেষ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত।

পুলিস কর্তৃক খানাতল্লাসী ব্যাপারে অনেক স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। খানাতল্লাসীতে যে সকল জিনিস পাওয়া গিয়াছিল সে সকলের তালিকা বাগানেই প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের বিশ্বাস নাই। ফলে এ রকম ভাবের ত্রুটি কতক কতক থাকিলেও আসলে তেমন ক্ষতি হয় নাই।

কাগজপত্র অনুসন্ধানে বিস্তর পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে অনেকগুলি আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সেশন জজ কোন কোন কাগজ কোন কোন আসামীর হাতের লেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই লেখার তুলনা আসেসরের সাহায্যে হইয়াছিল কি না তাহা জানা নাই। হাতের লেখার মিল পরীক্ষা করিবার জন্য সরকার পক্ষীয় উপযুক্ত লোক একজন থাকা সত্বেও তাঁহাকে ডাকা হয় নাই। এরূপ স্থলে উপযুক্ত লোক ডাকিয়া কাগজ প্রমাণ করা জষ্টিস বুকবর্ণ নামক প্রসিদ্ধ বিচারপতির অভিমত। ফলে প্রধান বিচারপতি মহাশয় নিজে মিলাইয়া যতটা বুঝিয়াছেন তাহাতে কাগজ বেশ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয় না। একজন আসামী নিজের একরারে আর এক জনকে জড়াইয়াছে কেবল ইহাই সেই আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হয় না।

আসেসরদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে কোনরূপ ষড়যন্ত্র হয় নাই। বোধ হয় এই ধারণা বশেই তিনি এ কথা বলিয়া থাকিবেন যে, উপস্থিত কোন বিপ্লবের আশঙ্কা নাই। তবে সুদূর ভাবিবিপ্লব কল্পিত হইয়াছিল। বারীন্দ্র তাহার একরারে ঐরূপ ভাবি বিপ্লবের কথা বলিয়াছে, কিন্তু এ কথাও বলিয়াছে যে, তাহারা উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল এবং অল্পে অল্পে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেছিল। মেজর ব্লাক বলিয়াছেন যে, যে সকল জিনিস পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মূল্য ৫।৬ হাজার টাকা হইবে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। বিস্ফুরক পদার্থ দ্বারা জীবন নাশেও অনিচ্ছা ছিল না। এ ষড়যন্ত্র হেঁয়ালী নয়, ষড়যন্ত্রের অপরাধ আরোপ স্থলে সাক্ষাৎ সভা বা কথাবার্ত্তা বা দলের লোকের পরস্পরের সন্নিকট থাকার প্রমাণ আবশ্যক নাই অথবা দলের সকলকে প্রথম হইতেই যে সকলে যোগ দিতে হইবে এমনও কোন কথা নাই। কে-অবৈধ কার্য্য সাধন জন্য সকলের একটা ক্রিয়া ও এগ্রিমেন্ট হইলেই ষড়যন্ত্র অপরাধ সম্পন্ন হয়। তাহার পরে আসিয়া যোগ দিয়া ছিল তাহারাও সমান অপরাধী। প্রমাণ সাব্যস্ত ভাবে হইয়াছে। মোকদ্দমার অবস্থানুসারে এতৎসংক্রান্ত অধিকাংশ প্রমাণই আনুমানিক ভাবের, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে।

(১ মুরারিপুকুর বাগানে যখন পুলিসের খানাতল্লাসী হয় তখন বারীন সমস্ত সময়েই উপস্থিত ছিল। যে সকল স্থানে পুলিস ষড়যন্ত্রের উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছে সে সকল স্থানে বারীনই পুলিসকে লইয়া গিয়াছিল। ৪ঠা মে তারিখে বারীন মিঃ বার্লি'র নিকট আমূল সমস্ত বিষয় একরার করে। কাগজ পত্রের প্রমাণ সমূহ আলোচনা করিয়া প্রধান বিচাপতি মহাশয় বারীনকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ক ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ১২১ এবং ১২২ ধারা অনুসারে অপরাধ বারীনের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হয় নাই।

(২) উল্লাসকর দত্তের একরার হইতে বুঝা যায়, উল্লাসকর ষড়যন্ত্র ব্যাপারের একজন প্রধান উদ্যোগী সে বাগানে নূতন আইসে নাই। অন্য প্রমাণ দ্বারাও উহার একরার দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। বাগানে প্রাপ্ত যে সকল কাগজ পত্র প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে উহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে উল্লাসকরের নাম পাওয়া যায়। ১৫ নং গোপীমোহন দত্তের লেনের বাড়ীতেও উল্লাসকরকে যাইতে দেখা হইয়াছিল। বারীন, উপেন্দ্র এবং হৃষীকেশ ইহারাও উল্লাসকরকে অপরাধে লিপ্ত করিয়াছে। উল্লাসকরের বিরুদ্ধে অপরাধ স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি মহাশয় উহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ক ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

(৩) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ বার্লি র নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। উহার একরার স্বেচ্ছাতঃ এবং উহা অন্যান্য প্রমাণ দ্বারাও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এই আসামীও ১২১ ক ধারানুসারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৪) ইন্দুভূষণ রায় প্রফুল্ল চাকীর সহিত সম্পর্কিত। অধিকন্তু বারীন এবং উল্লাসকর উভয়েই এই আসামীকে অপরাধে লিপ্ত করিয়াছে। ইন্দুভূষণও ১২১ ক ধারার অপরাধে অপরাধী।

(৫) বিভূতিভূষণ সরকার স্বেচ্ছাতঃ অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। অন্য প্রমাণ এবং বারীন্দ্র

উল্লাসকরের একরার দ্বারা তাহার অপরাধ সুপ্রমাণ হইয়াছে। বিভূতি বাগানে উপস্থিত ছিল এবং ষড়যন্ত্র ব্যাপারের একজন প্রধান উদ্যোগী। ইহার বিরুদ্ধে ১২১ক ধারার অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৬) হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল যে যোগ্যতঃ একরার করে নাই, ইহা বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। হৃষীকেশ একজন শিক্ষিত লোক। কিরূপে আসিয়া সে এই ষড়যন্ত্র ব্যাপারে যোগ দিয়াছে একরারে সে কথা বলিয়াছে। উহার কথার পোষক অন্য প্রমাণও আছে। উপেন্দ্রের সহিত উহার বন্ধুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বারীন এবং উল্লাসকরও উহার নাম করিয়াছে। এ আসামীও ১২১ ক ধারার অপরাধে অপরাধী।

(৭) সুধীরকুমার সরকার খুলনায় ধৃত হয়। যুগান্তরের সহিত সুধীরের সংস্রব ছিল। শীল লেনস্থ ষড়যন্ত্রের সহিত সম্পর্ক ছিল, এবং সেই শীল লেনের সহিত সুধীরের সংস্রব প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এই আসামীর সম্বন্ধে ১২১ ক ধারার অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৮) হেমচন্দ্র দাস একরার করে নাই, কোন জবাবই দেয় নাই। উহার সম্বন্ধে অভিযোগ, ঐ ব্যক্তি প্যারিসে বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতকরণ শিখিতে গিয়াছিল। ১৯০৮ সালের প্রারম্ভে কলিকাতার কথিত ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান উদ্যোগী হয়। হেমদাস বোমা প্রস্তুত করিত। মজঃফরপুরে যে বোমার প্রয়োগ হয় তাহা হেমদাসের তৈয়ারী। আসামীর সপক্ষে বলা হইয়াছে যে আসামী ফটোগ্রাফি শিখিবার জন্য প্যারিসে গিয়াছিল। কিন্তু হেম ও হেমের স্ত্রীর মধ্যে যে সকল পত্রাদি লেখালেখি হইত সে সকল হইতে বুঝা যায় যে হেমের প্যারিসে যাওয়ার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। বারীন, উল্লাসকর ও উপেন্দ্র হেমকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়াইয়াছে। এই সকলে হেমচন্দ্র যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ হয় না। হেমের বিরুদ্ধেও ১২১ ক ধারার অভিযোগ সাব্যস্ত হইয়াছে।

[৯] পরেশচন্দ্র মৌলিকের ষড়যন্ত্রে সংসৃষ্ট থাকা সম্বন্ধে বাচনিক এবং কাগজ পত্রের প্রমাণ আছে। এই আসামীও ১২১ ক ধারা অনুসারে অপরাধী।

[১০] শিশিরকুমার ঘোষ ষড়যন্ত্র ব্যাপারের একজন বিশেষ উদ্যোগী। বাগানে ইহার উপস্থিত থাকা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধেও ১২১ ক ধারার অভিযোগ প্রমাণিত।

[১১] নিরাপদ রায়ের ষড়যন্ত্রের স্থানের সহিত এবং মেদিনীপুরের হাবজাভাতায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ১৫ গোপীমোহন দত্তের লেনের বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ প্রমাণিত হইয়াছে। এই আসামী ১২১ ক ধারানুসারে অপরাধী।

[১২] অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "বর্ত্তমান রণনীতি" এবং "মুক্তি কোন পথে" পুস্তকের প্রকাশক। যুগান্তরের সহিত ইহার সংস্রব ছিল। বারীনের সহিত ইহার বন্ধুত্ব ও একযোগিতা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ দুই পুস্তক অনেক সংখ্যায় বাগানে পাওয়া গিয়াছিল। অবিনাশের বিরুদ্ধেও ১২১ ক ধারার, অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে।

(১৩) বালকৃষ্ণ হরিকোনের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণই বাচনিক এবং তদ্দ্বারা এমন প্রমাণ হয় না যে সে ষড়যন্ত্রকারীদের দলভুক্ত ছিল। একরারকারী কাহারও একরারের মধ্যে উহার নাম নাই। কোন কাগজ পত্রে উহার নাম বা ঠিকানা নাই। উহার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই। এই আসামীকে খালাস দেওয়া হইল।

যে সকল আসামী এই মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা সাধারণ অপরাধকারী দলের লোক নয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত লোক প্রবল ধর্ম্মবুদ্ধি সম্পন্ন, অনেকস্থলে তাহাদের চরিত্রের বিশেষ বল প্রকাশিত। ইঁহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করা রূপ একটি অতি গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হওয়ায় দণ্ডিত হইয়াছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে উহাদের দণ্ডের তারতম্য হওয়া আবশ্যক। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র দাস—ইহাদিগকে একশ্রেণীভুক্ত করা গেল। ইহারাই ষড়যন্ত্রকারী দলের সর্দ্দার। উল্লাসকর দত্ত এবং হেমচন্দ্র দাস, ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বোমা প্রস্তুত করিয়াছে এবং সেই বোমা উহাদের কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বিহিত হইল।

বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, এবং ইন্দ্রভূষণ রায়—ইহাদিগকে এক দলভুক্ত করিয়া প্রত্যেকের দশ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া গেল।

সুধীর কুমার সরকার, পরেশচন্দ্র মৌলিক, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ইহাদের প্রত্যেকের সাত বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ড হইল।

শিশিরকুমার ঘোষ এবং নিরাপদ রায়—ইহাদের প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড বিহিত হইল।

অবশিষ্ট আসামী সুশীলকুমার সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, এবং ইন্দ্রনাথ নন্দী—এই কয়জনকে অপরাধী করা সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি মহাশয় এবং জজ; কারণ উভয়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং এই কয়জন আসামীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪২৯ ধারা অনুসারে অপর একজন জজের উপর দেওয়া হইবে।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ব্যারিষ্টার মিঃ কিন্ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ বাবু কৃষ্ণলাল দে বীরভূমের সদরে এবং যশোহরের ডেঃ মাঃ মৌঃ আবুল মহঃ [illegible] পালামৌর সদরে বদলী হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু হরবংশসহায় গয়ার সদরে, বাবু বিজয়কুমার গাঙ্গুলী ২৪ পরগণা সদরে স্থাপিত হইলেন। মুরশিদাবাদের ডেঃ মাঃ বাবু রামময় ভট্টাচার্য্য এবং মৌঃ সৈয়দ আলি আসরাফ প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিঃর পার্শ আসিষ্টান্ট হইলেন। কাঁথির ডেঃ মাঃ বাবু সত্যেন্দ্র নাথ দাস বসিরহাট মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন।

বিচার—মৌঃ আবদুল শাকুর বি এল ছাপরার বাবু যতীন্দ্র নাথ ঘোষ বি এল রাণেশ্বরের মুঃ হইলেন। বাবু নিত্যচরণ বন্দ্যো বি এল সাহাবাদের অতিঃ সবজজ এবং বাবু নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত বি এল জিয়াগঞ্জ ছোট আদালতের জজ হইলেন।

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ছোটলাট বাহাদুর আগামী রবিবার রাত্রি ১০।০ টার সময় স্পেশিয়াল ট্রেণে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া [illegible] হইয়া ১লা ডিসেম্বর প্রাতে গয়ায় যাইবেন। ৩রা রাত্রি ১০ টার সময় গয়া পরিত্যাগ করিয়া ৪ঠা প্রাতে আরায় যাইবেন। ৭ই প্রাতে আরা ছাড়িয়া বক্সার হইয়া অপরাহ্ন ৫টার সময় বাঁকীপুরে পৌঁছিবেন। ১১ই রাত্রি ১০ টার সময় বাঁকীপুর ছাড়িয়া ১২ই রবিবার বেলা ৮।০ টার সময় কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন। গমনাগমন সর্ব্বত্রই বে সরকারী ভাবে হইবে।

মালদহে খানাতল্লাসী।—সেদিন হাবড়ায় দুইটি বাটীতে খানাতল্লাসী হইয়াছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ইহার এক বাটীর স্ত্রীলোকদিগের খানাতল্লাসী করার জন্য পুলিসের সঙ্গে স্ত্রীলোক লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত আর কখনও স্ত্রীলোকদিগের খানাতল্লাসী হয় নাই।

খড়দাতে স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের বাটী খানাতল্লাসী হইয়াছে। ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কার্য্য চলিয়াছিল। গুজব এইরূপ যে, ফরিদপুরের একটী ডাকাতির সংস্রবে কৃষ্ণ বাবুর ভ্রাতা জড়িত আছে বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে।

ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষের বাটী খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং তাহার ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র শচীন্দ্রলাল ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওয়াট গঞ্জে ৭টী বাটিতে খানাতল্লাসী করা হইয়াছে।

লাহোরেও খানাতল্লাসী আরম্ভ হইয়াছে। লাহোরের "হিন্দুস্থান" প্রেস, "অরোবালন" প্রেস, "সহায়" প্রেস, লালা কালচাঁদ কালকের বন্দে মাতরম্ এজেন্সি, "সেবকপ্রেস, করমচাঁদের পুস্তক এজেন্সি, সর্দ্দার কিষন সিংহের বাটী, খানাতল্লাসী হইয়াছে।

সাহাবাদে কিছুদিন হইল একটী সব ইন্‌স্পেক্টার, একজন কনষ্টেবল ও সব ইন্‌স্পেক্টারের চাকর খুন হয়। যাহারা খুনের সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ তাহাদের মধ্যে একজন মাঝি গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করে এবং ঐ নদীর তীরেই ফতেগড় জেলার একটী গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই গ্রামটী যে দারোগার এলাকাধীন তিনি মাঝি এই ঘটনার সংবাদ পাইয়াই কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া অশ্বারোহণে ঐ গ্রামে উপস্থিত হন। কিন্তু পুলিশ পিছু লাগিয়াছে টের পাইয়া আসামীটী পূর্ব্বেই ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ নদী সন্তরণ করিয়া পরপারে উপস্থিত হয়। আসামী যখন নদীতীরে সন্তরণ করিতেছিল দারোগা তখন উপস্থিত হন। একখানি খেয়াঘাট নৌকার মাঝিকে জবরদি নামাইয়া রাখিয়া নৌকা লইয়া তাহার সহিত ঐ আসামীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিলেন। মাঝি অস্বীকৃত হইলে তিনি বিশেষ জেদ করায় মাঝির চীৎকারে গ্রামবাসিগণ লাঠি ইত্যাদি লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হয়। দারোগা মাঝি অমনি পিস্তল বাহির করিয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইয়া দুইজন গ্রামবাসীকে হত্যা করেন। গ্রামবাসিগণ ফৌজদারীতে নালিশ করাতে দারোগা হত্যা অপরাধে এবং তাহার সঙ্গীয় লোকজন হত্যায় সাহায্য করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া সেসনে সোপর্দ্দ হইয়াছেন

সংস্কার বিধান সম্বন্ধে অভিমত।—(১) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন—আমার মনে হয় যে এই সংস্কার বিধান দ্বারা জন সাধারণের আশা পূর্ণ হইবে না। এই বিধান দ্বারা ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি অতি অল্পই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী সমূহের নির্ব্বাচনাধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ সকল সভা সমিতির সভ্যগণ যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর মেম্বর ব্যতীত আর কাহাকেও সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। মোটের উপর মুসলমান সম্প্রদায় একটু অধিক লাভবান হইয়াছেন এবং হিন্দুরা তাঁহাদের পুরাতন অধিকার হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছেন।

(২) শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই বিধান দ্বারা জাতীয়দল কোনই উপকার প্রাপ্ত হইবেন না। প্রথমতঃ, এই বিধানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে ইহা একান্তই আপত্তিজনক। দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহে নামে মাত্র সরকারী অপেক্ষা বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা অধিক করা হইয়াছে। কার্য্যতঃ গবর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থনকারীর সংখ্যাই অধিক। তৃতীয়তঃ, ইহাকে "স্বায়ত্ত শাসন" বলা যায় না। ইহা দ্বারা শাসনকার্য্যের আলোচনার অধিকতর সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে মাত্র।

(৩) সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী [ইনি ষ্টেট সেক্রেটারীর সদস্যের পদ ত্যাগ করিয়াছেন [ যে সংস্কার বিধান ব্রিটিশ শাসনের প্রধান কীর্ত্তি। ইহা দ্বারা কোন কোন বিষয়ে শিক্ষিত ভারতবাসী যাহা চাহিয়াছিল তাহা অপেক্ষাও অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। নূতন বিধানটী সম্ভবতঃ সকল দীর [illegible]দিগকেই সন্তুষ্ট করিবে, কিন্তু অপর পক্ষকে কোন মতেই সন্তুষ্ট করা যাইবে না। বর্ত্তমানে যতদূর যাওয়া উচিত এই বিধানটীতে ততদূরই যাওয়া হইয়াছে।

দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের উত্তেজনাপূর্ণ লেখা এবং পার্লামেন্টের অল্প কয়েকজন সভ্যের তৎসমর্থন দ্বারা অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে।

মিঃ আমিরআলি বলেন মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে বিধানটী সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নাই, তবে মন্দের ভাল হইয়াছে। সুতরাং মুসলমানদের [illegible] উচিত

আগাখাঁ বলেন যে, মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইয়াছে।

---



---

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

এমন ড্রিল ড্রইং জানা আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে পাকা আদর্শ পণ্ডিত বেতন আপাততঃ ১[illegible] টাকা বোর্ডিংএ থাকিলে সকলেই বিনা খরচে বাসস্থান পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইলে পাইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রীদুর্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেবগঞ্জ ই আই আর, পোঃ [illegible] এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীরামপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ ইংরাজী শিক্ষক, বেতন ২০ টাকা।

খাটুরা মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২০৲ টাকা ও বাসস্থান দেওয়া যাইবে। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যাইতে পারে। এঃ সেঃ শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ দত্ত খাটুরা পোঃ অঃ ২৪ পরগণা এই নামে দরখাস্ত করিতে হইবে।

কামারজানী মধ্য স্কুল মধ্য ইংরেজীতে পরিণত হইবার জন্য একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন আপাততঃ ২৫ টাকা কেবল বাসস্থান পাইবেন। শ্রীরমণীকান্ত চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার কামারজানী মধ্য স্কুল রংপুর।

জেলা যশোহর ঝুকপুকুরিয়া মইং স্কুলে হেঃ মাঃ বেতন ২২ টাকা, অথবা ১৫৲ ও আহার।

জনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ রায় কে পি পাল বাহাদুরের ফ্রি হাই স্কুল সেকেন্দরপুর। ৫০ হইতে ৬০ টাকা; বাসা ও চাকর পাইবেন। এইচ কুণ্ড ১০নং নীলমণি মল্লিকের লেন হাওড়া।

জেলা নদীয়া দৌলতগঞ্জ ডিঃ বোর্ড মইং স্কুলে একজন হেঃ পঃ। ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্মাল স্কুল উত্তীর্ণ হইলে ভাল হয়। বেতন মাসিক ১৮ টাকা বাসস্থান দেওয়া যাইবে। শ্রীশরৎচন্দ্র বিশ্বাস হেড মাষ্টার

হাওড়া জেলার অন্তর্গত চালতাবালি মইং স্কুলে নূ হেঃ পঃ। আহার পাইবেন। বেতন ১৪ টাকা। হাওড়া আমতা লাইন রেলওয়ের আমতা ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল। পোঃ মাজুকেশরা জেলা হাওড়া

পাঁচুন্দী বিদ্যালয়ে মাসিক ১০ টাকা বেতনে এণ্ট্রান্স পাশ একজন শিক্ষক। আশ্রয়। পোঃ কেতুগ্রাম, বর্দ্ধমান।

হরিণাকুণ্ড মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক ড্রিল ড্রইং জানা নূ হেঃ পঃ, বেতন আপাততঃ ১৫ টাকাও আহার। প্রাইভেট টিউসনিতেও ৪।৫ টাকা হইবে। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন। পোঃ হরিণাকুণ্ড যশোহর।

বৈদ্যনাথপুর মইং স্কুলে নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক ভাল ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা পোঃ অম্বর, বর্দ্ধমান

একজন গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ, বেয়া বি বি হাই স্কুল ৪০ টাকা। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যায়। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন, পোঃ বেয়া।

একজন গুরুমহাশয় মাসিক ৮ টাকা ও আহার পোঃ জোবদুড়, জেলা হাওড়া।

এফ এ হেঃ মাঃ এবং নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২৫৲ ও ২০ টাকা। উভয়েই বৈদ্য বা কর্ম্মকার বা মুসলমান হইলেই ভাল। শ্রীমহিম চন্দ্র রায়, সহকারী সম্পাদক, গোয়ালন্দ মইং স্কুল পোঃ গোয়ালন্দ ফরিদপুর।

গোপাল নগর মইং স্কুলে হেঃ পঃ দ্বৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ড্রিল ড্রইং জানা চাই। ১৫৲ টাকা ও বাসা পাইবেন। পোঃ গোপালনগর বাঁকুড়া,

কেদির দিয়ার মইং স্কুলে একজন ড্রিল ড্রইং জানা দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৬ টাকা ও আহার। মুসলমান চাই, পোঃ জোমরদিয়াড়, নদীয়া।

মাজবাড়ী মইং স্কুলে নর্ম্মাল পাশ ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে একজন ব্রাহ্মণ কিম্বা মুসলমান পণ্ডিত স্থানটী বেলগাছি রেলওয়ে ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী চন্দনা নদীর ধারে। প্রাইভেট টিউশনও পাওয়া যাইতে পারে। ১৫ টাকার নিযুক্ত হইলে প্রায় বৎসরে ২৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে। পোঃ সোনাপুর জেলা ফরিদপুর

কলিকাতার সিটি ট্রেনিং মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল পাশ ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১২ টাকা শ্রীকৃষ্ণধন মণ্ডল ম্যানেজার সিটি ট্রেনিং স্কুল ২১নং সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট কলিকাতা

"চাওলপাড় মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ১৫ টাকা বাসা দেওয়া হইবে। পোঃ চাওলপাড়, ত্রিপুরা।

আমার পাঁচড়া ষ্টেটের জন্য একজন ইংরাজী জানা মৌলবী, বেতন ১৫ টাকা ও আহার, নায়েবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় পাঁচড়া পোঃ পাঁচড়াহাট বীরভূম,

ভাল ইংরাজী জানা এফ এ হেঃ মাঃ। ভালোড়া মইং স্কুল ৩০ টাকা। শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার রায়, ষ্টেশন মাষ্টার তালোড়া, পোঃ দুবচাচিয়া, জেলা বগুড়া।

জনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ও ২য় শিঃ—উমালোচন হাই স্কুল বামগোড়া, ত্রিপুরা, বেতন যথাক্রমে ৬০৲ ও ৩৫ টাকা, পোঃ বামগোড়া, ত্রিপুরা প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যায়।

জনৈক কায়স্থ এফ এ হেঃ মাঃ ট্যাটরা মইং স্কুল, ১৫ টাকা এবং আশ্রয়। ইংরাজী ভাল জানা চাই। পোঃ বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

একজন গ্রাজুয়েট সহকারী হেঃ মাঃ। বাগুনী হাই স্কুল, জেলা হাওড়া, গুণানুসারে বেতন, হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ মাকড়দা।

এফ এ হেঃ মাঃ কামারজানি মইং স্কুল ২৫ টাকাও বাসা, ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। কয়েকটী ছেলে পড়াইলে ৭।৮ টাকা পাইতে পারিবেন। পোঃ কামারজানি, জেলা রংপুর।

এফ এ হেঃ মাঃ খোদাববাড়ী মইং স্কুল। বেতন ২০৲ ২২ টাকা ও বাসা, পোঃ রিয়াপাড়া মেদিনীপুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সাহেবগঞ্জ এডেড হাই স্কুল (লুপলাইন) জন্য (১) একজন হেঃ মাঃ, বেতন ৬০ টাকা এবং বাসা, (২) বিএ ফেল সহকারী শিঃ ৩০ টাকা এবং (৩) এফ এ পাশ অণ্ডার গ্রাজুয়েট ৪র্থ শিঃ ২৫ টাকা, ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। মনোনীত ব্যক্তিকে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী কাজে যোগ দিতে হইবে।

ফরিদপুর মইং স্কুলে এফ এ পাশ ভাল ইংরেজী জানা হেঃ মাঃ বেতন ২৫ টাকা হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত, স্কুলটী সহরের উপর। প্রাইভেট টিউসন বেশ মিলে, ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

আটঘরিয়া মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল বার্ষিক অথবা দ্বৈবার্ষিক পাস একজন হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও আহার। ব্রাহ্মণ অথবা সৎ শূদ্রের আবেদন অগ্রগণ্য। প্রাইভেট টিউশন মিলিতে পারে। শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী পোঃ আটঘরিয়া জেলা পাবনা

জেলা মুর্শিদাবাদ, পোঃ ভরতপুর সালু মইং স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৪ টাকা ও খোরাক। সত্বের মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় হেড মাষ্টার।

এফ. এ, হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা ও বাসস্থান। প্রাইভেট টিউশন মিলিবে। বালি বারাকপুর এম, ই, স্কুল, পোঃ বালি, জেলা হাওড়া।

(১) একজন ল ক্লার্ক ৩০ হইতে ৪০ টাকা গুণানুসারে। ইংরাজী জানা এবং আইন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। (২) একজন অডিটার ইনস্পেক্টর। বেতন ৫০ হইতে ৬০ টাকা গুণানুসারে। জমিদারী, জরিপ, ঘোড়া এবং সাইকেল চড়া জানা চাই। (৩) একজন জমানবীশ ৩৫

টাকা। পুঠিয়া রাজষ্টেট চীফ ম্যানেজারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। জেলা রাজসাহী।

মাগরঘাড় মইং স্কুলে ১৫ টাকা বেতনে এক, এ হেঃ মাঃ। এবং ১২ টাকা বেতনে নর্মাল পাশ হেঃ পঃ। উভয়ে বাসা ও আহারীর ব্যয় স্বতন্ত্র পাইবেন স্থান বি, এন, আর রেলওয়ের কোলাঘাট পুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। পোঃ তমলুক, জেলা মেদিনীপুর শ্রীযুক্ত মৌলবী কাতেক আলি সব রেজিষ্টার, তমলুক, সমীপে আবেদন করিবেন।

একজন বি কোর্স গ্রাজুয়েট ৪৫ হইতে ৫০ টাকা গুণানুসারে। আবা পাইবেন। পোঃ বিবাদি, ফরিদপুর।

ছাগুলিয়া মইং স্কুলে নূ নর্মাল ত্রৈবার্ষিক শিঃ। বেতন ১৫ টাকা, এবং বিনাব্যয়ে বাসস্থান। শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ রায়, উকিল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া জেলা।

জেলা মুর্শিদাবাদ, জুপারিগোলা গবর্ণমেণ্ট সার্কেল মধ্য স্কুলে হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা, ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ৪৫ টাকা হইবে, পেন্সন আছে। এই পদের সহিত যদি কেহ পরস্পর বদলী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ দিবেন। শ্রীচন্দ্রমোহন মণ্ডল সাঃ পঃ। পোঃ ইসলামপুর, জুপারিগোলা সার্কেল স্কুল, জেলা মুর্শিদাবাদ।

জনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ৫০ টাকা। নলডাঙ্গা ভূষণ হাই স্কুল। নলডাঙ্গা রাজবাটী পোঃ, জেলা যশোহর।

জনৈক এফ এ শিঃ এবং ইংরাজী জানা কাব্য-তীর্থ হেঃ পঃ। হরিপাল জি ডি ইনঃ। বেতন ২৩ ও ১৮ টাকা আগ্রা। সং সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গণেশপুর মইং স্কুলে মাসিক ২৪ টাকা বেতনে ইণ্ডিয়ন ও উচ্চারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন এফ এ হেঃ মাঃ ও মাসিক ১৬ টাকা বেতনে ড্রিল ড্রইং জানা নূ নর্মাল হেঃ পঃ। অযোধ্যদহ পোঃ, হাওড়া জেলা, বাগনান থানা।

জেলা ২৪ পঃ বড়িশা ইংরাজী বিদ্যালয়ে এক জন দ্বিতীয় পণ্ডিত। নর্মাল ত্রৈবার্ষিক (দ্বি-বার্ষিক নহে) পরীক্ষোত্তীর্ণ অথবা সংস্কৃত কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পাস করা; বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ইংরাজী জানা, বাঙ্গালা রচনার শিক্ষাদানে সুনিপুণ শিক্ষক। বেতন ২০ টাকা। কোন বালকের শিক্ষা কার্য্যে সহায়তা করিলে স্থানীয় ভদ্র লোকের বাটীতে বাসা ও আহার বিনাব্যয়ে হয়। কলিকাতা সন্নিহিত বেহালা ট্রাম সীমার সন্নিকট।

হরিরামপুর ৺৺ এক টেকনিং স্কুলে একজন হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা। নূ নর্মাল ত্রৈবার্ষিক চাই। হুগলি জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিবেন।

জনৈক অণ্ডার গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। পাটুল মইং স্কুল। ২০ টাকা। একটি ছোট ছেলেকে সকালে পড়াইলে আবা। পোঃ পাটুল, থানা খানাকুল, হুগলী।

এফ এ হেঃ মাঃ নারায়ণপুর মইং স্কুল, পোঃ নারায়ণপুর, থানা রামপুর হাট, জেলা বীরভূম। এই ঠিকানায় উকিল বাবু বনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫ টাকা।

জনৈক বি কোর্স গ্রাজুয়েট ৩৫ এবং বি এ ফেল ভাল ইংরাজী ও গণিত জানা ৩০ টাকা। হেঃ মাঃ র নিকট আবেদন করুন। নাটুদা হাই স্কুল, পোঃ নাটুদা, নদীয়া।

জেলা পাবনা, পোঃ মোহনপুর, মোহনপুর মধ্য স্কুলে নূ নর্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা। দুইটি বালকের একটু তত্ত্বাবধান করিলে আহারীয় পাইবেন। ব্রাহ্মণের আবেদন আদরণীয়।

মাপুরদহ মইং স্কুলে নর্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। আবা ও ১৪ টাকা বেতন। হেঃ মাঃ র নিকট আবেদন করুন। জেলা হাওড়া, পোঃ বাকসাড়া।

ভাল ইংরাজী জানা এ কোর্স গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। ৪০ টাকা। রঘুনাথপুর হাই স্কুল, জেলা মানভূম।

কলসুর বিদ্যালয়ে নূ প্রধান শিক্ষক ০। বেতন ১৪ টাকা ও আবা। পোঃ কলসুর, জেলা ২৪ পরগণা।

একজন এণ্ট্রান্স পাশ এবং ছাত্রবৃত্তি পাশ শিক্ষক মাসিক বেতন ৯ টাকা এবং আবা। মাহিষ্য হইলে ভাল হয়। শ্রীসনাতন সরদার পাক্‌ সিয়া সার্কেল স্কুল, গুরুগ্রাম পোঃ, খুলনা।

## উদ্ধৃত

## ৺ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সুধী নগেন্দ্রনাথ, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। তথা হইতে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪র্থ স্থান অধিকার করেন এবং বি, এ, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া, ডাক্তার মার্টিন, অধ্যাপক প্রাথমী, প্রভৃতি সুবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পাঁচ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়া, তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। কিন্তু সে বৎসর অতি অল্পসংখ্যক সিভিলিয়ান গ্রহণের বিধি থাকায়, তিনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে অসমর্থ হন। পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পক্ষে "আইন-ব্যবসায়" অনতিক্রম্য হইল। বাণীপদ সেবাই নগেন্দ্রনাথের জীবনের ব্রতরূপে নির্দিষ্ট ছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ৺ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে মেট্রপলিটান কলেজের ইংরাজি সাহিত্য অধ্যাপকের পদে বরণ করেন। নগেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক-পদ হইতে প্রিন্সিপাল-পদে উন্নীত হয়েন। তিনি আজীবন প্রিন্সিপালপদে উক্ত কলেজে বিরাজ করিয়া, কলেজের গৌরব বৃদ্ধির সহিত শত শত ছাত্রকে সুশিক্ষিত করিয়া কৃতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথের শিক্ষাদান-প্রণালী বিশিষ্ট প্রকার ছিল। ইংরাজি ভাষায় তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেই ভাষার সজীব মূর্ত্তি ছাত্রমণ্ডলীকে প্রদর্শন করিয়া, তাহাদিগের অস্থপম তৃপ্তি সাধন করিতেন। সাধারণ অধ্যাপক মণ্ডলী যেমন 'নোট' অবলম্বনে ছাত্রদিগের নিকট পাঠ্য পুস্তকের নীরস নির্জীব ব্যাখ্যা করিয়া, আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করেন, সুধী নগেন্দ্রনাথের শিক্ষাদান প্রণালী সেরূপ ছিল না। তিনি পাঠ্য পুস্তক গুলির যে সরস সজীব ব্যাখ্যা এবং প্রীতিপ্রদ আলোচনা করিতেন, তাহাতে দুর্ব্বলমতিক ছাত্রগণও জ্ঞানলাভ করিয়া আনন্দিত হইত। ডি, রোজিও এবং ডি, এল রিচার্ডসন, বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পূর্ব্বে, হিন্দু কলেজে যেরূপ অল্প প্রশংসনীয় অধ্যাপনায় আপনাদিগের নাম রাখিয়া গিয়াছেন, সুধী নগেন্দ্রনাথও শিক্ষাদানে তাঁহার ছাত্র, মণ্ডলীর মধ্যে সেইরূপ যশঃঅর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রায় বিংশতিবর্ষকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন। কোনোরূপ পদমর্য্যাদা সেনেট বা সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে নীরবে উপবেশন পূর্ব্বক কেবল মাত্র সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। নগেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রাচীন। বঙ্গ-বাসের ও [illegible] সবিশেষ বেগবতী ছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে সাধন জন্য তিনি নির্ভীকচিত্তে যে সকল গুরুতর আন্দোলন, সমালোচনা, এবং সময়োপযোগী নূতন বিধি-ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন [illegible] সমাজ, তৎসময়ের প্রতি মনোযোগ দান করিতে বাধ্য হইতেন না।

নগেন্দ্রনাথ খাঁটী স্বদেশী এবং অকৃত্রিম স্বজাতি প্রিয় ছিলেন। যাঁর শক্তিশালী লেখনীযোগে স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণ-ব্রত তিনি ছাত্র জীবনেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাঠদশাতেই তিনি ইণ্ডিয়ান মিরার, বেঙ্গলী, হিন্দুপেট্রিয়ট, কলিকাতা রিভিউ, এবং ন্যাশানাল মেগেজিনে লিখিতেন। তাঁহার লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধগুলি যেমন সুখপাঠ্য সেইরূপ চিত্তাকর্ষক হইত। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান নেশন' সংবাদপত্রের জন্ম দান করেন

সুধী নগেন্দ্রনাথের শক্তিশালী লেখনী যুক্তি, তথ্য সত্য, ন্যায়, এবং সরলতার সহিত সতত পরিচালিত হইত। গালাগালিরূপ ঘৃণ্য অস্ত্র তিনি কখনও প্রয়োগ করিতেন না। কেবল গবর্ণমেণ্টের কেন?—তিনি কোন সম্প্রদায়ের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের স্তাবক বা সেবক ছিলেন না। গবর্ণমেণ্টের যে কার্য্যের দ্বারা স্বদেশ ও স্বজাতির অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিতেন, তিনি নির্ভীকচিত্তে সেই কার্য্যের প্রবল প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু সে প্রতিবাদে বিদ্বেষ বা গালি থাকিত না। উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষগণ সেই প্রতিবাদের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে বাধ্য হইতেন। আবার যখন দেখিতেন যে, স্বদেশীয় নেতৃবর্গ, উদ্ভ্রান্ত হইয়া, স্বজাতিকে অপ্রার্থনীয় পথে লইয়া যাইতেছেন, দেশশুদ্ধ লোক গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় সেই দিকে ছুটিতেছে, সেস্থলে নগেন্দ্রনাথ নির্ভীকচিত্তে তাহার প্রবল প্রতিবাদ করিয়া নেতৃবর্গকে—স্বদেশীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিতে বিলম্ব করিতেন না। সে সময়ে সেই ভ্রান্ত নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদিগের পদানুসারিগণ, নগেন্দ্রনাথের উপর বিরক্ত হইতেন বটে, কিন্তু সময়ে যখন নেতৃবৃন্দের ভ্রান্তির বিষময় ফল প্রসূত হইত, তখন চৈতন্য প্রাপ্ত স্বদেশীয়গণ বুঝিতেন যে, নগেন্দ্রনাথ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই ন্যায়-সঙ্গত। ভ্রান্ত স্বদেশীয়গণ যখন নগেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে স্বদেশদ্রোহী বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তখন সুধী নগেন্দ্রনাথ কিছু-মাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া, স্বজাতির ভ্রান্তি নিরসনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেন। শক্তিশালী নগেন্দ্রনাথের ধৈর্য্য এত প্রবল ছিল বলিয়াই তিনি প্রশংসা বা নিন্দায় বিচলিত হইতেন না।

ইণ্ডিয়ান নেশন যে চিন্তাশীল শিক্ষিত স্বদেশীয়গণের এবং সহৃদয় রাজপুরুষগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সুধী নগেন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো কাউন্সিল কক্ষে প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, 'ইণ্ডিয়ান নেশন' আদর্শ সংবাদপত্র। বঙ্গের ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার, নগেন্দ্রনাথের বিয়োগে শোক প্রকাশ পূর্ব্বক ইণ্ডিয়ান নেশনের সমুচ্চ প্রশংসা করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। মতের মিল না হইলেও সাধারণ ইংরাজসমাজও যে, বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় লিখিত ইণ্ডিয়ান নেশন পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহার প্রমাণও এখন নানাদিক হইতে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র সমূহ এখন সমস্বরে বলিতেছেন যে, নগেন্দ্রনাথ সংবাদপত্র-জগতের যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সে স্থান আর পূর্ণ হইবার নহে।

তিনি গ্রন্থকাররূপেও সমুচ্চ যশঃ এবং সম্মান অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহার রচিত 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠ করিয়া ইংরাজ-সমাজ বিস্মিত হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর লেখনী হইতে এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ প্রসূত হইতে পারে, ইংরাজ-সমাজের এমত ধারণাই ছিল না। বাঙ্গালী, বিশ্ববিদ্যালয়ের যতই উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হউক না কেন; তাহাদিগের ইংরাজি, 'বাবু ইংরাজি' বলিয়া, যে ইংরাজ সমাজ উপহাস করিতেন, যে ইংরাজ জাতির ধারণা যে, ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় ব্যক্তিই বিশুদ্ধ ইংরাজি লিখিতে পারেন না, সেই ইংরাজ জাতি, অতঃপর যখন সুধী নগেন্দ্রনাথের লেখনী প্রসূত 'মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করিলেন, তখন সেই ইংরাজ জাতির সেই ধারণা, সেই গর্ব্ব একেবারে বিদূরিত হইল। ইংরাজ জাতি, গুণীকে চিনিতে—গুণীর গুণ গান করিতে কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। গুণী বিজাতীয় বিদেশীয় হইলেও ইংরাজ-জাতি গুণীর সমাদর করিতে সতত প্রস্তুত। যখন সুধী নগেন্দ্রনাথের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত 'মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনী' প্রকাশ হইল। তখন ভারতে ও ইংলণ্ডে তখন প্রত্যেক ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র শতমুখে প্রশংসা করিলেন। ইংলণ্ডের 'রয়েল সোসাইটী অফ লিটারেচার' নামক জাতীয় সাহিত্য সভা, ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবী [illegible]পূর্ণ। সেই সভা, অনতিবিলম্বে সুধী নগেন্দ্রনাথকে সাদরে সভ্যপদে বরণ করিলেন। কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত এ সম্মান লাভ ঘটে নাই। ইংরাজ ব্যতীত অন্য জাতীয় লোকও যে, বিশুদ্ধ সুরম্য ইংরাজি গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র, লালবিহারী দে, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন

সুধী নগেন্দ্রনাথ, যেমন সুলেখক, সেইরূপ সুবাগ্মীও ছিলেন। তিনি যাঁর গম্ভীরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় অনর্গল যে কথা গুলি বলিয়া যাইতেন; সে গুলি শ্রোতৃবর্গের অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রথিত থাকিয়া যাইত।

সুধী নগেন্দ্রনাথ, কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনররূপে নির্ব্বাচিত হইয়া, নগরের যথেষ্ট হিত সাধন সহ প্রশংসনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় যখন সর্ব্বপ্রথম মিউনিসিপাল কমিশনর নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হয়, নগেন্দ্রনাথ, সেই সময় হইতেই বারবার কমিশনররূপে নির্ব্বাচিত হন। যদিও তিনি বহুবাজারে বাস করিতেন, এবং ২নং ওয়ার্ডের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না, তথাপি ২নং ওয়ার্ডের করদাতাগণ তাঁহার গুণগ্রাম যোগ্যতা এবং দক্ষতা দর্শনে তাঁহাকেই প্রতিবার আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিতে থাকেন অথচ ২নং ওয়ার্ডে যোগ্য প্রতিনিধির অভাব ছিল না। স্যার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি যখন জিদের বশবর্ত্তী হইয়া নূতন মিউনিসিপাল আইন প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হয়েন সেই সময়ে সেই প্রস্তাবিত অনিষ্টকর বিধির বিরুদ্ধে নগেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী লেখনী হইতে ক্রমাগত তীব্র অনল বহির্গত হইতে থাকে। নূতন আইন প্রচলিত হইলে, যে ২৮ জন খ্যাতনামা প্রধান প্রধান কমিশনর পদত্যাগ করিয়া, স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দেন, সুধী নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন।

সুধী নগেন্দ্রনাথ, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। উচ্চ বিলাতী শিক্ষা পাইয়াছিলেন, বিলাতী ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি, সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বদেশ, স্বজাতির ন্যায় স্বসমাজকেও

মধ্যই ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাঁহার চিত্ত বিকৃত হয় নাই। তিনি দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে আনন্দের সহিত ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চ কুলীন কায়স্থ ছিলেন। কলিকাতার কায়স্থ-সমাজের নেতাগণ তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সমাজ মধ্যে গ্রহণ করিয়া স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

স্বদেশ, স্বজাতি, সমাজের ন্যায় পৈতৃক ধর্ম্মও তাঁহার পরমারাধ্য ছিল। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তিনি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্রব আলাপ এবং শাস্ত্রালোচনার দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ, পূত-চরিত্রবান ছিলেন। পূত চরিত্র ব্যক্তিই প্রকৃত তেজস্বী মহাপুরুষ। সেই মহাপুরুষ পবিত্র চরিত্র বলে, জগতের স্তুতি নিন্দার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক কেবলমাত্র আপনার বিবেক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন।

( সাহিত্য সংহিতা, ১০ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। )
বর্ষ ১৩১৬।

---

## লালকুমার।

বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর এক সর্ব্বব্যাপী অরাজকতার মধ্যে জাহান্দার সাহ দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত সুবাদার জুলফিকার খাঁ সাহায্যে মোগল-সিংহাসন অধিকার করিলেন। জুলফিকার স্বয়ং রাজধানীতে থাকিয়া প্রতিনিধি দায়ুদ খাঁ দ্বারা দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে লাগিলেন।

জাহান্দার সাহের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও বিলাসপটু আর কেহ দিল্লী সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তিনি দিবা রাত্রি 'লালকুমার' নাম্নী এক উপপত্নীর সহিত কালাতিপাত করিতেন। সম্রাট এই লালকুমারকে 'ইমতিয়াজ মহালবেগম' বা অন্তঃপুরের রাণী এই সম্মানীয় উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং বাদসাহ নিজে যেরূপ ছত্রধারী গমনাগমন করিতেন, লালকুমারও তদ্রূপ আড়ম্বরের সহিত হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণের অনুমতি প্রাপ্ত হইল। লালকুমারের ভ্রাতা খোসাল খাঁকে বাদসাহ সপ্তহাজারী পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীয়ামত খাঁ পঞ্চহাজারী হইলেন। বাদসাহ ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার পদে খোসাল খাঁকে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া সনন্দ দস্তখত করিয়া মোহরাঙ্কিত করিবার জন্য উজীর জুলফিকার খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। সনন্দ দৃষ্টে মোহরাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে, উজীর নিজের নজর স্বরূপ ৫০০০ হাজার সেতার ও ১০০০ হাজার ঢোলক খোসাল খাঁর নিকট চাহিয়া পাঠাইলেন। খোসাল খাঁ এরূপ বিদ্রূপে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার ভগিনীর দ্বারা সম্রাটকে উজীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ঐ উজীরের কৃপাতেই সম্রাট সিংহাসন লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। সম্রাট উজীরকে এইরূপ বিদ্রূপের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর জুলফিকার খাঁ গম্ভীর ভাবেই উত্তর করিলেন যে, "ইহাতে লেশমাত্রও বিদ্রূপ নাই। বাদসাহের সকল আমীর ওমরাহ বা শাসনকর্ত্তাগণ বংশপরম্পরাক্রমে এই সমস্ত পদ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে নর্ত্তক বাদক ও নর্ত্তকীগণ চিরন্তন প্রথানুসারে কেবলমাত্র নগদ পারিতোষিকই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যদি এই নর্ত্তক নর্ত্তকীগণকে আমীর ওমরাহের পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বাদসাহের আমীর ওমরাহগণ অন্নাভাবে মারা যাইবে। বাদসাহ অবশ্যই ইহা ইচ্ছা করেন না; সুতরাং বংশ পরম্পরাগত যাঁহারা এই সমস্ত উচ্চ পদ দখল করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সহিত এই নূতন দলের পদ পরিবর্ত্তন করা হউক। এই উদ্দেশ্যেই আমি পুরাতন আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে বিতরণার্থ এই নূতন দলের নিকট ৫০০০ হাজার সেতার ও ১০০০ হাজার ঢোলক উজীরের মর্য্যাদা স্বরূপ দাবী করিয়াছিলাম।" খোসাল খাঁ সুবেদারের পদ পাইলেন না।

জাহান্দর সাহার বাদসাহ হইবার বহু পূর্ব্বে যখন লালকুমার দিল্লীর এক সামান্য নর্ত্তকীরূপে জীবনাতিপাত করিত, তখন জোহারা নাম্নী এক সবজী বিক্রেত্রীর সহিত সে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিল। লালকুমারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জোহারারও উন্নতি ও পদমর্য্যাদা হইয়াছিল। সুসজ্জিতা এক কুনকীহাতীর উপর আরোহণ করিয়া এবং বহু অনুচর পরিবেষ্টিত হইয়া জোহারা রাজধানী পরিভ্রমণ করিত। লালকুমারের সখ্যতা ও অনুগ্রহের বলে, জোহারা অন্তঃপুর পর্য্যন্ত গতিবিধির অনুমতি পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঔদ্ধত্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ঔদ্ধত্য প্রায়ই সাংক্রামিক, সুতরাং জোহারার অনুচরবর্গও দিল্লী সহরে কাহাকেও আমলে আনিত না। ঘটনা চক্রে এক দিন চিনক্লিজ খাঁন + নিজ অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া কোন কার্য্য বশতঃ রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই দিন জোহারাও অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিতা হইয়া লালকুমারের সন্দর্শনে যাত্রা করিয়াছিল। [illegible] বিবেচনা করিয়া চিনক্লিজ খাঁন তাঁহার অনুচরবর্গকে পাশ কাটাইয়া যাইতে আদেশ করিলেন কিন্তু এই সময়ে জোহারার কুনকীর চিনক্লিজ খাঁয়ের হস্তীর সন্নিকট হইবামাত্র হাওদার উপরিস্থিত পর্দ্দা সরাইয়া চিনক্লিজ খাঁকে সম্বোধন করিয়া গর্ব্বিত ভাবে জোহারা বলিয়া উঠিল "চিনক্লিজ খাঁ! তুই—নিশ্চয়ই কোন অন্ধ পিতার পুত্র"। আকস্মিক এই প্রকার ঘোরতর অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া খাঁসাহেব তাঁহার ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। ক্রোধ প্রশমিত না করিয়া তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে ইসারা করিলেন। ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহার পার্শ্বচরগণ জোহারার অনুচরবর্গকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিতাড়িত করিয়া জোহারাকে কুনকীর উপর হইতে টানিয়া আনিয়া যথেচ্ছভাবে কিল, চড় ও লাথি প্রয়োগে তাহার অতি মুক্তকারিতার ফল ভোগ করাইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে এই ঘটনা হইয়া গেল। পরক্ষণেই চিনক্লিজ খাঁর চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উজীর জুলফিকার খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আমূল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

জুলফিকার খাঁ অবিবেচক ছিলেন না। তিনি চিনক্লিজখাঁর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই বাদসাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "বাদসাহের প্রভু-ভক্ত আমীর ওমরাহদিগের সম্মান সকলেরই সমান এবং চিনক্লিজ খাঁর কার্য্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং এ বিষয়ে আমিও তিনি একমত।"

জোহারা ইতিমধ্যে লালকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিয়া এবং রাজান্তঃপুরের বহির্ভাগে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিল। লালকুমার ও সহযোগিনীর দুঃখে নিশ্চিন্তা ছিল না। বাদসাহকে সবিশেষ রূপেই উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই উজীরের ঐ পত্র বাদসাহ সমীপে পৌঁছাতে লালকুমার বা জোহারার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না।

লালকুমারের উপযুক্ত ভ্রাতাও, এই সময়ে ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল। এই সময়, সে একটী সুন্দরী ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিবাহিতা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়। এই যুবতীর স্বামী, জুলফিকার খাঁর শরণাপন্ন হওয়াতে, উজীর তৎ-

এই তাঁহার সম্বন্ধে [illegible] খোদন খাঁকে [illegible] যা বুঝ যে মন্ত্রাবই [illegible] বদের আদেশ [illegible] তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতি তাহারই [illegible] না; সুতরাং খোদন খাঁ ওমরাওদের নিকট অতি- বাবেই রূঢ় ব্যবহার আরম্ভ করেন, তিনি সেলিমগড়ের দুর্গে খোদন খাঁকে আজীবন কারা- রুদ্ধ থাকিবার ব্যবস্থা ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ দেন। তৎক্ষণাৎ সে আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

শেষ জীবনে জাহান্দার সাহ বিলাস ব্যতীত কিছুই দেখিতেন না। ফেরোখশেরে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে অকর্ম্মণ্য নৃপতির পক্ষে কেবলমাত্র জুল্ফিকার খাঁ রহিলেন। এলাহা- বাদের পার্শ্বদেশে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। লালকুমার সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার হস্তিনী ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে, জাহান্দারও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হন এবং লালকুমারকে সঙ্গে করিয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি তাহার শ্মশ্রু ক্ষৌরী করিয়া, হিন্দুর বেশে লালকুমারকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন, কিন্তু পৌঁছিবামাত্র আসাদ খাঁ তাঁহাকে কারা- রুদ্ধ করেন। শিল্প ও সাহিত্য ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা

শিক্ষাসংক্রান্ত।

## শিশুশ্রেণী এবং ১ম ও ২য় মানের জন্য মনোনীত পাঠ্য পুস্তক

### বাঙ্গালা

মডেল বেঙ্গলী রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণী জন্য রায় সাহেব গোলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকা- শিত ৵১৫ মডেল বেঙ্গলী রীডার ১ম মানের জন্য ঐ প্রকাশিত ৴৫, মডেল বেঙ্গলী রীডার ২য় মানের জন্য বেহার প্রেস প্রকাশিত ৴১০ নূতন শিশুপাঠ ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত ৴০ সচিত্র বর্ণ পরি- চয় সারদাপ্রসন্ন দাস কৃত ৴০ শৈশব পাঠ ১ম ভাগ শশিভূষণ চট্টো কৃত ৴০ ঐ ২য় ভাগ ঐ ৴১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ ৵০ শিশুপাঠ নৃসিংহ চন্দ্র মুখোর্জি কৃত ৴০ শিশুশিক্ষা সাহিত্যপাঠ ১ম ভাগ ঐ কৃত ৴১০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত ৵০ মধুমুকুল ১ম ভাগ রাম- দয়াল চট্টো কৃত ৴০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত ৴১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৵৫ সরল শিশুপাঠ ১ম ভাগ খোদেজার আব কাদ কৃত ৴০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত ৴১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৵০, শিশুবোধক ১ম ভাগ যোগেন্দ্র নাথ মুখোর্জি কৃত ৴০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত ৴১০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৵০

### হিন্দী—

মডেল হিন্দী রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণীর জন্য রায় সাহেব গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ৵১৫ মডেল হিন্দী রীডার ১ম মানের জন্য ঐ প্রকা- শিত ৴৫, ঐ ২য় মানের জন্য ঐ প্রকাশিত ৴১০, ইণ্ডিয়ান প্রেস কা হিন্দী প্রাইমার আলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত ৴০, বালবিনোদ ১ম ভাগ ঐ প্রকাশিত ৴০, ঐ ২য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৴১০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৵০

### উর্দ্দু

মডেল উর্দ্দু রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণীর জন্য রায় সাহেব গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ১৫, ঐ প্রথম মানের জন্য ঐ প্রকাশিত ৲৫, ঐ ৩য় মানের জন্য ঐ প্রকাশিত ৲১০

### উড়িয়া

শিশুপাঠ রায় সাহেব গুলাবসিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ৵১৫ বাল্যপাঠ ১ম ভাগ ঐ প্রকাশিত ৲৫, ২য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৲৫ পাই।

### পাটীগণিত

বাঙ্গলা—ক্লাস বুক অব এরিথ মেটিক ম্যাক মিলান প্রকাশিত ৵০, উহার উত্তর ৴০ শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্নমালা ১ম ভাগ কে পি বসু কৃত ৴৫, ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত ৴৫ শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্ন মালার উত্তর ১ম ও ২য় ভাগ ঐ কৃত ১০, নবশিশু- শিক্ষা পাটীগণিত নারায়ণ দাস বন্দ্যো কৃত ৵১০।

হিন্দী—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৵১০, (বাঙ্গালার মধ্যে) ৵১০ (বাঙ্গালার বাহিরে) উহার উত্তর ঐ প্রকা- শিত ৴০

উর্দ্দু—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত, উহার উত্তর এ প্রকাশিত ৴০, আল মোহাসিব মহম্মদ আবদুল মাজিদ কৃত ৵০ (গ্রন্থকারকে এই পুস্তক দুই খণ্ডে করা চাই মূল্য ১ খণ্ডের ৵১০ এবং যে খণ্ডে উত্তর থাকিবে তাহার মূল্য ৴১০

উড়িয়া—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৵১৫ (বাঙ্গালার মধ্যে) এবং ৵১০ [বাঙ্গালার বাহিরে] উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত ৴০।

বহরমপুর পণ্ডিত সভার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা।

আগামী ২৭শে ফাল্গুন শুক্রবার হইতে বহরম পুর পণ্ডিত সভার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা, পুরো- হিত পরীক্ষা, ও অধিকারী পরীক্ষা এই তিন প্রকার পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা লিখিত ৩ দিন, ও মৌখিক ১ দিন। পুরোহিত পরীক্ষা লিখিত ২ দিন ও মৌখিক ১ দিন। অধি কারী পরীক্ষা কেবল মৌখিক ১ দিন হইবে। বঙ্গদেশের যে কোন স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ এই সকল পরীক্ষা দিতে অধিকারী হইবেন। পরীক্ষার্থিগণ ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে আপন আপন নাম, বাসস্থান, বয়স, ব্যবসায়, অধ্যাপকের নাম, পরীক্ষার বিষয় এই সকল গুলি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়া আমার নিকট আবেদন করিবেন। আবেদনের সহিত চরিত্র সম্বন্ধে কোন এক জন শিক্ষিত লোকের প্রশংসা পত্র দিতে হইবে। পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে আমাকে পত্র লিখিলে আমি সভার ছাপান নিয়মাবলী পাঠাইয়া দিব। বিদেশীয় ছাত্রগণ পরীক্ষা দিতে আসিলে পরীক্ষার কয় দিনের আহা- রীয় ব্যয় ও বাসস্থান সভা হইতে প্রদত্ত হইবে।

ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের উত্তীর্ণ প্রথম ব্যক্তি ১ জোড়া শাল ও নগদ ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন। পুরো- হিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন জন যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০ টাকা পাই- বেন। অধিকারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ ঐরূপ প্রথম তিনজন ১০, ৯ ৮, টাকা পাইবেন। এই সকল পরীক্ষায় যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা দেখা- ইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অতিরিক্ত পুর- স্কার রজত পদক পাইবারও সম্ভাবনা আছে।

শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ,
সম্পাদক।

## মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ১৯১১

### বর্দ্ধমান বিভাগ

সাহিত্য—পদ্মকুসুম রামদয়াল চট্টো কৃত বিজ্ঞান—বেঙ্গল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার বিপি বসু কৃত। ইতিহাস—ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস সি আর উইলসন কৃত। ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্য ভূগোল পাঠ ব্লাকি এণ্ড সন কৃত। পাটীগণিত—সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ গৌরীশঙ্কর দে কৃত জ্যামিতি ও পরিমিতি শারদা প্রসন্ন দাস কৃত জ্যামিতি—ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম ভাগ যোগেশ মল্লিক কৃত স্বাস্থ্য সম্বন্ধ ব্যবহারিক

ইংরাজী—ষ্টাণ্ডার্ড ৫—১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১১ মিড্‌লরীডার ই মার্সডেন এবং এম এম বসু কৃত। ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১০, ১৯০৯ সালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এবং পুস্তকের সমষ্টি।

প্রেসিডেন্সী।

সাহিত্য শিক্ষা ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানীকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত, ভূগোলপাঠ ২য় ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত, ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম অধ্যায় নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত অথবা ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি গৌরীশঙ্কর দে কৃত ইংরাজী—ষ্টাণ্ডার্ড ৫ ১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬ ১৯১১—ইংরাজ ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১০ ১৯০৯ সালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এর পুস্তকের সমষ্টি।

পাটনা

বাঙ্গালা—সন্দর্ভমালা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোঃ কৃত হিন্দী—মধ্য ভার্ণাকুলার হিন্দীরীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত। উর্দ্দু—মোয়ালি মুক তাজের ৩য় ভাগ (পরিশিষ্ট সহ) মহম্মদ হাবিবুল্লা কৃত বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান কোং কৃত, বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু মিড্‌ল ভার্ণাকুলার হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত, বাঙ্গালা গণিত পাঠ ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত হিন্দী—এলিমেণ্টস অফ এরিথমেটিক ৩য় ভাগ গোবর্দ্ধন সিংহ কৃত, উর্দ্দু—পাটীগণিত ৪র্থ ভাগ টি সি লুইস কৃত। বাঙ্গলা হিন্দী এবং উর্দ্দু—ইউক্লিড ১ম অধ্যায় মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান প্রকাশিত অথবা বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু উচ্চপ্রাথমিক এবং মিড্‌ল ভার্ণাকুলার ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি ম্যাকমিলান কৃত। ইংরাজী ষ্টাণ্ডার্ড ৫, ১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬, ১৯১১—মিড্‌ল রীডার ই মার্সডেন ও এম এম বসু কৃত। ষ্টাণ্ডার্ড ৬, ১৯১০—১৯০৯ সালের ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এর জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের সমষ্টি।

ভগলপুর ও ছোটনাগপুর।

পাটনা বিভাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক এই দুই বিভাগেরও পাঠ্য হইবে।

উড়িষ্যা বিভাগ

সাহিত্য ভরত মধুসূদন সেন কৃত, মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত মিড্‌ল ভার্ণাকুলার হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলন প্রকাশিত মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলন প্রকাশিত অঙ্কপুস্তক ২য় ভাগ মধুসূদন রাও এবং মধুসূদন দাস কৃত। জ্যামিতি ১ম অধ্যায় সীতানাথ রায় কৃত অথবা সরল পরিমিতি ও ব্যবহারিক জ্যামিতি মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জন্য উমেশ বসু কৃত। ইংরাজী পাটনা বিভাগের ন্যায়;

## উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য ১৯১১

বর্দ্ধমান বিভাগ।

সাহিত্য পাঠ প্রথম ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত. উচ্চ প্রাথমিক বিজ্ঞান রীডার (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) জি সি বসু কৃত, শিশুপাঠ্য বঙ্গদেশের ইতিহাস ঈশান চন্দ্র ঘোষ কৃত, উচ্চপ্রাথমিক ভূগোল বিবরণ ম্যাকমিলান প্রকাশিত, সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ গৌরীশঙ্কর দে কৃত ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (বিজ্ঞান রীডারের অন্তর্গত আছে)

প্রেসিডেন্সী

আদর্শনীতি ১ম ভাগ এস দেবী কৃত, বিজ্ঞানমালা শশধর সেন কৃত, প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত, ভূগোল পাঠ ১ম ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত, সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি কেদার নাথ দত্ত কৃত।

পাটনা

বাঙ্গালা—নবপাঠ ২য় ভাগ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কৃত, হিন্দী—উচ্চপ্রাথমিক সাহিত্য পুস্তক ম্যাকমিলান প্রকাশিত, উর্দ্দু—তালিম উল আতফাল আদিব ১ম ভাগ মহম্মদ হবিবুল্লা কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—উচ্চপ্রাথমিক হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—উচ্চপ্রাথমিক ভূগোল রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত। পাটীগণিত—বাঙ্গালা—গণিত পাঠ ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখো কৃত, হিন্দী—এলিমেণ্টস অফ এরিথমেটিক ২য় ভাগ গোবর্দ্ধন সিংহ কৃত, উর্দ্দু—পাটীগণিত ২য় ৩য় ভাগ টি সি লুইস কৃত, বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—উচ্চপ্রাথমিক এবং মধ্য ভার্ণাকুলার ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি ম্যাকমিলান প্রকাশিত।

ভগলপুর ও ছোটনাগপুর

এই দুই বিভাগের পাঠ্য পাটনা বিভাগের পাঠের সমান।

উড়িষ্যা বিভাগ।

সাহিত্য লহরী [illegible] উচ্চ প্রাথমিক বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান [illegible] উচ্চ প্রাথমিক হিষ্টরী রীডার [illegible] উচ্চপ্রাথমিক জিওগ্রাফি রীডার [illegible] অঙ্কপুস্তক ২য় ভাগ মধুসূদন রাও এবং মধুসূদন দাস কৃত সরল পরিমিতি এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি উৎকল জন্য উমেশ চন্দ্র বসু কৃত।

ষ্টাণ্ডার্ড ৫ ষ্টাণ্ডার্ড ৬ এর পাঠ্য [illegible] অঙ্কপুস্তক ৩ এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি নিম্নশ্রেণীতে পড়িবার কালে ছেলেরা যদি কিনিয়া থাকে এবং সেই পুস্তক যদি তাহাদের নিকট থাকে তাহা হইলে ৫ম ও ৬ষ্ঠ মান শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিবার সময় পাটীগণিত এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি পুস্তক আর স্বতন্ত্র কিনিতে হইবে না।

মূল্য-প্রাপ্তি।

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর যাহার অনুগ্রহ পাইব [illegible] তাঁহাদের মূল্য শেষ [illegible] দেওয়া [illegible] ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা [illegible] আজ সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ কারণ কিছু লেখা না থাকিলে ৫ টাকা [illegible] সাহেবে বুঝিতে হইবে

১৪৮০ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেশ চন্দ্র কাব্যতীর্থ,
পুঁটিয়া হাই স্কুল ৩১৯০।১০

১৪৮১ " জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাকুড় ঐ

১৪৮২ " কে, কে, সাহা রাজাবাড়ী ঐ

১৪৮৩ „ ক্ষিতীশ চন্দ্র মজুমদার
৪১ টালী গঞ্জ রোড ঐ

১৪৮৪ „ কুঞ্জ বিহারী মুখোঃ হেঃ মাঃ বীণ পোল
বি, টী, স্কুল ঐ

১৪৮৫ " জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী হেঃ পঃ
মুজন দাবা স্কুল ঐ

১৪৮৬ „ অঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভেলো হাই স্কুল ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে [illegible] শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*,

## [illegible]।

[illegible]

### সঙ্কলন। (২০)

(৮৪) অবিচলিত কর্ত্তব্য—রোমীয় প্রহরী।—ইটালী দেশে ভিসুভিয়াস পর্ব্বতের পাদদেশে রোমক অধিকারে পম্পিয়াই নগর ছিল। ঐ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত হওয়া বহু শত বৎসর বন্ধ থাকায় তথায় নগর হইয়া যায়। ৭৯ খৃঃ অব্দে যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে পম্পিয়াই এবং অপর একটি নগর (হার্কুলেনিয়ম) প্রোথিত হইয়া যায়। ২০ ফিট পুরু নুড়ি পাথর এবং ভস্মে চাপা পড়িয়া নগরটি ১৭০০ বৎসর ঢাকা ছিল। তাহার পর স্থানে স্থানে খনন করিয়া প্রাচীন শিল্প কলার দ্রব্য বাহির করা আরম্ভ [illegible]। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইটালী দখল করিয়া রীতিমত খনন কার্য্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আরম্ভ করেন। ১৮৬১ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য পরবর্ত্তী রাজারা চালান। এখন সমস্ত নগরটী বাহির হইয়াছে এবং প্রাচীন রোমানদিগের আচার ব্যবহার গৃহের আসবাব সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে। নগরটী উপর হইতে উত্তপ্ত ছাই প্রভৃতি পড়িয়া অল্পক্ষণেই ঢাকা পড়ায় উহা অনেকটা অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। চাপা যাওয়ার সময় সকল লোকই প্রথমটা গরম ছাই হইতে বাঁচার প্রয়াসে বাটীর ভিতর ঘরে ঢুকিয়া পরে সেই খানে মারা গিয়াছিল। রাস্তায় বা অন্য কোন খোলা জায়গায় কোন মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। কেবল নগরের এক ফটকে [illegible] অস্ত্রধারী বর্ম্ম পরিহিত দণ্ডায়মান রোমীয় সৈনিকের এক কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ঐ সৈনিক যে সেই মহা প্রলয়েও কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিচালিত থাকিয়া পাহারায় খাড়া ছিল, স্থানত্যাগ করে নাই এবং স্বস্থানে হত হয় ইহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। মনুষ্য মন কর্ত্তব্যের দিকে কতদূর দৃঢ় হইতে পারে তাহা ঐ রোমীয় সৈনিক সূচিত করিয়া গিয়াছে।

(৮৫) ঐ—(কাসাবিয়াঙ্কা)—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফ্রান্সের কন্সাল পদ গ্রহণ করিয়া ইটালী ও মাল্টা [illegible] নিজের দখলে আনয়ন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে মিসর হইতে মিশিয়া সেনাপতিদিগের পরস্পর [illegible] প্রভৃতি দখল করিতে করিতে দ্বিতীয় আলেকজান্দারের মত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবেন এবং ইংরাজদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়া ফ্রান্সের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। মিসর হইতে গোপনে আরব যাইতে উৎসাহিত টিপু সুলতান ইংরাজের সহিত তখনি বিবাদ আরম্ভ করিয়া লিপ্ত হন। ঐ সময়ে ইংরাজ রণতরী লইয়া নেলসন ফরাসী রণপোতমালাকে আবুকীর উপসাগরে আক্রমণ পূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন এবং নেপোলিয়নের পূর্ব্বদেশে মহা সাম্রাজ্য স্থাপনের আশায় শেষ করিয়া দেন। ঐ যুদ্ধকে নীল নদের যুদ্ধ বলে। ঐ যুদ্ধের সময় ফরাসিদিগের ওরিয়েন্ট নামক জাহাজের কাপ্তেন কাসাবিয়েনকা তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে ঠিক করাইয়া রাখিয়া যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইংরাজের গোলা বৃষ্টিতে ঐ যুদ্ধ জাহাজে অগ্নিসংযুক্ত হয় এবং বহুসংখ্যক ফরাসি যোদ্ধা ও নাবিক উক্ত কাপ্তেন সহ মারা পড়েন। যখন ফরাসি নাবিকেরা জালিবোট নামাইয়া ঐ জ্বলন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তখন বালক কাসাবিয়েনকাকেও সঙ্গে যাইতে জিদ করিয়া বলিল। বালক বলিল 'পিতা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি না ডাকিলে এ স্থান যেন ছাড়িয়া অন্যত্র না যাই। 'তিনি' না বলিলে কোথাও যাইব না।" উহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ও স্থানে থাকা নিরর্থক এবং তথায় মৃত্যু অবিলম্বেই অবশ্যম্ভাবী এইরূপ অনেক বুঝাইলেও বালক সে স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিল না। পরে জাহাজের বারুদ ঘরে আগুন লাগিয়া ঐ বীর বালকের দেহ সহ জাহাজ নষ্ট হয়। মিসেস্ হিমান্স প্রভৃতই লিখিয়াছেন—

But the noblest thing that perished there
Was that young faithful heart.

সেখানে যাহা কিছু বিনষ্ট হইল তন্মধ্যে ঐ বালকের অন্তঃকরণই মহত্তম।

(৮৬) কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা—ডাক্তার হে (Hay)।—মিউটিনি সময়ে যখন বারাণসী হইতে সকল ইউরোপীয়ই পলায়ন করিয়াছিলেন তখন সাধারণ হাঁসপাতালের রোগীদিগকে ফেলিয়া অপরাপর ইউরোপীয়দিগের সহিত মিলিটারি ডাক্তার হে পলায়ন করিতে অস্বীকার করেন। বিদ্রোহ [illegible] দিগের হস্তে নিহত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগের রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিলেন—যে রেজিমেন্টের যে সকল সিপাহী তখন হাঁসপাতালে ছিল তাহারাও ডাক্তার সাহেবের যত্ন এবং শুশ্রূষায় অণুমাত্র বঞ্চিত হয় নাই। এইরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণ দেব তুল্য মহাত্মা যে জাতির মধ্যে যখন অনেকে থাকেন সেই জাতিই তখন বড় হয়। বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাত্মা হে বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। স্ত্রীহত্যা শিশুহত্যা সাধুহত্যা প্রভৃতি দ্বারা একান্ত কলুষিত সিপাহী বিদ্রোহ জয়যুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। যে পক্ষে অধিকতর ধর্ম্ম সেই পক্ষের পৃষ্ঠপোষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বল নিযুক্ত হয়।—যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ

(৮৭) দেশের জন্য আত্মবলি।—যখন বাবর সাহ বার হাজার মাত্র মোগল ও কাবুলী সৈন্য লইয়া ভারত সিংহাসন অধিকার কল্পনায় আসিতেছিলেন তখন তিনি মহাত্মা নানকের নাম শুনিয়া সাধুদর্শনে গিয়াছিলেন। নানক সা আশীর্ব্বাদ করিয়া বাবর সাহকে বলেন "তুমি অন্তরে জগৎভক্ত। তুমি সুলক্ষণ পুরুষ। লক্ষ শত্রু সৈন্য ধ্বংস করিয়া ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে সিংহাসন তুমি অধিকার করিবে তাহাতে তোমার বংশের সাত পুরুষ মহাগৌরবে অধিষ্ঠিত থাকিবে এবং অকারণে [illegible] সাধু হত্যাপাপে তোমার বংশীয়েরা লিপ্ত না হইলে ঐ সিংহাসন চিরকালই তোমার বংশে অচল থাকিতে পারিবে।" মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে বাবরসাহ পানিপথের যুদ্ধে পাঠান বল এবং শিক্রিগলির যুদ্ধে রাজপুত বল বিধ্বস্ত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। বাবর, হুমায়ুন, আকবর জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আরঙ্গজীব এবং বাহাদুর সাহ মোগল সিংহাসনে মহাগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাট আরঙ্গজীবের সময়েই গোঁড়ামীর অত্যাচার এবং বিশিষ্টরূপে সাধুহত্যা আরম্ভ হয়। সাম্রাজ্যের বলের হ্রাসও তাঁহার সময়ে ত্বরিত গতিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বাহাদুর সাহের পর মোগল সম্রাটেরা—একান্তই দুর্ব্বলতেজ হইয়া পড়েন।

সম্রাট আরঙ্গজীব দেখিয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষের সময় একান্ত দরিদ্র হিন্দুদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে অন্ন দিয়া মুসলমান মোল্লারা সহজে মুসলমান করিতে পারেন। অন্য সময়ে তেমন অধিক

সংখ্যায় মুসলমান হয় না। তিনি স্থির করিলেন যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃজন করিয়া ক্রমশঃ সকল ভারতবাসীকেই মুসলমান করিবেন। এই পরীক্ষা বিধান প্রথমে কাশ্মীরে হইল। দুই লক্ষ মোগলসৈন্য সমগ্র প্রদেশের উপর ছড়াইয়া বসিল, সকল ক্ষেত্রেই অস্ত্রধারী সৈনিকের পাহারা পড়িল। হুকুম হইল যে মুসলমানেরা শস্য কাটিয়া লইয়া যাইবে। হিন্দুদের শস্য সরকারী গোলায় জমা হইবে; যাহারা মুসলমান হইবে তাহারা শস্য পাইবে—যাহারা তাহা হইবে না তাহারা দুর্ভিক্ষে মরিবে। কম অত্যাচারে আরাঙ্গীবের অতুল্য মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পড়ে নাই! কাশ্মীরে বহুসংখ্যক হিন্দু পেটের জ্বালায় মুসলমান হইল। এক এক প্রদেশ ক্রমে ক্রমে ধরিয়া এইরূপই করা হইবে বুঝিয়া পঞ্জাবীরা একান্ত ভীত হইল। কাশ্মীরী ও পঞ্জাবী ব্রাহ্মণেরা শিখগুরু তেগ বাহাদুরের নিকট আসিয়া পড়িলেন এবং ধর্ম্ম রক্ষার উপায়-নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। গুরু বলিলেন 'আপনারা সম্রাট আরঙ্গীবের নিকট যান এবং বলুন যে আমাদের বড়-বালেরা মুসলমান না হইলে আমরা মুসলমান হইয়া কি থাকিব—আগে ক্ষত্রিদের মুসলমান করুন। আর অন্যান্য ক্ষত্রিদের প্রথমেই আমার নাম করুন এবং বলুন যে তিনি মুসলমান হইলেই অনেকে মুসলমান হইবে।" ব্রাহ্মণেরা গুরুর আদেশমত কার্য্য করিলে সম্রাট গুরুকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। গুরু তৎক্ষণাৎ দিল্লী যাত্রা করিলেন। শিষ্যেরা বলিলেন "আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। গেলে ত আর ফিরিবেন না!" গুরু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "তাহা জানিয়াই যাইতেছি। গুরু নানকের কথা স্মরণ কর। সাতজন সাধু হত্যা না হইলে এ দেশের আর কোন উপায় নাই! তোমরা আমাকে সাধু বলিয়া থাক। তাই প্রথম বলি হইবার জন্য যাইতেছি। এক আরম্ভ করিয়া তবে ত কখন সাত পূর্ণ হইবে। উহাতে বিলম্ব করা আর উচিত কি?" মহাত্মা তেগ বাহাদুর স্বেচ্ছায় দেশের জন্য নর বলি হইতে দিল্লীতে গেলেন।

আরঙ্গীব বাদশাহ গুরুকে মুসলমান করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। কোন ফল পাইলেন না। তখন বলিলেন "হয় তুমি কোন কেরামত (অলৌকিক ব্যাপার) দেখাও, নয় তোমার মুখে গোমাংস গুঁজিয়া দিব।" গুরু বলিলেন, "অলৌকিক ব্যাপার বা ইন্দ্রজাল দেখান বেদিয়ার কাজ—ঈশ্বর ভক্তের কাজ নহে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবই অলৌকিক। তবে যদি নিতান্তই তোমার জিদ হয় তবে তরবারির দ্বারা আমার গলায় আঘাত করিয়া দেখ, আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।" দিল্লীর চৌরাস্তায় এই পরীক্ষা গ্রহণ হইল। গুরু গলায় এক টুকরা কাগজ বাঁধিলেন। তরবারির আঘাতে মুণ্ড দেহচ্যুত হইল। কাগজে লেখা ছিল "শির্ দিয়া শির্ (=সির্র =নিজের গুরুতত্ত্ব ধর্ম্ম প্রণালী) না দিয়া।"—বেদান্ত শিক্ষাদর্শী হিন্দু গুরু তেগ বাহাদুর 'আত্মা' শব্দে অবিনাশী আত্মার উদ্দেশ করিয়াছিলেন। সম্রাট স্থূলবুদ্ধিতে আত্মার শব্দের অর্থ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে গুরু বুঝি বলিতেছেন মাথা কাটিবে না। কিন্তু তিনি একটুও বিশ্বাস করেন নাই যে সত্যসত্য কাটিবে না, এই জন্যই প্রকাশ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিখ গুরুর মাথা কাটিবে এবং হিন্দু মুসলমান তাহা দেখিয়া শিখ ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িবে ইহাই আরঙ্গীবের উদ্দেশ্য ছিল। তদ্বিপরীতের বিশ্বাসে বা ইচ্ছায় এ ব্যবস্থা হয় নাই। নিরপরাধী আত্মত্যাগী ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাপুরুষের এইরূপে পশুর ন্যায় বলিদানে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি খনন আরম্ভ হইল!

(৬৮) প্রকৃত প্রতিশোধ।—গুরু তেগ বাহাদুরের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র গোবিন্দসিংহের বয়স ১৫ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বহুবর্ষ কোট কাঙড়ায় নয়না দেবীর তপস্যা করিয়াছিলেন। শক্তি সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পবিত্রাত্মা গুরুগোবিন্দ সিংহ নিরীহ শিখ সম্প্রদায়কে সামরিক দলে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি যেরূপে প্রতিশোধ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন তাহা ঐ অবতার মহাপুরুষেরই উপযুক্ত। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন;—"যে জল্লাদ আমার পূজাপাদ গুরু এবং পিতৃদেবকে কাটিয়াছে তাহাকে মারিব? সেত অস্পৃশ্য এবং অপরের হাতে এক খানা অস্ত্র মাত্র। তবে কি ঐ অন্যায্য হুকুম প্রদাতা বাদশাহকে মারিব?—সেওত কিছুদিন বিলম্বে কালবশে আপনিই মরিয়া যাইবে। তবে কি করিব?—যাহাতে কখন কোন হিন্দু পিতার সম্বন্ধে এমন আর না হয় তাহাই করিব। যাহাতে হিন্দুকে অবজ্ঞাত পশুর ন্যায় বলিদান দিতে গর্ব্বিত মোগলের বা আর কখনও কাহারও সাহস না হয় তাহা করিব? হিন্দুর সামরিক শক্তি জাগ্রত এবং সর্ব্ব বর্ণ হইতে নিকাশিত করিয়া এমন এক সিংহবিক্রমশালী দল বাহির করিব যাহাতে আর কোন সাম্রাজ্য টিকিবে এক মাত্র সংঘ হিন্দুর আত্মাভিমান বলদ প্রতি সময় পোষণ সকলকেই করিতে হইবে। তাঁহার কৃত ৺ভগবতীর স্তবে তাঁহার মনের ভাব বুঝা যায়;—

[১] করো খালসা পন্থ তিস্‌রা প্রবেশা
জগেঁহি সিংহ যোধা ধরে নীল বেশা।

[২] আপন জানকর মোহি লিজে বাচাই
অসুর পাপীয়ান মারকে উঠাই॥

[৩] সকে দুষ্ট পৃজা দুখী হোই বিনাসে।
মিটে দুষ্ট সন্তাপ আনন্দ গাজে॥

[৪] তবে গীত মঙ্গল সবেকে শুনাউ।
তু মন কো নিবারি দুঃখ সকলি মিটাউ॥

গুরু গোবিন্দ সিংহ ভারত হইতে দুই সন্তাপ হরণ করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই। আরাঙ্গীব বাদশাহ যুদ্ধজয়ের উপলক্ষে হাদাবার সময় শঙ্কর দেব মন্দির ভগ্ন করেন নাই। তিনি শান্তির সময়ে প্রজাপালন ধর্ম্ম ছাড়িয়া শুধু উহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য ৺কাশী[illegible] ৺বিশ্বেশ্বর ও ৺বেণীমাধবের মন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন। সাধু মহাত্মা তেগ বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া অকারণে বলিদান দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের পিতা ভ্রাতা পুত্র এমন কি মুসলমান ফকীর ও তাঁহার হাতে রক্ষা পান নাই। পিতৃহত্যা দুঃখে ক্লিষ্ট গুরু গোবিন্দের প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা অলোকসামান্য পবিত্রভাবেই রক্ষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ভগবৎ স্মরণে মনের অপরিসীম দুঃখ মিটাইয়া প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আরাঙ্গীব বাদশাহ যখন বিব্রত হইয়া পড়িয়া প্রজা সম্বন্ধে হিন্দুদলন নীতির প্রয়োগে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তখন মুসলমান হস্তে পিতৃহীন এবং পুত্রহীন গুরু গোবিন্দ সিংহ ঐ সম্রাটের সহিতও সন্ধি করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের মনে "ব্যক্তিগত" বিদ্বেষ বিন্দুমাত্র ছিল না। হিন্দুর প্রতিশোধে তিনি গুপ্তহত্যার প্রশ্রয় দেন নাই। জাতিগত অবজ্ঞার তিরোধান জন্যই তিনি কঠোর তপস্যা ও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য লোভ তাঁহার ছিল না। তিনি কোন রাজ্য স্থাপন চেষ্টাও করেন নাই। কেহ কেহ এই সন্ধি জন্য—হিন্দুর উচ্চভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া—তাঁহার দোষ দেন!

(৬৯) অটল ন্যায়পরতা।—(আরিষ্টাইডিস)—এথেন্স নগরের সুবিখ্যাত বিচারক আরিষ্টাইডিস

গোল চালিতে ইচ্ছুক তাহার অনুমোদন করার জন্য মুসলমান দিগের জন্য পৃথক ভোটারের দল রাখার অপ্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ করিতে পারিলেই শ্রীভগবানের কৃপা হইতে সেই পুনরায় যে শ্রেণীর মুসলমানগণ শাসন কার্য্যের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসী খৃষ্টান হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও আদিম দিগেরও অধিকার পৌঁছিবে সে জন্য কোন চিন্তা আর করিতে হইবে না। হিন্দুরা সকলেই মুসলমানের জন্য "দাস দিজিয়ে" বলিয়া ভোট দিতে থাকুন। ইঁহাদের বিশ্বাস করিলে কখনই ইঁহারা সাধারণ ভাবে বিশ্বাস ঘাতক হইতে পারিবেন না। যাহার শক্তিতে মন পরিচালিত হয় তিনিই ইঁহাদের মন ঠিক পরিচালিত করিয়া দিবেন। নূতন মুসলমান ব্যবস্থাপকেরা হিন্দুর সুবিধার জন্যও সমভাবে ব্যগ্র থাকিবেন। অর্থাৎ "সাধারণের অবশেষের উপকারের" দিকেই দৃষ্টি রাখিবেন। ইঁহারা সৌজন্যে কাহার অপেক্ষা কম নহেন। আমাদের এই উপদেশ ধর্ম্মের ও পবিত্রতার ও শিষ্টাচারের উপর ব্যবস্থিত। সুতরাং ইহাই উচ্চ রাজনীতি সম্মত। উহার প্রভাবে ক্ষুদ্র-ভেদ নীতি আকাঙ্ক্ষাকর হইয়া যায়। দুইটা কুকুরের একটা হাড়ের উপর পড়িয়া খেয়ো খেয়ি করা অপেক্ষা অপরকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে ভদ্র মানুষের অনুকরণ করাই ভাল; উহা হেতুই মন সরল উদার ও ধর্ম্মপরায়ণ থাকিবে। এই পথই যে উচ্চ পথ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া হয়ত কেহ বলিবেন যে, উহা কেহই লইবে না। উত্তরে এই মাত্র বলিব যে নিরাশার ও নিশ্চেষ্টার কথা সুতর্ক বা সুপথগ্রহণ নহে। সরল মনে দূরদৃষ্টিতে কর্ত্তব্য বুঝিতে চেষ্টা কর, ঠিক বুঝিলে ঠিক কার্য্য করার কর্ত্তব্য ক্ষমতাও আসিবে। পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন যে আমাদের আপোষের ঝগড়া অনেক আছে। তাহা মিটাইবার চেষ্টাই আমাদের সুপথ। উহা বিলাতী আমদানি ভোটের ঝগড় দ্বারা "পাকা করা" অসঙ্গত। টয়েনবি সাহেব নাকি একবার বলিয়াছিলেন খানাকুল থানার লোকেরা সবডিভিসনাল অফিসরের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের দরখাস্ত দিতেছে। তাদের একটা ইউনিয়ান কমিটি দিলে আপোষে ঝগড়া করিতে থাকিবে। তাহাই দেওয়া ভাল

শ্রীঃ—

## শীতকালের মুষ্টিযোগ।

১। কাসরোগের মহৌষধ—শীতের প্রারম্ভে লোকের কাসি, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। কাসিতে কাসিতে অনেকের দম আটকাইয়া যায়। এই প্রকার শুষ্ক কাসী অথবা সর্দ্দি হইলে নিম্নের মুষ্টিযোগটী দ্বারা হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

বন পিপলের ছাল ও লতা, বাকসের পাতা ও ছাল, কণ্টিকারী, তেজপাতা; ও খাঁটি মধু—এই পাঁচটী দ্রব্য প্রত্যেক ।/০ পাঁচ আনা ওজনের লইয়া এক পোয়া জল দিয়া পাঁচনের মত মৃদু জ্বাল দিয়া /০ এক ছটাক জল থাকিতে নামাইয়া সেই জল গরম গরম খাইলে বিশেষ উপকার হয়। দুই দিনের বেশী খাইতে হয় না। উক্ত দ্রব্যগুলিকে অল্প থেঁতো করিয়া জ্বাল দিতে হয়।

২। গলা বেদনা—শীতকালে ঠাণ্ডা লাগাইয়া গলা বেদনা হইলে,—

শিমের পাতা লবণ দিয়া রগড়াইয়া রস বাহির করিয়া সুখোষ্ণ করত গলা বেদনার স্থানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রলেপ দিলে ৩।৪ বারেই বেদনা ভাল হয়।

৩। গলার ভিতরে ঘা হইলে—খেজুর ও গোলমরিচ এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া দাঁত দিয়া উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইলে ৩।৪ দিনে গলার ভিতরের ঘা ভাল হয়।

৪। ঠোঁট ফাটা—শীতকালে বালক বালিকা দিগের ঠোঁট ফাটিয়া তাহাদিগকে বড় কষ্ট দেয়। এমন কি রক্ত পড়িয়া দগ্‌দগে ঘা হয়:—এমন অবস্থায় কাজি হরীতকী একটা, পাথরের বাটিতে ঘসিলে চন্দনের মত হইলে তাহা ঠোঁটে দিলে ঠোঁট ফাটা ভাল হয়।

[খ] প্রাতঃকালে ঘাসের উপর যে শিশির থাকে সেই শিশির তুলিয়া ঠোঁটে দিলে ভাল হয়।

[গ] স্নান করিবার সময়ে পা এর বুড়া আঙ্গুলি ও নাভিতে সরিষার তেল দিলে ঠোঁট ফাটা ভাল হয়।

৫। [ক] মুখের ভিতর তালুতে ঘা হইলে-পেয়ারার পাতা ও পাপড়ি খয়ের এই দুই দ্রব্য আধসের জল দ্বারা পাঁচনের মত সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ জল গরম গরম কুলকুচ করিলে গালের তালুর ঘা ও মুখের সমস্ত রোগ সারিয়া যায়।

[খ] গাধার দুধ /০ এক ছটাক লইয়া অতি প্রত্যুষে কুলকুচ করিয়া চেমাথা পথে ফেলিলে এক দিনেই গালের ভিতরে শীতকালের যে কোন ঘা হউক ভাল হইবে।

[গ] ভেড়ার দুধ /০ এক ছটাক লইয়া অতি প্রত্যুষে কুল কুচ করিয়া বাম কচুর পাতায় ফেলিয়া সেই পাতা সমেত তেমাথা পথে ফেলিলে এক দিনে ঘা ভাল হয়।

৬। আল জিহ্বা ঝুলিয়া বড় উৎকাসি হইলে গমের ভুষি আধতোলা, গোল মরিচ আধতোলা খাঁটি মধু আধতোলা মিশ্রি আধতোলা এই গুলি দেড়পোয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৵০ তিন ছটাক থাকিতে নামাইয়া গরম গরম খাইলে ভাল হয়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরী খাঁটুরা পোঃ আঃ ২৪ পরগণা।

# এডুকেশন গেজেট।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল ইং ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

## প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা [৩]

( শাসন সংস্কার )

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় সাধারণতঃ ৪৭ জন [ গবর্ণর বাহাদুরকে লইয়া ৪৮ জন ] সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে—[ক] ১৯ জন নির্ব্বাচিত এবং [খ] ২৩ জন মনোনীত সভ্য। ১৬ জনের অধিক সরকারী সভ্য থাকিবেন না, এবং ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে ১ জন সভ্য গৃহীত হইবেন। এই ৪২ জন সভ্য ছাড়া গবর্ণমেন্ট কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্য্যে সাহায্য করার জন্য আরও দুইজন সরকারী বা বে সরকারী বিশেষজ্ঞ সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবে। কর্ম্মাধীন সদস্য তিনজন—কার্য্যকরী কৌন্সিলের সদস্য দুইজন এবং এডভোকেট জেনারেল।

মান্দ্রাজ কর্পোরেশন ১ জন, মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় ১ মিউনিসিপাল ও ডিষ্ট্রীক্ট ও তালুক বোর্ডস্ ৮, জমিদারগণ ৪, অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ ২ মুসলমান সম্প্রদায় ২ মান্দ্রাজ চেম্বার অব কমার্স ১ মান্দ্রাজ ট্রেডস্ এসোসিয়েসন ১ প্লাণ্টিং সম্প্রদায় ১ জন নির্ব্বাচিত করিবেন।

বোম্বাই কাউন্সিলে ৪৭ জন সভ্য থাকিবেন। ( গবর্ণর বাহাদুরকে লইয়া ৪৮ ] কর্ম্মাধীন সদস্য

তিন জন—কার্য্যকরী সভার সভ্য ৪ জন এবং এডভোকেট জেনারল ও এডিসনাল সভ্যগণের মধ্যে (ক) ২১ জন নির্ব্বাচিত সভ্য এবং (খ) ২১ জন মনোনীত সভ্য থাকিবেন, ইহার মধ্যে—১৪ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন না। সরকারী অথবা বেসরকারী দুই জন বিশেষজ্ঞ সভ্য গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন।

বোম্বাই কর্পোরেশন ১ জন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১ দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দারগণ ১ গুজরাটের সর্দ্দারগণ ১ সিন্ধুদেশের জায়গীরদার ও জমিদারগণ ১ মিউনিসিপালিটী সমূহ ৪ ডিষ্ট্রীক্ট লোকাল বোর্ডস্ ৪ মুসলমান সম্প্রদায় ৪ ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ ১ বোম্বাই চেম্বার অব কমার্স ১ করাচী ১ বোম্বাই আহম্মদাবাদের মিল ওনার্স এসোসিয়েশন—১

আগ্রা এবং অযোধ্যার কাউন্সিলে ৪৮ জন এবং [ ছোটলাট বাহাদুরকে লইয়া ৪৯ জন ] সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে—( ক ) ২০ জন নির্ব্বাচিত সভ্য, এবং [ খ ] ২৬ জন মনোনীত সভ্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে—২০ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবে না, এবং ১ জন ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে মনোনীত সভ্য থাকিবেন ছোটলাট বাহাদুর আবশ্যক মত দুই জন বিশেষজ্ঞ সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১জন মিউনিসিপাল বোর্ডস্ ৪ ডিষ্ট্রীক্ট ও মিউনিসিপাল বোর্ডস্ ৮ জমিদারগণ ২ মুসলমান সম্প্রদায় ৪ আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স ১

পঞ্জাব কাউন্সিলে ছোটলাট বাহাদুরকে লইয়া ২৭ জন সভ্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে [ ক ] ৫ জন নির্ব্বাচিত সভ্য এবং [ খ ] ১০ জন মনোনীত সভ্য থাকিবেন। ছোটলাট বাহাদুর ইচ্ছামত বিশেষজ্ঞ আর দুই জনকে মনোনীত করিতে পারেন। ২৭ এর মধ্যে ১০ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবে না।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১ জন মিউনিসিপাল ও ক্যাণ্টনমেণ্ট কমিটী ৩ পঞ্জাব চেম্বার অব কমার্স ১ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। ছোটলাটবাহাদুর ইচ্ছামত বিশেষজ্ঞ আর দুই জনকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মদেশের সভায় ১৮ সভ্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে—১৪ জন ছোটলাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এবং ১ জন রেঙ্গুন চেম্বার অব কমার্স দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। ছোটলাট বাহাদুরকে ধরিয়া ১৮ জন। এই ১৮জনের মধ্যে সরকারী বেসরকারী বিশেষজ্ঞ আর দুই জন সভ্য ছোটলাট বাহাদুর মনোনীত করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারিবে।—

আয় সম্বন্ধে :—ভূমিকর, অহিফেন, লবণ, আবকারী, প্রাদেশিক হার, বন রেজিষ্ট্রেশন, সুদ, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, টাকশাল, জেল, পুলিশ, শিক্ষা, ডাক্তারী, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিভাগ, বার্দ্ধক্যের সাহায্যার্থ আহার প্রভৃতি, ষ্টেশনারী ও প্রিণ্টিং বাবদ, বিনিময় ( Exchange ) সাহায্য-প্রাপ্ত কোম্পানী সমূহ, খালখনন, জাহাজ সঞ্চালন প্রভৃতি শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্য ( Civil works )ও বিবিধ।

ব্যয় সম্বন্ধে;—ভূমিকর, অহিফেন, লবণ, ষ্টাম্প আবকারী, প্রাদেশিক হার, আবকারী, ট্যাক্স, শুল্ক, বন, রেজিষ্ট্রেশন অন্যান্য সুদ, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, তহশালা, সাধারণ শাসন, আইন আদালত, জেল, পুলিশ, শিক্ষা, ডাক্তারী, বিজ্ঞান-বিভাগ সম্বন্ধীয় কার্য্যে ও অনুপস্থিতির জন্য ভাতা বার্দ্ধক্যের সাহায্য ও পেন্সন, ষ্টেশনারী ও প্রিণ্টিং বাবদ, বিনিময়, দুর্ভিক্ষে ব্যয়, রেলওয়ে নির্ম্মাণ, খাল খনন, জাহাজ সঞ্চালন, শাসন সম্বন্ধীয়, ষ্টেট রেলওয়ে ও বিবিধ।

ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারিবে না।—

ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারিবে না।—আয়;—ষ্টাম্প, শুল্ক, ট্যাক্স, দেশীয়রাজ্যের কর, কোর্ট সম্বন্ধীয় (প্রধানতঃ কোর্টফি ও জরিমানা), সৈন্য, নৌবিভাগ, এবং সামরিক বিভাগ সম্বন্ধীয়।

ব্যয়—ক্ষতিপূরণ নির্দ্দেশ (Assignment) ঋণের সুদ, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক, রাজ্য সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক পেন্সন, ষ্টেট রেলওয়ে ( সুদ বার্ষিক বৃত্তি ইত্যাদি সৈন্য, নৌবিভাগ, সামরিক বিভাগ এবং স্পেশ্যাল ডিফেন্স সম্বন্ধীয়।

১। ১৮৬১ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ বিধানের ২২ ধারা দ্বারা যে সমস্ত বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতে পারিবে না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদায়

২। বৈদেশিক শক্তি বা দেশীয় রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ সম্বন্ধে কোন কথা।

৩। আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয় আলোচিত হইতে পারিবে না. এবং

৪। আয় ব্যয়ের বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইবে না।

——

অতিশয় দুঃখসন্তপ্তচিত্তে মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি। গত মঙ্গলবার রাত্রি ২টার সময় মৃত্যু হয়। মিঃ দত্ত বরোদায় ছিলেন সেখানে পীড়িত হইয়াছেন, এসংবাদ কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারা গিয়াছিল। বয়স কিঞ্চিদধিক ষাইট বৎসর হইয়াছিল। দত্ত মহাশয় যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতেই কৃতিত্ব দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছেন। এমন বহুগুণান্বিত সুসন্তানের তিরোধানে দেশের খুবই ক্ষতি হইল। তাঁহার সদ্গতি হউক ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনীয়।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ক্যাপ্টেন ব্যারি ব্যারাকপুর ও দমদমার ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। পাটনায় ডেঃ মাঃ বাবু শ্যামনারায়ণ সিংহ বাঁকা মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মিঃ সিডনি ক্রিষ্টেন আই সি এস ভগলপুরের সদরে জাঃ মাঃ হইলেন।

প্রোবে ডেঃ কঃ মৌঃ মহঃ ওয়াহেদ মজঃফরপুরে, বাবু ইন্দ্রমণি সিংহ সাহাবাদে প্রোটেম ৮ম শ্রেণীর ডেঃ মাঃ হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত জাঃ মাঃ মিঃ বার্ণিকট ৩য় শ্রেণীর জাঃ মাঃ হইয়া মানভূমের সদরে স্থাপিত হইলেন। সাঁওতাল পরগণার ডেঃ মাঃ মিঃ ওয়াডি জোনস্ পূর্ণিয়ার সদরে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত সব ডেঃ কঃ গণ প্রোবেঃ ডেঃ কঃ হইয়া স্ব স্ব নামের পার্শ্বে লিখিত স্থানে স্থাপিত হইলেন—বাবু—সুরেন্দ্র নাথ সরকার বালেশ্বরে, বৈদ্যনাথ সহায় নং ১ সাহাবাদে, শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায় মুঙ্গেরে, সুরেন্দ্র নাথ সেন রাঁচিতে মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত হুগলীতে, মৌঃ সায়দ আবুল মাসুদ নদীয়ায় বাবু—রাধুলাল বর্ম্মা রাঁচিতে, বাল মুকুন্দ বাহিদের সম্বলপুরে, যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগণায়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রোবেঃ ডেঃ কঃ হইয়া স্ব স্ব নামের পার্শ্বে লিখিত জেলায় সদরে স্থাপিত হইলেন :—বাবু তারানাথ গুপ্ত এম এ বি এল হাওড়া, বাবু রামদেব মুখার্জ্জি এম এ পাটনা, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন এম এ হাওড়া, মৌঃ আবুল হাসান মহঃ তাহের এম এ পাটনা, বাবু অতুলচন্দ্র বন্দ্যো

এম এ ২৪ পরগণা, বাবু গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম এ হুগলী, মিঃ সিদ্দিক বিষ্ণুপ্রসাদ শীল বি এ ২৪ পরগণা, মৌলবী সৈয়দ মহঃ কোরেশ এম বি এ (ইঁহাকে কোথায় দেওয়া হইবে এখনও বিবেচনাধীন) মৌঃ সৈয়দ আহাম্মদ বি এ পাটনা, মিঃ অর্দ্ধেন্দু উইলিয়াম পেপি (কোথায় দেওয়া হইবে এখনও বিবেচনাধীন) [যাঁহারা এখনও স্বাস্থ্য বরন এবং শিক্ষাসম্বন্ধে সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই তাঁহাদের নিয়োগ সেই সার্টিফিকেট দাখিল এবং গ্রাহ্য হওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। মিঃ ই এইচ জনষ্টন, মিঃ এ পি মিডলটন, মিঃ এ বি ডনকান মিঃ ই উইলসন এবং মিঃ এইচ উইলিয়ম্‌স আই সি এস হইয়া যথাক্রমে মেদিনীপুর, মজফরপুর, সারণ, রাঁচি ও চম্পারণের সদরে স্থাপিত হইলেন।

বিচার—বাবু ব্রজেন্দ্র প্রসাদ এম এ বি এল সিবানের মুঃ হইলেন। বাবু পান্নালাল বসু বি এল বিষ্ণুপুরের মুঃ হইলেন। বাবু কৃষ্ণবিহারী বসন্ত বি এল বাঁকুড়া সদরে মুঃ হইলেন। মুঃ বাবু পূর্ণচন্দ্র সরকার ৯ মাসের ছুটি পাইলেন।

বাবু অতুল বিহারী গোঁসাই সব ডেঃ কঃ মজফরপুর ৩১ দিনের ছুটি পাইলেন। ছোটনাগপুরের সব ডেঃ কঃ বাবু শিশির কুমার কবিরাজ রাঁচির সদরে স্থাপিত হইলেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ পোতে সব ডেঃ কঃ হইলেন—সিবান অফিস সব একেন্সীর মুন্সী করণ নারায়ণ, মৌঃ সৈয়দ আলিমুদ্দীন আহম্মদ কাছুনগো, বাবু অক্ষয় নারায়ণ মিত্র বি এ বাঙ্গালার লবণের সব ইনঃ। ইঁহারা কোথায় স্থাপিত হইবেন তাহা এখন বিবেচনাধীন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রোবেঃ সব ডেঃ কঃ হইয়া স্ব স্ব নামের পার্শ্বে লিখিত জেলার সদরে স্থাপিত হইলেন:—মৌঃ মহঃ মহসিন এম এ (ইঁহাকে কোথায় দেওয়া হইবে তাহা এখন বিবেচনাধীন), বাবু—সন্তোষচন্দ্র গুপ্ত এম এ বীরভূম সন্তোষ চন্দ্র ঘোষ এম এ হাওড়া, কালীচরণ মুখার্জ্জি বি এ ২৪ পরগণা, বিজয় কান্ত সেন বি এ রাঁচি, মৌলবী সৈয়দ মহঃ শফি মুশাহিদাতা বিএ (ইঁহাকে কোথায় দেওয়া হইবে এখন বিবেচনাধীন) বাবু ভূপতি ভূষণ ঘোষ বিএ যশোহর, মৌঃ মামুদ আব্দুল আলাম বি এ পাটনা, মৌলবী কাসিম মহঃ আবদুল আজিজ বিএ সাহাবাদ, বাবু ভগবান প্রসাদ বি এ মুঙ্গের, বাবু তারকচন্দ্র নায়েক বি এ সম্বলপুর। [যাঁহারা স্বাস্থ্য বরন এবং শিক্ষাসম্বন্ধে সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই তাঁহাদের নিয়োগ ঐ সকলের দাখিল এবং গ্রাহ্য হওয়ার উপর নির্ভর করিবে]।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[রাজপুতানা] বিগত ৬ই নবেম্বর জয়পুরের মহারাণীর মৃত্যু হয়। ধর্ম্মশীলতা এবং উদারচিত্ততা গুণে ইনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে নিজ তহবিল হইতে দুই লক্ষ টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। কি কি দাতব্য উদ্দেশ্যে ঐ টাকা ব্যয় হইবে পরে জানা যাইবে। রাজপুতানার রাজ-মহারাজ সর্দারগণ মহারাণীর মৃত্যুতে নিজেদের শোক জ্ঞাপন করিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন। জয়পুর রাজ্যের অফিস আদালত প্রভৃতি সাত দিন যাবৎ বন্ধ রাখা হয়। অনেক ইংরাজও শোক জ্ঞাপন করিয়া বিলাত হইতে পত্র লিখিয়াছেন। রাজপ্রাসাদে শোক জ্ঞাপন জন্য একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে স্থানীয় ইউরোপীয়গণ এবং রাজা মহারাজ সর্দারগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজপুতেরা শ্বেত বর্ণের বিকাশ দ্বারা নিজেদের শোকচিহ্ন ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তদনুসারে সকলেই শ্বেতবর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া সভায় আসিয়াছিলেন। মহারাণীর শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। ৪০ হাজার ব্রাহ্মণ, সর্দারগণ, রাজ্যের উচ্চকর্ম্মচারিগণ, স্কুলের ছাত্রগণ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ে প্রায় দেড় লক্ষ লোককে খাওয়ান হইয়াছিল। জেলের কয়েদীদিগকেও খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বড়লাট বাহাদুর এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ মহারাণীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

[সাধারণ] বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ ত্রিপুরা রাজ্যের নূতনরাজা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া পাতিয়ালার শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। উহাদের অধিকাংশই আর্য্যসমাজের লোক এবং অনেকেই উচ্চপদস্থ। বিগত ১১ই অক্টোবর ঐ সমস্ত লোকের গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে আরও গ্রেপ্তার ইত্যাদি চলিতেছে। পাতিয়ালার যুবক মহারাজ অভিযুক্ত রাজদ্রোহীদের বিচারের জন্য চারিজন প্রধান লোককে লইয়া এক বিশেষ আদালত গঠন করিয়াছেন।

ভারত প্রবাসী দুরবস্থাপন্ন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগকে অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া যাইয়া বসবাস করিয়া দিবার জন্য একটি "লিগ" অর্থাৎ সম্মিলনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আয়ার্ন হোলডেন তাহার এজেণ্ট। তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, অল্পদিন মধ্যে দুই সহস্র এংলো ইণ্ডিয়ান তাঁহার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছে, এবং প্রত্যহ আরো কতকগুলি আবেদন লইয়া উপস্থিত হইতেছে।

বোম্বাইয়ের "হিন্দী এংলো" নামক পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কৃষ্ণজী কাশীনাথ কর্ত্তৃক মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলের বাবহারে ব্রাহ্মণ অসহিষ্ণুদের আরোপ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েসনের অর্থসাহায্যে বিলাতে গিয়া তিনি দেশের ক্ষতি করিয়া আসিয়াছেন, ইত্যাদি কথা প্রচার করায় মিঃ গোখেল তাঁহার ও উক্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানির ক্ষতিপূরণের জন্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকার দাবীতে বোম্বাই হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। জষ্টিস মেকলিয়ডের বিচারে মিঃ কাশীনাথের ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দণ্ড হইয়াছে।

---

### সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র দিগের নাম।

[প্রথম ছাত্রের নাম পরে অধ্যাপকের নাম, তৎপরে অধ্যয়ন স্থান ও বৃত্তি পরিমাণ—এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে। স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট হইতে এই বৃত্তি পাওয়া যাইবে। মাসিক দুই টাকা বৃত্তি, দুই বৎসর স্থায়ী]

গুণানুসারে

বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া

গৌরাঙ্গ সুন্দর গুপ্ত কেশব চন্দ্র শিরোমণি ঐ

দুঃখ মোচন ঝা হরিহর শর্ম্মা পাটনা

রামপদ কাব্যতীর্থ বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধ বিজয় চতুঃ

কুমুদ বন্ধু কাব্যতীর্থ হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ

নৃত্যগোপাল ভট্টা হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়

সংস্কৃত শিক্ষায় পশ্চাৎপদ স্থানের ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বৃত্তি

সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী রমণীমোহন বিদ্যারত্ন মেদিনী চতুঃ নাটোর

তারাপ্রসন্ন ভট্টাঃ প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ বারুইখালি

দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য অন্নদানাথ বেদান্ত শাস্ত্রী চৌপাড়ী

শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ লাউবিরা

ভবানন্দ বিত্তারত্ন কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ বুরধা

মহেন্দ্র চন্দ্র ভট্টা লাল মোহন স্মৃতিভূষণ আগরতলা

পরীক্ষোত্তীর্ণের অনুপাতে বৃত্তি

কলিকাতা পণ্ডিত সভা—

শশিভূষণ ভট্টা রজনীকান্ত বেদান্ততীর্থ শ্রীরামপুর

ভাটপাড়া পরীক্ষা সভা—

মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য গণেশচন্দ্র কবিভূষণ মুরাডিঙ্গি

ঘাটাল সংস্কৃত সমিতি—

রামাতুল মুখো সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কোটালপুর

রাখালদাস ভট্টাচার্য্য রাধেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত জেমুয়া

নবদ্বীপ বিবুধজননী সভা—

রামময় ত্রিবেদী সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন বেলপুকুর

অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য ব্রজরাজ গোস্বামী চৈতন্য চতুঃ

বৰ্দ্ধমান বিজয় কেন্দ্র—

শ্যামাচরণ চক্র শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বিজয় চতুঃ

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন

রামকৃষ্ণ বাচস্পতি চণ্ডীচরণ কাব্যরত্ন কর্ণগড়

বিশ্বম্ভর চৌধুরী হরিহর শর্ম্মা পাটনা

বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতি—

লালমোহন রথ আর্ত্তত্রাণ কবিরত্ন বালেশ্বর

উপেন্দ্র মিশ্র বৈকুণ্ঠচরণ বিত্তাসাগর ময়ূরভঞ্জ

যদুনাথ পাণ্ডা আৰ্ত্তত্ৰাণ কবিরত্ন বালেশ্বর

উড়িষ্যা সংস্কৃত সমিতি, কটক—

নারায়ণ নন্দ ত্রিলোচন কাব্যতীর্থ ঢেনকানাল

লিঙ্গরাজ মিশ্র কৃপাসিন্ধু ত্রিপাঠী শ্রীধর পল্লার

নরহরি মিশ্র ত্রিলোচন কাব্যতীর্থ ঢেনকানাল

পুরী জগন্নাথ সমিতি—

বনমালি দাস বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী সং স্কুল

জগন্নাথ রথ রামচন্দ্র মিশ্র ন্যায়রত্ন পুরী

গোপীনাথ দাস হরিহর মিশ্র ন্যায়ভূষণ পুরী সংস্কুল

বহরমপুর পণ্ডিত সভা—

করুণাময় গোস্বামী ঋষিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মাণিকডিহি

রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ বহরমপুর জুবিলি টোল

দৌলৎপুর সারস্বত সমিতি—

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ হটনা

বাকলা আর্য্য সম্মিলনী সভা—

কালীকুমার চক্রবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ ভুরাইর

সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ললিতমোহন বাগশুপ্ত বাকলা সৈনা

মদনাচরণ ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ

ঢাকা—

হরিদাস চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সুধাপুর

ফরিদপুর হিতৈষিণী সভা

সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ বীপুর

মাখন লাল বন্দ্যোপাধ্যায় তারাকান্ত ব্যাকরণতীর্থ পণ্ডিতসার

কুঞ্জনাথ ঠাকুর নবীনচন্দ্র তর্করত্ন মূলঘর

কোটালীপাড়া—

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন কাব্য রামপুর

ময়মনসিংহ ধর্ম্মসভা—

জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শশিকুমার বিদ্যাভূষণ সেরাজ

দুর্গাসুন্দর ভট্টাচার্য্য সুরেশচন্দ্র বিদ্যানিধি যশোদল

চট্টগ্রাম বিদ্যাবিনোদিনী সভা-

নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ জাটি খাইন

রাজসাহী রাণী হেমন্তকুমারী সং কঃ

নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী গোপালচন্দ্র কাব্যরত্ন বড়কুঠি

হরিশ্চন্দ্র তপাপাত্র অভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম ঘোড়ামারা

বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভা-

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ কাব্যতী খলিসাকোটা

বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য হারাণ চন্দ্র বেদান্ততীর্থ বরিশাল

শান্তিরঞ্জন গুপ্ত বিশ্বম্ভর স্মৃতিরত্ন নারায়ণপুর

রংপুর ধর্ম্মসভা—

তারিণীকান্ত দাস শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ দিনাজপুর

ললিতমোহন গোস্বামী মহাঃ যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর

আশুতোষ চন্দ্র ঘটক বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন রায়খালি

নোয়াখালি সুহৃদ সম্মিলনী সভা—

নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কালীনাথ তর্কবাচস্পতি বেথুরী

যামিনী নাথ ভট্টাচার্য্য হরিকৃষ্ণ সাংখ্যভূষণ নোয়াখালি

কুমিল্লা ধর্ম্মসমিতি—

অশ্বিনীকুমার দাস কালীকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ চুণ্টা

মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী নবীনচন্দ্র তর্কতীর্থ ভালপা

উড়িষ্যার জন্য রক্ষিত বৃত্তি

কৃষ্ণচন্দ্র সংপতি বিদ্যাধর বেদান্ত বাগীশ বলদেবজি

নীলকান্ত মহাপাত্র জগন্নাথ মিশ্র তর্কসাংখ্য ন্যায়তীর্থ পুরী

সুরেশচন্দ্র প্রহাচার্য্য বলভদ্র কাব্যতীর্থ রাজ নারায়ণ টোল

## সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষা

গুণানুসারে

গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ জুবলহাটী ১৲

সুরেন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী বগলাচরণ সাংখ্যতীর্থ জগৎপুর আশ্রমটোল ৬৲ এবং তরঙ্গিনী রৌপ্য মেডেল

অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর ৪৲ এবং ঐ মেডেল

সংস্কৃতশিক্ষায় পশ্চাৎপদ স্থানের ছাত্রদিগের উৎসাহের জন্য

নলিনীমোহন চৌধুরী সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোনাচক ৩৲

সুরেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ মহাঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী ২৲

তারকনাথ মিশ্র দীননাথ কাব্যতীর্থ বাসুদেববেড়িয়া ২৲

কলিকাতা পণ্ডিত সভা—

পরীক্ষোত্তীর্ণের পাশের অনুপাতে

ধর্ম্মকান্ত কাব্যতীর্থ হরনাথশাস্ত্রী কলিকাতা ৪৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য রামদত্ত বেদান্তরত্ন অমরচতু ৪৲

সুরেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর ৪৲

গণেশদত্ত বাস প্রাইভেট ৪৲

হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বসন্তকুমার তর্কনিধি কলিকাতা ৩৲

কানাইলাল ভট্টাচার্য্য বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ মৃণাঙ্কোক ৩৲

রামরঞ্জন কাব্যতীর্থ কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া ৩৲

উমাচরণ ভট্টাচার্য্য সংকঃ কলিকাতা ৩৲

যোগেশ্বর মিশ্র যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় কলিকাতা ৩৲

ভাটপাড়া পরীক্ষা সভা—

সহদেব রায় গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী মোকি ৪৲

রাজেন্দ্রলাল নাথ বিনোদবিহারী স্মৃতিতীর্থ ধলচিটা

ঘাটাল সংস্কৃত সমিতি—

ধ্রুবেন্দ্র নাথ মিশ্র শ্রীপতি কাব্যতীর্থ বলাগড়িয়া ৪৲

নবদ্বীপবিবুধ জননী সভা—

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আশুতোষ তর্কভূষণ নবদ্বীপ ৪৲

দেবেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন ঐ ৩৲

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবনী—

কপিলেশ্বর ঝা রবিনাথ ঝা বায়বঙ্গ ৪৲

রামচরিত উপাধ্যায় রামাশ্রয় ত্রিবেদী আমনাইব ৪৲

তেজ নারায়ণ ঝা হরিহরশর্ম্মা পাটনা ৪৲

শিবচন্দ্র মিশ্র গোকুলানন্দ মিশ্র মজফরপুর ৪৲

চন্দ্রকান্ত পাঠক সর্ব্বানন্দ ত্রিপাঠী গাজীপুর ৩৲

হরিবংশ মিশ্র লক্ষ্মীকান্ত ঝা কাতুয়া ২৲

হরদেব ঝা হরিহর শর্ম্মা পাটনা ৩৲
রাঘবর চতুর্ব্বেদী জগন্নারায়ণ শর্ম্মা মুস্তাফাপুর ৩৲
জয়ভদ্র ঝা যদুনাথ ঝা বিক্রমপুর ৩৲

জগন্নাথ সমিতি, পুরী—

নারায়ণ মিশ্র ভুবনেশ্বর মহাপাত্র পুরী ৩৲

বহরমপুর পণ্ডিত সভা

যোগেন্দ্র নাথ বাগচি চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বহরমপুর ৩৲
রমেশচন্দ্র পাঠক কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার কাঠমাপাড়া ৩৲ এবং তরঙ্গিনী গৌপাপদক

ন্যায়ের জন্য রক্ষিত বৃত্তি

নীলাম্বর মিশ্র জগন্নাথ মিশ্র পুরী ৩৲ এবং তরঙ্গিনী গৌপামেডেল
দীনেশানন্দ ভট্টাচার্য্য চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বহরমপুর ৩৲

রামনাথ সেন কবিরাজ ঐ ঐ ঐ
জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা সংকঃ ৩৲
অকুল মিশ্র উমানাথ মিশ্র শ্রীধর কটক ৩৲
জনার্দ্দন সৎপতি গোকুলনাথ কাব্যতীর্থ বালেশ্বর ৩৲

রামচন্দ্র রথ বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী ৩

## সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষার ফলানুসারে অধ্যাপকদিগকে দেয় বৃত্তি।

(বৃত্তি স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট পাওয়া যাইবে—এক বৎসর স্থায়ী)

গুণানুসারে—৮৲

পণ্ডিত—গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া, কেশবচন্দ্র শিরোমণি ঐ, হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ, বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান বিজয়চতুঃ, গণেশচন্দ্র কবিভূষণ মুরাডাঙ্গা, চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ ১১নং রামকান্ত বসুর লেন কলিকাতা, শশিকুমার বিদ্যাভূষণ শেরি, রজনীকান্ত বেদান্ততীর্থ শ্রীরামপুর, হারাণচন্দ্র বেদান্ততীর্থ বরিশাল, প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ বারুইখালি।

সংস্কৃত শিক্ষায় পশ্চাৎপদ স্থানের অধ্যাপকদিগের উৎসাহের জন্য—৮৲

পণ্ডিত—পুরুষোত্তম বিদ্যানিধি মেদিনীপুর, বীরেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর, লোহারাম শিরোমণি মণিকপুর যশোহর, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাড়াপাড়া, কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন চাঙ্গড়া, উমাচরণ তর্করত্ন কেলিসহর, গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ঘোড়ামারা, শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ দিনাজপুর, হরনাথ ন্যায়রত্ন ঘোষ কামতা বেগমগঞ্জ নোয়াখালি, রাসমোহন স্মৃতিভূষণ আগরতলা ত্রিপুরা।

সংখ্যা সমষ্টি অনুসারে—৮৲

পণ্ডিত—গোকুলাল মিশ্র টীকারী পাঠশালা গয়া, অচ্যুতলাল ঝা বড়হরা দারবঙ্গ, বিদ্যাধর বেদান্তবাগীশ বলদেবজি কটক, আর্ত্তত্রাণ কবিরত্ন শ্রীরামচন্দ্র টোল বালেশ্বর. গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পাকুড়িয়া মুরশিদাবাদ, গোপীকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী মজঃফরপুর, রামচিজ পাণ্ডে মারোয়ান সাহাবাদ, বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন গড় বাসুদেবপুর, যোগেশ্বর ঝা পিণ্ডারুচ দারবঙ্গ, দেবতাচরণ মিশ্র পিপরপৌটী গয়া, সারদাচরণ বিদ্যারত্ন গোপচক, সর্ব্বানন্দ ত্রিপাঠী কাকীপুর, গোকুলাল ঝা হরিপুর দারবঙ্গ শ্রীহরি ঝা পাঁচগাছিয়া ভগলপুর।

বৃত্তি পরিমাণ ৬৲

পণ্ডিত—শিবধাম ত্রিপাঠী মথুরাম পাঠশালা বক্সার, সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া, শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ চট্টগ্রাম সিটিস সংচতুঃ, মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সুজাপুর ঢাকা দীননাথ কাব্যতীর্থ বসুদেববেড়িয়া মেদিনীপুর, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য খেসরা খুলনা, মহেশ ঝা সুজাগঞ্জ ভগলপুর, কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী, পুরী, বলভদ্র মিশ্র মিয়াপাড়াপুরী, জয়প্রকাশ পাঠক দানাপুর, হৃষীকেশ বেদান্ততীর্থ বকুলিচক।

উড়িষ্যার জন্য রক্ষিতবৃত্তি—৬৲

পণ্ডিত—গঙ্গাধর কাব্যতীর্থ পদ্মনাভপুর, রামচন্দ্র মিশ্র পুরী, অনিরুদ্ধ সারঙ্গী ঢোলসাহী।

হরকুমার ঠাকুরের বৃত্তি—৪

(সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট পাওয়া যাইবে)

পণ্ডিত—সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহিষাদল, সীতানাথ স্মৃতিরত্ন ২৩ রামকান্ত বসুর লেন বাগবাজার, যোগেশ্বর মিশ্র রাঁচি; যজ্ঞেশ্বর তর্করত্ন ভেবেড়িয়া।

## সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষার ফলানুসারে অধ্যাপকগণকে দেয় বৃত্তি

গুণানুসারে—১২৲

পণ্ডিত—বন্দাচরণ সাংখ্য ব্যাকরণতীর্থ জগৎপুর আশ্রম; দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর; ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ হুগলঘাটা, শ্রীপতিচরণ কাব্যতীর্থ নন্দ চতুঃ মেদিনীপুর; হরনাথ শাস্ত্রী রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলিকাতা; সামন্ত ভুবনেশ্বর মহাপাত্র পুরী।

সংস্কৃত শিক্ষায় পশ্চাৎপদ স্থানের অধ্যাপকগণের উৎসাহের জন্য—১০৲

পণ্ডিত—হেমচন্দ্র তর্কসাংখ্যতীর্থ বামিয়া; পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বৈদ্যপুর, বিজয়নাথ শিরোমণি বারুইখালি; শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ বাজাসি; সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সুখারি; বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ রায়কালী।

সংখ্যা সমষ্টি অনুসারে—১২৲

পণ্ডিত—হরিহর শর্ম্মা পাটনা, দেবদত্ত মিশ্র খড়খড়া; বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী সংস্কৃত স্কুল; ললিতমোহন দাসগুপ্ত সৈলা কবীন্দ্র কঃ যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় বড়বাজার; রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর, কবিভূষণ [illegible] টোল; আশুতোষ কাব্যতীর্থ [illegible]।

বৃত্তি পরিমাণ ১৮

পণ্ডিত—উমানাথ মিশ্র শ্রীধর কটক; দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ গৌরনপুর, কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটপাড়া, চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ জলিয়া, বীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মূলাজোড়, শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান বিজয়চতুঃ; হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়।

ন্যায়ের জন্য রক্ষিত বৃত্তি

পণ্ডিত—জগন্নাথ মিশ্র পুরী ১২; চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ বহরমপুর ১০৲।

উড়িষ্যার জন্য—১০

পণ্ডিত—বামেশ্বর কাব্যতীর্থ কেন্দ্রাপাড়া; জয়নারায়ণ কাব্যতীর্থ বালেশ্বর; গদাধর ত্রিপাঠী রঘুনন্দন টোল।

হরকুমার ঠাকুরের বৃত্তি (কলিকাতা পণ্ডিত সভার জন্য)

(সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে)

পণ্ডিত—রামরত্ন বেদান্ততীর্থ চুঁচুড়া অন্নচতুঃ ৬৲; রঘুনাথ ত্রিবেদী বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় কলিকাতা ৬৲ গোপাল চন্দ্র কাব্যতীর্থ পাবনা ৫৲ বসন্তকুমার তর্কনিধি ৮ নং কাঁটাপুকুর লেন কলিকাতা ৫৲ মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড় সংস্কৃত কঃ ৫ টাকা।

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা মধ্যাঙ্গ স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate teacher for the B L free Institution at Bainchie (Hugli) on Rs 45 per month, with free quarters in the teachers' Boarding house. Apply to the Hd master.

A graduate A course, strong in English for the Saktipur Kumar Mohim Chandra Institution on Rs 70 per mensem, Po Saktipur, Dt Murshidabad, 3 miles off the Rajnagar station E I R (Murshidabad line), on the river Bhagirathi. The school is patronized by His Highness the Maharaja of Cossimbazar.

A graduate strong in Mathematics, as 2nd master, for the Kirnahar Sib Chandra H C E school, Birbhum, on Rs 40—Rs 50, per month, according to qualifications. Must stick at least for two years. Apply to the Secrtary through the Hd master.

A graduate 2nd master for Abaipur Ramsundar Institution on Rs 45 per mensem. Po Abaipur Dt Jessore.

A B AExperinced Hd master strong in English on Rs 50 to 60 a month for the Harnia Bagbatia H E school (Pabna) Apply to the Asst Secretary.

An F A Hd master pay Rs 25 the New Chelapate M E school Rungpur.

A graduate strong in Mathemitics as the 2nd master in K K Jnanoda Institution, Gopalnagar, on Rs 50 per month with free quarters. Khanakul po. (Dt Hoogly.

A graduate on Rs 50 a month and English knowing Kabyatrithe Hd Hd Pandit on Rs 25 and English knowing Persian teacher (passed) final Madrasah) on Rs 20—25 according to qualification for the Nawabganj High school Dacca.

A 2nd master for the Tufungunj M E school on Rs 22 8 per month He must have passed the Entrance Examination.

For the Duptara M E school (Dacca an F A plucked teacher on Re 12—15 according to qualifications. Free board and lodging. Po Duptara.

A Baidya Hd master F A for the Ballavdi M E school on Rs 20 besides free board and lodging. Ballavdi po Faridpur Dt.

A B course Plucked assistant teacher for the Panditsar H E school Faridpur on Rs 25 to 30 with free board and lodging.

A graduate Hd master for the Gosiu-Durgapur H E school on Rs 80 permensem with free quarters. 46, Bechu chatterjee's street. Calcutta.

An English knowing Hd Pandit for the Mugkalyan H E school Howrah Rs 25 per mensem. Must apply to the Hd master, Mugkalyan H E school.

Two graduates one strong in English and the other strong in Mathematics on Rs 50 to 60 and Rs 55 to 60 respectively, and 5 five F A or plucked B A on Rs 30 to 40 respectively for the Sonatola Government aided school Bogra. Free quarters to all. Apply to the Hd master.

কলিকাতা ১২৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে একজন অভিজ্ঞ হেড মাষ্টার আবশ্যক। বেতন ৩০ টাকা।

উত্তর পাড়ো গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত মইং স্কুলে কিণ্ডার গার্টেন নিয়মানুসারে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ ১৮ টাকা হেড মাষ্টারের নিকট আগামী ৭ই ডিসেম্বর আবেদন করিবেন।

জেলা বর্দ্ধমান থানা খণ্ডঘোষের অন্তর্গত পোদনা মইং স্কুলে হেঃ মাঃ ও হেঃ পঃ হেঃ মাঃ এফ এ ও হেঃ পঃ নর্ম্মাল পাশ চাই। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ তরফদার ওর এডিসেনেল স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর বর্দ্ধমান

একজন তহশীলদার গবর্ণমেণ্ট এষ্টেটে যেরূপ হিসাব রাখা হয় সেইরূপ হিসাব রাখার প্রণালী জানা চাই, বেতন ২০ টাকা এবং পাথের যথা রীতি। জরিপ ও নক্সা প্রস্তুত করিতে জানা চাই এবং এককালীন ২০০ টাকা নগদ জামিন স্বরূপ দিতে হইবে। উলুবেড়িয়া সবডিভিজনাল আফিসারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বড়গোপা এক কে মিডল মাদ্রাসা। আপাততঃ ২০ টাকা এণ্ট্রান্স পাশ এবং মুসলমান চাই। শ্রীরমণীরঞ্জন সরকার বড়গোপা পোঃ বড়গোপা জেলা বাখরগঞ্জ এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কলিকাতা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীট মইং স্কুলে একজন ট্রেণ্ড ভুইং জানা নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বাসস্থান পাইবেন। বেতন উপস্থিত ১২৲ টাকা। সুরেশ চন্দ্র মিত্র সিটী ট্রেনিং স্কুল, ২৭নং শীকদার পাড়া ষ্ট্রীট জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

চাপাইর মইং স্কুলে হেঃ মাঃ। বেতন ১৫৲ ও আহার। পোঃ কালিয়াকর, ঢাকা।

আসানসোল ই, আই, আর, হাই স্কুলে একজন ট্রেণ্ড ও ড্রইং জানা নর্ম্মাল পাশ দ্বিতীয় পণ্ডিত। বেতন ১৫৲। হেড্ মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন।

বলগা মধ্যস্কুলে একজন নূ নর্ম্মাল বৈবাহিক পণ্ডিত। বেতন ২০৲ টাকা ও বাসস্থান। মুসলমান হইলে এবং আরবি পারসি জানা থাকিলে আহার পাইবেন। পোঃ বলগা দিনাজপুর।

ব্রাহ্মনদী মাইনর স্কুলে নূ এফ. এ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল বৈবাহিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ২০৲ ও ১২৲ টাকা। পোঃ ব্রাহ্মনদী, জেলা ফরিদপুর।

চেমশা সুবর্ণা মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত বেতন যোগ্যতানুসারে ১২—১৫ টাকা ও আহার। শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরী মোক্তার পোঃ সাতকানিয়া গ্রাম চেমশা জিলা চট্টগ্রাম।

জেলা ফরিদপুর মাকবাড়ী ম ইং স্কুলে মাসিক পনর টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল পাশ ব্রাহ্মণ হেঃ পঃ ১৮ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা বৃদ্ধি হইবে ই বি এস আর সেলগা ছ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী চন্দনা নদীর ধারে অবস্থিত। আহার পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইবারও সুবিধা আছে। পোঃ সোনাপুর, ভায়া পাংসা।

ফরিদপুর জিলা ইশিবপুর ম ইং স্কুল (সমাজ ইশিবপুর পোঃ) নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ জনৈক সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন যথাক্রমে ১৫ ও ১২ টাকা এবং আহার। শ্রীমতিলাল বসু হেড পণ্ডিত।

একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা ও আহার। সরজা মইং স্কুল। জেলা বর্দ্ধমান, পোঃ সরজা।

সাগরদিঘী মাইনর স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। হেড পণ্ডিতের জন্ত একজন নর্ম্মাল ২য় বার্ষিক শিক্ষক। বেতন ২০ ও ১৫ টাকা পোঃ সাগরদিঘী মুর্শিদাবাদ।

রাজবাড়ী রাজা সূর্য্যকুমার ইনষ্টিটিউশনের জন্ত একজন এণ্ট্রান্স পাশ বা ভাল ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ ব্রাহ্মণ হেড পণ্ডিত। বেতন ২৫৲ টাকা। পোঃ রাজবাড়ী, ফরিদপুর।

রাজীবপুর মইং বিদ্যালয়ে একজন নূ দ্বিবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ২০ টাকা। বাসস্থান দিলিবে। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন গৃহীত হইবে। রাজীবপুর পোঃ, ২৪ পরগণা।

খাল্লাপুর মইঃ স্কুলে ড্রিল ও ড্রইং জানা নুর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ১৬ টাকা ও আহা। পোঃ খান্দারপাড়া জেলা ফরিদপুর

ঘুড়িষা মইঃ স্কুল স্কুলে একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত এণ্ট্রান্স পাশ চাই। বেতন ১০ টাকা প্রাইভেটে আহা। এবং আরও কিছু হইবার সম্ভব। অত্র স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের নিকট ১৫ই ডিসেম্বর মধ্যে আবেদন করুন পোঃ ঘুড়িষা ভায়া বোলপুর জেলা বীরভূম

পীরগঞ্জ মইঃ স্কুলে মাসিক ২০ টাকা বেতনে একজন ইংরাজী জানা হেঃ পঃ। বিনাব্যয়ে বাস স্থানের ব্যবস্থা আছে। পীরগঞ্জ পোঃ জেলা দিনাজপুর

বাঘারপাড়া নবা স্কুলে ১০ টাকা বেতনে একজন এণ্ট্রান্স পাশ কিম্বা এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত ইংরেজী জানা শিক্ষক। বোর্ডিং মুসলমানের আবেদন অগ্রগণ্য, বাগীয়া পোঃ বাঘারপাড়া, যশোর

কোতলা মইঃ স্কুলে জনৈক এক এ হেঃ মাঃ বেতন ২০ টাকা ও আহা। আগামী ২০শে ডিসেম্বর মধ্যে, জেলা ২৪ পরগণা পোঃ কাশীনগর ভায়া জয়নগর।

জেলা বীরভূম পোঃ সাকুলিপুর অত্র সাকুলিপুর মাইনর মাদ্রাসা স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক মুসলমান হেঃ পঃ বেতন ১০৲ ও আহা। লুপলাইন বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া আসিতে হয়, ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে।

একজন অনার গ্রাজুয়েট শিক্ষক ভাল ইংরাজী ও ইতিহাস জানা বেতন ৩০৲ ও ৪৫৲ এবং দুইজন জুনিয়র ইংরাজী শিক্ষক যথাক্রমে ২০৲ ও ১৬৲ টাকা আপাততঃ। দুর্গাপুর হাইস্কুল, পোঃ তরবাজহাট এ বি রেলওয়ে।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এণ্ট্রেন্স পাশ একটী শিক্ষক, শিক্ষকের ইংরাজী বাঙ্গালা অঙ্ক এবং সংস্কৃতে উত্তম জ্ঞান থাকিলে এণ্ট্রেন্স পাশ না হইলেও ক্ষতি নাই বেতন ১০৲ হইতে ১২ টাকা পর্যন্ত। আহারাদিও বাসস্থানের নিমিত্ত কোন খরচ লাগিবে না। শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মামুদপুর দিগড়ুই পোঃ, ভায়া মগরা জেলা হুগলী

[উদ্ধৃত]

## সাংখ্য ও অদ্বৈত মত

সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস—এক কথায় সমুদয় বিকাশ হইয়াছে। এই প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে [illegible] এগুলি গুণ নহে, জগতের উপাদান কারণ—এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে আর যুগারম্ভে এগুলি সাম্যভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয় তখন এই দ্রব্যগুলি পরস্পর নানারূপে মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। উহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা মহৎ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধি বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ রস প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহংকার হইতেই সমুদয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হইতেই স্থূল পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমরা জড় বলি। তন্মাত্রার (অর্থাৎ যে সকল পরমাণু দেখা যায় না বা যাহাদের পরিমাণ করা যায় না,) পর স্থূল পরমাণু সকলের উৎপত্তি—যাহাদিগকে আমরা অনুভব ও ইন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই ত্রিবিধ কার্য্যসমন্বিত চিত্ত প্রাণ নামক শক্তিসমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই প্রাণের সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী শক্তির একটী কার্য্য মাত্র। কিন্তু এখানে প্রাণ সমূহ অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তি সমূহ বুঝায়, যাহারা সমুদয় দেহটীকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি এই প্রাণ সমূহের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম প্রকাশ। যদি বায়ু দ্বারাই এই শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য করিত। প্রাণই বায়ুর উপর কার্য্য করিতেছে, বায়ু প্রাণের উপর করিতেছে না। এই প্রাণ সমূহ জীবনশক্তিস্বরূপ সমুদয় শরীরের উপর কার্য্য করিতেছে, উহারা আবার মন এবং ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ দুই প্রকার কেন্দ্র) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বেশ কথা। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার আর ভাবিয়া দেখুন কত যুগ পূর্ব্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী। যেখানেই কোনরূপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কপিলের নিকট কিছু না কিছু ঋণী। যেখানেই মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই এই চিন্তাপ্রণালীর [illegible] নামক ব্যক্তির [illegible] পাওয়া যায়।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনো বিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব্ব, কিন্তু আমরা যত অগ্রসর হইব, তত দেখিব, কোন কোন বিষয়ে উহার সহিত আমাদিগের বিভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে। কপিলের প্রধান মত—পরিণাম। তিনি বলেন এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকার স্বরূপ, কারণ, তাঁহার মতে কার্য্যকারণভাবের লক্ষণ এই যে,—কার্য্য অন্যরূপে পরিণত কারণ মাত্র।*

আর যেহেতু আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিত কোন উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখন বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন উহা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন উহা সীমাবিশিষ্ট হয়, কিন্তু ঐ উপাদানটী স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্যপ্রাপ্তির শেষ সোপান পর্য্যন্ত কোনটাই পুরুষ অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত সমান নহে। একটা কাদার তাল যেমন, মনসমষ্টিও তদ্রূপ; সমগ্র জগৎও সেইরূপ। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে—সমগ্র প্রকৃতির পশ্চাতে নিশ্চিত এমন কোন সত্তা আছে, যাহার আলোক উহার উপর পড়িয়া, মহৎ অহংজ্ঞান ও এই সব নানাবস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। আর এই সত্তাকেই কপিল পুরুষ বা আত্মা বলেন, বেদান্তিরাও উহাকে আত্মা বলিয়া থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ—উহা যৌগিক পদার্থ নহে। উহাই এক মাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চ বিকারই জড় পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটা বোর্ড দেখিতেছি। প্রথমে বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্ক কেন্দ্রে (কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে) ঐ বিষয়টীকে লইয়া আসিবে; উহা আবার ঐ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়া তাহার উপর আঘাত করিবে। মন উহাকে আবার অহংজ্ঞানরূপ অপর একটী পদার্থে আবৃত করিয়া মহৎ বা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু মহত্তের স্বয়ং

* কারণভাবাচ্চ। সাংখ্যসূত্র ১।১৮।১১

কার্য্যের শক্তি নাই—উহার পশ্চাতে যে পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা। এইগুলি সবই তাঁহার ভৃত্যস্বরূপে বিষয়ের আঘাত তাঁহার নিকট আনিয়া দেয়। তিনি তখন আদেশ দিলে মহৎ প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা মানবের আত্মা আর তিনি অজড়। যেহেতু তিনি অজড়, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাঁহার কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পুরুষগণের প্রত্যেকেই সর্ব্বব্যাপী, তবে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় পদার্থের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে পারেন। মন, অহংজ্ঞান, মস্তিষ্ককেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় গণ এবং প্রাণ এই কয়েকটী লইয়া সূক্ষ্ম শরীর অথবা খ্রীষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের 'আধ্যাত্মিক দেহ' বলে, তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, ইহারই বারবার জন্ম হয়। কারণ, আমরা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি, পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা যাওয়া অসম্ভব। গতি অর্থে যাওয়া আসা আর যাহা এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখন সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীরই আসে যায়। এই পর্য্যন্ত আমরা কাপলের দর্শন হইতে দেখিলাম যে, আত্মা অনন্ত, আর একমাত্র উহাই প্রকৃতির পরিণাম নহে। একমাত্র উহাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, সেই জন্য পুরুষ আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ ভাবিতেছেন, 'আমি লিঙ্গশরীর' 'আমি স্থূল শরীর', আর সেই জন্যই তিনি সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখ আত্মার নহে, উহারা লিঙ্গ শরীরের এবং স্থূল শরীরের। যখন কতকগুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমরা কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। আমরা উহা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি আমার অঙ্গুলির স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমরা অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেও উহা বোধ করিব না। অতএব সুখ দুঃখ স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের। মনে করুন, আমার দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট হইল, তাহা হইলে আমার চক্ষুদ্বয় থাকিলেও আমি রূপ হইতে কোন সুখদুঃখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সুখদুঃখ আত্মার নহে; উহারা মন ও দেহের।

আত্মার সুখদুঃখ কিছুই নাই, উহা সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ, যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু উহা কোন কর্ম্মের কোনরূপ ফল গ্রহণ করে না।

সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষের দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষের দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তদ্রূপ। *

"যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা লাল দেখায়, এইরূপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দ্বারা সুখ দুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্তু উহা সদাই অপরিণামী।" †

উহার অবস্থা যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, ধ্যানকালে আমরা যে ভাব অনুভব করি, উহা প্রায় তদ্রূপ। এই ধ্যানাবস্থায়ই আপনারা পুরুষের খুব সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব আমরা দেখিতেছি, যোগীরা এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া থাকেন; কারণ পুরুষের সহিত আপনার এই একত্ববোধ—জড়াবস্থা বা ক্রিয়াশীল অবস্থা নহে, উহা ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন।

তারপর সাংখ্যেরা আরো বলেন যে, প্রকৃতির এই সকল বিকার আত্মার জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনাদি সমস্তই উহা হইতে স্বতন্ত্র অপর কাহারও জন্য। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলি—এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দিকে ক্রমাগত পরিবর্তনপরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য। আত্মা সর্ব্বনিম্ন অবস্থা হইতে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পর্য্যন্ত স্বয়ং ভোগ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন, আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোনকালেই প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্ব্বদাই উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন—তখন তিনি আরো দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী তাঁহার আসা যাওয়া কিছুই নাই, স্বর্গে যাওয়া আবার এখানে আসিয়া জন্মান—সমুদয়ই প্রকৃতির—তাঁহার নিজের—নহে। তখনই আত্মা মুক্ত হইয়া যান। এইরূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার ভোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কার্য্য করিয়া যাইতেছে, আর আত্মা সেই চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য—মুক্তিরূপ চরম লক্ষ্যের জন্য এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। মুক্তিই আত্মার এই চরম লক্ষ্য। সাংখ্যদর্শনের মতে এই আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্তসংখ্যক আত্মা রহিয়াছেন। উহার আর একটী সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নাই, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সকল বিভিন্নরূপ সৃজন করিতে সমর্থ, তখন ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই

এক্ষণে আমাদিগকে সাংখ্যদিগের এই তিনটী মত খণ্ডন করিতে হইবে। প্রথমটী এই যে, জ্ঞান বা ঐরূপ যাহা কিছু, তাহা আত্মার নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নির্গুণ ও অরূপ। সাংখ্যের দ্বিতীয় মত যাহা আমরা খণ্ডন করিব, তাহা এই যে, ঈশ্বর নাই—বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বর স্বীকার না করিলে জগতের কোন প্রকার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পারে না, আত্মা অনন্তসংখ্যক হইতে পারে না, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এক আত্মা আছেন মাত্র—আর সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছেন। [ বেদান্ত জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ এক ব্রহ্ম বা আত্মা স্বীকার করেন আর কিছু স্বীকার করেন না। সাংখ্য যাহাকে প্রকৃতি বলেন বেদান্ত তাহাকে মায়া বা ভ্রম বলিয়া থাকেন।—মীয়তে অনেন ইতি মায়া— যাহা দ্বারা মাপা যায় তাহা অংশ মাত্র। এই সসীম জ্ঞান বা খণ্ড জ্ঞানই মায়া। ]

প্রথমে আমরা সাংখ্যের ঐ প্রথম সিদ্ধান্তটী লইয়া আলোচনা করিব যে, জ্ঞানচৈতন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মার জ্ঞানচৈতন্য নাই। বেদান্ত বলেন, আত্মার স্বরূপ অসীম অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সত্তা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তবে আমাদের সাংখ্যের সহিত এই বিষয়ে এক মত যে, তাঁহারা যাহাকে জ্ঞান বলেন, তাহা একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বিষয়ানুভূতি কিরূপে হয়, সেই ব্যাপারটী আলোচনা করা যাউক। আমাদের স্মরণ আছে যে, চিত্তই বাহিরের বিভিন্ন বস্তুকে লইতেছে, উহারই উপর বহির্বিষয়ের আঘাত আসিয়াছে এবং উহা হইতেই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন, বাহিরে, কোন বস্তু রহিয়াছে। আমি একটী বোর্ড দেখিতেছি। উহার জ্ঞান কিরূপ হইতেছে? বোর্ডটীর স্বরূপ অজ্ঞাত, আমরা কখনই উহাকে জানিতে পারি না। জর্ম্মান দার্শনিকেরা উহাকেই 'বস্তুর স্বরূপ' ( Thing in

* কঠোপনিষদ্—২য়বল্লী, ২য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক দেখ।

† কুসুমবচ্চ মণিঃ।

—সাংখ্যসূত্র।২।৩৫।

itself) বলিয়া থাকেন। সেই বোর্ড স্বরূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয় সত্তা 'ক' আমার চিত্তের উপর কার্য্য করিতেছে আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে। চিত্ত একটী হ্রদের মত। যদি হ্রদের উপর আপনি একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন যখনই প্রস্তর ঐ হ্রদের উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে একটী তরঙ্গ আসিবে। আপনারা বিষয়ানুভূতিকালে বাস্তবিক এই তরঙ্গটীকেই দেখিয়া থাকেন। আর ঐ তরঙ্গটী আদৌ সেই প্রস্তরটীর মত নয়—উহা একটী তরঙ্গ। অতএব সেই যথার্থ বোর্ড 'ক'ই প্রস্তররূপে মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাতকারী পদার্থের দিকে একটী তরঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে। উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাকেই আমরা বোর্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমি আপনাকে দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আপনি সেই অজ্ঞাত সত্তা 'ক' স্বরূপ আপনি আমার মনের উপর কার্য্য করিতেছেন, আর মন যেদিক হইতে ঐ কার্য্য হইয়াছিল তাহার দিকে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর সেই তরঙ্গকেই আমরা অমুক নর বা অমুক নারী বলিয়া থাকি।

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটী উপাদান—তন্মধ্যে একটী ভিতর হইতে ও অপরটী বাহির হইতে আসিতেছে, আর এই দুইটীর মিশ্রণ (ক+মন) আমাদের বাহ্য জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মৎস্য সম্বন্ধে গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, উহার লেজে আঘাত করিবার কত ক্ষণ পরে উহার মন ঐ লেজের উপর প্রতিক্রিয়া করে ও ঐ লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা ধরুন, একটী বালুকণা * ঐ শুক্তির খোলার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে—তখন ঐ শুক্তি ঐ বালুকণার চতুর্দ্দিকে নিজ রস প্রক্ষেপ করে—তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। দুটী জিনিষে মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ; শুক্তির শরীর নিঃসৃত রস, আর দ্বিতীয়তঃ বহির্দ্দেশ হইতে প্রদত্ত আঘাত। আমার এই টেবিলটীর জ্ঞানও তদ্রূপ—'ক' + মন। ঐ বস্তুকে জানিবার চেষ্টাটা তখনই করিবে, সুতরাং মন উহাকে বুঝিবার জন্য নিজের সত্তা কতকটা উহাতে প্রদান করিবে আর যখনই আমরা উহা জানিলাম, তখনই উহা একটী যৌগিক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল 'ক' + মন। আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমরা নিজেকে ইচ্ছা করি, তখনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহাকে "খ" বলা যাক। যখন আমি আমাকে অমুক ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া জানিতে চাই তখন ঐ 'খ' 'খ'+মন এইরূপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই, তখন ই 'খ' মনের উপর একটী আঘাত করে, মনও আবার ঐ "খ" এর উপর আঘাত করিয়া থাকে। অতএব আমাদের সমগ্র জগতের জ্ঞানকে 'ক'+মন (বাহ্য জগৎ) এবং 'খ'+মন (অন্তর্জগৎ) রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা পরে দেখিব, অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

'ক' ও 'খ' কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যা মাত্র। আমরা দেখিয়াছি, সকল জ্ঞানই যৌগিক—বাহ্য জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও যৌগিক এবং বুদ্ধি বা অহংজ্ঞানও তদ্রূপ একটি যৌগিক ব্যাপার। যদি উহা ভিতরের জ্ঞান বা মানসিক অনুভূতি হয়, তবে উহা 'খ'+মন, আর যদি উহা বাহিরের জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতি হয়, তবে উহা 'ক'+মন। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান 'খ' এর সহিত মনের সংযোগলব্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান 'ক' এর সহিত মনের সংযোগের ফল প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটী গ্রহণ করিলাম। আমরা প্রকৃতিতে যে জ্ঞান দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণ, জ্ঞান—'খ' ও মনের সংযোগলব্ধ আর ঐ 'খ' আত্মা হইতে আসিতেছে। অতএব আমরা যে জ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাহা আত্মচৈতন্যের শক্তির সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফল। এইরূপ আমরা বাহিরের সত্তা যাহা জানিতেছি, তাহাও অবশ্য মনের সহিত 'ক' এর সংযোগোৎপন্ন। অতএব আমরা দেখিতেছি, আমি আছি, আমি জানিতেছি, ও আমি সুখী (অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের যে ভাব আসে যে, আমার কোন অভাব নাই) এই তিনটী ভাবে আমাদের জীবনের কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর ঐ কেন্দ্র বা ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপরবস্তুসংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমরা উহাকে সুখ বা দুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই তিনটী তত্ত্বই ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক আনন্দ বা প্রেমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হইয়াছে। ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইরূপ। পশুগণ ও উদ্ভিদ্গণ, অতি নিম্নতম হইতে অতি উচ্চতম সত্তা পর্য্যন্ত সকলেই ভাল বাসিয়া থাকে। আপনারা উহাকে ভালবাসা না বলিতে পারেন, কিন্তু তাহারা অবশ্যই সকলে জগতে থাকিবে, সকলকেই জানিতে হইবে, সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। অতএব এই যে সত্তা আমরা জানিতেছি, তাহা পূর্ব্বোক্ত 'ক' ও মনের সংযোগফল আর আমাদের জ্ঞানও সেই ভিতরের 'খ' ও মনের সংযোগফল আর প্রেমও ঐ 'খ' ও মনের সংযোগ ফল। অতএব এই যে তিনটী বস্তু বা তত্ত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরের বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রেমের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকেই বৈদান্তিকেরা নিরপেক্ষ বা পারমার্থিক সত্তা, পরমার্থিক জ্ঞান ও পারমার্থিক আনন্দ বলিয়া থাকেন।

সেই পারমার্থিক সত্তা, যাহা অসীম, অমিশ্র, অযৌগিক, যাহার কোন পরিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্মা. আর যখন সেই প্রকৃত সত্তা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যেন মলিন হইয়া যায়, তাহাকেই আমরা মানব নামে অভিহিত করি। উহা সীমাবদ্ধ হইয়া উদ্ভিদজীবন পশুজীবন, মানবজীবনরূপে প্রকাশিত হয়, যে অনন্ত দেশ এই গৃহের দেয়াল বা অন্য কোনরূপ বেষ্টনের দ্বারা আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয়: সেই পরিমার্থিক জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমরা জানি, তাহাকে বুঝায় না—বুদ্ধি বা বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা সেই বড়কে বুঝায়, যাহা বিভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা এই সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যখন সেই নিরপেক্ষ বা পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়, তখন আমরা উহাকে দিব্য বা প্রাতিভ জ্ঞান বলি, যখন আরো অধিক সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে যুক্তিবিচার, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। সেই নিরপেক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। উহাকে সর্ব্বজ্ঞতা বলিলেও উহার ভাব অনেকটা প্রকাশ হইতে পারে। উহা কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নহে। উহা আত্মার স্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ প্রেম সীমাবদ্ধভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে আমরা

* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি—এই লোক প্রচলিত বিশ্বাসটীর কোন ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র কীটাণুবিশেষ (Parasite) হইতে মুক্তার উৎপত্তি।

প্রেম বলি—যাহা ক্ষুদ্রতর, বৃহত্তর বা অন্য সমুদয়ের প্রতি আকর্ষণস্বরূপ। ঐগুলি সেই আনন্দের বিকৃত প্রকাশ মাত্র আর ঐ আনন্দ আত্মার গুণবিশেষ নহে, উহা আত্মার স্বরূপ—উহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি। নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ আনন্দ ও জ্ঞান গুণ নহে, উহারা আত্মার স্বরূপ উহাদের সহিত আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আর ঐ তিনটী একই জিনিষ আমরা এক বস্তুকে তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি মাত্র। উহারা সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত আর তাহাদের প্রতিবিম্বেই প্রকৃতিকে চৈতন্যবান্ বলিয়া বোধ হয়।

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানব-মনের মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের বিচারবুদ্ধি বুদ্ধি হইয়াছে। যে উপাধি বা মধ্যবর্ত্তীর মধ্য দিয়া উহা প্রকাশ পায়, তাহার বিভিন্নতা অনুসারে উহার বিভিন্নতা হয়। আত্মা হিসাবে আমাতে এবং অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাহার মস্তিষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী যন্ত্র, এই জন্য তাহার জ্ঞানকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি। মানবের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর ও জ্ঞান প্রকাশের উপযোগী, সেই জন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানবে উহা একখণ্ড কাচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অস্তিত্ব বা সত্তা সম্বন্ধেও তদ্রূপ; আমরা যে অস্তিত্বটাকে জানি, এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অস্তিত্বটা সেই নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিবিম্ব মাত্র, আর উহা আত্মার স্বরূপ। আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ; যাহাকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ বলি, তাহা সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ, কারণ, যেমন ব্যক্ত ভাব বা প্রকাশ হইতে থাকে, অমনি সসীমতা আসিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সেই অব্যক্ত, স্বাভাবিক, স্বরূপগত সত্তা অসীম ও অনন্ত, সেই আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানবীয় প্রেমে সীমা আছে। আমি আজ আপনাকে ভালবাসি, কাল তার পর দিনই আমি আপনাকে আর ভাল বাসিতে না পারি। একদিন আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল; তার পর দিন আবার কমিয়া গেল, কারণ, উহা একটী সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র। অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই প্রথম কথা পাইলাম যে, তিনি আত্মাকে নির্গুণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন যে, উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বরূপ। আমরা যতপ্রকার জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠতর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের যতদূর পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়, আর তিনি অনন্ত সত্তাবান্। আত্মার কখন মৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে জন্মমরণের কথা ভাবিতেই পারা যায় না, কারণ, তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপ।

কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে বিবাদ—তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা লইয়া। যেমন ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টি শরীর পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতিক সান্ত প্রকাশশ্রেণীর পশ্চাতে উহার নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপ আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন সমষ্টিতেও বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডেও—সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি মন, সমষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতের পশ্চাতে তাহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপে কে আছেন, আমরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই সমষ্টি বুদ্ধ্যাদি শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপ একজন সর্ব্বব্যাপী আত্মা স্বীকার না করিলে ঐ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমরা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শাস্তা আছেন, এ কথা অস্বীকার করি; তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর পশ্চাতেও যে একজন আত্মা আছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে হইবে; কারণ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একই নির্ম্মাণপ্রণালীর পৌনঃপুনিকতা মাত্র। আমরা একতাল মৃত্তিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকার স্বরূপ জানিতে পারিব। যদি আমরা একটী মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎকে বিশ্লেষণ করা হইল; কারণ, উহারা একই নিয়মে নির্ম্মিত। অতএব যদি ইহা সত্য হয় যে, এই ব্যষ্টি শ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন আছেন, যিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, যিনি কোন রূপ উপাদানে নির্ম্মিত নহেন অর্থাৎ পুরুষ—তাহা হইলে ঐ একই যুক্তি, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটিবে এবং উহার পশ্চাতেও একটী চৈতন্য স্বীকারের প্রয়োজন হইবে। যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় বিকারের পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, তাহাকে বেদান্ত সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর বলেন।

একণে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয় হইতে গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে। বেদান্তের মত এই যে আত্মা একটীমাত্রই থাকিতে পারেন। আমরা বিবাদের আরম্ভেই সাংখ্যেরই মত লইয়া—যেহেতু আত্মা অপর কোন বস্তু হইতে গঠিত নহে, সেই হেতু প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে, ইহা প্রমাণ করিয়া উঁহাদিগকে বেশ ধাক্কা দিতে পারি। যে কোন বস্তু সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই টেবিলটী রহিয়াছে—ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্তু বলিলেই পূর্ব্ব হইতে এমন একটী বস্তুর কল্পনা করিতে হয়, যাহা উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। যদি আমরা 'দেশ' সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তবে আমাদিগকে উহাকে একটী ক্ষুদ্র বৃত্তের মত চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু তাহারও বহির্দ্দেশে আরও 'দেশ' রহিয়াছে। আমরা অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ 'দেশের' বিষয় কল্পনা করিতে পারি না। উহাকে কেবল অনন্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অনুভব করা যাইতে পারে। সসীমকে অনুভব করিতে হইলে সর্ব্বস্থলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি করিতে হয়। হয় দুইটীই স্বীকার করিতে হয়, নতুবা কোনটীকেই স্বীকার করা চলে না। যখন আপনারা কাল সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে নির্দ্দিষ্ট একটা কালের অতীত কাল সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের একটী সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটী অসীম কাল। যখনই আপনারা সসীমকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই দেখিবেন, উহাকে অসীম হইতে পৃথক করা অসম্ভব। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা তাহা হইতেই প্রমাণ করিব যে, এই আত্মা অসীম ও সর্ব্বব্যাপী। এখন একটী গভীর সমস্যা আসিতেছে। সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত পদার্থ কি হইতে পারে? মনে করুন, অসীম বস্তু দুইটী হইল—তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একটী অপরটীকে সীমাবদ্ধ করিবে। মনে করুন, 'ক' ও 'খ' দুইটী অনন্ত বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ'কে সীমাবদ্ধ করিবে। করিবে, কারণ, আপনি ইহা বলিতে পারেন যে, অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ' নহে, আবার অনন্ত 'খ' এর সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহা অনন্ত 'ক' নহে। অতএব অনন্ত একটীই থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অনন্তের ভাগ হইতে পারে না। অনন্তকে যত ভাগ করা যাক্ না কেন, তথাপি উহা অনন্তই হইবে; কারণ, উহাকে নিজ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে না। মনে করুন এক অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, উহা হইতে কি আপনি এক ফোঁটাও জল লইতে পারেন? যদি পারিতেন তাহা হইলে সমুদ্র আর অনন্ত থাকিত না, ঐ এক ফোঁটা জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনন্তকে কোন উপায়ে ভাগ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু আত্মা যে এক, তাহার উহা হইতেও অধিকতর প্রমাণ আছে। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্তা—ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। আর একবার আমরা পূর্বকথিত "ক" "খ" নামক অজ্ঞাতবস্তুদ্বয়ের চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিব। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, যাহাকে আমরা বহির্জগৎ বলি, তাহা 'ক'+মন, আর অন্তর্জগৎ—'খ'+মন। 'ক' ও 'খ' এই দুইটীই—অজ্ঞাতসংখ্যাবাচক—উভয়টীই অজ্ঞাত অজ্ঞেয়। এক্ষণে মন কি, দেখা যাক্। মন দেশ কালনিমিত্ত ছাড়া আর কিছুই নহে—উহারাই মনের স্বরূপ। আপনারা কাল ব্যতীত কখন চিন্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারেন না, এবং নিমিত্ত বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্বোক্ত 'ক' ও "খ"; এই তিনটি ছাঁচে পড়িয়া মন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে। ঐ গুলি ব্যতীত মনের স্বরূপ আর কিছুই নহে। এখন ঐ তিনটী ছাঁচ, যাহাদের স্বয়ং কোন অস্তিত্ব নাই, তাহাদিগকে তুলিয়া লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া যায়। ক ও খ এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই মন, এই ছাঁচই উহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ এই দুইরূপে ভিন্ন করিয়াছিল। ক ও খ উভয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমরা উহাদের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। সুতরাং গুণ বা বিশেষণ রহিত বলিয়া ঐ উভয়ই এক। যাহা গুণরহিত ও নিরপেক্ষ পূর্ণ, তাহা অবশ্যই এক হইবে। নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্তু দুইটী হইতে পারে না। যেখানে কোন গুণ নাই, সেখানে কেবল এক বস্তুই থাকিতে পারে। ক ও খ উভয়ই নির্গুণ, কারণ, উহারা কেবল মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব এই ক ও খ এক।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত্তা আছে আর সেই এক সত্তা, যখন দেশকালনিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত আদি আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা সেই এক বস্তু—কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। যখন উহার—একটু এই দেশকাল নিমিত্তের জালে পড়ে তখন উহা আকারগ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়—ঐ জাল সরাইয়া দেখুন—সবই এক। এই সমগ্র জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ, আর উঁহাকেই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্দেশে আছেন বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন তিনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে আত্মা বলে। অতএব এই আত্মাই মানবের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। একটীমাত্র পুরুষ আছেন—তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানব উভয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন উভয়ই এক বলিয়া জানা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনিই স্বয়ং অবিভক্ত আপনি। আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে রহিয়াছেন। সকল হাত দিয়া আপনি কার্য্য করিতেছেন, সকল মুখ দিয়া আপনি খাইতেছেন, "সকল নাসিকায়—আপনি শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেছেন, সকল মনে আপনি চিন্তা করিতেছেন।"* সমগ্র জগৎই আপনি। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর। আপনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ উভয়ই; আপনিই জগতের আত্মা আবার আপনিই উহার শরীরও বটেন। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, আপনিই মানুষ আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ, আপনিই খনিজ, আপনিই সব—সমুদয় ব্যক্ত জগৎই আপনি। যাহা কিছু আছে, সবই আপনি, যথার্থ 'আপনি' যাহা—সেই এক অবিভক্ত আত্মা—যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষকে আপনি 'আপনি' বলিয়া মনে করেন তাহা নহে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনন্ত পুরুষ হইয়া কিরূপে এইরূপ খণ্ড খণ্ড হইলেন, অমুক রাম শ্যাম হরি, পশুপক্ষী ও অন্যান্য বস্তু হইলেন। ইহার উত্তর এই, এই সমুদয় বিভাগ আপাতপ্রতীয়মানমাত্র। আমরা জানি, অনন্তের কখন বিভাগ হইতে পারে না। অতএব আপনি একটা অংশমাত্র, একথা মিথ্যা। উহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে অমুক রাম শ্যাম হরি, এ কথাও কোন কালে সত্য নহে, উহা কেবল স্বপ্নমাত্র। এইটী জানিয়া মুক্ত হউন। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।

"আমি মনও নহি দেহও নহি, ইন্দ্রিয়ও নহি—আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমিই সেই, আমিই সেই।" ‡

ইহাই জ্ঞান, এক ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান, অজ্ঞানের স্বরূপ। আমি আবার কি জ্ঞান লাভ করিব? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আবার জীবন কি লাভ করিব? আমি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাশমাত্র। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি জীবিত, তাহার কারণ, আমিই জীবনস্বরূপ, সেই এক পুরুষ। এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত নহে, যাহা আমাতে নাই এবং যাহা স্বস্বরূপে অবস্থিত নহে। আমিই ভূতসমূহরূপে প্রকাশিত হইয়াছি, কিন্তু আমি এক, মুক্তস্বরূপ। কে মুক্তি চায়? কেহই মুক্তি চায় না। যদি আপনি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন ত বদ্ধই থাকিবেন, আপনি নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন। আর যদি আপনি উপলব্ধি করেন যে, আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্ত্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান—মুক্তিপ্রদানজ্ঞান এবং সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্যই মুক্তি।—উদ্বোধনে স্বামীবিবেকানন্দের ধর্ম্ম বিজ্ঞান।

* গীতা—১৩শ অধ্যায় দেখ।

‡ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমী ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
—নির্ব্বাণষট্‌ক [১]

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক [illegible] গ্রাহক [illegible] তাঁহাদের মূল্য শেষ হওয়ার তারিখ [illegible] ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। [illegible] পত্রাদিতে যেন [illegible] পুনঃ আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। বিশেষ কারণ কিছু লেখা না থাকিলে ঐ টাকা পাইয়া [illegible] বুঝিবেন।

৭৭৫ শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ পাণ্ডে
চন্দনপুর ৩১।১০।১০

৮০৭ " গুরুদাস বসু হেঃ পঃ চালীগঞ্জ মহৎ ঐ

৮০৮ " রমণীভূষণ বিশ্বাস দিঘাপতিয়া ঐ

৮৫৪ " বদ্রিনারায়ণ সদারাম আগরওয়ালা
পাতা একফথাবাদা ৩০।১১।১৯১০

৮৮৩ " মহং ইউসুফ আলি
হেঃ পঃ পাবনা জি টি ঐ

১৪৮৭ " গোকুলচন্দ্র ঘোষ মাকড়াকোলা স্কুল ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে [illegible] শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। *Education Gazette* Chinsurah,

## প্রসঙ্গ।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

### সদালাপ। (২১)

(৯৩) ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের রাজা হইবার কল্পনায় সসৈন্যে ঐ দেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রেসী নগরের মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং তাহার পরই ক্যালিস নগর অবরোধ করেন। ঐ সুরক্ষিত নগর ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। এডওয়ার্ড ঐ নগর এক বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত জলে স্থলে সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিয়া যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত রক্ষীদিগকে দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারিলেন তখন উহার সমস্ত ফরাসী অধিবাসীকে বাহির করিয়া দিয়া তথায় ইংরাজ ঔপনিবেশিক আনিয়া বাস করান। তদবধি বহুশত বর্ষ ক্যালিসনগর ফরাসিদিগের বুকে শেল স্বরূপ ইংরাজের হাতে ছিল। ঐ অবরোধে যখন দুর্গরক্ষিগণ একান্ত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হইয়া প্রথম কেল্লা ছাড়িয়া যাইতে চায় তখন এক বৎসর পর্য্যন্ত অসামান্য বাধা পাইয়া এবং বহুসংখ্যক সৈন্যনাশে এবং অপরিমিত অর্থব্যয়ে ক্রোধান্ধ ইংলণ্ডরাজ বলেন যে বালক বৃদ্ধ সৈনিক সাধারণ ক্যালিসস্থিত সকলকেই বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা হয় সকলকে খুন করিবেন, ইচ্ছা হয় দাসরূপে বিক্রয় করিবেন! ইহাতে দুর্গরক্ষিগণ ভীত হইয়া আরও কিছুকাল দুর্গরক্ষা করিতে থাকে। পরে এডোয়ার্ড বলেন যে যদি ছয় জন প্রধান নাগরিক গলায় শৃঙ্খল বাঁধিয়া ক্যালিসের ফটকের চাবি আনিয়া উঁহাকে দেয় তাহা হইলে ঐ ছয় জনেরই বধ সাধন করিয়া তিনি ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিবেন এবং অপর সকলকে নির্ব্বিবাদে নগর ছাড়িয়া যাইতে দিবেন। এই প্রস্তাবে ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ার প্রমুখ ছয় জন ধনী ও মানী ব্যক্তি একে একে স্বদেশের ও স্বজাতির উপকারার্থ স্বেচ্ছায় বলিদান হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ারই প্রথমে বলেন "এতলোক অনাহারে বা হত্যাকাণ্ডে মরার অপেক্ষা ছয় জনের মরাই সঙ্গত এবং আমি ঐ ছয় জনের প্রথম হইব। ভগবান পরলোকে দয়া অবশ্যই করিবেন।" উঁহারাই দলে দলে সহরের নেতা ছিলেন। সমস্ত নাগরিকদিগের অশ্রুপাত ও হাহাকারের মধ্যে উঁহারা এডোয়ার্ডের শিবিরে আসিলে ইংলণ্ডরাজ তৎক্ষণাৎ উঁহাদের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। "ইহাতে বড়ই নিন্দা হইবে" সভাসদেরা বলিলেও তিনি তাহার কোন উপরোধ রক্ষা করেন নাই। পরে রাজ্ঞী ফিলিপা রাজাকে—যিনি অল্পদিন পূর্ব্বে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডকে নিরুপদ্রব করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন,—রাজ্ঞীর পদতলে পড়িয়া উঁহাদের প্রাণভিক্ষা করিলে এডোয়ার্ড একান্ত অনিচ্ছায় উঁহাদের রাজ্ঞীর জিম্মা করিয়া দেন। রাজ্ঞী উঁহাদের যত্ন সহকারে ভাল পরিচ্ছদ পরাইয়া ভাল করিয়া খাওয়াইয়া নিরাপদে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

(৯৪) আত্মোৎসর্গ (পঞ্চ শিখের)।—গুরুগোবিন্দ সিংহকোট কালকায় ৮ নয়নাদেবীর দীর্ঘকাল উপাসনা করিয়া এবং হোমে পূর্ণাহুতি দিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন মন্দির হইতে ফিরিয়া বাটিতে আসিয়া শিষ্যগণকে সমবেত করিলেন তখন দেখিলেন যে যোদ্ধা শিখের সংখ্যা পাঁচ হাজার মাত্র। তিনি যাহা ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন সেদিন ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারও বোয়ারদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহাই বলিয়াছিলেন;—"সংখ্যায় তোমরা অল্প তাহাতে ক্ষতি কি? ভগবৎ প্রসাদে যদি তোমাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র শত্রুদিগকে লাগে এবং তাহাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র তোমাদের না লাগে তাহা হইলে তোমরা জয়ী হইবে।" যেখানে সংখ্যা অল্প ও ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রবল সম্ভবতঃ সেখানেই সর্ব্বকালে ঐ কথা নেতাদিগের মনে উদিত থাকিবে। শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া গুরু ঐ সময়ে বলেন যে তাঁহার পাঁচজন ব্যক্তিকে নরবলি দিবার জন্য প্রয়োজন। নরবলি ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। তৎক্ষণাৎ একজন ক্ষুত্রায় জাতীয় শিখ গুরুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে ক্ষত্রি, পরে ব্রাহ্মণ এইরূপে পাঁচজন আসিল। গুরু গোবিন্দ উঁহাদের এক জনকে একটা তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং তথায় বসাইয়া একটা মুখবদ্ধ পাঁঠা কাটিয়া রক্তাক্ত অসি হস্তে বাহির হইলেন। এইরূপে পাঁচ জনের সম্বন্ধে করিয়া উঁহাদের পুনরায় বাহিরে ডাকিয়া আনিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন তোমাদের জীবন ৮ মাতাকে উৎসর্গ করা হইয়া গেল। তোমরা আর তোমাদের নাই। এখন দেবীর কার্য্যে-দুষ্ট দমনে ও ধর্ম্মরক্ষা কার্য্যে-ব্যাপৃত থাকিবে। তোমরা আমার পাঁচজন এক এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি হইলে। আত্মোৎসর্গই নরবলি। পশুর মত বাহকে তাহাকে ধরিয়া বলিদান দেওয়ার প্রকৃত নরবলি হয় না। গুরু গোবিন্দ সিংহ এই প্রণালীর কার্য্যে পাঁচ হাজারের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাঁচ জনকে অক্লেশে বাছিয়া লইয়া ছিলেন এবং নরবলির প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই শিষ্যদিগের নাম জানা যায় নাই। কিন্তু ঐ মহাত্মাদিগের আত্মোৎসর্গে একটী বিশিষ্টতা এই ছিল যে উপস্থিত বিপদ বা মারামারির উৎসাহের মধ্যে ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে অগ্রসর হওয়া নহে। ইহা শীতলরক্তে, সুদৃঢ় মনে অচঞ্চলভাবে, স্বধর্ম্ম স্বদেশ ও গুরুভক্তি প্রসূত আত্মোৎসর্গ। ইহারা কখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। এবং সকলেই সুকৌশলে ও উপযুক্ত স্থান সমূহে সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিয়া সময়ে একে একে সমর শয্যাশায়ী হইয়া ছিলেন। গুরু বলিতেন "যে ত্যাগী ও সুশিক্ষিত ও পরোপকারী, সেই ব্রাহ্মণ। যেই নির্ভীক যুদ্ধে অটল সেই ক্ষত্রিয়।" তিনি সকল বর্ণের লোক লইয়াই সামরিক শিখদল গঠন করিয়াছিলেন

(৯৫) আত্মোৎসর্গ।—সুইজরলণ্ডের সাধারণ তন্ত্র ৫০০ বৎসর ধরিয়া প্রবল প্রতাপ ফ্রান্স, জর্ম্মণি, অষ্ট্রিয়া এবং ইটালি রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাষা, ধর্ম্ম, আচার এবং পরিচ্ছদ বিভিন্ন। কেবল বাহিরের চাপে সুইসেরা ভিতরে সম্মিলিত!

সুইসদিগকে স্বাধীনতা রক্ষা জন্য অষ্ট্রিয়ার ডিউকের সহিত সেমপ্যাক নামক স্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বর্ম্ম পরিহিত সুদীর্ঘ বর্শাহস্ত অষ্ট্রীয় যোদ্ধাদিগের লাইন কোন মতেই ভাঙ্গিতে না পারিয়া যখন সুইস কৃষকের দল নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল তখন জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া আর্নল্ড ভন উইঙ্কেল রিড নামক একজন বলবান সুইস সেনা তীরবেগে দৌড়িয়া অষ্ট্রীয় লাইনের উপর গিয়া পড়িলেন এবং দুইহাতে দুইজনের বর্শা ধরিয়া এবং মধ্যের এক জনের বর্শা আপনার বুকে বিদ্ধ করিয়া লইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। তিনজন অষ্ট্রীয় যোদ্ধা এই ব্যাপারে ক্ষণিক স্থান চ্যুত হইয়

এবং লাইন ভাঙ্গিল। সেই স্থান দিয়া কুঠার হস্তে স্থইসেরা ব্যূহে প্রবেশ করিল এবং উহারা নিজের দেশভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এরূপ বিক্রম প্রকাশ করিল যে অষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়া গেল।

(৯৬) প্রকৃত সন্ন্যাসী।—দাক্ষিণাত্যের কোন নগরে (১৮৬৯ অব্দে) একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালক স্কুল হইতে বাটী আসিতেছিল। সাধারণ সন্ন্যাসী বেশধারী একব্যক্তিও সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তখন বেলা তিনটা। বাটীর দরজায় পৌঁছিয়া বাটী ঢুকিবার পূর্ব্বে বালকের কি মনে হইল। ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কি আহার হইয়াছে?" সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "না।" বালক জিজ্ঞাসা করিল "আমরা ব্রাহ্মণ, কিছু এখানে খাইবেন কি?"—সন্ন্যাসী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন বালক সন্ন্যাসীকে বাপের বাটীতে বসাইয়া মাতাকে সংবাদ দিল। অজ্ঞাত সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনায় মাতা বালকের উপর তুষ্টি প্রকাশ করিয়া সাধুকে শীঘ্র এবং সাদরে আহার করাইলেন। এই কার্য্যে বালকের মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছিল এবং তাহা মুখেও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে বলিল "আপনি ত কিছুই বলেন নাই—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে ত খাওয়া হইত না।" সন্ন্যাসী বালকের এই "আমি" শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "খাওয়াইয়া খুবই খুসি হইয়াছ?" ঐ হাসিতে ও কথায় বালক বড়ই লজ্জিত হইল। মনে হইল সাধু বুঝি বলিতেছেন যে, এরূপ সৎকর্ম্ম করার অভ্যাস বুঝি নাই। তাই এতটা খুসি ফুটিয়া বাহির হইল।—ইহার পরক্ষণে সাধু বালকের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "তোমাকে কে ডাকিতে বলিয়াছিলেন? তুমি কি এই রাস্তা দিয়া যে যায় তাহাকেই ডাকিয়া খাওয়াও?" কথায় ও স্বরে বালক বুঝিল যে সন্ন্যাসী বলিতেছেন—যিনি অন্ন বিধার কর্ত্তা তিনিই তোমার মনে ঐ প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়াছিলেন—মনুষ্যকে চাহিতে হয় না। বিস্মিত বালক বুঝিয়া দেখিল যে সে ত সত্য সত্যই সকলকে ডাকিয়া খাওয়ায় না। সে দিন ডাকিতে কেন মনে হইয়াছিল তাহারও কোন সদুত্তর পাইল না। তখন জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি কখন কাহারও নিকট কিছুই চান না? আর রোজই খাওয়া হয়?"—সাধু উত্তর দিলেন "কাহারেও কখন কিছু চাই না। তবে রোজই যে খাওয়া হয় তাহাও নয়—মাসে কখন কখন অষ্টাহ দিন খাওয়া হয় না। সেই সেই দিন খাওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়াই অবশ্য খাওয়া ঘটে না। যেমন গৃহীদেরও ত ব্রত উপবাসে মাঝে মাঝে খাওয়া বাদ যাওয়া উচিত।" ঐ সন্ন্যাসীর কৌপিন ভিন্ন অন্য কিছুই সঙ্গে ছিল না। কম্বল, জলপাত্র, রুদ্রাক্ষ কিছুই না। সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মদান কারী মহাপুরুষ এক এক জন সাধারণ বেশে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজও এই পুণ্যভূমিতে যে বিচরণ করিতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৯৭) বৈরাগ্যের শান্তি।—ত্যাগী-মহাত্মাগণ "সম দুঃখ সুখ ক্ষমী।" কেহ মহাত্মা ভর্তৃহরিকে গালি দিলে ঐ সন্ন্যাসী উত্তর দেন "ভাই, আমার গালির প্রয়োজন নাই বলিয়া তোমার ঐ দান গ্রহণ করিলাম না। আর আমার কিছুই নাই—গালিও নাই, তাই তোমাকে দিতেও পারিলাম না।"

(৯৮) মহত্ত্ব।—মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর. জি. কিলবি মহোদয়ের চাপরাসীকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায়। মিঃ কিলবি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষ তুলিয়া লইবার জন্য ক্ষত স্থান চুষিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার পর নিজের চিকিৎসা জন্য কসৌলি পাষ্টুর ইনষ্টিটিউটে গিয়াছিলেন। এইরূপ লোক ভিতরে আছেন বলিয়াই ইংরাজজাতি আজ মানব সমাজে এত উচ্চে অবস্থিত।

## আকাশগামী পোত।

মহাশয়!

ইয়ুরোপখণ্ডে যে কোন বৈজ্ঞানিক বা কল কৌশলের আবিষ্ক্রিয়া হউক না প্রথমেই উহাকে পরজাতি পীড়ন বা যুদ্ধকার্য্যে কিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা দেখিয়া লওয়া হয়। তৎপরে বাণিজ্য লাভের কথা ভাবা হয়। তাহার "পর" অন্য যাহাই হউক আসিতে পারে। জর্ম্মণির সমস্ত রেলপথ যুদ্ধের সময় সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য সমাবেশের সুবিধামাত্র দেখিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আনুষঙ্গিক অন্য সুবিধাও অবশ্য আছে। ভারতের রেলপথ সকলেও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতিতে সৈন্য সমাবেশের সুবিধা এবং বাণিজ্যের সুবিধার দিকেই প্রধানতম দৃষ্টি আছে। প্রত্যেক গাড়িতে কয়জন সাধারণযাত্রী ও কয়জন সৈনিক যাইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট এবং সৈনিকদিগের বন্দুক ঝুলাইয়া বা সাজাইয়া রাখিবার জন্য ব্যবস্থাও করা আছে।

বেলুনের আবিষ্কারের পর যুদ্ধ-বেলুন সকলের ব্যবহার আরম্ভ হয়। রুষ জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থর বন্দরস্থিত রুষীয় যুদ্ধ জাহাজগুলির উপর একটা পাহাড় টপ্কাইয়া গোলা বর্ষণ কার্য্যে পরিচালন জন্য জাপানীরা বেলুন হইতে দূরবীক্ষণ এবং তারশূন্য টেলিগ্রাফির ব্যবহার করিয়াছিল।

এক্ষণে ইংলণ্ডে রাইট ব্রাদার্স, জর্ম্মণিতে কাউণ্ট জেপেলিন, ফ্রান্সে মুঃ বেরিয়ট বায়ুযান বা আকাশ পোত [ এয়ার শিপ, এইরোপ্লেন বা ডিরিজিবল্ বেলুন ] প্রস্তুত ও ক্রমশঃই উন্নত করিতেছেন। শূন্যমার্গ হইতে শেল গোলা, বোমা প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইতে পারিলে, শূন্যমার্গ দিয়া সৈন্য প্রেরিত হইতে পারিলে; যে জাতির ঐরূপে বায়ুযান অধিক এবং উৎকৃষ্ট থাকিবে ভবিষ্যতে তাহারাই সকল যুদ্ধে জয়। বড় বড় রণপোত বহর, লক্ষ লক্ষ সৈন্য কোন কাজেরই আর থাকিবে না। এই ভাবনাই ইয়ুরোপীয় জাতি সকলের মধ্যে এখন উঠিয়াছে। স্থলযুদ্ধে একবিধ অস্ত্রধারী এবং একবিধ শিক্ষিত দলের মধ্যে সংখ্যাধিক্যেরই জয়লাভ হয়। এইজন্য ইয়ুরোপীয় রাজ্যে সকল প্রজাই যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছে এবং উহার আনুষঙ্গিক শুভ ফল বশ্যতা, শরীরের দৃঢ়তা, একজোটে কাজ করার অভ্যাস, বুক চওড়া, পিঠ সোজা প্রত্যেক প্রজার অল্পই ইউরোপীয়েরা পাইতেছে। কিন্তু মনে কর জর্ম্মণির আকাশগামী পোতমালা নাই। ডেনমার্কের উহা যথেষ্ট আছে। তখন জর্ম্মাণির ২০।৩০ লক্ষ সৈন্য একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র ডেনমার্ক বা হলণ্ড জর্ম্মাণিকেও হীনশক্তি করাইতে পারিবে। সুতরাং ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকলেরই সুবিধা। তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই ক্ষুদ্রদিগকে মহা পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য সকলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিশেষ গণনায় আনিতে হইবে। তবে যে কারণে শত বৎসর পূর্ব্বে ১ কোটী অধিবাসী লইয়া ইংলণ্ড ২।০ কোটীর রাজ্য ফ্রান্সকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া নিজে সমুদ্রের অধিপতি হইতে পারিয়াছিল এবং যে কারণে সেই সমুদ্রের আধিপত্য বজায় রহিয়াছে অর্থাৎ যুদ্ধ জাহাজে অজস্র অর্থব্যয় এবং দৃঢ়চরিত্র সাহসী, উদ্যমী সন্তানগণের স্বদেশজন্য আত্মত্যাগে প্রবৃত্তি—সেই কারণেই ইংরাজ বায়ুতে

অধিপতি হইয়া বসিয়া আছেন। উঁহারা ভবিষ্যতের আকাশের রাজচক্রবর্ত্তী হইলে সমস্ত পৃথিবীই উঁহাদের বশীভূত থাকিবে সন্দেহ নাই। শুনা যায় যে জাপানও অজ্ঞাতে আকাশপোত নির্ম্মাণ চেষ্টায় আছে। চীনের সহিত যোগ করিয়া উঁহারা যদি তিব্বতে ঐ সম্বন্ধে পোত পরীক্ষা বিধান ও আকাশগামী পোত প্রস্তুত করে ত পৃথিবীর কেহই সে খবর পাইবে না এবং একদিন সমগ্র পৃথিবীর ভীতির কারণ হইয়া উঁহাদের আকাশগামী পোতমালা প্রকাশিত হইতে পারে। ফলতঃ হিমালয়ের উত্তরভাগ পৃথিবীর চক্ষের বাহিরেই রহিয়াছে। ইংরাজেরাও এ বিষয়ের পরীক্ষা [illegible] স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে করিতেছেন। [illegible] কাউণ্ট জেপেলিনের মত হ্রদের ভিতর করা হউক আর স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে করা হউক ইয়ুরোপের মধ্যে কোন সংবাদই ছাপা থাকিবার নহে। তিব্বতেই উহা গুপ্ত থাকিতে পারে। ইয়ুরোপের রাজনীতিজ্ঞেরা এই সকল ভয়াবহ ব্যাপারের আলোচনা করিতেছেন। আমরা ভাবিতেছি আকাশগামী পোত চলিলে [illegible] না পাইয়া দেশ দেশান্তরে এবং তীর্থস্থানে যাওয়ার সুবিধা হইবে।

# এডুকেশন গেজেট।

শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল ইং ১০ই ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

## বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা। [৪]

### (শাসন সংস্কার)

বাঙ্গালায় ভূস্বামীদিগের দ্বারায় সদস্য নির্ব্বাচন—

বাঙ্গালার জমিদারেরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পাঁচজন সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন। এই পাঁচজনের মধ্যে :—

"এ" গ্রূপ—বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে দুইজন,

"বি" গ্রূপ—পাটনা তিরহুত এবং ভাগলপুর বিভাগ হইতে দুইজন এবং "সি" গ্রূপ—উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বিভাগ হইতে একজন নির্ব্বাচিত হইবেন।

নির্ব্বাচকের যোগ্যতা—

[ক] [১] বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের যাঁহারা বাৎসরিক সাড়ে সাত হাজার টাকা ভূমি রাজস্ব অথবা ১৮৭৫ টাকা রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস দেন। [২] পাটনা তিরহুত এবং ভাগলপুর বিভাগের যাঁহারা বাৎসরিক চারি হাজার টাকা ভূমিরাজস্ব অথবা ১০০০ টাকা রোডসেস ও পাব্লিক ওয়ার্কসেস দেন। [৩] উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর বিভাগের যাঁহারা বাৎসরিক দুই হাজার টাকা ভূমিরাজস্ব অথবা ৫০০ টাকা রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস দেন অথবা [খ] যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত "রাজা" কিংবা "নবাব" উপাধি প্রাপ্ত, তাঁহারাই নির্ব্বাচকরূপে গণনীয় হইবেন।

একাধিক প্রকার যোগ্যতা থাকিলেও কেহ একটির অধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

ভূস্বামীদিগের মধ্যে—

[ক] কোন সম্পত্তির ট্রষ্টীকে সেই সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। তাঁহার নিজ নামে, ভূমি সংক্রান্ত রেজিষ্টারী বিধান অনুসারে রেজেষ্টারী করা ভূমিই ধর্ত্তব্য হইবে। এক গ্রূপের মধ্যে একাধিক বিভাগে সম্পত্তি থাকিলে তাহা ধর্ত্তব্য করা হইবে না।

[খ] কোন ব্যক্তি যদি কোন জমিদারীর আংশিক স্বত্বাধিকারী হয়েন এবং তাঁহার নিজ অংশের জন্য কত টাকা রাজস্ব দিতে হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারেন, তাহা হইলে জেলার কর্ম্মচারী সেই রাজস্বের পরিমাণ যেরূপ অনুমান করিয়া দিবেন, তাহাই অবিরোধে গ্রাহ্য হইবে।

[গ] যদি কোন ব্যক্তির দুই বা তিনটি গ্রূপে এরূপভাবে ভূসম্পত্তি থাকে যে, তাহার রাজস্ব ভিন্ন ভিন্ন গ্রূপ হিসাবে ধরিলে গবর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব অপেক্ষা অল্প হয় অথচ সকল গ্রূপের রাজস্ব একত্র করিলে নির্দ্দিষ্ট টাকা অথবা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে যে গ্রূপে তিনি অধিক রাজস্ব প্রদান করেন সেই গ্রূপের নির্ব্বাচক বলিয়া তাঁহাকে গণ্য করা হইবে।

নির্ব্বাচকের তালিকায় যাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইবে, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই নির্ব্বাচক বলিয়া গণ্য হইবেন না।

[১] গবর্ণমেন্ট মধ্যে মধ্যে কলিকাতা গেজেটে নির্ব্বাচকদিগের নামের তালিকা এবং উহার পরিবর্ত্তন অথবা সংস্কার প্রকাশ করিবেন।

[২] যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে নির্ব্বাচক হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করেন, অথচ নির্ব্বাচকের তালিকা প্রকাশিত হইলে তাহাতে আপনার নাম দেখিতে না পান, অথবা যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন নির্ব্বাচকের যোগ্যতা সম্বন্ধে আপত্তি করেন, তাহা হইলে তিনি, গেজেটে নির্ব্বাচকের তালিকা প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে রিটার্ণিং অফিসারকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা জ্ঞাপন করাইবেন।

[৩] রিটার্ণিং অফিসার আবেদনকারীর দাবী অথবা আপত্তি সম্বন্ধে যে বিবেচনা করিবেন, তাহাই শেষ নিষ্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং—

[৪] রিটার্ণিং অফিসারের নিষ্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

সদস্যের যোগ্যতা—

নির্ব্বাচকের তালিকায় যিনি যোগ্য বলিয়া স্থান পাইবেন, তিনিই ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সদস্য নির্ব্বাচন—

মুসলমান সম্প্রদায় ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় যে চারিজন সদস্য নির্ব্বাচিত করিবেন, সেই চারিজনের মধ্যে দুইজন বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি এবং উড়িষ্যা বিভাগ হইতে আর অপর দুইজন পাটনা তিরহুত, ভাগলপুর এবং ছোট নাগপুর বিভাগ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

যে সকল মুসলমানের ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে তাঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। প্রতিনিধিরা সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন।

(ক) যাঁহারা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে "সি, এস, আই" অথবা "সি, আই, ই" উপাধি প্রাপ্ত অথবা "কৈসর-ই, হিন্দ" মেডেল পাইয়াছেন। অথবা

(খ) যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বা অনারারি সদস্য অথবা

(গ) যাঁহারা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড অথবা বৃটিশ ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পর দশবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, অথবা

(ঘ) অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা

(ঙ) সরকারি অথবা গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অথবা শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের দ্বারা স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক—(যে সকল শিক্ষকের বয়স অন্যূন ত্রিশ বৎসর এবং যাঁহারা কলিকাতায় মাসিক অন্যূন ৫০ টাকা এবং কলিকাতার বাহিরে অন্যূন ২৫ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন।) অথবা—

(চ) যাঁহারা বঙ্গীয় মুসলমানগণের বিবাহ বা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ভার প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার অথবা

উক্ত প্রদেশের "বি" শ্রেণীর ছাত্রদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবেন। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের যে সকল স্কুলের সহিত এই "বি" শ্রেণীর সংস্রব আছে সেই সকল স্কুলও উল্লিখিত নিয়মে আবদ্ধ হইবে।

আবেদনের কাগজে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরিত এই মর্ম্মে কয়েকটি কথা লেখা থাকিবে—"মহাশয়, আগামী মার্চ মাসে তৃতীয়বার "বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিতে পাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ১০ টাকার ট্রেজারী রসিদ এই সঙ্গে পাঠান হইল।" স্কুলের অধ্যক্ষ অথবা প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দিবেন—"আমি উক্ত পরীক্ষার্থীর স্বভাব চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা জানি না। উহার অনুশীলনী সমূহ দেখিয়া এবং নির্ব্বাচনী পরীক্ষার ফল দেখিয়া ঐ পরীক্ষার্থীর "বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার মনে হয়। পরীক্ষার্থী আবেদনে স্বাক্ষর আমার সম্মুখেই করিয়াছে। এবং নিম্নে সে, যে বিবরণ লিখিয়া দিয়াছে, আমার বিশ্বাস মতে তাহা সত্য। আমি যতটা জানিতে পারিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস যে পরীক্ষার্থীর বয়স ১৯১০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে—বৎসর— মাস।

বিশেষ বিবরণ যাহা পরীক্ষার্থীকে কাগজে পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে তাহা এই—(ক) পরীক্ষার্থীর নাম, (খ) ১৯১০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে পরীক্ষার্থীর কত বৎসর কত মাস বয়ঃক্রম। ইউরোপীয়েরা যে ভাবে বয়স লেখেন সেই ভাবে লেখা চাই, অর্থাৎ জন্মের পর হইতে পূর্ণ কয় বৎসর কয় মাস তাহাই লিখিতে হইবে। (গ) ধর্ম্ম—জাতি (ঘ) কোন জাতীয় লোক (nation tribe &c) (ঙ) যে স্কুল হইতে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতেছে; (চ পিতা বা অভিভাবকের নাম; (ছ) বাসস্থান—গ্রাম—জেলা; (জ) কোন্ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে চাহেন, (ঝ) কোন্ ভাষানুসারে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবেন, (ঞ) যদি পরীক্ষার্থী পূর্ব্বে পরীক্ষা দিয়া থাকে তবে কোন বৎসরে এবং কোন কেন্দ্রে, (ট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কোন স্কুলে অধ্যয়ন করিবে।

"সি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা—এই পরীক্ষা ১৯১০ মার্চের প্রথমেই গৃহীত হইবে। কোন্ দিন কোন্ সময়ে কোন্ বিষয়ের পরীক্ষা হইবে এবং কোন্ কোন্ কেন্দ্রে পরীক্ষা হইবে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা কমার্শিয়াল পরীক্ষা এবং একজামিনেশন বোর্ডের সাধারণ তত্ত্বাবধানাধীনে এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইবার আবেদন পরীক্ষার্থী যে স্কুলে অধ্যয়ন করে সেই স্কুলের অধ্যক্ষ অথবা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের হাত দিয়া আগামী ১৯১০ সালের ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে কলিকাতা ৩০৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল শ্রেণীর ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ঐ তারিখের মধ্যে যাহার আবেদন আসিয়া উক্ত কর্ম্মচারীর হস্তগত না হইবে সেই পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না।

পরীক্ষার ফীয়ের পরিমাণ এবং উহা পাঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং আবেদনের কাগজ পূরণ সম্বন্ধে নিয়ম "বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষার ন্যায়। কাগজের জন্ম ৩০৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ক্লাসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট লিখিলে পাওয়া যাইবে।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা স্বর্গীয় ডাঃ পিলেলের লাইব্রেরী দশ হাজার টাকায় খরিদ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ঐ লাইব্রেরীটি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইবে এবং উহার নাম রাখা হইবে—"ডাঃ পিলেলের সংগৃহীত গ্রন্থাবলী।

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির হইয়াছে:—[ক] পাটনা কলেজে প্রিলিমিনারী ও ফাইন্যাল আইন পাঠ্য পড়ান হইবে। [খ] কলিকাতা স্কটিস চর্চ্চ কলেজকে ইংরাজী সাহিত্যে এম এ ক্লাস রাখার অধিকারে বঞ্চিত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট মঞ্জুরী চাওয়া হইবে। [গ] নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ছাত্রগুলিকে এম এ পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইল—নির্ম্মলচন্দ্র দে, পার্শ্বনাথ সেন; চুণীলাল কুণ্ডু, পরমেশ্বর দয়াল, প্রমথ বড়ুয়া, সুরেশচন্দ্র গোহাইন, মাধবচন্দ্র কুণ্ডু, রমাপ্রসাদ সেন গুপ্ত, আথৌরী কীর্ত্তিনারায়ণ সিংহ, এন এন রায়, জিতেন্দ্রকুমার হালদার, করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র দাস, কামাখ্যাচরণ সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ দত্ত; সতীশচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরমোহন দে, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পুরুষোত্তম দাস সক্সেনা, নন্দ সিংহ, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মং টুই। বিএ পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইলেন।—শীতলপ্রসাদ ঘোষ, বৈদ্যনাথ ঘোষ এবং আজাউর রহমন। (ঘ) টি এন জুবিলি কলেজে বি এ শ্রেণীতে পাশ কোর্সে গণিত পড়াইতে অনুমতি দেওয়া হইল। [ঙ] মনলতা মজুমদার এবং ভবানীপ্রসাদ ইণ্টার মিডিয়েট আর্ট পরীক্ষা. গিরিজাভূষণ সরকার ২য় এম বি পরীক্ষা. নগেন্দ্রচন্দ্র দাস এবং আজাউর রহমন এম এ পরীক্ষা; অনিলচন্দ্র ঘোষ এবং অন্নদাপ্রসাদ চন্দ বিএ পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইলেন।

ট্রান্সভালে নিগৃহীত ভারতবাসী ব্রিটিস প্রজাদের দুঃখে সহানুভূতি এবং সেই দুঃখ দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে গত শুক্রবার টাউনহলে এক সভা হয়। হিন্দু মুসলমান পার্শী প্রভৃতি জাতীয় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। মৌলবী আবদুল জব্বর খাঁ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিপন্ন ট্রান্সভালস্থ ভারতবাসীদিগের সাহায্য জন্য মিঃ টাটা ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। সভাস্থলে আরও অনেক টাকা আদায় হইয়াছে। এই সভার কার্য্য বিলাতের প্রধান মন্ত্রী, ষ্টেট সেক্রেটারী এবং বড়লাট বাহাদুরের গোচর করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়কে সভা হইতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

আগামী ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে বড়লাট বাহাদুর "লেভি" করিবেন।

বেলগেছিয়ার পশুচিকিৎসা কলেজে অধ্যয়নকারী ছেলেদের বিশ্রামভূমি বাড়াইবার জন্য যে টাকা ব্যয় হইবে তাহার আংশিক সংকুলান জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক হাজার ছয়শত টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

নৈহাটী, গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসের হেড কনষ্টেবল গত সোমবার একটা লোককে সন্দেহ করিয়া ধরিয়াছেন। উহার তখন জেলের কাপড় পরা ছিল এবং জেলে যেরূপ লোহার থালায় ব্যবহার হয় সেইরূপ একখানা লোহার থালা তাহার নিকটে পাওয়া যায়। পোষাকে নম্বর T 7.9 এবং 8·04 জিজ্ঞাসা করায় লোকটা দুইবার দুই রকম কথা বলিয়াছে—(১) বজ পাইগুড়িতে একটা খুনি মোকদ্দমায় আমার দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, আমি পোর্ট ব্লেয়ার হইতে পলাইয়া কোন রূপে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়া সেখান হইতে নৈহাটী আসিয়াছি। (২) দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়

ছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাকে সেখানে থাকিতে দিয়াছেন। প্রথমে জন্মস্থান জলপাইগুড়িতে যাই, সেখানে জীবিকা সংস্থানের সুবিধা না হওয়ায় বাড়ী হইতে এখানে কোন চাকরীর চেষ্টায় আসিয়াছিলাম। উহার নিকট জেলের কয়েদীর একখানা টিকিট পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখা "দণ্ড প্রাপ্ত (convict) ভর্ত্তী নং ২০১১৪। নিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাকে উপস্থিত করা হয়। ১৮ই ডিসেম্বর দিন পড়িয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান লওয়া হইবে। লোকটীর নাম বলিয়াছে বাজাক রাজবংশী।

[প্রেসিডেন্সী] বহরমপুরে বৈষ্ণব সম্মিলন সভা উপলক্ষে একটি বৃহৎ সভা হয়। নানাস্থান হইতে বৈষ্ণবগণ এবং পণ্ডিতগণ আসিয়া সমবেত হন। অনেকে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকারীদিগের মধ্যে মিঃ ব্রজরাও অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছিলেন, "ভক্তির অর্জ্জন করিতে হইলে বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। বেদ শিক্ষায় জ্ঞান হয়। আর এই জ্ঞান না হইলে ভক্তি হওয়া সম্ভব হয় না। সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য গীত করিয়া যে ভক্তির উদ্ভব হয় তাহা স্থায়ী হয় না। উহা তৎকাল যাবৎ উৎসাহজনিত মাত্র।" সভার কার্য্য দুই দিন ধরিয়া হয়। বাঙ্গালা ইংরাজী উড়িয়া তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী "ইদানীন্তন কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, উহার উপকারিতা এবং ব্যভিচার এবং প্রতিকারের উপায়" সম্বন্ধে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চারি কিস্তিতে চারি বৎসরে ৫০ হাজার টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিতে চাহিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় তজ্জন্য মহারাজ বাহাদুরকে সাধুবাদ দিয়াছেন। আইন-শিক্ষার উন্নতি জন্য ঐ টাকায় বৃত্তি দেওয়া হইবে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে যে ছাত্র আর্টস অথবা সায়েন্স কোর্সে গ্রাজুয়েট হইয়াছে বা হইবে সেই ছাত্রেরই ঐ বৃত্তি পাওয়ার পক্ষে দাবী অধিক থাকিবে।

[বোম্বাই] বোম্বাইয়ের পার্শী পঞ্চায়েতের ট্রাষ্টিগণ পার্শী সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচক দল বিধানের প্রার্থনা জানাইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

[সাধারণ] বৈকুণ্ঠ একাদশী উপলক্ষে ত্রিচিনপল্লী জেলার অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম নামক স্থানে মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় মহীশূর রাজ্য বোম্বাই সহর এবং কলিকাতা হইতেও অনেক লোক যাইয়া থাকে। এবারের মেলায় ঐ সকল স্থান হইতে লোক মেলাস্থলে যাইলে তথায় সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুর সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ১ উপধারা অনুযায়ী এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ৩রা ডিসেম্বর হইতে আগামী ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত উল্লিখিত স্থান সমূহ হইতে কোন যাত্রী মেলা স্থলে যাইতেছে অথবা যাইবে বলিয়া মনে করিয়াছে বুঝিলে তাহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি রেলওয়ে ষ্টেশনের টিকিট দেওয়া হইবে না :—ত্রিচিনপল্লী জংশন ত্রিচিনাপল্লীফোর্ট, ত্রিচিনপল্লী কোর্ট, শ্রীরঙ্গমরোড, বুক্কাপেট্টাই, তিরুছান্দরাই, ইনামাপুর, পেরু গামানী, শোলাগামপট্টি, তিরুভেরাম্বুর, পুলম্ভি এবং কোলাট্টুর দক্ষিণ।

সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ৬ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে উড়িষ্যা এবং খাস বাঙ্গালায় মেঘ ঝড় দেখা গিয়াছিল। পুরীতে বেশী পরিমাণে এবং বালেশ্বর ও আঙ্গুলে নিয়মিত বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। খাস বাঙ্গালায় বৃষ্টির পরিমাণ অল্প। বেহারে বৃষ্টি হয় নাই, কৃষকেরা আমন ধান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ। বেহার এবং উড়িষ্যার কোন কোন জেলায় আক মাড়া আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বসপ্তাহের সহিত তুলনায় হাজারিবাগে সাধারণের ব্যবহার্য্য চাউলের মূল্য কিছু চড়িয়াছে, রাঁচি জেলায় কমিয়াছে। যশোহর পাটনা গয়া, মজফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভূম এবং উড়িষ্যা বিভাগ (বালেশ্বর ছাড়া) হইতে গবাদির ব্যারামের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের খাদ্যতৃণ ও পানীয় জলের অভাব কোথাও নাই।

---

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

---

সাধারণ—ডেঃ মাঃ বাবু রসিক লাল সেন বর্দ্ধমানের সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত প্রোবেসনার মাঃ মিঃ সার মেদিনীপুরের মাঃ হইলেন। মিঃ আর জি কিলবি আই সি এস মেদিনীপুরের অতিঃ মাঃ হইলেন। প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ রীড হাওড়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ হরকৃষ্ণ মহান্তি বাকেশ্বরে সদরে স্থাপিত হইলেন।

বিচার—বাবু বিনোদ বিহারী মুখো বি এল ফুরিয়ায় মুঃ হইলেন।

---

## পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত পাঠ্য পুস্তকাবলী।

### উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের ক্লাশ ১ এর জন্য ও অনুরূপ বাঙ্গালা স্কুলের শিশু শ্রেণীর জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত বর্ণ-পরিচয়, /০ গঙ্গাচরণ বানার্জ্জি, সুনীতি পাঠ, ৵০। অবিনাশ চন্দ্র রায়, অমিয়পাঠ ৵০ অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত, শিশু সাহিত্য ৵০

বিবিধ।

শ্যামচন্দ্র দত্ত, আদর্শ লেখা, ১ম ও ২য় শ্রেণীর ও পাঠ্য।

### উচ্চ ও মধ্য ইংরেজি স্কুলের শ্রেণী ২ ও ৩ এর জন্য এবং বাঙ্গালা স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

যোগেন্দ্রনাথ বসু, আদর্শ পাঠ ৵০ আর সি, বসু হিতকথা, ৵১০

অঙ্ক

কালীপদ বসু, সংক্ষিপ্ত শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ১ম ও ২য় খণ্ড ।০ অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত, গণিত সোপান ।০,

### উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের শ্রেণী ৩ ও ৪ এর জন্য এবং বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় চতুর্থ মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, নীতি কুসুম, ৵০ প্রাণ কুমার গুহ, সাহিত্যসার।০,

বিবিধ

শ্যামচন্দ্র দত্ত, স্কুল ড্রইং ১ম খণ্ড, ।৵০, ভার্ণাকুলার স্কুলের শিক্ষকদের জন্য ১—৪, জয়চন্দ্র মহলানবিশ, চিত্রশিক্ষা ১ম খণ্ড, ।০ ঐ, ঐ ড্রইং টেবলটস নং ১—৪ ভার্ণাকুলার স্কুলের ছাত্রদের জন্য ১—৪ পাঠ্য।

আসামী পুস্তক।

অঙ্ক।

শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, আসামী পাটীগণিত, ।৵০ আসাম উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য।

ইংরাজি পুস্তক।

অঙ্ক।

প্রসন্ননারায়ণ কালী, মিশ্র এরিথমেটিক ৷৶৹, কাপড়ের বাধাই ‌৷৹ (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্যও)

উচ্চ ও মধ্য ইং স্কুলের শ্রেণী ৫ ও ৬ এবং বাঙ্গালা স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

সাদত আলি খান, সাহিত্য কুসুম, ।/০ রসিক চন্দ্র বসু, রত্নমালা, ৷৶০,

অঙ্ক।

গৌরীশঙ্কর দে, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরি- [illegible]

ইতিহাস

রায় বাহাদুর কে পি, বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালা ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ টাকা ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য

বিবিধ।

জয়চন্দ্র মহলানবিশ, চিত্রশিক্ষা ৩য় খণ্ড, ৷৶০ শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য। ঐ দু,ইং টেবলেটস নং ৫ ও ৬ ৷০ ছাত্রদের জন্য।

ইংরাজি পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

মেকমিলেন এণ্ড কো, কিং রিডার ৩য়, ৷০

উচ্চ ইং স্কুলে শ্রেণী ৭ এর জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শকুন্তলা, ৷০ অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ ২য় খণ্ড, ৷০ জে, সি, চাটার্জ্জি, পদ্মীকা ৷৶০ যদুগোপাল চাটার্জ্জি, পদ্যপাঠ ২য় খণ্ড ।০

সংস্কৃত পুস্তক।

সাদত আলি খান, প্রবেশিকা সোপান ৶০ তারাকুমার কবিরত্ন, শিক্ষা ১ম খণ্ড, ৶০, ঐ, ঐ ২য় খণ্ড ।০ ৭ম শ্রেণীর জন্যও) ঐ, ঐ ৩য় খণ্ড ,

আসামী পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

কীর্ত্তিচন্দ্র বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রবেশিকা ব্যাকরণ ৷০, (আসাম হাই স্কুলের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্যও)

ইংরাজি পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

এ, বারটন, ষ্টোরিজ ফ্রম দি আরাবিয়ান নাইটস, ১৲। গ্রিব, কেন্টারি টেলস, ১৲।

অঙ্ক।

বেকার এণ্ড বার্ণ, এলজেবরা ফর এলিমেন্টারি স্কুলস্, টেইজ ৩, ৮ম শ্রেণীর জন্যও। গৌরীশঙ্কর দে, আর্থমেটিক, ১৸০, ঐ। রায় কুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জ্জি বাহাদুর, মেট্রিকুলেশন আর্থমেটিক ১ম খণ্ড, ঐ। গৌরীশঙ্কর দে, মেট্রিকুলেশন জিওগ্রাফি বুকস্, ১—৩, ১৸০ ঐ।

ইতিহাস।

ই. মার্সডেন, হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া ফর জুনিয়র ক্লাসেস, ৸০; ৮ম শ্রেণীর জন্যও। জে, সি, এলেন, এ মারেটিভ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্টরি ২৲; ঐ।

বিবিধ।

লঙ্গম্যানস্ গ্রিণ এণ্ড কো, ফিলিপস্ ইণ্ডিয়ান মডেল এটলাস্, ৭—১০ শ্রেণীর।

স্কুল—৮

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাহিত্য সংগ্রহ, যদুগোপাল চাটার্জ্জি, পদ্যপাঠ ৩য় খণ্ড, ।৶০।

সংস্কৃত পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

বিধুভূষণ গোস্বামী, লঘু প্রবন্ধ, ।০। শ্রীনাথ সরস্বতী, সংস্কৃত প্রবেশ ।০। নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত প্রবেশ, ।০।

ইংরাজি পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

পিটার পার্লি, টেলস্ এবাউট গ্রীস এণ্ড রোম। চার্লস্ কিংসলি, হিরোজ, ১৲। পালগ্রেভ, চিলড্রেনস্ ট্রেজারি ২য় খণ্ড, ১৲।

উ ইং স্কুল—৯

ইংরাজি পুস্তক।

সাহিত্য ব্যাকরণ।

নিউ গ্লোব রিডারস বুক সিক্স, ১৷০।

বাঙ্গালা পুস্তক।

বিবিধ।

রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আদর্শ শিক্ষা, ।৶০, ১ম গ্রেড ভার্ণাকুলার পণ্ডিত পরীক্ষার জন্য। নসীর আলি খান ইউসফজি, সিনিয়র ভার্ণাকুলার টিচার্স ম্যানুয়েল, ১৲; নর্ম্মাল স্কুলে ট্রেনিং ক্লাসের জন্য।

ইংরাজি পুস্তক।

ভূগোল।

সিমন্স্ এণ্ড রিচার্ডসন, এন ইন্ট্রোডাকশন টু প্র্যাকটিকেল জিওগ্রাফি, জুনিয়র কলেজ ক্লাসের জন্য।

সাহায্য কৃত অনুমোদিত স্কুল সমূহের জন্য অল্টারনেটিভ পাঠ্য পুস্তক।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজি স্কুলের ক্লাস ১ এর জন্য ও অনুরূপ বাঙ্গালা স্কুলের শিশু শ্রেণীর জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বর্ণ পরিচয়, ./০, শশধর সেন, সচিত্রবর্ণ ও বানান শিক্ষা, ./০। এস, বি, চাটার্জ্জি, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পথ, ./০, রাধিকা-মোহন বসাক, প্রথম শিক্ষা, ./০ রামদয়াল চাটার্জ্জি অক্ষর পরিচয়, ./০। গঙ্গাচরণ ব্যানার্জ্জি সুনীতি পাঠ, ৶০। অবিনাশচন্দ্র রায়, অমিয় পাঠ, ৶০, অক্রুরচন্দ্র সেন, শিক্ষা সোপান, ৶০. এস, বি. চাটার্জ্জি, নবশিক্ষা, ৶০।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের শ্রেণী ২ ও ৩ এর জন্য এবং বাঙ্গালা স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

সতীশচন্দ্র ঘোষ, চারুগাথা।

আসাম পুস্তক।

দুর্গা প্রসাদ মজুমদার, লোরাকবিতা ৶০ আসাম নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের ১ম, ২য় শ্রেণীর জন্য। ঐ লঘু কবিতা ৶০।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের শ্রেণী ৩ ও ৪ এর জন্য এবং বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় চতুর্থ মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

এস, সি, বিদ্যারত্ন, উপদেশমালা ২য় খণ্ড; ৶০ প্রসন্ননারায়ণ কালী, সাহিত্য পাঠ ১ম খণ্ড, ৶০ পরমেশ্বর ভট্টাচার্য্য, জ্ঞান বিকাশ, ৶০, প্রসন্নকুমার গুহ, সাহিত্য বোধ, ।০ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, চারু-সাহিত্য, ।০

উচ্চ ও মধ্য ইং স্কুলের শ্রেণী ৫ ও ৬ এবং বাঙ্গালা স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

এস, বি চাটার্জ্জি, সাহিত্যপাঠ ২য় খ, ।৶০, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, চারুসন্দর্ভ, ৷০ প্রতিনাথ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্যবোধ ব্যাকরণ, হাই স্কুলের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীরও।

অঙ্ক।

এম, সি, বসাক জ্যামিতি বিকাশ।

উর্দ্দু পুস্তক।

হাকিজ জালালউদ্দিন শুকজার আখলাক (উর্দ্দু রিডার ১ম খণ্ড ।/০ মধ্য মাদ্রাসার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য।

ইংরাজিপুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

টি, সি, পাল, দি ফার্ষ্ট বুক অফ গ্রামার এণ্ড কম্পোজিসন, ।৵০ লিলি সোয়ার্ড, মডার্ন ইংলিশ রিডার বুক ফার্ষ্ট ।০, ঐ জুনিয়র ইংলিশ রিডার, জি, এন, বিশ্বাস এবং পি, কে, সেন, মডেল ইংলিশ রিডার ॥৵০ ৭ম শ্রেণীরও।

সংস্কৃত পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

রামকমল বিদ্যাভূষণ, সরল পাঠম্ ৶০, করুণাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত প্রাইমার ।০

আসামী পুস্তক।

হরিশচন্দ্র গোস্বামী আবৃত্তিমালা - আসাম উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে এবং মধ্য বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী।

পারসী পুস্তক।

মহম্মদ খলিলউল্লা, পারসী রীডার ১ম খণ্ড ।০।

ইংরাজি পুস্তক।

অঙ্ক।

বেকার ও বার্ণ, এলজেবরা কর এলিমেন্টারি স্কুলস্ থার্ড ষ্টেইজ, ৮ম শ্রেণীর ও। বারনার্ড ও চাইল্ড, এ নিউ জিওমেট্রি কর মিডল কর্ম্মস ৶১০, ৮ম—১০ম শ্রেণীর ও।

ভূগোল।

লঙ্গম্যানস্ গ্রিণ এণ্ড কো, জিওগ্রাফি অব্ দি কম্প্রিহেন্সিভ এম্পায়ার ।৵০।

উচ্চ ইং স্কুলের শ্রেণী ৮ এর জন্য।

রামকমল বিদ্যাভূষণ, বিবিধ প্রবন্ধন্ ।০।

বাঙ্গালা পুস্তক

বিবিধ।

যোগেন্দ্রমোহন দত্ত, আদর্শ লিখন ও পত্রলিখন শিক্ষা ।৵০।

লাইব্রেরী ও প্রাইজ পুস্তক।

(উচ্চ ইংরেজি স্কুলের প্রথম চারি শ্রেণীর জন্য। কোন কোন পুস্তক কলেজ লাইব্রেরীর জন্যও প্রয়োজনীয় হইতে পারে।)

ইংরাজী পুস্তক।

বিবিধঃ—গোল্ডেন দিডিস্ ১।৶০। দি এনচেণ্টেড গার্ডেন ১।৵০। হাই রোডস্ অব হিষ্টরি ২৲। ডাক্তার আবদুল্লা সুহারাবদি; দি সোয়েংস অব মহম্মদ, যাত্রা কলেজের জন্য। ইউসফ আলি, লাইফ এণ্ড লেবার ইন ইণ্ডিয়া।

নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ অনুমোদিত পুস্তকের তালিকা হইতে খারিজ হইল

এস বি, চাটার্জ্জি, সাহিত্য পাঠ ১ম খণ্ড ৶০ টেক্সট বুকরূপে অনুমোদিত। এন, সি বিদ্যারত্ন, সাহিত্য পারিজাত, ঐ। অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট নিউ ষ্টাণ্ডার্ড ইংলিশ রিডিংস ৸০; প্রাইজ বুক ও লাইব্রেরীরূপে অনুমোদিত। মতিলাল চক্রবর্ত্তী নূতন পাটীগণিত ।০ টেক্সট বুকরূপে অনুমোদিত ঐ পরিমিতিশিক্ষা ॥০; প্রাইজ বুক ও লাইব্রেরীরূপে অনুমোদিত। ঐ, শুভঙ্করী আর্য্যা ।০, ঐ।

লাইব্রেরী ও প্রাইজ পুস্তক।

(উচ্চ ইংরেজি স্কুলের প্রথম চারি শ্রেণীর পরের চারি শ্রেণীর জন্য এবং মধ্য ইংরেজি স্কুলের প্রথম চারি শ্রেণীর জন্য।)

উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি, চরিতাভিধান ৩৲। হরিরাম বস, ছাত্রবোধ অভিধান ৸০। এস বি চাটার্জ্জি সুলভ বাঙ্গালা অভিধান, ৸০। বিবিধ:—আসামুল্লা অবজেক্ট লেসন ১ম খণ্ড ৵০। ঐ অবজেক্ট লেসন ২য় খণ্ড ৶০। রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আদর্শশিক্ষা ৶০ বিন্দুবাসিনী দাসী, রুক্মিনী ॥৶০ শ্রীনাথ চন্দ্র, ইন্দ্রপ্রস্থ। মনীর আলি খাঁ ইউসফজি সিনিয়র ভার্ণাকুলার টিচার্স ম্যানুয়েল ১৲

পারসী, আরবী ও উর্দ্দু পুস্তক।

এ, এ, হিসামুদ্দিন, এ গাইড টু পারশিয়ান আরেবিক রুটস অব পুলুরেলস ৸০। উর্দ্দুঃ—হাকিজ জালালুদ্দিন আহমদ, উর্দ্দু ইটিমলজি /০।

ইংরাজি পুস্তক।

ইতিহাস:—টাউট, ফার্ষ্ট বুক অব ব্রিটিশ হিষ্টরী ২শি ৬পে। ঐ, হিষ্টরি অব গ্রেট ব্রিটেন ৩শি ৬পে। বিজ্ঞান—জেমস্ সিমক্লেয়ার ফার্ষ্ট এণ্ড সিকণ্ড ইয়ারস কোর্সেস ইন প্রাকটিকেল ফিজিক্স ১শি ৬পে [প্রত্যেক]। বিবি—ধরেওলক্ কালেকটেড ওয়াসিংটন আর্ভিংস্ ওয়ার্ক ১০ পে। কেয়ারি কেভায়ারস্ ১শি। দি হল অব হিরোজ ১শি ৩পে। অঙ্ক:—বেকার ও বার্ণ এ ফার্ষ্ট জিওমেট্রি ১শি ৬পে। বার্ণার্ড এণ্ড চাইল্ড এ নিউ জিওমেট্রি কর মিডল কর্ম্মস্ ৩শি ৬পে। ডেকিন, এ নিউ জিওমেট্রি, পেপার।

বাঙ্গালা স্কুলের জন্য লাইব্রেরী ও প্রাইজ বুকরূপে অনুমোদিত।

বাঙ্গালা পুস্তক।

হরিরাম বস ছাত্রবোধ অভিধান ৸০। এস, বি, চাটার্জ্জি, সুলভ বাঙ্গালা অভিধান ৸০। বিবিধ:—বৈকুণ্ঠের বাস গুপ্ত, শিশু ব্যাকরণ ৶০। আসানউল্লা, কিণ্ডারগার্টেন প্রাইমার ৵০।

সংস্কৃত পুস্তক।

ভারাকুমার কবিরত্ন, চাণক্য শ্লোক /১০।

আসামী পুস্তক।

লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মা, নীতি শ্লোক। দুর্গেশ্বর শর্ম্মা অঞ্জলি ॥৵০। সৈফুদ্দিন আহমদ, সাহিত্য বোধ ৶১০।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী ১৯১০ সনের জানুয়ারী মাস হইতে বাগডোগরা গুরু ট্রেনিং স্কুলের নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। যে সকল গুরুগণ মধ্য বাঙ্গালা কিম্বা উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন সাহায্য কৃত পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহাদিগকে মাসিক ৯৲ ও ৮ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া যাইবে।

গুরুগণ থাকিবার জন্য সুন্দর বোর্ডিং ঘরের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অস্পষ্ট ভাষী বা বিকলাঙ্গ কোন গুরু স্কুলে ভর্ত্তি করা যাইবে না। যিনি বর্ত্তমান সময় শিক্ষকতা কাজ ব্যতীত পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে এগ্রিমেণ্ট লইয়া মাসিক ৬ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দার্জ্জিলিং জিলার দুই বৎসর পাঠশালার শিক্ষকতার কার্য্য করিতে হইবে। ভর্ত্তি হইবার সময় প্রত্যেকে পাশ সার্টিফিকেট সহ উপস্থিত হইবেন। নম্বর নিম্ন ঠিকানায় অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীহরিমোহন দাস, হেড পণ্ডিত বাগডোগরা গুরু ট্রেনিং স্কুল. পোঃ বাগডোগরা জেলা দার্জ্জিলিং

আগামী ১৯১০ সালের ৩রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ১ম বার্ষিকী শ্রেণীতে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ১০ই জানুয়ারী প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণানন্তর ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। প্রবেশার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ ছাত্রাবাসে এক মাস আহারের ব্যয় ৬৲ টাকা ও নিজ নিজ বিছানা এবং

তাহাদের [illegible] হইতে না পারিলে [illegible] যাইবে না। এখানে বিশুদ্ধ [illegible] দেই [illegible] স্কুল

---

বিজ্ঞাপন।

## অন্যূন ৫০০ টাকা পুরস্কার।

নিম্নলিখিত নম্বরের নোট ( মোট মূল্য ১৮২৬৫ টাকা) খোয়া গিয়াছে। বিগত ২২শে অক্টোবর বাগাইবে· ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশন অঞ্চলের নিকট খোয়া যায়। মালিকের নাম ও ঠিকানা—জগৎবান দাস, নরোত্তম দাস, কালকাদেবী রোড, বোম্বাই। এই ঠিকানায়, অথবা বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার অথবা হুগলীর পুলিস সুপারিন্টে[illegible] একটি নোটের সন্ধান যদি কেহ পান [illegible] মালিক উক্তরূপ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। নোটের নম্বর এক হাজার টাকার করিয়া ১৮ খানা নং SA/80 ৬৩৪০৮ হইতে SA/80 [illegible] পর্যন্ত। ১৩ খানা ২০ টাকার, এবং [illegible] খানা ৫ টাকার নোট। নম্বর জানা নাই।

---:o:---

বিজ্ঞাপন

The Dawn Magazine

"Most usefull national organ"

Says the Hindu of Madras.

The Bengalee—"It is full of everything Indian and National."

The Amrita Bazar Patrika—"This is an exponent of Indian Nationalism on rational and constitutional basis."

The Indian Mirror—"It gives us great pleasure to find that there is at least one journal like the Dawn which gives instruction to the young on the right lines."

The South Indian Mail—"A man who knows nothing about India, and cares still less for her, is sure to become a zealous patriot even after perusing one issue of this ably conducted Magazine."

The Ceylon Patriot—"The articles it contains clearly indicate the vast learning and deep original research of the writers on a variety of subjects which every Indian and Ceylonese ought to study."

Subscription—Annual Rs 3 or 4 (Popular or Superior Edition). But concession rate for students—Rs. 1 S only. If you have not already seen this monthly journal send one anna postage for a specimen copy.

Manager—The DAWN MAGAZINE 12 Lalbazar street, Calcutta.

---

কর্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা বর্ণাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate teacher for the B L free Institution at Bainchio (Hugli) on Rs 45 per month, with free quarters in the teachers' Boarding house. Apply to the Hd master.

An Assistant Hd master graduate on Rs 60 rising to Rs 70 for the Kalikisore H E school, Hasara.

Two graduates (one Hd master and another 2nd master) for the Rouile High school on Rs 55 and 50 respectively with chance of increment free board and lodge on tuition. 2years guarantee required.

A 2nd master competent to teach Mathematics according to the new Regulations for the Kauchantala J D J Institution, Murshidabad. Pay according to qualifications. Apply to the Hd master.

A graduate 2nd master for the Rajagram A S school on Rs 45 a month. Must be strong in English and Mathematices. Apply to the Hd master A S school Rajagam. Po. Rahagram, via Bankura.

An Entrance passed clerk for the Zemindari-kachari of Kotalpukur Estate on Rs 15 a month. Specimen handwriting both Bengali and English must accompany the applications and they will be received by the undersigned up to the 15th December 1909. Khagendra nath Banerji Manager Kotalpukur Estate Kotalpukur E I R (Loop).

Two graduates (Hd master and asst Hd master) on Rs 60 and Rs 55 for the Rowile High school, Dacca. The Hd master Should be strong in English and the asst in Mathematics.

An F A 3rd teacher for the Panihati Trunath H E school only; one mile off the Sodepur station, E B S Railway, 24 Parganas, salary according to qualifications. Free board and lodging for a private tuition. Apply personally to Babu Gopal Chandra Ghoshal Head master, Panihati Trunath H E school.

A 2nd masrer for the Ranaghat Pal Chaudhuri H E school, on Rs 60 a month. Preference to a B course graduate with honours in Science or Mathematics, and strong in English to teach History, Geography, Mathematics and Additional Mathematics, according to the new regulations also a plucked B A with experience in teachin as 5th master on Rs 26 per mensem. Must stick at least 2 years.

An F A plucked private teacher on Rs 20 a month free board and lodging Apply to Sonaullah Talukdar po Atwari, Dinajpur.

An Entrance passed teacher or Bhattaprotap U P school, in Khulna. Voidya or Kayestha by birth. He shall have to take charge o the village Br. Po. The salary is, at present, Rs 10 per mensem. Boarding and lodging free. Apply before 15th current po Bhattaprotap.

A graduate teacher for the Kalma L K H E school (po Kalma, Dt Dacca) on Rs 50 a month. Must stick to the post at least two years.

A Hd mater with honours in English for Phultala Re-union High school on Rs 50 rising to 60, also one F A one plucked F A, one Pandit passed Normal second or third year. Salary

Rs 20, 15, 15 respectively. Lodging boarding fee to Vaidyas and Kayesthas, Po. Phultala, Khulna

A Teacher of Persian for the Donough H E school, Jamalpur, Dt. Mymensingh on Rs 30, plus an allowance of Rs 25 a month for acting as resident superintendent of the Sachse Mahammedan Hostel attached to the school. Candidates with a fair knowledge of English will be preferred. Apply to the Hd master before 20th December.

A B course graduate or B S C strong in Mathematics, as second master Katwa High school, on Rs 50.

A B course graduate strong in Mathematics for the Bishenpur H E school Dt Bankura. Salary Rs 45 to 55 annual increment of Rs 2.

For the Kukutia H E school (Dacca) a B A Hd master strong in English on Rs 45—50 with free lodging a plucked B A strong in Mathematics on Rs 20 with free board and lodge, and an English knowing Maulavi or an F A plucked Persian teacher with free board and lodge salary according to qualifications. Apply before 25th Dec. 1909.

A graduate, strong in Mathematics for Pranmath H E school Khulna at Rs 60 as asst. Hd master free board & lodging. on condition of private tuition.

An F A Fourth master fo the Rashpur H E school on Rs 25 per mensem. Apply to Babu Aunkul Chandra Mandal 42 Madhusudan Biswas'slane Howrah.

A B course graduate as 2nd master for the Beldanga HE school on Rs 40 a month. Will have to join on the 3rd January next. Beldanga po Murshidadad (E B S R)

An F A strong in Sanskrit and Mathematics for the Itna H E school on Rs 25. Apply to the Hd master. Dt Jessore.

An F A Hd master for Khandalia M E school, on Rs 16 to 22 according to qualification Lodging and boarding free. Apply to Babu Kedarnath Das pleader Diamond Haroubr 24 pergs.

An F A Hd master and Entrance 2nd master for Lakshmipur M E school Rungpur on Rs 25 and Rs 15 rising to Rs 30 and Rs 18 with free board and lodging. Mahishya Mahamedan and Kayastha preferred. Apply to the Dy Inspector of schools Gaibandha circle (Rungpur) within 31st December.

For the Baruipur H E school, Dt. 24 Parganas, a graduate, strong in Mathematics, as third teacher on Rs 32 per mensem. Must stick to the post for at least 2 years. Baruipur po Dt 24 Parganas.

An Entrance passed second master for the Kamolgonj M E school, Sylhet Apply before 31st December. Po Kamalgunj, Sylhet.

An F A Hd master and a Hd Pandit passed under the new system on Rs 25 and Rs 18 respectively; lodging free for the Kulipore M E school, Pindira po. (Hooghly) via Pundooah E I R. Must stick at least for one year.

Three undergraduates who readup to the B A standatd—one in 'B' course to teach Geography under the New Regulations of the University, and two in 'A' course strong in English and Sanskrit respectively for the Dholla H E school (Mymensing). on salaries ranging from Rs 25 to Rs 30. Must stick to the posts for at least two full sessions. Will have to join from the beginning of the next session, in 3rd January, 1910.

A graduate strong in Mathematics as 2nd master of the Raniguuj H E school on Rs 50 to 55 according to qualyfications. Must stick at least two sessions. Private tuition avail able. There is a Boarding House attached to the school.

An assistant teacher F A strong in Mathematics on Rs 15 with free board and lodging private tuition available and a B A strong in English on Rs 35 rising to 40 with free board and lodging private tuition available Kayestha preferable—Apply before 15th December. Bidyanandakai R B Institution Jessore.

An English knowing Kabyatirtha Hd Pandit and a senior Madrasa passed English knowing Moulavi for the Murshidabad Beldanga H E school on Rs 25 each a month.

A Govt titleholder Hd Pandit for the Chatmohor S N High school on Rs 25. Apply to the Hd master po Chatmohor (Pabna).

A B A teacher on Rs 45 and an F A on Rs 25 private tuitions available. Apply to Hd master A C Institute Dishergurh.

A B A on Rs 40 and a new Normal passed (from Hugly or Calcutta) Pandit on Rs 20 as assistant Hd master and 2nd Pandit and Drill and Drawing master for the Khoksa-Janipur H E school Nadia, 8 miles from Khoksa E B Ry: there is a boarding.

A Hd master F A for the Sabbisha M E school on Rs 30 po Shealkole, Tangail, Dt Mymensingh.

A graduate 2nd master for the Jagadballabhpur H E school (Dt Howrah) on Rs 40 a month. Must stick at least a year.

A graduate assistant Hd master strong in Mathematics for the S M Institute, Khankhanapur Dt Faridpur on Rs 50—60 per month. Must stick at least two years. Apply to the Asst. Secretary S M Institute C/o Hd master, Khankhanapur, suroj Mohini Institute Khankhanapur po Dt Faridpur.

A graduate Hd master strong in English on Rs 50 per month at present with free quarters private tuition available. Must stick at least for 3 years. Bhagirathpur H E school po. Bhagirathpur Murshidabad.

An English knowing first grada 2nd year Normal passed teacher on Rs 25. Siliguri H E school Dt. Darjeeling.

A Kayastha F A or plucked F A for Tantra M E school the former on Rs 17 and the latter on Rs 15 a month: free board and lodging on tuition. The place is one and half miles from Basirhat Railway station. Basirhat po. 24 pergs.

Two graduates (Hd master and ...istant master) for the Sitbakati ...E school in the Dt of Barisal. ...y Rs 40—60 and Rs 35—45 ...ctively according to qualifications, ...lus free board and lodging. Must ...k at least two sessions.

An Asst. Hd master for the Chitta...g H E school on Rs 60 A B course ...aduate with Honors in Mathematics ...B Sc. preferred. The selected ...ndidate will have to join his post ...the Christmas vacation and will ...e to stick to it for at least 2 years.

A B course graduate for the post ...2nd master Raj H E school, ...on line, on Rs 50 per month. ...before 10 th proximo.

An F A Hd master for the Habib... ...H E school on Rs 25 a month. ...ee lodging. Every chance of secur... ...private tuition. Only two miles ...m Ranaghat Railway station, E S R. Apply to Babu Rajani ...utta no 82, Clive street, ...lcutta.

জেলা মালদহ, পোঃ অমৃতি, অমৃতি মইং ...একজন ব্রাহ্মণ হেঃ মাঃ। বেতন ২০ ...আবা। অথবা কেবল ২৫ টাকা।

...পড়াই মইং স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। ...অস্থায়ীভাবে তিন মাসের জন্য। বেতন ১৫ ...ও আবা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন ...রিতে হইবে।

...ডিয়া মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। ...বেতন ১৮ টাকা ও বাসা। পাকুড়িয়া সাঁড়াবেল ...হইতে দুই ক্রোশ দূরে। শ্রীহরিবল্লভ ...পাবনা জিলা স্কুল, পোঃ পাবনা, ...জিলা।

...মধ্য স্কুলে একজন নূ হেঃ পঃ। ...১৫ টাকা ও আবা। নর্ম্মাল হেঃ পঃ ...চলিতে পারে। পোঃ ভাতশালা, জেলা ...

...গ্রাম মইং স্কুলে একজন এন্ট্রান্স হেঃ ...একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ ...টা এবং বাসা। আবেদন সত্বর প্রার্থনীয়। ...রায়, হেঃ মাঃ, পোঃ আজিগ্রাম, জেলা ...পুর।

আন্ধারা স্কুলের ত্রিপুরাসুন্দরী মইং স্কুলে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে ভাল ইংরাজী জানা এফ, এ পাশ জনৈক হেঃ মাঃ। আশু। পোঃ আন্ধারা, ময়মনসিংহ।

মইং স্কুলে একজন এফ, এ পাশ শিক্ষক ও একজন নর্ম্মাল পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত। বেতন যোগ্যতা অনুসারে প্রদত্ত হইবে। ইংরাজী শিক্ষক কায়স্থ চাই। আবা পাইবেন। শ্রীহরি প্রসন্ন রায়, ১০২ নং পঞ্চানন তলা রোড, দক্ষিণ বাটরা, হাওড়া।

দক্ষিণখণ্ড চৈতন্য চতুষ্পাঠীর জন্য একজন একজন সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াইবার জন্য ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত বেতন ৭ টাকা ও আবা। ইহা ব্যতীত নিমন্ত্রণও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে ও ডাক বলেছ শ্রীসকলানন্দ ঠাকুর।

আইর কান্দী মধ্য স্কুলে একজন এন্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ১২—১৪ টাকা এবং আবা। শ্রীবিপিন চন্দ্র কর হেড পণ্ডিত, পোঃ গৌরনদী গ্রাম আইরকান্দি, জেলা বরিশাল।

হাসাড়া কালীকিশোর হাই স্কুলে বি কোর্স বিএ বা অঙ্ক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এ কোর্স বিএ দ্বিতীয় শিক্ষক। বেতন ৭০ টাকা। অবিলম্বে আবেদন করিতে হইবে। জেলা ঢাকা।

জেলা মেদিনীপুর, পোষ্ট গড়হরিপুর পুরগড় মইং স্কুলে একজন এফ, এ, হেঃ মাঃ। বেতন ২০ টাকা ও আবা।

---

## ব্রাহ্মণ গৌরবের মূলে তপস্যা ও ত্যাগ

(সঙ্কলিত)

কেবল ভারতের নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল পণ্ডিত সমাজে যে, প্রাচীন আর্য্যজাতির গৌরব গীতিকা গীত হইয়া থাকে—যাহার স্মরণে বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থাতেও মনে আশার সঞ্চার হয়, তাহার মূলে কি আছে? তাহার অব্যভিচারী নিয়ত কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কে না বলিয়া থাকিতে পারেন—তাঁহাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি ইহার মূলে রহিয়াছে। ইহা অতীব সত্য যে, আর্য্যজাতির ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও দর্শন আজ পর্য্যন্তও বসুন্ধরাতে অজেয় রহিয়াছে। তাহাদের নীতি যে পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতির পথে চলিয়াছে ইহা সত্যের অনুরোধে অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাও মিথ্যা নহে যে, বহুদিনের পরাধীন অবস্থাতে অপরাপর জাতির নীতি যে দশাতে উপনীত হইয়াছে তদপেক্ষা এইক্ষণেও আর্য্যনীতি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ আছে। তথাপি সহৃদয় ব্যক্তি দেখিয়া মর্ম্মাহত হন যে, এক সময়ে যে আর্য্যেরা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের চর্চ্চা ছাড়িয়া অর্থ চিন্তার অবকাশই পাইয়া উঠিতেন না, আজ তাঁহার বংশধরেরাও ধনগৃধ্নুতার বশবর্ত্তী হইয়া অনার্য্যোচিত অকার্য্য করিতেছে। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর মধ্যে কৃতবিদ্য লোকও দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারাও সুবর্ণ মুদ্রার চাকচক্য দেখিয়া ধর্ম্ম ও নীতিকে ভুলিয়া যান। এই শ্রেণীর আর্য্যদিগের এইরূপ নৈতিক অধঃপতনের কথা ভাবিলে অবশ্যই মনে হয় যে, আর্য্যজাতির উন্নতি সুদূরপরাহত; কিন্তু যখন আবার দেখিতে পাই যে, আর্য্যজাতির মধ্যে এমন ব্যক্তিও রহিয়াছেন, যিনি অকাতরে কর্ত্তব্য পালনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, তখন মনে আশার উদয় হয় যে, ইহাঁরা এই মহান্ ভাব নিশ্চয় ঐ নীচভাবকে পরাজয় করিয়া আর্য্যজাতিকে অভ্যুদয়ের উচ্চ সোপানে তুলিয়া লইবে।

এইক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে, আর্য্যজাতির গৌরবের মূলে তাঁহাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও দর্শন রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলি অকস্মাৎ স্বর্গ হইতে অবনীপৃষ্ঠে পতিত হয় নাই, অবশ্যই এই সকলের উদ্ভাবনকারী কোন না কোন আর্য্যজাতিই ছিলেন। আর যাঁহারা এইরূপ অমূল্য বস্তুর উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিচারশীল ব্যক্তি মাত্রের পক্ষেই সম্মান করা উচিত। আর ঐ উদ্ভাবনকারী কে ছিলেন, ইহার বিচার করিতে গেলে মহামান্য মহর্ষিদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ মহর্ষিরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ বংশে সম্ভূত। এইরূপ মহীয়ান মহর্ষিরা বিপ্রবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই এক সময়ে ভারতের সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের পূজা করিতে বাঙ্নিষ্পত্তি করিত না। এমন কি রাজের অধীশ্বর পর্য্যন্ত শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সর্ব্বপ্রথমে সদ্গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতেন। পৃথিবীতে ইহা হইতে আর অধিক সম্মানের বিষয় কি আছে? কেহ মনে করিবেন না যে, বর্ত্তমান প্রথা দাদাঠাকুরকে প্রণাম করার ন্যায় ইহার মূলেও লোকাচার প্রভৃতি সংস্কার মাত্র ছিল। কেন না তাঁহাদের পাবন চরিত্রের লোকোত্তর শক্তিই আপন অদম্য প্রভাবে রাজশক্তিকে অবনত করিত। ঐ শক্তির অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট না হইয়া কেহই থাকিতে পারিত না। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিবামাত্র অপর সকলে উৎকট ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহা

দিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। না করিবে কেন, তাঁহারা যুগপৎ ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অস্থির ব্যূহ ভেদ করিয়াছিলেন, এই জন্য কদাপি বিষয়াসক্তি প্রভৃতি প্রবল রিপু তাঁহাদের মন স্ববশে আনয়ন করিতে পারিত না। তাঁহারা আত্মবিজ্ঞানের অনাময় স্পর্শে এমন অবশ হইয়া যাইতেন যে, পার্থিব সুখের লালসা মনে উদিতই হইত না। এই কারণে রাজ্যশাসনের সমস্ত কৌশল জানিয়াও রাজপদ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতেন। অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণের রাজত্বে অধিকার নাই; এইরূপ বিধান বিধিবদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের এই স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ ভাবের উপমা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়? যখন রাজনীতি, যুদ্ধনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি নিখিল লৌকিক বিদ্যা তাঁহাদের রসনাগ্রে নৃত্য করিত, তখন ইচ্ছা করিলে যে রাজসিংহাসনও ব্রাহ্মণের করায়ত্ত হইত, এইরূপ সম্ভাবনাকেও ভ্রমাত্মক বলা যাইতে পারে না। পাঠক একবার অনুধাবন করুন যে, রাজ্যের জন্য দেশে দেশে পিতা পুত্র হত্যায়, পুত্র পিতৃহত্যায় লিপ্ত হইয়া থাকে; সামর্থ্যসত্ত্বে তাহা হইতে নির্লিপ্ত থাকা কতদূর মহান্ মনের পরিচয়—কতদূর ত্যাগ স্বীকারের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। এই জন্যই মনু বলিয়াছেন "অনৃশংসাৎ ব্রাহ্মণস্থ ভুক্তে ইতরেজনাঃ"।

এইরূপ সন্দেহ করিতেও পারা যায় না যে, তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি জানিতেন না, কেননা ঐ সকল বিদ্যার গ্রন্থ তাঁহারাই প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই ত গেল গ্রন্থ রচনার কথা, আবার পরশুরাম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ যোদ্ধারও অভাব ছিল না। কেবল যে, ইঁহারা যোদ্ধাই ছিলেন এমন নহে, অনেক ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণকে বীরত্বের অযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন উল্লিখিত উদাহরণই, তাঁহারা যে ভ্রান্ত ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় বিজয়ী হইয়াও স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই, বরং ক্ষত্রিয়ের উপর ঐ ভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহা কি তাঁহার তাৎকালিক ক্ষত্রিয় দুর্নীতি নাশ মাত্রই ব্রতের লক্ষ্য বলিয়া বুঝাইয়া দেয় না! ইহা কি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরব বুঝাইয়া দেয় না? যতদিন শাস্ত্র মানিয়া ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপালন করিতেছিলেন ব্রাহ্মণ রাজ্যপালনে হস্তক্ষেপ করেন নাই। পরশুরামের প্রাক্ তৎকালীন ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে এই রক্তাবলম্বনের প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায়। যে শাস্ত্র মানিবে না, জনাপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া অকার্য্যে লিপ্ত হইবে সেই বাহুবল গর্ব্বিত মদোদ্ধতদিগকে প্রহার বিনা সংশোধনের উপায় নাই। সেইস্থানে ত্যাগী ব্রাহ্মণতেজঃসম্পন্নদিগকেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়। সমাজের পরিত্রাহি ডাকে ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় দমন করিয়াছিলেন। নিঃক্ষত্রিয়টা কথার কথা। যাহারা অত্যাচারী ক্ষত্রিয় তাহারাই নিহত হইয়াছিল। যাহারা সরলভাবে শাস্ত্রমত প্রজাপালন করিতেছিল তাহাদের বিনয়েই পরশু প্রতিহত হইতেছিল। পরশুরাম ক্ষত্রিয় মারিয়া কোথাও ব্রাহ্মণকে রাজা করেন নাই। নিজেও রাজত্ব করেন নাই। তিনি যেন রোমান ডিকটেটর সিনসিনেটস বা মার্কিণ ওয়াশিংটন। সমাজের বিপত্তি জন্য অস্ত্রধারী। নচেৎ অস্ত্রধারণ জন্য ব্যগ্র নহেন। ক্ষত্রিয় মধ্যে শ্রীরামের উদয় হইতেই উঁহার কার্য্যশেষ হইয়া গেল। আর ক্ষত্রিয় ভীতি প্রদায়ক ক্ষত্রিয় সংযম উদ্দীপক পরশুর প্রয়োজন থাকিল না। ব্রাহ্মণ পরশুরাম যে, স্বয়ং রাজসিংহাসন অধিকার না করিয়া পেনসন জায়গীর কিছুই না লইয়া তপস্যার্থ অটবীর আশ্রয় লইলেন, ইহাই আর্য্যের মহত্ত্বের পরিচায়ক।

দুঃখের বিষয় এই, যে বিদ্যার প্রভাবে লৌকিক সুখ ও বৈভবের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ রাজাসনকেও অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাকেও আজ কৃতবিদ্য লোক অনাদর করেন। অনেকের মুখে শুনিতে পাই, প্রাচীন মহর্ষিরা বর্ত্তমান প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য লোক অপেক্ষা কম জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বনামধন্য সুশিক্ষিত রাজা মাধবরাও মহাশয়ও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে,

"Avoid the mischievous error of supposing that our ancient forefathers were wiser than men of the present times. It can not be true Every year of an individual's life he acquires additional knowledge. Knowledge thus goes on accumulating year by year."—

অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের লোক অপেক্ষা প্রাচীন যুগের লোকেরা অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন এইরূপ অনিষ্টজনক ভ্রান্ত ধারণাকে পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না। প্রত্যেক বৎসরে প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শন-শক্তি বাড়িতে থাকে। এইরূপে বৎসরে বৎসরে জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই কি?

এই সম্বন্ধে ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, পুরাকালের ঋষি অপেক্ষা বর্ত্তমান ঋষিদিগের বহির্জ্জগতের কূটনীতি, পার্থিব সুখ ও তদুপকরণ সংগ্রহের জ্ঞান প্রবৃদ্ধি অধিক হইলেও অন্তর্জ্জগতের ধর্ম্মনীতি, আধ্যাত্মিক সুখ ও তদুপায় সম্বন্ধের জ্ঞান ও তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। যেরূপ প্রাচীন যুগে অন্তর্জ্জগতের জ্ঞানটা বাড়িয়াছিল বলিয়া বহির্জ্জগতের জ্ঞান আশানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ বর্ত্তমান যুগে বহির্জ্জগতের জ্ঞানটা বিবৃদ্ধ হওয়ায় অন্তর্জ্জগতের জ্ঞানকে সঙ্কোচ নীতির পথে চলিতে হইয়াছে। ইদানীন্তন লোকেরা দৈনন্দিন ধর্ম্ম, সত্য, শান্তি, স্বার্থত্যাগ, তিতিক্ষা ও সমবেদনার পথ ভুলিয়া পাপ, মিথ্যা, অশান্তি, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ এবং অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে চলিতেছে। প্রাচীন যুগের অপেক্ষা ইদানীন্তন যুগের মহোদয়েরা অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এই কথাটার ইহাই অর্থ হইতে পারে যে, এই যুগের লোকের বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক পল্লবগ্রাহিতা হইয়াছে বা হইতেছে। কিন্তু বুদ্ধির মৌলিক তত্ত্ব কিছুই বাড়ে নাই, প্রত্যুত কমিতেছে। ইহার কারণ অসংযতচিত্ততা। কোথায় সেই মহর্ষি সেবিত ব্রহ্মচর্য্য? নবীন ঋষিরা যে, কোন একটা বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারেন না এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনতিবিলম্বেই তাঁহাদের মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে ইহারও নিদান ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই বটে। তাঁহাদের আয়ুক্ষীণতাও এইরূপ নিয়মেই ঘটিয়াছে। ধর্ম্মভাবের অভাব ও বিলাসিতা বৃদ্ধিতে যে, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন, এই কথা অতীব সত্য।

বোধ হয় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিই ইহাতে সন্দেহ করিবেন না যে, ব্রাহ্মণই প্রায় সমস্ত আর্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যাঁহাদের প্রসাদে বেদ বেদান্ত প্রভৃতির অমৃত উপদেশ পাইয়া আমরা মনুষ্য জন্ম সফল করিতেছি, তাঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ না হওয়া কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? বেদ যাঁহাদিগকে বিরাট পুরুষের শ্রীমুখ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি রাম শ্যামের বাগজালে পড়িয়া অবজ্ঞা করা উচিত? এইস্থলে হয়ত অনেকে বলিয়া উঠিবেন, ব্রাহ্মণেরা উদারতা বিসর্জ্জন দিয়া বিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলি

তাঁহাদের উপর ভক্তি হয় না। আমরা কিন্তু এই কথাটাকে আদর্শে জ্ঞানসম্বন্ধ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আবার বিবাহিতিকালের পক্ষে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্র পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের বিধান আছে। বেদে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার নাই সত্য, কিন্তু পুরাণ প্রভৃতির অধ্যয়নে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয় নাই। অথচ ব্রাহ্মণের পক্ষে আপৎকাল ব্যতীত অব্রাহ্মণের নিকট হইতে অধ্যয়ন বিহিত হয় নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ যেরূপ সুচারুরূপে অধ্যাপনা কার্য সম্পাদন করিতে পারিতেন অপর বর্ণ সেইরূপ পারিত না। কেন না, তাহারা স্বজাতির কার্যে আবদ্ধ থাকিত বলিয়া শাস্ত্র চিন্তার যথেষ্ট সময় পাইত না। দিবারাত্রি যাহারা যে বিষয়ে লিপ্ত থাকে, তাহাদের নিকট সেই বিষয়ের শিক্ষা উত্তমরূপে হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা এই তত্ত্ব সম্যক বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণদিগকেই আচার্য-পদে ব্রতী করিতেন। ধর্ম ও শাস্ত্র গবেষণা বিষয়াসক্ত লোকের দ্বারা ভালরূপে হইতে পারে না ইহা যখন সত্য, তখন কেবল মাত্র সন্তুষ্ট নিস্পৃহ ব্রাহ্মণের উপর যে, ঐ উভয় কার্যের ভার ছিল, ইহাকে কোন প্রকারে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তাঁহারা নামে গৃহস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাদের মহান্ জ্ঞান ও বৈরাগ্যই প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে।

কেহ কেহ আবার দান ও ভোজনের কথা পাড়িয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্বার্থপর বলিয়া উপহাস করিতে ছাড়েন না। এইস্থলে বিচার্য যে, অর্থাগমের প্রধান সাধন রাজ্য, বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের অধিকৃত ছিল; ঐ গুলিতে ব্রাহ্মণের হস্তক্ষেপ করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উপহাসকারীর কি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে না যে, বায়ু ভক্ষণ করিয়া কালহরণ করাই তাঁহাদের উচিত ছিল? হাসির কথা নহে, ইহা মহীয়ান অন্তঃকরণের পরিচয়—অতি সামান্য জীবিকাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া ধর্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত করা ও সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরম হিতসাধনে নিয়োজিত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে পূর্বকালের ভূদেবেরা আদর্শ-চরিত্র ছিলেন, তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে—"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।" পূর্বতন ব্রাহ্মণেরা যদি তথাকথিত ব্রাহ্মণই হইতেন, তবে কি মনু জলদগম্ভীরস্বরে ব্রাহ্মণের এইরূপ অতুলনীয় মহত্ত্ব ঘোষণা করিতে সাহস পাইতেন? ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া মনু স্বতঃই তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। "বিদ্বাংসো দেবাঃ।" "ব্রাহ্মণা ভূমিদেবতা" কোন সমাজে জীবন ধারণ পূর্বক ধর্ম ও জ্ঞান অর্জন করিয়া জগতের হিত সাধনে ব্রতী হওয়াও যদি স্বার্থপরতা নামে অভিহিত হয় তবে যে, পরার্থপরতা কি হইতে পারে তাহা বুঝা উঠা কঠিন। পরন্তু পাশ্চাত্যভাবের চসমাটাকে কিছুকালের জন্য খুলিয়া আর্যভাবের অঞ্জন লাগাইয়া প্রাচীন ভারতের দিকে চাহিয়া দেখিলে এই বিপরীত বুদ্ধিটা তিরোহিত হইলেও হইতে পারে। দেশীয় শাস্ত্র চর্চার অভাবে এই প্রকার অনেক কুসংস্কার প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য সম্প্রদায়ের মনে জন্মিয়া রহিয়াছে। আশা করিতে পারি এইক্ষণে যে প্রাচীন ও নবীনভাবের মিশ্রণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, উহা দ্বারা তাহা ধুইয়া যাইবে।

আবার এইরূপ কৃতবিদ্য লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা পুরাকালের পূতচরিত্র ব্রাহ্মণদিগের উপরও উৎপীড়নকারী বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করেন। তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থনে "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" ও "একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ" ইত্যাদির উদাহরণ দিয়া থাকেন। এই স্থলে বিবেচ্য যে, পুরাকালে শূদ্রেরা খাঁটি কোল সাঁও-তাল ভিল ডোম দুর্দান্তগণ, বর্তমান সুশিক্ষিত শূদ্র সমাজের। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আর্যরক্ত সমন্বিত জাতি সকলের ন্যায় মার্জিতবুদ্ধি ছিল না। তাহাদিগকে "অনুষারপেন বুগান্তরভি" উক্তির লক্ষ্য স্থল বলিলেও কোন প্রকার অসঙ্গতি দোষ আসিবে না। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে মতি অর্থাৎ শাস্ত্র বিদ্যা তাহাদিগকে না দেওয়াই উচিত। আর দিলে যে, "উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে" নীতিতে বিপরীত ফল ঘটিত না তাহার প্রমাণ কি? এরূপ অধিকারীকে বেদান্ত বুঝাইতেছেন আর ব্রাহ্মণের সেবাতে—অর্থাৎ শ্রদ্ধাসংযুক্ত সংসর্গে—তদানীন্তন শূদ্রের পরম ধর্মলাভ হইত তাহা কেহই বা কি সন্দেহ? সকলেরই শ্রদ্ধাপূর্বক পিতৃমাতৃ সেবার কি ফল নাই? শিষ্যের গুরুদেবের সেবায় কি প্রত্যক্ষলাভ পান না? তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা কৃতবিদ্য পরমধার্মিক ও মানব মাত্রের আদর্শ ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সেবা করিতে যাইয়া শূদ্রেরা সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ শ্রবণ দ্বারা ক্রমনীতিতে পরম গতির দিকে অগ্রসর হইত। আজও কি ব্রাহ্মণের সংসর্গে সদাচারসম্পন্ন হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকে মার্জিত বুদ্ধি ও শুদ্ধাচার হয় না? ইহাও সত্য যে, ঐ সময়ে প্রকৃত শূদ্রদিগের সম্পত্তি লাভ হইলেই তাহারা সমাজের বিশেষতঃ অসহায় ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার করিত এবং বর্বরতা হেতু উহার অপব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না, সুতরাং এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের সম্পত্তি রাজাধিকৃত হইত। বর্তমান সৎশূদ্রদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া তদানীন্তন প্রকৃত শূদ্রের জীবন মীমাংসা হইতে পারে না, কেন না তাহারা অত্যন্ত বর্বর ও অত্যাচারী ছিল। সুতরাং তাহাদিগকে সুশাসনে রাখিবার জন্য যদি কোন কঠোর বিধান বিহিত হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য বিধানকারীদিগকে দলনকারীর দলে ভুক্ত করা যায় না। দুষ্ট হস্তীর ও বন্য অশ্বের দমন বশ করার সময়ে কঠোরতার প্রয়োজন আছে। এখন পরাধীনতা হেতু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যেরূপ শিথিল হইয়া পড়িয়া ও শূদ্রের উন্নতি হেতু যেরূপ একাকার চলিয়া যাইতেছে, পূর্বে এইরূপ ছিল না। তখন বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে যথোচিত শাস্তি অনেক অধিক প্রয়োজন ছিল। এইরূপ অবস্থাতে বেদ শ্রবণ বা বানপ্রস্থোচিত তপস্যাদির ভার অনধিকারিগণ করিলে যে, কঠোর দণ্ডবিধান দেখিতে পাওয়া যায় ইহার উদ্দেশ্য বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন আমরা আইন মতে অস্ত্র রাখিতে অনধিকারী। কোমরে ছুটা রিভলভার এবং হাতে একটা মিলিটারী রাইফল লইয়া এবং পশ্চাতে একটা তোপ টানিয়া—দলবলে বাহির হইলে অনধিকার চর্চার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাইতে হইবে কি না? কয়েকদিবস বিদ্রোহ কোন শাসন কর্তার কখন চাহেন না। ব্রাহ্মণেরা গুণের আদর করিবার সময়ে নীচবর্ণ ও উত্তমবর্ণ লইয়া কোন প্রকার গোল যোগ করিতেন না। তাই "শ্রদ্দধীত শুভাং বিদ্যাং প্রযত্নাদবরাদপি। নীচাদপ্যুত্তমং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" বিধান রহিয়াছে। নিকৃষ্ট শূদ্র হইতে বিষনিবারিণী বিদ্যা ও অন্ত্যজ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের বিধান ব্রাহ্মণের পক্ষে যে সমদর্শিতার পরিচায়ক ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সূত পুরাণের বক্তা ও ব্রাহ্মণ শ্রোতা, এই ঘটনা এবং শূদ্র সঞ্জয় ও বিদুরকে ব্যাসের ন্যায় মহর্ষির সমাদর করার বৃত্তান্তও ব্রাহ্মণের উদার ভাব ব্যক্ত করিয়া দেয়। ভাগবতপ্রণেতাও স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়া লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই—"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং"। ব্রাহ্মণ যদি বাস্তবিক শূদ্রবিদ্বেষী ও

# প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নহে

## সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের ভাব

মহাশয়!

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ পড়িয়া উহাকে পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হইল। অনেক ভাল কথা ছিল, কতক সঙ্কীর্ণতা ছিল। কি তাহা ... পারি না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটীকে নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্য যথাজ্ঞান চেষ্টা করিয়াছি।

এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনতম যুগ হইতে ধর্ম্মের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। বেদে আমরা কি দেখিতে পাই যে আর্য্য-ঋষিগণ অনন্ত দেবের সন্ধানে ঘুরিতেছেন; তাঁহারা বায়ুবরুণ বজ্রবিদ্যুতের স্তব করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি কেবল বাহ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রভূত শক্তিমান পদার্থ নিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে, কিন্তু সকল শক্তির মূল কারণের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদের এই কালব্যাপী সকল চেষ্টার পরে এদেশে উপনিষদের উন্মেষ হইল। উপনিষদকার ঋষিগণ "সেই একের" সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে আপনাদের সাধনা প্রভাবে লাভ করিয়া, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবধারণে পারদর্শী হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" সূর্য্য আমাদের দেবতা নহেন, চন্দ্র তারা আমাদের উপাস্য নহেন, অগ্নি বিদ্যুৎ আমাদের আরাধ্য নহেন; কিন্তু যে মহাশক্তি সূর্য্যচন্দ্র-তারার পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে কক্ষপথে নিয়োজিত করিতেছেন, বিদ্যুতে অগ্নিতে তেজ বিতরণ করিতেছেন, তিনিই আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা। প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এই যে সন্ধানলাভ, তাহা স্মরণে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য আমরা প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনার প্রথম মন্ত্রে উচ্চারণ করি, "যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু যো বিশ্বংভুবনমাবিবেশ য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ" যিনি অগ্নিতে রহিয়াছেন অথচ যিনি অগ্নি নন, যিনি জলে রহিয়াছেন অথচ জল নন, যিনি ওষধি বনস্পতিতে বিশ্বভুবনে রহিয়াছেন অথচ উহাদের কিছুই নন, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। আমরা আপাতদৃষ্টিতে এই মন্ত্রের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু এই মহাসত্যে পৌঁছিতে ঋষিদিগের যে যুগব্যাপী সাধনা ও তপস্যা লাগিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে শক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া শক্তিমানের উপাসনা—এই যে সোপান হইতে সোপানান্তরে গমন বড়ই কঠিন ও অভিনিবেশ সাপেক্ষ। আমাদের দেশে অনেকেই এখনও ঠিক ভাবে তাহা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ গঙ্গাকে দেখিয়া প্রণিপাত করেন, কেহ বা বৃক্ষ বিশেষকে নমস্কার করেন, কেহ বা সূর্য্য কেহ বা অগ্নির পূজা করেন, এই রূপ বিবিধ শক্তির আরাধনা করেন। কিন্তু এ সকলই যে তাঁহারই শক্তির বিকাশ, তাঁহার অভাবে যে ইহার কিছুই থাকিতে পারে না, এ সকলের পশ্চাতে যে তাঁহারই হস্ত তাঁহারই শক্তি কার্য্য করিতেছে, কয়জন তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিমানকে স্মরণ করেন। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এ সকলেরই আবির্ভাব ও দীপ্তি যে তাঁহা হইতে, কয়জনের দৃষ্টি ও চিন্তা সে দিকে ধাবিত হয় এবং কয়জনের মস্তক সেই শক্তিমানের উদ্দেশে অবনত হয়। এক ভাবে বলিতে গেলে বেদের ভাব 'প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বর সন্দর্শন'; কিন্তু উপনিষদের ভাব আরও গভীর ও সমুন্নত, সে কি না 'আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন'। প্রকৃতি তাঁহাকে দেখিবার দর্পণ বটে, কিন্তু আমাদের আত্মাই তাঁহাকে দেখিবার সুবিমল দর্পণ। আত্মার ভিতরে যদি পরমাত্মার নিষ্কলঙ্ক ছবি সন্দর্শন করিতে পারিলে, তবে ত তোমার সাধনার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। সামবায়্য তাঁহারই আদেশে গঠিত। কিন্তু এই আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন তাঁহার সত্ত্বাতে তাঁহার ভাবে অবগাহন ইহা হইতেও উচ্চতর সত্যে বেদান্ত উত্তরকালে অত্যুচ্চ অধিকারী দিগকে লইয়া চলিল। বেদান্ত বলিলেন তাঁহার সঙ্গে আপনার অভেদ, চিন্তা কর। জীবাত্মার উপাধি বাদ দাও। ঈশ্বরে উপাধি যা গুণ সকল বাদ দাও। উভয়ের যাহা বাকী থাকিবে তাহা এক। এবং সেই একই আছে। সমাধিতে অনুভব করিয়া দেখ। ইহা অপরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়। অপরোক্ষ অনুভূতি। ইহা যোগ সাধনার বিষয়। উহা পাণ্ডিত্যের কথা নয়। যদি শমদমাদি দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি, উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাক তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। নচেৎ ও তত্ত্ব ছাড়িয়া দ্বৈত ভাবে নিজের উপযুক্ত ভাবে উপাসনাদি কর। বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী কোটিতে ১০ জন। মুখে বৈদান্তী বলিলে বেদান্তী হয় না। মুখে যাঁহারা নিজেদের বিনয়ের সহিত দ্বৈতবাদী বলেন তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ সাধক দু দশজন বেদান্ত তত্ত্ব অনুভবের দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন! বেদান্ত সমাধির কথা। জীবন্মুক্তের কথা। সাধারণের জিনিস নহে। বেদান্ত প্রকৃত অধিকারীকে বলেন যদি এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পার তাহা হইলে মুক্তি ত তোমার করতলস্থ!

আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন—এই দ্বৈত ভাব হইতে অনধিকারী লোকে যতই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ চিন্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই উহাদের মধ্যে সাধন নীরস হইতে আরম্ভ করিল। আত্মার উপর হইতে সেই বুদ্ধি অপনয়ন করিতে না পারিয়া বৃথা সোঽহং বলিয়া উপাস্য উপাসক ভাব উহাদের মধ্যে তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল, সংসার বৈরাগ্য ও সর্ব্ববিধ কঠোরতা আসিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সর্পে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, সেইরূপ মরীচিকা ও ভ্রান্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, বেদান্তের এই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা অনধিকারী লোক সমাজে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে শিক্ষা যাহার উপযুক্ত নহে তাহা ব্যাপক কাল ধরিয়া মনুষ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যে কথ শিখিবার বা কথামালা শিখিবার অবস্থায় আছে তাহাকে সংস্কৃত ভাগবত পড়াইতে গেলে তাহার উন্নতি হয় না। মাথা খারাপ হইয়া যায়। দ্বৈত ভাবের উপদেশই সকলের প্রয়োজনীয়। তাহার উপরের ভাব যিনি পাইবার উপযুক্ত তিনিই পাইবেন। সকলেই শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন না।

এ দিকে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড জীব হিংসা সাধারণ আর্য্য মানবগণকে এমন উচ্চতর পথে লইয়া যাইতে ছিল। উপনিষদের ভাব, বেদান্তের ভাব, একমাত্র জ্ঞানোন্নত লোকেরই ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু লোকে যতই কেন বিপথগামী হউক না, জনসমাজ যতই কেন প্রকৃত ধর্ম্মপথ কল্যাণমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হউক না, যখনই তাহা সত্য সত্যই উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা স্পর্শ করে, তখনই প্রতিবাদের সময় উপস্থিত হয়। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে বুদ্ধদেবের জন্ম। তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ধর্ম্মের নামে অকারণ জীবহত্যার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি আরও বলিলেন কর্ম্ম মাত্রেই পুনর্জ্জন্মের হেতু। এই বিবিধকষ্টক্লেশ সঙ্কুল পুনর্জ্জন্ম যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বাসনা

জ্ঞানের উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যদি বাসনা উন্মূলন করিতে পার, তাহা হইলে নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মে স্রষ্টার কথা না থাকায় ব্রহ্মের কথা না থাকায় লোকের তৃপ্তি হইল না। উহার উচ্চ নীতিই উহাকে উচ্চে তুলিয়াছিল। তাহার পালনে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের অমনোযোগ আরম্ভ হইবা-মাত্র উহাতে ভারতবাসীর অশ্রদ্ধা হইল। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগের সকল ভাল জিনিস রাখিয়া গীতাপাঠে সকলেরই অধিকার দিয়া বৌদ্ধের মত বাদের ভিতরে ব্রহ্ম স্থাপন করিয়া সর্ব্বোচ্চদিগের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপায় দিয়া তথায় অদ্বৈতবাদ স্থাপন এবং সরল কবিত্বপূর্ণ ও ভক্তিপূর্ণ স্তবাদিতে ভক্তির সোপান সাধারণকে ছাড়িতে না দিয়া ভারতের মহাকল্যাণ সাধন করিয়া গেলেন। বিবেক চূড়ামণিতে তিনি "মোক্ষ সাধন সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী" বলিয়াছেন। উচ্চাধিকারী প্রভৃতের উপায় দেখাইয়া আত্মার একত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন। ঈশ্বরের (সগুণ ব্রহ্মের) সহিত জীবাত্মার তুলনায় বলিয়াছেন খদ্যোতে এবং সূর্য্যে; পরমাণুতে ও সুমেরু পর্ব্বতে কূপে এবং মহাসাগরে। সেব্য সেবক ভাব অপলাপ করিতে শঙ্করাচার্য্য এ অবস্থায় বলেন নাই। উহাদেরও পশ্চাতে নির্গুণ ব্রহ্ম নিত্য একরস বর্ত্তমান সমাধির উপযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য মাত্র বলায় দোষ হয় নাই। না বলিলে সত্যের অপলাপ হইত। গীতার শিক্ষা ক্রমে লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইল। গীতা সমন্বয় গ্রন্থ; গীতাকার কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া বলিলেন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে ত দেখিতেই হইবে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বভূতে তাঁহার অধিষ্ঠান হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, সমদর্শী হইতে হইবে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, সংসার অচল হইয়া উঠিবে, ঈশ্বরের লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে। ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য সাধন কর, কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাত্র কর্ত্তব্য পালন কর ফলের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই ভাবে যদি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার মুক্তিলাভে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে। ভক্তি সাধনার পথ সহজ পথ। নির্গুণের ধ্যান দেহীর পক্ষে কষ্টকর। এই ভাবে যুগযুগান্তর চলিতে লাগিল আজও ইহাই চলিতেছে। বিবিধ কাহিনীর ভিতর দিয়া ধর্ম্মের ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুরাণের বিপুল চেষ্টা এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ঘাত প্রতিঘাত তান্ত্রিক-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তান্ত্রিকধর্ম্ম মদ্যপ বেশ্যাসক্ত মাংসাহারী পশুবৎ লোকদিগকেও উপেক্ষা করিল না সকলের জন্য গুরূপদেশ সাপেক্ষ অসাধারণ শিক্ষার ও সাধনার গুরূপদেশকে দিব্যভাব অবলম্বনের পথে লইল। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সন্দর্শন করা এবং দেহমনে দৃঢ় করাই তন্ত্রের গৌরব। মাতৃভাবে ঈশ্বরের সাধনা অতি সমুন্নত শিক্ষা। শঙ্করাচার্য্যও সাধারণের জন্য স্তব রচনায় ইহা দেখাইয়াছেন ইহা অন্য দেশের ধর্ম্মের ভিতরে নিতান্তই বিরল। বেদ তাঁহাকে উচ্চাধিকারীর নিকট এই সর্ব্বভাবে প্রকাশ করিয়া পিতৃভাবেও সেবা করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা, আর মনুষ্য মাত্রেই ভ্রাতা, এ শিক্ষা বেদ আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। ঈশ্বর যে আমাদের বন্ধু তিনি যে আমাদের সুখ দুঃখে উদাসীন নন, এ শিক্ষাও বেদ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্তে মৈত্রী-ভাব, বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদিগকে এ সত্যের শিক্ষা প্রকট করিয়াছিল। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্ম করুণাময়ী মাতা বলিয়া তাঁহাকে সাধন করিতে আমাদিগকে বলিয়াছেন। পিতার স্নেহের ভিতরে যেন একটু কঠোরতা আছে, কিন্তু মাতার করুণার ভিতরে কেবলই ক্ষমা—কেবলই দয়া। আমরা যতই কেন মহাপাপে পাপী হই না, তাঁহার নিকট হইতে পরিচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই। তিনি তাঁহার উদার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া আমাদের মত দুর্ব্বল সন্তানকে কেবলই আহ্বান করিতেছেন।

তান্ত্রিক ধর্ম্মের অন্য দিকে যে জীব-হিংসা রহিয়াছে ও মূর্ত্তিপূজার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে ঐ সকলের উপযোগীদের জন্য প্রয়োজনীয়। এখন কত বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ মদ্য মাংস খাইতেছেন এবং সাহেবদের ইষ্টদেবতারূপে আদর্শ রাখিয়াছেন, উঁহারা যদি কপটতা ছাড়িয়া নিজেদের তান্ত্রিক বলিয়া স্বীকার করিয়া শোধিত মদ্য ও বলিদানের মাংস ব্যবহার করেন ও "মা মা" বলিয়া ডাকেন তাহা হইলে কিছু উন্নতি হয় না কি? যখন ভিন্ন অধিকারী আছে তখন কপটতা ছাড়িয়া তাহা স্বীকার করিয়া উন্নতির পথে যাওয়াই ভাল নয় কি? উচ্চ তান্ত্রিকেরা মদ্যমাংস মৈথুন বর্জ্জিত। তাঁহারা দ্বৈতের উপাসনা দিয়া যোগে অদ্বৈতে পৌছেন। তন্ত্র দুর্ব্বলের মনে সৎ সাহস দেয় তন্ত্রেই কলির মানবের জন্য উপনিষদের মন্ত্র সকল গুরুমুখে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে হয়। এই তান্ত্রিকের অনাচার দেখিয়া লোকে উত্যক্ত হইলে গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া ঘোষণা করিলেন "নামে রুচি ও জীবে দয়া" ইহাই ধর্ম্ম। [illegible] তাহা ধর্ম্ম নহে। বেদ উপনিষদ [illegible] স্বরূপ ভুক্তিকেতু বলিয়াছেন, কিন্তু গৌরাঙ্গদেব যে ভক্তির বন্যা বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিলেন, নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য যাহা ঘোষণা করিলেন, তাহা বাস্তবিকই অর্থপূর্ণ ও নিতান্তই [illegible]।

বেদের শিক্ষায় [illegible] মূর্ত্তি পূজার উপযোগী ভাব। উপনিষদের শিক্ষায় অবতারবাদের বা মূর্ত্তিপূজার স্থান সহ উচ্চাধিকারীর জন্য ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে পৃথক পৃথক প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করাইয়া ভিতরের একত্বে স্মরণ করাইয়া আধিদৈবিক [illegible] আদর্শ জীবনে লক্ষ্য দেওয়ার চেষ্টায় অবতারবাদ ও মূর্ত্তিপূজা এদেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভিতরে অশেষবিধ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ক্রমে মুসলমানী একেশ্বরবাদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে প্রবেশ করায় এক আমাদেরও ধর্ম্মের ঐ অংশ ক্রমে ক্রমে [illegible] বিকশিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহারই ফলে আমরা নানক পন্থ ব্রাহ্ম পদ্ধতি প্রভৃতি লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম পদ্ধতি।

ব্রাহ্মধর্ম্মও বলিতেছেন, প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে অভ্যাস কর; আত্মার ভিতরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ কর, অন্য সকল প্রকার বাসনা পরিহার করিতে পার, কিন্তু অনধিকারী সাধারণ মানব তাঁহাকে পাইবার কামনা ও উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিতে যাইও না। সর্ব্বোচ্চ হইলে তাঁহাকে যোগে পাইবে। এখন দ্বৈতভাবে থাক। জীব হত্যা করিও না, ধর্ম্মের নামে রক্ত পাত করিও না, উপাস্য উপাসকের নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা কর, তবে বিপদে সম্পদে দারিদ্র্যে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাঁহার অমোঘ আশ্রয় গ্রহণ কর, ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর, সমদর্শী হও, সকলস্থানে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাবৎ জীবে দয়া প্রদর্শন কর, তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন কর, ঈশ্বরকে পিতৃভাবে—বন্ধুভাবে—মাতৃভাবে পূজা কর, সকল মনুষ্যের সহিত ভ্রাতৃ—সৌহার্দ্দ্য স্থাপন কর। সাধারণ হিন্দু ইহা ছাড়াও বলিতেছেন যে, অবতারবাদ মূর্ত্তিপূজা ও মধ্যবর্ত্তিতাবাদ একেবারে পরিত্যাগ করা দুঃখের কথা। উহা যাহারা পারিবে না তাহারাই সংখ্যায় অধিক। নিরাকারে ও অনন্তে মনবুদ্ধি যখন স্থির হইতে পার না তখন মুখে মিথ্যা বলিও না। মুসলমান ও খৃষ্টান পর পর রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের

থাকিব রাখিও না। ... করিয়া মূর্ত্তিতেই মনোনিবেশ কর। চিত্তকে সঙ্কুচিত করিয়া ভক্তিভাবে পূজা কর। যদি বা পূজার উপহারের নিকট ভগবান থাকেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী তোমার আত্মাও তিনি কিন্তু যতদিন তাহা না অনুভব করিয়াছ আবাহন বিসর্জ্জন করিতে থাকো ভক্তি সহকারে পূজার সময়ে মনকে দৃঢ় করার জন্য আবাহন। যিনি প্রতি নিশ্বাসে ভগবৎ স্মরণ করেন তাঁহার জন্য বিসর্জ্জন স্বীকার করিতেই হইবে। মন হইতে বিসর্জ্জন স্বীকার না করিলেই বাড়াবাড়ি হয় না।

মা, দেবি, হরি, রাম, ব্রহ্ম প্রাণ ভরিয়া বল তাঁহার ও আমার মধ্যে অন্য কোন ব্যবধান নাই; আমরা তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকিলে তিনি আমাদের প্রার্থনা বাক্য গ্রহণ করিবেনই এই অনন্ত বিশ্বাসে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর; চরিত্রকে নির্ম্মল কর, অন্তরের ভিতরে যে সকল সাধুভাব আছে তাহা বিকশিত কর, ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, গৃহীর কার্য্য সাধন কর, হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার স্বরূপকে খর্ব্ব করিও না, তিনি অপ্রতিম—তিনি অণুর অপেক্ষা অণু, বড় অপেক্ষা বড়, তিনি নির্ব্বিকার—নিরাকার এবং সাকারের বাহিরে, তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর, তিনি পরম গুরু এইভাবে সাধনা কর, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। সংক্ষেপতঃ ইহাই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম। ইহাতে গীতা নিত্য পাঠ্য। এসম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়েরই মতভেদ নাহি।

শ্রী.— ...

## সদালাপ। (২২)

[৯৮] কর্ত্তব্যপরায়ণ পাদ্রি।—যাজকদিগের উপর এখন অনেকে বিরক্ত। কিন্তু উঁহাদের দ্বারাই স্পষ্টবাদিতা সম্ভব। পুরোহিতেরা আগেকার মত তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী হউন এবং গৃহস্থেরা আবার উঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবার যোগ্য হউন।

ডেনমার্কের রাজা ক্যানুটের উত্তরাধিকারী রাজা গোয়েন খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন বদলায় নাই। তিনি খৃষ্টীয় পাদ্রিদিগকে শাসাইতেন যদি তাঁহার যথেচ্ছাচারে উঁহারা কেহ অণুমাত্র আপত্তি করেন তাহা হইলে তিনি আবার রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজার সহিত মিলিয়া থর দেবের পূজার প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং যে অর্দ্ধ পরিমাণ প্রজা তাঁহার ন্যায় এখন খৃষ্টান হইয়াছে তাহা দের তখন একেবারে উৎসন্ন করিবেন। কোন সময়ে রাজা গোয়েনের হুকুমে এক জন সম্রান্ত লোকের সামান্য উপহাস করা অপরাধে বিনা বিচারে শিরশ্ছেদন হয়। ইহার পরে একদিন রাজা রসকিল্ড ক্যাথিড্রাল গির্জ্জায় প্রবেশ করিতেছিলেন কিন্তু বিশপ উইলিয়ম হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা দ্বাররোধ করিয়া বলিলেন "এখানে কল্যাণীয়েরা এবং অনুতাপযুক্তেরা সর্ব্বশক্তিমান এবং পরম দয়াল ঈশ্বরের ভজনা করিতে আইসেন এখানে দুর্দ্দান্ত নররক্ত পিপাসু হত্যাকারী দিগের প্রবেশে অধিকার নাই!" এই অচিন্তাপূর্ব্ব রাজাপমানে রাজানুচরগণ সকলেই ক্রোধে হস্তস্থিত যুদ্ধ কুঠার উঠাইল, উগ্রস্বভাব রাজা কটিবন্ধে সংযুক্ত কোষে নিবদ্ধ তরবারিতে হস্ত দিলেন। বিশপ উইলিয়ম অটলভাবে পূর্ব্ববৎ দ্বাররোধ করিয়া রাখিয়া শুধু মাথা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন "ইচ্ছা হয় তোমরা আমার মাথা কাটিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ কর আমি জীবিত থাকিতে ভগবানের স্থান তোমাদের দ্বারা কলুষিত হইতে দিব না।" রাজা যুদ্ধক্ষেত্রের উৎসাহে মত্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের অনেক সাহসের কার্য্য অনেক দেখিয়াছিলেন; নিজেও অতীব বিপদ সঙ্কুল স্থানে যুদ্ধ করিতে ধাবিত হওয়া সম্বন্ধে কখন কুণ্ঠিত হয়েন নাই; তাঁহার কোপদৃষ্টিতে বড় বড় যোদ্ধাদের কম্পিত হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত্রের এরূপ সম্পূর্ণ নির্ভীকতা কখন দেখেন নাই এবং শুনেন নাই। উচ্চ মতবাদের জন্য এরূপ অকম্পিত ভাবে মৃত্যু আলিঙ্গনে উন্মুখতার মহত্ব তাঁহার বীর হৃদয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাটিতে ফিরিয়া গেলেন। তথায় রাজবেশ ও অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে, ক্যাম্বিসের পোষাক পরিয়া, নগ্ন শিরে গির্জ্জায় ফিরিয়া আসিলেন। হেঁটমুণ্ডে গির্জ্জা দ্বারে পৌঁছিয়া পাদ্রির নিকট অপরাধ মার্জ্জনার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, বিশপ উইলিয়ম তাঁহাকে গির্জ্জার মধ্যে অনুতাপান্বিতদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য জপ করিতে দিলেন। তিনদিন অনাহারে জপ করাইয়া তাহার পর বিশপ রাজাকে ক্ষমা করিয়া সাধারণের সহিত ভজনায় অধিকার দিয়াছিলেন। ইহার পর রাজা এবং বিশপের এরূপ বন্ধুত্ব হইল যে দুজনেই প্রার্থনা করিতেন যে উঁহাদের যেন এক সময়ে মৃত্যু হয়। তাহাই হইয়াছিল এবং উঁহাদের দুজনেরই সমাধি ঐ গির্জ্জায় পাশাপাশি দেওয়া হইয়াছিল।

[৯৯] পিতৃঋণ শোধ।—৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা যোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বহু লক্ষ টাকা দেনা ছিল। তিনি পাকা করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি পৃথক এবং বেনামী রাখিয়া দিয়াছিলেন সুতরাং উত্তমর্ণদিগের ঐ সম্পত্তির উপর বর্ত্তমান ইংরাজী আইন অনুসারে কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের পবিত্র প্রাচীন আইন বা স্মৃতির ব্যবস্থা মতে পিতৃত্যক্ত কোন সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক, পিতার সকল ঋণই শোধ দিতে হয়। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও প্রাচীন ভারতের সুপুত্রের ন্যায় সুসঙ্গত ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পিতার উত্তমর্ণদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত সম্পত্তিই উত্তমর্ণদিগের হস্তে তালিকাভুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ সুভদ্র ব্যবহারে উত্তমর্ণগণ প্রীত হইয়া উঁহার কোন সম্পত্তিই বিক্রয় করেন নাই পরন্তু ঐ সম্পত্তির ব্যবস্থার ভার তাঁহার নিকটই রাখিয়া দিয়াছিলেন। সামান্য পরিমাণ মাত্র অর্থ পারিবারিক ব্যয় জন্য লইয়া উদ্বৃত্ত সমস্ত টাকাই ঋণ শোধে নিযুক্ত করায় বহুবর্ষে দেবেন্দ্র নাথের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া যায়। তাঁহার সুব্যবস্থায় জমীদারীর আয়ও অনেক বাড়ে এবং দাতব্য চিকিৎসা জন্য এক লক্ষ টাকাও দান করা হয়। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরও পরিমিত টাকা ঐরূপ কার্য্যে দেওয়ার ইচ্ছা এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু দিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত শ্রাদ্ধ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃঋণ শোধ এবং পিতার ইচ্ছা সকল পূর্ণ করিবার জন্য যাহার চেষ্টা নাই তাহার দ্বারা বৃষোৎসর্গ বা দানসাগর তাহার নিজের পক্ষ পাবক্ষ্ঠাপ্ত জন্য অনুষ্ঠিত, তাহা প্রকৃত শ্রাদ্ধ নয়। অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলনে উন্নতি লাভ করায় এবং উপরোক্তরূপ সদ্‌গুণে ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব্বত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধাসম্পন্ন দেবেন্দ্রনাথ এই জন্যই নিজেকে "ব্রাহ্ম পদ্ধতির হিন্দু" বলিতেন; ভারতের সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা রাখিয়া সেই জন্যই আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ভাবে তিনি বাঙ্গালা দেশে উপনিষৎ ও গীতার আলোচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিশালী পুত্রগণ সকলেই বিদ্বান, স্বদেশভক্ত ও সদ্‌গুণ সম্পন্ন। তাঁহার ঋণ নির্ম্মল এবং তিনি ভাগীরথী তীরে বাস করিতে ভাল বাসিতেন।—"পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং।"

(১০০) সাধুতা ( হাতেম )।—এমন দেশের রাজা দানশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ তাঁহার নিকট সর্ব্বগুণশালী হাতেমের সদ্গুণ বর্ণনা করিলে রাজার ঈর্ষা হইল। তিনি যশ সম্বন্ধে নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য গোপনে একজন অনুচরকে আদেশ করিলেন হাতেমের মাথা কাটিয়া আন। ঐ রাজচর দূরবর্ত্তী স্থানে হাতেমের গ্রামে প্রায় হইয়া সন্ধ্যাকালে পৌঁছিলে একজন সৌম্যমূর্ত্তি বিনয়ী যুবক কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া যথাযোগ্য আতিথ্য সৎকার করিলেন। দুইজন একত্রে শয়ন করার সময় যুবক তাহার অতিথিকে ঐ বাটীতে দুই এক দিন বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলে, রাজকর্ম্মচারী বলিল "আমার প্রতি গুরুতর গোপনীয় কার্য্যের ভার আছে। প্রাতঃকালেই যাইতে হইবে।" যুবক তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বতঃই স্বীকৃত হইলে রাজকর্ম্মচারী তাহার প্রতি হাতেমের মুণ্ড ছেদনের আদেশের কথা প্রকাশ করিল এবং সহায়তা প্রাপ্তি জন্য অনেক টাকা পুরস্কার দিতে চাহিল। যুবা বলিল "ভাই! আমিই হাতেম। তুমি অবিলম্বে আমার মুণ্ড ছেদন করিয়া প্রস্থান কর। এই গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পূর্ব্ব দিকের পথে এখনই গেলে আমার অনুচরেরা বা গ্রামবাসীরা কিছুই জানিতে পারিবে না। আমি এই ঘরে নিদ্রিত আছি বলিয়া জানিবে। অনেকটা সময় পলাইবার জন্য নিশ্চিন্তে পাইবে এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিতে পারিবে। নচেৎ ফিরিবার সময় বড়ই বিপদের সম্ভাবনা।" এই সময়ে মুগ্ধ রাজচর হাতেমের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

(১০১) ধর্ম্মই রক্ষা করেন।—ধর্ম্মাধিক যুধিষ্ঠির কয়েকবার বিষম পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সকল সময়েই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া চলায় "অজ্ঞাস' কাথার বিষম সঙ্কটেও ধর্ম্মকে ধরিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(১) যখন জল আনিতে গিয়া এবং যক্ষের প্রশ্ন [illegible] দিয়াই জলস্পর্শ করিয়া ভীম, অর্জ্জুন নকুল [illegible] মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির "[illegible]" প্রভৃতি ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া যক্ষ [illegible] তাঁহাদের মধ্যে একজনকে মাত্র [illegible] অধিকার পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার [illegible] এবং সর্ব্বাপেক্ষা মমতা পর সহোদর অর্জ্জুনের জীবন না চাহিয়া তিনি বিমাতা মাদ্রীকে স্মরণ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবনই চাহিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপরায়ণতায় তুষ্ট হইয়া যক্ষরূপী ধর্ম্ম তাঁহার সকল ভ্রাতারই জীবন দিয়াছিলেন।—ধর্ম্মে রক্ষতি ধার্ম্মিকং—সকল সময়ে ঐহিক বিষয়ে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা না গেলেও ইহাই প্রকৃত এবং সত্য সত্য।

(২) যখন গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে ভীম এবং দুর্য্যোধনকে শিব মন্দিরে কিছু পরে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে এবং তিনি পূজা শেষে উহাদের নিরীক্ষণ করিলে উহাদের শরীর দৃঢ় হইবে তখন যুধিষ্ঠির উভয়কেই বলেন "একেবারে উলঙ্গ হইয়া মন্দিরে যাও, সর্ব্বশরীর দৃঢ় হইবে; মার কাছে পুত্রের কোন লজ্জা নাই।" "হাম বড়া" বুদ্ধি পরিচালিত দুর্য্যোধন লজ্জাবশতঃ মল্লকচ্ছ পরিয়া গিয়াছিলেন। এবং মনে করিয়া ছিলেন যে জ্যেষ্ঠের কথা না শুনিয়া খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন। গান্ধারীর দৃষ্টি ঐ স্থলে কাপড়ের উপর পড়ায় তাঁহার উরুদ্বয় তেমন দৃঢ় হইল না। জ্যেষ্ঠের একান্ত বশীভূত ভীম অনুজ্ঞা সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া উলঙ্গ হইয়াই গিয়াছিলেন। ভীমের সর্ব্বশরীরই দৃঢ় হইল। গান্ধারী মনে করিলেন যুধিষ্ঠির কুটিলতাপূর্ব্বক দুজনকে দুরকম পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং সে জন্য যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু দুর্য্যোধনকে তখন নিজের ভুল স্বীকার করিতে হইল। এবং সেই ভুলই শেষে তাঁহার কাল হইল। নচেৎ উরুভঙ্গ হইত না। দুর্য্যোধনই খুড়তুতো ভাইদের দেখিতে পারিতেন না। যুধিষ্ঠিরের মনে কোন পাপ ছিল না। তিনি এ স্থলেও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সরলভাবে দুজনকেই উচিত উপদেশই দিয়াছিলেন।

(৩) যখন স্বর্গারোহণ জন্য পাণ্ডবেরা যাত্রা করেন তখন হস্তিনা হইতেই এক কুকুর তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল। পত্নী ও ভ্রাতা সকলেই পার্ব্বত্য পথে স্খলিতপদ হইয়া একে একে পড়িয়া গেলে যুধিষ্ঠির স্বর্গদ্বারে পৌঁছিলেন। তখনও কুকুর সঙ্গী। দিব্যবেশী ইন্দ্র কুকুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রবেশে অনুমতি দিলেন এবং অস্পৃশ্য কুকুরের স্বর্গ প্রবেশে অধিকার কোন মতেই হইবে না ইহা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির কুকুরকে ছাড়িয়া স্বর্গ প্রবেশে অসম্মতি জানাইলে দিব্যবেশী ইন্দ্র তর্ক উত্থাপন করিলেন। ভ্রাতা ও পত্নীহীন হইয়া যখন তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন তখন কুকুরহীন হইয়া স্বর্গে থাকিতে আপত্তি হইতে পারে না যুধিষ্ঠির সঙ্গী কুকুরকে ছাড়িয়া স্বর্গে [illegible] করিতে পুনর্ব্বার অসম্মতি প্রকাশ [illegible] বলিলেন যে জীবিতের দেহ [illegible] থাকে, মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া থাকা [illegible] কার্য্য, কিন্তু জীবিত সঙ্গী যতই হীন হউক তাহাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না। কুকুরের জন্য এইরূপে স্বর্গভোগ ত্যাগ প্রতিজ্ঞা করিলে কুকুর ধর্ম্মবেশ ধারণে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গ প্রবেশের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দিব্যবেশী ইন্দ্র তাঁহাকে সাদরে স্বর্গে প্রবেশ করাইলেন।

[৪] যখন জীবনের মধ্যে একমাত্র দোষের জন্য সকলের পীড়াপীড়িতে "অশ্বত্থামা" "যুদ্ধে অভিমন্যুকে নিহতকারী দ্রোণাচার্য্য সম্বন্ধে, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলাতে) তাঁহার নরক দর্শন হইল তখনই ইন্দ্রের মায়ায় সেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময়স্থান হইতে দ্রৌপদী ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব প্রভৃতির কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণে আসিতে লাগিল। নরক দর্শনে তাঁহার নিজ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে—তিনি স্বর্গে ফিরিতে পারেন ইন্দ্র তাহাকে ইহা বলিলে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সান্নিধ্য-ত্যাগ করিয়া নিজের সুখের জন্য আনন্দময় স্বর্গে ফিরিতে অস্বীকার করিলেন। তখন এ সকলই যে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার পরীক্ষার্থ মায়া মাত্র তাহা জানাইয়া ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে স্নান করাইয়া উজ্জ্বল শরীর দিয়া স্বর্গে ভ্রাতৃবর্গের নিকট লইয়া গেলেন।

[১০২] এক জোট হওয়া।—[যুধিষ্ঠির]—এক জোট হওয়া সম্বন্ধে ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের উপদেশ যেমন ইউরোপীয়েরা কার্য্যতঃ প্রতিপালন করেন তেমন কোন জাতিই করে না। উহাঁদের ভিতরে মত ভেদ অনেক কিন্তু বাহিরে উহারা "একদল"। যখন পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইয়া উহাদের নিকট নিজেরঐশ্বর্য্য প্রদর্শন জন্য দুর্য্যোধন সৈন্য সামন্ত সহ বন ভোজন করিতে যান তখন তাঁহার সৈন্যেরা চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কিছু ক্ষতি করায় গন্ধর্ব্বরাজ কুরুদিগকে আক্রমণ করেন এবং সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া লইয়া যান। পাণ্ডবেরা এই সংবাদ পাইলে ভীম প্রভৃতি সকলকেই সোল্লাসে বলিলেন "যেমন কার্য্য তেমন ফল"। যুধিষ্ঠির ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিলেন "ভাই দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইস। যখন আমাদের আপোষে বিবাদ হয় তখন আমরা পাঁচ ভাই আর উহারা এক শত। কিন্তু

যখন তৃতীয় কোন শত্রু উপস্থিত তখন আমরা এক শত পাঁচ ভাই এক জোট।" উভয়বিধ প্রকৃতবর্ণী ধর্ম্ম পরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই উপদেশের যাথার্থ্য বুঝিয়া তাঁহার বশতাপন্ন অর্জ্জুন সসৈন্য গিয়া দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

ভারতবাসী সকলেই কতদিনে এই শিক্ষার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এবং ধর্ম্মপথে সমগ্র জগতের সহিত মিত্র প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত "স্বদেশী" ভাব প্রণোদিত এবং একজোট হইবেন।

[১০৩] বাল্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।—বাল্যকাল হইতে "উচ্চ বিষয়ে" আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা ভাল। হিন্দু কলেজে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয় এবং ৺আবদুল লতিফ খাঁ সাহেব সহপাঠী ছিলেন। উঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়া ছিল। একদিন উঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল যে উত্তরকালে উঁহারা কে কি হইতে চাহেন। যিনি পরে নবাব আবদুল লতিফ খাঁ সি আই ই এবং ভোপালের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া ছিলেন, তিনি তখন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইবেন। যিনি পরে মেঘনাদ বধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচয়িতা এবং বাঙ্গালার একজন প্রধান কবি হইয়া ছিলেন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বড় কবি হইবেন। যিনি পারিবারিক সামাজিক ও আচার প্রবন্ধে ভারতবাসীর জন্য বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্য সুপরিস্ফুটকারী এবং সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষার পোষনকল্পে বিশ্বনাথ ফণ্ড স্থাপয়িতা এবং নিজের পবিত্র স্বদেশভক্ত জীবনে আর্য্যকর্ত্তব্যনিষ্ঠার এবং পাশ্চাত্য স্বদেশ ভক্তির উভ সম্মিলনের আদর্শ [ কবিবর ৺হেমচন্দ্রের কথায় বলিলে "ইংরাজী শিক্ষায় ফুল বাঙ্গালী শিকড়] প্রদর্শনকারী হইয়াছিলেন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলেন যেন "অণুমাত্রেও দেশের কোন কাজে" লাগিতে পারেন।

( ১০৪ ) মতভেদ—সহৃদয়তা।—সদালাপের সকল প্রবন্ধ সকল ব্যক্তিরই মনোনীত হওয়া সম্ভব নহে। ফলতঃ কোন ধারাবাহিক প্রবন্ধমালার "সকল কথা" সকলের মনঃপূত হয় না। এই সংগ্রহে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই প্রতি প্রীতি পোষণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভালকথা প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। এমন হিন্দু নামধের ব্যক্তি আছেন যিনি মুসলমান মহাপুরুষদিগের প্রশংসা দেখিলেই চটিয়া আগুন। এমন মুসলমানও আছেন যিনি সম্রাট আরঙ্গজেবের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তিবশতঃ ঐ সম্রাটের ঐতিহাসিক চরিত্র সমালোচনাকে "মুসলমান বিদ্বেষের" পরিচায়ক মনে করেন। এরূপ দুঃস্থলে কর্ত্তব্য কি?—পাঠকদিগের কর্ত্তব্য, যে যে প্রবন্ধ তাঁহাদের পছন্দ না হয় সে গুলিকে কালির ছোপ দিয়া কাটিয়া যেন এবং দ্বিতীয়বার আর না পড়েন এবং লেখকের সুমতির জন্য ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করেন। "সকল লেখকেরই" উচিত যে, ধর্ম্ম বা জাতিগত বা ব্যক্তিগত কোন প্রকার বিদ্বেষ মনে না পোষণ করেন এবং যে বিষয়ে তাঁহার লেখায় কোন অংশে কাহারও কখন অসন্তোষ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারেন তাহা যেন ভবিষ্যতে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া লিখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। মনকে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির কোন অংশের প্রতিই অকারণে বিরক্ত করিয়া রাখিতে নাই।

## ৺রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই।

ইঁহার জন্মস্থান কলিকাতা। জন্ম সন ১৮৪৮। পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত লর্ড বেণ্টিকের আমলের একজন ডেপুটী কালেক্টর। এই সময়েই এই পদের সৃষ্টি হয়। খুল্লপিতামহ রসময় দত্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং ঐ সময়ের ছোট আদালতের জজ ছিলেন। কুমারী ৺তরুবালা দত্ত যিনি ইংরাজীতে কাব্য লিখিয়া ইংরাজ সমাজে প্রশংসা পাইয়াছেন, তাঁহারও জন্ম এই পরিবারের মধ্যে—রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য কন্যা। শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় রমেশচন্দ্র পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে রমেশচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন। এফ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ডেপুটী কালেক্টরী কার্য্যে তাঁহার পিতাকে বিভিন্ন জেলায় মধ্যে মধ্যে বদলী হইতে হইত। রমেশচন্দ্র দত্ত পিতার সঙ্গে বাঙ্গালার নানাদেশ বেড়াইয়া দেশ ভ্রমণ জাত অভিজ্ঞতা অনেকটা লাভ করিয়াছিলেন। তখন রেল না থাকায় ঐরূপ স্বভাবতে অনেক দেশের অবস্থাদি জানিবার পক্ষে তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চ বিলাত যান। সমভিব্যাহারী বন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত। পর বৎসর এই তিনজনই সিভিল সর্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র সংস্কৃতে সর্ব্বপ্রথম, ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় এবং পরীক্ষার গুণানুসারে তৃতীয় হইয়াছিলেন।

১৮৭১ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার শাসন বিভাগে উচ্চপদ সমূহে সরকারী কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালে সাহাবাজপুরে বন্যা হইয়া তাহাতে এবং পরে দুর্ভিক্ষ ও কলেরায় বিস্তর লোক ক্ষয় হয়। তখন তিনি সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার যত্নে অনেক দুঃস্থ পরিবার সামলাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত তিনি বাখরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে মার্কুইস অফ রিপণ তাঁহার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তিনি যেরূপ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন বিলাতের লোকে তাহা জানিতে পারিলে ভারতবাসীর উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আর কোন কথা উঠিবে না। মার্কুইস নিজে তাঁহার সম্বন্ধে কথা বিলাতের লোককে জানাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

১৮৯০ খৃঃ অব্দে তিনি বর্দ্ধমানে বদলী হন। বর্দ্ধমান হইতে দিনাজপুরে এবং দিনাজপুর হইতে মেদিনীপুরে বদলী হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে ইনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এ দেশীয়ের এই পদে নিয়োগ ইহাই সর্ব্ব প্রথম। ১৮৯৭ সালে কিছুদিনের অবকাশ লইয়া অবকাশান্তে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্যর এণ্টনি ম্যাকডোনেল বাঙ্গালার রেভিনিউ সেক্রেটরী থাকিয়া যখন প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন সেই সময়ে ইনি তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই জন্য স্যর এণ্টনিও সরকারী গেজেটে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। দরিদ্র কৃষকদিগের প্রতি তিনি বরাবরই যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র দত্ত (কাশ্মীরের সংস্কৃত ইতিহাস লেখক) মহাশয়ের সঙ্গে আবার বিলাত যান। ইউরোপের অনেক স্থান বেড়াইয়া কিছুদিন পরে আবার দেশে ফিরিয়া আইসেন। ১৮৯৭ সালে পুনরায় বিলাত যাইয়া প্রায় সাড়ে বৎসর কাটাইয়া আসেন। ঐ সময়ে ইউরোপ অঞ্চলের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ছোটলাট বাহাদুর স্যর চর্লস ইলিয়ট ইঁহার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৯২

খৃঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট ইঁহাকে সি আই ই উপাধি দেন। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর থাকা অবস্থায় ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় রমেশচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। "ইউরোপে তিন বৎসর" নামক একখানি পুস্তক ইংরাজীতে রচনা করেন। বঙ্কিম বাবুর সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শুনা যায়, একদিন বঙ্কিম বাবু কথা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রকে বাঙ্গালা লিখিতে অনুরোধ করায় রমেশচন্দ্র বলেন উহাতে আমার অভ্যাস নাই। বাঙ্গালায় 'ষ্টাইল' অর্থাৎ লিখন ভঙ্গী আমার কিছু নাই। বঙ্কিম বাবু বলেন, "তোমার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি যাহা লিখিবে তাহাই ভাষার "ষ্টাইল" হইবে। ইহার পর ১৮৭৪ হইতে ১৮৮০ মধ্যে তাঁহার চারিখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে ইনি ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার এক সংস্করণ বিলাতেও মুদ্রিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটীতে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান প্রধান স্থলগুলি ইনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। প্রোফেসরম্যাক্স মূলর এই উভয় গ্রন্থেরই ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক কথা লিপিবদ্ধ করতঃ ১৯০২ সালে ইনি ভারতের অর্থনীতি বিষয়ক অবস্থার এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

১৯০৪ খৃঃ অব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে রমেশচন্দ্র বরোদার রাজমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তিন বৎসর এই পদে কার্য্য করিয়া বরোদার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করেন। গুইকোয়ার ইঁহার পরামর্শ লইয়া ৩০ লক্ষ টাকা পরিমাণ প্রজাদের বাকী খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে শ্রমজীবী কৃষকদের দেয় কতক টাক্স উঠাইয়া দেওয়া হয়, ধনীদিগের মধ্যে আয়কর প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, চুঙ্গী মাশুল উঠিয়া যায়, অনেক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক হয়, "পঞ্চায়েত বোর্ড" অর্থাৎ গ্রাম্য সভা স্থাপিত করিয়া তাহার হস্তে গ্রাম্যশাসনক্ষমতা দেওয়া হয়। [illegible] পূর্ত্তের কাজ, নিম্ন শিক্ষা পরিচালন প্রভৃতি অনেক কাজ এই সভার উপর দেওয়া আছে এবং এই সমস্ত কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্থানীয় সেসের আয় দেওয়া আছে। এই সকল ভিন্ন রাজ্যের হিতকর অনেক অনুষ্ঠান ইঁহারই যত্নে হইয়াছে—

এরূপ বিচক্ষণ কৃতকর্ম্মা লোক এরূপ অকালে মৃত না হইয়া আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে দেশের অশেষ কল্যাণ যে সাধিত হইত সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

---

৺ রমেশ চন্দ্র দত্ত সি আই ই মহাশয়ের মৃত্যু পলক্ষে ভট্টপল্লী সাহিত্য সেবক সম্মিলনীতে পঠিত

পরিক্ষীণং দীনং জনয়মধুনা বঙ্গজননি,
ক তব গর্ব্বস্তে ভারত! তনয়রত্নপ্রসবিতুঃ
রমেশোহস্তং যাতো বিনয়বিজয়ো গৌরবমণি
বিচিত্রং সত্যং ত্বো ময়ভুবি বিভো়াভিস্তর্মিহ॥

জগদীশ! সদা কৃপাকৃতিঃ
শিবসংঘাতনয়োঽত্র সাকৃতিঃ
অশনিনির্দয়ং নিপাতিতো
মৃদুকল্পে হৃদি নো বৃথাহিতঃ॥

নমু সজ্জিরজ কিমত্রবৈ
বিধি মাঙ্গলিক বিতর্দৈর্নবৈঃ
নববঙ্গজনোঃ সমীহিতা
শিবশীশাদ্বিধমঙ্গলস্থিতা॥

উচিতং নমু তৎ কৃপাকণা
শুভবর্ষাসু যনা মরুদ্গণাঃ।
কমলস্তাময়দ্ গুণান্বিতং
জিতসেবাপরমাত্মজীবিতং॥

পিহিতং ভুবি তস্মৃতিগৌরবং
ময়ভুমা,—ধৃধিমিশ্রগৌরতং।
গতবেব পুরাণসাধনে
সুখহাসামল কাব্যকাননে॥

সচিবেন হি তেন কোবিদা
নৃপকার্য্যে পটুনা ত্রয়ীবিদা
অমরাকুল মন্ত্রসাধনে
গুণিনা দীনদিনোৎস্থিতিকারণে॥

তত্ত্বস্থক্তি পুরাণ চারিতে
কবিবাল্মীকি পরাশরামৃতে।
রচিতা সুধিয়া, কিমঙ্গনে'
ঘটিতং ভারতি! তেহস্তুতক্ষণে॥

[illegible]
তব রম! [illegible]
[illegible]
শরিতং জিহিতেন বঙ্গভবে॥

যদি যদং [illegible] শাশ্বত হিমবঃ
যদি ন মৃত্যুরিহাখলি সম্ভবঃ।
তদিহ দুর্ব্বল ভারত সদনে
স্মৃতিকণাময়দীপরূপাবলে॥

সারতত্ত্ব মহাত্মনঃ প্রকরতু,
ক্ষীণং নৃণামস্তু তৎ,
স্মৃতৌ দীনসিনীহিতা সিসিয়তা
স্বাভাবিকী সুপ্রভা।
উৎসাহায় সহায় সাধনশতৈঃ
সৌহার্দ্দি সৎ ভারতং,
প্রীতৌ কীর্ত্তিকর্ত্তৈর্হি বঙ্গজননী,
বিস্তার্য্যতাং গৌরবং॥

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা, সম্পাদক

# এডুকেশন গেজেট।

২রা পৌষ ১৩১৬ সাল ইং ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

## পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবস্থাপক সভা। [৫]

( শাসন সংস্কার )

ভূস্বামীদিগের দ্বারা সদস্য নির্ব্বাচন—

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভূস্বামীরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় দুইজন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। ঐ দুইজন সদস্যের মধ্যে

(ক) একজন পর্য্যায় ক্রমে ঢাকা বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন এবং (খ) অন্য একজন চট্টগ্রাম সুরমা ভেলি এবং হিল ডিষ্ট্রীক্ট বিভাগ হইতে পর্য্যায় ক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন।

ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে প্রথমে সদস্য নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে। গোয়ালপাড়া জেলা সুরমা ভেলি এবং হিল ডিষ্ট্রীক্ট বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

নির্ব্বাচকের যোগ্যতা।—(১) (ক) সুরমা ভেলি ও হিল ডিষ্ট্রীক্টস বিভাগ হইতে যাঁহারা বাৎসরিক অন্যূন পাঁচশত টাকা রাজস্ব অথবা ১২৫ টাকা রোডসেস এবং পব্লিক ওয়ার্ক সেস দেন এবং (খ)

অন্যান্য বিভাগ হইতে তাঁহারা বাৎসরিক অনূ্ন তিন হাজার টাকা রাজস্ব অথবা সাড়ে সাত শত টাকা রোডসেস ও পব্লিক ওয়ার্কসেস দেন, তাঁহারাই নির্ব্বাচক বলিয়া গণ্য হইবেন অথবা

(২) গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকৃত রাজা বা নবাব অথবা তদপেক্ষা কোন উচ্চতর উপাধির অধিকারী, তাঁহারাই নির্ব্বাচক গণ্য হইবেন।

যদি কোন ব্যক্তির একাধিক প্রকার যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলেও তিনি একটীর অধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

ভূস্বামীদিগের রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, কোন সম্পত্তির ম্যানেজার বা ট্রাষ্টি অথবা কোন দেবোত্তর সম্পত্তির যথা মোহন্ত, গোস্বামী, মাতোয়ালী, অথবা কোন ওয়াক্‌ফের কার্য্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি নিজ নিজ অধীন সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। সুতরাং এই বিধান অনুসারে তাঁহারা নির্ব্বাচক হইতে পারিবেন না।

(খ) আসাম ভেলি বিভাগ, সুরমা ভেলি এবং হিল ডিষ্ট্রীক্ট বিভাগ ব্যতীত কোন বিভাগের ভূস্বামীর নিজ নামে যদি রেজিষ্টারি করা সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ব্বাচক বলিয়া গণ্য করা হইবে না। (গ) যদি কোন সম্পত্তির একাধিক অংশী থাকেন এবং প্রত্যেক অংশীর কত অংশ তাহার কোন নির্দ্দেশ না থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ প্রত্যেক অংশীই সম অংশীভাগী বলিয়া গণ্য হইবেন। (ঘ) "সেস" অর্থে গবর্ণমেণ্ট ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "সেস বিধান" অনুসারে এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের "আসাম লোকাল রেটস্ রেগুলেশন" অনুসারে যে কর ধার্য্য করিয়াছেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। (ঙ) আসামভেলি বিভাগ, সুরমাভেলি ও হিল বিভাগ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের "আসাম ল্যাণ্ড এণ্ড রেভিনিউ রেগুলেশন" অনুসারে যাঁহারা ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাও সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিবসে বা তৎপূর্ব্বে নির্ব্বাচকদিগের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে। গেজেটে তালিকা প্রকাশিত হইলে উহার নকল প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। কোন ব্যক্তি ভোট প্রদানের অধিকারী কি না তাহা ঐ তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রয়োজন অনুসারে ঐ তালিকার সংশোধন বা সংস্কার করিতে পারা যাইবে। (২) কোন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের ইচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদন অনুসারে নিজের অধীন জেলার নির্ব্বাচকদিগের নামের তালিকার সংশোধন করিতে পারিবেন। (৩) এই প্রকার সংশোধনের পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট যথারীতি তদন্ত করিবেন। (৪) ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ সংশোধন কার্য্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের আদেশই এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। (৫) যদি আপীল করিতে হয়, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ প্রচারের এক সপ্তাহের মধ্যে আপীল করিতে হইবে। তবে, কমিশনার ইচ্ছা করিলে আপীলের সময় বর্দ্ধিত করিয়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। (৬) আপীলের সময় অতীত হইলে, অথবা যদি আপীল হয়, তাহা হইলে কমিশনারের মন্তব্য প্রকাশের পর গেজেটে ও ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে সংশোধিত বা পরিবর্দ্ধিত তালিকা প্রকাশিত হইবে।

যাঁহারা নির্ব্বাচকের তালিকায় স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহারাই সদস্য হইবার অধিকার পাইবেন।

মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সদস্য নির্ব্বাচন।—

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায় যে চারিজন সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন, সেই চারিজনের মধ্যে

(১) ঢাকা বিভাগ হইতে একজন,

(২) চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে একজন (চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত)

(৩) রাজসাহী বিভাগ হইতে একজন এবং—

[৪] সুরমা ভেলি ও হিল ডিষ্ট্রিক্ট বিভাগ হইতেওএকজন

[৫] আসাম ভেলি বিভাগ হইতে পর্য্যায় ক্রমে একজন নির্ব্বাচিত হইবেন। ৪নং বিভাগের হিলডিষ্ট্রীক্ট ও ৫নং বিভাগের গারোহিল ডিষ্ট্রীক্ট তালিকাভুক্ত হয় নাই। সুরমাভেলি প্রথম নির্ব্বাচনাধিকার পাইবে।

নির্ব্বাচকের যোগ্যতা।—[১] যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকৃত কোন উপাধিধারী, অথবা [২] যাঁহারা "কৈসর-ই-হিন্দ" পদকধারী, [৩] যাঁহারা "সি, আই, ই," বা "সি, এস, আই" উপাধিধারী অথবা [৪] যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বা অনারারি সদস্য [৫] বৃটিশ ভারতের অথবা ইংলণ্ড স্কটলাণ্ড ও আয়রলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা [৬] কোন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা [৭] কোন মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোন স্কুল বা কলেজের শিক্ষক, গবর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকৃত কোন মাদ্রাসার শিক্ষক অথবা মুসলমানগণের বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদের রেজিষ্ট্রার অথবা [৮] যাঁহারা [ক] আসাম ভেলি বিভাগে বার্ষিক অনূ্ন ৫০ টাকা [খ] অন্যান্য বিভাগে বার্ষিক অনূ্ন একশত টাকা রাজস্ব অথবা অনূ্ন ৫০ টাকা সেস প্রদান করেন অথবা [৯] জোতদারি হিসাবে গোয়ালপাড়া জেলায় বার্ষিক আড়াইশত টাকা রাজস্বপ্রদান করেন অথবা [১০] যাঁহারা বার্ষিক অনূ্ন একহাজার টাকা আয়ের উপর আয় কর প্রদান করেন, অথবা (১১] যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক পঞ্চাশটাকা পেন্সন পাইয়া থাকেন, তাঁহারাই নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

একাধিক প্রকারে যোগ্য হইলেও কেহ একটীর অধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

ভূস্বামীদিগের ন্যায় মুসলমান নির্ব্বাচকগণের তালিকাও স্থানীয় গেজেটে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সবডিভিসনাল আফিসে প্রকাশিত হইবে।

তালিকা সংশোধন প্রভৃতি কার্য্যও অন্যান্য স্থলের বর্ণিত ব্যবস্থার ন্যায় হইবে।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।—প্রত্যেক জেলা বা মহকুমার নির্ব্বাচকগণ সেই জেলা বা মহকুমা হইতে কতজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন তাহার একটা তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

নির্ব্বাচকের তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহারা নিজ নিজ জেলা বা মহকুমায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

অন্যান্য স্থলে প্রতিনিধি মনোনয়নের যেরূপ ব্যবস্থা আছে এই স্থলেও সেইরূপ ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছে।

যাঁহারা নির্ব্বাচক বলিয়া গণ্য হইবেন, তাঁহারাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারী বলিয়া গণনীয় হইবেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের চা করগণ ব্যবস্থাপক সভার দুইজন সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন। ঐ দুইজন সদস্য [১] ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের আসাম ব্রাঞ্চ (২) সুরমা ভেলি ব্রাঞ্চ

এবং (৩) ভুয়ার্স প্লাণ্টার্স এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

নারায়ণগঞ্জের চেম্বার অফ কমার্স বা বণিক সভা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য নির্ব্বাচিত করিবেন। বণিক্‌সভার সদস্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন; সভাপতি নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নাম গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন।

———:০:———

## শিক্ষা বিষয়ক [২]

জয়েণ্ট টেক্‌নিকাল পরীক্ষা সভা—এই সভার সভাপতির আদেশমত শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের এবং ঢাকা ও বাঁকীপুরের ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের ছেলেদের উত্তরাধিকারী পরীক্ষা আগামী ১লা মার্চ্চ মঙ্গলবার নিম্ন লিখিত কেন্দ্র সমূহে আরম্ভ হইবে—(১) শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, (২) বেহার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল বাঁকীপুর, (৩) ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল। স্কুলের মাসিক পরীক্ষায় অথবা অপর নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা অন্য কোন প্রকারে উপযুক্ত বুঝিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ পরীক্ষার্থীর নাম শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পরীক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ বি হিটনের নিকট পাঠাইবেন। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে ঐ নাম যাইয়া পৌঁছান চাই।

উল্লিখিত কলেজ ও স্কুলের ছেলেদের সব উত্তরাধিকারী পরীক্ষা ১৪ই মার্চ্চ উল্লিখিত কেন্দ্র সমূহে গৃহীত হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ব্বাচিত পরীক্ষার্থীদের নাম উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ১৫ই ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে নাম যাইয়া পৌঁছান চাই

"সি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা—পরীক্ষার কেন্দ্র কলিকাতা ৩০৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, বারাসত এবং রাঁচি। ১লা মার্চ্চ ১৯০৯ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে ১০টা হইতে ১টার মধ্যে পাটিগণিত ও বীজগণিত এবং অপরাহ্ণে দেড়টা হইতে সাড়ে চারিটার মধ্যে জ্যামিতি ও পরিমিতির পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ২রা মার্চ্চ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে ড্রইং ও ব্যবহারিক জ্যামিতি, অপরাহ্ণে ইতিহাস, ৩রা বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে ভূগোল, অপরাহ্ণে মডার্ণ ইংলিশ ১ এবং অনুবাদ, এবং ৪ঠা পূর্ব্বাহ্ণে মডার্ণ ইংলিশ ২ এবং অনুবাদের পরীক্ষা হইবে, কলিকাতা কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনের ভার থাকিবে গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ক্লাসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উপর এবং উত্তরপাড়া, বারাসত এবং রাঁচি স্কুলের হেড মাষ্টার যথাক্রমে উত্তরপাড়া, বারাসত এবং রাঁচি কেন্দ্রের পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করিবেন।

পরীক্ষাদিতে অনুমতি পাইবার জন্য আবেদন গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ক্লাসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট করিতে হইবে। আবেদন "বি" শ্রেণীর পরীক্ষার্থীকে যেরূপ করিয়া করিতে হইবে এবং "বি" শ্রেণীর পরীক্ষার্থীকে প্রিন্সিপাল অথবা হেড মাষ্টার যে ভাবে সর্টিফিকেট দিবেন "সি" শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। পরীক্ষার ফী ১০ টাকা। আবেদনের কাগজে পরীক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি লিখিয়া দিতে হইবে:—নাম, বয়স (১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কত বৎসর কত মাস বয়স হইয়াছে। ইউরোপীয় ধরণে বয়স লিখিতে হইবে অর্থাৎ জন্মের তারিখ হইতে কত বৎসর এবং কত মাস পূর্ণ হইয়াছে,) ধর্ম্ম, জাতি, কোথায় পড়া হইয়াছে, এখন কি করেন, বাসস্থান, পিতা অথবা অভিভাবকের নাম, কোথায় পরীক্ষা দিবেন, কোন্ ভার্ণাকুলারে পরীক্ষা দিতে চাহেন।

—

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর গত বুধবার স্পেশিয়াল ট্রেণে অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। ফোর্ট উইলিয়ম হইতে যথারীতি তোপধ্বনি হয়, সশস্ত্র পুলিশ ও সেনা দ্বারা ষ্টেশন ও গমন পথ পরিরক্ষিত হইয়াছিল। বড়লাট বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলে তথায় ছোটলাট বাহাদুর প্রধান সেনাপতি প্রধান বিচারপতি প্রমুখ হাই কোর্টের বিচারপতিগণ প্রভৃতি তাঁহার যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

গত শনিবার রাত্রিশেষে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত সাতজন আসামীকে "মহারাজ" নামক কয়েদীবাহক জাহাজে আণ্ডামানে চালান দেওয়া হইয়াছে। রাত্রি সাড়ে তিনটার আলিপুর জেল হইতে বাহির করিয়া সাড়ে চারিটার সময় জাহাজে উঠান হয়। সাতজন আসামী যথা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, এবং ইন্দুভূষণ রায়।

[প্রেসিডেন্সী] ইংরেজ [illegible] সংক্রান্তে গত মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরে নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফিক্‌সিয়েলের এজলাসে আনা হইয়াছিল। কুষ্টিয়া মহকুমার মহিষবাথানী বাজারে অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ইহারা ডাকাতি করিয়াছিল এবং রিভলভারের গুলিতে বাড়ীর পাঁচ জন লোককে আহত করিয়াছিল এই অভিযোগ। কতকগুলি সাক্ষীর জবান বন্দী লইয়া মোকদ্দমা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

শান্তিপুর—এ স্থানে রাসমেলা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্য বারের ন্যায় এবার লোক সংখ্যা বেশী না হইলেও প্রায় ষাট হাজার লোক সমাগম হইয়াছিল।

[ঢাকা] নরীয়ার ডাকাতির সম্বন্ধে প্রমথ নাথ গুহকে শান্তি পদ নামে এক যুবক ধৃত হইয়াছিল; দীর্ঘকাল হাজতে থাকিয়া কিছুদিন হইল শান্তিপদ ২০০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি পায়। ইতিমধ্যে আগরতলাতে পুনরায় তাহাকে ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর আগরতলায় উপস্থিত থাকিয়া ত্রিপুরা রাজের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকার সময় আশুতোষ দাস ও দীনেশচন্দ্র মুস্তফি নামক দুই জন যুবকের সঙ্গে শান্তিপদকেও সন্ন্যাসীবেশে আগরতলা ষ্টেশনে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। ইহাদের দেখিয়া পুলিশের সন্দেহ হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া দীনেশকে আগরতলা জেলে এবং আশু ও শান্তিকে ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে। মোকদ্দমার একদিন শুনানি হওয়ার পর আবার দিন পড়িয়াছে, এবং শান্তিপদের প্রতি ২০০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকার জামিন লওয়ার আদেশ হইয়াছে।

ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টার ৺ দীননাথ সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ আদিনাথ সেন ও সরকারী বৃত্তিভোগী ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার, উভয়েই এই বৎসর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এস, সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

[চট্টগ্রাম] ত্রিপুররাজের রাজ্যাভিষেকোৎসব উপলক্ষে, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতবর্গের সম্মিলনে আগরতলায় এক সভা হইয়াছিল; সভাস্থলে, নূতন মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পক্ষ হইতে, পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সম্পাদক

জোনহোপার ৪র্থ পণ্ডিত এমবাক্ষর বিদ্যারত্ন মহাশয়, এ নৈর্ব্যদৈক এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

[রাজসাহী] গত ১১ই অগ্রহায়ণ শনিবার রাজসাহী টেকনিকাল স্কুলের ছাত্র শ্রীমন্মথনাথ ... স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়াছে; পুলিশ ... জিনিষ পত্রাদির তল্লাস করিয়াছেন। অনন্তর, মন্মথনাথকে বসুন্ধরী ডাকাতির সংশ্রবে ... করিয়া কুষ্টিয়ায় চালান দেওয়া হইয়াছে।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাজসাহী আদর্শ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে উক্ত বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান উকিল ও জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সভাতে স্থানীয় বহুগণ্যমান্য ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে তিনোর থানায় অন্তর্গত ... গ্রামনিবাসী শিক্ষানুরাগী শ্রীযুক্ত ... মৈত্র মহাশয়. এই বিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট ... নির্মাণের জন্য ৮১ বিঘা পরিমিত লাখরাজ জমি এবং বার্ষিক ২৫ মণ চাউল দান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে, তিনি "স্বদেশরত্ন" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

[...] দ্বারবঙ্গের মহারাজ হিস হাইনেস ... মহারাজ স্যর রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে সি আই ই এবং স্যর প্রফুল্লচন্দ্র চাটার্জি ... এম, এ এল এল বি, ডি এল, সি আই ই "... ব্রাহ্মণ কনফারেন্স" সভাপতির কার্য্য করিবেন। আগামী ১৯শে৩০ শে ও ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ... এই সভার অধিবেশন হইবে।

[...] পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিভাগের ... পরিচালিত পরীক্ষার উন্নতিকল্পে ছোটলাট বাহাদুর নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন:—সেন্ট্রেল বোর্ড অব একজামিনার নামে একটী শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হইবে; ইহার সভ্য থাকিবেন,—[১] ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ [সভাপতি], [২] ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার, [৩] ... কলেজের অধ্যক্ষ, [৪] আসাম ... ডিষ্ট্রীক্টের স্কুল ইনস্পেক্টার, [৫] ... সমূহের পরিদর্শয়িত্রী, [৬] সুর্মা ... ডিষ্ট্রীক্টের ইনস্পেক্টর, [৭] ঢাকা ... অধ্যাপক. [৮] ঢাকা মাদ্রাসার ... ঢাকা পোগস স্কুলের হেড মাষ্টার ... অষ্টম সভ্য নিয়োগের ভার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের হস্তেই থাকিবে। নিম্নলিখিত পরীক্ষায় অথবা ডিরেক্টারের ইচ্ছাক্রমে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিগৃহীত অন্য পরীক্ষাতেও এই শিক্ষা পরিষদ অবস্থা পরিচালনা করিতে পারিবেন। পরীক্ষার নাম:—[১] আসামের নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের পরীক্ষা, [২] জোড়হাট ও শিলচরে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা, [৩] শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত কর্ম্মচারীর পরীক্ষা, [৪] আসামে মাদ্রাসার পরীক্ষা, [৫] আসামে শিক্ষাধীন শিক্ষকের পরীক্ষা। এই বোর্ড [১] উল্লিখিত পরীক্ষার তত্ত্বাবধান, [২] প্রশ্নপত্র পরীক্ষা, [৩] পরীক্ষক নির্ব্বাচন, [৪] পরীক্ষায় পাশ ও ফেল নির্দ্ধারণ, [৫] সরকারী গেজেটে প্রকাশার্থ উত্তীর্ণ ছাত্রের নাম ডিরেক্টার সমীপে প্রেরণ, [৬] আয় ও ব্যয়ের বরাদ্দ করিবেন।

এই বোর্ডের সভ্যগণ ঢাকা প্রবাসী হইলে, কোনরূপ ভাতা পাইবেন না; কিন্তু স্থানান্তর হইতে প্রত্যাগত হইলে, যাতায়াত খরচ পাইবেন। পাঠ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, এই সভা ডিরেক্টারকে উপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

রুষে ও জাপানে এখন মিত্রভাব। একটা জনরব উঠিয়াছিল রুষ জাপানের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিবে। সেন্ট পিটসবর্গ হইতে প্রচারিত এক সরকারী পত্রে এই জনরব অমূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

জাতীয় সমিতির আগামী অধিবেশনে কে সভাপতির কার্য্য করিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। উক্ত পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে যে কোন এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিবার কথা হইয়াছে—লক্ষ্ণৌয়ের মিঃ গঙ্গা প্রসাদ বর্ম্মা, বোম্বাইয়ের মিঃ দাজি আবাজি খারে, আলাহাবাদের পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, পুনার মিঃ গোখেল, বাঁকীপুরের মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, আমকোটির রাও বাহাদুর আর এন মুধলকার, এবং কলিকাতার মিঃ সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়। সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে গত সোমবার জাতীয় সমিতির ষ্টাণ্ডিং কমিটীর একটি অধিবেশন বোম্বাইয়ে হইয়াছিল। উক্ত কমিটী পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের উক্ত পদে নিয়োগ সম্বন্ধে পোষকতা করিয়াছেন।

বরিশাল জেলা বোর্ড মিঃ পি এল রায়কে এবং মিউনিসিপ্যালিটী বাবু নিবারণ চন্দ্র দাসকে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটী কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়কে, মালদহ ইংলিস বাজার মিউনিসিপ্যালিটী বাবু রাধিকাচন্দ্র শেঠকে, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালির জেলাবোর্ড কমিল্লার উকিল বাবু আনন্দ মোহন দাহাকে, ঢাকা বিভাগের জেলাবোর্ড চৌধুরী ইসমাইল এবং মিউনিসিপ্যালিটী ফরিদপুরের উকিল মৌলবী আবদুর রহমনকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

বৰ্দ্ধমান বিভাগের জেলাবোর্ড কর্তৃক মেদিনীপুরের মিঃ কে বি দত্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্যর বিজয় চাঁদ মহতাব বাহাদুর কে সি এস আই এবং মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বৰ্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের জমিদারগণ কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের জেলাবোর্ড মহারাজ হৃষীকেশ লাহাকে এবং মিউনিসিপ্যালিটী বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেনকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। বৰ্দ্ধমান বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী দ্বারা রায় কিশোরী লাল গোস্বামী বাহাদুর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

## নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্য ১৯১১

প্রেসিডেন্সী—সরল শিশুপাঠ ২য় ও ৩য় ভাগ যোগীন্দ্রনাথ বসু কৃত এবং নব শিশুশিক্ষা পাটীগণিত নারায়ণদাস বন্দোপাধ্যায় কৃত।

বৰ্দ্ধমান—মডেল রিডার্স ১ম মানের জন্য রায় সাহেব এম গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স এবং ২য় মানের জন্য হেয়ার প্রেস দ্বারা প্রকাশিত। দি গুলাব বুক অন এরিথমেটিক মেঃ ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

পাটনা এবং ত্রিহুত—বাঙ্গালা—শিক্ষাসোপান ২য় ও ৩য় ভাগ যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি কৃত। হিন্দী এবং উর্দ্দু মডেল রিডার্স ১ম ও ২য় মানের জন্য রায় সাহেব এম গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত। পাটীগণিত বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—বৰ্দ্ধমানের ন্যায়।

ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর—পাটনা ও ত্রিহুতের ন্যায়।

উড়িষ্যা—বালপাঠ ১ম ও ২য় ভাগ রায় সাহেব এম গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত। পাটীগণিত বৰ্দ্ধমানের ন্যায়।

---

## MATRICULATION EXAMINATION, 1912.

### MATHEMATICS.

No text-books are prescribed. The subject is to be studied in accordance with the Syllabus prescribed in the Regulations of the University.

SANSKRIT.

The following portions of the Calcutta University Sanskrit Selections for 1911, edited by the Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Mookerjee, Saraswati, C. S. I., M. A. D. L., D. SC., F. R. A. S., F. R. S. E., and Dr. G. Thibaut, C. I. E., PH. D., D. SC.:—

Part I.

Panchatantram and Hitopadesa Pages 1—3, 29—84.

Vishnupuranam, 97—108.

Part II.

Sitaharanam Pages 117—135.

Dhritarashtrabilapa , 119—209.

GRAMMAR

Elementary Sanskrit Grammar to be shortly published by the University.

PERSIAN.

University Selections compiled and edited by Shams-ul-Ulama Ahmad and Shams ul-Ulama Mirza Ashraf Ali for the Matriculation Examination in 1911, omitting the following pieces:—

1. The Tazkirat Shuara of the Baristan i-Jami.
2. Khamsah-i-Nizami.

PERSIAN GRAMMAR.

The following books are recommended:—

Dastur-i-Parsi-Amoz Part 1, or Miftah-ul-Quwaid

ARABIC

University Selections compiled and edited by Shams-ul-Ulama Ahmad and Shams ul-Ulama Mirza Ashraf Ali.

ARABIC GRAMMAR.

A book on Arabic Grammar to be published by the University for the Matriculation and Intermediate Examinations.

BENGALI.

(For the female candidates).

Iswarchandra Vidyasagar Sitar Vanavas

Akhshyakumar Dutt. Charupatha, Part II

Hemchandra Banerjee Poetical Selections (omitting the Introduction).

GRAMMAR.

Any of the following:—

Nakuleswar Vidyaphushan Bengali Grammar [new edition].

Prasannachandra Vidyaratna Sahitya Prabesh.

Harishikesh Sastri Bengali Grammar.

HISTORY.

History of India.

The following books on Indian History are recommended to indicate the standard of knowledge required:—

Adharchandra Mookerjee A Short History of the Indian People [S K Lahiri & Co.]

Haraprasad Sastri History of India [Blackie & Son, 1907].

Sir William Hunter Brief History of the Indian Peoples.

R C Dutt A Brief History of Ancient and Modern India.

A F Rudolf Hoernle and H A Stark History of India [Hindu Period only].

C F de La Fosse History of India for High Schools [British Period only].

Vincent A Smith The Students' History of India.

Administration and Progress of India under British Rule.

N N Ghose England's work in India.

GEOGRAPHY

The following books are recommended as indicating the methods of study and the standard of knowledge required:—

A J Herbertson The Oxford Geographies, Vol II.

C B Clarke Class Book of Geography.

The World with fuller treatment of India [Longman's Geographical Series for India Book II.]

J B Reynolds Asia

Blanford Elementary Geography of India, Burma and Ceylon

Blanford The Rudiments of Physical Geography for the use of Indian Schools.

J F Unstead The Practical Geography, Parts I and II.

The following book is recommended for the use of teachers in connection with the teaching of "Sand Modelling in the lower classes of schools:—

A E Frye The Child and Nature.

N B—For a list of appliances which a recognised High school is required to possess for teaching the subject of Geography for the Matriculation Examination, see Calcutta University Calendar, Part II, pages 834-835.

ELEMENTARY MECHANICS

No text-books are prescribed.

N B—For a list of apparatus indicating the approximate requirements of a recognised High School seeking to teach Elementary Mechanics for the Matriculation Examination, see Calcutta University Calendar, 1908 Part II pages 835-836.

ENGLISH.

The following works are recommended to indicate the standard up to which students will be expected to have read:—

Prose.

Lal Bihari De Folk Tales of Bengal

Walter Copland Perry Boy's Odyssey (Macmillan).

Scott Reading from the Waverley Novels

Kingsley Heroes

Defoe Robinson Crusoe (Collins)

G. Kupfer Legends of Greece and Rome (G. Harrop).

Arabian Nights, edited by Andrew Lang (Longmans, Green & Co.)

Animal Story Book edited by Andrew Lang (Longmans, Green & Co)

Washington Irving Rip Van Winkle, Legend of Sleepy Hollow

Grimm Popular stories (Clarendon Press, Oxford).

Boy's Ramayana.

Tales from the Hindu Dramatists.

Lamb's Tales from Shakespeare.

Poetry.

Jennings English Poems, Part I (Macmillan).

Palgrave Children's Treasury, Part I (Macmillan).

Poetical English Reader (Calcutta School Book Society, Part III).

Lahiri's Select Poems Revised edition published by the Calcutta University

VERNACULAR COMPOSITION.

BENGALI.

(Books recommended to be read as presenting models of style).

Iswarchandra Vidyasagar Sakuntala (expurgated edition

Rajanikanta Gupta Pratibha.

Chandranath Basu Savitri

Tarakumar Kaviratna Katha Sar

(omitting the poetical portions).

| | |
|---|---|
| Dineschandra Sen | Sati. |
| Haranchandra Rakshit | Prathibha Sundari |

---

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—মৌঃ সৈয়দ আবুল কোহুল হক প্রোবেঃ ডেঃ কঃ হইয়া পাটনার সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ এফ ডবলিউ রবার্টসন আই সি এস পাটনার সদরে স্থাপিত হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেঃ মাঃ বাবু পুলিন বিহারী ঐকত্ত কিষণগঞ্জ মহকুমায় বদলী হইলেন। মিঃ জি টি ডি পেপি প্রোবে ডেঃ কঃ হইয়া রাঁচির সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু সারদানন্দ দাস যশোহরের সদরে স্থাপিত হইলেন।

বিচার—মৌঃ আমীর হামজা বি এল মতিহারীর, বাবু মালতী নাথ বসু বি এল বনগাঁর মুঃ হইলেন। বনগাঁর মুঃ বাবু ভগবতী চরণ কুণ্ডু সিরাজগঞ্জের মুঃ এবং সিরাজগঞ্জের মুঃ বাবু ভগবতী চরণ মিত্র যশোহরের সবজজ হইলেন।

মৌঃ সৈয়দ মহম্মদ আলি জুলাইমাজা মুরসিদাবাদের সদরে সব ডেঃ কঃ হইলেন। ছুটিপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ বাবু অমূল্য কৃষ্ণ দত্ত প্রেসিডেন্সী বিভাগে স্থাপিত হইলেন। মৌঃ মহঃ রশিদ প্রোবে সব ডেঃ কঃ হইয়া কটকের সদরে স্থাপিত হইলেন। প্রোবে সব ডেঃ কঃ বাবু মথুরাপ্রসাদ চৌবে, মিঃ ডবলিউ ডি ডি ক্রিষ্টিয়ান, বাবু জগন্নাথ প্রসাদ পাটনায়েক যথাক্রমে মজফরপুর সারন এবং সম্বলপুরে ৫ম শ্রেণীর সব ডেঃ কঃ হইলেন। বাবু যোগেশ চন্দ্র মিত্র বালেশ্বর ও কটকে সহকারী বন্দোবস্ত কর্মচারী হইলেন।

শিক্ষা—বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর মিঃ এইচ আর জেমস ১ মাস ১৭ দিনের ছুটী পাইলেন। পাটনা কলিজের হেঃ মাঃ বাবু হেমচন্দ্র সরকার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসর হইলেন।

বর্দ্ধমান পূর্ব্ব সদর সার্কেলের সব ইনঃ বাবু অধর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। মৌঃ মহঃ রসিদ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতা হিন্দু স্কুলের শিঃ বাবু সুরেশ চন্দ্র মুখো বি এ প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইনঃ আফিসের অতিরিক্ত ক্লার্ক হইলেন।

---

## কৌতুক-কণা।

জনৈক স্কুলের ছাত্র (হঠাৎ কবি) "পর্ব্বত" সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন ছন্দের কবিতা লিখিয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে উহা পড়িতে দেন, এবং "কোন কবিতাটী ছাপাইবার উপযুক্ত" তাহা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু কেবলমাত্র প্রথম কবিতাটি পড়িয়াই বলিলেন যে "অপরটী ছাপাও।" দ্বিতীয় কবিতাটীও পড়িয়া দেখিবার জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি তাহা পড়িলেন এবং পুনর্ব্বার গম্ভীরভাবে বলিলেন "অপরটী ছাপাও।"

বলা বাহুল্য ইহার পরে ছাত্রটী আর কখনও তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে বন্ধুটীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই।

---

ডাক্তার— আচ্ছা কর্ণেল, তুমি যখন কোন মানুষ মার তখন তোমার মনের অবস্থা কেমন থাকে?

কর্ণেল (বন্ধু)—খুব ভাল; ডাক্তার, তোমার কেমন থাকে?

---

পঞ্জাব মেল "বর্দ্ধমান" ছাড়িবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটী ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একটী ইণ্টারক্লাসে প্রবেশ করিলেন। কামরাটী যাত্রীতে পূর্ণ ছিল, কেবল একটী মাত্র খালি "সিটের" উপর একটী "গ্লাডষ্টোন" ব্যাগ রক্ষিত ছিল। ভদ্রলোকটী অন্যান্য যাত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"এই স্থানটীতে কি কেহ বসিয়াছিলেন?"

একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক (ব্যাগটীর প্রকৃত অধিকারী)—হাঁ, আমার বন্ধুটী এখনি নামিয়া বুকষ্টলে গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সিটের উপর তাঁহার ব্যাগটী রাখিয়া গিয়াছেন।

নবাগত ভদ্রলোক দুঃখভাবে "তাহ'লে আমাকে অগত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেতে হবে—বসিবার ত আর স্থান নেই"।

ঘণ্টা, ফ্লাগ নাড়া ও হুইসিল—ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ট্রেণের গতি একটু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, নবাগত ভদ্রলোকটী ক্ষিপ্রকারিতার সহিত গ্লাডষ্টোন ব্যাগটী জানালা গলাইয়া প্লাটফরমের উপর ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে বলিলেন—

"মহাশয় আপনার বন্ধুটী ট্রেণ ফেল করিলেন. আমি তাঁহার স্থানটীতে বসিতে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইলাম, তিনিও তাঁহার ব্যাগটী ফেরত পাইয়া বোধ হয় সেইরূপ আনন্দই পাইবেন, কি বলেন? [বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর মুখের ভাব অনুমেয়]—

---

## পরীক্ষার ফল।

রংপুর, বি, জে, টেকনিক্যাল স্কুল হইতে, নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯০৯ সনের আমীন বিভাগের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

গুণানুসারে।

১ম বিভাগ।

বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, আমির উদ্দীন মণ্ডল, আমানতউল্লা মণ্ডল, বিজয়কান্ত মৈত্র, কালীকুমার ভট্টাচার্য্য; এসমাইল উদ্দীন ফকীর, রইছউদ্দীন আকন্দ।

২য় বিভাগ।

মোচাহারউদ্দিন আহম্মদ, প্রমথনাথ বড়ুয়া, শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রমোহন নিয়োগী কসিরউদ্দিন সেখ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, রোহিণীরঞ্জন মুচ্ছদি, বাহারউদ্দিন সেখ, হাসেনআলি মণ্ডল, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র দাস, বিভূতিভূষণ সাহা।

৩য় বিভাগ।

রাধাবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

---

## শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী ১৯১০ সনের জানুয়ারী মাস হইতে বাগডোগরা গুরু ট্রেণিং স্কুলের নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। যে সকল গুরুগণ মধ্য বাঙ্গালা কিম্বা উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন সাহায্যকৃত পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহাদিগকে মাসিক ৯৲ ও ৮ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া যাইবে।

গুরুগণ থাকিবার জন্য সুন্দর বোর্ডিং ঘরের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অস্পষ্টভাষী বা বিকলাঙ্গ কোন গুরু স্কুলে ভর্ত্তি করা যাইবে না। যিনি বর্ত্তমান সময় শিক্ষকতা কার্য্য ব্যতীত পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে এগ্রিমেণ্ট লইয়া মাসিক ৬ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দার্জ্জিলিং জিলায় দুই বৎসর পাঠশালায় শিক্ষকতার কার্য্য করিতে হইবে। ভর্ত্তি হইবার সময় প্রত্যেকে পাশ সার্টিফিকেট সহ উপস্থিত হইবেন। সময় নিয় ঠিকানায় অর্দ্ধ আনার

ট্রিফিট সহ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীহরিমোহন ঘোষ, হেড পণ্ডিত বাগডোগরা গুরু ট্রেনিং স্কুল. পোঃ বাগডোগরা জেলা দার্জ্জিলিং

---

আগামী ১৯১০, জানুয়ারী মাসে টাঙ্গাইল গুরুট্রেনিং স্কুলের সেশন আরম্ভ হইবেক। এই স্কুলে পঠনেচ্ছু টাঙ্গাইল মহকুমার প্রাইমেরী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে স্বকীয় পাশ (মধ্য শ্রেণীর) সার্টিফিকেট ও স্থানীয় স্কুল-সবইনস্পেক্টর মহোদয়ের ভর্ত্তির আদেশাত্মক পত্র সহ আসিয়া বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহেই ভর্ত্তি হইবার জন্য এতদ্বারা আমন্ত্রণ যাইতেছে। সার্টিফিকেট না থাকিলে সবইনস্পেক্টর মহোদয়ের পত্রে শিক্ষকের পিতার নাম, বাসস্থান, বোপাড়া, বয়স, চরিত্র শিক্ষকতার কাল প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রকটিত থাকা আবশ্যক। প্রবেশার্থী শিক্ষক টাঙ্গাইল মহকুমার মধ্যশ্রেণীর কোন বিদ্যালয়ের হইলে কিংবা অন্য মহকুমার কি জেলার যে কোন বিদ্যালয়ের হইলে টাঙ্গাইলের মাননীয় স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহোদয়ের অনুমোদন আবশ্যক করিবে। অনুপযুক্ত, বিকলাঙ্গ, ও ৪০ বৎসরের অধিকবয়স্ক কোন শিক্ষককে ভর্ত্তি করা হইবে না। শিক্ষার্থিগণকে স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিংয়ে থাকিতে হইবে; আহার্য্য বাবদে তাঁহাদিগকে মাসিক ৬৲ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবেক, স্কুলে কোন বেতনাদি লাগিবে না। অন্য কোন বিষয় জানিতে হইলে ১০ অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ সত্বর আমার নিকটে দরখাস্ত করিতে হইবে।

শ্রীআবদুল জব্বার মণ্ডল। প্রধান শিক্ষক।
টাঙ্গাইল গুরুট্রেনিং স্কুল।

---

## হুগলী ট্রেনিং স্কুল।

১৯১০ খৃঃ হইতে ট্রেনিং স্কুলের নূতন ব্যবস্থানুসারে তিন বৎসরকাল পড়িতে হইবে। যথা ইংরাজি কোর্স পর্য্যন্ত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

প্রথম বর্ষীয় শ্রেণীতে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে আগামী ৩রা জানুয়ারি সোমবারে আসিয়া স্কুলে উপস্থিত হইতে হইবে। ১০ই জানুয়ারি সোমবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা যাইবে এবং ফলানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

হুগলী ট্রেনিং স্কুল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯০৯

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক।

---

আগামী ১৯১০ সালের ৩রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ১ম বার্ষিকী শ্রেণীতে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ১০ই জানুয়ারী প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণানন্তর ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। প্রবেশার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ ছাত্রাবাসে এক মাস আহারের ব্যয় ৬৲ টাকা ও নিজ নিজ বিছানা এবং আহারের বাসন লইয়া উক্ত কয় দিনের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে না পারিলে আর ভর্ত্তি করা যাইবে না। প্রধান শিক্ষক কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল

---

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদুর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

রঙ্গপুর জেলার পোঃ ডিমলা, ডিমলা ষ্টেশনের অন্তর্গত বোর্ড সাহায্য প্রাপ্ত খড়িবাড়ী ইসলামিয়া এম ই স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ বা ফেল সেকেণ্ড মাষ্টার চাই। বেতন যোগ্যতানুসারে ১২৲ হইতে ১৫৲ করা যাইবে, আর একজন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়া আরবী পারসী জানা মুসলমান মৌলবী মাসিক ৮ টাকা ও আবা উপরি আয়ও আছে, সেকেণ্ড মাষ্টার প্রাইভেট পাইতে পারিবেন বাসা পাইবেন।

খণ্ডঘোষ (জেলা বর্দ্ধমান) মইঃ স্কুলে বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ টাকা হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন।

একজন এফ এ আপাততঃ ৩ মাসের জন্য। ৩০৲ টাকা ও আপ্রা বাসা পাইবেন। পাণ্ডু হাই স্কুল, পোঃ পোদ্দার ডিহি জেলা মানভূম।

বীরভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত কোন মইঃ স্কুলে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে একজন এফ এ ফেল বা বি এ। এক ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল প্রাপ্ত ... আবশ্যক। প্রার্থী হইলে বাসা পাইবেন। শ্রীঅশ্বিনী ... সম্পাদক গ্রাম ... পোঃ ... গ্রাম ... জেলা ... বর্দ্ধমানপুর ই, আই, আর, লুপ.

জেলা বরিশাল পোঃ বাহিলাড়া, বাহিলাড়া মইঃ স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার ও বাবুদের পাড়া মইঃ স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ বেতন যথাক্রমে ১০ টাকা ও ২০৲ উভয় স্কুলেই আবা। কর্ম্মঠ লোক হইলে প্রাইভেট টিউসন পাওয়া যাইতে পারে, আবেদন পত্র বাহিলাড়া স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

হাটহাজারী মইঃ স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন যথাক্রমে ৫৫ হইতে৩০৲ টাকা, ও ১৫৲ টাকা। শ্রীরাম গোবিন্দ দে সহকারী সম্পাদক হাটহাজারী চট্টগ্রাম।

শ্যামপুর মইঃ স্কুলে নর্ম্মাল পাশ একজন হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ ১৩ টাকা ও আবা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ শ্যামপুর জেলা হাওড়া।

হাতিবপুর স্কুলে এক এ পাশ একজন হেঃ মাঃ বেতন ২৫৲ টাকা বৈদ্য হইলে বাসা খরচ লাগিবে না। পোঃ নবীবগঞ্জ দিনাজপুর।

কেওলাল মইঃ স্কুলের জন্য একজন হিন্দু এফ এ পাশ হেঃ মাঃ ও নূ নর্ম্মাল বৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২৫৲ ও ২০ টাকা এবং আবা। পোঃ কেওলাল বগুড়া)

জেলা মেদিনীপুর গড়বেতা উইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ড্রিল ড্রইং ও ব্যায়াম জানা শিক্ষক বেতন ১৫৲ টাকা, যাহারে দক্ষতা দেখাইতে পারিলে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।

কাঁথি উইং স্কুলে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে একজন ইংরাজী জানা পার্শি শিক্ষক। আগামী ১৯১০ সালের ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন শিক্ষক। বেতন ১০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা এবং আবা। শ্রীশ্যাম কিশোর দাস ফুলবাড়ী মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় পোঃ অঃ ফুলবাড়ী ময়মনসিংহ।

A Hd master passed F A and a Hd Pandit passed normal for the Sonamukhy M E school at pre ... 3 months on Rs 25 and 18 a month respectively.

For the Ajgora H E school, po Ajgora Khulna, an F A teacher on ... per month and also an Entrance ... teacher on Rs 10 per month ... the board and lodging.

An F A Hd master for the Baharagora M E school in Singhbhum from 3rd January to 31st march 1910 on ... a month lodging free. Baharagora is 18 miles distant from Chakulia ... R station and conveyence is available.

An Entrance passed 2nd master, a recent Normal passed Hd Pandit and a Final Madrassa passed Hd Moulvi for the Nilakhia middle Madrassa po Joyganj Bazar, Dt Mymensingh on Rs 15, 18, and 15 respectively per month.

An undergraduate teacher for the Union Institution Paikpura on Rs 25 to Rs 30 per month according to qualification. He may get free board and lodging on undertaking private tuition. Po Paikpara, Dt Dacca.

A graduate Hd master for the Paschimgaon Laksam H E school on Rs 60 lodging free.

An F A Hd master for the Rajaram pur middle madrasah on Rs 25 a month. Apply to Syed Iadali, Rajarampur M Madrasah po Phulbari Dt Denajpur.

An Entrance passed or plucked private tutor on Rs 8 per month with free board and lodging. Preference to any candidate except Brahmin and Baidya. Apply to Babu Hrishi Kesh Biswas. Binyanandapur village, po Sundarebak ( Burdwan ).

A graduate Hd master strong in English ( B A or M A ) for the Sarootale Govt aided H E school Chittagong on Rs 60—100 per month. After three months the pay will be increased to Rs 70. Must furnish a legal guarantee to stick to the post for at least a term of two years. Quarters free.

An A course B A plucked man for the first assistant English teachership ... the Nator Maharaja's H E school ... six months on Rs 30 per mensem. Applications with copies of testimonials will be received by the the Hd master up to 14th inst. The selected candidate to join on 4th January next. There is a hostel attached.

An F A Hd master for the Habibpur M E school, Dt Nadia, on Rs 25 a month with free lodging. Only two miles distance from Ranaghat Railway station E B S Ry. Apply to Babu Rajani Kanta Dutt at no 32 Olive street Calcutta.

An English knowing Hd Pandit for the Amlasadarpur H E school (Nadia) on Rs 25 a month.

Two graduates one for Dhankuria H E school (24 pergs) on Rs 50 per mensem and the other for Guptipara H E school (Hoogli) on Rs 45 per mensem. Boarding and lodging are free in both places. Tuition is available. Apply sharp D N Ballav 26 Gaiiff street, Shambazar canal side Calcutta.

A B course graduate for the post of the second master of the Kurigram High school on Rs 50 a month.

A Hd master and an undergraduate teacher for the Nawabgange Hari mohon Institution on Rs 50 and Rs 25 respectively po Chapai Malda.

A Hd master F A for the Nalchira H E school. A Baidya or a Kayastha preferred Board and lodging free po. Basudebpara Dt Barisal.

A graduate for the Autshahi R N H E school on Rs 40 at present. Po Autshahi (Dacca).

Two gradutes Hd master and 2nd master for Indas H E school on Rs 55 and 45 respectively po Indas ( Bankurah ).

An F A Hd master for the old Malda coronation M E school on Rs 25 a month with an annual increment of Rs 1 one up to 30 lodging free. Po. Nimasarai, Maldah.

A normal passed Drawing teacher for a maffosil aided H E school on Rs 10—12 per month with free board and lodging. Apply to Babu Benode behary Ghosh B A Hd master Babulia I S H E school, Babulia po Khulna Dist.

An Entrance passed 2nd master on Rs 15 per mensem for the Satbaria M E school po Satbaria, Pabna. Private tuition available. Apply to the Hd master, Satbaria M E school. Satbaria is situated on the Eastern bank of the river "Padma" is a healthy place.

A Hd Pandit for Kenragachhi M V school. Po Kenragachi, Dt. Khulna.

An F A asst teacher, strong in Mathematics, for the Joypur Fakir Das High school, Dt Howrah po Kundule salary Rs 25 to 30 according to qualification with free quarters in an exceptionally healthy place. Apply before the end of December

---

## মার্কশ অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

উদ্ধৃত।

জগতের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার পূজাতেই আপনাকে নিয়োগ করিবে। সেটি কোন্ পদার্থ?—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ও পরিশাসিত হইতেছে। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাকে যেমন তুমি পূজা করিয়া থাক, সেই রূপ তোমার অন্তরের মধ্যে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাকেও তোমার পূজা করা কর্তব্য, তাহা পরমদেবতারই কাছাকাছি। সেটি যে তোমার অন্তরের প্রভু, তোমার কার্য্য ও ভাগ্যের কর্তা—তাহা তাহার কার্য্যগুণেই প্রকাশ পায়।

জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সর্বদা চিন্তা করিবে—কত শীঘ্র প্রকৃতির দৃশ্য সমূহ পরিবর্তিত হয় তাহা ভাবিয়া দেখিবে। ভৌতিক জগৎ নিত্য নিয়ত আবর্তিত হইতেছে। সর্বকালে ও সর্বত্রই পরিবর্তনের কার্য্য চলিতেছে—কার্য্যকারণের মধ্য দিয়াই সেই পরিবর্তন চলিতেছে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। তাহার পর আমাদের খুব নিকটেই, অতীত ও ভবিষ্যৎরূপ দুইটা রসাতল মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—অভ্যন্তরে সমস্ত পদার্থ অন্তর্হিত হইতেছে। অতএব সে কি মূঢ় যে এই সমস্ত ক্ষণিক পদার্থের জন্য গর্বিত হয়, উদ্বিগ্ন হয়, দুঃখিত হয়—হায়! যেন এই সমস্ত পদার্থ চিরকাল থাকিবে।

মনে রাখিবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তুমি একটি পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; তোমার ভাগ্যে

যে কালাংশ পড়িয়াছে তাহারও কি অপরিমেয় স্বল্পতা, এবং তদৃষ্ট রাজ্যের মধ্যেও তুমি কি নগণ্য।

তোমার দৈহিক অনুভূতিসমূহ প্রীতিজনকই হউক, বা অপ্রীতিজনকই হউক, তোমার অন্তরে যে কর্তৃপুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন—সেই সকল অনুভূতির সহিত যেন তাঁহার বিশেষ কোন সংস্রব না থাকে। দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের অনুভূতি সেই সেই অংশের মধ্যেই বদ্ধ থাকুক; তোমার মন যেন তাহাদের হইতে তফাতে থাকে,—তাহাদের সহিত যেন মিশ্রিত না হয়। এ কথা সত্য, সমবেদনার নিয়ম প্রভাবে আমরা দেহের প্রত্যেক অংশের বেদনা ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া থাকি; কেন না প্রকৃতির নিয়মকে একেবারে অতিক্রম করা যায় না। তবে, দৈহিক অনুভূতি একেবারে নিবারণ করিতে না পারিলেও, উহাকে অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া কিংবা উহাকে আমাদের ভাল মন্দের প্রধান হেতু বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে।

দেবতাদিগের সহিত আমাদের একত্র বাস করা উচিত। তিনিই দেবতাদিগের সহিত বাস করেন যিনি বিধাতার বিধানে নিত্য তুষ্ট এবং যিনি সেই অন্তরের বক্তার আজ্ঞা পালন করেন যে দেবতা বিধাতারই প্রতিনিধি ও ঈশ্বরের আত্মজ। এই দেবতা আর কেহই নহেন—ইনি সেই অন্তরাত্মা—সেই বিবেকবুদ্ধি যাহা সকলেরই আছে।

মনে করিয়া দেখিবে, দেবতাদিগের প্রতি, পিতামাতার প্রতি, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি, স্ত্রীপুত্রের প্রতি, শিক্ষকের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, ভৃত্যের প্রতি, তুমি বরাবর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। লোকে তোমার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারে কিনা,—"ও ব্যক্তি কার্য্যে কিংবা বাক্যে কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।" আরও মনে করিয়া দেখিবে, কি পরিমাণ কাজ তুমি করিয়াছ, এবং তাহা সমাধা করিবার জন্য তোমার যথেষ্ট বল ও দৃঢ়তা ছিল কি না; তোমার কার্য্য যদি শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার জীবনের ইতিহাসও শেষ হইয়াছে জানিবে। আরও মনে করিয়া দেখিবে, কত সুন্দর দৃশ্য তুমি দেখিয়াছ, কত সুখ দুঃখ তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ, কত যশকীর্ত্তি তুমি উপেক্ষা করিয়াছ, এবং অপকারী ব্যক্তির কত উপকার করিয়াছ।

তুমি শীঘ্রই ভস্ম ও কঙ্কালে পরিণত হইবে। পৃথিবীতে হয় ত তোমার নাম থাকিয়া যাইবে কিংবা যাইবে না। কিন্তু নাম জিনিসটা কি? ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। তার পর, এ সংসারে যে সকল জিনিসের খুব আদর সে সমস্তই শূন্যগর্ভ, অসার, গলিত, ও অকিঞ্চিৎকর। ইহা কুকুরের হাড় কাড়াকাড়ির মত; ইহা ছেলেদের খেলনা কাড়াকাড়ির মত —তাহারা পাইলে উৎফুল্ল হয়, আবার না পাইলে অশ্রুজলে ভাসে। তবে, এই পৃথিবীতে, কোন্ জিনিস তোমার অবলম্বন হইতে পারে? যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল হয়, যদি ইন্দ্রিয়গণ কুয়াসাচ্ছন্ন ও ভ্রম-প্রবণ হয়, যদি অন্তঃকরণ রক্তমাংসেরই রূপান্তরমাত্র হয়, এবং ক্ষুদ্র মানুষের নিন্দাপ্রশংসা যদি নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস হয়—আমাদের অবস্থা যদি বাস্তবিকই এইরূপ হয়, তবে যতক্ষণ না তোমার প্রাণবায়ু দেহ হইতে অপসারিত হইতেছে ততক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে একটু অপেক্ষা করিয়া থাক না কেন;—কিন্তু ততক্ষণ আমি কি করিব? ইহার সহজ উত্তর এই—দেবতাদের পূজা কর, দেবতাদের মহিমা কীর্ত্তন কর; মানুষের উপকার কর; এবং সকলের শেষে এই কথাটি মনে রাখিও, তোমার রক্তমাংস ও নিশ্বাসের বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা তোমার নহে, তোমার আয়ত্তাধীন নহে।

তুমি যদি কোন কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ কর, এবং যদি তোমার চিন্তা ও কার্য্যকে সুপ্রণালী ক্রমে নিয়োগ কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। ঈশ্বর, মনুষ্য ও জ্ঞানবান জীবমাত্রেরই অন্তরে দুইটি তত্ত্ব বিদ্যমান;—একটি,—বাহ্য বিষয়ের বাধা না মানা; আর একটি—সাধুভাব ও সাধু কার্য্য আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখে না, উহারা আপনারাই পরম সন্তোষের হেতু—এই কথাটি উপলব্ধি করা। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ব্রাহ্ম সংবৎ ৮০, বিক্রম সম্বৎ ১৯৬৬. সংখ্যা ৭৯২

—

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক গণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। বিশেষ ... কিছু লেখা না ... করিবেন ... বুঝিতে হইবে।

৮৮৫ শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্র মুরারি ...,
হেঃ মাঃ বরাকর মইং স্কুল ... ১৯০৯

১৫০৮ „ শ্রীপতি চরণ চৌধুরী, হেঃ মাঃ
পাণ্ডুয়া — ঐ

১৫০৯ „ হেঃ মাঃ কুলিয়াবহ হাইস্কুল — ঐ

৮২৩ „ অনন্তকুমার বসু, শীতলগ্রাম — ঐ

৮২৮ „ অঘোর নাথ বন্দোপাধ্যায় হেঃ পঃ
জি, টী স্কুল বিদিহার — ঐ

৪২ „ তিনকড়ি দত্ত, হেঃ মাঃ আতরা
মইং স্কুল — ঐ

১৯ „ বজিক উদ্দিন সরকার বালুহাটা — ঐ

১৫১০ „ চন্দ্রভূষণ রায় হেঃ পঃ আঙ্গুলিয়া
মইং স্কুল — ঐ

১৫১১ „ দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী, হেঃ মাঃ
সাগরকান্দি — ঐ

১৫১২ „ নরপতি নাথ চট্টোপাধ্যায়
কাটরতকি স্কুল — ঐ

৭৭৭ „ হরিমোহন ব্যাকরণতীর্থ,
পিজলাকাটি — ঐ

৮১৪ „ হরলাল চৌধুরী, হেঃ মাঃ
বিলাসীপাড়া — ঐ

৯০৩ „ দেবেন্দ্রনাথ দাস গোকুলনগর — ঐ

৮০৯ „ রতিকান্ত প্রামাণিক, হেঃ পঃ
নাগেরহাট — ঐ

৪৫৮ „ নবকুমার রায়, হালদিয়া — ঐ

৮০১ „ ছাত্রবৃন্দ রাজারামপুর থিঃ মাত্রাসা — ঐ

১৫১৩ „ প্রিয়নাথ বল, হেঃ পঃ
নদেরচাঁদ ঘাট — ঐ

১৫১৪ „ গৌরচন্দ্র সিদ্ধান্ত হেঃ মাঃ
পীরগঞ্জ — ঐ

১৫১৫ „ কালীকুমার বিদ্যাবাগীশ, খাটুরা — ঐ

১৫১৬ „ শিক্ষক কাশীপুর মইং স্কুল — ঐ

১৫১৭ „ হেঃ মাঃ সারেঙ্গা সাহানা ট্রেনীং — ঐ

১৫১৮ „ মহেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুমিল্লা — ঐ

১৫১৯ „ হেঃ মাঃ আহিরণ মইং স্কুল — ঐ

১৫২০ „ সুরেন্দ্র কুমার দাস, গোপীনাথপুর — ঐ

৬২১ „ কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী, হেঃ পঃ
পরেশনাথপুর — ঐ

—

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*,

# পাশুপত্র

[illegible]

## সদালাপ। (২৩)

([illegible]) মহাপুরুষের মন। মহাত্মা ওমর, মহাপুরুষ মহম্মদের ভক্ত শিষ্য এবং মুসলমান খলিফাদের অতি উজ্জ্বল রত্ন। ইনি মুসলমান হওয়ার পূর্ব্বেও অসম সাহসী ও অদম্য উৎসাহশালী যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহাপুরুষ মহম্মদের একেশ্বরবাদ প্রচার উপলক্ষে যখন মক্কায় গোলযোগ চলিতেছিল তখন সরলচিত্ত ওমরের মনে হইল এত বাগ্‌বিতণ্ডা ও গোলমালের মূল নষ্ট হইলেই যখন সব হাঙ্গামা চুকিয়া যাইতে পারে, তখন তাঁহারই কর্ত্তব্য যে নূতন ধর্ম্ম প্রচারককে কাটিয়া ফেলেন। এই কথা মনে হইবামাত্র ওমর তরবারি হস্তে মহাপুরুষের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্বারে কাহাকেও পাইলেন না। মুক্ত দ্বারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে মহাপুরুষ মহম্মদ উপাসনা করিতেছেন। এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভগবানের নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—"কৃপা করিয়া ওমরের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিন। ভিতরে সে মানুষ ভাল, কেবল সত্যালোক পায় নাই। তাহার পারলৌকিক দুর্গতি না হয়, কৃপানিধান! ইহা আপনার দাসানুদাসের একান্ত বিনীত প্রার্থনা। আপনার পুণ্যনামে তাহার ভক্তি উদ্রেক করিয়া দিন।" হত্যা করিতে আগত ওমর তাহারই জন্য এই ধরণের প্রার্থনা হঠাৎ শুনিতে পাইলেন। সরলমনা ওমরের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া মহাপুরুষের নিকট কাতর ভাবে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অতি প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ন্যায় স্বপ্রসিদ্ধ লোক এরূপভাবে মুসলমান পক্ষে যাওয়ায় সে পক্ষে উৎসাহ বৃদ্ধি এবং অপর পক্ষে ভগ্নোৎসাহ ঘটিল। মহাপুরুষের মন ভগবৎ সংস্পর্শে এত উচ্চ না হইলে কখনই প্রাথমিক মুসলমানকে অত সহজে বশীভূত করিতে পারিতেন

(১০০) এক দফা।—মহাত্মা ওমরের সময়ে মিশর জয় হয়। কথিত আছে যে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার লক্ষাধিক প্রাচীন গ্রন্থসহ তাঁহারই আদেশে ভস্মীভূত হয়। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন "যদি ঐ সকল পুস্তকের কথা কোরাণে থাকে তবে উহাদের রাখার প্রয়োজন নাই, কোরাণেই সব কাজ চলিবে। আর যদি উহাতে কোরাণের বিরোধী কথা থাকে তাহা হইলে রাখা উচিত নয়। সুতরাং ঐ সকল নিষ্প্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর পুস্তক পুড়াইয়া ফেলাই ভাল।" কোন কোন ঐতিহাসিকেরা নানা প্রকার গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে সে লাইব্রেরী পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, ওমর বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তিনি ঐরূপ হুকুম দেন নাই। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে একমনা ভক্তদিগের 'বৃথা পাণ্ডিত্যের' উপর কতকটা অশ্রদ্ধা থাকে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলং।
বিদুষাং বিদুষাং তদ্বৎ ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে॥

বাক্য ও শব্দের আড়ম্বর এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যান চাতুর্য্য ভুক্তির জন্য, মুক্তির জন্য নয়।

রাজা হিসাবে লাইব্রেরী পোড়ান অসঙ্গত হইলেও সরলমনা এবং ভগবানে একলক্ষ্য প্রাথমিক মুসলমান যোদ্ধার দ্বারায় নূতনদেশে স্বধর্ম্মের ধ্বজা প্রথম উড়ান উপলক্ষে ঐরূপ হুকুম দেওয়া অসম্ভব নয়।

(১০৮) হিন্দু বালিকার সুশিক্ষা। (মহারাণী শরৎ সুন্দরী)—পুঠিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া ৺মহারাণী শরৎ সুন্দরীর পিতা ভৈরব নাথ ধনী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া শরৎ সুন্দরী আদরেই প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। ৫ বৎসর ৭ মাস বয়সে পুঠিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত ইহার বিবাহ হয়। শরৎ সুন্দরীর মাতা ভবময়ী অতি সুশীলা ও গুণবতী ছিলেন। প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে দেখে নাই। মাতার সলজ্জ ও সুনম্র আচরণের দৃষ্টান্তে যে বয়সে অন্য বালিকারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে সেই বয়সেই শরৎসুন্দরী আপন হাতে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলেন। বাহিরের বাটীতে আসিতে লজ্জাবোধ করিতেন। মায়ের শিক্ষা ও উৎসাহে খেলাচ্ছলে তিনি দেবপূজা জপ ও ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। তিনি মাতার সঙ্গে শুদ্ধাচারে ও পবিত্র দেহে থাকিয়া ব্রতপূজাদির দ্রব্যাদির আয়োজনে সাহায্য করিতেন ও ব্রতকথা মন দিয়া শুনিতেন। পঞ্চম বৎসর বয়সেই পিতা মাতার নিকট জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। সে অনুমতি না পাইয়া বিশেষ ক্ষোভ হইলেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। ঐ অল্পবয়সেই মনের ইচ্ছা মনে দমন করিয়া ছিলেন। তিনি পিতার অতিথিশালায় প্রত্যহ ভোজ্য বিতরণ দেখিতেন। নানাদেশীয় নানা শ্রেণীর দুঃখী ও আতুর লোকদিগকে আতিথ্য প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া লোকের দুঃখমোচন চেষ্টা যে মানব জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য তাহা দৃঢ়রূপে বাল্যকাল হইতে বুঝিয়াছিলেন এবং জীবনে যে কত প্রকার দুঃখই লোককে সহ্য করিতে হয় তাহা ঐ দুঃখী ও আতুরদিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া নিজেও সহিষ্ণুতা শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহী প্রত্যহ বিষ্ণুর সহস্র নাম শুনিতেন। নাতিনী শরৎসুন্দরীও তাঁহার নিকট বসিয়া তাহা প্রত্যহ শুনিতেন। ভগবানের নাম জপ সম্বন্ধেও ভক্তি এবং নিয়মানুপালিতা এতদ্দ্বারা শিক্ষা হয়।

একবার শরৎসুন্দরীর পিতা ভৈরব নাথ তাঁহার কোন কর্ম্মচারীকে গুরুতর অপরাধ জন্য পদচ্যুত করেন। বালিকা শরৎসুন্দরী ঐ কথা শুনিয়া মনে করিলেন "তবে ত লোকটা খাইতে না পাইয়া মরিবে।" তিনি পিতাকে ঐ কর্ম্মচারীর জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভৈরবনাথ কন্যার অপূর্ব্ব করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া কর্ম্মচারীর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কার্য্যের যাহাতে পরিদর্শনে সুব্যবস্থা অধিক হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া কর্ম্মচারীকে পুনরায় তাহার পদ দিলেন। একবার তাঁহার পিতা তাঁহার কোনকর্ম্মচারীর পাঁচটাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই কর্ম্মচারী বলে যে আমি গরীব আমার অনেকগুলি পোষ্য টাকা দিতে হইলে সকলকে না খাইয়া মরিতে হইবে। শরৎসুন্দরীকে তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে দুই এক টাকা দিতেন। সে টাকা তাঁহার দানেই ফুরাইয়া যাইত। ঐ অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কথা কর্ণগোচর হওয়ায় এবং তখন উঁহার টাকা না থাকায় শরৎসুন্দরী একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর নিকট পাঁচটাকা ধার চাহিলেন। মনে করিলেন পিতার নিকট যে টাকা পাইবেন তাহা হইতে ঐ ধার শুধিবেন। উক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাঁচটি টাকা আনিয়া দিল, বালিকা গোপনে সেই টাকা দণ্ডিত ব্যক্তিকে দিলেন। এই কথা তাঁহার পিতা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মা তোমার যখন যাহা দরকার হইবে আমাকেই নির্ভয়ে বলিও"।

(১০৯) স্বামীর সহিত তাদাত্ম্য।(ঐ)—মহারাণী শরৎসুন্দরী তাঁহার স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের মন বুঝিয়া তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজনীয় সমস্তই অতি পরিপাটীরূপে স্বহস্তে প্রস্তুত রাখিতেন, অথচ

ছিলেন। বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ এবং অযোধ্যা দর্শন করিলেন। সে সময়ে রোগে এত দুর্বল হইয়াছিলেন যে সেরূপ অবস্থায় কোন রমণীও এক্ষণে পদ-ব্রজে ১৪ ক্রোশ অযোধ্যা প্রদক্ষিণ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তিনি এলাহাবাদ, চিত্র-কূট, ওঁকারেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, দশাশ্বমেধ, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল, জ্বালামুখী (এই স্থানে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন) কাশী, মথুরা এবং বৃন্দাবন দর্শন করিয়া কাশীতে ফিরি-লেন। ১৫শে ফাল্গুন ১২৯৩ সাল ৺ কাশীধামে ৩৭ বৎসর ৪ মাস ৫ দিন বয়সে শরৎ সুন্দরীর দেহত্যাগ হয়।

(১১১) কার্য্য দক্ষতা ও সহৃদয়তা (ঐ)।—মহা-রাণী শরৎ সুন্দরী পিতার মৃত্যুর পর প্রকৃত প্রস্তাবে অভিভাবকহীনা হইলেন। পতির সম্পত্তি, স্বর্গীয় পিতার সম্পত্তি এবং মাতা ও বালিকা-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পর্য্যন্ত তাঁহার উপর পড়িল। তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি সাবধানে সকল কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগি-লেন। আতিথ্য, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, দান, পীড়িতের চিকিৎসা দারিদ্র্যের অভাব মোচন ইত্যাদিতে নিরত থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্র নারায়ণের সময় হইতে নীলকরদিগের সহিত এবং ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত যে সকল মোকদ্দমা চলিতেছিল তাহা যতদূর সাধ্য সহজে তিনি মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। কয়েকটী বিষয়ে সাহেবেরা কিছু-তেই অন্যায় জিদ ছাড়িতে চাহিলেন না। অথচ তাহা ছাড়িলে জমিদারীর বড়ই ক্ষতি হয়, কেবল সেই স্থলেই কর্ত্তব্য পালন জন্য দেওয়ানী মোক-দ্দমা করিতে বাধ্য হইলেন। ধনীদিগের মধ্যে স্ত্রী কর্তৃত্বের সময় জমিদারী কর্মচারীরা সর্ব্বত্রই জ্ঞাতিদিগের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু শরৎ সুন্দরীর কর্তৃত্ব কালে সেরূপ কিছুই ঘটিতে পায় নাই।

শরৎসুন্দরী কোন বিষয়েই স্বাধীনতার পরিচয় দিতেন না। যে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বে ঐরূপ অবস্থায় কি হইত তাহা প্রাচীন কর্মচারীদের নিকট জানিয়া লইয়া তাঁহাদের মতামত শুনিয়া অতি সাবধানে ব্যবস্থা করিতেন। এই সদ্ব্যবহারে ঐ কর্ম্মচারিগণ ও বিশেষ তুষ্ট থাকি-তেন, তাঁহার আমলে বহুদিনের বিবাদ সমস্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তাঁহার অকপট ব্যবহারে ও সৌজন্যে কেহই বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারি-লেন না। একজন আত্মীয় রাজা চন্দ্রেন্দ্র নারায়ণ দৈব দুর্ব্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া ছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের তীর্থবাস ও ভরণ পোষণের সমস্ত ভার শরৎ সুন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক আত্মীয় বালক কুমার গোপালেন্দ্র রায়ের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন থাকা কালে উক্ত কুমারের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কালেক্টর সাহেব বিবাহ বাবদ এত অল্প টাকা মঞ্জুর করিলেন যে তদ্বারা পুঠিয়া রাজ বংশীয়ের বিবাহে সম্মান রক্ষা হয় না। শরৎসুন্দরী ঐ বিবাহ উপলক্ষে ছয় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কুমারের মায়ের শ্রাদ্ধ উপ-লক্ষে বিস্তর টাকার সাহায্য করিলেন। কোন গোষ্ঠীর মধ্যে যাহার সম্পত্তি অধিক তিনি যদি সকল শরিকের সহিত এইরূপ অকপট ভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে উন্মুখ হন এবং অতি বিনীত ভাবে সহায়তা করিতে থাকেন তাহা হইলে এ দেশের সর্ব্ব নাশের মূল শরিকি বিবাদ ঘটে না। ইহাই প্রকৃত কার্য্যদক্ষতার পরিচায়ক

শরৎ সুন্দরী প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের পরা-মর্শ ব্যতীত কোন কর্ম করিতেন না। কর্ম্মচারীরা সঙ্গত আপত্তি করিলেই নিজের সঙ্কল্প ভঙ্গ করি-তেন। তাঁহারা কারণ দেখাইয়া দানাদিতে বাধা দিলে নিজের জায়গীর মাসহারাদির যে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার তহবিল ছিল তাহা হইতে গোপনে টাকা দিতেন; নিজের মত প্রবল করিয়া কর্ম্মচারীদের মনে কখন ব্যথা দিতেন না।

তিনি কাহারও নিন্দা শুনিতে ভাল বাসিতেন না, পাপাত্মার প্রতিও দয়া করিতেন এবং কোন কর্ম্মচারীকেই কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। পবিত্রতার বিশ্বাসের ও উদারতার এরূপ মাহাত্ম্য যে কর্ম্ম-চারীর মনে এতটা কর্ত্তব্য পরায়ণতার উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাতে ধরা পড়িবার অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া এবং ধরা পড়িলে আপামর সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইতে হইবে জানিয়া কেহই তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিরুপম এবং ধর্ম্মময় জীবন দর্শনে সাধারণের এই একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার অনিষ্ট করিলে অতাহিত ঘটিবে। এই আশঙ্কা হইতে অধিকাংশ কর্ম্মচারীর চরিত্র শোধিত হইয়াছিল।

এক সময়ে পুরোহিত বংশের এক জনকে তিন হাজার টাকা দিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিয়া দিতে চাহেন। কর্ম্মচারীরা আপত্তি করিলে ঐ টাকা কর্জ্জ দেওয়ার কথায় তাঁহাদিগকে সম্মত করান। পরে তাঁহার একটি চতুষ্পাঠী করিয়া মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তি দিয়া এবং শ্রাদ্ধাদিতে অনেক দান করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া-ছিলেন।

তিনি কাহারও নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করেন নাই। দীর্ঘকাল ভোগকেই উৎকৃষ্ট দলিল বলিয়া স্বীকার করিতেন, এমন কি জরিপে নিষ্কর জমি বৃদ্ধি হইলেও সে অংশ বাজেয়াপ্ত বা উহাতে কর ধার্য্য করিতেন না।

(১১৩) কুলপ্রথারক্ষা ও কর্ম্মচারীর সম্মান (ঐ)—পিতার মৃত্যুর পর মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি একদিন পিতৃভবনে যাইবার সঙ্কল্প করেন। প্রাচীন কর্ম্মচারী আপত্তি করিলেন "পুঠিয়ার রাণীর পক্ষে বাপের বাটীতে যাওয়া ঠিক নয়। মাতার অসুখ যখন তেমন বেশী কিছু নয় বরং তাঁহাকেই রাজবাটীতে আনা হউক।" শরৎ সুন্দরীর ইচ্ছা হইল না যে কষ্ট দিয়া পীড়িতা মাতাকে রাজবাটীতে আনেন, তিনি শীঘ্রই মাতাকে দেখিতে নিজের যাইবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। কর্ম্মচারী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, ৺রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণের রাণীকে বাপের বাড়ীতে যাই-বার মত দিতে পারি না। তবে আপনি "কর্ত্রী"। কিছু না! কর্ত্তব্য পালন ছাড়া ইচ্ছামত কার্য্যত আপনি কখনই করেন না। মার অসুখের নামেই এরূপ বিচলিত কেন হইতেছেন?" এই কথায় মহারাণী শরৎ সুন্দরী প্রাচীন কর্ম্মচারীর প্রতি বিশেষ তুষ্ট হইয়া তখনি বাপের বাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

(১১৪)দানধর্ম্ম (ঐ)।—মহারাণী শরৎ সুন্দরী ১২৮১ অব্দের মাঘ মাসে দত্তকপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে ৩০ হাজার টাকা দানাদিতে ব্যয় করেন। ১২৮৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন ঐ পুত্রের বিবাহে দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দীন দুঃখীরা ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা পাইয়াছিলেন। কাশী কান্যকুব্জ হইতেও পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮ বৎসর রাজ্য পালন কাল মধ্যে তিনি পতির জমিদারীর বার্ষিক আয় অনেক টাকা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দশ লক্ষ টাকার নূতন সম্পত্তি খরিদ ভিন্ন নগদ টাকা কিছুই জমান নাই বরং অল্প ঋণও হই-য়াছিল। নিজের জায়গীর মাসহারা প্রভৃতিতে প্রায় বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা এবং পতির সম্প-ত্তিরও প্রায় সমস্ত আয় পূজা দানাদিতেই ব্যয় করিতেন। কর্ম্মচারীরা বলিতেন যে, সমস্ত আয়ের টাকাই এরূপে ব্যয় করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে নাবালকের সম্পত্তি কাড়িয়া

কহিলেন; তিনি উত্তর করিলেন, "তাহাদের অপরাধ নাই, কিন্তু পুঠিয়ার রাজবংশ ধর্ম্মবলেই বলীয়ান, যতদিন তিনি যতদিন সাধ্য পালন করিবেন।" প্রজারা পরম সুখে বাস করিত এবং শরৎ সুন্দরীর বন্দোবস্তে ওয়াটসন কোম্পানীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় তাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে স্বীকার করে। তিনি ১৮৭৮ সালে বন্যার সময় অনেক অর্থ দান করেন এবং ১২৮০ ও ১২৮১ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বিস্তর টাকার খাজনা মাপ করেন এবং প্রত্যহ অসংখ্য লোককে আহারীয় দ্রব্য এবং নগদ টাকা ৩।৪ মাস ধরিয়া দিয়াছিলেন। পুঠিয়ায় বৃন্দাবনে এবং কাশীধামে দেবালয় নির্ম্মাণ ও অন্নসত্রের উন্নতির জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বৎসর বৎসর অন্নপূর্ণা পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিস্তর টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দীন দরিদ্রদিগকে দিতেন; কর্ম্মচারীরা নাবালকের সম্পত্তির উপর নূতন কাহারও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সামান্য সামান্য ব্রতাদি উপলক্ষ করিয়াও তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন। একবার অনন্ত চতুর্দ্দশীর ব্রত প্রতিষ্ঠার সময় এক প্রস্থ স্বর্ণ পাত্রাদি উৎসর্গ করিয়া প্রায় ১৫ হাজার টাকা দান করেন।

রাজসাহী ইংরাজী স্কুল কলেজে পরিণত হইলে প্রাচীর ও বোর্ডিং নির্ম্মাণ জন্য তিনি ১১ হাজার টাকা দান করেন। জলাশয় খনন ও পথ প্রস্তুতের জন্যও অজস্র অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে দিল্লীর দরবারে শরৎ সুন্দরী "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হইলে বলেন যে, আমার ন্যায় হিন্দু বিধবার এ সকলে ঘোরতর বিড়ম্বনা, তবে রাজ প্রসাদ উপেক্ষা করিতে সাধ্য নাই।"

১২৯০ অব্দের ১৭শে অগ্রহায়ণ মহারাণী কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে তিনি দুর্গোৎসব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা পূজা এবং সরস্বতী পূজাদি কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। প্রত্যহ স্বপাকে এক হইতে তিনজন পর্য্যন্ত দণ্ডী ভোজন করাইতেন। বিধবা হইয়া অবধি প্রত্যেক চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে মন্ত্র পুরশ্চরণ ও প্রভূত দানাদি করিতেন। প্রত্যহ নিজের নিজ পূজায় অনেক টাকার ভোজ্য সামগ্রী ও নগদ দান করিতেন। কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা শুনিয়া কাশীখণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কতকগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার শাস্ত্রেতে অনেকটা প্রবেশ লাভ হইয়াছিল।

(১১৫) সদাশয়তা (ঐ)।—

(ক) মহারাণী শরৎসুন্দরীর দত্তক পুত্রের বিবাহের সময় সমাগত এক বৃদ্ধা বিধবা অসাবধান হইয়া শয়নগৃহে মলত্যাগ করিয়া ফেলায় চাকরাণী লজ্জায় বৃদ্ধাকে সেই বিষয়কে বাক্যযন্ত্রণা দিতেছে দেখিয়া তিনি স্বহস্তে উহা পরিষ্কার করেন এবং যাহারা জানিতে পারিয়াছিল তাহাদিগকে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ করিতে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন। রাণী একান্ত লজ্জিতা বৃদ্ধাকে বলিলেন "মা! পীড়ার সময় এরূপ সকলেরই হইয়া থাকে। সে সময়ে আপনার লোকেই যত্ন করে। আমাকে আপনার কন্যা বলিয়াই জানিবেন।"

(খ) মহারাণীর দত্তক পুত্রের বিবাহ জন্য দুইটী পাত্রী দেখিয়া দুইটিই পছন্দ হইয়াছিল। শেষে একস্থানে বিবাহ স্থির হইয়া গেলে অপর পাত্রীটির বিবাহের সমস্ত ব্যয় শরৎসুন্দরী নিজে বহন করিয়া উহাকে উপযুক্ত পাত্রে দান করাইয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন ঐ পাত্রীটিকেও আমি পুত্রবধূরূপে দেখিব। দুইটীই আমার ছেলে এবং দুইটীই আমার বৌ হইল। এতই সূক্ষ্ম সহানুভূতি দ্বারা তিনি আশাভঙ্গের নিরাকরণ করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন।

(গ) কোন মুসলমান প্রজার গোহত্যা অপরাধে কর্ম্মচারিগণ তাহার ১০০ টাকা দণ্ডবিধান করিয়া আদায় জন্য তাহাকে আবদ্ধ করেন। শরৎসুন্দরী বলিলেন "উহার অর্থ আমার তহবিলে অবৈধভাবে আনিয়া আমাকে পাপ গ্রস্তা করিবেন না। উহার ধর্ম্ম বা আচারের দোষ সংশোধন করার ভার আমার উপর নাই। আমার ধর্ম্ম বা আচারে যদি দোষ থাকে তাহার সংশোধনের ভার ও উহার উপর নাই। যে যাহার আপন আপন কুলধর্ম্ম পালন করুক। আর কখন কোন প্রজাকে কোন কারণেই আবদ্ধ করিয়া কষ্ট দেওয়া হইবে না।"

কর্ম্মচারীরা এই বিষয়ে অঙ্গীকারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলে তবে শরৎ সুন্দরী সে দিন স্নান আহার করেন।

কর্ম্মচারীদিগের মত ফিরাইয়া কাজ করাইতেন। নিজের "হুকুম" কখন জারি করিতেন না। কর্ম্মচারীরা অন্য মত অবলম্বন করিলে পাঁচ বৎসরের বালিকার ন্যায় অনাহারে যেমন বাবা উহাদিগকে নিজের আপন জনের ন্যায় আদর করিতেন।

(ঘ) বিধবা হইয়া অবধি মহারাণী অনেকগুলি নিরাশ্রয়া বিধবা দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এবং তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই কঠোরভাষিণী ছিলেন। দুর্ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া যাহারা মনে করেন এরূপ অনেক বিধবাই একান্ত গর্ব্বিত হইয়া থাকেন। উঁহাদের পরস্পরের বিরোধ হইতে কখন কখন উঁহারা মহারাণীকেও দুর্ব্বাক্য বলিতেন। শরৎ সুন্দরী সবই ক্ষমা করিতেন। একদিন কোন স্বপাকে-আহারকারিণী বিধবাকে তিনি আধখানি কাঁঠাল দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিত্য পূজায় উপবেশন করিয়াছিলেন। যাহার উপর কাঁঠাল দিবার ভার হয় তিনি আধখানির পরিবর্ত্তে সিকিখানি কাঁঠাল দেন এবং বিধবাকে বলেন "মা ঐ পরিমাণই দিতেই বলিয়াছেন।" বিধবা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল "যে ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছে সে কি কাণের মাথা খাইয়া শুনিতেছে না যে তুমি কি বলিতেছ? আর চোখের মাথা খাইয়া দেখিতেছে না যে তুমি কি অন্যায় করিতেছ? তবে কথা কয় না কেন! যার কাঁঠাল সেই খাক্।" এই বলিয়া বিধবা কাঁঠাল খণ্ড শরৎ সুন্দরীর পূজার উপকরণের উপর ফেলিয়া দিল!! পূজার সময় শরৎ সুন্দরী মৌনা ছিলেন এই মাত্র অপরাধ। তিনি পূজার সময়ে সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্যই মৌনভঙ্গ করিতেন না। উহাকে ভগবানের অবমাননা মনে করিতেন বলিয়া মৌনভঙ্গ হঠাৎ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার প্রথম হইতে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজারম্ভ করিতেন। এবারেও ঐকাণ্ড ঘটিলে পূজাভঙ্গ করিতে হইল। তিনি বিধবাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শান্ত করিলেন এবং পুনর্ব্বার আয়োজন করিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে কিছু অতিরিক্ত জপ করিয়া প্রথম হইতে পূজা করিলেন। সেদিন আহারাদি করিতে সন্ধ্যা হইল। সকলেই বিধবার অন্যায় কার্য্যে দোষ প্রকাশ করিল, কিন্তু শরৎ সুন্দরী তাহার প্রতি অনুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না।

(ঙ) অন্য এক সময়ে দুই কলহপরা বিধবা বাটী হতে পরস্পরের প্রতি গালি বর্ষণ করিতে করিতে উভয়েই মনে করিলেন যে, শরৎসুন্দরীর সাহসেই প্রতিপক্ষ এরূপ করিতে পারিতেছে। ক্রমে উভয়েই তাঁহাকে গালি দিতে দিতে অজ্ঞান হইল। পারিচারিকারা "এতস্পর্দ্ধা" বলিয়া উহাদিগকে মা

[illegible] যখন তাঁহারা [illegible] বলিলেন

[illegible] বলিলেন "[illegible] আমাকে [illegible] করিয়া

[illegible] আমাকেই [illegible]। [illegible]

(১১৫) বিশ্বাসী দারবান।—পারস্যের রাজা [illegible] আব্বাস একদিন কোন [illegible] বাটীতে [illegible] হইয়া অতিরিক্ত মদ্যপান করেন। তাঁহার [illegible] এবং অন্যান্য সকলেও অতিরিক্ত মদ্য পানে চেতনাশূন্য হন। ঐ অবস্থায় শাহ আব্বাস [illegible] পারস্যের ভিতর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হন। দ্বারবান দ্বাররোধ করিয়া [illegible] এরূপভাবে দণ্ডায়মান হইল যে উঁহাকে না সরাইয়া দ্বার পার হওয়া অসম্ভব। শাহ আব্বাস বলিলেন "সরিয়া যাও নচেৎ তরবারির আঘাতে [illegible] ফেলিব।" দ্বারবান মাথা পাতিয়া [illegible] এবং বলিল "তাহাই করুন। আপনি আমার এবং দেশের সকলেরই রাজা। কোন অবস্থাতেই [illegible] তুলিতে পারিব না এবং জীবিত থাকিতে মনিবের অন্তঃপুরে পরপুরুষ ঢুকিতেও দিতে পারিব না। আপনি পুরুষদিগের রাজা—অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রভু নহেন। উঁহারা অন্তঃপুর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনা। এজন্য জানাইতেছি যে আমাকে মারিয়া ভিতর বাড়ীতে [illegible] আপনার পক্ষে নিরাপদ নহে। তেজস্বিনী ইরানী অন্তঃপুরিকারা আপনার উপর পর পুরুষ হিসাবে নিঃসংকোচে অস্ত্রাঘাত করিবে। সেখানে উঁহারা রাজা বলিয়া মানিবে না।" শাহ আব্বাসের নেশা কাটিয়া গেল। তিনি নীরবে রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন তাঁহার প্রিয়পাত্র সমস্ত সম্বাদ জ্ঞাত হইয়া শাহ আব্বাসের নিকট আসিয়া বলিলেন "আপনি [illegible]। আপনি সর্ব্বত্র যাইতে পারেন" এবং দ্বারবানের রূঢ়তা জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "সে লোকটাকে আমি ছাড়াইয়া দিয়াছি।" শাহ আব্বাস বলিলেন "তুমি স্বেচ্ছায় উহাকে কাজ ছাড়াইয়া দিয়াছ জানিয়া আমি যে কত সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। [illegible] আমাকে আর ভিক্ষা করিতে হইল না। [illegible] আমি আজ হইতে আমার শরীররক্ষী [illegible] সদার নিযুক্ত করিলাম। আমার [illegible] তোমার অন্তঃপুরিকাদিগের নিকট [illegible] অবস্থার অশিষ্ট ব্যবহার জন্য আমার [illegible] জানাইও।

[illegible] রাজোচিত উদারতা।—ইংলণ্ডরাজ [illegible] উইলিয়মের বিরুদ্ধে এবং ইয়ুয়ার্ট বংশীয় [illegible] রাজা [illegible] [illegible] পক্ষে একটী [illegible] [illegible] জন্য চক্রান্তে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-পর উহাতে জড়িত ছিলেন। ঐ সম্বন্ধে অনেকগুলি চিঠিপত্র রাজা [illegible] হইলে রাজা সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজবাটীতে নিজের খাস কামরায় ডাকাইয়া আনিয়া সেই চিঠিগুলি তাঁহার হাতে দেন। চিঠিগুলি দেখিয়াই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটী বুঝিলেন এইবারে গ্রেপ্তারের ও দুর্গবন্ধ রাখার হুকুম হইবে এবং কয়েকদিন মধ্যেই বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ধীরভাবেই বলিলেন "যাহারা মনিবের দুঃসময় বন্ধুর তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকেন এবং সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া এবং সকল আশা ত্যাগ করিয়া শুধু প্রভুভক্তির আবেগে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারাই এ জগতে পূজনীয় এবং তাঁহাদের স্তুতিই ধরাতলে একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু। সেরূপ লোকের হানি আমি কোন মতেই করিতে পারি না।" এই বলিয়া রাজা স্বহস্তে বাতির শিখায় ধরিয়া চিঠিগুলি তখনি পুড়াইয়া ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রাজদ্রোহ অপরাধের প্রমাণ একেবারে লোপ করিয়া দিলেন। উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সৌজন্যে ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ভগবান যখন আপনার ন্যায় উচ্চমনা ব্যক্তিকে আমার প্রাচীন মনিবের প্রতিযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন তখন তাঁহার দুর্ভাগ্য কাটিতে দেওয়ায় ভগবানের অভিপ্রায় নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। আমার যে জীবন প্রাচীন মনিবের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলাম তাহা ঐ চিঠি ধরা পড়াতেই শেষ হইবার কথা। এখন যে জীবন ধারণ করিব তাহা আপনার নিকট হইতে অযাচিত দানলব্ধ। উহা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে আমার অধিকার নাই। উহা আপনার অধীনেই দেশের কার্য্যে নিযুক্ত করিব।"

—

# [illegible] গেজেট।

৯ই পৌষ ১৩১৬ সাল ইং ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

## বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করা সম্বন্ধে নিয়মাবলী

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে ছোটলাট বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ নিয়ম বিধান করিয়াছেন—

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ প্রশ্ন করিতে পারিবেন না।—(ক) ভারত সম্রাট সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারেল, অথবা ছোটলাট বাহাদুরের সহিত কোন বৈদেশিক রাজ্য অথবা ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যের সংস্রব সম্পর্কীয় অথবা কোন দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্পর্কীয় কোনরূপ প্রশ্ন, অথবা (খ) সম্রাটের শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যের কোন বিচারালয়ের বিচারাধীন কোন বিষয় সম্পর্কীয়।

প্রশ্নগুলি এরূপভাবে গঠিত হওয়া চাই যেন (১) কোন বিষয়ে সংবাদ জানিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। (খ) প্রশ্ন যেন বেশী বড় না হয়। (গ) প্রশ্নমধ্যে যুক্তি, তর্ক, সিদ্ধান্ত, শ্লেষ, নিন্দাবাদ না থাকে। কোন ব্যক্তির সরকারী বা সাধারণের কার্য্যের সহিত যতটুকু সম্পর্ক সেই ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র আচরণ সম্বন্ধে কেবল ততটুকু মাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারা যাইবে।

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল অথবা ষ্টেট সেক্রেটারী এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে না, তবে মোটামুটি বিবরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে এবং উত্তরেও সেইরূপ মোটামুটী বিবরণ মাত্র বলা হইবে।

কোন সদস্য যদি কোন প্রশ্ন ব্যবস্থাপক সভায় করিতে ইচ্ছা করেন তবে যে তারিখের অধিবেশনে সেই প্রশ্ন করিবেন সেই তারিখের অন্ততঃ পূর্ণ দশদিন পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে সভার সেক্রেটরীকে লিখিয়া জানাইবেন। এবং যে প্রশ্ন করিতে চাহেন তাহারও একটা নকল ঐ সঙ্গে পাঠাইবেন। সভাপতি মহাশয় ইচ্ছা করিলে দশ দিনের কম সময়ের নোটিশ পাইয়াও প্রশ্ন গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং এবং কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আবশ্যকমত বেশী সময়ও লইতে পারেন।

সেক্রেটরীর নিকট প্রশ্নের নোটিশ ও সেই সঙ্গে প্রশ্ন পাঠাইলে সেক্রেটরী উহা সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিবেন। সভাপতি মহাশয় ঐ প্রশ্ন গ্রাহ্য করিবার না হইলে গ্রাহ্য না করিতে পারেন অথবা যদি দেখেন যে উহা নিয়মানুযায়ী যেরূপ ভাবে গঠিত হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ ভাবে গঠিত হয় নাই তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার নিকট সংশোধনের জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। প্রশ্নটি সংশোধন করিয়া পুনরায় পাঠাইবার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে সেই সময়ের মধ্যে না পাঠাইলে ঐ প্রশ্ন প্রত্যাহৃত হইল বলিয়া বুঝা হইবে।

সভাপতি মহাশয় কোন প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিলে সেই অগ্রাহ্য করা সম্বন্ধে কোন কারণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য নহেন। কেবল এই মাত্র বলিতে পারেন যে উহার উত্তরে সাধারণের স্বার্থ কিছু নাই অথবা ঐরূপ প্রশ্ন অন্য ব্যবস্থাপক সভায় অথবা গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় করা ঠিক। সভাপতির আদেশ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা সভাস্থলে হইতে পাইবে না।

যে সকল প্রশ্ন গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত হইবে। সভাপতি মহাশয় যেরূপে ভাল বুঝিবেন সেই প্রকারে প্রশ্ন করা ও তাহার উত্তর দেওয়া হইবে।

কোন সদস্য যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর সম্বন্ধে যদি কিছু খুলিয়া লওয়ার আবশ্যক বুঝিলে সেই প্রশ্নের আনুষঙ্গিক প্রশ্ন করিতে পারেন। যাহার উপর ঐ প্রশ্নের উত্তর দানের ভার তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর তখন নাও দিতে পারেন এবং নূতন করিয়া উহার জন্য নোটিস দিয়া আগামী অধিবেশনে উহার উত্তর পাইবার জন্য আবেদন করিতে বলিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় ইচ্ছা করিলে এইরূপ আনুষঙ্গিক প্রশ্ন অগ্রাহ্যও করিতে পারেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কোন কারণ দেখাইতে হইবে না।

সভাপতি মহাশয় এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন যে জনসাধারণের কোন প্রশ্ন প্রত্যাহৃত হইলেও উহার উত্তরে সাধারণের স্বার্থ আছে বুঝিলে উত্তর দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোন প্রশ্ন অথবা উহার উত্তর সম্বন্ধে সভাস্থলে আলোচনা হইতে পারিবে না। যে সকল প্রশ্ন করা হইবে এবং সেই সকল প্রশ্নের যে সকল উত্তর দেওয়া হইবে সভার কার্য্যবিবরণীতে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ থাকিবে। সভাপতি মহাশয় যে প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা ঐরূপে লিপিবদ্ধ থাকিবে না। সাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করার ও উহার উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন।

---

## শ্রীরামপুরের সরকারী বয়ন বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সম্বন্ধে নিয়মাবলী গত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার অনেক স্থানের তাঁতিরা এখনও তাঁত ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু আধুনিক তাঁত তদপেক্ষা অনেক উন্নত। এই আধুনিক তাঁত বয়ন প্রণালী শিখাইয়া, তাঁতে বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে ইদানীং যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষিত করিয়া দেশের বস্ত্র শিল্পের সমুন্নতি করাই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

এই বিদ্যালয়ে দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে—(১) যাহারা কতকটা শিক্ষিত তাহাদিগকে উচ্চ শ্রেণীতে লওয়া হইবে। এই শ্রেণীতে শিক্ষিতগণ বয়ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং বস্ত্রশিল্পের উদ্ভাবক হইতে পারিবে। (২) শ্রীরামপুর এবং অপরাপর স্থানের যে সকল লোক খুব খাটিতে পারে তাহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীতে লওয়া হইবে।

শ্রীরামপুর স্কুলে শিক্ষকাদি নিয়োগ এবং স্কুলের পরিচালনা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট দ্বারা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

উচ্চ শ্রেণীর সম্বন্ধে নিয়ম—প্রতি বৎসর এই শ্রেণীতে ১৫ জনের বেশী ছাত্র লওয়া হইবে না। এই ১৫ জনের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ১০ জন ছাত্র থাকিবে।

এই শ্রেণীতে যাহারা ভর্ত্তি হইবে তাহাদের বি শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই; অথবা শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের আপ্রেণ্টিস বিভাগের সব ওভারসিয়র শ্রেণীর সহিত সংসৃষ্ট কোন টেকনিক্যাল স্কুল শিক্ষিত হওয়া চাই।

জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই বিদ্যালয়ের সেশন আরম্ভ হইবে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পাইবার জন্য প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করিতে হইবে। সেই আবেদন পত্রের সহিত নিম্নলিখিত বিবরণ গুলি লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—(ক) পিতা অথবা অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, এবং ব্যবসায়। (খ) জাতি ও ধর্ম্ম। (গ) বয়সের উপযুক্তরূপ নিদর্শন। (ঘ) শেষ যেখানে অধ্যয়ন করা হইয়াছে তথাকার হেড মাষ্টার অথবা প্রিন্সিপালের নিকট হইতে সচ্চরিত্র সম্বন্ধে সার্টিফিকেট।

এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসর স্থায়ী, ১৫ টাকার করিয়া কুড়িটি গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে দেওয়া হইবে। যে সকল ছেলেকে বৃত্তি দেওয়া হইবে তাহারা যদি প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয় তবে দ্বিতীয় বৎসরে আর ঐ বৃত্তি পাইতে পারিবে না।

উচ্চ শ্রেণীতে যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইবে তাহাদের এই মর্ম্মে লিখিত কাগজে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে এই বিদ্যালয়ের পড়া তাহাদের শেষ হইয়া গেলে তাহারা এই বয়ন ব্যবসায়ই অবলম্বন করিবে।

এই শ্রেণীতে দুই বৎসর পড়িতে হইবে। বিদ্যালয় বৎসরে যতদিন খোলা থাকিবে তাহার শতকরা ৭৫ দিন হিসাবে ছাত্রগণকে উপস্থিত থাকা চাই।

যে সকল ছাত্র প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে কিন্তু কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে প্রথম বৎসরের পরীক্ষা দিয়াই স্কুল ছাড়িয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বৎসরের পাঠ্য পড়িয়া যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দিবেন।

প্রথম বৎসরের পাঠ্য—[ক] ব্যবহারিক বয়ন, [খ] বস্ত্রবয়ন যন্ত্রের অঙ্কনাদি [গ] মডেল ড্রইং [ঘ] ফ্রি হ্যাণ্ড ড্রইং, [ঙ] বস্ত্র সম্বন্ধে উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ, [চ] কাপড় বুনিবার উপযুক্ত করিয়া সূতা প্রস্তুত করণ, [ছ] সূতার ফাঁস, [জ] কাপড়ের পাড় প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা।

দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্য—[ক] ব্যবহারিক বয়ন, [খ] কার্য্য বিধান, [গ] ইঞ্জিনিয়ারীং ড্রইং [ঘ] সূতা সংক্রান্ত রাসায়নিক তথ্য, [ঙ] বস্ত্র সম্বন্ধে উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ, [চ] পাড় প্রভৃতির শিক্ষা [ছ] বয়ন রসায়ন।

শ্রীরামপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থানের তাঁতী ও তাহাদের ছেলেদের উপকারের জন্য এই নিম্ন শ্রেণী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তাঁতি এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের তাঁতিরাও এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। জানুয়ারী মাসে এবং সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছামত অন্য সময়েও ভর্ত্তি হইতে অনুমতি পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারা যাইবে। ৫০ জনের অধিক ছাত্র এই শ্রেণীতে লওয়া হইবে না।

মাসিক ৬ টাকা হিসাবে কুড়িটি এবং মাসিক ৪ টাকা হিসাবে কুড়িটি বৃত্তি এই শ্রেণীকে দেওয়া হইবে। বৃত্তিগুলি চারি মাস হইতে এক বৎসর স্থায়ী হইবে। এই বৃত্তির টাকায় ছাত্রদের খরচা কুলাইবে না। জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি যখন ছাত্র পাঠাইবেন সেই সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন যেন এই বৃত্তির টাকা

লইয়া মাসিক বৃত্তি করিয়া টাকা তোলের ব্যবস্থা হইতে পারে। এই পরিমাণ টাকায় তাহাদের ব্যয় চলিবে বলিয়া বৃত্তি ধরা হইয়াছে। জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, শিল্প স্কুল প্রভৃতি হইতে বৃত্তি পাইবেন, তাঁহারা আবেদন ইহাদের দিয়া প্রিন্সিপালের নিকট পাঠাইবেন। চারি হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত এই শ্রেণীতে শিক্ষা হইবে। শিক্ষা ভার্নাকুলারেই দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিতরূপ পাঠ্য এই শ্রেণীতে পড়ান হইবে—[ক] ব্যবহারিক বয়ন, [খ] স্কুল ... , [গ] বস্ত্রের উদ্ভাবন এবং বিশ্লেষণ এবং [ঘ] ব্যবহারিক রঞ্জন।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ কলিকাতা ] ওয়েষ্ট কেন্ট রেজিমেন্টের ... গোরা একটি এগার বৎসরের ছুটিয়া মেয়েকে গুরুতর আঘাত করা অপরাধে তৃতীয় ... দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় হাইকোর্টের বিচারপতি ... গোরার পূর্ব্বের ভাল চরিত্র ... এবং জুরিগণ কর্তৃক দয়া প্রকাশে অনুরোধ ... ছয় মাসের জন্য তাহার সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নির্ব্বাচিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে:—মিঃ সি ডবলিউ এস গ্রোহাম ( বাঙ্গালার ... হইতে ), মিঃ মজহরুল হক ব্যারিষ্টার ( বাঙ্গালার মুসলমানদিগের তরফ ), বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ( প্রেসিডেন্সী মিউনিসিপ্যালিটি ), রায় কিশোরী লাল গোস্বামী বাহাদুর ( বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটী ), খাঁ বাহাদুর মৌলবী সরফরাজ হোসেন খাঁ ( পাটনা মিউনিসিপ্যালিটি ) বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ (ত্রিহুত মিউনিসিপ্যালিটি ), মিঃ দীপনারায়ণ সিংহ ( ভাগলপুর মিউনিসিপ্যালিটি ), বাবু হৃষীকেশ লা ( প্রেসিডেন্সী জেলা বোর্ড ), মিঃ ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত ( ... জেলা বোর্ড ), মৌলবী সৈয়দ জহিরুদ্দীন ( ... জেলা বোর্ড), মিঃ টি আর কিলগেট ( ... জেলা বোর্ড ); মিঃ মধুসূদন দাস (উড়িষ্যা জেলা বোর্ড ] মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান ও মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী [ প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের জমিদার পক্ষ হইতে ].

ছোটলাট বাহাদুর সভার ... জন্য প্রত্যেক কুমার ... [ নাইট ] মহাশয়কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

আগামী ৩রা জানুয়ারী বেলভেডিয়ার দরবার হলে বেলা এগারটার সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন হইবে।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় যে পাঁচজন আসামীর বিচার সম্বন্ধে চীফ জষ্টিস ও জষ্টিস কার্ণডফের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল, সেই পাঁচজনের বিচারভার মিঃ জষ্টিস হারিংটনের উপর দেওয়া হইয়াছে। আগামী ৩রা জানুয়ারী উহাদের বিচার আরম্ভ হইবে।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমার সহিত সংস্রব আছে সন্দেহে তারানাথ চৌধুরীকে এতদিন ধরিবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল। সম্প্রতি বেনারসে তাহাকে ধরা হইয়াছে শুনা যাইতেছে।

[ বোম্বাই ] নাসিকের কলেক্টর মিঃ জ্যাকসন আই সি এস গত ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে এক হত্যাকারীর গুলিতে হত হইয়াছেন। নাসিক হইতে ইনি বোম্বাইয়ে বদলী হইয়াছিলেন। বিদায় অভিনন্দনের জন্য নাসিকের লোকেরা সভা করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে। তিনি সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, সভার কার্য্য শেষ হইয়া মিঃ জ্যাকসন সকলের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে হত্যাকারী গুলি করে। আর এক রকম কথা এই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মিঃ জ্যাকসন নাকি দেশীয়দের থিয়েটার দেখিতে তথায় প্রবেশের সময় হত্যাকারী লুক্কায়িত থাকিয়া গুলি করে। হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। সে নাকি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পারে নাই। থিয়েটারের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। কালেক্টর জ্যাকসন লোকানুরাগভাজন ছিলেন। তাঁহার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে সকলেই বিশেষ দুঃখ এবং কষ্ট অনুভব করিতেছেন। ২২শে প্রাতে নাসিক মিউনিসিপ্যালিটী সভা করিয়া শোক প্রকাশ করেন। নাসিকের অধিবাসীরাও শোক প্রকাশ জন্য সভা করিয়াছিল। মফস্বল হইতেও অনেক লোক ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আফিস আদালত দোকান পাট এক দিন সমস্তই বন্ধ ছিল।

[ ঢাকা ] ফরিদপুরে যাহাতে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার একটি কেন্দ্র হয় তজ্জন্য ফরিদপুর জেলা সমিতি হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় এক আবেদন পাঠান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্রিফোর্ড এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহার পোষকতা করেন। আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। ১৯১০ সালের মার্চ্চ হইতে ফরিদপুর ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার কেন্দ্র হইল।

[ পঞ্জাব ] পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় ভাইস চ্যান্সেলার জষ্টিস রবার্টসন বলিয়াছেন, "ভারতীয় ছাত্রের উপর ইদানীং বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা হইতেছে, অণুবীক্ষণ দ্বারা তাহার কার্য্যকলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ করা হইতেছে একথা বলিলেও বাহুল্য হয় না। বিগত কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয় ছাত্রের স্বভাব চরিত্র এবং আচরণ বিশেষ ভাবেই সমালোচিত হইতেছে। অতঃপর লোকে বৃথা অভিমান, নিয়মানুগামিতার ব্যতিক্রম এবং অন্যান্য অসদাচরণের দৃষ্টান্ত বুঝাইতে ভারতীয় ছাত্রেরই উল্লেখ করিবে। অর্থাৎ ভারতীয় ছাত্রকে ঐ সকল বিরুদ্ধ গুণের মূর্ত্তিমান বলিয়া মনে করিবে এমন আশঙ্কা এখন হইতেই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি কিন্তু ভারতীয় ছাত্রের ওরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করি না। আমি চাই, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাহাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক উত্তর দিতে যেন সক্ষম হয়। আমি চাই তোমরা সকলেই চেষ্টা করিয়া দেখ যে কিরূপভাবে জীবন গঠিত করিলে তোমরা জগদীশ্বর ও মনুষ্য উভয়েরই সেবা করিতে সক্ষম হইবে। আত্মসংযম, যে কিছু ভাল তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পবিত্রতা, উচ্চাশয়তা, স্বাধীনচিত্ততা নীতিপরায়ণতা এবং স্বাবলম্বন এই সকল গুণ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যেন দেখাইতে পারি।

[ সাধারণ ] নিম্নলিখিত দিন সমূহে পূর্ব্ববঙ্গকে ১৯১০ সালে অধস্তন দেওয়ানী আদালতগুলি বন্ধ থাকিবে।— ক, নববর্ষ ১লা জানুয়ারী। (খ) উত্তরায়ণ বা মকরসংক্রান্তি ১৩ই জানুয়ারী কেবল নোয়াখালি, সিলেট, এবং ত্রিপুরা জেলায় সম্বলপুরে, কটক জেলার বারগড়ে এবং ... দশহরার পরিবর্ত্তে এই দিনে ছুটী থাকিবে। ... রাজপুরে উলটা রথের পরিবর্ত্তে, ... এবং আসাম জেলি জেলায় বারুণীর পরিবর্ত্তে ... নার কার্ত্তিক পূজার প্রথম দিনের পরিবর্ত্তে ছুটী থাকিবে। আসাম জেলি সর্ব্বত্রই ... । [গ] মহরম ১৯শে হইতে ২১শে জানুয়ারী— ১২ই জানুয়ারী চাঁদ দেখা গেলে ১৮ই হইতে

২২শে পর্য্যন্ত আদালত সমস্ত বন্ধ থাকিবে। [খ] মকর অমাবস্যা ১০ই ফেব্রুয়ারী [কেবল সারণে শ্রীপঞ্চমীতে ২য় দিনে ছুটীর পরিবর্ত্তে এই দিনে ছুটী থাকিবে] [গ] শ্রীপঞ্চমী ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী [সারণে ১ দিন]. [ঘ] দোলযাত্রার ৯ই মার্চ্চ [ঙ] শিবরাত্রি ৯ই ও ১০ই মার্চ্চ, [চ] ফতেদোয়া-জদা, ২৫শে মার্চ্চ—১১ই মার্চ্চ চাঁদ দেখা দেখা গেলে ২৫শে মার্চ্চ, (ছ) দোলযাত্রা ২৫শে ২৬শে মার্চ্চ, (জ) গুডফ্রাইডে ২৫শে হইতে ২৮শে মার্চ্চ (ট) বারুণী ৭ই এপ্রেল (বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং আসাম ভেলি জেলায় অথবা পুরী সম্বলপুর ও বারগড়ে এই দিনে ছুটী থাকিবে না), ঠ চৈত্রসংক্রান্তি ১৩ই এপ্রেল. ড বাঙ্গালা নববর্ষ ১৪ই এপ্রেল কেবল নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায় বারুণীর পরিবর্ত্তে বাখরগঞ্জ চট্টগ্রাম এবং আসাম ভেলিতে দশহরার পরিবর্ত্তে ঢাকায় জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে এবং খুলনায় কার্ত্তিক পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে. ঢ শ্রীরামনবমীর পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দিন ১৬ই ও ১৭ই এপ্রেল কেবল চট্টগ্রাম জেলায় উলটারথের এবং জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে এই দুই দিন ছুটী থাকিবে] [ণ] অশোকাষ্টমী ১৭ই এপ্রেল কেবল ঢাকা ও ময়মনসিংহে বারুণীর পরিবর্ত্তে, রংপুরে উলটারথের এবং আসাম ভেলিতে জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে এই দিন ছুটী থাকিবে), ত শ্রীরামনবমী ১৮ই এপ্রেল. (থ) শীতল ষষ্ঠী ১৪ই জুন (কেবল সম্বলপুর ও বারগড়ে বারুণীর পরিবর্ত্তে] (দ) দশহরা ১৭ই জুন (বাখরগঞ্জ, কটক, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, সিলেট এবং আসাম ভেলি জেলায় এবং কাঁথিতে এই দিনে ছুটী থাকিবে না. [ধ] স্নানযাত্রা ২২শে জুন [কেবল পুরীতে বারুণীর পরিবর্ত্তে] [ন] অম্বুবাচী ২৫শে জুন [কেবল আসাম ভেলি জেলায় কার্ত্তিক পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে [প] সম্রাটের জন্মদিন [উৎসব দিন পরে প্রকাশিত হইবে [, [ফ] রথযাত্রার পূর্ব্বদিন ৭ই জুলাই [কেবল পুরীতে জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে] [ব] রথযাত্রা ৮ই জুলাই [ভগলপুর, গয়া, পাটনা পূর্ণিয়া, সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর এবং দারবঙ্গে এই দিনে ছুটী থাকিবে না] [ভ] উলটা রথ ১৬ই জুলাই [চট্টগ্রাম, রংপুর, ভগলপুর, গয়া পাটনা, পূর্ণিয়া সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর দারবঙ্গ, সিলেট এবং নোয়াখালি জেলায়, এবং ত্রিপুরাপুরে এই দিনে ছুটী থাকিবে না; কেবল ত্রিপুরায় ১৬ই অগষ্ট পর্য্যন্ত এই ছুটী থাকিবে] [ম] মনসা পূজা ১৬ই অগষ্ট [কেবল নোয়াখালি এবং সিলেটে উলটারথের পরিবর্ত্তে] [য] সবেবরাৎ ২০শে আগষ্ট [৬ই আগষ্ট চাঁদ দেখা গেলে ২১শে আগষ্ট] [র] রাখীবন্ধন ২০শে আগষ্ট [কেবল সম্বলপুর ও বারগড়ে কার্ত্তিক পূজার প্রথম দিনের পরিবর্ত্তে, ল জন্মাষ্টমী ২৭শে ও ২৮শে আগষ্ট পূর্ণিয়া জেলায় ২য় দিনে ছুটি থাকিবে না। (ব) গণেশ চতুর্থী ৭ই সেপ্টেম্বর কেবল সম্বলপুর ও বারগড়ে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম দিনের পরিবর্ত্তে [শ] নবান্ন ১১ই সেপ্টেম্বর কেবল সম্বলপুর ও বারগড়ে কার্ত্তিক পূজার দ্বিতীয় দিনের পরিবর্ত্তে এই তারিখে অথবা জেলার জজ সাহেব যে তারিখ স্থির করিবেন সেই দিন ছুটী থাকিবে] [ষ] মহালয়া, ইদলফেতর দুর্গা লক্ষ্মী, কালীপূজা এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ২রা অক্টোবর হইতে ৩রা নবেম্বর [স] ছট ৮ই নবেম্বর [কেবল ছোটনাগপুরে কার্ত্তিক পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে] [হ] কোলযাত্রা ৯ই নবেম্বর [কেবল রাঁচির সদরে কার্ত্তিক পূজার ১ম দিনের পরিবর্ত্তে] [ড়] জগদ্ধাত্রী পূজা ১১ই ও ১২ই নবেম্বর [ভগলপুর, গয়া, পাবনা, সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর এবং দারবঙ্গ জেলায়। এবং সম্বলপুর ও বারগড়ে এই দিন ছুটী থাকিবে না। চট্টগ্রাম, ঢাকা, পূর্ণিয়া এবং আসাম ভেলি জেলায় এবং পুরীতে এই পর্ব্বের ২য় দিন ছুটী থাকিবে না. (ঢ়) হরিহরছত্র মেলা ১৪ই হইতে ১৯শে নবেম্বর [কেবল ভগলপুর গয়া, পাটনা, সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর, দারবঙ্গ, জেলায় রথ উলটা রথ জগদ্ধাত্রী এবং কার্ত্তিক পূজার পরিবর্ত্তে; পূর্ণিয়ায় রথ, উলটা রথ কার্ত্তিক পূজা, জন্মাষ্টমী এবং জগদ্ধাত্রীর ২য় দিনের পরিবর্ত্তে ছুটী থাকিবে] (য়) কার্ত্তিক পূজা ১৬ই ও ১৭ই নবেম্বর [খুলনা ভগলপুর, গয়া, পাটনা, সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর, দারবঙ্গ এবং পূর্ণিয়া জেলায়, সম্বলপুরে এবং বারগড়ে, এই দিনে ছুটি থাকিবে না। দিনাজপুর জেলায় এবং ছোটনাগপুর বিভাগে এবং আসাম ভেলি জেলায় এই পর্ব্বের ২য় দিনে ছুটী থাকিবে না এবং রাঁচির সদরে ইহার প্রথম দিনে ছুটী থাকিবে না]:[ৎ] রাস পূর্ণিমা ১৬ই নবেম্বর [কেবল কটক জেলায়—সম্বলপুর ও বারগড়ে জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে এবং জেলার অবশিষ্টাংশে দশহরা পরিবর্ত্তে এবং দিনাজপুর জেলার কার্ত্তিক পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে] [ঃ] [illegible] ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর (১৩ই ডিসেম্বর চাঁদ দেখা গেলে কেবল ১৩ই ছুটী থাকিবে] [ঁ] বড়দিন ২২শে হইতে ৩১শে ডিসেম্বর।

স্কুলেশিক্ষা শ্রীমতী রেবা রায় [illegible] মহিলা নহেন, তিনি [illegible]। [illegible] নাই। এই বিদ্যানুরাগিণী নারীর চেষ্টায় দুই তিন বৎসর হইল কটকে বালিকাদিগের জন্য একটী এন্ট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নিজ অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। কটকের অনারেবল শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয়ের সুশিক্ষিতা কন্যা কুমারী শৈলবালা দাসও স্ত্রীশিক্ষার জন্য শ্রম করিতেছেন। তিনি বিলাতে গিয়া বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদান-প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছেন। এবং কটকে একটী উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। একটী সহরে দুইটী এক শ্রেণীরই বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা উভয় স্কুলেরই ক্ষতি অনিবার্য্য। ইঁহারা উভয়ে মিলিতা হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যত্নশীলা হইলে উড়িষ্যায় শীঘ্রই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে। (ভারত মহিলা)

ময়মনসিংহ সহরে একটী "মহাকালী" পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমতী মাতাজি তপস্বিনী ঐ পাঠশালা দেখিবার জন্য ময়মনসিংহ গিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে প্রায় চারিশত টাকা মূল্যের স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার পুরস্কারস্বরূপ বিতরিত হইয়াছে।

মুক্তাগাছার বদান্যা জমিদার শ্রীমতী বিমলসুন্দরী চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জ আট হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

[illegible] বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বিগত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার কর্ত্তৃক আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হন। গত ১২ই ডিসেম্বর উভয়েই কলিকাতায় আসিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কীটতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলিয়া, আমেরিকায় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং আমেরিকার এণ্টোমলজিক্যাল সোসাইটীর সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের খনি হইতে গত অক্টোবর মাসে ৪৬ হাজার ৭ শত ৮২ আউন্স অর্থাৎ ২৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার স্বর্ণ বাহির

...র্দ্দান হেঃ পঃ ... । বিজলকাটী মইং স্কুল, ... বিজলকাটী ভায়া কলসকুঠিপুর ১৫ টাকা। ... পাইবেন। হেঃ মাঃর নিকট আবেদন ... ।

... এ হেঃ মাঃ। মাহনাই মইং স্কুল ২৫৲। ... ৬ মাসের জন্য। ব্রাহ্মণ চাই। আবা ... পোঃ মাহনাই জেলা মালদহ।

... এ হেঃ মাঃ। হরিপুর মইং স্কুল, শান্তিপুর ... ষ্টেশন হইতে ২ মাইল। আপাততঃ ... এবং বাসা। শ্রীযদুনাথ গাঙ্গুলী বিএ ... পোঃ শান্তিপুর।

... ট্রেবার্ষিক হেঃ পঃ। ১৫৲ ও ... মেদিনীপুর, পোঃ গোপীবল্লভপুর ... সমূহের ইনস্পেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জেলা বগুড়া হাট সেরপুর মইং স্কুলে আধুনিক ... শিক্ষা দিতে সমর্থ একজন মুসলমান অথবা কায়স্থ হেঃ পঃ বেতন ১৪৲।১৫৲ ও আবা ... কাজলা, গ্রাম হাটসেরপুর জেলা বগুড়া, ... উত্তান পুকুর

... মঃ স্কুলে ইংরাজি জানা ট্রেবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ১৮ টাকা ২৩নং গুফ্‌টনলেন তালতলা, কলিকাতা।

ফরিদপুর জিলায় পোঃ সমাজ ইশিবপুর মইং স্কুলে ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ৩০৲ টাকা। পোঃ সমাজইশিবপুর, ফরিদপুর।

... স্কুলে একজন হেঃ মাঃ, এণ্ট্রান্স পাশ চাই, বেতন ...৲ টাকা ও আবা। শ্রীনাছরুদ্দীন ... মীরগঞ্জহাট, ভায়া নীলকামারী, ...।

একজন এণ্ট্রান্স পাশ প্রাইভেট শিক্ষক। বেতন ...৲ টাকা ও আবা। শ্রীফকির চন্দ্র সরকার গ্রাম কাটিচিহি, পোষ্ট দাসকল গ্রাম, ভায়া আমনুরা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লুপ লাইন।"

আমার পুত্রের জন্য জনৈক প্রাইভেট টিউটার ... । বেতন ৩০৲ ও আবা, বয়স ৪০ বৎসরের ন্যূন হইবে না। অধিকাংশ সময়ই রাজসাহী সহরে থাকিতে হইবে। শ্রীললিত মোহন ... জমিদার, তালন্দ এ এম এষ্টেট ঘোড়ামারা ..., রাজসাহী

জেলা বর্দ্ধমান পোঃ খণ্ডঘোষ কুমিরকোলা মই স্কুলে একজন এক এ হেঃ মাঃ ও একজন ... ট্রেবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ২০ টাকা ও ১২৲ টাকা। এবং দুই একটী ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইবেন আহার পাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল বর্দ্ধমান, পোষ্ট বর্দ্ধমান।

কাঁটাপুর জিঃ বোঃ মাজাম... মই স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ বেতন ৬ টাকা বাসা ও মাসিক ৩৲ বেতনের প্রাইভেট টুইসন মিলিবে। শ্রীশরৎ চন্দ্র মিত্র এডিসনাল ডেপটী ইনস্পেক্টর অব স্কুলস হুগলী (চুঁচুড়া)

মঙ্গলগ্রাম মই স্কুলে একজন হেঃ পঃ বেতন ১৬৲ ও বাসস্থান শ্রীঅম্বুজ চন্দ্র হাজরা চৌধুরী চেয়ারম্যান মঙ্গলগ্রাম স্কুল কমিটী পোষ্ট মঙ্গলগ্রাম জেলা বর্দ্ধমান এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

সোনাতলী উচ্চ স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১০৲ ও আবা। পোঃ সোনাতলী জেলা পাবনা।

একজন গ্রাজুয়েট সহকারী হেঃ মাঃ ইতিহাস ও সংস্কৃত ভাল জানা চাই। এবং বি এ ফেল ভাল ইংরাজী জানা জনৈক অতিরিক্ত শিক্ষক। মুড়াপাড়া ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল, পোঃ মুড়াপাড়া, ঢাকা বেতন মাসিক ৪৫—২—৫৫ এবং ২৮ ২ ৩২ টাকা দুই বৎসর থাকিবার অঙ্গীকারে ষ্ট্যাম্প দেওয়া এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর চাই। প্রাইভেট টিউসন পাওয়া যায়।

ভাল ইংরাজী জানা গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ৫০৲ হইতে ৬০৲ (৫ বৎসরে) এবং একজন গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ ভাল গণিত জানা ৪০ হইতে ৫০ (৫ বৎসরে) শ্রীশচন্দ্র ইনঃ, ইথোরা পোঃ ইথোরা, ভায়া সীতারামপুর ই আই রেলওয়ে।

শেষ মাদ্রাসা পাশ মৌলবী, পার্শী ও আরবী হইতে ইংরাজীতে এবং ইংরাজী হইতে পারশী ও আরবীতে অনুবাদ শিখাইতে পারা চাই। ২৫৲ টাকা বাসা পাইবেন। দুই বৎসর টিকিয়া থাকিতে হইবে। কার্ত্তিকপুর হাই স্কুল ফরিদপুর।

এফ এ পাশ ব্রাহ্মণ হেঃ মাঃ, দক্ষিণ গ্রাম মইং স্কুল ২৪ টাকা ও বাসা। দক্ষিণ গ্রাম পোঃ; মোল্লাপুর ভায়া, জেলা বীরভূম।

জনৈক গ্রাজুয়েট ভাল গণিত জানা, জয়দেবপুর রাণী বিলাসমণি হাই স্কুল, ঢাকা। বেতন ৫০৲ হেঃ মাঃ নিকট আবেদন করিতে হইবে।

একজন বিএ সহকারী হেঃ মাঃ ভাল গণিত জানা। কাড়াপাড়া হাই স্কুল, খুলনা। ৪০৲ ও আবা। পোঃ কাড়াপাড়া, খুলনা।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ বেণীপুর হাই স্কুল। ৫০ হইতে ৬০৲ গুণানুসারে এবং বাসা পোঃ বেণীপুর, যশোহর।

ভাল ইংরাজী জানা অস্থায় গ্রাজুয়েট সহকারী শিঃ ৩ মাসের জন্য পাইকপাড়া রাজ স্কুল। ৩০ টাকা বেতন। হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

এ কোন গ্রাজুয়েট সহকারী শিঃ ছাপরা কলিঃ স্কুল। ৪৫-৫০ টাকা ও প্রাইভেট পড়াইয়া বাসা। জেলা সারণ পোঃ ছাপরা, ছাপরা কলিঃ স্কুলের হেঃ মাঃ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৭ বৎসরের একটি বালককে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পড়াইতে সক্ষম ও বাটীর হিসাবাদি লিখিতে সমর্থ একটি ব্রাহ্মণ। ৬৲ ও আবা। শ্রীকালী মোহন রায় চৌধুরী পোঃ হরিদেবপুর, রংপুর।

---

শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী ১৩১০ সালের ৩রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ১ম বার্ষিকী শ্রেণীতে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ১০ই জানুয়ারী প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণানন্তর ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। প্রবেশার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ ছাত্রাবাসে এক মাস আহারের বাবদ ৬৲ টাকা ও নিজ নিজ বিছানা এবং আহারের বাসন লইয়া উক্ত কয় দিনের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে না পারিলে আর ভর্ত্তি করা যাইবে না। প্রধান শিক্ষক কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল

---

## হুগলী ট্রেনিং স্কুল।

১৯১০ খৃঃ হইতে ট্রেনিং স্কুলের নূতন ব্যবস্থানুসারে তিন বৎসরকাল পড়িতে হইবে। মধ্য ইংরাজি কোর্স পর্য্যন্ত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

প্রথম বর্ষীয় শ্রেণীতে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে আগামী ৩রা জানুয়ারি সোমবারে আসিয়া স্কুলে উপস্থিত হইতে হইবে। ১০ই জানুয়ারি সোমবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা যাইবে এবং ফলানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

হুগলী ট্রেনিং স্কুল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯০৯
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক।

---

## INTERMEDIATE EXAMINATION IN ARTS, 1912.

English

Poetry

Wordsworth—Selections by Webb Part I. Milton—Comus. Tennyson—The Coming of Arthur. Scott—Marmion, omitting Canto II.

Prose.

Sir A. Lyall—Tennyson (English Men of Letters series). Colonel Malleson—Akbar (Rulers of India Series). Collins—Odyssey (Ancient classics for English Readers).

A paper will be set on Essay, Prosody and Rhetoric and some questions will be set on unseen passages from works of the same standard of difficulty as those prescribed for the Matriculation Examination.

Bengali

(Books recommended to be read as presenting models of style.)

Iswarchandra Vidyasagar—Sitar Banabas, Kaliprasanna Ghose—Prabhatchinta. Chandranath Basu—Samajam Siksha. Sasibhushan Sen—Karmakshetra Dineschandra Sen—Ramayani Katha (omitting the notes). Rajendranath Vidyabhushan—Kalidas.

Sanskrit.

Poetry

Raghuvansam—Cantos II and XIV with Mallinatha's Commentaries, Bhattikavyam—Cantos I and XII.

Prose

Mahabharatam and Dasa Kumaracharitam, expurgated edition to be prepared by Pandit Tarakumar Kaviratna. (Portions to be read to be notified hereafter.)

Bengali.

For the female candidates.

Kaliprasanna Sinha—Mahabharata (Nalopakhyan). Michael Madhusudan Datta—Meghnad-badha, Canto IV. Nabinchandra Das—Raghuvansa, Canto XIII. Akshaykumar Datta—Charupath, Part III.

History

The following books are recommended:—

Tout—Advanced History of Great Britain. Ransome—Advanced History of England. Brewer—The Student's Hume. Oman—History of England. Gardiner—Student's History of England. Bury—History of Greece for Beginners. (N B—This book comes down only to 322 B C) Smith—Smaller History of Greece, revised by Marindin. Smith—Smaller History of Rome, revised by Greenidge Shuckburgh—History of Rome for Beginners. Merivale and Puller—School History of Rome [only the portion from Actium to the end

Logic

The subject of Logic is to be studied as defined by the syllabus. Students are recommended to use one or more of the following books, or selected portions thereof, with special reference to the course laid down to the syllabus:—

Carveth Read—Logic Deductive and Inductive. Bain—Logic [Deduction and Induction]. Welton—Logic, Vol II

Preparatory Reading—Students are advised to read—

Jevons—Elemantary Lessons in Logic.

or

Minto—Logic.

before Joining the regular class

The following books are recommended for the guidance of teachers:—

Hamilton—Lectures on Logic. Mill—System of Logic. Jevons—Principles of Science. Bradley—Principles of Logic. Bosanquet—Logic. Sigwart—Logic. Ueberweg—System of Logic and History of Logical Doctrines. Venn—Empirical Logic. Keynes—Formal Logic.

Mathematics.

No text-books are prescribed. The subject is to be taught in accordance with the syllabus prescribed in the New Regulations.

Geography.

A J Herbertson—The Oxford Geographies, Vol III. Ellis W Heaton—The World. J B Reynolds—Europe W H Arden Wood—General Geography for Indian Students. H R Mill—The Realm of Nature. Simons & Richardson—Introduction to Practical Geography. G James Morrison—Maps their uses and construction. W A Elderton—Maps and Map-drawing.

Physics.

R A Millikan and H G Gale A First Course in Physics.
(Ginn & Co., New York and London)
Glazebrook, Heat—Glazebrook, Light—(Cambridge Physical Series) Aldous—Elementary Course in Physics W Watson—Elementary Practical Physics.

Chemistry.

W A Shenstone—Inorganic Chemistry. W Jago—Inorganic Chemistry Theoretical and Practical, stage II—A manual for students in advanced classes Perkin and Lean—Introduction to the study of Chemistry. Donington—Practical Exercises in Chemistry. H E Stapleton—Introduction to Practical Chemistry. P C Ray—(Elementary) Inorganic Chemistry.

Physiology.

Hill—Manual of Human Physiology.

Botany.

Farmer. J B—Practical introduction to the study of Botany (London, 1905). Bailey, L H—Botany, and Elementary Text for schools (New York, 1901). Darwin, F—Elements of Botany (Cambridge, latest edition).

Candidates who take up Botany will be required to possess a special knowledge of the following Natural Orders of plants:—

(1) Cruciferae. (2) Malvaceae. (3) Rhamnaceae or Sapindaceae. (4) Leguminosae. (5) Cucurbitaceae. (6) Rubiaceae. [7] Compositae. [8] Solanaceae. [9] Labiatae. [10] Amarantaceae [11] Commelynaceae. 12. Gramineae.

At the Intermediate Examination in arts and Science a study of the life history of the following "Selected plants" is required to illustrate the gradual ascent in complexity of structure and reproductive cycle from the lowest fungi and algae to the phanerogams:—

(1) Mucor. [2] Spirogyra. [3] A Moss. (4) A Fern. [5] A Conifer [6] A Monoctyledon. [7] A Dicotyledon.

Zoology

Arthur Thomson—Outlines of ...gy (such portions of it as are ... in the Syllabus). Huxley ... Martin—A Course of Elementary ...ction in Practical Biology (revised ...tended by Professors G B Hawes ... H Scott, P H D).

...TERMEDIATE EXAMINA-...TION IN SCIENCE 1912.

English.

Same as for Intermediate Examination in Arts.

Bengali.

(Books recommended to be read as ... models of style.)

...kat Nyayratna—Ramcharita. ... Pandey—Manavatattva ... Basu—Samjamsiksha. ...nath Basu—Life of Michael ... Dutt (omitting the English portions). Ramendrasundar Tri... ...prakriti. Girindrakumar Sen— ... Probandha.

Mathematics.

No text-books are prescribed. The subjects to be taught in accordance with the Syllabus prescribed in the New Regulations.

Other subjects Same as for Intermediate Examination in Arts.

B A EXAMINATION 1912.

VERNACULAR COMPOSION.

Bengali.

(Books recommended to be read as ... ideals of character and ... of style.)

Bankim Chandra Chatterjee—Durgesnandini. Rabindranath Tagore—... Vidyasagar. Chandranath ... Sakuntalatattwa.

SANSKRIT.

Pass Course.

Poetry.

...smriti—Chapter II, with Kulluka's Commentary.

Kiratarjuniyam—Cantos I and II with Mallinathas Commentary.

Drama.

Abhijnanasakuntalam.

Mudra Rakshasam.

History of Sanskrit Literature as in Macdonell (omitting Chapters II—IX).

Honour Course.

(In addition to the subjects for the Pass Course.)

Poetry.

Bhattikavyam—Cantos XVIII and XIX.

Kadambari—Pages 102 to 124 Bombay Edition, commencing with "ততঃ চন্দ্রাপীড়" to "অচ্ছোদনাম সরো দৃষ্টবান্"

Rigveda Samhita—Hymns from the Rigveda, with Sayana's Commentary, edited by Peterson, Part I, suktas 1—12.

History of Sanskrit Literature as in Macdonell.

Grammar and Rhetoric.

Siddhanta Kaumudi—Karaka and Samasa.

Dandi—Kavyadarsa. Sahitya Darpan, Chapter VI.

---

[উদ্ধৃত]

বাঙ্গালা গান

পূর্ব্বে ওস্তাদী গান বলিতে কেবল হিন্দী গানই বুঝাইত। বঙ্গীয় সঙ্গীতজ্ঞগণেরও এই ধারণা ছিল যে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতে বাঙ্গলা কথায় সঙ্গীত রচিত হইতে পারে না। বাঙ্গলা ভাষা এমন শব্দাড়ম্বরময়—এমন অনমনীয় যে,—বাক্য সুরের অনুগামী হয় না,—সুরকে আপনার পথে আকর্ষণ করিয়া লয়। অর্থাৎ গায়ক, গানের কথা উচ্চারণ করিতে গিয়া সুরকে বিকৃত করিতে বাধ্য হন। এজন্য এদেশে এখনও ওস্তাদী গান অভ্যাস করিতে হইলে হিন্দী গান অভ্যাস করাই নিয়ম। বর্দ্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায় হিন্দুস্থানী সুরে, বিশুদ্ধ রাগিণীতে বাঙ্গলা কথায় উচ্চ অঙ্গের মালসী গান রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সঙ্গীত সমাজে স্থায়ী আসনপ্রাপ্ত হয় নাই। সুবিখ্যাত গায়ক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সাহায্যে মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এ বিষয়ে আয়োজন করিয়াছিলেন। নানাবিধ রাগরাগিণীর ধ্রুপদ সঙ্গীত বাঙ্গলা কথায় রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও সঙ্গীতজ্ঞদিগের দ্বারা আদৃত হয় নাই। মহারাজার প্রকাশিত "কণ্ঠ-কৌমুদী" সঙ্গীত বিষয়ে বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে। ত্রিপুরার রাজদরবার দ্বারাও বাঙ্গালা সঙ্গীতের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। সুবিখ্যাত গায়ক যদুনাথ ভট্ট ত্রিপুরাতে সঙ্গীতনায়ক পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ-বাঙ্গালা ও অর্দ্ধ হিন্দী কথায় যে সকল উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কোন কোন গান ওস্তাদগণ এখনও গাহিয়া থাকেন। সুর ও রচনা মাধুর্য্যে যদুভট্টের গানগুলি অতি মধুর—চিত্তাকর্ষক। "অনুপ এক পদ-বুন্দাবনী" বিখ্যাত সঙ্গীতটী যদু ভট্টের রচিত।

এই আয়োজনে—উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত রচনায়—অবিকৃত রাগরাগিণীতে অনবদ্য বিশুদ্ধ গান রচনায় যে সকল মহৎ ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতকার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহারা হিন্দুস্থানী সুরসমূহ আয়ত্ত করিয়া সেই সকল সুর যাহাতে অবিকৃত থাকে, এমন বাঙ্গালা পদ যোজনা করিয়া ধ্রুপদ রচনা করিয়াছেন। হ্রস্ব সুরে হ্রস্ব পদ, দীর্ঘ সুরে দীর্ঘ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একাধারে কবি এবং স্বরবিজ্ঞান বিশারদ না হইলে এ কার্য্যে কেহই সফলতা লাভ করিতে পারেন না। একবার পরলোকগত সুবিখ্যাত অধ্যাপক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বর্ত্তমান লেখকের এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কৃষ্ণধন বাবু গুজরী টোরী রাগিণীর একটী বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গান গাহিলেন। শ্রীকালীচন্দ্র ঘোষাল সেই সুরের রবীন্দ্রনাথ-রচিত নিম্নলিখিত গানটী গাহিলেন;—

গুজরী টোরী—চৌতাল:

প্রভাতে বিমল আনন্দে, বিকশিত কুসুম গন্ধে
বিহঙ্গম গীত ছন্দে, তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে, প্রতিদিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে, খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
বিরল আসনে বসি, তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারিদিকে করে খেলা, বরণ. কিরণ জীবনমেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে, অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
অন্ত তোমার নাহি নাহি।

কৃষ্ণধন বাবু বলিলেন, মূল হিন্দুস্থানী গান অপেক্ষা বাঙ্গলা গানটী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হিন্দুস্থানী সুর ও লয় রক্ষা করিয়া কেমন নিপুণ কারিকরের ন্যায় পদযোজনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিয়াছেন; অথচ কবিতাংশে তাঁর প্রত্যেক গানই অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। নিম্নলিখিত গানটী তাহার আদর্শ:

---

### শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী ১৯১০ সালের ৩রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ১০ই জানুয়ারী প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণানন্তর ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। প্রবেশার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ ছাত্রাবাসে এক মাস আহারের ব্যয় ৬৲ টাকা ও নিজ নিজ বিছানা এবং আহারের বাসন লইয়া উক্ত কয় দিনের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে না পারিলে আর ভর্ত্তি করা যাইবে না। প্রধান শিক্ষক কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল

### হুগলী ট্রেনিং স্কুল।

১৯১০ খৃঃ হইতে ট্রেনিং স্কুলের নূতন ব্যবস্থানুসারে তিন বৎসরকাল পড়িতে হইবে। মধ্য ইংরাজি কোর্স পর্য্যন্ত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

প্রথম বর্ষীয় শ্রেণীতে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে আগামী ৩রা জানুয়ারি সোমবারে আসিয়া স্কুলে উপস্থিত হইতে হইবে। ১০ই জানুয়ারি সোমবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা যাইবে এবং ফলানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

হুগলী ট্রেনিং স্কুল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯০৯
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক।

---

ফরিদপুর, নগরকান্দা মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার ও ট্রেনিং পাশ একজন হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও খোরাক। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বসু হেড মাষ্টার।

উক্ত স্কুলে মাইনর পাশ ন্ হেঃ পঃ। বেতন ১০৲ ও আবা। কোড়র সদ্গোপ ও কায়স্থের আবেদন অগ্রগণ্য। হস্তাক্ষর ভাল চাই। পোঃ উলিপুর, রঙ্গপুর।

নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ৪। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। কায়স্থ বা মাহিষ্য চাই। শ্রীমহিমাচন্দ্র মিত্র বারুইপাড়া পোঃ বাসুলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

জেলা যশোহর নলডাঙ্গা ভূষণ উইং স্কুলে ১৭ টাকা বেতনে আপাততঃ ৩ মাসের জন্য নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন দ্বিতীয় পণ্ডিত ও ড্রিল ও ড্রইং মাষ্টার। প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট নলডাঙ্গা রাজবাটী পোঃ অং ঠিকানায় আবেদন করুন।

সাতস মইং স্কুলে একজন ড্রিল ড্রয়িং জানা নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১২ টাকা হইতে ১৫ টাকা ও আবা। সাজিয়াড়া পোঃ জেলা খুলনা।

জেলা বর্দ্ধমান, মলেপুর গঙ্গাঘাট হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিম বহড়াম গ্রামে একজন অধ্যাপক। মুগ্ধবোধ ও কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দেওয়াইতে পারা এবং যাজমানিক ক্রিয়া কলাপ করাইতে বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক। বাসাখরচ বাদ মাসিক ১২ টাকা বৃত্তি পাইবেন। ভদ্রলোকের বাস বলিয়া অতিরিক্তও কিছু কিছু পাওনা আছে। পৌষ মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ ঘাটবন্দর পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সোণারপুর ষ্টেসন হইতে দেড়ক্রোশ এলাচি মইং স্কুলে ২০ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক শিক্ষক। পত্র লিখিয়া বা সাক্ষাতে আবেদন করিবেন পোঃ সোণারপুর।

ভাটুং উঃ প্রাঃ বালিকা বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষয়িত্রী বেতন আপাততঃ ১২ টাকা শীঘ্রই ১৫ হইবার সম্ভাবনা। নিঃ প্রাঃ পড়াইতে পারা চাই। জেলা পূর্ণিয়া।

জেলা বগুড়া ধুনট মইং স্কুলে আবা ও মাসিক ১৫ টাকা বেতনে নূ নর্ম্মাল দ্বিতীয় বার্ষিক হেঃ পঃ কায়স্থ বা মুসলমান হইলে ভাল হয়।

জেলা নদীয়া হরধাম মইং স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫ টাকা হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করুন পোঃ হরধাম।

জেলা নদীয়া হরধাম মইং স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা পোঃ হরধাম।

জেলা ময়মনসিংহ পোঃ উজির, সাতারবাড়ী মইং স্কুলে মাসিক ১৮ টাকা বেতনে একজন ট্রেনিং পাশ হেঃ পঃ খোরাকী বাবদ তদুপরি ২ টাকা দেওয়া যাইবে। বাসা পাওয়া যাইবে।

জেলা খুলনার অন্তর্গত তালা বি দে স্কুলে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন ইংরাজী জানা পাশকরা মৌলবী।

# প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

## সদালাপ। (২৪)

(১১৭) সতীধর্ম।—আমাদের এই সীতা সাবিত্রীর দেশে আজও অনেক ঘরে সতী সাধ্বীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এখনও অনেক পতিপ্রাণা সতীদাহ নিষিদ্ধ হইলেও পতির শবের সহিত নিজের শব দাহ করাইতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাল্টনগঞ্জের বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ট্রেণের সামনে কাটা পড়িয়া স্বামীর সহিত একত্রে ৺ গঙ্গাতীরে দাহকার্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একজন সতী পতির আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া অঙ্গে কাপড় ও চাদর উত্তমরূপে জড়াইয়া তাহাতে কেরোসিন লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সজ্ঞানে স্বেচ্ছাভাবে পতির শবের সহিত দাহের সহিত এ সকলে প্রভেদ আছে। এ সকলে আকস্মিক উত্তেজনাও আছে। আমি এরূপ আত্মহত্যার প্রশংসা করিতেছি না। কিন্তু উঁহারা একান্ত পতিগত প্রাণা বলিয়াই যে এরূপ ঘটনা সকল ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজও এই ভারতভূমে লক্ষ লক্ষ ঘরে পতির জন্য সকল প্রকার দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করা হইতেছে। সেবায় ও শুশ্রূষায় একাগ্রতায় এবং দেবারাধনায় রোগক্লিষ্ট কত আসন্নমৃত্যু পতিকে ভারতের সতী লক্ষ্মীরা মা সাবিত্রীর আদর্শে যমরাজের কবল হইতে টানিয়া রাখিতেছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পতিপ্রাণা স্ত্রীলোক আছেন। সর্ব্বত্রই উঁহারা ত্যাগের প্রতিমারূপে বিচরণ করিতেছেন।

(১১৮) সতীধর্ম।—ফরাসীদেশীয়া ম্যাডাম লাভার্ণ অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার স্বামী মুঃ লভার্ণ ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমায় লঙ্গউই নামক দুর্গের গবর্ণর ছিলেন। বিবাহের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত উঁহাদের পরস্পরের ভালবাসায় পৃথিবী উঁহাদের স্বর্গতুল্য বোধ হইতেছিল। তাহার পরই ১৭৯৩ অব্দে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন প্রুশীয়েরা ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন ঐ দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া দুর্গরক্ষী কর্ত্তৃক সৈন্যসহ মুঃ লাভার্ণ রাত্রে শত্রুর লাইন কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ হারাণর জোধায় সাধারণতন্ত্র সভার হুকুমে তাঁহার গ্রেপ্তার ও বিচার আরম্ভ হয়। মুঃ ল্যাভার্ণের বয়স তখন ৬০ বৎসর। তাঁহার পত্নীর বয়স ২০ বৎসর মাত্র। গ্রেপ্তারের পরেই মুঃ লাভার্ণের কঠিন ব্যারাম হয়। ম্যাডাম লাভার্ণ জজদিগকে তাঁহার স্বামীর রোগ আরোগ্য পর্য্যন্ত বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। উঁহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া উঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। অনেকে এমনও বলেন যে বৃদ্ধপতির প্রাণদণ্ড হইলে উঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের সুযোগই হইবে! সাধারণের রক্ষা বিধায়ক সমিতি (কমিটি অফ জেনেরাল সেফটি) নামে সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগের একান্ত বিদ্বেষী ঐ বিচারক মণ্ডলীই তখন বিনা প্রমাণে বা সামান্য প্রমাণে প্রত্যহ শত শত লোকের প্রাণদণ্ড করিতেছিলেন। মুঃ ল্যাভার্ণকে একখানা তক্তায় ফেলাইয়া বিচারালয়ে আনা হইল এবং দুই একটী প্রশ্নের পরেই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইল। তখন ম্যাডাম লাভার্ণ উচ্চৈস্বরে "রাজার জয়", "রাজার জয়" এই চীৎকার আরম্ভ করিলেন। উঁহারা সাধারণ তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন—সাধারণ তন্ত্রেরই জন্য উঁহার স্বামী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পতির অন্যায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া সতীর নিজের মৃত্যু কামনা ভিন্ন অন্য কোন ইচ্ছা ছিল না। ম্যাডাম লাভার্ণকে তখনি গ্রেপ্তার করা হইল। তিনি বলিলেন রক্তপিপাসু সাধারণতন্ত্রের নিপাত তিনি কায়মনে প্রার্থনা করেন এবং তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষপাতিনী। উঁহাকে সাবধান করা হইল যে এইরূপ উক্তিতে বধদণ্ড হইবে। ম্যাডাম লাভার্ণ বলিলেন যে তিনি দিবারাত্রি রাজপক্ষের ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত থাকিবেন এবং রাজপক্ষের জয় না দেখিয়া তিনি স্থির হইতে পারিবেন না। তাঁহারও বধদণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। তখন পাগলিনী সতী অবিলম্বেই প্রকৃতিস্থা হইলেন। মুখে আনন্দের ও শান্তির রেখা দেখা গেল। এক সঙ্গেই পতি পত্নী বধমঞ্চে আরোহণ করিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বৃদ্ধ লভার্ণ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

(১১৯) দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস (মণিকর্ণিকা স্নান)।—পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "আজ কাশীতে গ্রহণের সময় মণিকর্ণিকায় যে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে তাহারা সকলেই কি উদ্ধার হইবে?" মহাদেব বলিলেন "মনে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে স্নানে শরীর ধৌত মাত্র হয়। বরং ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ"। দেবাদিদে[ব] পরামর্শ মত পার্ব্বতী ব্রাহ্মণপত্নীর রূপে ধা[…] [ক]রিয়া বলিলেন। সদাশিব শবরূপে নিকটে পড়ি[…] লেন। পার্ব্বতী বলিতে লাগিলেন "আপনাদে[র] মধ্যে কে নিষ্পাপ আছেন আমার পতিকে স্প[র্শ] করুন। তাহা হইলেই তিনি জীবিত হইবে[ন]। এরূপ দৈবাদেশ পাইয়াছি। তবে নিষ্পাপ হইয়া যিনি স্পর্শ করিবেন তাঁহার মৃত্যু হইবে[।"] কেহই শব স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। এ[ক] চণ্ডাল স্নান করিতে আসিতেছিল। ঐ ক[…] আবেদনে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। বলিল "মা! আমি অতিহীন এবং বড় পা[পী] কিন্তু এমন সময়ে মণিকর্ণিকাস্নানে দেবাদি[দেব] মহাদেবের বরে অবশ্যই অবিলম্বে নিষ্পাপ হই[ব]। একটু অপেক্ষা কর এখনি আমি একটা ডুব[ি] [দ]িয়া আসিতেছি।" চণ্ডাল স্নান করিয়া আসি[য়া] নির্ভয়ে শব স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ জীবিত হ[ইয়া] উঠিলেন এবং বলিলেন "এত লোকের মধ্যে [এই] এক জনের মাত্র প্রকৃত স্নান হইয়াছে।"

(১২০) আদর্শ ব্রাহ্মণের কথা (ত্রিপুরারাজে[র])। স্বাধীন ত্রিপুরার একজন মহারাজা কোন স[ময়ে] নানা কারণে দেনায় জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁ[হার] গুরুদেব গৃহী ব্রাহ্মণ। সপরিবারে রাজবা[ড়ীর] এক অংশেই থাকিতেন। কিছুই সঞ্চয় করি[তেন] না। রাজবাড়ীর সিধায় ভরণপোষণ হই[ত]। সকলেরই তিনি বিপদের বন্ধু! রাজ্যমধ্যে স[ক]লেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। মহারাজা প্র[ত্যহ] একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে[ন]। উহা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। এক[দিন] মহারাজা দেনার কথা ভাবিতে ভাবিতে প্র[ণাম] করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ, অন্তরে কা[…] রতা। গুরুদেব মহারাজাকে বলিলেন "অ[দ্য] অন্য কিছু নূতন প্রণামী চাই।" ভক্তিমা[ন] নির্লিপ্ত গুরুদেবকে অদেয় কিছুই নাই ভাবিয়া [মহা]রাজা বলিলেন "যাহা বলিবেন তাহাই দিব।" [গুরু] বলিলেন "তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমাকে দ[াও]। আমার প্রসাদভোজী হইয়া রাজবাড়ী[তে] থাকিবে। কিন্তু কাহাকেও এ দানের কথা ব[লিবে] না; কেবল নিজে সম্পত্তির আয় সম্বন্ধে এবং [ব্যয়] সম্বন্ধে কোন হুকুমই আর দিও না—সকল[ই] আমার অনুজ্ঞানুসারে চলিতে বলিয়া দিও।" কি কি হইবে এই চিন্তায় জর্জ্জরিত মহারাজা এ[ক] তাই স্বীকার করিয়া হৃদয়ের গুরুভার নাম[াইতে] পারিলেন এবং অনেকটা শান্তিলাভ করি[লেন]।

গুরুদেব রাজবাটীর সদর দরজার নিকট গিয়া বসিলেন। সকল কর্মচারীদিগকেই হাতে ধরিয়া প্রকৃত বিপদের সময় উচিত ব্যবহার করিতে বলিলেন। সকল গ্রামের প্রধানলোকদিগকে ডাকাইয়া মহারাজের দেনা শোধ জন্য কিছু কিছু টাকা তুলিয়া দিতে বলিলেন। অত্যাচারী কর্মচারীরা অনেকেই ঐ সময়টায় ভাল হইল। কুচক্রী ও চোর দুদশজন ছাড়িয়া গেল। অপব্যয় রহিল না। প্রজার অভাব অভিযোগের সুবিচারে রাজ্যের শান্তি ও উন্নতি হইল। আয়ও বাড়িল। কিছুদিনের মধ্যেই ঋণজাল কাটিয়া গেল। তখন গুরুদেব একটী বিশ্বপত্রে সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া আশীর্ব্বাদী স্বরূপে মহারাজকে দিলেন। মহারাজা বলিলেন "আমি দত্তাপহারী ও গুরুর সম্পত্তি গ্রহণকারী হইব না।" গুরুদেব বলিলেন "আমার আশীর্ব্বাদী গ্রহণে অমত করিও না, ধর্মপথে থাকিয়া আমার স্বহস্তে রাজকার্য্য পরিচালনা কর।"

ইহাই ব্রাহ্মণদের আদর্শ। এই রাজ্যদান ও রাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তির কথা প্রচার করিতে নিষেধ থাকায় ইহার রহস্য অনেকেই জানেন না। সেইরূপ পরহিত ব্রতচারী সংযমী শক্তিপূর্ণ ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন গুরুদলের আবির্ভাবেই হিন্দু পুনরায় উন্নত হইতে পারেন। মুসলমানেরও তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় উন্নতমনা আদর্শ শিক্ষক চাই।

(১২১) ঐ—ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ানের কন্যা ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ানা যখন সাত বৎসর বয়সের তখন উঁহার কর্ফিজ্ উলফেল্ড নামক একজন ডেনিশ সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত বিবাহের কথা স্থির হয়। পরে যখন তাঁহার ১২ বৎসর বয়স তখন স্যাক্সনির রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ আইসে এবং রাজার ইচ্ছা হয় যে শেষোক্ত স্থলেই বিবাহ দেওয়া হয়। ইলিয়ানর উহাতে অস্বীকৃত হন এবং যেখানে "একবার" কথা উত্থাপন হইয়াছিল সেইখানে ভিন্ন অন্যত্র বিবাহ হইতেই পারে না আমাদের সাবিত্রী মাতার অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে উলফেলডের সহিত উঁহার বিবাহ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরেই রাজার মৃত্যু হইলে উলফেলডের ক্রুর ও প্রচণ্ড স্বভাব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহের চেষ্টায় কখন নির্ব্বাসিত ও কখন কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। সকল অবস্থাতেই রাজকুমারী পতির কষ্টমোচন জন্য সর্ব্বত্রই সঙ্গে থাকিতেন। অপবশেরও কষ্ট সময়ে সময়ে হইত কিন্তু তিনি কখন পিতৃভবনে গিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন নাই। পতির শেষ কারাদণ্ডে তিনি কারাগারে সঙ্গিনী হন। তাহার ৪০ বৎসর পরে উঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি কারাগার হইতে বাহির হইয়া কয়েকদিন মাত্র জীবিত ছিলেন।

(১২২) ঐ।—রোমীয় সম্রাট দুরাত্মা ক্লডিয়াস পটস নামক কোন সম্ভ্রান্ত রোমীয়ের প্রতি বধ দণ্ডাজ্ঞা দিয়া অনুজ্ঞা করেন যে ঐ দণ্ড স্বহস্তে পরিবারবর্গের মধ্যে বসিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া বধ করা হইবে। এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনে একটু ইতস্ততঃ করায় উপস্থিত রাজ সৈন্যের হস্তে পতির অশেষ যন্ত্রণার ভয়ে এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিবেন না বলিয়া পীটসের স্ত্রী স্বীয় বক্ষে ছুরিকা মারিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অশেষ চেষ্টায় বলিয়া উঠেন "প্রিয়তম! ইহাতে তেমন বেশী কষ্ট ত হয় না!"—পতি পত্নীর একত্রেই দেহের সৎকার হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় এ দেশীয় লক্ষ লক্ষ সতী আজও ঐরূপ ব্যবহার করিবেন সন্দেহ নাই।

(১২৩) মহত্ব।—কাঠিয়াওয়ারে জুনাগড় সহরের পশ্চিমদিকে রৈবতক এবং গির্ণার পর্ব্বত। গির্ণারের তিনটি শৃঙ্গে অম্বাজী বা দেবীর, গোরখনাথের এবং দত্তাত্রেয়ের মন্দির। মোট ৯ হাজার সিঁড়ি। উহাতে উঠিবার জন্য ঝোলার বন্দোবস্ত আছে। ঝোলার বাহকগণ সাধারণতঃ বেশ সবলশরীর। পদব্রজে অতটা পাহাড়ে চড়িতে ও নামিতে অক্ষম কেহ অল্পদিন হইল ঝোলায় চড়িয়া গির্ণারে উঠিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন সময়ে একজন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলশরীর বাহক রৌদ্রের তাপে ও পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া সঙ্গে যে পাগড়ীওয়ালা দরোয়ান ছিল সে ঐ সিন্ধী মুসলমান জাতীয় বাহকের স্থলে স্বেচ্ছায় কাঁধ দিল এবং বলিল "সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া অপরের কষ্ট দেখা যায় না।" দরোয়ান জাতিতে ক্ষত্রিয়। ঝোলা কাঁধে করা তাহার কার্য্য নহে, এবং পয়সার জন্য সে কখনই ঐ কাজ করিত না।

কবে ভারতের হিন্দু মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্ববর্ণের মধ্যে এইরূপ মন হইবে!

(১২৪) স্বদেশ ভক্তি।—স্পেনে যখন মুর বা মুসলমানদিগের প্রাধান্য লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল তখন স্পেনের রাজা পঞ্চম সাঙ্কোর সহিত তাঁহার ভ্রাতা জুয়ানের বিবাদ হয়। জুয়ান মুরদিগের নিকট গিয়া উঁহাদের সহায়তা প্রার্থনা করে এবং বলে যে পাঁচ হাজার মাত্র মুসলমান সেনা সঙ্গে দিলে টারিফার দুর্গ [illegible], সে মুরদিগকে অধিকার করিয়া দিবে। জুয়ানের বিদ্রোহের পূর্ব্বে টারিফার কিল্লাদার আলনজো পেরেজ ডি গজ-মানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উহার নিকট চাকরী করিত। জুয়ান ঐ যুবককে ছাড়ে নাই। উহাকে লইয়া টারিফার সম্মুখে আসিয়া সে গজ্‌মানকে জানাইল যে যদি দুর্গ উহার হস্তে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে সে গজম্যানের পুত্রের গলা কাটিবে। এইরূপ ভয় দেখাইয়া জুয়ান অপর একটী কেল্লা দখল করিয়াছিল। সেই দুর্গাধিপতির বিধবা পত্নী পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়তম পুত্রকে এরূপ ভাবিয়া দেখিয়া লইয়া চক্ষের অশ্রু রোধ করিয়া মহাবীর গজম্যান অকম্পিত এবং তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "আমার পুত্র দেশের শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্যই জন্মিয়াছিল। শত্রুহস্তে দেশ সমর্পণের কারণ হইয়া আমাদের বংশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে না। বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উহাকে হস্তগত করিয়া যদি আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব বলিয়া এখন উহার প্রাণ নষ্ট করা হয় তাহা হইলে ইহকালে ঘোর লজ্জা এবং পরকালে অনন্ত যন্ত্রণা তোমারই হইবে এবং অক্ষয় সম্মান অপার্থিব সম্পদ আমার পুত্র পাইবে। এরূপ স্থলে উহার প্রাণের জন্য দুর্গ সমর্পণ। দূরে থাকুক যদি তোমাদের কোন অস্ত্রের অভাব থাকে ত এই ছুরিকা দ্বারাই তোমাদের মনকে ঘৃণিত পাপে মগ্ন কর এবং ঈশ্বরের কোপে বিনষ্ট হও!"—গজম্যান কটিস্থিত ছোরা দুর্গ প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। অল্পপরেই দুর্গের বাহির হইতে ও ভিতর হইতে মহা আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। ক্রোধান্ধ জুয়ান গজম্যানের পুত্রকে দর্শ সমক্ষে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। এই ঘটনার কোলাহলে, ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গজম্যান যখন ঘটনা শুনিলেন তখন শুধু বলিলেন "আমার মনে হইয়াছিল বুঝি শত্রু দুর্গে চড়াই করিয়াছে।" বীর প্রকৃতিক মুসলমান সৈনিকেরাও এই কার্য্যে একান্ত বিরক্ত হয় এবং "এরূপ দুর্লব্য দুর্গ এত অল্প সংখ্যায় দ্বারা এবং জুয়ানের ন্যায় লোকের পরিচালনায় অধিকৃত হওয়া সম্ভব নয়' বলিয়া উহারা তখনই তথা হইতে ফিরিয়া যায়।

(১২৫) (সত্য ও অস্তেয়) ৺নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার জীবনলীলা করায় মাস ছয়েক পরেই প্রজাদের [illegible]

...ধ পায়। টীকা করার সময় ডাক্তারগণেরা ... টীকা করিয়া উঁহাকে নীরোগ বলিয়াছিলেন। ... রোগের সূত্রপাত অবশ্যই টীকার দ্বারা ... হইয়া গিয়াছিল এই বিশ্বাসে তিনি ... সে সময়ে নীরোগ বলার জন্য দোষী ... করিয়া ইনসিউরেন্স (বীমা) কোম্পানীকে ... যে উঁহার মৃত্যুর পর টাকা দিতে ... না। এখন অনেকে এই কার্য্যকে রোগের ... চিত্তবিকার প্রভৃতি মনে করিবেন কিন্তু ... অন্তের (অচৌর্য্য) এবং সত্য সম্বন্ধে ... সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া আমাদের ... দিগের পবিত্র চরিত্র গঠিত করিয়া ... গেলেন যে এখনও তাঁহার কার্য্যকারিতা ... কোন হিন্দু সন্তানে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশ ...।

## সহজ মুষ্টিযোগ।

১। প্লীহা রোগে—যত বড় ও যত দিনের ... হউক না কেন আহারের সময়ে উবু হইয়া ... হাঁটু ও উরুতের মধ্যে বাঁ হাত চাপিয়া ... করিলে প্লীহা আরোগ্য হয়। অন্ততঃ ... মাস এই রূপ করিতে হইবে। ইহাতে পেটের যাবতীয় দোষ অর্থাৎ প্লীহা যকৃৎ (লিবর) অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া পেট সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

২। স্ত্রীলোকের ঋতুকালে বেশী রক্তস্রাব হইলে ও বেশী দিন রক্ত ও জল বহির্গত হইলে ... বেলের শিকড় কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে ... হইবে।

৩। পেটে কিছু বেদনা হইলে সরিষার তৈল ... দিয়া সেই স্থানে ঘষিলে ব্যথা ভাল হয়।

৪। আহারের পর নাকে কাটি দিয়া হাঁচিলে ... শক্তি বাড়ে।

৫। নাসারোগে—হরীতকীর আঁটি একটা ... সুতায় বাঁধিয়া কোমরে রাখিলে নাসা রোগ ভাল হয়।

৬। রেশমের সুতায় তামার পয়সা বাঁধিয়া ... ধারণ করিলে শরীর অনেকটা নিরাময় ...।

৭। পেট কাঁপিলে—লবণ ও যোয়ান অল্প ... পরিমাণে লইয়া মুখে দিয়া তৎপরে জল দিয়া ... পেট কাঁপা ভাল হয়।

৮। আঁটি এক বলক গরম দুধে অল্প ভাল ... ঘি দিয়া খাইলে শরীরের জোর হয়।

৯। বৌ ছিটকি গাছের শিকড় পানের খিলির সহিত খাওয়ার পুরুষত্ব হানির উৎকৃষ্ট ঔষধ হয়।

১০। আহারের পর পান খাইয়া তৎপরে কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইয়া খড়িকা খাইলে দন্ত শক্ত হয়।

১১। সকালে মুখ ধুইবার সময়ে পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া চক্ষুতে তিন বার শীতল জলের ঝাপটা দিলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে।

১২। সকালে মুখ ধুইবার সময়ে ঠাণ্ডা জল দিয়া কপাল ধুইলে স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

১৩। উত্তর দিকে মাথা করিয়া শুইলে স্মৃতি শক্তির লোপ হয়।

১৪। রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জল দ্বারা পা ধুইয়া শুইলে সুনিদ্রা হয় ও স্বপ্ন বিকারের ভয় থাকে না।

১৫। নাকের ভিতরের চুল তুলিলে দৃষ্টি শক্তির হানি হয়।

১৬। পুঁই পাতা তলপেটের নীচে প্রস্রাবের দ্বারে শক্ত করিয়া বাঁধিলে প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব হইবে।

১৭। বালকের বিছানায় প্রস্রাব করা রোগ থাকিলে শনি কিম্বা মঙ্গলবারে ভোর বেলায় একটা বাঁশের আগা নত করিয়া সেই আগায় প্রস্রাব করাইলে রোগ ভাল হইবে।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি, খাঁটুরা পোষ্ট আফিস, ২৪ পরগণা।

## বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রসিদ্ধ মহাত্মা ৺ দ্বিজ হরিদাস। [১]

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ, পরম বৈষ্ণব, মহাত্মা ৺ দ্বিজ হরিদাস মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অধীন ভরতপুর থানার অন্তর্গত কাঞ্চন গড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। অধুনা এই ক্ষুদ্রপল্লী সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি বিবর্জ্জিত কয়েকঘর কৃষিবল অশিক্ষিত ভদ্রাভদ্রের বাসস্থান মাত্র হইলেও এক সময়ে গ্রামটী যে কিরূপ পরিমাণে সমৃদ্ধশালী ও অনেকগুলি সৎ ব্রাহ্মণের বাসভূমি ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে পদ্ম পুকুরের ধারে, বৈষ্ণব তীর্থ "দ্বিজ হরিদাসের পাট" নামে একটী প্রাচীন জরাজীর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, উহাকেই সেই বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রসিদ্ধ, একান্ত ভগবন্নিষ্ঠ মহাপুরুষের শেষ স্মৃতিচিহ্ন ও তাঁহার বাসভূমির অতীত সাক্ষী বলা যাইতে পারে।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়, ইনি ব্রজলীলায় কালাক্ষী নাম্নী সখী এবং গৌরাঙ্গ লীলায়, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মূলশাখার অন্তর্গত মহান্ত বা উপমহান্ত শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিজ হরিদাসের পিতা মাতার নাম কিম্বা ইহার বাল্য লীলার বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে এ প্রদেশে জনশ্রুতি এই যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ় ভ্রমণ কালে এই কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে উক্ত মহাত্মার আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়া এক দিবা রাত্রি এখানে অবস্থান করেন এবং "গাঁ গোড়ে" নামক ক্ষুদ্র ডোবায় জলজাত উত্তম হিঞ্চা ও কেঁচুলের শাক দেখিয়া তাঁহার শাক ভোজনের অভিলাষ হয়। ভক্তপ্রবর দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিদাস কি উপায়ে আশ্রমাগত অতিথির যথারীতি আতিথ্য সৎকার করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় প্রভু হরিদাসকে বলিলেন, "হরিদাস" আমি শাক খাইতে ভাল বাসি. তুমি আমাকে এই হিঞ্চা শাক রন্ধন করিয়া ভোজন করাও। ইহা ব্যতীত অন্য শত ব্যঞ্জনেও আমি পরিতৃপ্ত হইব না।" প্রভুর শ্রীমুখের আদেশ পাইয়া হরিদাস সেই শাকার রন্ধন করতঃ ভাবিতে লাগিলেন, আমি কিরূপে প্রভুকে এই তিক্ত আস্বাদ যুক্ত হিঞ্চাশাক ভোজন করিতে দিব। ভক্তগতপ্রাণ মহাপ্রভু ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, "হরিদাস" তুমি ভাবিও না, এই শাকান্নই আমার অতি উপাদেয় আহার্য্য। হিঞ্চা শাকের তিক্তাস্বাদনের জন্য ভাবিও না, এ শাক কখনই তিক্তাস্বাদযুক্ত হইবে না।" এই বলিয়া পার্ষদগণ সহ ভোজনে বসিলেন। ভোজন কালে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, হিঞ্চা শাক তিক্তাস্বাদের পরিবর্ত্তে অতি মধুর মিষ্টাস্বাদে পরিণত হইয়াছে। এই ঘটনায় সকলেই হরিদাসের অবিচল ভক্তি ও মহাপ্রভুর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হইলেন। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে গিয়া গ্রামবাসীদের নিকট শুনিলাম এই গাঁ গোড়ের হিঞ্চাশাক অদ্যাপি খাইতে মিষ্টস্বাদযুক্ত বোধ হয়। শাক যে প্রভুর অতি প্রিয় খাদ্য ছিল ইহা কেবল জনশ্রুতি নহে, বৈষ্ণব গ্রন্থেও দেখা যায়—

"সত্য হৈতে আগা বস্ত্র শ্রীশাক ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভু করেন গ্রহণ।"

প্রভু বলেন—

"মালক্ষা বেলাক্ষা শাক ভোজন করিলে।
আরোগ্য থাকরে তার কৃষ্ণ ভক্তি মিলে।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত শেষ খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়।

এই সময় মহাপ্রভু যে কাঞ্চন পড়িয়ায় এক দিন অবস্থান করেন, চৈতন্য ভাগবতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

"দিন অবসানে প্রভু এক বস্তু গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণ আশ্রমে।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত শেষ খণ্ড ১ম অধ্যায়।

---

# এডুকেশন গেজেট।

---

১৬ই পৌষ ১৩১৬ সাল, ইং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

## জাতীয় সমিতি।

লাহোরে ব্রাডলা হলে এবারে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। প্রতিনিধির সংখ্যা এবারে অধিক হয় নাই। বাঙ্গালা এবং মাদ্রাজ হইতে অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি গিয়াছিলেন। চরমপন্থীদলের প্রতিনিধি হইয়া কেহ যান নাই। আলাহাবাদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য সভাপতি হইয়াছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর বেলা একটার সময় সমিতির প্রথম দিনের কার্য্যারম্ভ হয়। অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি মিঃ [illegible]লাল প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা সূত্রে একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে সমিতির সভাপতি মালব্য মহাশয় বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতার সূচনায় তিনি বলেন যে, সমিতির অধিবেশনের ছয় দিন মাত্র পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহাকে সভাপতির কার্য্য করিতে হইবে, সুতরাং বক্তৃতা প্রস্তুত করিবার জন্য যথেষ্ট অবসর তাঁহার ঘটে নাই। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শরীরও ভাল ছিল না এবং নিজের কাজে মফস্বলে তাঁহার অনেকটা সময়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

মিঃ লালমোহন ঘোষ ও মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আজ মিঃ লালমোহন ঘোষ জীবিত থাকিলে তাঁহার বক্তৃতায় অনেক কাজ হইত। মিঃ জন ব্রাইটের ন্যায় ব্যক্তিগণও তাঁহার বক্তৃতা শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের বিজ্ঞাবত্তা এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পটুতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে জাতির চরিত্রের উন্নতি করিতে সাহিত্যের কাম্য কারিতা খুব বেশী। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পোষণ করিয়া সেই পক্ষে অনেকটা কাজ করিয়া গিয়াছেন।

লর্ড রিপণের মৃত্যুতে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, লর্ড রিপণ ভারতের বন্ধু ছিলেন। তিনি ভারতের সুশাসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতবাসীকে কতকটা অধিকার দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে এংলো ইণ্ডিয়ানেরা এবং তাঁহাদের বিলাতের বন্ধুগণ অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে সকল আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া নির্ভীকভাবে নিজের অভিমত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব্বে তিনি অসুস্থাবস্থায়ও পার্লিয়ামেণ্টে আসিয়া ভারতের পক্ষে লর্ড মর্লির শাসন সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবের পোষকতা করার যৌক্তিকতা দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় লর্ড মর্লির শাসন সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। বলেন যে, শাসন সংস্কার সম্বন্ধে লর্ড মর্লির প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ নহে। বাঙ্গালায় আগামী বৎসর হইতে একটি কার্য্যকরী সভা হইবে, কিন্তু যুক্ত প্রদেশ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ঐ সভা পাইবে না, অথচ ঐ উভয় প্রদেশের লোকসংখ্যা কম নয়। মুসলমানদিগকে হিন্দু এবং অপরাপর জাতি সম্প্রদায় অপেক্ষা সুবিধা বেশী দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। বলিয়াছেন যে, সুবিধা উঁহাদিগকে বেশী দেওয়ায় আমরা দুঃখিত নহি, বরং আহ্লাদিতই হইয়াছি, তবে ঐ সুবিধা সকলের পক্ষে সমান করিয়া দিলেই যেন ভাল হইত।

সভাপতি মহাশয় [illegible]

পার্লিটী অথবা জেলা বোর্ডের সদস্যেরাই স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারিবেন এরূপ ব্যবস্থায় অনেক ভাল লোককে ব্যবস্থাপক সভায় পাওয়া যাইবে না। সদস্য নিয়োগ সম্পত্তিমূলে না হইয়া সুশিক্ষা মূলেই হওয়া উচিত। পার্লিয়ামেণ্টে সদস্য নিয়োগ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়া থাকে এই ভারতভূমিতে সুবিদ্বান্ এবং পবিত্র চরিত্র সহস্র সহস্র লোকে অর্থোপার্জ্জনে উপেক্ষা করিয়া শিক্ষাদান, ধর্ম্মপ্রচার এবং সাধারণের হিতকর অন্যবিধ কার্য্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিরূপ ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন না, সে সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে সভাপতি মহাশয়ের বিবেচনায় অনেক যোগ্য লোকের উহাতে প্রবেশাধিকার জন্মিতে পারিবে না; সুতরাং ঐ নিয়ম একটা কড়া না করিলেই যেন ভাল হইত।

সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যাই অধিক থাকিবে এইরূপ ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ১৮৮৬ সাল হইতে জাতীয় সমিতি এই প্রস্তাব করিয়া আসিতেছেন যে, বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক সভাগুলিতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং এক চতুর্থাংশের অধিক সরকারী সদস্য থাকিবেন না। লর্ড মর্লি বড় ব্যবস্থাপক সভার জন্য বেসরকারী সদস্য সংখ্যা সরকারী সদস্য অপেক্ষা বেশী করায় মত দেন নাই, কিন্তু আমাদের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, শাসন সংস্কার সংক্রান্ত নূতন বিধি অনুসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির কাজ কর্ম্ম সন্তোষজনকরূপে চলিতেছে দেখিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বড় ব্যবস্থাপক সভায়ও বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা সরকারী সদস্যসংখ্যা অপেক্ষা বাড়াইয়া দিবেন। বাঙ্গালায় এই ব্যবস্থা মত ঠিক কাজ বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর স্যর এডোয়ার্ড বেকারের যত্নে হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বেশী থাকিলেও আসলে তাহাতে উদ্দেশ্য সম্যক সিদ্ধ হবে বলিয়া মনে হয় না। যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর ছয় জন বেসরকারী সদস্য মনোনীত করিয়াছেন—রামপুরের নবাব, টিহরীর রাজা কাশীর রাজা, জনৈক মুসলমান নবাব, এক জন ইউরোপীয় নীলকর এবং একজন বেসরকারী ভারতীয় বণিক সমিতির প্রতিনিধি। প্রথমোক্ত দুই জন স্বাধীন সর্দার, কাশীর রাজাও এক প্রকার তাহাই, ব্রিটিশের ভারতীয় প্রজার সুখ দুঃখ যাহাতে আছে এরূপ আইন কানুন বা অপরাপর বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার তাঁহাদের দেওয়া সভাপতি মহাশয় সমীচীন মনে করেন না। চতুর্থ ব্যক্তি ইংরাজী জানেন না। ফলকথা, মুসলমান সম্প্রদায় এবং ভূস্বামীদিগকে অধিকার বেশী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কম দিবার নিয়ম হওয়ায়, বেসরকারী সদস্য সংখ্যা সরকারী সদস্য অপেক্ষা এই সকল প্রাদেশিক সভায় অধিক থাকিবার ব্যবস্থা থাকিলেও ব্যবহার ক্ষেত্রে উহাতে কাজ তেমন হইবে না।

[illegible] তিনি মনে করেন। ভারতের [illegible] শ্রেণীর লোকেরা পঁচিশ বৎ- [illegible] অধিক কাল ধরিয়া জাতীয় সমিতির [illegible] ভারতের সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের [illegible] সার্ব্বোন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়া আসিতে [illegible] এরূপ স্থলে ঐ শিক্ষিত দলের ব্যবস্থা [illegible] সমস্ত নিযুক্ত হইতে পাওয়াই দাবী

[illegible] মহাশয় বলিয়াছেন, মুসলমান এবং [illegible] সম্প্রদায়ের অধিকার একটু বেশী করিয়া [illegible] ব্যবস্থায় জাতীয় সমিতি নারাজ নহেন; [illegible] কথা এই যে, সাধারণ ভাবে এই অধি [illegible] দেওয়া হইলে ব্যবস্থাপক সভায় দেশবাসীর [illegible] কার্য্য খুব ভাল রূপই হইতে পারে। [illegible] এমন কথা আছে যে, কাজ কর্ম্ম [illegible] দেখিয়া আবশ্যক মত ব্যবস্থার পরি [illegible] পারিবে, কিন্তু যে সকল আপত্তি [illegible] কোন কোনটির নিরাস বোধ [illegible] পারে। ষ্টেট সেক্রেটরী [illegible] বাহাদুর এ সম্বন্ধে বিবেচনা [illegible]

[illegible] মহাশয় বলিয়াছেন, দেশে খাদ্যা- [illegible] বহুল থাক লোকে কষ্ট পাই- [illegible] কোন প্রতিকার এখনও হয় নাই। [illegible] এ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করি [illegible] কিন্তু তাহার কতদূর কি হই- [illegible] এখনও জানা যায় নাই। ম্যালেরিয়া [illegible] অনেক লোক মারা গিয়াছে। [illegible] লোকেদের মধ্যে দারিদ্র [illegible] দেশের লোক অজ্ঞ, সেই অজ্ঞতা [illegible] তাহারা স্বাস্থ্য বিধি পালন করে [illegible] গবর্ণমেণ্ট এদিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য করেন ইহা প্রার্থনীয়। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে লোকেদের এই অজ্ঞতা [illegible] করিয়া তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য বিধান [illegible] অনেকটা মনোযোগী হইতে পারিবে। [illegible], জর্ম্মণী আমেরিকা, জাপান এবং অন্যান্য [illegible] রাজ্যে এই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার [illegible] হইয়াছে। এখানেও ঐরূপ শিক্ষা দানের [illegible] করিতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন, [illegible] উহা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে [illegible] টেক্‌নিকাল শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা এই [illegible] উচিত। এদেশের লোক সকল রকম [illegible] করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু শিক্ষার [illegible] ইহাদিগকে শিল্পাদি বিষয়ে অন্যজাতীয় লোকের নিকট পরাস্ত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়েও একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখেন ইহা প্রার্থনীয়।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ প্রাদেশিক রাজস্বের নির্দ্দিষ্টমত কতক অংশ ভারত গবর্ণমেণ্টকে দিয়া অবশিষ্ট খরচ করিতে পাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের প্রতি ভালরূপ দৃষ্টি করিতে পারেন।

সেনাবিভাগীয় ব্যয়সংকোচ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট দুই প্রকারে এই ব্যয়সংকোচ করিতে পারেন—(১) সৈন্য কমান, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা সমীচীন মনে করেন না। (২) ভারতের সেনাবিভাগীয় ব্যয়ের কিয়দংশ ইংলণ্ড যদি বহন করেন তাহা হইলে এখানকার সেনা বিভাগের ব্যয়ভার অনেক কমিয়া যায়।

সেনাবিভাগের উচ্চপদ ভারতবাসীকে দিবার ব্যবস্থা হইলেও সৈনিক ব্যয় কিছু কমে। ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে অসৈনিক বিভাগের খরচও অনেক কমিয়া যায়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ট্রান্সভালে ভারতবাসীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিয়া এদেশে যে সকল হত্যাকাণ্ড হইতেছে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপ ঘৃণা ও রোষ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন "জানি না, ভারতবাসী যুবকদের মধ্যে এই ঘৃণ্য নীতি কোথা হইতে আসিল, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই নিন্দনীয় কার্য্য ব্যক্তিগতমাত্র, সাধারণ লোকবর্গের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।"

সভাপতি মহাশয় স্যর কর্জন ওয়াইলী, ডাঃ লালকাকা এবং মিঃ জ্যাকসনের শোচনীয় মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতঃ আহমেদাবাদের বোমা নিক্ষেপ ব্যাপারে বিশেষ নিন্দাবাদ ও ঘৃণাপ্রদর্শন করেন।

১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে যাঁহাদের নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে এবং বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করেন। মিঃ আমীর আলিকে প্রিভি কৌন্সিলের সদস্য নিয়োগ করায় সভাপতি মহাশয় ষ্টেট সেক্রেটরী মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করেন।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় জাতীয় সমিতির গঠন সম্বন্ধে পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের অবস্থা আলোচনা করিয়া হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনের আশা করিয়া বলেন যে, এক্ষণে যেরূপ মোহে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকটা স্বাতন্ত্র্য জন্মাইয়া রাখিয়াছে সেইটুকু ভাঙ্গিয়া গেলে হিন্দুমুসলমান সম্মিলিত হইয়া একযোগে সাধারণের সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ প্রেসিডেন্সী ] অমৃতবাজার পত্রিকায় অনৈক সংবাদদাতা কুষ্টিয়া হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, মুসলমানদিগের বিগত ঈদ পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুদিগের মনে যাহাতে আঘাত না লাগে এরূপভাবে পর্ব্বানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সব ডিভিসনাল অফিসার মৌলবী আমীন উল ইসলামের নিকট অনেক আবেদন প্রেরিত হয়। বড়ই সুখের বিষয় সবডিভিসনাল অফিসার ছাগ মারিয়া পর্ব্বানুষ্ঠান সমাধা করিয়াছেন;

[ বোম্বাই ] নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনের হত্যা সম্বন্ধে বিশেষরূপ তদন্ত চলিতেছে। শুনা যায়, হত্যাকারী বলিয়া যে লোকটাকে ধরা হইয়াছে সে বলিতেছে যে সে আরাঙ্গাবাদ হইতে আসিয়াছে। এই সূত্র ধরিয়া পুলিস রেলওয়ে ষ্টেসন সমূহে যে সকল লোক আরাঙ্গাবাদ হইতে আসিতেছে বা আরাঙ্গাবাদে যাইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইতে থাকে বিগত ২২শে ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যার পর দুইজন হিন্দুর নিকট আরাঙ্গাবাদের টিকিট পাওয়া যায়। পুলিসের প্রশ্নে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে যেরূপ উত্তর দেয় তাহা সন্তোষজনক না হওয়ায় পুলিস তাহাদিগকে ধরিয়া উর্দ্ধতন পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট লইয়া যায়। তাহারা সেখানে বলে যে, সুন্দর নারায়ণ মন্দিরের নিকট আদিত্যের পীঠ নামক একটা বাড়ীর ত্রিতালায় তাহারা বৈদ্যনামে অভিহিত তিন ভাইয়ের সহিত কয়েকদিন হইতে বাস করিতেছে। এই সন্ধান পাইয়া পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেলের পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট মিঃ গাইডার অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ২৬শে ডিসেম্বর বৈকালে ঐ বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানা তালাসী করেন। হত্যাকারী যেরূপ রিভলভার (ব্রাউনস অটো মেটীক রিভলভার) দিয়া মিঃ জ্যাকসনকে হত্যা করিয়াছিল, সেই প্রকারের আর একটি রিভলভার বিছানার নীচে লুকায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে খানাতালাসী হয় সে সময়ে শঙ্কর বলবন্ত বৈদ্য এবং চিন্টু বলবন্ত বৈদ্য নামক দুই ভাই তথায় ছিল। রিভল-

তারের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, আমরা ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আমাদের সন্দেহ হয় আরাজবাদের দুইটা লোক উহা এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।"

অনন্তর পুলিশের লোকে নাসিকের তিনটা বাটী এবং একটা দোকান তল্লাস করিয়া হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে পাঁচ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। একজনের নাম নারায়ণ সবারকর, ইহার ভ্রাতা গণেশ দামোদর সবারকার কিছুদিন হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপর চারিজনের নাম—শঙ্কর রামচন্দ্র সোমান, বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে, গঙ্গাধর গোপাল পার্কে এবং নারায়ণ কৃষ্ণ জোশি। ইহাদের মধ্যে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বি. এ. এবং এম. এ. [illegible] পরীক্ষায় জন্য প্রস্তুত হইতেছে। হত্যাকারী তাহার নাম বলিয়াছে অনন্ত লক্ষ্মণ কানারে। পুলিশ কাগজ পত্রও শুনা যায় এরূপ পাইয়াছে যাহাতে হত্যা ব্যাপারে কানারের সংস্রব আছে বুঝা যায়। হত্যাকারী সে নাম ভাঁড়ায় নাই, কারণ ঐ যে তাহার প্রকৃত নাম তাহাও ঐ সমস্ত কাগজ পত্র হইতে জানা যায়। দোকান খানির নাম কোঅপারেটিভ স্বদেশী ষ্টোর। শঙ্কর সোমান উহার সেক্রেটারী এবং ডিরেক্টার। দেশপাণ্ডেকে কানারেকে হত্যা কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছে। নারায়ণ কৃষ্ণ জোশির বাটী তল্লাস করিয়া পুলিশ একটি [illegible] কনষ্টেবুলারির ইউনিফর্ম এবং রাউনিং অটোমেটিক পিস্তলের ব্যবহার্য্য [illegible] টোটা এবং আর এক রকমের আরও এক শত টোটা পাইয়াছে। ঐ গুলি একটা ইটের দেওয়ালে গাঁথা ছিল। পুলিশের তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই। দেশপাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে। [illegible] অনেক স্থান [illegible] করিয়া [illegible] অনেক [illegible] দিয়াছে এবং কয়েকজন [illegible] সন্দেহে [illegible] গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে।

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, (১) বিনায়ক [illegible] (২) বিনায়ক দেশপাণ্ডে, (৩) [illegible] [illegible] টোপি এবং (৫) [illegible]— [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছেন। [illegible] বাটী [illegible] হয়, [illegible] ভাঙ্গা [illegible] করিয়া [illegible] পিস্তল পাওয়া যায়। [illegible] ২ নং ব্যক্তি [illegible] একটি সহর পঞ্চবটী নামক স্থানের স্কুলের জনৈক শিক্ষক। ও ব্যক্তি একজন ডাক্তারের পুত্র, এবারে ইউনিভার্সিটি স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়াছে। এই ব্যক্তিও একটি রাইফেল পিস্তল বাহির করিয়া দিয়াছে। ৪ নং ব্যক্তি ষড়যন্ত্রকারীদের টাকা যোগাইত বলিয়া জানা যাইতেছে। ৫নং ব্যক্তি একটি স্কুলের ছাত্র। দেশপাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ইহাদের আর এক ভ্রাতা স্কুল ছাড়িয়া বোম্বাইয়ে রেলের চাকরীতে ঢুকিয়াছিল তাহাকেও ধরা হইয়াছে। পুলিশ অনুমান ১৫ জনকে এ যাবৎ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাগজপত্রের প্রমাণও শুনা যায় অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও তদন্ত চলিতেছে। তদন্ত শেষ হইলে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে। নাসিকের একজন ফটোগ্রাফারের দোকানে সন্ধান করিয়া হত্যাকারী কানারের ফটো পাওয়া গিয়াছে; হত্যার কয়েকদিন পূর্ব্বেই সে ফটো তোলাইয়াছিল।

২৩শে ডিসেম্বর মিঃ জাকসনের অন্ত্যেষ্টিকার্য্য হয়। স্থানীয় কর্মচারীরা এবং প্রধান প্রধান অধিবাসিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর বাহাদুর আসিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থানীয় হইয়া বিভাগীয় কমিশনর মিঃ মরিসন আসিয়াছিলেন। মিঃ জাকসনের স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সর্দ্দার বিন্‌চুরকারের সভাপতিত্বে সাধারণের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

[পঞ্জাব লাহোরে রাজা ধ্যান সিংহের হাভেলিতে বিগত ২৫শে ডিসেম্বর ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন হয়। যুক্ত প্রদেশ, বাঙ্গালা, বেহার, এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। বৰ্দ্ধমানের মহারাজ সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই—ক্ষত্রিয়দিগের মঙ্গল ও উন্নতির সাধন জন্য এই সমিতির সৃষ্টি। সামাজিক উৎসব সমূহে ব্যয় সংকোচ করা হয় ইহা আমার অভিমত। এক স্ত্রী বিদ্যমানে অপর বিবাহ এবং পঞ্চাশোর্দ্ধে বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এ প্রথা যে ভাল নয় তাহা ক্ষত্রিয় সমাজের বেশ জানা আছে, এবং এ প্রথা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত নাই। ক্ষত্রিয় স্ত্রীদিগের মধ্যে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা বিস্তার হয় এবং বিবাহের বয়স বাড়াইয়া পনর বৎসর করা হয় ইহা প্রার্থনীয়। [illegible] দেশী বয়সে বিবাহ হইলে বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই যদি কোন মেয়ে বিধবা হয় তবে পুনরায় সে বিবাহ করিবে কি না সে বিচারের ক্ষমতা তাহার নিজেরই জন্মিতে পারিবার মত বয়স সে তখন প্রাপ্ত হইবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিল অথবা বৈশ্য ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করিল এরূপ অসবর্ণ বিবাহের আমি পক্ষপাতী নহি; তবে সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ চলিত হয় ইহা আমার অভিমত। সমিতি একটি নির্দ্ধারণ করিতে ভুলিয়াছেন। ক্ষত্রিয়রা যাহাতে সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং সেনাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আবেদন আবশ্যক। আবেদন গ্রাহ্য হইলে ক্ষত্রিয়রা ক্ষত্রিয়ত্ব দেখাইবার এবং ভারতসম্রাটের প্রতি রাজভক্তি দেখাইবার সুযোগ পাইবে। দিল্লী দরবারের সময় আমি এ বিষয় প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারকে জানাইয়াছিলাম কিন্তু তিনি এ বিষয়ে তেমন মনোযোগ দেন নাই। সম্প্রতি এই লাহোরে আসিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি স্যর ও মুর ক্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পঞ্জাব এবং ক্ষত্রিয়দের উপর তাঁহার আস্থা দেখিয়া আমার বক্তব্য তাঁহাকে বলায় তিনি আমাদের কথা শুনিয়া আমাদের বক্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন। এই বিষয়ে বৈধভাবে তাঁহাকে আবেদন করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাঁহাকে জানাইতে হইবে। (১) শুধু মোগলদিগের সময়ে নহে, বৃটিশদিগের আমলেও ক্ষত্রিয়রা গবর্ণমেণ্টের সেনাদলে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছে; (২) ক্ষত্রিয়দিগকে এই সুবিধা দিলে অনেক ক্ষত্রিয় সন্তান সন্তোষের সহিত সেনাদল ভুক্ত হইতে চাহিবে, (৩) গবর্ণমেণ্টের সেনাদলে আমরা সর্ব্বসময়েই ক্ষত্রিয় সন্তান যোগাইতে পারিব। আমাদের ক্ষত্রিয় সমাজে ছেলেদের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে যাহাতে উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমি আপনাদের চেষ্টায় সমর্থন করিব।

ক্ষত্রিয় সমাজের উন্নতি সাধন জন্য একটি ফণ্ড এই উদ্যোগে খোলা হইয়াছে। ফণ্ডে দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। মহারাজ এক হাজার এক টাকা দিয়াছেন।

লাহোর রাজপুত বোর্ডিং হাউসে রাজপুত প্রাদেশিক সমিতির পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাজ অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন, "সভার প্রধান উদ্দেশ্য, শিক্ষা, সম্মিলন ও সমাজ সংস্কার। ঈশ্বর কৃপায় ব্রিটিশ শাসনের

[illegible] এই উন্নতি সাধন করিয়া লইবার যথেষ্ট [illegible] হইয়াছে। ইউরোপ আমেরিকা শিক্ষা [illegible] উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। এই [illegible] সমিতির চেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অংশে [illegible] ছাত্রাবাস এবং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে [illegible] ক্ষত্রিয় সমাজ ব্যাপকভাবে অবস্থিত [illegible] সকল অনুষ্ঠান প্রয়োজনমত হইতে [illegible] অনেক বিলম্ব আছে। রাজপুত ছেলেরা [illegible] স্কুলেই অধ্যয়ন করুক। গবর্ণমেণ্ট [illegible] যান আর সকলের শিক্ষা হয় তবে [illegible] বালকদের শিক্ষা না হইবেই বা কেন? [illegible] বিষয়ে স্ত্রী শিক্ষাই প্রথম। [illegible] যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই ভাবে [illegible] শিক্ষা দেওয়া হউক, শিক্ষার জন্ম [illegible] ঘুচিয়া যাউক, এ কথা আমি বলি [illegible] স্ত্রীলোকের শিক্ষাক্ষেত্র। ইহা- [illegible] শিক্ষিত করিতে হইবে যেন [illegible] মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী ও কন্যা হইতে [illegible] শিক্ষার একটি প্রধান [illegible] শ্রেণীর ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিবাহ [illegible] চালিত হয় ইহা প্রার্থনীয়। এই [illegible] বৎসরে একবার করিয়া অধিবেশন [illegible] কয়েকটি করিয়া বিষয় নিদ্ধা- [illegible] তাহার পর এক বৎসর ধরিয়া [illegible] নিদ্রায় কাটাইবেন এরূপ হইলে [illegible] হইবে না। কাজ চাই।"

[illegible] নূতন ব্যবস্থাপক সভায় এ [illegible] ব্যক্তিগণ মনোনীত হইয়া- ছেন।

[illegible] ব্যবস্থাপক সভা—(মিউনিসিপালিটি [illegible] জি আপকার কলিকাতা, রায় [illegible] গোস্বামী বর্দ্ধমান; মিঃ দীপ- [illegible] ভাগলপুর, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন [illegible] বাবু [illegible] সহায় ছোট নাগপুর, [illegible] হোসেন খাঁ পাটনা, বাবু [illegible] ত্রিহুত। (জেলা বোর্ড [illegible] আর স্লুগেট ত্রিহুত, মৌলবী [illegible] পাটনা, মহারাজ কুমার হৃষী- [illegible] বাবু শিবশঙ্কর সহায় ভাগল- [illegible] দত্ত বর্দ্ধমান, (ছোটনাগপুর এবং [illegible] এখনও জানা যায় নাই)। [illegible] তরফ হইতে) মিঃ জে সি শারক [illegible] বণিক সমিতি হইতে [illegible] সমিতি হইতে। (ভূস্বামী- দিগের তরফ হইতে) বর্দ্ধমান ও কাশিমবাজারের মহারাজ যথাক্রমে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী হইতে, কুমার কীর্ত্তানন্দ সিংহ এবং মহারাজ কুমার গোপালশরণনারায়ণ সিংহ পাটনা এবং ত্রিহুত ও ভাগলপুর হইতে। (উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের এখনও জানা যায় নাই)। (বিশ্ববিদ্যালয় তরফে) বাবু দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। [মুসলমানদিগের তরফে] ডাঃ আবদুল্লা মামুন সুরবর্দ্দী এবং মিঃ গোলাম হোসেন কাশিম আরিফ প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান এবং উড়িষ্যা বিভাগ হইতে। [ভাগলপুর এবং ছোটনাগপুরের এখনও জানা যায় নাই]

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম—[মিউনিসিপালিটী হইতে] রায় বাহাদুর ভুবনরাম দাস আসাম ভেলি, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় রাজসাহী, খাঁ বাহাদুর খোন্দকার মহম্মদ ইউসুফ ঢাকা, মৌলবী আবদুর রহমন ফরিদপুর। [জেলা বোর্ড হইতে] কুমার মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরী রাজসাহী, মিঃ মাণিক চন্দ্র বড়ুয়া আসাম ভেলি, বাবু অনঙ্গমোহন নাহ চট্টগ্রাম, মহম্মদ ইসমাইল খাঁ চৌধুরী ঢাকা, মিঃ আর এইচ হেণ্ডারসন সি আই ই সুর্ম্মা ভেলি। [সওদাগর পক্ষে] মিঃ চ্যাপলেন [illegible] প্লাণ্টার্স, মিঃ জর্জ্জ মরগান নারায়ণগঞ্জ চেম্বার। [ভূস্বামী পক্ষে] দিঘাপতিয়ার রাজা, বাবু বিনোদকুমার রায় চৌধুরী। [পোর্ট কমিশনরদের তরফে] মিঃ জার্ণন উড্স চট্টগ্রাম। [মুসলমান পক্ষে] মৌঃ হেমায়েত উদ্দীন ঢাকা, মৌঃ সৈয়দ হয়দার চৌধুরী চট্টগ্রাম, সৈয়দ আবদুল মাজিদ সুর্ম্মা ভেলি, মৌঃ তাসিমুদ্দীন রংপুর।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায়—(পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভূস্বামীর তরফে) রাজা প্রমদানাথ রায়; (পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমান পক্ষ হইতে) সৈয়দ শামসুল হুদা। (বাঙ্গালার ভূস্বামীদের তরফে) বর্দ্ধমানের মহারাজ। (বাঙ্গালার মুসলমানদিগের তরফে) মিঃ মজহরুলহক, (বাঙ্গালার বণিক সমিতি হইতে) মিঃ গ্রাহাম, (প্রজের বেসরকারী সদস্যদের পক্ষে) মং বা টু সি আই ই কে এস এম (মধ্য প্রদেশের ডিষ্ট্রিক্ট কৌন্সিল এবং মিউনিসিপাল কমিটী হইতে) মিঃ মাণিকজী বৈরামজী দাদাভয়; (মধ্য প্রদেশের ভূস্বামীদের তরফে) মিঃ গঙ্গাধর রাও মাধব চিৎনবীশ সি আই ই।

স্পেনের ও পোর্ত্তুগালের সর্ব্বত্র এবং সুইজর লণ্ড ও বেলজিয়মে ভয়ঙ্কর বন্যা আসিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে স্পেনে এরূপ বন্যা হয় নাই। অনেক লোকজন মারা পড়িয়াছে, সিনাগোগাগো জেলায় শতশত বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। সিউচাটেলের একটি জেলায় চৌদ্দ [illegible] অধিক বাড়ী কোনটা একেবারেই পড়িয়া গিয়াছে, কোনটা বা খুবই বেশী রকম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের [illegible] গ্রামের মুসলমান জমিদার-মহিলা শ্রীমতী [illegible] খাতুন বিবি ঐ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বার্ষিক এক হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই অর্থ সাহায্যে একটী মাদ্রাসা স্থাপিত হইবে। গবর্ণমেণ্টও বৎসরে এক হাজার টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন। [illegible] বিবি এই মাদ্রাসার জন্য পাঁচহাজার টাকা ব্যয়ে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, আর পাঁচ হাজার টাকায় একটী লাইব্রেরী করিয়া দিবেন।

বেরিবেরি রোগের নিদান আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে কাপ্তান গ্রেহম্ আই. এম. এস কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই অনুসন্ধান আরম্ভ করিবেন। ভাঃ মঃ

সে দিন বড়লাট বাহাদুর কোলারের স্বর্ণখনি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মহীশূর—কোলারের প্রায় পাঁচ মাইল ব্যাপী মরুভূমির মধ্যেই স্বর্ণখনিগুলি অবস্থিত। বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ খনির কার্য্য চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৬ কোটী টাকার স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে। এই টাকার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র মহীশূরের রাজার হস্তগত হইয়াছে। বাকী টাকা খনির মালিকগণ—ছয়টী ইংরেজ কোম্পানী—প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রায় ৮০ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে।

---

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ রায় দুর্গাপ্রসাদ বাহাদুর বেহার মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। বেহারের ডেঃ মাঃ মিঃ জে জেভিডসন মজঃফরপুরের সদরে বদলী হইলেন। পাটনার ডেঃ মাঃ বাবু শ্যামনারায়ণ সিংহ বাড় মহকুমার ভার পাইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মিঃ সামুয়েল চন্দ্র সাঁওতাল পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ মিঃ ডি সওয়ার গয়ার সদরে বদলী হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু রমাপতি চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরের সদরে

স্থাপিত হইলেন। অ: মা: মি: চট্টী গয়ার সদরে স্থাপিত হইলেন।

সব ডে: ক: বাবু তারিণী প্রসাদ বর্ম্মা মজফরপুরের সদরে বদলী হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত সব ডে: ক: বাবু অতুল বিহারী গোসাই সিবান মহকুমায় স্থাপিত হইলেন।

বিচার—বাবু কিশোরী মোহন বসু এম এ বি এল সাতক্ষীরার মু: হইলেন। কাঁথির মু: বাবু উপেন্দ্র নাথ গুপ্ত বনগাঁর এবং বাবু তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এম এ বি এল উলুবেড়িয়া এবং শ্রীরামপুরের মু: হইলেন। উলুবেড়িয়া এবং শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মু: বাবু ভুজগেন্দ্র মুস্তফি কাঁথির মু: হইলেন।

শিক্ষা—মুঙ্গের জেলা স্কুলের হে: মা: বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনা ট্রেনিং স্কুলের হে: মা: হইলেন। সাঁওতাল পরগণার ডে: ইন: মি: ম্যাথুয়েল বিশুধন মণ্ডল ভগলপুর বিভাগের সহকারী ইন: হইলেন।

## মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম

### ছোটনাগপুর বিভাগ—১৯১০

[ প্রত্যেক বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৪৲ টাকা, ৩ বৎসর স্থায়ী ]

### হাজারিবাগ

মধ্য ইংরাজী—রামানুগ্রহ প্রসাদ হাজারিবাগ জেলা আকলু রবেদাদি শ্রীরামপুর, প্রীতিকণা বিশ্বাস গিরিডি বালিকা, বালবক্স শেঠ ইচক।

মধ্য বাঙ্গালা—কমলাপতি মিশ্র হাজারিবাগ, গবর্ণ, ভবাণী সিংহ ঐ মাহেশ্বরী প্রসাদ পদ্মা।

### রাঁচি

মধ্য ইংরাজী—সৈয়দ গোলাম জিলানী রাঁচি, দেবেন্দ্র নাথ বন্দো ঐ।

মধ্য বাঙ্গালা—বাহুর রাম খুন্তি, বৈজনাথ বুন্ডি রাঁচি সেন্টজন, রামনন্দন সহায় রাঁচি মধ্য।

### পালামৌ

মধ্য ইংরাজী—হবিবুর রহমন হোসেনবাদ

মধ্য বাঙ্গালা—ফাগুনী রাম হরিহরগঞ্জ

### মানভূম

মধ্য ইংরাজী—বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বড়বাজার, মহেশ্বর দত্ত পাত্তা, ধরণীধর সেনগুপ্ত মকদম; হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ঝালদা, কৃষ্ণপ্রসাদ মাহিন্তি বড়বাজার;

মধ্য বাঙ্গালা—আশুতোষ রায় মুরাড্ডি, নলিনী কান্ত দাস চিনাম।

### সিংহভূম

মধ্য ইংরাজী—গোনো হো চাইবাসা মধুরা হো ঐ, নামদেব সিংহ চক্রধরপুর।

মধ্য বাঙ্গালা—চাত্র হো অযুরা গবর্ণ

## উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম

### ছোটনাগপুর বিভাগ—১৯১০

### হাজারিবাগ

অমন্তলাল চট্টোপাধ্যায় পাথুরিয়া, রামেশ্বর সিংহ হাজারিবাগ গবর্ণ, মহেশ্বরী প্রসাদ হাজারিবাগ, জয়মণি সহায় বিন হিন্দী বালিকা।

### রাঁচি

কুঞ্জ বিহারীলাল রাঁচি হরিপদ দাস বুন্দু, পদম সিংহ তামার, জনার্দন বন্দোচাদকোপা।

### পালামৌ

দেবরাম নাগাকতারি, কৌলেশ্বর রাম ডালটনগঞ্জ ট্রেনিং স্কুল সংলগ্ন উপ্রা, রঘুনাথ লাল রাকা।

### মানভূম

সন্তোষিণী ঘোষ রঘুনাথপুর মিশন বালিকা, কামাখ্যাচরণ বন্দো মধুতটী, বৈকুণ্ঠ সিংহ চৌধুরী চিরুদী, রাধানাথ মিত্র গোপালপুর, রাখহরি গোস্বামী ঘাট রাজামাটিয়া।

### সিংহভূম

প্রসন্ন কুমার পাল পারুলিয়া, রামরত্নম সাহবেন্দ; গ্রীষ্ট আশ্রিত মসীহা এস পি জি মিশন বালিকা।

## বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১০ খৃষ্টাব্দের নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

### বি এ পরীক্ষা।

ইংরেজি [ পাশ ]. ফাদার জে পাওয়ার; এ এম সর্ব্বাধিকারী; ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জি ক্রস, জে সি স্মিথকার, ফাদার ও নীল।

ইংরেজী [ অনার ],—এইচ এম পার্সিভাল, হেমন্তচন্দ্র মৈত্র, দেবেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালা রচনা;—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, [ প্রধান পরীক্ষক ], অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ বসু।

ইংরাজী সাহিত্যে অন্তত্তম প্রশ্নপত্র—ই এম হুইলার।

সংস্কৃত [ পাশ ];—উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী।

সংস্কৃত [ অনার ]—ডাক্তার জি থিব; ডাক্তার সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ দে, রামাবতার শর্ম্মা।

ইতিহাস [ পাশ ];—জিনেন্দ্রনাথ সেন, যদুনাথ সরকার আর বি র্যামস্‌বোথম।

অনার—ডবলিউ এ জে আর্কবোল্ড, এম এন বসু, ই এফ ওটেন।

অর্থ ব্যবহার শাস্ত্র ও রাজনীতিক দর্শন [ পাশ ]—মনোহরলাল, ডবলিউ সি ওয়াডসওয়ার্থ, জি এফ সিরাজ।

অনার—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল; মনোহর লাল, ডাক্তার জে ডি রায়ন।

দর্শন [ পাশ ].—ডবলিউ এস আরকুহার্ট, এস এল থম্সন, হীরালাল হালদার।

অনার—ডাক্তার জি থিবো, জি আর এস রস, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

### বি এ, এবং বি এস সি পরীক্ষা।

গণিত [ পাশ ],—কালীপদ বসু, ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণপ্রসাদ দে।

অনার—গণেশপ্রসাদ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, আর ডবলিউ এফ সা।

ফিজিক্স [ অব্যবহারিক ]—, [ পাশ ]—রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

অনার;—সি ডব্লিউ পিক; বি এন দাস।

ব্যবহারিক—পাশ ও অনার;—পি ব্রুল; ই পি হ্যারিসন; শরৎচন্দ্র দত্ত।

রসায়ন [ অব্যবহারিক ] [ পাশ ]—জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী, ফাদার ভ্যান নেষ্ট।

অনার;—ই আর ওয়াটসন; পি ডবলিউ রবার্টসন।

ঐ ব্যবহারিক—পাশ ও অনার;—ই আর ওয়াটসন; চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী। ডবলিউ এ কে ক্রাইষ্ট, মি: হান্টার।

শারীরবিদ্যা;—কাপ্তেন ডি ম্যাক্‌কে; এস সি মহলানবিস; ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

উদ্ভিদতত্ত্ব—আই এইচ বারকিল; এস সি মহালানবিস; ডবলিউ স্মিথ।

ভূতত্ত্ব;—ই ভ্রেডেনবার্গ, জি এইচ টিপার; এল ফার্মার।

### ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।

ইংরাজী—রেভারেণ্ড জে ল্যাব [ প্রধান পরীক্ষক ], জে, এস জেমিন; ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, এফ সাউমারেস, আর এল মৈত্র; ফাদার

[illegible] ডবলিউ ওয়ালেস, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ; [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায়; গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; সতীশচন্দ্র দে; [illegible] [illegible] দাস; শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ; সি জিন্টন, [illegible] এ ওয়ারেণ, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, [illegible] গুহ, নরেন্দ্রনাথ রায়; সত্যেন্দ্রনাথ [illegible]

বাঙ্গালা রচনা,—দীনেশচন্দ্র সেন [প্রধান [illegible]]; অবিনাশচন্দ্র দাস; যোগেন্দ্র রায়, [illegible] সেন; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; কোকি[illegible] ভট্টাচার্য্য; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, [illegible] ভট্টাচার্য্য।

ইংরাজী সাহিত্যে অন্যতম প্রশ্নপত্র—এফ সি হেরোল্ড।

বাঙ্গালা [স্ত্রী পরীক্ষার্থীদিগের জন্য]—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী; দীনেশচন্দ্র সেন।

সংস্কৃত,—[illegible]প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (প্রধান পরীক্ষক); [illegible] গুপ্ত; কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য [illegible]; বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; [illegible] বিদ্যারত্ন; সুরেন্দ্রনাথ [illegible] চক্রবর্ত্তী; সাতকড়ি অধিকারী, [illegible] শাস্ত্রী।

[illegible]—বিপিনবিহারী সেন, এন সি সেন, [illegible] গুপ্ত; এন কে নাগ, অক্ষয়কুমার সরকার [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

[illegible]—এইচ টাকেন; অম্বিকাচরণ [illegible] দে, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টা[illegible], [illegible] মুখোপাধ্যায়, বীরচন্দ্র সিংহ।

গণিত—ডাক্তার ডি এন মল্লিক; রজনীকান্ত [illegible], [illegible] এ ই রাউন, সারদা প্রসন্ন দাস, [illegible] মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় [illegible] বসু, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী[illegible] চক্রবর্ত্তী, রাজমোহন সেন, ফণীন্দ্রলাল গঙ্গো[illegible], [illegible], বি সি ঘোষ।

[illegible]—রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, [illegible]চন্দ্র [illegible], পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, তারাপদ মুখোপাধ্যায় [illegible] মল্লিক, তুলসীদাস কর, বামাচরণ ভট্টা[illegible] মোহিনী মোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

[illegible]—রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, [illegible] [illegible], বিধুভূষণ দত্ত, কিরণ চন্দ্র মিত্র, [illegible], কামদাচরণ চক্রবর্ত্তী; চুনীলাল [illegible] নায়ক, যতীশনাথ সেন।

[illegible]—ডব্লিউ এইচ আর্ডেন উড, ডবলিউ [illegible]।

শারীর বিদ্যা—ক্যাপ্টেন জি ম্যাকৃকে, সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী।

উদ্ভিদ বিদ্যা—ডব্লিউ ডব্লিউ স্মিথ, ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভূতত্ব এবং খনিজতত্ব—পি এন দত্ত, হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।

### ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

ইংরেজী,—জে এন দাস গুপ্ত, (প্রধান পরীক্ষক) জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ, এম এল প্রিন্তম সিংহ, মহম্মদ আজিজুল হক, গোপালচন্দ্র মৈত্র, রায় প্রসন্ন মিত্র বাহাদুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এন সি দাস, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডবলিউ আর লিকোয়েন, সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পান্নালাল বসু, বেণীমাধব গাঙ্গুলী, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়; জে এন মুখোপাধ্যায় রেভারেণ্ড এ মার ক্লাপ; হেমচন্দ্র সরকার, শ্রীমতী রাজকুমারী দাস।

গণিত;—গৌরীশঙ্কর দে।

অবশ্য পাঠ্য (Compulsory paper)—সারদা মোহন ভট্টাচার্য্য; হরিলাল চৌধুরী, সতীশচন্দ্র বসু, রাইচরণ বিশ্বাস; রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র ঘোষ, অনাথনাথ পালিত, নরেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার।

অতিরিক্ত (Additional paper)—রাখাল রাজ বিশ্বাস, উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্যামাচরণ বসু, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, মন্মথ নাথ রায়, জে ডি ক্রাজিন্স।

সংস্কৃত—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অবশ্য পাঠ্য (Compulsory paper) কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, রামলাল কাঞ্জিলাল, বনমালী চক্রবর্ত্তী, দেবেন্দ্র নাথ রায়, কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

অতিরিক্ত(Additional paper) ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি চক্রবর্ত্তী, অবিনাশচন্দ্র গুহ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ রায়, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী।

বাঙ্গালা,—রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বাঙ্গালা রচনা,—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পূর্ণচন্দ্র দে, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দনাথ গুহ, বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত, চারুচন্দ্র বসু, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, হরনাথ বসু।

ইংরাজী সাহিত্য অন্যতম প্রশ্নপত্র—রেভারেণ্ড আর গী।

ইতিহাস—অক্ষয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র সেন, রাখালদাস বসু, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মন্মথমোহন বসু, সুরেশচন্দ্র রায় যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

কেবলমাত্র বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত উত্তর পত্রের জন্য—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

ভূগোল—বিরাজমোহন মজুমদার, শশিভূষণ বসু শরৎচন্দ্র মজুমদার, জে এইচ এলিস, বি সি দত্ত, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিবারণচন্দ্র রায়।

যন্ত্র বিজ্ঞান (Mechanics)—এফ ওয়ালফোর্ড।

---

### Notice.

His Excellency the Chancellor has been pleased to direct that four ordinary fellows shall be elected this year in accordance with the provision of chapters 12 and 13 of the University Regulations.

The procedure for the elections shall be as follows:—

(*a*) The faculty of medicine to elect two Fellows, one of whom at least shall be the head of, or a Polessor in a College affiliated to the University in Medicine. The election shall be held on the 5th march 1909.

(*b*) The Registered Graduates to elect two Fellows from among themselves. The election shall be held on the 12th March 1909.

Further particulars regarding the elections will be notified later on.

G. Thibaut Registrar.

---

### কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate Hd master for the Bajitpur H E school (Mymensing) on Rs 75—80.

A Hd master F A for the Boyra M E school on Rs 25 a month with free loding. Apply to M Mojibar Rahman Pleader, Bogra.

A Normal 3rd year passed as Drill and Drawing master on Rs 20 per month with free quarters one with experience in teaching and special knowledge in Bengali preferred. Apply to the Hd master Jharia H E school Manbhum.

A plucked B A or F A 3rd master on Rs 25 rising to Rs 30 lodging free. Panchetgarh H E school, Dt. Midnapore.

An English knowing Hd Pandit for Lakshmanath H E school on Rs 25 a month with free family quarter and prospects of tuition and increase of pay. Govindo Chandra Sircar Hd master.

A graduate strong in Mathematics as 2nd master of the Barpeta aided High school on Rs 60 per mensem. Apply before 15th January 1910.

A Hd master for Sukhara M E school thana Rayne, Dt Burdwan on Rs 30 per month. Apply to Babu Narendra Nath Chatterjee Pleader Judge's court Burdwan.

For the S C Institution a teacher on Rs 10 to 15 according to qualifications. Lodging and boarding free. Private tuition available. Apply before 15th January 1910 to Babu Lalit mohan Chatterjee Baruipara Po (Khulna).

An Entrance passed Kaystha teacher for the Araihazar H E school (Dacca) on Rs 12—15 according to qualifications board and lodging free on private tuition Dacca.

An F A teacher for an M E school on Rs 15 a month free lodging and boarding. Apply to Babu Lalit Mahon Dhor Manirampore po Jalalpore village (Jessore).

A graduate for the Belpukur H E school on Rs 40 rising to 45 servant and quarters free Nadia.

An F A Hd master for the Sukhanpakur M E school on Rs 30 per mensem increasing to Rs 35 lodging and boarding free on tuition po Sukanpukur, Dt. Bogra.

A graduate Asst Hd master K M Ins Irhphla on Rs 50 per month quarters free. Apply to Babu Bhuban Mohun Rudra Asst secretary K M I Irhphala Irhphala po Dt Midnapore.

A 2nd year Normal passed teacher for the Phansidewa M E school Dt. Darjeeling on Rs 25 for one year at present po. Phansidewa Dt. Darjeeling Apply before 19th January 1910.

An undergraduate strong in English as 2nd asst teacher and a Hd Pandit for the Amlasadarpur High school (Po Amlasadarpur Dt Nadia) on Rs 25 a month each.

A graduate Hd master strong in English, two graduate Asst Teachers and an F A teacher on Rs 56, 45, 35 and 25 respectively for the Baliator H E school Dt Bankura quarters free.

A Hindu Hd master F A and a Mahomedan Entrance 2nd master on Rs 20 and 10 respectively for the Jaldhaka M E school Rungpur. Board and lodging free for both. Must stick 2 years. M A Chowdhury Asst secretary to the Jaldhaka M E school Po Jaldhaka Dt. Rungpur.

For the Kalia Charitable Dispensary a govt passed native Doctor on Rs 20 to 25 per month according to qualifications po Kalia Dt Jessore.

A graduate Hd master for the Patrasaer H E school on Rs 50 to 60 per month with free quarters. Apply to Babu Bireswar Ghosal P H E school po Patrasair, via Panagtor (Dt Bankura.)

For the Giridih H E School a Hd master M A or B T on Rs 80—4—100 first Asst. teacher a graduate strong in Mathematics on Rs 60—2—70 a Hd Pandit on Rs 35, a 2nd Pandit on Rs 25, an English knowing Drawing Teacher on Rs 20 and an additional teacher on Rs 25. The Hd Pandit must know English sufficient to teach translation, 2nd Pandit must be English knowing and a normal 3rd year passed from Patna or Ranchi, additional teacher must know English and be a sportsman and capable of doing the work of clerk and Librarian.

An Entrance passed 2nd master for the Banigram M E school, Dt Chittagong on Rs 15 with free quarters Must stick at least 2 years, po Banigram.

Two F A Asst. teachers each on Rs 20 a month for the Netrakona Dutt H E school, Dt Mymensingh.

A Hd master plucked F A for the aided M E school at Santragachi within Howrah Municipality on Rs 32 a month to be present on passing the examination on idiom and art of teaching. Apply to the Asst. Secretary.

A graduate 2nd master for the Baharu H E school Dt 24 pergs on Rs 40 a month. Free board and lodging on private tuition. The place is within easy reach of Magrahat Railway station on the Diamond Harbour Line.

An Entrance passed Kyastha teacher or one of the same qualification ready to accept boarding in a Kyastha family as Hd master in Kamarpol U P school, po Sarisa, via Diamond Harbour Dt 24 Pergs on Rs 12 rising to Rs 15.

A Mahomedan or Mahisya Daibarsik teacher for the Parbatipur M E school on Rs 15 at present besides free board and lodging. Apply to M Pear Mahammad Sirkar.

An F A Hd master for the Chhatna M E school po Chhatua, Dt Bankura on Rs 25: free board and lodging on tuition.

A vernacular passed or plucked teacher for the Fariapooker Hindu girl's school. Must know English. Lodging free. Apply stating terms to Babu Jogendra Nath Chakrabarty 86 Fariapooker street, Shambazar, Calcutta.

...the E I Ry H E school a ... 2nd teacher on Rs 50 per ... Apply stating terms to Babu Narayan Banerjee Sakrigali ...ibgunge E I Ry.

...whole time Entrance passed ...tor to coach young children ...wer classes on Rs 10 to 12 ...to competency with free lodging. Must stick at ...year. Apply to Babu Amulya Chackravarty, Sarbari, po ...b, Burdwan.

...F A teachers for the W H E ...pool B N W Railway (North ...alpur), on Rs 25 to Rs 80 each according to qualification: private tuition available.

...পুর মধ্য স্কুলে মাসিক ২০৲ বেতনে এক... শিক্ষক। বাসাভাড়া লাগিবে না। ... বাসা খরচও চলিতে পারে। ... জেলার উত্তর প্রান্তে ই আই ... ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দূরে ... অবস্থিত, শ্রীদুর্গা প্রসাদ পাঁড়ে জেলা ... পোঃ ... গ্রাম টোর্ণা সতীশ চন্দ্র ...পাধ্যায়ের বাটী।

...নাথ পুর স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ ... ও বেতন ১০৲ টাকা। পোষ্টাফিসের ... কিছু প্রাপ্য আছে। ব্রাহ্মণ ... অগ্রগামী আবশ্যক। প্রধান ... নাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট আবেদন ... হইবে। পোষ্ট মধুপুর জেলা মুর্শিদাবাদ ...।

... জন্য সার্ভে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ... সার্ভে আমিন। পারদর্শিতানুসারে ... হইবে। আগামী ২৫শে ... আবেদন করুন। শ্রী... ঘোষ ... সাহেব স্বরধালি পোঃ, জেলা ...।

...মইং স্কুলে এক এ পাশ অথবা ইন... বাহাদুরের অনুমোদিত হেঃ মাঃ বেতন ২৫ ... পোঃ ...দীঘি পর্দ্ধমান।

... মাসিক ২০ টাকা বেতনে সার্ভে ... অভিজ্ঞ একজন লোক। বাসা সরকার ... হইবে। শ্রীজিতেন্দ্রিয় চন্দ্র মুখো-... ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাএব বড় ও কাছারী খাটনগর পোঃ খাটনগর ...।

... পোঃ বদরগঞ্জ গ্রাম বাকিয়াকুটী ... পাশ মাসিক বেতন ১০ টাকা ও আনা। শ্রীমহির উদ্দিন মণ্ডল সাং রহিমাপুর পোঃ ভাবগঞ্জ রংপুর।

এক এ পড়া মহম্মদী শিক্ষক, বেতন ২৫ টাকা মনীষা, কধলি পোঃ কুতবপুর মইং স্কুল।

বীজপুর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। বাসস্থান ও আপাততঃ ১৪ টাকা বেতন পাইবেন। জেলা বাঁকুড়া পোঃ বীজপুর তারা পাত্রনাবের।

কলিকাতা চীৎপুর ৪নং অখিল মিস্ত্রির লেন স্থিত "সিটি ইনষ্টিটিউসন" মইং স্কুলে একজন ত্রৈবার্ষিক প্রধান শিক্ষক বেতন ২৫৲ টাকা, কিন্তু ঐ বেতনে প্রথম শ্রেণীর বালকগণকে প্রাতে শিক্ষা দান করিতে হইবে। প্রাইভেট টিউসনের বিশেষ সুবিধা আছে।

দিনহাটা স্কুলে বাঙ্গালা বিভাগের জন্য মাসিক ২০ টাকা বেতনে একজন নর্মাল পাশ পণ্ডিত। দিনহাটা কোচবিহারের একটী মহকুমা এবং স্বাস্থ্যকর রেলওয়ে ষ্টেশন। প্রভিডেন্ট ফণ্ড আছে। ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পোঃ দিনহাটা কোচবিহার।

সাতক্ষীরা মিউনিসিপালিটীর জন্য একজন রোড সরকার আবশ্যক। মাসিক বেতন ১২ টাকা। সার্ভেয়িং ও প্ল্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানা চাই। ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিবেন।

পোঃ ক্ষেতলাল জেলা বগুড়া ক্ষেতলাল মইং স্কুলে একজন নূতন শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষিত নর্মাল হেঃ পঃ এবং এক এ পাশ হেঃ মাঃ। বেতন যথাক্রমে ২০ ও ২৫ টাকা বাসস্থান পাইবেন।

এণ্ট্রান্স পাশ অথবা নর্মাল ত্রৈবার্ষিক একটী প্রাইভেট মাষ্টার। বেতন ১০ টাকা ও আনা। অবসর সময়ে অন্য কাজ করিতে পারিবেন। সহরের উপর অন্য কাজের সুবিধা হওয়া একান্তই সম্ভবপর। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বালিকা-বিদ্যালয়, বালদহ।

আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে একজন এক এ সেকেণ্ড মাষ্টার। শ্রীশ্রীরাম চক্রবর্ত্তী হেড পণ্ডিত।

---

[উদ্ধৃত]

## আত্মার মুক্ত স্বভাব। [১]

সাংখ্যের বিশ্লেষণ দ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত—উহার সিদ্ধান্ত এই যে, চরম তত্ত্ব—প্রকৃতি ও আত্মা দুই। আত্মার সংখ্যা অনন্ত, আর যেহেতু আত্মা অমিশ্র পদার্থ, সেই হেতু উহার বিনাশ নাই, সুতরাং উহা প্রকৃতি হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং তিনি এই সমুদয় প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। উহা অমিশ্র আর প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি সাধনের জন্যই এই সমুদয় প্রপঞ্চজাল বিস্তার করেন আর আত্মা যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নহেন, তখনই তাঁহার মুক্তি। অপর দিকে সাংখ্যমতাবলম্বী দিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, প্রত্যেক আত্মাই সর্ব্বব্যাপী। আত্মা যখন অমিশ্র পদার্থ, তখন তিনি সসীম হইতে পারেন না; কারণ, সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব, দেশ কাল বা নিমিত্ত দ্বারা কৃত হইয়া থাকে। আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের অতীত, তখন তাঁহাতে সসীম ভাব কিছু থাকিতে পারে না। সসীম হইতে গেলে তাঁহাকে দেহের মধ্যে থাকিতে হইবে আর তাহার অর্থ, তাঁহার একটী দেহ অবশ্যই থাকিবে, আবার যাঁহার দেহ আছে, তিনি অবশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। যদি আত্মার আকার থাকিত, তবে ত আত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার; আর যাহা নিরাকার, তাহা এখানে, সেখানে বা অন্য কোনখানে আছে, এ কথা বলা যায় না। উহা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে। সাংখ্য দর্শন ইহার উপরে আর যায় নাই।

সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তীদের প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নহে। যদি প্রকৃতি একটী অমিশ্র বস্তু হয় এবং আত্মাও যদি অমিশ্র বস্তু হয়, তবে দুইটী অমিশ্র বস্তু হইল আর যে সকল যুক্তিতে আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রমাণ হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষেও খাটিবে, সুতরাং উহাও সমুদয় দেশ কাল নিমিত্তের অতীত হইবে। প্রকৃতি যদি এইরূপই হয়, তবে উহার কোনরূপ পরিণাম বা বিকাশ হইবে না। ইহাতে গোল হয় এই যে, দুটী অমিশ্র বা পূর্ণ বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা অসম্ভব। বেদান্তীদের এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থূল জড় হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে, তাহার জন্য উহাদের পশ্চাতে উহাদের পরিচালক শক্তিস্বরূপ একজন চৈতন্যবান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। বেদান্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই যে চৈতন্যবান্ পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা ঈশ্বর বলি, সুতরাং এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক নহে। তিনি জগতের

শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন, উপাদান কারণও বটেন। কারণ কখন কার্য্য হইতে পৃথক্ নহে। কার্য্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব তিনিই প্রকৃতির কারণ স্বরূপ। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত—বেদান্তের যত বিভিন্ন রূপ বা বিভাগ সকলেরই, এই প্রথম সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর এই জগতের শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি উহার উপাদান কারণও বটেন, যাহা কিছু জগতে আছে, সবই তিনি। বেদান্তের দ্বিতীয় সোপান এই যে, এই যে আত্মাগণ ঈশ্বরের অংশস্বরূপ, সেই অনন্ত বহ্নির এক এক স্ফুলিঙ্গমাত্র। অর্থাৎ যেমন এক বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তদ্রূপই সেই পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদয় আত্মা বাহির হইয়াছে*।

এ পর্য্যন্ত ত বেশ হইল, কিন্তু তথাপি এ সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না। অনন্তের অংশ—একথার অর্থ কি? অনন্ত যাহা তাহা ত অবিভাজ্য। অনন্তের কখন অংশ হইতে পারে না। পূর্ণ বস্তু কখন বিভক্ত হইতে পারে না। তবে এই যে বলা হইল, আত্মাসমূহ তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের মত বাহির হইয়াছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি? বাহিরে যাইবে কোথায়? আত্মা যে সর্ব্বব্যাপী! অদ্বৈত বেদান্তী এই সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন যে, প্রকৃত পক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, প্রত্যেক আত্মা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অংশ নহেন, প্রত্যেকে প্রকৃত পক্ষে সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সূর্য্য দেখাইতেছে আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্য্যের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইরূপ এই সকল আত্মা প্রতিবিম্ব স্বরূপ সত্য নহে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে সেই 'আমি' নহে, যিনি এই জগতের ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের এক অবিভক্ত সত্তাস্বরূপ। অতএব এই সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, পশু ইত্যাদি এগুলি প্রতিবিম্বস্বরূপ, সত্য নহে। উহারা প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় প্রতিবিম্বমাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন আর সেই পুরুষ, 'আপনি,' 'আমি' ইত্যাদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা বই আর কিছুই নহে। তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র। আর তাঁহাকে দেশকাল নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখাতেই এই আপাতঃ প্রতীয়মান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে। আমি যখন ঈশ্বরকে দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখি, তখন আমি তাঁহাকে জড় জগৎ বলিয়া দেখি—যখন আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই জালের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে পশু বলিয়া—আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে—আরো উচ্চে যাইলে দেব রূপে দেখিয়া থাকি। কিন্তু তথাপি তিনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা এবং আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও তাহা, আপনিও তাহা—উহার অংশ নহে, সমগ্রটাই। "তিনি অনন্ত প্রপঞ্চস্বরূপ।" তিনি বিষয়, বিষয়ী—উভয়ই। তিনিই 'আমি,' তিনিই "আপনি।" ইহা কিরূপে হইল? এই বিষয়টী নিম্নলিখিত ভাবে বুঝান যাইতে পারে। জ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে?

জ্ঞাতা কখন নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই দেখিতে পাই, কিন্তু আপনাকে দেখিতে পাই না। সেই আত্মা—যিনি জ্ঞাতা ও সকলের প্রভু, যিনি প্রকৃত বস্তু—তিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখা বা নিজেকে জানা অসম্ভব। আপনি আরসি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না। তদ্রূপ আত্মাও প্রতিবিম্বিত না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। সুতরাং এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টাস্বরূপ। প্রাণ পক্ষে প্রোটো প্লাজমে তাঁহার প্রথম প্রতিবিম্ব, তারপর উদ্ভিদ, পশু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্টতর প্রতিবিম্ব গ্রাহক হইতে সর্ব্বোত্তম প্রতিবিম্বগ্রাহক পূর্ণ মানবের প্রকাশ হয়। যেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া একটী ক্ষুদ্র কর্দ্দমাবিল জল পল্বলে দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুখের একটা ওপর ওপর আকার দেখিতে পাইল। তারপর সে অপেক্ষাকৃত নির্ম্মলতর জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রতিবিম্ব দেখিল, তারপর উজ্জ্বল ধাতুতে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব দেখিল, শেষে একখানি আরসি লইয়া তাহাতে দেখিল, তখন সে নিজে ঠিক যেমনটী, ঠিক তেমনি আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী উভয়স্বরূপ সেই পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব—পূর্ণ মানব।' আপনারা এখন দেখিতে পাইলেন, মানব স্বভাবতঃই কেন সকল বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণ-মানবগণ কেন স্বভাবতঃই ঈশ্বর রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, ইঁহাদের উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। এই জন্যই লোকে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধাদি অবতারগণের উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশস্বরূপ। আপনি, আমি, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন ধারণা করি না কেন, ইঁহারা তাহা হইতেও উচ্চতর। এক জন পূর্ণ মানব এই সকল ধারণা হইতে শ্রেষ্ঠতর। তাঁহাতেই জগৎরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাঁহার সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার এই অনুভূতি হয় যে, তিনি চিরকালই সেই পূর্ণ পুরুষ রহিয়াছেন। তবে এই বন্ধন কিরূপে আসিল; এই পূর্ণ পুরুষের পক্ষে অবনত হইয়া অপূর্ণ স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? মুক্তের পক্ষে বদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন তিনি কোন কালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত। আকাশে নানা বর্ণের নানা মেঘ আসিতেছে। উহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই এক নীল আকাশ বরাবর সমান ভাবে রহিয়াছে। আকাশের কখন পরিবর্ত্তন হয় না, মেঘেরই কেবল পরিবর্ত্তন হইতেছে। এইরূপ আপনারাও পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ স্বভাব, অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণ রহিয়াছেন। কিছুতেই কখন আপনাদের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কখন করিবেও না। এই সব ধারণা, যে—আমি অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, আমি চিন্তা করিব—এই সমুদয়ই ভ্রমমাত্র। আপনি কখনই চিন্তা করেন না, আপনার কোন কালে দেহ ছিল না, আপনি কোন কালে অপূর্ণ ছিলেন না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা—এই সূর্য্য চন্দ্র তারা পৃথিবী উদ্ভিদ, এই আমাদের জগতের প্রত্যেক অংশের—মহান্ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাহাদের প্রভা বিকীরণ করিতেছে, পৃথিবী সুন্দর হইয়াছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিতেছে ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আপনিই সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, আপনিই সর্ব্বস্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন?—আপ-

---

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ
প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে
তত্র চৈবাপি যান্তি॥
—মুণ্ডকোপনিষৎ।২।১।

সেই সমুদয়। যখন এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়।

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি একমাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতি মনোরম দৃশ্যসমূহ, অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ হ্রদাদি দেখিতে পাইতাম। একদিন আমি অতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী হ্রদে জলপান করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল যে সারা জীবন ধরিয়া আমি যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এই সেই মরীচিকা। তখন আমি আমার নিজের এই নির্ব্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম যে গত একমাস ধরিয়া এই যে সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন পুনরায় আমি আবার চলিতে লাগিলাম—সেই হ্রদ ও সেই সব দৃশ্য আবার দেখা যাইতে লাগিল কিন্তু উহার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমার এ জ্ঞানও আসিল যে উহা মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারাতে উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। এইরূপেই এই জগদ্ভ্রান্তি একদিন চলিয়া যাইবে। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে। **ইহারই নাম** প্রত্যক্ষানুভূতি। দর্শন, কেবল কথার কথা বা তামাসা নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। এই শরীর উড়িয়া যাইবে এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু সবই উড়িয়া যাইবে—আমি দেহ বা আমি মন এই যে আমাদের জ্ঞান ইহা কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে—অথবা যদি কর্ম্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া যায় তবে একেবারে চলিয়া যাইবে আর ফিরিয়া আসিবে না; আর যদি কর্ম্মের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে তবে যেমন কুম্ভকারের চক্র—হাঁড়ি প্রস্তুত হইয়া গেলেও পূর্ব্ববেগে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে তদ্রূপ মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিয়া যাইবে। এই জগৎ—নরনারী প্রাণী—সবই আবার আসিবে—যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে আমি উহার স্বরূপ জানিয়াছি। তখন উহারা আর বদ্ধ করিতে পারিবে না কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আসিতে পারিবে না। যখন দুঃখকর বিষয় কিছু আসিবে মন তাহাকে বলিতে পারিবে যে আমি জানি তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানব এই অবস্থা লাভ করে তাহাকে জীবন্মুক্ত বলে। জীবন্মুক্ত অর্থে জীবিত অবস্থায়ই যে মুক্ত। জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্য এই জীবন্মুক্ত হওয়া। তিনিই জীবন্মুক্ত যিনি এই জগতে অনাসক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন—উহা যেমন জলের মধ্যে থাকিলেও জল উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না তদ্রূপ তিনি জগতে নির্লিপ্তভাবে থাকেন। তিনি মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুধু তাহাই কেন, সকল প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি সেই পূর্ণ স্বরূপের সহিত অভেদ ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্য ভেদও আছে ততদিন আপনার ভয় থাকিবে। কিন্তু যখন আপনিই তিনি, তাঁহ আপনাতে কোন ভেদ নাই বিন্দুমাত্র ভেদ তাঁহার সমগ্রটাই আপনি, তখন সকল ভয় চলিয়া যায়। সেখানে কে কাহাকে দেখে! কে কাহার উপাসনা করে? কে কাহার সহিত কথা বলে? কে কাহার কথা শুনে? যেখ একজন অপরকে দেখে একজন অপরকে ব বলে, একজন অপরের কথা শুনে উহা নিয় রাজ্য। যেখানে কেহ কাহাকে দেখে না ে কাহাকে কথা বলে না তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা ভূমা তাহাই ব্রহ্ম।* আপনিই তাহা এ সর্ব্বদাই তাহা আছেন, তখন—জগতের হইবে? আমরা জগতের কিউপকার কর পারিব—এরূপ প্রশ্নই সেখানে উদয় হয় না।

এ সেই শিশুর কথার মত—আমি বড় হই আমার মিঠাইএর কি হবে? বালকও বা থাকে, আমি বড় হইলে আমার মার্ব্বেলগুলির দশা হবে, তবে আমি বড় হব না। ছোট ছেলে বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুলগুলির দশা হইবে?—এই জগৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্র গুলিও তদ্রূপ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রি কালেই জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আম আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি, যদি আম জানিতে পারি যে এই আত্মা ব্যতীত আর কিছু নাই, আর যাহা কিছু সব স্বপ্নমাত্র, উহাদের প্রকৃ পক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ দারি পাপ পুণ্য—কিছুতেই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি উহাদের অস্তিত্বই না থাকে তবে কাহার জন্য এবং কিসের জন্য আমি কষ্ট করিব? জ্ঞানযোগীরা ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়া মুক্ত হউন, আপনাদের চিন্তাশক্তি আপনাদিগকে যতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে সাহসপূর্ব্বক ততদূর অগ্রসর হউন এবং সাহসপূর্ব্বক উহা জীবনে পরিণত করুন। এই জ্ঞান লাভ করা বড় কঠিন। ইহা মহাসাহসীর কার্য্য—যে সমুদয় পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সাহস করে—শুধু মানসিক বা কুসংস্কাররূপ পুতুল নহে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহরূপ পুতুলগুলিকেও যে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, ইহা তাহারই কার্য্য।

এই শরীর আমি নহি—ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী এইত হইল উপদেশ। কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক কিম্ভূত ব্যাপার করিয়া থাকে। একজন লোক উঠিয়া বলিল; "আমি দেহ নহি, অতএব আমার মাথাধরা আরাম হইয়া যাক।" কিন্তু তাহার শিরঃপীড়া যদি তাহার দেহে না থাকে, তবে আর কোথায় আছে? সহস্র সহস্র শিরঃপীড়া ও সহস্র সহস্র দেহ আসুক যাক—তাহাতে আমার কি?

"আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই; আমার শত্রুও নাই মিত্রও নাই; কারণ, তাহারা সকলেই আমি। আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু, আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমিই সেই, আমিই সেই।"*

যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করিতে থাকি, আবার লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি সুখভোগে করিতেছি। কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহার স্তুতি করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাকে ছাড়িবে? আমি কাহাকে চাইও না, কাহাকেও ত্যাগও করি না, কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। আমিই আপন স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে নিজে কষ্ট পাইতেছি আর আমি যে সুখী, তাহাও আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি স্বাধীন। এই জ্ঞানীর ভাব—তিনি মহা সাহসী।

---

* ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক দেখ।

* ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥

সুধন্য ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল রচিত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস

প্রেসিডেন্সী বিভাগের অপার প্রাইমারী পরীক্ষার কোর্স হইয়াছে মূল্য ৵০ আনা। উক্ত ইংরাজী স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকের বহুল প্রচারের চেষ্টা করিবেন। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা. সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

নং ৯৫১ 8।২।১৯১০

## Notice.

His Excellency the Chancellor has been pleased to direct that four ordinary fellows shall be elected this year in accordance with the provision of chapters 12 and 13 of the University Regulations.

The procedure for the elections shall be as follows:—

(*a*) The faculty of medicine to elect two Fellows, one of whom at least shall be the head of, or a Professor in, a College affiliated to the University in Medicine. The election shall be held on the 5th March 1909.

(*b*) The Registered Graduates to elect two Fellows from among themselves. The election shall be held on the 12th March 1909.

Further particulars regarding the elections will be notified later on.

G. Thibaut Registrar.

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমার স্বর্গীয় পিতা ৺ উমাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত, আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, বর্দ্ধমান বিভাগ অথবা অন্য কোন দেশের বা প্রদেশের মানচিত্র যদি কোন বিদ্যালয়ে থাকে, তাহা হইলে, আমি উচিত মূল্য দিয়া সেই পুরাতন মানচিত্র ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে আমি লোক দিয়া সেই মানচিত্র আনাইব।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—
চন্দননগর বাগবাজার।

মধুপুর মিডল মাদ্রাসার জন্য এফ এ পড়া হেঃ মাঃ, নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ, সিনিয়র পাশ হেড মৌলবী। বেতন যথাক্রমে ২৫ ১৫ ও ১৫ টাকা এবং আবা। হিন্দু মুসলমান উভয়েই আবেদন করিবেন। মৌলবীর উপরি পাওনা ৩৭ টাকা। ২৫শে জানুয়ারী মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

বাশাইল গোবিন্দ মইং স্কুলে মাসিক ১৭ টাকা বেতনে নর্ম্মাল নূঃ হেঃ পঃ। পোঃ বাশাইল, টাঙ্গাইল, জেলা ময়মনসিংহ।

বহরান মইঃ স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ, নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন আপাততঃ যথাক্রমে ১৮ ১২ ও ১০ টাকা, আপ্রা। পোঃ বহরান জেলা বর্দ্ধমান।

মোহনগঞ্জ মইং স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। ড্রিল ও ড্রইং জানা চাই। বেতন ১৫ টাকা।

কাটরঙ্গা মধ্য স্কুলে একজন নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ১০ হইতে ১৩ টাকা। আবা পাইবেন। আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী. শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়েক। কাটরঙ্গাস্কুল। পোঃ অমরশী জেলা মেদিনীপুর।

মকদ্দমার তদ্বির কারক, এসিষ্টাণ্ট খাতাঞ্চি, সাধারণ গোমস্তা আবশ্যক। বেতন যথাক্রমে ১৬ ১৬ ১২। জামিন আবশ্যক বেতন ১৬। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া।

গোঠাইল মিডল মাদ্রাসা স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। আপাততঃ ২৫ টাকা ও আবা। ১০শে জানুয়ারী মধ্যে আবেদন। পোঃ গোঠাইল, ময়মনসিংহ।

রাজারামপুর মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। ২০ টাকা ও আবা। পোঃ রাজারামপুর, মালদহ।

ইলামবাজার মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। ২৫ টাকা ও বাসস্থান। এবং একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ ১৫ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ ইলামবাজার, জেলা বীরভূম।

নতিবপুর মইং স্কুলে ২য় শিঃ। ২০ টাকা ও আবা এফ এ এবং ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ চাই। পোঃ নতিবপুর ভায়া আমতা।

মামুদপুর মধ্য স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ ড্রিল ড্রইং জানা ২য় শিক্ষক এবং মাইনর পাশ অথবা ছাত্রবৃত্তি পাশ ইংরাজী জানা ৩য় শিক্ষক। স্থানটি বারাসাত বসিরহাট রেল লাইনের চিংড়িঘাটা ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল। স্থলপথে বা জলপথে সহজে আসা যায়। পোঃ [illegible] [illegible] ২য় শিঃ ১২৲ এবং ৩য় শিঃ ৮ টাকা।

শাহদপুর মইং স্কুলে মাসিক ১২ টাকা বেতনে এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। ১২৲ টাকা ও আবা। পোঃ শাহদপুর, জেলা বরিশাল। বৈদ্য হইলে ভাল হয়।

ময়নাগুড়ি মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। ২০ টাকা। পোঃ ময়নাগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি।

এণ্ট্রান্স পাশ মাসিক ১০ টাকা বেতনে একজন মুসলমান শিক্ষক। আবা পাইবেন, মহম্মদ বাকাউল্লা, পোঃ খিদিরপুর, জেলা পূর্ণিয়া।

কানাইদীঘি মধ্য স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ও এণ্ট্রান্স পাশ সহকারী হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১০৲ টাকা ও আবা। মাহিষ্য চাই। পোঃ কাঁথি মেদিনীপুর।

চৌকী মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ২৫৲ ও ১৫ টাকা। উভয়েই বাসস্থান পাইবেন। পোঃ মাণিকচক মালদহ।

ঘোড়াঘাট মইং স্কুলে আপাততঃ আড়াই মাসের জন্য নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। ড্রিল ড্রইং জানা চাই। বেতন উল্লেখ করিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীরাধন লাল কুণ্ডুর নিকট আবেদন করুন। পোঃ ক্ষেতলাল, জেলা দিনাজপুর।

জেলা ত্রিপুরা, চাউলপাড় মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ১৫ টাকা ও বাসা। শ্রীনীলকান্ত দত্ত হেড মাষ্টার।

বাগদহা-মইং স্কুলে এফ এ অথবা ১৯০১—২ সালের এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। বেতন এফ এ স্থলে ২৩৲ এণ্ট্রান্স স্থলে ১৬·১৭ টাকা। আহার বাসস্থান বাদে। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, বাগদহা, খুলনা।

রাঙ্গালী বাজনা নিম্ন পাঠশালার জন্য মুসলমান শিক্ষক। বেতন জেলা বোর্ড হইতে ৪৲ এবং গ্রাম্য সাহায্য ১২ টাকা। এবং একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জেলা বোর্ড হইতে ৩ টাকা অতিরিক্ত আবা। পোঃ বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি।

উত্রা স্কুলে মাইনর পাশ নূ হেঃ পঃ। বেতন ১০৲ ও আবা। কোচ, সদ্‌গোপ ও কায়স্থের আবেদন অগ্রগণ্য। হস্তাক্ষর ভাল চাই। মাটীয়া স্কুল, পোঃ উলিপুর, রংপুর।

# প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় দায়িত্বযুক্ত নহে।

## সদালাপ। (২৫)

(১২৭) আদর্শ সংস্কারক ও প্রচারক (আগম-বাগীশ)।—বঙ্গদেশের ভুজবাহুতে বাঙ্গালীকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিত, আর্য্যাচারের তান্ত্রিকাচারের অংশে এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিতে নাই। তান্ত্রিকাচারে মনুষ্য শরীর যেরূপ নীরোগ এবং দৃঢ় ও কষ্টসহ হইতে পারে এবং মন যেরূপ তেজস্বী এবং একাগ্র হইতে পারে অন্য কোনরূপেই তাহা হইতে পারে না। তন্ত্রের গুপ্ত সাধনার উপযুক্ত গুরু না পাইয়া অনেকে ভ্রষ্টাচারী হওয়াতেই তন্ত্রের নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় জয়ী, দৃঢ় শরীর, একাগ্রচিত্ত, মহাবীর সকলের সৃষ্টি বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই বারভূঁইয়াদিগের সময় এই তান্ত্রিক পদ্ধতি করিয়াছিল। রাজপুতমহারাণা প্রতাপসিংহ, মহারাষ্ট্রীয় (কেশরী) শিবাজী, শিখ [illegible] রণজিৎ সিংহ ইত্যাদি সকলেই শাক্ত ছিলেন।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—বঙ্গদেশে 'আগম-বাগীশ ভট্টাচার্য্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য। মহেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণানন্দ, কনিষ্ঠ মাধবানন্দ।

কৃষ্ণানন্দ চৈতন্য দেবের সমসাময়িক লোক। এক্ষণে নবদ্বীপে উক্ত উভয় ভ্রাতার বংশাবলী বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঘোর তান্ত্রিক হইয়া উঠেন। মাধবানন্দ স্বীয় কুলদেবতা গোপাল দেবের উপাসক ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে নানারূপ বিবাদের কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, কোন সময়ে বাটীতে এক কান্দি মর্ত্তমান রম্ভা হইয়াছিল। উভয় ভ্রাতাই মনে করিয়াছিলেন যে, রম্ভা সুপক্ব হইলে স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবদেবীকে অর্পণ করিবেন। একদিন কৃষ্ণানন্দ নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে আসিয়া সুপক্ব রম্ভা স্বীয় ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবেন বাসনা করিয়াছিলেন। এদিকে মাধবানন্দ ভ্রাতার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া অগ্রেই স্বীয় ইষ্টদেব গোপালজীকে সেই রম্ভাগুলি নিবেদন করিয়া দিলেন। কৃষ্ণানন্দ বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রম্ভা দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া এবং উহা মাধবানন্দেরই কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে দেখিলেন যে, গোপালের ঠাকুরগৃহ, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে। তখন মাধবানন্দ ঐ ঘরে আছেন কিনা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে এবং আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিলেন, যে ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আপনি রম্ভা ভক্ষণ করিতেছেন ও গোপালকেও খাওয়াইতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ভ্রম দূরীভূত হইল, ভ্রাতাকে ধন্য ও আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে কলির বেদ তন্ত্র শাস্ত্রে ভেদ বুদ্ধির ভূয়োভূয়ঃ নিষেধের প্রকৃত গূঢ় অর্থ কি!

এই সময়ে দেশ মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন যে তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কেবল তন্ত্রের দোহাই দিয়া নিষ্ঠুরতা করিতেছেন ও মদ্য পানে উন্মত্ত হইতেছেন। তজ্জন্য তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনিই "তন্ত্রসার" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থে তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বীদিগের দেব ও দেবীর উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। বিশেষতঃ তন্ত্রমতে সাত্ত্বিক পূজা কিরূপে করিতে হয় তাহাও তিনি উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিকী অমাবস্যায় যে শ্যামা-পূজা হইয়া থাকে, সেই শ্যামামূর্ত্তি ও পূজাপদ্ধতি এই আগমবাগীশেরই আবিষ্কৃত। আগমবাগীশের পূর্ব্বে ঐ পূজা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে মূর্ত্তি প্রকাশিত না থাকায় পূজাদি যন্ত্রেই ঘটে হইয়া থাকিত। মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেও ঘটস্থাপন ব্যাপার অদ্য পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। কথিত আছে আগম-বাগীশ ভট্টাচার্য্য ভগবতী শক্তি দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে বাসনা করিলেন কিন্তু তন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে 'বরাভয়' কর কিরূপে গঠিত হইবে, এবং জননীই বা কি রঙ্গে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া "তুমি কল্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যে মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয় কর ও অবয়বের বিষয় জানিতে পারিবে।" পর দিবস কৃষ্ণানন্দ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যেমন বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন, যে এক কৃষ্ণবর্ণা গোপ রমণী দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তি সন্নিকটে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় পিণ্ড হইতে দক্ষিণ হস্তে অন্যাংশ গোময় লইয়া ভিত্তিগাত্রে প্রক্ষেপ করিতেছে। পরিশ্রম আধিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় এবং উভয় হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটে ঘর্ম্ম মোচন করায়, ললাটস্থ সিন্দূর বিন্দু তার ভ্রূযুগল লোহিতরূপ ধারণ করিয়াছে। মস্তকে বস্ত্র পতিত ও কেশরাশি আলুলায়িত হইয়াছে এমন সময়ে কৃষ্ণানন্দ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। গোপরমণী স্বভাব সুলভ লজ্জা বশতঃ দন্তে জিহ্বা কাটিলেন।

কৃষ্ণানন্দ এই মূর্ত্তি দেখিয়া বরাভয় করাদি বিষয় স্থির করিয়া লইলেন। এবং তদবধি রাত্রিতে নিত্য ঐ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজান্তে রাত্রিতেই বিসর্জ্জন দিতেন। কৃষ্ণানন্দের এই পূজায় কোন রূপ বলিদান বা মাদকদ্রব্য সংস্রব নাই। আগমবাগীশের এই মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই এদেশে 'শ্যামাপূজা পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাপি আগমবাগীশের বংশীয়েরা ঐমূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নবদ্বীপের মহারাজার বা ১০।১২ হাত লম্বা যে এক প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে, আগমবাগীশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া তাহা 'আগমেশ্বরী' নামে খ্যাত। কৃষ্ণানন্দ 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে আর একখানি তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণানন্দের বংশধরেরাও 'আগমবাগীশ' ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র হরিনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল তন্ত্রশাস্ত্রে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া 'তন্ত্রদীপিকা' নামে সুবিস্তীর্ণ তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আগমবাগীশের দ্বিতীয় পুত্র মথুরানাথের বংশে রামতোষণ নামে একজন জন্মগ্রহণ করে। তিনি 'প্রাণতোষিণী' নামে একখানি তন্ত্র রচনা করিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

(১২৮) অধ্যবসায় [ গদাধর ভট্টাচার্য্য ] গদাধর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলে

...আধাচানা। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় নামক পল্লীতে তাঁহার আদি নিবাস।

গদাধর বাল্যকালেই নবদ্বীপে বিদ্যাভ্যাস করিতে আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আশ্চর্য অধ্যবসায় সহকারে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করার অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় নবদ্বীপ-পণ্ডিত সমাজে অস্ফুটরূপে প্রচারিত হইল।

হরিরামের মৃত্যু সময়ে, টোলে অধ্যাপনা করাইতে পারেন এমন উপযুক্ত পুত্র ছিল না। গদাধরের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্তি হয় নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে তাঁহার অবর্তমানে গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীর পরলোকের পর ব্রাহ্মণী স্বামীবাক্যানুসারে গদাধরকেই টোলের অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু গদাধরের পাঠশেষ না হওয়ায় তিনি কোন উপাধি পান নাই, সুতরাং তাঁহার বংশের উপাধি 'ভট্টাচার্য' নামেই তিনি খ্যাত। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলে টোলের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিল না এবং তাঁহার টোল ত্যাগ করিয়া অন্যান্য টোলে চলিয়া গেল।

তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, অধ্যাপকের বা গ্রন্থকারের বংশীয় না হইলে কেহই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিতেন না। তৎকালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল। অধ্যাপক বা গ্রন্থকারের গৃহ ব্যতীত অন্যের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না। সুতরাং অন্যরূপ অধ্যাপকের নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত।

ছাত্রগণ চলিয়া গেলেই তেজস্বী ও উদ্যমশীল ও দৃঢ়ব্রত গদাধরের ভাবী উন্নতির বীজ রোপিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়ে হউক আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া আমি ছাত্রদের পাঠ স্বীকার করাইব। তিনি হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের ঘাটের পথি পার্শ্বে চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটা ফুলের বাগান করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূজার জন্য নিজেরাই পুষ্প চয়ন করিতেন, সুতরাং তাঁহার বাগানে পুষ্পচয়ন জন্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্বদা সমাগম হইতে লাগিল।

এদিকে গদাধর পুষ্পবৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ও স্নানের সময় যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন ও গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্বক ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিতেন। ঐ সময়ে গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশ সকল অতি বিশদ ও অতি প্রাঞ্জল করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন ও তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ছাত্রগণের ঐ সকল ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা মনে মনে গদাধরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন কোন কোন ছাত্র বা গোপনে তাঁহার নিকট আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে ঐ পুস্তকের পত্র আনিয়া লিখিয়া লইতেও লাগিলেন। এইরূপে অনেকে তাঁহার নিকট গোপনে পাঠ স্বীকার করিলেন।

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকা রচনা করেন। লিপিকরের ভ্রম বশত 'শিবাক্তে' পাঠের পরিবর্তে 'শিচাক্তে' পাঠ লেখা হয়। ঐ পুথির পত্র নৈয়ায়িক জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হাতে পতিত হয়। তাহাতে ঐ ভুল দৃষ্ট হওয়ায় ঐ পত্র খানি, একটা কুকুরের গলদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অচিরে এই সংবাদ গদাধরের কর্ণগোচর হইল এবং অবিলম্বে ঐ কুকুরকে ধৃত করিয়া তাহার গলদেশ হইতে ঐ পত্র খুলিয়া লইয়া, তিনি স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রতিভা বলে 'শিচাক্তে' পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর ঐ টীকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল। জগদীশ ঐ টীকা পাঠ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "গদাধরের টীকা পড়িয়া এখন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত"।

এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এবং তদবধি ছাত্র মণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে গদাধর স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং অবিচলিত উৎসাহগুণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন

তাঁহার প্রণীত টীকা সাধারণতঃ 'গাদাধরী টীকা' ও গাদাধরী 'পাতড়া' বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে অনেকে গদাধরের টীকা পড়িয়াই ন্যায় শাস্ত্রের পড়াশুনা শেষ করেন।

গদাধর অনুমিতি দীধিতির টীকায় লিখিয়াছেন—

শিরীষমৃদ্বিভুর্বং স্তবকাবতংসীকৃতং
পদাম্বুজ মধুঃকণা কলিতভীরুনীসম্পদা
গদাধরবিনির্মিতা কঠিনতর্কচূর্ণাটবী
নবীন পদবী সুধং বিতনুতাৎ সতাং ধীমতাং।

(১২৯) নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ (বুনো রামনাথ)—আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। রামনাথ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন বলিয়া প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পক্ষান্তরে রামনাথের ন্যায় সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে অনেকেই বাসনা করিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন। অধ্যাপক আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে তিনি প্রকৃত সহধর্মিণী লাভ করিবেন এবং দুই জনের ঠিক একরূপ মন হইবে। বিবাহের কিছু পরেই রামনাথের পাঠ সমাপন হয়।

তৎকালে নবদ্বীপে নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে তিনি নবদ্বীপ-রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেন এবং রাজার নিকট টোল ঘর প্রস্তুত করিবার সাহায্য ও অনেক ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। রামনাথের অবস্থা ভাল ছিল না বটে, কিন্তু নির্লোভ তেজস্বী ব্রাহ্মণ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন না। তিনি নবদ্বীপের প্রান্ত প্রদেশে (এখন যেখানে পাকা টোল আছে) বনের মধ্যে কুটির নির্মাণ করিয়া তথায় শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত রহিলেন।

ভারতবর্ষীয় শিক্ষা প্রণালী অতি উচ্চ। পৃথিবীর কোনস্থানে কোন জাতির মধ্যে এরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তিত নাই। এই প্রণালীতে অধ্যাপকগণ ছাত্রগণের নিকট বেতন লয়েন না; পরন্তু তাঁহাদিগের অশনাদিরও ব্যয় নির্বাহ করেন। রামনাথের এই ব্যবস্থার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি অন্যের সাহায্যও লইতেন না। এদিকে তাঁহার নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষার্থী হইল। তখন রামনাথ ছাত্রদিগকে কহিলেন যে তাঁহাদের আহারাদি প্রদান করিতে পারেন এ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ছাত্রেরা কহিলেন, "মহাশয়। আমরা পাঠার্থী হইয়াই আসিয়াছি, আহারার্থী হইয়া আসি নাই, অতএব আমাদের আহারের নিমিত্ত মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইব। সেই অবধি

নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে ছাত্রগণের অধ্যয়নাদির নিয়ম অনেকটাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

রামনাথের ঘরে অন্ন ছিল না, তথাপি তিনি কখন কাহারও দ্বারস্থ হন নাই। একদিন প্রাতঃকালে তিনি টোলে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন 'আজ ঘরে আর তণ্ডুল নাই শুধু কিছু চাউল আছে। কি রান্না করা যাইবে?' রামনাথ, শাস্ত্র-চিন্তায় মগ্ন, ব্রাহ্মণীর প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কথায় মনোযোগ হইল না। তিনি ক্ষণেক নিকটস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় কর্ম্মে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন বুঝি স্বামী তিন্তিড়ী পত্র রাঁধিতে বলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নকালে স্বামী বাটী প্রত্যাগমন করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণী অন্ন ও তিন্তিড়ী পত্রের ঝোল রন্ধন করিয়া স্বামী সমীপে সংস্থাপিত করিলেন। ভোজন করিয়া রামনাথের অতীব তৃপ্তি লাভ হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ এ অমৃতময় বস্তু কোথায় পাইলে"? তখন ব্রাহ্মণী কহিলেন "কেন ওত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ, তুমি যাইবার সময়ে আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া গেলে"। তখন রামনাথ অতিশয় আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, "বটে, তেঁতুলপাতা সিদ্ধ এত উত্তম, তবেত আর আমাদের আহারের কোন ভাবনা নাই।"

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজ-সিংহাসনে মহারাজ শিবচন্দ্র আসীন ছিলেন। তিনি লোকমুখে রামনাথের দারিদ্র্য কষ্ট শুনিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে একদিন নিজেই তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রামনাথ ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে ছিলেন। শিক্ষায় এতাদৃশ মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে, মহারাজের আগমন তাঁহার জ্ঞানগোচরই হইল না। তর্ক শেষ হইলে মহারাজকে দেখিয়া তিনি যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কোন বিষয়ে আপনার অনুপপত্তি আছে?" তখন রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, কৈ কোথাও অনুপপত্তি কিছুই দেখিতেছি না; কেমন হে ছাত্রগণ! তোমাদের কোন কিছু অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি আছে কি?" এই উত্তরে মহারাজ, বলিলেন "মহাশয়! আপনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক অভাব কি আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" প্রত্যুত্তরে রামনাথ কহিলেন, "সে বিষয় ব্রাহ্মণী জানেন।" রাজা রামনাথের অনুমতি লইয়া রামনাথ পত্নীর কুটীর দ্বারে গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, "মা! আপনাদের সংসারের অপ্রতুল নিবারণ জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে কি কি অপ্রতুল আছে, আমাকে দয়া করিয়া বলিলে, আমি তাহা দূর করিয়া দিই।" সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি সম্পন্না ব্রাহ্মণী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "বাছা! আমারত কিছুরই অভাব নাই। আমার পরণে ঠেঁটী আছে, জল খাবার ঘটী আছে, শয়নের চেটাই আছে। আর যখন আমার বাম করে লৌহ আছে তখন আমার কিসের অভাব হইতে পারে, বাবা!" মহারাজ শিবচন্দ্র, রামনাথ-পত্নীর এই উত্তর শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "মা! তুমি নারীকুলের আদর্শ এবং সতীর শিরোমণি!"

অনন্তর রাজা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামনাথকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন, কিন্তু রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! অর্থই অনর্থের মূল, ও অধ্যয়ন-রিপু; অর্থ লইলে আমার বংশাবলী ভোগবিলাসী সুতরাং মূর্খ হইবে। আমার অর্থের প্রয়োজন নাই।"

এই সময়ে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে একজন নৈয়ায়িক, দিগ্‌বিজয় সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হন। তদুপলক্ষে তাঁহার ভবনে এক মহতী সভা হয়। ঐ সভায় তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও বাঁশবাটীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথতর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রামনাথ আসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ রামনাথের পাণ্ডিত্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামনাথ 'কাক বিষ্ঠা' বলিয়া তাহা স্পর্শও করিলেন না। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিস্পৃহতা যে কি বস্তু আধুনিক তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই যেন রামনাথদম্পতি শরীর পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া ছিলেন!

## দ্বিজ হরিদাস। [২]

বৈষ্ণব গ্রন্থেতে দ্বিজ হরিদাস ব্রজলীলার কালাক্ষী নাম্নী সখী ও গৌরাঙ্গ লীলায় মহাপ্রভুর মূল শাখার অন্তর্গত মহান্ত শ্রেণীভুক্ত। শুনা যায় তিনি কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে "মোহন রায়" নামক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের সেবা পূজা, ভোগ, আরতি, গৃহ মার্জ্জনা, তুলসী কাননে জলসেক, দৈনিক এক লক্ষ হরিনাম জপ ও গৃহাগত অতিথিগণের যথাসাধ্য পরিচর্য্যা, ইহা লইয়াই তিনি দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ নামে হরিদাসের দুইটি পুত্র ছিল। এতৎ সম্বন্ধে এতদ্দেশে প্রচলিত নিম্নলিখিত কবিতাটি শুনিতে পাওয়া যায়।

দ্বিজ হরিদাস, কাঞ্চন গড়িয়ায় বাস,<br>
গৌরপ্রেমে আনন্দ।<br>
দুই পুত্র যার, গুণের সাগর<br>
শ্রীদাস গোকুলানন্দ।

(শ্রীদাস ও গোকুলানন্দও উত্তরকালে বৈষ্ণব ইতিহাসে বটু চক্রবর্ত্তী মধ্যে পরিগণিত হন।)

কাঞ্চন গড়িয়ায় থাকিয়া মোহন রায় বিগ্রহের সেবা পূজাদি ক্রিয়ায় কখনও বা শ্রীধাম নবদ্বীপে ভক্ত মণ্ডলীর সহিত কীর্ত্তনানন্দে, কখনও বা নীলাচল ধামে মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তীর্থাদি দর্শন ও মহামহোৎসবে তাঁহার ভক্ত জীবন অতিবাহিত হইতে থাকে। ভক্তিরত্নাকরে আছে, যখন মহাপ্রভু নীলাচল ধামে অন্তর্হিত হন দ্বিজ হরিদাস তাঁহার বিচ্ছেদে একান্ত অধীর হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাঁহার সংসার বিষবৎ বোধ হয়। একদিন তিনি পুত্রদ্বয়কে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদিগকে তাৎকালিক বৈষ্ণবাচার্য্য দ্বিতীয় শক্তিরূপে অবতীর্ণ মহাপুরুষ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর চরিত্র কথা বিশেষরূপে শুনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে আচার্য্যের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণে অনুমতি দিয়া, পরিবারবর্গের মায়া বন্ধন ছেদন করিয়া, জীবনের মত সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া; হরিনামের ঝোলাটী মাত্র সম্বল লইয়া, জয় গৌর নিত্যানন্দ নাম জপ করিতে করিতে, ক্ষুদ্র কাঞ্চন গাড়িয়া পল্লীর আবাল বৃদ্ধ নর নারীকে কাঁদাইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন উদ্দেশে গমন করেন। সেখানে তিনি নির্জ্জনে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন। আচার্য্য প্রভু যখন প্রথম বার বৃন্দাবনধাম গমন করেন তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু যখন দ্বিতীয় বার যান, সেই বৎসর মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে হরিদাস শ্রীধামে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার রচিত কোন পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের দৈনন্দিন পাঠ্য পয়ার ছন্দে রচিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত

নাম গোস্বামী তাঁহারই রচিত বলিয়া জানা যায়। ( আর ২১১টী ক্ষুদ্র গান ও কবিতা তাঁহার রচিত আছে শুনিয়া সংগ্রহের চেষ্টায় আছি।)

কাকনগড়িয়া গ্রামে দ্বিজ হরিদাসের পাট নামে যে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, উহাই তাঁহার বাসভূমির শেষ স্মৃতি চিহ্ন। তাঁহার অস্থি আনাইয়া এখানে সমাহিত করা হয়। উক্ত স্থানটী জালুগ্রাম নিবাসী স্বনাম ধন্য মহাপুরুষ ৺ রামধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১২৮৯ সালে ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত করিয়া দেন। এক্ষণে উহা সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। তাঁহার মৃত্যু তিথি উপলক্ষে এখানে একটী মহোৎসবও কেহ করেন না। ইঁহার বংশাবলী মুর্শিদাবাদ জেলার সাটুই; টেঞা বৈদ্যপুর, ও টগড়া গ্রামে এবং বীরভূম জেলার তিলপাড়া, লাঙ্গুলে আট ঘরে রামচন্দ্রপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। হরিদাসের প্রতিষ্ঠিত মোহন রায় বিগ্রহ আটঘরে রামচন্দ্রপুরনিবাসী ৺ নিকুঞ্জলাল ঠাকুরের ভাগিনেয় লাঙ্গুলে গ্রামের কৃষ্ণলাল ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। ( এই বিগ্রহ দৈদাবা দের মোহন রায় বিগ্রহ নহেন।

## টোট্‌কা ঔষধ।

সর্পদংশনের ঔষধ—১। সর্প অথবা ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরে দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত খাওয়াইবে। ঘৃতে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে। ২। আকুন্দ বেলের শিকড় ২৫টী গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইবে। ৩। দ্রোণপুষ্প অর্থাৎ দণ্ড কলসের শিকড় ২৫টী গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে। ৪। মনসা সিজের অর্থাৎ পাতা সিজের পাতা ছেঁচিয়া উহার রস সেবন করাইবে। সেবনে অশক্ত হইলে উক্ত পাতার রস রোগীর নাক অথবা কান দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিবে। ৫। আস্ত মুরগীর ডিম সর্পাদিদষ্ট স্থানে স্পর্শ করাইলে দেখিবে যে ঐ ডিম বিষ টানিয়া কাল রং হইয়াছে। পুনরায় ঐ ডিমটী ছাড়িয়া আর একটী ডিম ধরিলে এটীও যদি কাল হয়, তবে যে পর্য্যন্ত ডিমের কোন ব্যত্যয় না ঘটে সে পর্য্যন্ত উক্ত ডিম পুনঃ পুনঃ এক একটী করিয়া ধরিবে। এইটী বিশেষ পরীক্ষিত এবং আশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ। বলা বাহুল্য যে সর্পাদিতে দংশন করিলেই দষ্ট স্থানের উপর তাগা দিয়া বাঁধিতে হইবে।

গো বসন্তের মহৌষধ—এই ঔষধ বসন্ত হইলে সেবন করাইতে হইবে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে শিমুলের বিচি চূর্ণ করিয়া কাঞ্জিকা গুড়ের সহিত কলার পাতে করিয়া গোরুকে খাওয়াইলে শত করা ৯৯টী গোরু আরোগ্য হইবে।

পূর্ণ বয়স্ক গোরুর জন্য —

প্রথম দিন

প্রাতে ২৫টি, মধ্যাহ্নে ২০টি সায়াহ্নে ১৫টি। ২য় দিন প্রাতে ২০টি মধ্যাহ্নে ১৫টি, সায়াহ্নে ১০টি ৩য় দিন প্রাতে ১৫, মধ্যাহ্নে ১০।

অল্প বয়স্ক গোরুর জন্য মাত্রা কমাইতে হইবে।

গোবসন্তের প্রতিষেধ—ওকড়ায় মূল কাল মুরগীর ডিমের সহিত গোরুকে খাওয়াইলে গোরুর এক বৎসর বসন্ত হয় না।

মানুষের বসন্তের প্রতিষেধ।—১। কটিকারী মূল ৩টী গোলমরিচের সহিত খাওয়াইলে যেদিন খাওয়াইবে সেই দিন হইতে এক বৎসর কাল বসন্ত হইবে না। (২) শ্বেত পুনর্নবার মূল ৩টী গোলমরিচের সহিত খাওয়াইলে এক বৎসর বসন্ত হয় না। ৩। চারিদিকে বসন্ত হইলে প্রত্যহ তিনটি করিয়া শিমুল বীজের শাঁস খাওয়াইবে।

দাদের ঔষধ—নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া ঘৃত অথবা কেরোসিন তৈলের সহিত মর্দ্দন করতঃ দাদের স্থানে একাদিক্রমে এক সপ্তাহ কাল দিলে আরোগ্য হইবে।—

১। সোহাগার খই চূর্ণ, ২। শ্বেত ধুপচূর্ণ ৩। গন্ধক চূর্ণ। ৪। পাথুরিয়া কয়লা চূর্ণ। উল্লিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে লইতে হইবে। দদ্রু স্থান একটু চুলকাইলে ও ঔষধটী একটু পাতলা করিয়া দিলে ভাল হয়।

আমাশয় ও কাল বেদনার ঔষধ।—আমাশয় অথবা কাল কর্ত্তৃক তলপেট কিম্বা নাভিস্থান বেদনা হইলে শিবমাটি দ্বারা ছোট একটী বাটী তৈয়ার করিয়া তাহাতে কিছু কর্পূর রাখিবে, তৎপর ঐ বাটী বেদনা স্থানে রাখিয়া ঐ কর্পূর জ্বালাইয়া একটী পিতলের গ্লাস দ্বারা ঢাকিলে গ্লাসটী পেটের চামড়ার সহিত দৃঢ় রূপে আবদ্ধ হইবে। তৎপর কতক সময় পরে দেখিবে যে গ্লাসটী ছাড়িয়া গিয়াছে। তৎপর আবার কর্পূর জ্বালাইয়া গ্লাস দ্বারা ঢাকিবে। এইরূপ পাঁচ সাত বার করিলে বেদনা আরোগ্য হইবে। সাবধান, যেন আগুন বাটী হইতে না পড়িয়া যায়। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত এবং আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ।

শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ী, ইছাপুরা, ঢাকা।

## রাজতরঙ্গিণী—এক তরঙ্গ।

( ১৫ই আশ্বিন তারিখে প্রকাশিতের পর )

তখন ঐ নদীর মূলস্রোত হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত বাহির হওয়াতে একটী দেহে অসংখ্য ফণাশালিনী কৃষ্ণসর্পীর মত নদী শোভা পাইয়াছিল। এবং মহাপদ্ম সরোবরের বামভাগ হইতে ত্রিগ্রামা ও দক্ষিণভাগ হইতে বিতস্তা বাহির হইয়া কাশ্মীরের পূর্ব্বদিকে বৈণ্য স্বামীর নিকটে উত্তরে মিলিত হইয়াছিল। আজিও কাশ্মীরের প্রান্তভাগে মহাত্মা সুয়্যের অলৌকিক কর্ম্মের নিদর্শন সেই নদীদ্বয়ের সঙ্গম এরূপভাবে দেখা যাইতেছে যে প্রলয় কালেও তাহার ধ্বংস সম্ভাবনা করা যায় না। এবং সঙ্গমের পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় তীরে ক্রমিক ফলপুর ও পরিহাসপুর নামে পূর্ব্বরাজাদের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ যে দুটী দেবালয় আছে তথায় আজও বিষ্ণুস্বামী ও বৈণ্যস্বামী শিব বিরাজ করিতেছেন। আর ঐ সমস্ত নদী সুন্দরীভবনের কাছ দিয়া সুখে প্রবাহিতা হইয়াছে তথাকার তটদেশে কীর্ত্তিমান্ সুয্য ভগবান হৃষীকেশের যোগশয্যায় শয়ান মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যে পূজা করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমানেও পর্য্যটকদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। এবং জলপ্লাবন সময়ে কাশ্মীরের নদীদের বিশাল স্রোতে বহন কালীন অত্যুচ্চ পাড়ের গাছ সকলে জালুকেরা বড় বড় দড়া টানিয়া নৌকা সকল যে বন্ধন করিয়াছিল আজও তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়।

সাপুড়েরা যেমন নিজের ইচ্ছামত সর্পদিগের চালাইয়া থাকে তেমন তৎকালে সেই সুয্য বিশাল তরঙ্গসঙ্কুল কাশ্মীরের নদী সকলকে নিজের আজ্ঞমত পথে প্রবাহিত করিয়াছিল।

জলপ্লাবন কালে সহযোজন বিস্তৃতা বিতস্তার স্থানে স্থানে পাথরের রাশিদিয়া বড় বড় পুল নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতে মহাপদ্ম সরোবরের জল রাশির বিশৃঙ্খল নিঃসরণ বন্ধ হইয়া গেল। এবং সুয্য বিতস্তাকে যে এইরূপে সম্যক্ গন্তব্য সুপথে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই আজও বিতস্তাকে আকৃষ্ট ধনুক হইতে বাণের মত মহাপদ্ম সরোবরের একটী স্থান মাত্র দিয়া প্রবলবেগে বাহির হইতে দেখা যায়।

… এইরূপে আদি মানবের মত অগাধ … হইতে কাশ্মীর মণ্ডলকে উদ্ধার করিয়া … জনাকীর্ণ গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। … মাঝে আল দিয়া জলনির্গম বন্ধ করায় … অসংখ্য বিল প্রস্তুত হইয়াছিল বর্ত্তমানে … গুলিকে ঝুড বলে, ও সে সকল স্থান … ওয়ায় তথায় প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে। … ন শরৎ ঋতুতে শুষ্কপ্রায় হইলে জল- … ন ভক্তের মত সুবোর নিক্ষেপ … করিতে দেখা যায়। তিনি নবক … অগাধ জলরাশির মধ্যে যে সোনার … নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ক্রমে জল … গেলে সেগুলি শুক্না মাটী হইতে পাওয়া

… কাশ্মীরদেশের ভূমি সকল বিশেষরূপে … করিয়া শুষ্কভূমিতে অসীম নদীজলের … করিয়াছিলেন; তাহাতে অনেকস্থানের … মুখাপেক্ষা করা উঠিয়া গেল।

কোন গ্রাম হইতে মাটী খুঁড়িয়া জলপূর্ণ করিলেন, কোথাও বা খাত ভূমিতে বাটীগুলাই বসাইলেন যেখানে যেরূপে পারিলেন জলপ্লাবনের সহ- … করিলেন। এবং যথাকার যতে যেক … প্রয়োজন বুঝিলেন তথায় বার্ষিক জলের … ভাগ সহ্যপাতে কল্পনা করিলেন। এইরূপে নূতন নূতন নদী প্রবাহিত করাইয়া চতুর্দিক … সম্পদে উজ্জ্বল শোভা সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

# এডুকেশন গেজেট

২৫শে পৌষ ১৩১৬ সাল ইং ৭ই জানুয়ারী ১৯১০ সাল

## বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা

১৯০৮-৯ সালের বাঙ্গালায় সাধারণ শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের সারাংশ নিম্নে বিবৃত হইল।

১৯০১ সালে সিমলায় সমিতি বসিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতি কিসে হইতে পারে তদ্বিষয়ে পরামর্শ … এই সময় হইতেই শিক্ষার দিকে একটু লক্ষ্য … উহার উন্নতি সাধনের জন্য যত্ন হইয়া আসিতেছে। ১৯০৮-৯ সালেও এ সম্বন্ধে অনেকটা … হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অনেক টাকা … ব্যয় ইহার জন্য করা হইয়াছে। শিক্ষা বিভা- … অর্থের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সকল রকম বিদ্যালয়ে সকল রকমে মোট ব্যয় পরিমাণ ১৯০৫-৬ সালে ১১০ লক্ষ ২৫ হাজার ছিল, ১৯০৮ ৯ সালে ১৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার হইয়াছে। এই কয় বৎসরে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ব্যয় ৩৪ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার হইয়াছে। গত দুই বৎসরে এই প্রাদেশিক রাজস্বের বৃদ্ধির পরিমাণ ১৩ লক্ষ। প্রতিনিধি ডিরেক্টর মিঃ জেম্স বিভাগের উন্নতির জন্য বেশী টাকার প্রয়োজন জানাইয়াছেন এবং শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয়গুলিতে মোট ব্যয় কিরূপ পরিমাণে হইবে, শিক্ষা বিভাগীয় নীতি মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রাখিবার কথা বলিয়াছেন।

সদর আফিসের কাজ বাড়িতে থাকায় আর একজন সহকারী ডিরেক্টর অস্থায়ি কালের জন্য রাখা হয়। নূতন নূতন যে সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইবে, সে দিকে একটু কাজ কম হইলেও যে সকল ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করার দিকে কাজ অনেক বাড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার ভালরূপ পরিদর্শন জন্য বিভাগ হইতে সবইনস্পেক্টরের সংখ্যা অনেক বাড়ান হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুরের বিবেচনায়, পরিদর্শন কার্য্যের উন্নতি অনেকটা করা হইয়াছে, এখন বিদ্যালয় সমূহে ভাল শিক্ষক সকল যাহাতে নিযুক্ত হইতে পান সেই দিকে শিক্ষা বিভাগের চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

প্রায় ১২ লক্ষ ছেলে বৎসরকাল মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছে। এই সংখ্যা স্কুলে পড়িবার উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের মধ্যে শতকরা ২৬.৫ মাত্র। প্রাথমিক স্কুল সমূহের মোট সংখ্যা ৩৪ হাজার ৪৭২, পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ৫১৮টি বেশী। প্রতিনিধি ডিরেক্টর মিঃ জেম্স বলিয়াছেন যে প্রাথমিক স্কুল সমূহে গুরুরা যাহা পান তাহা অতি কম। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগের আগে অনেক পাওনা ছিল। ছেলেদের বাপ মা অভিভাবকের সে দিকে দৃষ্টি ছিল, এখন বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় স্কুলের বন্দোবস্ত ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু গুরুদিগের সে আয় কমিয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন, এক্ষণে দুইটি বিষয়ের সমাধান আবশ্যক—(১) শিক্ষকদের শিক্ষাদান-বিষয়ে যোগ্যতা যাহাতে বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং (২) সেই সঙ্গে শিক্ষকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে এরূপ ভাবে তাঁহাদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম অর্থাৎ শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য সমগ্র প্রদেশে গুরু ট্রেনিং স্কুল সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াইবার দিকে ততটা লক্ষ্য এতদিন ছিল না, সুতরাং এদিকটা অনেকটা পিছাইয়া আছে। গুরু ট্রেনিং স্কুল সমূহ সংস্থাপিত হইলেও এ পথে উন্নতি দেখিতে বিলম্ব হইবে। শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটী এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর খরচের তুলনা করা হইয়াছে। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর নিজের স্কুল আছে ৯৩টি এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিঞ্চিদধিক ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় করে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর নিজের স্কুল একটীও নাই এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ২০ হাজার টাকা মাত্র। সুখের বিষয়, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী একটি সবকমিটী গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। উক্ত কমিটী শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের শিক্ষার উন্নতি জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যাহাতে দশ লক্ষ করিয়া টাকা খরচ হইবার কথা হইয়াছিল, তাহা আজও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রতিনিধি ডিরেক্টর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হইয়া বিভাগীয় কর্মচারিগণের পরিদর্শন ফলে উচ্চ শ্রেণীর স্কুল সমূহের উৎসাহ জন্মিয়া দিবার মত কতকটা কাজ করা হইয়াছে।

বৎসর কালমধ্যে উচ্চশ্রেণীর স্কুল সমূহে ছাত্রসংখ্যা ২ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ১লক্ষ ৪৩ হাজার। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর স্কুল দুইটি কমিয়াছে। ইহাতেই বোধ হয় বর্ত্তমান স্কুল গুলিতে কাজ কর্ম্ম ভাল চলিতেছে। ভারতীয় শিক্ষা সর্ভিসের একজন কর্মচারীকে রাঁচি জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত করায় ভাল ফল ফলিয়াছে দেখিয়া ছোটলাট বাহাদুর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ জেম্স বলেন, নিকৃষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উচ্চ শ্রেণীর স্কুল রাখা ভাল। ছোটলাট বাহাদুরও এই কথায় সমর্থন করেন। ছেলেদের ইংরাজী পড়াইবার দিকে অভিভাবকদিগের এরূপ ঝোঁক যে, ভাল পড়া শুনা হইতেছে না এমন মধ্য ইংরাজী স্কুলে ছেলে দিবে, তথাপি ভাল পড়া শুনা হয় এমন মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে ছেলে দিবে না। এইরূপ যেমন তেমন ভাবে ইংরাজী শিক্ষার দিকে লোকের প্রবৃত্তি যাহাতে না হয় এবং স্কুলসমূহে কাজ কর্ম্ম খুব ভালরূপ চলিতে থাকে সেদিকে

লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। শিক্ষাসম্বন্ধে এই নীতিই ঠিক। তবে উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় এই নীতি কড়াকড়ি ভাবে অবলম্বন করা সুসাধ্য নয়।

কলেজের শিক্ষাসম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন তদনুসারে সকল দিকেই উন্নতি করা হইতেছে। শিক্ষক বাড়ী, বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপযোগী যন্ত্রাদি, লাইব্রেরী, হোষ্টেল এ সকল বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কলেজগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিঃ জেম্‌স বলিয়াছেন, কোন কলেজে, এমন কি প্রেসিডেন্সী কলেজেও ছাত্রদত্ত বেতন হিসাবে যত টাকা আদায় হয় তাহার অতিরিক্ত খরচ করিয়া, এবং শিক্ষার্থীদের জন্য খরচের একটা সীমা ঠিক না করিয়া এবং কলেজের শিক্ষায় তাহাদের কোন উপকার লাভের যোগ্যতা আছে কি না তাহার তদন্ত না করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা নহে। প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ১৪৫ টাকা এবং সংস্কৃত কলেজে ৮৩০ টাকা খরচ পড়ে। ছোটলাট বাহাদুর ভিন্ন ভিন্ন কলেজের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে ডিরেক্টর বাহাদুরের সহিত একমত হইয়াছেন।

উক্ত বৎসর মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৭ হাজার বাড়িয়াছে। সেকেণ্ডারী অর্থাৎ মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর স্কুল সমূহে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার, কিন্তু আর্টস কলেজগুলিতে উহার সংখ্যা ৩০০। মাদ্রাসা ও মক্তব গুলির উন্নতি সাধন জন্য সদুপায় উদ্ভাবিত করিয়া দিয়া ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর বাহাদুর মিঃ আর্চ অনেক ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। বৎসর কাল মধ্যে প্রদেশের বেসরকারী মাদ্রাসাগুলির সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন করা হইয়াছে। মক্তবগুলির উন্নতিসাধন কি উপায়ে করা যাইবে তাহার ঠিকানা হইয়াছে। ক্রমশঃ উহা কার্য্যে করাই সম্ভব হইবে। ১৯০৮-৯সালের শেষ ভাগে কলিকাতা মাদ্রাসায় ৯৭০ জন ছাত্র [illegible] ইলিয়ট মাদ্রাসা হোষ্টেলে ১১৯ জন বোর্ডার স্থান আছে। ১০০ জন ছাত্রের স্থান হইতে [illegible] এরূপ আর একটী হোষ্টেল নির্ম্মাণ করিয়া [illegible] ব্যবস্থা ছোটলাট বাহাদুর করিতেছেন। [illegible] নবাব বাহাদুর উহার জন্য ২৫ হাজার টাকা [illegible]

## প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ ১৩১৬। স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ ভ্রমণ সংক্রান্ত দৈনন্দিন লিপিতে তুর্কজাতি সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত কথা অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। স্থানান্তরে উহা উদ্ধৃত করা যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে গোপালের মা'র বিবরণ বড়ই ভাবপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশের বিবাহ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন-

পাশ্চাত্য দেশের নিয়ম হচ্ছে যে, বিবাহের পর বর—মা, বাপ ভগ্নী, ভাই, কারুর সঙ্গে আর বাস করে না; তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র হন। বরং স্ত্রীর সঙ্গে শ্বশুরঘরে গিয়া বাস করা সমাজ সম্মত, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর পিতামাতার সঙ্গে বাস কত্তে কখনও আসতে পারে না।

"বাৎসল্যরস" প্রবন্ধ সুলিখিত। একটু নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।—

ভাগবত কহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবনীতে প্রকাশিত হইয়াই বসুদেব দেবকীকে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই মহত্বস্মৃতি বসুদেব দেবকীর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, বাৎসল্যধারা তাহা কখনও সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয় নাই। এই জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে অবিমিশ্র বাৎসল্যের স্থান ছিল না, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যে আত্মহারা ছিলেন না। ভগবান ভাল বাসা চান, ভক্তি চান না। আমরা দেখিতে পাই যে, যশোমতীও ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বিমোহিতা হন নাই। তিনি তখনও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রভাবে ভাবিতেছিলেন, আর ঐরূপ দর্শন করিয়াও তাঁহার বাৎসল্যরসের সঙ্কোচ হয় নাই। যশোমতীর হৃদয়ে "আমার ছেলে এত বড় লোক"—এই ভাবের উদয় হয় নাই; তিনি ভাবিতেন, তাঁহার গোপাল চিরকালই তাঁহার দুধের ছেলে। তাঁহার হৃদয়ে শিশু গোপালের প্রতি স্নেহ ভিন্ন অন্য কোনও ভাবই আসিত না। বিশ্বরূপাদি দর্শনে তাঁহার মনে হইত "এ আবার কি ভেল্কি? ইহাতে আমার গোপালের কোন অকল্যাণ হবে না তো?"

ভক্তের এই সুবিমল স্বর্গীয় ভাবে ভগবান বশীভূত হন। ঐরূপ ভক্তের কাছে ভগবান নিজের ঐশ্বর্য্য সংকুচিত করিয়া শিশুভাবে, বালকভাবে তাঁহার সমক্ষে সর্ব্ববিধ শিশুলীলা প্রকাশিত করিয়া তাঁহার স্নেহের জন্য নিজে যেন লালায়িত—এইরূপ ভাব দেখান; 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকেন, মার আদরের ভিখারী হন, মার তাড়না সহ্য করেন ও মার উপর অত্যাচার করেন; কারণ, তাঁহার চিরপ্রতিজ্ঞা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

"যে আমার যে ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজে আমি তাহার নিকট সেইভাবে প্রকাশিত হই।" যুগে যুগে ভক্তের বাসনা পুরাইবার জন্য ভগবান্ এমনি অপূর্ব্ব লীলার সৃজন করিয়া থাকেন ও করিবেন; যুগে যুগে ভাগ্যবান ভক্তের হৃদয়ে এই পবিত্র ভাবের লহরী খেলিয়াছে ও খেলিবে। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভাবই হৃদয়ে ধারণ করিয়া, যশোমতীর অপার বাৎসল্যের অনুভূতি করিয়া পথে পথে "বাপরে, কৃষ্ণরে" বলিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন। আবার সেই পরম শিক্ষকের (শ্রীগৌরাঙ্গের) কাছ হইতে এই নিরবচ্ছিন্ন বাৎসল্যভাব হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত করতঃ শিশুরূপী ভগবানের মধুরমূর্ত্তি; ঘনীভূত-ভাব-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াই ভক্তিবিগলিতচিত্তে বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন :-

ভাল নাচত মোহন নন্দ দুলাল,
রঞ্জিত চরণে মঞ্জীর ঘন বোলত,
কিঙ্কিণী তাহে রসাল
স্থলকমলদল জিনিয়া চরণতল,
অরুণ কিরণ কিয়ে আভা।
তার উপরে নখচাঁদ বিরাজিত,
হেরইতে জগমন লোভা॥
মণি আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত,
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চাঁদ বদন তুলি,
নবীন কোকিল যেন বোলে॥

শ্রীভগবানের এই অপরূপ ভাবময় মধুর মূর্ত্তি অবলম্বনে ব্রজে যে নিরাবিল বাৎসল্যের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমসিক্ত তুলিকায় সেই বাৎসল্যের ছবি তুলিয়াছেন, তাই সেই সকল চিত্র নির্ম্মল হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল।

তাঁহার হৃদয়ে আজ স্নেহ উছলিয়া উঠিয়াছে—কংশবিনাশের পরও যশোমতী মহাশক্তি বিভবসম্পন্ন যদুপতিকে ঠিক সেই "তাঁহার সেই দুধের গোপাল" বলিয়াই দেখিতেছেন।—

কোলেতে করিয়া নয়নজলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।

মাণিক জবে জ্বারে আমি।
এত বলি কত দেখল চুর।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ।
খাওয়াই দিয়াই শোয়াল ঘরে।
মুখাক বলিয়া বচন করে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রবন্ধে এখানে যেরোজের বিশেষ কথা আছে। একটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ...ধনের সকল সন্ধ্যাই সুলিখিত হয়। ...রের উদ্বোধন যেন মণি মাণিক্যে ভরা।

---

## নিম্নপ্রাথমিক বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম মুর্শিদাবাদ ১৯০৯-১০।

ফণিভূষণ সরকার বহরমপুর মক্তাব, ক্ষুদিরাম দাস জগন্নাথপুর, চাঁদমণ্ডল শুকদেববাটী, সাদ ...রেজেন মণ্ডল কুচিয়ামোড়, কালিদাস লাহিড়ী ...কাটা, কালীভূষণ মুখার্জ্জি সাউথ বেলডাঙ্গা, ...জান ঘোষ শক্তিপুর, গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল ...পুকুরিয়া, শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী তালবোনা ...লিকা, নলিনী মোহন দাস কুশুণ, কালীপদ ...দেব ..., সৈয়দ সেখ কলাই, সাদইমানি ...ডাঙ্গা, শ্রীভূষণ ভাস্কর বালুচর, মোতাহার ... বেলুরপাড়া, আবদুল গফুর বিশ্বাস হরিহরপুর, ...কুর আলি মিয়া জগটাই, জোবেদ আলি বিশ্বাস ...তলা আবদুর রকিব গোপীনাথপুর, কুমারী কুসুম কুমারী নশিপুর বালিকা, ভোলাদাসী দেবী বহরমপুর মহাকালী পাঠশালা, অজিত সুন্দরী দেবী লাল বাগ বালিকা; আয়য়া খাতুন চাঁদমারি বালিকা।

---

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—চম্পারণের ডেঃ মাঃ মিঃ সৈয়দ আহমেদ নবাব ১৯০৯ ৭ই ডিসেম্বর হইতে ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন। মিঃ ষ্টীটভিলড আই সি এস আর ৬ মাসের ফর্লো পাইলেন।

বিচার—কলিকাতা ছোট আদালতের ২য় জজ নবাব আবুল ফজল মহঃ আবদুল রহমন অতিরিক্ত কার্য্য ব্যতিরিক্ত উক্ত আদালতের চীফজজ হইলেন। বিষ্ণুপুরের মুঃ বাবু শশিভূষণ ...পূর্ণিয়া সদরের, আরার মুঃ সৈয়দ খালিদ ...নাইন বিষ্ণুপুরের, বাবু হরিহর প্রসাদ বি ...আরার পূর্ণিয়ার মুঃ মিঃ মহঃ হাসান ছাপরার, রামপুর হাটের বাবু সারদাপ্রসাদ বক্সি বাঁকুড়া সদরের, বাঁকুড়ার প্রতিনিধি মুঃ বাবু মহেন্দ্র লাল বসু রামপুরহাটের মুঃ হইলেন। সাতক্ষীরার মুঃ বাবু বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় ৮১ দিনের ছুটী এবং কলিকাতা ছোট আদালতের চীফ জজ মিঃ বেল ৯ মাসের ফর্লো পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ বাবু লাবণ্যমোহন সান্যাল মাণিপুর মহকুমায় স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—মৌঃ সৈয়দ হাসান আসকরি এম এ কলিকাতা মাদ্রাসার এংলো পার্শিয়ান বিভাগের শিক্ষক হইলেন। গয়ার ডেঃ ইনঃ বাবু গিরিধারী লাল ৩১ দিনের ছুটী পাইলেন। গয়ার সবইনঃ বাবু মহাবীর শরণ গয়ার ডেঃ ইনঃ হইলেন। গয়া সাহপুর গুরুট্রেনিং স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু মথুরাপ্রসাদ গয়া সদরের সবইনঃ হইলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের কেশিয়ার বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। উক্ত কলেজের ক্লার্ক বাবু চুনীলাল মিত্র কেশিয়ারের কার্য্য করিবেন। গয়ার সবইনঃ বাবু কালিকাপ্রসাদ বি এ গবর্ণমেণ্টের হিন্দী ও উর্দ্দু অনুবাদকের প্রথম হিন্দী আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ কলিকাতা ] আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় শৈলেন্দ্রনাথ বসু কৃষ্ণজীবন সান্যাল, সুশীলকুমার সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং ইন্দ্রনাথ নন্দী—এই পাঁচজন আসামীর সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি মহাশয় এবং বিচারপতি কারণডফের মধ্যে মতভেদ হয়। প্রধান বিচারপতি মহাশয় ইহাদিগকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দিতে চাহেন, কিন্তু বিচারপতি কারণডফ ইহাদিগকে ১২১ক ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কম করিয়া দণ্ড দিতে চাহেন। তৃতীয় বিচারপতি মিঃ জষ্টিস হ্যারিংটনের নিকট এই কয়জন আসামীর পুনর্বিচার হইতেছে। আলিপুরের সেসন জজ আসেসরদিগের সহিত একমত না হইয়া ইহাদের সকলকেই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ এবং ১২১ক ধারা অনুসারে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। গত সোমবার হইতে এই বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সরকার পক্ষে এডভোকেট জেনারেল এবং মিঃ ষ্টোক্স ও বাবু অতুলচরণ বসু মোকদ্দমা চালাইতেছেন। আসামীদের পক্ষে প্রথম দুই জনের তরফে বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু, পরবর্ত্তী দুই জনের পক্ষে বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শেষোক্ত ইন্দ্রনাথ নন্দীর পক্ষে মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মোকদ্দমা চালাইতেছেন।

[ বোম্বাই ] ৫ই জানুয়ারির সংবাদ—নাসিক ব্যাপারের সংশ্রবে ইয়োলা নামক স্থানে বিনায়ক কাশীনাথ কুলাধিকার নামে ১৮ বৎসর বয়স্ক একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে ধরা হইয়াছে। উহার বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া তরবারি এবং অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৪০ জনকে ধরা হইল।

[ যুক্ত প্রদেশ ] বেনারসের থিয়সফিক্যাল সোসাইটী সম্পৃক্ত শিক্ষাসমিতির অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। বিবি আনি বেসাণ্ট সভাপতির কার্য্য করেন। স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে বিবি বলিয়াছেন, "ভারতের স্ত্রীদিগের শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় স্ত্রীগণ ভারতবাসীর আচার ব্যবহার জানেন না, সুতরাং ঐ শিক্ষা তাঁহাদের দ্বারা না হইয়া দেশীয় স্ত্রীগণ দ্বারা হইলেই ভাল হয়। ভারতবাসীর জাতীয়ত্ব এখনও ভারতবাসীর গৃহস্থালী মধ্যে আছে। পুরুষেরা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছেন, স্ত্রীরা এখনও হন নাই। বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব আছে এমন মেয়েদের শিক্ষার ভার বয়স্ক পুরুষদিগের উপরও দেওয়া যাইতে পারে।" বিবি অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন, "দেশীয়গণকে "নেটিভ" বলায় তাঁহাদের অবমাননা করা হয়। মহীশূর দরবার মহীশূরে সকল ধর্ম্মের লোকের ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষাদান অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া সেই মত ব বস্থা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান দেশীয় রাজগণেরও এই পথানুসারে কার্য্য করা উচিত। আজমীরের রাজকুমার কলেজ এবং ঐরূপ সমস্ত বিদ্যালয়কে পথপ্রদর্শক হইতে হইবে। ইহাঁরা যদি এই পথে কার্য্য করেন তবে গবর্ণমেণ্টও আহ্লাদের সহিত তাহাই করিবেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ দিকে খুবই ইচ্ছা আছে, কিন্তু অগ্রণী হইতে চাহেন না। দেশের সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন লোকেরা যদি পথ দেখান তাহা হইলে এ বিষয়ে দেশবাসীর সম্মতি আছে বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টও সেই পথে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়েন। উত্তর পশ্চিমের ম্যিকরমেটরী স্কুলে হিন্দু ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্ম পুস্তক পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আর এক কথা, শিক্ষিত

পরিবারের ছেলেদের সহিত নিম্নশ্রেণীর লোকের ছেলেদের পড়িতে দেওয়া ঠিক নয়। ইহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকের ছেলেদের উপকার হয় না, অথচ উচ্চ শ্রেণীর লোকের ছেলেদের অপকার হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ছেলেদের সভ্যভব্যতা সদাচরণ সম্বন্ধে যাহা শিখিতে হইবে, শেষোক্ত শ্রেণীর ছেলেদের তাহা জানা আছে। এরূপ ব্যবস্থায় উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতা, রোগ এবং কুকথার অভ্যাস জন্মিতে পারে।" বাঁকীপুরের বাবু পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ "ভারতে শিক্ষা," মিঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ার "শিক্ষার প্রণালী", বেনারস হিন্দু কলেজের হেড মাষ্টার রায় ঈশ্বর নারায়ণ ভর্গ্ব "ভারতে শিক্ষাসম্বন্ধে বেসরকারী লোকের অধ্যবসায়ের ক্রিয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করেন। গোয়ালিয়র ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রধান শিক্ষক মহাশয় গোয়ালিয়র রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ উল্লেখ করেন। মহীশূরের দেওয়ান বলেন যে, মহীশূরের হিন্দু ছেলেকে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মুসলমান ও খৃষ্টানের ছেলেকে কোরাণ ও বাইবেল পড়ান হইতেছে। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। প্রোফেসার ভেলাঙ্ক ও মিঃ নারায়ণ আইয়ারও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য বলিয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর এবং ষ্টেট সেক্রেটরী মহাশয়ের হাত দিয়া সম্রাটের নিকট "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকীয় সনন্দের প্রার্থনা জানাইয়া এক আবেদনপত্র পাঠান হইবে স্থির হইয়াছে। ইনি বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে খৃষ্ট এবং বৈনাশ্রী ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মের লোকেদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি পাইয়াছেন। বাঙ্গালার জাতীয় শিক্ষা সমিতিরও এ বিষয়ে সম্মতি আছে। বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ঐ সনন্দ যাহাতে পাওয়া যায় তজ্জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং এইকথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার ক্ষমতা তিনি তাঁহাকে দিয়াছেন।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর পরিচালিত তারকেশ্বর শাখা রেলওয়েতে কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটী নূতন ষ্টেশন ( কৈকালা, কামারকুণ্ডু, নসিবপুর ) খুলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোনটীয়ই প্লাটফারম বা ষ্টেশনগৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই। প্লাটফারম না থাকায় যাত্রীদের বিশেষতঃ অক্ষম বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বড়ই কষ্ট হইতেছে। মাটি ফেলিয়া ও কাঠ পুঁতিয়া অল্প ব্যয়েও প্লাটফরম হইতে পারে। এতাবৎকাল দুই পার্শ্বের যে পরিমাণ ভূমি কোম্পানি তারের বেড়া দিয়া দখল করিয়াছিলেন কিছুদিন হইল তদপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া বেড়া দেওয়া হইয়াছে রেলওয়ের অবরোধে যথোপযুক্ত জলনিকাশ হইতে না পারায় আজ কয়েক বৎসর হরিপাল থানার পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী অনেকগ্রাম জলপ্লাবনে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা সুসঙ্গত।

[ সাধারণ ] আগামী ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে প্লীডারশিপ পরীক্ষা গৃহীত হইবে মোক্তারী পরীক্ষা ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা, গৌহাটী ও সিলেটে গৃহীত হইবে। কলিকাতায় পরীক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে গৃহীত হইবে। প্লীডারশিপের মৌখিক পরীক্ষা ২১শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১০ টা ও ২ টার সময় গৃহীত হইবে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১০ টার ও ২ টার প্রশ্নপত্র দেওয়া হইবে। মোক্তারী পরীক্ষার দুই প্রশ্নপত্র ২১শে ফেব্রুয়ারী ১০ টার ও ২ টার দেওয়া হইবে। ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১০ টার সময় মোক্তারীর মৌখিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পরীক্ষাস্থলে কাগজকালী দেওয়া হইবে, পরীক্ষার্থীরা কেবল কলম লইয়া আসিবেন।

ধূমকেতু—একটা নূতন ধূমকেতুর আবিষ্কার হইয়াছে। গ্রীনউইচের মানমন্দিরে জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রত্যহ রাত্রিতে ঐ ধূমকেতুটার ফটোগ্রাফ লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ফটোগ্রাফ তোলা হইলে উঁহারা উহার ভ্রমণপথ নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং পৃথিবী হইতে কতদূর পথ দিয়া উহার গতি হইবে তাহার নির্ণয় হইবে। আমেরিকার প্রিন্সটন মানমন্দিরের ডাঃ ড্যানিয়েল সম্প্রতি এই আবিষ্কার করিয়া গ্রীনউইচে সংবাদ দেন। তথায় ইহার ফটোগ্রাফ লওয়ার চেষ্টা হইতেছে। কবে ফটোগ্রাফ পাওয়া যাইতে পারিবে বলা যায় না। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই যে কোন এক রাত্রে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার গতি উত্তর দিকে। একজন জ্যোতিষী বলিয়াছেন, গ্রীনউইচ হইতে এই ধূমকেতুটা বহুদিন যাবৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যন্ত্র সাহায্য বিনা শুধু চোখে আদৌ দেখিতে পাওয়া যাইবে কিনা বলা যায় না। সূর্য্য এবং পৃথিবী হইতে ইহা ক্রমেই দূরে যাইতেছে, সুতরাং উহার ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই লোপ পাইবে। হ্যালির ধূমকেতুর ফটোগ্রাফ গ্রীনউইচে প্রতি পরিষ্কার রাত্রিতেই লওয়া হইতেছে। এই ধূমকেতুটী পৃথিবীর লোকের বড়ই চাঞ্চল্যকর হইয়াছে। [illegible] ম্বর তারিখে ইহার যেরূপ ঔজ্জ্বল্য ছিল, ৩০শে নবেম্বরে তদপেক্ষা কমিয়া যায়, কিন্তু ১লা ডিসেম্বর আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ৮ই ডিসেম্বরে সেইরূপ উজ্জ্বল দেখা দিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আরও উজ্জ্বল শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে এইরূপ মনে হইতেছে। জ্যোতিষী রেঃ টি ফিলিপ্স বলিয়াছেন যে, ডিসেম্বরের শেষভাগ হইতেই এই ধূমকেতু সবেগে ক্রমশঃ সূর্য্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং পৃথিবীর গতি থাকায় ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে দূরে যাইয়া পড়িতেছে। আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়া, ছিল ১০০০ লক্ষ হইবে ১৭৬০ লক্ষ মাইল। তখন ইহাকে আর দেখা যাইবে না, কিন্তু এপ্রেলের শেষ ভাগে শেষ রাত্রে আকাশে আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন পৃথিবী ও ধূমকেতু সবেগে পরস্পরের সম্মুখীন হইতে থাকিবে এবং আগামী ২০শে মে তারিখে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ১৪০ লক্ষ মাইল হইবে। ১৮ই মে রাত্রিতে ধূমকেতু ও পৃথিবী সূর্য্যের সহিত এক সরল রেখায় অবস্থিত থাকিবে। এই ধূমকেতুর পুচ্ছটা যদি ১৫০ লক্ষ মাইল লম্বা হয় ( বরং বেশী হইবে ত কম নয় ) তাহা হইলে পৃথিবীকে ঐ সময়ে ঐ পুচ্ছের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে যে অনর্থ ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতে করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু ধূমকেতুর পুচ্ছ অতিশয় সূক্ষ্ম পাতলা উপাদানে প্রস্তুত। ১৮৬১ সালে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন বিপদাপদ ঘটে নাই।

[ সাধারণ ] "সমগ্র ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতি"র তৃতীয় দিনের অধিবেশনে এই স্থির হইয়াছে যে, "ভারতের সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদিগের আদর্শ ভাবের উন্নতি করিতে হইলে যতশীঘ্র সম্ভব আলিগড় কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র মুসলমান সমাজের উচিত আপনাদিগের মধ্য হইতে টাকা তুলা অর্থসংগ্রহ করা। মুসলমান তালুকদার ও জমিদারবর্গ তাঁহাদের জমির উপর প্রতি টাকার এক পাই করিয়া "মুসলমান বিদ্যালয় সেস্" স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের সঙ্গে যাহাতে দেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক।" ব্রহ্মদেশে নিয়াজীর মুসল-

...কে প্রতিপালন এবং রীতিমত শিক্ষাদান ... বাশিষ্টভাবের একটি "মুসলমান অনাথাশ্রম" ... প্রস্তাবও সভাস্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। ...তীয় সমিতির অধিবেশনশেষে "সামাজিক ... অধিবেশন লাহোর ব্রাডলা হলে হইয়া ...। নাভা রাজ্যের টিকা সাহেব সভাপতি ...লেন। তিনি অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়া ... আমাদের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে অন্ত- ...—(১) জাতিভেদ প্রথা, এবং (২) ...দিগের অবস্থা। পাশ্চাত্য শিক্ষার ... এই অন্তরায় ঘুচাইবার দিকে যে লোকের ...তাহার চক্ষু চারিদিকেই দেখিতে ...যাইতেছে। জাতিভেদ থাকায় সম্মিলন ... বাধাপ্রাপ্ত হয়, ইহাতে মনোবাণিজ্যের সৃষ্টি ...ইহাতে দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ...ক্ষতি করে। ইহাতে বিবাহের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়া জাতীয় অধঃপতন ঘটায়। সমগ্র ভারত...বাসীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য মধ্যে পরিগণিত। ...পর লোকেরা নিজেদের স্বার্থ ... বিভেদ ঘটাইয়াছে। যাঁহারা ... শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ... জন্য ছেলেদের বৈদেশিক রাজ্যে ... এবং এই সকল অন্তরায় ঘুচাই... দেশমধ্যে আন্দোলন চলুক। স্ত্রীদিগের ... প্রথা দোষাবহ। ইহাতে ... বিষয়ে স্ত্রীদিগের উন্নতি সাধনে ... বিবাহিত মেয়েকে বাপমায়ে ... পাইতে চাহে না; সেরূপ স্থলে বাল্য বিবাহও স্ত্রীশিক্ষার একটি অন্তরায়। এই সমস্ত অন্তরায় এবং কুসংস্কার সমূহ না ঘুচিলে উন্নতির আশা নাই।"

...বিশ্ববিদ্যালয় হলে, স্ত্রীদিগের একটি ...হইয়াছিল। প্রায় চারি শত স্ত্রী সমিতি... উপস্থিত ছিলেন। পর্দার বন্দোবস্ত ... কোন মুসলমান স্ত্রী সভায় আসেন নাই। মিসেস সরলা দেবী চৌধুরী সভাস্থলে ... অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন, "শাস্ত্রে স্ত্রীকে অবলা বলা হয় নাই, শক্তি বলা হইয়াছে। ... কার্য্য করে, স্ত্রী সেই কার্য্য করণে শক্তি দেয়। স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, বাটীর ছেলেমেয়ের শারী... মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন বিষয়ে স্ত্রীর দায়িত্ব। সমাজে স্ত্রীর শক্তি বেশী। স্বামী ... সাধ্বী, সমাজ সংস্কারক, স্ত্রীশিক্ষা ও ...বিবাহ পক্ষে এবং বাল্যবিবাহের প্রতিকূলে ...তা দিয়া প্রশংসা পাইতেছেন, কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ না করিতেই তাহার স্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার কন্যা দশ বৎসর বয়স্কা হইলেও তাহার বিবাহ কেন তখনও পর্য্যন্ত দেন নাই সেই জন্য অনুযোগ করিলেন। সেই স্ত্রীশক্তির নিকট তাঁহার সমস্ত প্রস্তাবই অকৃতি। এরূপ অবস্থায় শতকরা ৯৯টি স্থলে স্বামীকে স্ত্রীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ইহাতেও স্ত্রীকে "অবলা" বলা হয়! প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীই সমাজের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্রী। পুরুষ প্রস্তাব করে কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে মূল শক্তি স্ত্রী। স্ত্রী, জাতির জননী স্বরূপা সুতরাং জাতীয় শিক্ষয়িত্রী। স্ত্রীর হস্তে যদি সত্যরূপ আলোক দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি ছেলেদের ঠিক উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন, কিন্তু তাহা যদি না দেওয়া হয় তাহা হইলে ছেলেমেয়েদের তিনি অন্ধকারের পথে লইয়া যাইবেন।" সভাস্থলে ট্রান্সভালের দুঃস্থ ভারতবাসীর পরিজনদিগের সাহায্যার্থে ১২০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং পরে আরও অনেকে সাহায্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হন। এই কক্ষে সমবেত স্ত্রীদিগের মধ্য হইতে মূল্যবান চারিটি অঙ্গুরী দেওয়া হইয়াছিল।

---

## কৌতুক-কণা।

বাদীর উকিল—মহাশয়, আপনি একটা নিরেট গাধা।

প্রতিবাদীর উকীল—মহাশয়, আপনি একটা মিথ্যাবাদী।

জজ সাহেব [বাদী এবং প্রতিবাদীর উকীলের প্রতি]—ভদ্রগণ! আপনারা পরস্পর পরস্পরকে সনাক্ত করিয়া লইয়াছেন, আসুন, এক্ষণে আমরা এই মোকদ্দমার বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই!

---

মাতা—নীলা, ওখানে কটা হাঁস আছে গুণে আয় ত।

পাঁচ টা আছে। আর একটা হাঁস মা, কোথাকে কিনা, আমি গোণবার সময় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল, আমি তাকে কিছুতেই গুণ্‌তে পারলুম না!

---

কোন পত্রিকার একটী সম্পাদক এবং দুইজন বন্ধু "বয়স" সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। অন্যান্য কথার পর, একজন বন্ধু সম্পাদকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে কাকে বয়সে বড় দেখায়?"

সম্পাদক (একটু সমস্যায় পড়িয়া)—কি করে বোল্‌বে! আপনাদের দুজনকেই ত পরস্পরের অপেক্ষা বড় দেখাচ্চে!

---

গৃহকর্ত্তা [রাঁধুনী বামুনকে]—পরেশ বাবু, মথুর বাবু, যতীন বাবু আসচেন, তাঁরা আজ আমার এখানেই খাবেন—

বামুন [বাধা দিয়া]—বাবু! আমাকে আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। আমার সাধ্যমত আমি খারাপ করে রাঁধব—তাঁরা আর কখনও আপনাকে কষ্ট দিতে আসবেন না!

---

সুবোধ [ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক]—মা, মা, আমাকে একটা বাঁশি, আর ভুলোকে একটা ডুগ্‌ডুগি কিনে দাও না মা—

মা— না তোমাদের চেঁচামেচিতেই দিনের বেলায় টেঁকা দায়—তার ওপর আবার বাঁশি, আর ডুগ্‌ডুগি!

সুবোধ (বাধা দিয়া)—না, মা, তোমাদের একটুও জ্বালাতন কোরব না বল্‌চি; রাত্রে তোমরা যখন ঘুমুবে আমরা সেই সময় বাজাব।

---

উত্যক্তচিত্ত মনিব [বিরক্তভাবে সার্টিফিকেট লিখিতে লিখিতে]—তুমি আমার কাছে একদিনও ভাল কাজ করিতে পার নাই ইহাই লিখিতেছি।

কেরাণী—হুজুর! সে সব যেমন আপনার মেহেরবাণী হয় তাহাই লিখিবেন। কিন্তু আমি যে প্রকৃত পক্ষে আট মাস আপনার নিকট কাজ করিয়াছি সে কথাটা লিখিয়া দিলেই অবশ্য সার্টিফিকেট হইবে!

---

## SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR URIYA STUDENTS.

The Government of Bengal has sanctioned the institution of six special scholarships, as noted below, for the benefit of Uriya students who join the Civil Engineering College, Sibpur. The amount of the scholarships is fixed so as to cover the cost of board and tuition at the College—

(1) Two special Sub-Overseer scholarships of Rs 15 each a month, tenable for two years in the senior section of the Apprentice Department.

(2) Two special Overseer scholarships of Rs 15 each a month, tenable for two years in the senior section of of the Apprentice Department.

(3) One special Overseer (Practical Training) scholarship Rs 10 a month tenable for 18 months during the period of practical training in the Apprentice Department.

(4) One special Engineering scholarship of Rs 20 a month, tenable for four years in the Engineer Department.

2. The Overseer (Practical Training) scholarship will be awarded for the first time on the results of the Overseer examination of 1912. The other scholarships will be awarded from the year 1910-11.

The continuance of the special Sub Overseer scholarships will be liable to reconsideration when the status of the Cuttack Survey School raised.

(3) Uriya students will be eligible for the scholarships in question whether their religion be Hindu, Muhammadan, Christian or other, the sole test of eligibility in this regard being that of race.

In the absence of eligible Uriya candidates, the scholarships will not be awarded.

4. Candidates for these scholarships must possess the educational qualifications for admission laid down for regular students of the Department. A concession of two years in the maximum limit of age is allowed to them.

5. Students securing these scholarships will not receive reduction or remission of the ordinary college fees.

Applications for these scholarships should be accompanied by:—

(1) a certificate of moral character. ... the head of the institution at which the candidate last studied, and

(2) certificates as to the respectability of his family and of his eligibility under the rules for the scholarship applied for.

7. Applications for the scholarship ... in the Engineer Department should be sent together with the formal application for admission to the Engineer Department, and the usual registration fee of Rs 4 (which shall in no case be refunded), so as to arrive at the office of the Principal, Civil Engineering College, Sibpur, not later than the 15th of June in each year.

Applications for the special (1) Sub-Overseer (2) Overseer and (3) the Practical Training (Overseer) scholarships should be sent together with the applications for admission to (1) the first year class, (2) the Sub Overseer examination and (3) the Overseer examination respectively. Such applications should reach the office of the Principal, Civil Engineering College Sibpur, not later than the date which may be fixed in any years as the last date on which applications for admission to the class or examination in question will be accepted.

8. For information not contained in the above rules applications should be made to the Principal, Civil Engineering College, Sibpur.

CALCUTTA, The 14th December 1909. JOHN RICHARD CUNNINGHAM, Asst. Director of Public Instruction, Bengal.

---

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Muhammadan graduate for the post of Sub-Inspector of schools in the Burdwan Division on a salary of Rs 50 a month. Applications are to be made on or before the 30th January 1910 to the address of the Inspector of school, Burdwan Division, Chinsurah, District, Hooghly. 21.1.1910.

A Hd master for the Sonandili M E school on Rs 25 a month. Board and lodging free. None need apply who is not an F A or who has not been permitted by the Inspector of schools, Burdwan Division to work in that capacity. Apply to Babu Surendra Nath Tarafdar M A Additional Deputy Inspector of schools, Burdwan.

For the M E school, A B Railway Pahartali, Dt. Chittagong to be opened in January 1910—(1) an* F A Hd master on Rs 30 per month, lodging free and private tuition available: an elderly man preferred. (2) A Normal passed (under new system) Hd Pandit on Rs 15 a month, (3) one 2nd master on Rs 15 a month. The place is just opposite the Pahartala station of Assam Bengal Railway and 2½ miles off the Chittagong station.

A graduate for the Sudhakarpur H E school on Rs 40. Apply to Babu Nalinakhya Dutt, Kasiadanga po via Muragacha, Dt Nuddea.

A plucked B A as 4th master of the Kaliganj Raja Rajendra Narain H E school (Dacca) on Rs 30 rising to Rs 35 in five years. Boarding charges of Rs 5 a month. Agreement for two complete sessions. Apply to Babu Kali Bhusan Mukerjea, po Kaliganj, Dacca.

A plucked B A strong in Mathematics as 2nd master on Rs 25 per month with free board and lodging and a plucked B A or passed F A strong in English as 3rd master on Rs 20 a month with free board and lodging for the Banagram Century Institution, po Sripur—Banagram. Dt Khulna.

An F A Hd master for Dharmada middle class school Dt Nadia on Rs 30 with private tuition. The place is two miles from Railway station. Apply to Babu Kali Pada Chatterji, Pleader Goari.

An Entrance passed private tutor with free board and lodging on Rs 10 a month. Apply to Babu Gournath Roy, Zemindar, Fatepur, po Subarnapur Dt. Nadia.

---

উদ্ধৃত

## প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীজাতির অবস্থা

...রা হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম গ্রহণে অসমর্থ ...অনিচ্ছুক হইয়া, প্রচলিত সংস্কারের বশবর্তী হন, তাঁহাদের বিশ্বাস স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীজাতিকে সম্মান করিবার প্রথা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিগণ পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের সমাজে প্রচলিত করিতে চাহেন। ব্রাহ্ম ধর্ম যেমন স্বতন্ত্রধর্ম নহে, হিন্দুধর্মের সারভাগ, সেইরূপ নারীজাতিকে সম্মান করিতে হইবে, এই নীতিটী পবিত্র হিন্দুশাস্ত্র হইতেই উঁহাদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীয়দের ধর্মে ইহার বিরোধী ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মে নারীজাতির মান হিন্দুধর্মের ন্যায় এত উচ্চ নহে। নারীকে সমস্ত দোষের আকর মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকাই তাহার উপদেশ। ধর্মাবতারের অবতার মহাত্মা বুদ্ধও নারীকে সকল ...র পদোস্খলনের হেতু মনে করিয়া, নারীর ...গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। পুংশক্তি এবং ...শক্তিকে যে ধর্মে সমভাবে দেখিতে দেয় না, ...কদাচ উদার এবং সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষ লইয়াই হিন্দুর ঈশ্বর, ...রের বিভিন্ন শক্তিকে আমরা দেবীরূপে ...করি। "যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরই মহত্বের উপযুক্ত উপদেশ। স্ত্রী জাতিকে এতটা সম্মানের চক্ষে দেখিবার উপদেশ এবং তাহার চরণে ভগবানকে মাতৃমূর্তিতে পূজা করার পদ্ধতি আর কোন ধর্মেই নাই। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কর্তব্যবোধে তাঁহাদের শাস্ত্রের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়াও স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতেছেন, আর হিন্দুগণ শাস্ত্রের উপাসনা করিয়া গোটাকতক ব্যবহারিক নীতি শ্লোক প্রস্তুত করিয়া নারীশক্তিকে পদানত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া শাস্ত্রের উপদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন। রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীজাতির কুৎসাপূর্ণ প্রহসন রচনা করিয়া অভিনয় করা আজকাল একটী "ফ্যাশান" হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল প্রহসনরচয়িতারা সমাজের মঙ্গলেচ্ছু বলিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইতেছেন! স্ত্রীজাতিকে বশে রাখিবার যিনি যত পক্ষপাতী, তিনি তত নিষ্ঠাবান হিন্দুর আসন পাইতেছেন! তাঁহারা মনেও করেন না যে, শাস্ত্রের অনুশাসন না মানিয়া চলা যদি পাপ হয়, তবে প্রকৃতিরূপিণী নারীকে যাঁহারা সম্মানের চক্ষে দেখেন না, তাঁহারাই প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন, এবং যে সকল ব্রাহ্মণকে তাঁহারা হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতেছেন। জীবগণের গর্ভধারিণী বলিয়া নারী জননী স্বরূপা, সুতরাং তাঁহাদিগকে লইয়া রহস্য করা কখনই বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য নহে।

স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অর্থাৎ জ্ঞানলাভের অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া, এবং উপযুক্ত স্বাধীনতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মগণ সমাজবিপ্লবকারী বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকেন কিন্তু ইঁহারাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং হিন্দুধর্মাভিমানী ব্যক্তিগণই বিজাতীয়ের অনুকরণপূর্ব্বক শাস্ত্রের উপদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, আমরা প্রাচীন কালের নারীজাতির অবস্থাসম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রাচীনকালের নারীগণ জ্ঞানালঙ্কারে কিরূপ অলঙ্কৃতা ছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ী সংবাদ পাঠে তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে। আদর্শসতী ভগবতীর প্রতি মহাদেবের ব্যবহার আদর্শ দাম্পত্যজীবনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। প্রাচীনকালের গার্গী মৈত্রেয়ী, খনা, এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারপ্রয়াসী উভয়ভারতী প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণের ইতিহাস তৎকালীন নারীজাতির উন্নতি বিষয়ে অদ্যাপি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখা, বা গৃহকর্ম ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখা তৎকালে ধর্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত, তবে কদাচ এই সকল মহিলা জ্ঞান গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া আদর্শ নারীরূপে পরিগণিত হইতে পারিতেন না। প্রাচীনকালের রমণীরা কিরূপ অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানসুধাপানের অধিকারিণী ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যাইতে পারে। উপনিষদ্ হইতে আমরা কেবল কয়েকটী শ্লোকের ভাবার্থ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থাবলম্বনের প্রাক্কালে তদীয় বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

মৈত্রেয়ি! আমি আমার এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনগমনোদ্যত হইয়াছি, এ সময়ে তোমার এবং কাত্যায়নীর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

মৈত্রেয়ী কহিলেন—"প্রভো! যদি এই পৃথিবী ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া আমার অধিকারগতা হয়, তাহা হইলে কি আমি অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য—"না মৈত্রেয়ি! ধনরত্ন প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীতে যে সুখ সম্ভব, উহা দ্বারা তোমার কেবল তাহাই লাভ হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা তোমার অমর হইবার কোনই আশা নাই!"

মৈত্রেয়ী কহিলেন—"যাহা আমাকে অমর করিতে পারিবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অবিনশ্বর বিষয়সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, দয়া করিয়া আমাকে তাহাই বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—তুমি আমার প্রিয়া এবং আমার প্রিয় প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব। তৎপরে তিনি উপনিষদে ব্যাখ্যাত স্বামী স্ত্রীতে, পুত্র কন্যায়, ধনরত্নাদিতে এবং জগতের সর্বভূতে যে প্রকারে পরমাত্মা অবিনশ্বর ভাবে অবস্থিতি করেন- তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। বিদুষী মৈত্রেয়ীও তাহা সম্যক্ প্রকারে প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, সেই সময়ে স্ত্রী কেবল গৃহকার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিতেন না, পারমার্থিক বিষয়েও তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য করিতেন।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজাদের শাসন কালে অবরোধপ্রথা ভারতে ছিল না, এ সম্বন্ধে প্রমাণের মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটী উল্লেখ

যোগ্য। রাজর্ষি জনক যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তখন কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে ঋষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক এক সহস্র গাভীর প্রত্যেক শৃঙ্গে দশ পদ পরিমিত স্বর্ণ বাঁধিয়া দিয়া সমাগত ঋষিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তিকে ঐ সকল গাভী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনেকের এই আশা [illegible] কোন ব্যক্তিই [illegible] গাভী লইতে সাহসী হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য অগ্রসর হইয়া তাঁহার শিষ্যকে গাভী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্নপরম্পরা দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন, কিন্তু বুধশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য সকলের প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। কিন্তু সেই মহাসভায় একটী মনস্বিনী মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তিনি সমাগত অন্যান্য পণ্ডিত অপেক্ষা জ্ঞানে কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি অত বড় একটা বিরাট সভায় একজন মহিলার উপস্থিতি—শুধু উপস্থিতি নয়, জ্ঞানিজনোচিত ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তৎকালীন নারীজাতির উন্নত অবস্থার উত্তম পরিচয় প্রদান করে।

বস্তুতঃ নারীজাতির প্রতি সম্মানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোনও প্রদেশে কিম্বা আর কোন ধর্ম্মক্ষেত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রমণীগণ স্বীয় জ্ঞানগরিমায় গৌরবান্বিতা হইয়া স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার জীবনপথের প্রকৃত সহচারিণী ছিলেন, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ন্যায় প্রাচীনকালের হিন্দু নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল না বটে, কিন্তু এখনকার সহর অঞ্চলের ন্যায় কঠোর অবরোধ প্রথা তৎকালে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। তাঁহাদের যথোপযুক্ত সংযত স্বাধীনতা ছিল। আজি কালি হিন্দুসমাজে যে অবরোধ প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত। সাধারণতঃ রাজার অনুকরণ করিতে সকলেই ভালবাসে সুতরাং মুসলমানরাজত্ব কালে অনেকটা তাঁহাদের পদ্ধতি এবং শাসনপ্রণালীর রীতি প্রভৃতি অনুকরণ কারণে যে হিন্দুসমাজে নারীজাতির সাধারণের অদৃশ্য ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ভিন্ন সমা- [illegible] রাজার তেমন প্রাধান্য হয় নাই। তথায় রমণীদের স্বাধীনতা আমাদের এই উক্তির সমর্থন করে। ঐ সকল প্রদেশে মুসলমান শাসন তেমন বদ্ধমূল হইতে পারে নাই বলিয়াই তথাকার নারীজাতি প্রাচীন আর্য্যভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশেও যে সকল পল্লীতে হিন্দু বড় বাস এবং বড়রাস্তা নাই তথায় স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে অবরোধ প্রথার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। তবে স্ত্রীলোকদিগের জন্য বাড়ীতে একটু ঘেরা বা পর্দ্দা দেওয়া স্থান ইংরাজদেরও মধ্যে প্রয়োজন হয়। (বামাবোধিনী ৫৫০ সংখ্যা ২য় ভাগ)

---

## আত্মার মুক্ত স্বভাব। [২]

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্নদৃষ্টির কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা সম্বন্ধ আছে এবং ইহাতে তত্ত্বটী অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটী এই—এই ভ্রম কে প্রসব করিল?'—কোন সত্তা কি কখন ভ্রম প্রসব করিতে পারে? কখনই নহে। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভ্রমই আর একটা ভ্রম প্রসব করিয়া থাকে, সেটী আবার একটী ভ্রম প্রসব করে, এইরূপ চলিতে থাকে। ভ্রমই চিরকাল ভ্রম প্রসব করিয়া থাকে। রোগই রোগ প্রসব করিয়া থাকে, স্বাস্থ্য কখন রোগ প্রসব করে না। জল ও জলের তরঙ্গে কোন ভেদ নাই—কার্য্য, কারণেরই আর এক রূপমাত্র। কার্য্য যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে। এই ভ্রম কে প্রসব করিল? অবশ্য আর একটী ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের আর শেষ হইবে না—ভ্রমের আর আদি পাওয়া যাইবে না। এখন আপনাদের একটী প্রশ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে যে, 'ভ্রমের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে কি আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ, আপনি জগতে দুটী সত্তা স্বীকার করিতেছেন—একটী আপনি, আর একটী ঐ ভ্রম।" ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা জীবনে সহস্র সহস্র স্বপ্ন দেখিতেছেন কিন্তু সেগুলি আপনাদের জীবনের অংশস্বরূপ নহে। স্বপ্ন আসে আবার চলিয়া যায়। উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটা সত্তা বা অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহা অলৌকিক কথা মাত্র। অতএব জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দস্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই আপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই যে সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে, এ গুলির কি হইবে? উত্তর —তাহারা সবই থাকিবে। উহারা কেবল অন্ধকারে আলোর জন্য হাতড়ান মাত্র, আর ঐরূপ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলোক আসিবে। [স্বপ্নকে পাতলা করিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গের উপায় করার চেষ্টাই উপাসনা। নির্ম্মল বুদ্ধিতেই আত্মজ্ঞান] আমরা এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা আপনাকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহাদের বাহিরে। এই জালের মধ্যে দাসত্ব ইহার সমুদয়ই নিয়মাধীন। উহার বাহিরে আর কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড যতদূর পর্য্যন্ত, ততদূর পর্য্যন্ত সত্তা নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার বাহিরে। যতদিন আপনি দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনি মুক্ত—এ কথা বলা নিরর্থক। কারণ ঐ জালের মধ্যে সমুদয়ই কঠোর নিয়মে, কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ। আপনি যে কোন চিন্তা করেন, তাহা পূর্ব্ব কারণের কার্য্যস্বরূপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কার্য্যস্বরূপ। ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা [illegible] এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিয়দংশমাত্র, সুতরাং "স্বাধীন ইচ্ছা" বাক্যটীর কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক; স্বাধীনতা বা মুক্তিসম্বন্ধে এই সমুদয় বাগাড়ম্বরও বৃথা। মায়ার ভিতর স্বাধীনতা নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায়, মনে, কার্য্যে এক খণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার মত বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, এই উভয়ই কঠোর কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন। মায়া হইতে যত দিন না বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। ঐ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউক না কেন, এখানকার কোন বস্তুই স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে না—এই যুক্তির বল যতদূর স্পষ্টরূপে দেখুক না কেন, সকলকেই বাধ্য হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, তাহা না করিয়া থাকিতেই পারে না। যতক্ষণ না আমরা বলি যে আমরা স্বাধীনতার [illegible] বলিয়া থাকি, তাহা অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির [illegible]

[illegible] লীলাকাশরূপ সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত [illegible]কতদর্শনমাত্র; আর লীলাকাশরূপ [illegible] অর্থাৎ মুক্তস্বভাব আত্মা উহার [illegible]য়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই ব্রহ্মের [illegible] মধ্যে, এই বাক্যে চলিবার মধ্যে, [illegible] সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে [illegible] না। এই সমুদয় অনাদি অনন্ত [illegible]দের বশে নাই, যাহাদিগকে [illegible] না, যাহারা অবস্থা-সন্নিবেশিত, [illegible]ময়—সেই সমুদয় স্বপ্নগুলিকে [illegible] এই জগৎ। আপনি যখন স্বপ্নে [illegible] একটা দৈত্য আপনাকে [illegible]তেছে, আর আপনি তাহার [illegible]তেছেন, আপনি উহাকে [illegible]ন না। আপনি মনে করেন, [illegible]ছে। আমরা যাহাকে নিয়ম [illegible]। যাহা কিছু আপনি নিয়ম [illegible] করেন, তাহা কেবলমাত্র আকস্মিক [illegible] কোন অর্থ নাই। স্বপ্নাবস্থায় [illegible] নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিতে- [illegible] ভিতর, যতদূর পর্যন্ত এই দেশ- [illegible] নিয়ম বিদ্যমান, ততদূর পর্যন্ত [illegible] নাই আর এই বিভিন্ন উপাসনা [illegible]ই এই মায়ার অন্তর্গত। ঈশ্বর [illegible] ও মানবের ধারণা সমুদয়ই এই [illegible] সবগুলিই সমভাবে ভ্রমাত্মক; [illegible] স্বপ্নমাত্র। তবে আজকাল আমরা [illegible] অতিবুদ্ধি দিগ্গজ দেখিতে পাই। আপ[illegible] মত যেন তর্ক বা সিদ্ধান্ত না করিয়া [illegible] সাবধান হইবেন। তাঁহারা [illegible] ভ্রমাত্মক, কিন্তু এই জগতের [illegible]; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই উভয় ধার- [illegible] উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারই [illegible] নাস্তিক হইবার অধিকার আছে [illegible] উভয়ই স্বীকার করেন। [illegible] যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর [illegible] পর্যন্ত, আকাশ [illegible] পর্যন্ত [illegible] এক মায়ার রাজত্ব। একই প্রকার যুক্তিতে [illegible] অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। [illegible] ঈশ্বর ধারণা ভ্রমাত্মক জ্ঞান করেন, [illegible] দেহ ও মনের ধারণাও ভ্রমাত্মক জ্ঞান [illegible]। যখন ঈশ্বর উড়িয়া যান, তখন দেহ [illegible] উড়িয়া যায় আর যখন উভয়েই লোপ [illegible] উহাই যথার্থ সত্তা, তাহা চিরকালের [illegible] যায়।

"তথায় চক্ষু যাইতে পারে না; বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নহে। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা বা জানিতেও পারি না।"

ইহার তাৎপর্য্য আমরা এখন এই বুঝিতে পারিতেছি যে যতদূর পর্য্যন্ত বাক্য চিন্তা বা বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত মায়ার অধিকার; তত দূর পর্য্যন্ত বন্ধনের ভিতর। সত্তা উহাদের বাহিরে। তথায় চিন্তা মন বা বাক্য কিছুই পঁহুছিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচারের দ্বারা ত বেশ বুঝা গেল; কিন্তু এইবার সাধনের কথা আসিতেছে। এই সব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন। এই একত্ব উপলব্ধির জন্য কোন প্রকার সাধনের প্রয়োজন আছে কি? নিশ্চিত আছে। সাধনের দ্বারা যে আপনাদিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে, তাহা নহে; আপনারাত পূর্ব্ব হইতেই তাহা আছেন। আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূর্ণ হইতে হইবে, একথা সত্য নহে। আপনারা সদাই পূর্ণস্বরূপ রহিয়াছেন আর যখনই আপনারা মনে করেন, আপনারা পূর্ণ নহেন, সে ত একটা ভ্রম! এই ভ্রম—যাহাতে আপনাদিগকে অমুক পুরুষ অমুক নারী বলিয়া বোধ হইতেছে, আর একটী ভ্রমের দ্বারা দূর হইতে পারে আর সাধনা বা অভ্যাসই সেই অপর ভ্রম। আগুন আগুনকে খাইয়া ফেলিবে—আপনারা এক ভ্রমকে নাশ করিবার জন্য অপর ভ্রমের সাহায্য লইতে পারেন, একখণ্ড মেঘ আসিয়া অপর খণ্ড মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়টীই চলিয়া যাইবে। তবে এই সাধনাগুলি কি? আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে মুক্ত হইব তাহা নহে; আমরা সদাই মুক্ত। আমরা বদ্ধ, এরূপ ভাবনা-মাত্রই গুরুতর ভ্রম। আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে হইবে; এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটীকে তাড়াইয়া দিবে; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।

মুসলমানেরা শিয়ালকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিয়া থাকে; হিন্দুরাও তদ্রূপ কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে। অতএব শৃগাল বা কুকুর খাবার ছুঁইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়, উহা আর কাহারও খাইবার যো নাই। কোন মুসলমানের বাটীতে একটী শৃগাল প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে কিছু খাদ্য লইয়া খাইয়া পলাইল। লোকটী বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সেদিন অতি উত্তম ভোজের আয়োজন করিয়াছিল আর সেই ভোজ্যদ্রব্য সমুদয় শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেল! আর তাহার খাইবার যো নাই। কাজে কাজেই সে একজন মোল্লার কাছে গিয়া নিবেদন করিল—"সাহেব, গরিবের এক নিবেদন শুনুন; একটা শিয়াল আসিয়া আমার খাদ্য হইতে খানিকটা লইয়া খাইয়া গিয়াছে, এখন ইহার একটা উপায় করুন। আমি অতি সুস্বাদু সব প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বড়ই বাসনা ছিল যে, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিব; এখন শিয়াল বাটা আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন।" মোল্লা মুহূর্ত্তেকের জন্য একটু ভাবিলেন, তার পর উহার একমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, ইহার একমাত্র উপায়—একটা কুকুর লইয়া আসিয়া যে থালা হইতে শিয়ালটা খাইয়া গিয়াছে সেই থালা হইতে তাহাকে একটুকু খাওয়ানো। এখন কুকুর শিয়ালের নিত্য বিবাদ। তা শিয়ালের উচ্ছিষ্টটাও তোমার পেটে যাইবে, কুকুরের উচ্ছিষ্টটাও যাইবে, ঐ দুই উচ্ছিষ্টে পরস্পর সেখানে ঝগড়া লাগিবে, তখন সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে।" আমরাও অনেকটা এইরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা যে অপূর্ণ, ইহা একটা ভ্রম; আমরা উহা দূর করিবার জন্য আর একটী ভ্রমের সাহায্য লইলাম যে, পূর্ণতালাভের জন্য আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। তখন একটি ভ্রম আর একটী ভ্রমকে দূর করিয়া দিবে, যেমন আমরা একটা কাঁটা তুলিবার জন্য আর একটা কাঁটার সাহায্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে পারি। এমন লোক আছেন, যাঁহাদের পক্ষে একবার তত্ত্বমসি শুনিলেই তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ উড়িয়া যায় আর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর সকলকে এই বন্ধনের ধারণা দূর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়।

প্রথম প্রশ্ন এই, জ্ঞানযোগী হইবার অধিকারী কাহারা? যাঁহাদের নিম্নলিখিত সাধন সম্পদ্-গুলি আছে। প্রথমতঃ ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, এই জীবনে বা পরজীবনে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনার ত্যাগ। যদি আপনিই এই জগতের স্রষ্টা হন তবে আপনি যাহা বাসনা করিবেন, তাহাই পাইবেন; কারণ, আপনি উহা স্বীয় ভোগের জন্য সৃষ্টি করিবেন, কেবল কাহারো শীঘ্র, কাহারো বা বিলম্বে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয়, অপরের পক্ষে তাহাদের [illegible]

তাহাদের বাসনাপূর্ত্তির ব্যাঘাত করিতে থাকে। আমরা ইহজন্ম বা পরজন্মের ভোগ বাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি। ইহজন্ম বা পরজন্ম বা আপনার কোনরূপ জন্ম আছে, ইহা একেবারে অস্বীকার করুন; কারণ, জীবন মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। আপনি যে জীবন সম্পন্ন প্রাণী, ইহাও অস্বীকার করুন। জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একটা ভ্রমমাত্র, মৃত্যু উহার আর এক দিক মাত্র। সুখ এই ভ্রমের এক দিক দুঃখ আর এক দিক। সকল বিষয়েই এইরূপ। আপনার জীবন বা মৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ সকলই ত মনের সৃষ্টি মাত্র। ইহাকেই ইহামুত্রফলভোগবিরাগ বলে।

তারপর শম বা মনঃসংযমের প্রয়োজন। মনকে এমন শান্ত করিতে হইবে যে, উহা আর তরঙ্গাকারে ভগ্ন হইয়া সর্ব্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত্র হইবে না। মনকে স্থির রাখিতে হইবে, বাহিরের বা ভিতরের কোন কারণ হইতে উহাতে যেন তরঙ্গ না উঠে—কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে হইবে। জ্ঞানযোগী শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ সহায় লন না। তিনি কেবল দার্শনিক বিচার, জ্ঞান ও নিজ ইচ্ছাশক্তি—এই সকল সাধনেই বিশ্বাসী। তারপর তিতিক্ষা—কোনরূপ বিলাপ না করিয়া সর্ব্বদুঃখ সহন। যখন আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সেদিকে খেয়াল করিবেন না। যদি সম্মুখে একটী ব্যাঘ্র আসে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। পলাইবে কে? অনেক লোক আছেন, যাঁহারা তিতিক্ষা অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তাপে গঙ্গাতীরে শুইয়া থাকেন আবার শীতকালে গঙ্গাজলে সারাদিন ধরিয়া ভাসেন। তাঁহারা এ সকল গ্রাহ্যই করেন না। অনেক লোকে হিমালয়ের তুষার রাশির মধ্যে বসিয়া থাকে, কোন প্রকার বস্ত্রাদির জন্য খেয়ালও করে না। গ্রীষ্মই বা কি? শীতই বা কি? এ সকল আসুক যাক—আমার তাহাতে কি? আমি ত শরীর নহি। এই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এইরূপ যে লোকে করিয়া থাকে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। যেমন আপনাদের দেশের লোকে কামানের মুখে বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের লোকও তদ্রূপ তাঁহাদের দর্শনানুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া থাকেন। "আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—'সোঽহং'।" দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে বিলাসিতাকে বজায় রাখা যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ, তেমনি আমাদের আদর্শ কর্ম্ম জীবনে সর্ব্বোচ্চতরের আধ্যাত্মিক ভাব রক্ষা করা। আমরা উহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, ধর্ম্ম কেবল ভূয়ো কথামাত্র নহে, কিন্তু এই জীবনেই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই তিতিক্ষা—সমুদয় সহ্য করা—যাঁহারা বলেন, "আমি আত্মা—আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের আবার গৌরব কি? সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, শীত উষ্ণ, এ সকল আমার পক্ষে কিছুই নহে। ইহাই তিতিক্ষা—দেহের ভোগ সুখের জন্য ধাবমান হওয়া নহে। ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম মানে কি এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে যে, "আমাকে এই দাও, ওই দাও?" ধর্ম্ম সম্বন্ধে এ সকল আহাম্মকি ধারণা। যাহারা ধর্ম্মকে ঐরূপ মনে করে, তাহাদের ঈশ্বর ও আত্মার যথার্থ ধারণা নাই। মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, "চিল শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তার নজর থাকে গোভাগাড়ে।" যাহা হউক আপনাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল ধারণা আছে, তাহার ফলটা কি বলুন দেখি; রাস্তা সাফ করা আর উত্তমরূপে অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা? অন্নবস্ত্রের জন্য কে ভাবে? প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লোক আসিতেছে, লক্ষ লোক যাইতেছে—কে গ্রাহ্য করে? এই ক্ষুদ্র জগতের সুখ দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কেন? যদি সাহস থাকে, উহাদের বাহিরে চলিয়া যান। সমুদয় নিয়মের বাহিরে চলিয়া যান; সমগ্র জগৎ উড়িয়া যাক্—আপনি একলা আসিয়া দাঁড়ান। "আমি নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দস্বরূপ—সোঽহং; সোঽহং। (উদ্বোধন ১১ব, ১১ সং)

---

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক গণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া সপ্তাহে বুঝিতে হইবে।

১৫৪৮ শ্রীযুক্ত ছাত্রবৃন্দ, মদনগঞ্জ,
নিঃ প্রাঃ স্কুল ৩১।১২।১০
১৫৪৯ „ গোপীবল্লভ দত্ত মড়িয়ারি ঐ
১৫৫০ „ বদ্যনাথ রায়, বাবারিপাড়া ঐ
১৫৫১ „ দেবেন্দ্র চন্দ্র দে অভয়েশ্বরী হাইকল ঐ
৫১ „ বিপিন চন্দ্র কাবারক্ত রাজবালী ঐ
১০০৫ „ প্রহ্লাদ দাস মহাপাত্র
হেঃ পঃ এরেঙ্গাঃ ঐ
১৫৫২ „ আকবর আলি মণ্ডল কটক পাঁজা
নিঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৫৫৩ „ বামাচরণ দে তিমলা ঐ
৩৩ „ সতীশ চন্দ্র মুখোঃ
হেঃ মাঃ মুগবেড়িয়া ঐ
১৫৫৪ „ জ্ঞানেন্দ্র নাথ সরকার পাঁতিহাল ঐ
১৫৫৫ „ দীনবন্ধু বসু কেতুকুঠি ঐ
১৫৫৬ „ সেঃ শোয়ালপুর মইঃ স্কুল ঐ
১৫৫৭ „ ছাত্রবৃন্দ ওসমানপুর মইঃ স্কুল ঐ
৭৯২ „ হেঃ মাঃ আরাজাবাদ মইঃ স্কুল ঐ
১৫৫৮ „ পরেশনাথ মুখোঃ জেনকিন্স স্কুল ঐ
১৫৫৯ „ বনমালী বিদ্যার্ণব কাওরাখোলা ঐ
১৫৬০ „ হেঃ মাঃ ধামসা মইঃ স্কুল ঐ
১০৪৯ „ উমাচরণ কর্ম্মকার
সাঃ পঃ গোপীনাথপুর ঐ
৮৪৫ „ সেঃ সিঙ্গুর হাইস্কুল ঐ
৩ „ গোলকনাথ বসু হেঃ পঃ মহাপাল ঐ
১৪২ „ যতীন্দ্র নাথ পাঁজা বর্দ্ধমান ঐ
৯৪১ „ রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী পেটবিন্দি স্কুল ঐ
১৫৬১ „ বিপিন বিহারী মান্না
বটতলা উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
৮৬৪ „ পতিতপাবন হালদার গুড়প স্কুল ঐ
১৫৬২ „ হেঃ মাঃ কলাইর মইঃ স্কুল ঐ
১০১৯ „ হেঃ মাঃ ভুবরাজপুর মইঃ স্কুল ঐ
১৫৬৩ „ রামরঙ্ক বন্দো হেঃ পঃ
লালগড় উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
৮৫৩ ছাত্রবৃন্দ রাধানাথ মইঃ স্কুল
আয়মান স্কুল ঐ
১৫৬৪ „ ক্রেগুস এণ্ড কোঃ
বৈদ্যপাড়াকালিমেলা বাদিরাগ্রাম ঐ
১১৬০ „ রামশরণ বিদ্যাবাগীশ ঘাটবন্দর ঐ
১৫৬৫ „ নারায়ণ দাস নাইয়া বহড়ু ঐ
১৫৬৬ „ কালীপদ বন্দো হেঃ মাঃ
যবগ্রাম মইঃ স্কুল ঐ
১৭২ „ হেঃ মাঃ মৌগ্রাম মইঃ স্কুল ঐ

---

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah,*

দেশপূজ্য ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সুহৃদ্ ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল রচিত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস

প্রেসিডেন্সী বিভাগের অপার পাইমারী পরীক্ষার কোর্স হইয়াছে মূল্য ৵০ আনা; উক্ত ইংরাজী স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকের বহুল প্রচারের চেষ্টা করিবেন। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

নং ২৪১ ৪।২।১৯১০

---

Notice.

His Excellency the Chancellor has been pleased to direct that four ordinary fellows shall be elected this year in accordance with the provision of chapters 12 and 13 of the University Regulations.

The procedure for the elections shall be as follows:—

(*a*) The faculty of medicine to elect two Fellows, one of whom at least shall be the head of, or a Professor in, a College affiliated to the University in Medicine. The election shall be held on the 5th March 1909.

(*b*) The Registered Graduates to elect two Fellows from among themselves. The election shall be held on the 12th March 1909.

Further particulars regarding the elections will be notified later on.

G. Thibaut Registrar

---

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমার স্বর্গীয় পিতা ৺ ইন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ বিভাগে অথবা অন্য কোন দেশের বা প্রদেশের মানচিত্র যদি কোন বিদ্যালয়ে থাকে, তাহা হইলে, আমি উচিত মূল্য দিয়া সেই পুরাতন মানচিত্র ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে আমি লোক দিয়া সেই মানচিত্র আনাইব।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
চন্দননগর বাগবাজার।

---

একজন এফ এ শিঃ বেতন যোগ্যতানুসারে ২০—২৫ টাকা ও আবা। মাহিনা হইলে অন্যান্য সুবিধা হইতে পারে। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মাইতি সাঃ সন্দনাগাছি পোঃ আমতা (হাওড়া)।

জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন আপাততঃ দশ টাকা ও আবা। বাগডুলি মইঃ স্কুল পোঃ মৌঘাট, ফরিদপুর।

ড্রিইল ড্রইং জানা নর্ম্মাল তৃতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ একজন হেঃ পঃ বেতন মাসিক ১২৲ ও আবা আমাদী পোঃ (খুলনা)।

জনৈক নর্ম্মাল পড়া ২য় পণ্ডিত বেতন ১২৲ স্কুলে বোর্ডিং সাহায্য আছে পোঃ ফুলছড়ি ফুলছড়ি মধ্য স্কুল জিলা রংপুর। জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ ইংরেজী শিক্ষক বেতন ১৫৲ ও আবা।

দেউলগ্রাম মানকুর সাহায্যকৃত মইঃ স্কুলে ইংলিস ইডিয়ম ও উচ্চারণ এবং শিক্ষকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৫ টাকা বেতনে জনৈক এফ এ হেঃ মাঃ। পোঃ দেউলগ্রাম, জেলা হাওড়া

উঃ প্রাঃ স্কুলে মাইনর পাশ নৃঃ হেঃ পঃ বেতন ১০৲ ও আবা। লোকের সম্ভোষ ও কায়স্থের আবেদন অগ্রগণ্য। কার্য্যের সুশ্রী হওয়া চাই মাটীয়াল স্কুল। পোঃ উলিপুর (রংপুর)।

জেলা বাঁকুড়া, বিক্রপুর মধ্যস্কুলে নর্ম্মালপাশ একজন শিক্ষক বেতন ১৭ টাকা। শ্রীবনবিহারি লাল সরকার ডাকঘর বিক্রপুর জেলা বাকুড়া।

জিলা রংপুর পোঃ হরিদেবপুর হরিদেবপুর মধ্য স্কুল মাইনর পাশ ৩য় শিঃ বেতন ১০ টাকা এবং আপ্রা। হেডপণ্ডিতের নিকট আবেদন করুন।

সোনারকুণ্ড মধ্য স্কুলে মধ্য পড়া পারশী ও উর্দ্দু ৩।৪ খান পুস্তক পড়াইতে সক্ষম একজন মুসলমান ওস্তাদজী বেতন গুণানুসারে ৫।৬ টাকা ও প্রাইভেটে আহার মিলিবে। পোঃ নলহাটী সোনারকুণ্ড এম ই স্কুল জেলা বীরভুম।

শরীবপুর মধ্য স্কুলে একজন এফ এ প্রধান শিক্ষক বেতন ১৮৲ ও আবা। পালশুমোহন ধর জালালপুর মণিরামপুর পোঃ, যশোহর।

ময়নাগুড়ি মইঃ স্কুলে মাসিক ২০৲ বেতনে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ নূঃ হেঃ পঃ ময়নাগুড়ি পোঃ, জলপাইগুড়ী জেলা।

রাণীগ্রাম মইঃ স্কুলে গুরুট্রেনিং পাশ ৩য় শিক্ষক। বেতন সাত টাকা। প্রাইভেট পড়াইয়া আবা ও নগদ ২।৩ টাকা হইতে পারে। মাইনর পাশ থাকিলে পোষ্ট আফিস হইতে ৪৲ পাইবেন। শ্রীমুরলীধর ঘোষ হেডমাষ্টার পোঃ রাণীগ্রাম ভায়া সিউড়ী জেলা সাঁওতাল পরগণ।

উজ্জ্বলপুর উঃ প্রাঃ স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক। বেতন আপাততঃ দশ টাকা ও আবা। মধ্য বাঙ্গালা পাশ ও কিছু ইংরাজী জানা চাই। শ্রীভুবন মোহন মুখোপাধ্যায়, পোঃ বাটসিরা জেলা যশোর।

একজন গ্রাজুয়েট ২য় শিক্ষক ভাল ইংরাজী জানা ৫০ টাকা বেতন টি এন ইনঃ জেলা মুরসিদাবাদ দুই বৎসর থাকা চাই। রেলষ্টেশন হইতে ১৩ মাইল। স্কুল সংশ্লিষ্ট বোর্ডিং আছে।

এ কোর্স গ্রাজুয়েট লোনসিংহ হাই স্কুল বেতন ৫৫৲ হইতে ৬০ টাকা। আর একজন গ্রাজুয়েট সহকারী শিক্ষক। বেতন ৪৫ হইতে ৫০ টাকা। পোঃ লোনসিংহ জেলা ফরিদপুর।

জনৈক এফ এ ৪র্থ শিক্ষক ভাল গণিত জানা। ৩০ টাকা গোড্ডা হাই স্কুল আপ্রা।

নয় বৎসরের একটী ছেলেকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পড়াইবার জন্য একজন প্রাইভেট শিক্ষক। গুণানুসারে ১৫ ২০ টাকা বেতন। আবা। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যো, জমিদার, মুড়াপাড়া, ঢাকা এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

একজন গ্রাজুয়েট এবং ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ হেঃ পঃ। সিঙ্গুর হাই স্কুল। বেতন যথাক্রমে ৩৮ ও ১৮ টাকা। আপ্রা। পোঃ সিঙ্গুর, জেলা হুগলী।

একজন বি এ সহকারী হেঃ মাঃ ৪৫ টাকা এবং একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক ১৫৲। খোকসা ষ্টেশনের নিকট। বোর্ডিং আছে। ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সোমসার মধ্য স্কুলে নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা। আপ্রা সোমসার পোঃ, জেলা বাকুড়া।

পুরন্দরপুর মইঃ স্কুলে ১২ টাকা বেতনে দৈবার্ষিক ড্রিল ড্রইং জানা শিক্ষক। প্রাইভেট পড়াইলে ৫।৬ টাকা পাইতে পারেন। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ চাই।

ধরমণ্ডল মধ্য স্কুলে ত্রৈবার্ষিক অথবা নূ দ্বিতীয় বার্ষিক প্রধান পণ্ডিত। বেতন ১৬ টাকা নিজ খোরাকীতে থাকিতে হইবে। পোঃ ধরমণ্ডল জেলা ত্রিপুরা।

"মল্লিকপুর হিন্দু লাইব্রেরীর জন্য একজন এণ্ট্রান্স পাশ লাইব্রেরীয়ান বেতন ১০ টাকা ও আপ্রা। পোঃ মল্লিকপুর (যশোহর)

# প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নহে

## সদালাপ। (২৬)

[illegible] বন্ধুর [ ৺ কৃষ্ণদাস পাল ]—যে [illegible] পীড়ায় শেষে অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল [illegible]তুরের মৃত্যু হয় তাহার চিকিৎসা [illegible]কোন উপায় ঠিক হইতেছে না [illegible] কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন [illegible] মহেন্দ্রলাল সরকারের উৎকৃষ্ট হোমিও-[illegible] চিকিৎসা করান হউক।" কৃষ্ণদাস উত্তর দিয়াছিলেন "আমার পুরাতন পীড়ায় এই [illegible] বৃদ্ধিতে এ যাত্রায় কিছুতেই আমার [illegible] নাই; মহেন্দ্র আমার পরম বন্ধু। শেষটায় [illegible] তাঁহার অপযশের কারণ হইব না।"

[illegible] সদ্বিবেচনা [ ৺ রাজমোহন সরকার ] [illegible] তারকচন্দ্র সরকার [ কার তারক [illegible] কাংশাদার ] ৺ রাজমোহন সরকারের পুত্র। [illegible] নৌকাযোগে প্রায়ই কোনা গ্রামে [illegible] এবং সেই দিনই নৈহাটীতে ফিরিতেন। [illegible] আনা বরাদ্দ ছিল। পুত্র তারককে [illegible] ছিল যে মাঝি তাঁহাকে বাড়ী পৌছাইলেই [illegible] দাম চুকাইয়া দিতে হইবে। একদিন টাকা [illegible] থাকায় তারক বাবু মাঝিকে পরদিন [illegible] বলিয়াছিলেন। তদনুসারে মাঝি [illegible] রাজমোহন জানিতে পারিলেন যে পূর্ব্ব-[illegible] দেওয়া হয় নাই। তিনি পুত্রকে [illegible] বলিলেন "বাবা! মাঝি গরিব বলিয়া [illegible] কাজ ক্ষতি করাইয়া উহাকে ভাড়া পাওনার [illegible] আবার হাঁটাইলে, কিন্তু কারবারে ঠিক [illegible] টাকা না দিলে হয় গহনা দিতে হয় না [illegible] যায়। উহাকে আজ ।৵৹ আনা দাও। [illegible]দের দেশে "কাল এসো" বা "এখন নয়" [illegible]" এইরূপ বলিয়া গাড়োয়ান, মাঝি, [illegible] প্রভৃতির অসুবিধা অনেকেই [illegible] থাকেন। উহা অনুচিত।

[illegible]নিবের সহানুভূতি (৺ শশিভূষণ বন্দো[illegible])—হুগলীর খ্যাতনামা সরকারী উকিল ৺ [illegible] বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বৈশাখ [illegible] রৌদ্রে বেলা দুইটার সময় একটা [illegible] গাড়ি করিয়া চুঁচুড়ায় তাঁহার বৈবাহিকের [illegible] আসিয়াছিলেন। তিনি যে কাজের জন্য আসিয়াছিলেন একজন চাকরকে তাড়াতাড়ি একটু চিরকুট লিখিয়া দিয়া পাঠাইলেও তাহা হইতে পারিত। তাঁহার বৈবাহিকের বাটীস্থ কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাজের জন্য "এত রৌদ্রে আপনি নিজে আসিলেন কেন?" উত্তর—"চাকর বাকর কাহাকেও পাঠাইব প্রথমটায় মনে করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখিলাম ভারি রৌদ্র। কোন চাকরকে আসিতে বলিতে পারিলাম না।"

(১৩৩) মন্ত্রশক্তি (বৃত্রাসুরের যজ্ঞ)।—মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক গল্প আছে,—

বৃত্রাসুর কঠোর তপস্যায় বলী হইয়া দেবগণকে পরাজয় পূর্ব্বক স্বর্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার অত্যাচারে বিশ্বসংসার প্রপীড়িত করিতেছিল। সম্মিলিত দেবগণ পবিত্রাত্মা ত্যাগিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ ব্যবস্থা করিলে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বিনাশ জন্য যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিল। সে যজ্ঞ পূর্ণ হইলে ইন্দ্রেরই ধ্বংস নিশ্চয় হইত।

সে যজ্ঞের শেষমন্ত্র "ইন্দ্রশত্রুং জহি স্বাহা" ইন্দ্ররূপ শত্রুকে বিনাশ কর। এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও শত্রু এই উভয় পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে "ইন্দ্ররূপ শত্রুকে" এইরূপ অর্থ হয়। আর ইন্দ্র এই প্রথম পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে ইন্দ্রের শত্রুকে বিনাশ কর এইরূপ অর্থ হয়। বৃত্রাসুরের অত্যাচার জনিত কর্ম্মফলে পুরোহিতের কণ্ঠে দুষ্টা সরস্বতীর আশ্রয় জন্য বিকৃত স্বর হইয়া পুরোহিত "ইন্দ্রশত্রু" এই পদের ইন্দ্র কথাটীর উপর জিহ্বার আকর্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের শত্রু বিনাশ কর, এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া বৃত্রাসুরের যজ্ঞের ফলে বৃত্রাসুরেরই ধ্বংস হইল। বিকৃত মন্ত্রের এতই বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

পুরোহিত সন্তানদিগের সুশিক্ষা সাধনে গৃহস্থদিগের যত্ন না করার পাপেই এখনকার লোকে মূর্খ পুরোহিতের বিকৃত মন্ত্রের ফল পাইতেছেন। নিজেরা ধার্ম্মিক থাকিয়া সুশিক্ষিত পুরোহিতের প্রাপ্তি চেষ্টা করাই সকল হিন্দু সন্তানের পক্ষে সুসঙ্গত কার্য্য। ঐরূপ চেষ্টার সুফল অবশ্যই ফলিবে।

দেবাধীনাঃ জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণে[illegible] তস্মাৎ ব্রাহ্মণদেবতাঃ॥

সমুদয় জগৎ দেবতার অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অধীন, সেই সকল মন্ত্র ব্রাহ্মণে বর্ত্তমান; সেই জন্যই ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

মন্ত্রেঃ শতগুণং প্রোক্তং তজ্জ্ঞা লক্ষগুণোত্তরম্।
ভক্তি মন্ত্রসমেতং তু কোটিকোটি গুণং স্মৃতম্॥

মন্ত্রে শতগুণ ফল; ভক্তিতে লক্ষগুণ ফল; ভক্তি ও মন্ত্রের যোগ হইলে কোটি কোটি গুণ ফল হইয়া থাকে।

(১৩৪) প্রতিজ্ঞা রক্ষা (নেড়ো গোঁসাইয়ের পুত্রের মাথা)।—শান্তিপুরে কোন সময়ে একজন মেছুনী দারুণ গ্রীষ্মের সময় মাছ বেচিয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে ফাটিতে মাঠের উপর দিয়া আসিয়া গ্রামের প্রান্তস্থ মুদীর দোকানের নিকট অতিশয় তৃষ্ণায় "জল জল" করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। উহার অবস্থা দেখিয়া মুদী শীঘ্র জল লইয়া গেলে মেছুনী জল লইবার জন্য হস্ত পাতে কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরাইয়া লইয়া বলে "হ্যা বাবা, আগে সেই নেড়ো গোঁসাইয়ের পুত্রের মাথা খাই তবেত জল খাব।" গুজনী গোস্বামী স্ত্রীলোকটীর গুরু। জল খাইতে যাইয়া তাহার স্মরণ হইল, যে ইষ্টমন্ত্র জপ করা হয় নাই। অতিশয় পিপাসায় জলপানে এরূপ বিড়ম্বনা হইল দেখিয়া মেছুনীর এমন রাগ হইয়াছিল যে সে বিকৃত করিয়া গুরুর নাম বলিয়া ফেলিল এবং তাঁহার পুত্রের মাথা খাইতে চাহিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার নিকট কৃত প্রতিজ্ঞাটী (ইষ্ট মন্ত্র না জপিয়া জল গ্রহণ করিব না) ভঙ্গ করিল না। এই ঘটনার স্মরণে আজও ঐ অঞ্চলে সন্ধ্যা আহ্নিক হইয়াছে কি না কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার স্থলে বলা হয়, "কি গো নেড়ো গোঁসাইয়ের পুত্রের মাথা খাওয়া হইয়াছে কি?"

(১৩৫) যার মন উচ্চ সেই বড় (মেথর সর্দার)।—একদিন কোন মিউনিসিপাল কমিশনর এক মিউনিসিপালিটির মেথরের সর্দারকে বলিয়াছিলেন, "অমুক মেথরটাকে একটা কাজে লাগিয়ে দেনা, লোকটা বেশ মজবুত।" সর্দার বলিল "বাবু, কোন ওয়ার্ডে কাজ খালি নাই।" তখন বাবু বলিলেন "একটা কোথাও খালি করিয়া উহাকে ঢুকাইয়া দে।" সর্দার এই কথায় হাত জোড় করিয়া বলিল, "বাবু কার রুটি মারব?" কমিশনর বাবু এই কথায় নিরুত্তর হইয়া গেলেন। পরে তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বলিলেন, "ভাই! দেখ, একজন মেথর সর্দার আমাকে আজ সুশিক্ষা দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে তাহার মন আমার অপেক্ষা অনেক উচু। আমি একজনের [illegible] করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। [illegible] সে কথার [illegible] হইবে তাহা মনেও স্থান দিই নাই।"

[১৩৬] সঙ্গত আত্ম গৌরব [ মেথরাণীর ]।—কেহ কোন মেথরাণীকে কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমাদের পাইখানা ঘাটার সময় ঘৃণা বোধ হয় না ?" মেথরাণী বলিয়াছিল আমাদের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন "তোমরা সকলে মই না। 'ছেলের গুয়ে ঘেন্না করিতে নাই।' খুব যত্নে খুব পরিষ্কার করিয়া কাজ করিবে।"

ইহাই বর্ণাশ্রমের প্রকৃত ভাব। ধোপা সকলের কাপড় সাফ করিয়া সভায় সৌষ্ঠব সম্পাদন করে তাই উঁহাদের "সভা সাজক" বলে। নাপিত ক্ষৌরাদি দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বলিয়া "নরসুন্দর" অভিধেয়। সাধারণের প্রয়োজনীয় কোন কাজই ছোট নয়। সমাজ মধ্যে কোন বর্ণই হীন নয়। সকলেই সমাজরূপী প্রকাণ্ড এঞ্জিনের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ চাকা মাত্র।—সকলেই সমাজরূপী বিরাট পুরুষের অঙ্গ। শূদ্রগণকে এখানে পা বলায় উঁহাদের হীন করা হয় না। দেবতার পায়ে ফুল চন্দন দিতে হয়। সমাজের সকল অঙ্গই প্রয়োজনীয় ও পূজনীয়। যে অঙ্গকে ছোট মনে করে সেই ছোট।

[১৩৭] নামে ভক্তি [ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ]।—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দলিল দেখাইয়া বাজেয়াপ্ত লাখরাজ সম্বন্ধে ছাড় চাহিলে মহারাজ উঁহার সঙ্গত দাবী গ্রাহ্য করিয়া ছাড় পত্র স্বাক্ষর জন্য কালি আনিতে বলিলেন। যে দোয়াত আসিল তাহার কালি পাতলা। সেই কালির স্বাক্ষর শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে সন্দেহে মহারাজ বলিলেন "এ কালি ভাল নয়।" কর্ম্মচারী ভাল শুনিতে না পাইয়া পুনরাদেশের আশায় সঙ্কুচিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন "মহারাজ বলিতেছেন এ সিয়াই ভাল নয়।" কালী-ভক্ত মহারাজ দেখিলেন ব্রাহ্মণ "কালী" শব্দ ব্যবহার না করিয়া পারসী শব্দ সিয়াই ব্যবহার করিল। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কালী বলিতে পারিলেন না ! আমি ত সিয়াই বলি নাই ! মার নাম মুখে আটকায় ?" তেজস্বী ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন "মহারাজ ! মার নামের সঙ্গে উচ্চারিত শব্দের সহিত "ভাল নয়" কথার প্রয়োগ প্রকৃতই আমার মুখে আটকায় ; সেই জন্যই সিয়াই শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম।" মহারাজ লজ্জিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের উপর বিশেষ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

---

## রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

মহামুনি কশ্যপ একদা এই ভূমণ্ডলের যে উপকার করিতে পারেন নাই এবং একা বলদেব ঠাকুর হইতেও যে উপকার হয় নাই সুকৃতী সুয্য একাই অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিলেন।

অগাধ জল রাশি হইতে পৃথিবীকে উঠান ও সেই ভূমিকে ব্রাহ্মণকল্পে সমর্পণ করা, জলের মাঝে পাথর দিয়া পুল তৈয়ারী করা ও কালীয় নাগকে বাঁধা এই যে চারিটী অলৌকিক কর্ম্ম ভগবান বৈকুণ্ঠনাথের চারি অবতারে যথাক্রমে ঘটিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে সেই সকলগুলি সুয্যের এক জন্মেই এইরূপে সম্পন্ন হইল, ইহা অপেক্ষা পুণ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে ?

যে কাশ্মীরে সৃষ্টি কাল হইতে এযাবৎ অতি সুভিক্ষ সময়েও একখারী অর্থাৎ বর্ত্তমানে প্রায় পাঁচমন ধান্য কিনিতে হইলে দুইশত মুদ্রা লাগিত কখন ইহার কম টাকা বিনিময়ে মিলে নাই কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই কাশ্মীরে সুয্যের অলৌকিক কৌশল প্রকাশের পর হইতে সেই পরিমাণ ধান্য ছত্রিশটী মাত্র মুদ্রায় কেনা যাইতে লাগিল।

বিতস্তা নদী মহাপদ্ম সরোবরের বর্দ্ধিত জল রাশিতে প্লাবিত ছিল। একণে এইরূপে সেই নদী পূর্ব্বাকারে প্রকাশ পাইলে পর তাহার তটদেশে সুয্য মহোদয় নিজের নাম সঙ্কেতে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন।

এবং সুয্য-কুণ্ডল নামক গ্রামখানি ব্রাহ্মণ হস্তগত করিয়া তথায় সহজে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত বিতস্তা বক্ষে যে একটি অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মাণ করিলেন নিজের পালয়িত্রী মাতার প্রীতির জন্য ঐ সেতুর সুয্যাসেতু বলিয়া নাম দিলেন।

এইরূপে সুয্য মহোদয়ের অমানুষী চেষ্টাতে জল রাশি হইতে ভূখণ্ড উত্থিত হওয়ায় সহস্র সহস্র গ্রাম নগর বসিয়া গেল, সে সকল অবন্তীবর্ম্মা রাজারই বিজয়লব্ধ ভূমি বলিয়াই ঘোষিত হইতে লাগিল।

এবংবিধ ধর্ম্মানুগত ঘটনাবলী দ্বারা লোকের মহোপকার করিয়া রাজা অবন্তী বর্ম্মা সত্যযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন ও তিনি মহারাজ মান্ধাতার ন্যায় দয়াবীর হইয়া পৃথিবীকে পালন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে ঐ কাশ্মীরনাথের কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল। যখন বুঝিলেন যে নিজের প্রাণ সংশয়াপন্ন, কিছুতেই বাঁচিবার আশা নাই তখন চরম কালের সুবিধার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ পর্ব্বতে জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবের ক্ষেত্রে গমন করিলেন।

এবং তথায় সেই বৈষ্ণব রাজা নিজের অবধারিত মৃত্যু অতি নিকট হইয়াছে যখন বুঝিলেন তখন সেই আসন্নকালে নিজে বহুকাল ধরিয়া যাহাকে অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই বৈষ্ণবত্ব বাহিরে না দেখাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

তিনি চরম কালে ভক্তি সহকারে মহাভারতের ভগবদ্গীতা শুনিতে লাগিলেন ও বিষ্ণুর পাদ পদ্ম ভাবিতে ভাবিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় অবদিদের উনষাট বৎসর সময়ে আষাঢ় মাসের শুক্ল তৃতীয়াদিনে এ সংসার হইতে চিরদিনের মত অস্তে গমন করিলেন। তাঁহার অবসান হইলে ঐ উজ্জ্বল বংশের অপরাপর সকলেই ধনলোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিল ও এক সময়েই সকলেই রাজ্যের অভিলাষী হইয়া দাঁড়াইল।

এই অবসরে রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রত্নবর্দ্ধন বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া নিজের প্রভু অবন্তী বর্ম্মারই পুত্র শঙ্কর বর্ম্মাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিল। কিন্তু রাজার অপর এক বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী কর্ণপ আবার এদিকে স্বার্থসিদ্ধির আশায় এবং শঙ্কর বর্ম্মার প্রতি বিদ্বেষবশে ঐ উজ্জ্বল বংশেরই অন্যতম শূরবর্ম্মার পুত্র সুখবর্ম্মাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

ইহাতে ঐ রাজা শঙ্কর বর্ম্মা ও যুবরাজ শূরবর্ম্মা উভয়ের মধ্যে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল যে তাহাতে প্রতিক্ষণেই কাশ্মীর রাজ্য পরস্পরের কাছে দোলায়াচের মত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে শঙ্কর বর্ম্মার পক্ষীয় শিবশক্তি প্রভৃতি বীরেরা প্রভুর কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া ও নিজ নিজ সত্বের পরিচয় দিবার অবসর পাইয়াছিলেন।

যে হেতু স্বামীর বিপক্ষেরা দান মান প্রভৃতি উপায় প্রয়োগে বশ করিবার চেষ্টা পাইলেও তাহারা কিছুতেই নিজেদের অলৌকিক সত্বগুণের উপেক্ষা করিতে পারে নাই সুতরাং বিপক্ষদের সাপক্ষ হন নাই।

বিশেষতঃ ঐ বিশ্বস্ত অনুচরেরা সত্বগুণের প্রকৃতি সম্পন্ন বলিয়াই অন্নের প্রলোভনে পড়িল না; এবং বৃথা অভিমানের ভরে বিশ্বাস অমান্য করিয়া কুকুরের ব্যবহার করিতে পারিল না।

সুতরাং যুবরাজ সুখবর্ম্মা বলশালী হইলেও শঙ্করবর্ম্মা কোন প্রকারে তাহাকে মাত্র পরাজয়

হইবে সত্য, তবে হয়ত আমরাও সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী ভগবানের প্রেরিত, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিদ্যাবতী আমুনজঃ বর্ণন করুন, হয়ত তাহাতেই কোন উপায় উদ্ভাবিত হইবে। তপস্বী তখন প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, তাহাই হইবে। তবে অগ্রে এই সরোবরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথা শ্রবণ কর তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে এই মাধবীলতা কোন স্থান অবলম্বন করিয়া এই দেহ আশ্রয় করিয়াছে, এবং তাহার পর তাহা ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া পান্থের দৃষ্টি কিরূপে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

# এডুকেশন গেজেট

১লা মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ১৪ই জানুয়ারী ১৯১০ সাল

## বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা ১৯০৮-৯ [২]

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আইন কলেজ হইবে এবং পাটনায় একটি আইন কলেজ হইবে বলিয়া যে কথা হইয়াছিল, বৎসরের শেষভাগে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। হুগলী, কৃষ্ণনগর এবং কটকে প্লীডারশিপ শ্রেণী খোলা হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ ও পাটনায় গবর্ণমেণ্ট আইন কলেজের সংস্রবেও এই শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজটি ডিরেক্টর বাহাদুর নূতন কোন একটি স্থানে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সেটি হওয়ার পক্ষে অসুবিধা বিস্তর। যে সকল অসুবিধার কথা পূর্ব্বে মনে হয় নাই, এখন সেই সকল অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ সকল অসুবিধা ঘুচাইয়া ফেলা হইতেছে। আশা করা যায় যে, আগামী বৎসরের মধ্যে এসম্বন্ধে অনেকটা কাজ অগ্রসর হইবে। আর একটি সন্তোষের বিষয় এই যে, শিবপুর কলেজ হইতে ক্রাফ্ট শ্রেণী তুলিয়া দেওয়া হইলেও, মোটের উপর কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি [illegible] সংগঠিত হইয়াছে, এবং ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ওভারসিয়ার এবং সব ওভারসিয়ার পরীক্ষা জয়েণ্ট টেকনিক্যাল পরীক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। একজন ইঞ্জী-য়াল কেম্ব্রিজের প্রোফেসর সিম্পসন ষ্টেটসেক্রেটারী মহাশয়ের অনুমোদিত হইয়াছে। যে সকল জেলা অঞ্চলে খনি আছে, সেই সকল অঞ্চলের ছাত্রদের উক্ত বিদ্যা শিক্ষায় সুফল ফলিয়াছে। কিন্তু ডিরেক্টর বাহাদুর মিঃ জেম্স সন্দেহ করেন যে, খনিবিদ্যা সম্বন্ধীয় শিক্ষাস্থলে যে সকল সর্ত্ত করা হইয়াছে তাহাতে আবিষ্কারের কোন ফল ফলিবে কিনা। এদিকে উক্ত বিদ্যার শিক্ষক মহাশয় বলিতেছেন যে, অতিরিক্ত কেন্দ্রসমূহে খনিবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীসমূহ খোলা আবশ্যক। ছোটলাট বাহাদুরের বিবেচনায়, মাইনিং এসোসিয়েশন সম্প্রতি যখন এই সকল শ্রেণীর উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তখন এইগুলি উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। বৎসর কালমধ্যে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলে কাজ ভাল হইয়াছে। পূর্ত্তবিভাগে প্রবেশের পক্ষে ছাত্রদিগের আরও অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং জয়েণ্ট টেকনিক্যাল বোর্ড যে প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফল স্কুলের পক্ষে অনুকূল। কটক সর্ভে স্কুলটিকে ঐরূপ একটি ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলে পরিণত করা ছোটলাট বাহাদুরের প্রবল ইচ্ছা। তাহা হইলে ঐটিই উড়িষ্যার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল হইতে পারে, কিন্তু এইটি কার্য্যে পরিণত করিতে যে টাকার আবশ্যক তাহা এক্ষণে নাই, সেই জন্য ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার এই একান্ত অভিমত বিষয় কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় দুঃখিত হইয়াছেন।

লাহোর আর্ট স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পার্সি ব্রাউন ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উন্নত ধরণের উদ্ভাবন (design) যে শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শ্রেণীতে কাজ ভাল চলিতেছে এবং ভারতবর্ষের শিল্পের আদর্শ এবং উদ্ভাবনের দিকে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য শ্রেণীর ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উহার স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিজ্য শ্রেণীর বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ স্থলে এবারে ৫৫ হইয়াছে। আর একটা ভালকাজ বৎসরের মধ্যে এই হইয়াছে যে, শ্রীরামপুরে বিগত বর্ষের জানুয়ারী মাসে সরকারী বয়ন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। আপাততঃ অস্থায়ী কালের জন্য একটা বাড়ী লইয়া সেই বাড়ীতেই উহার কার্য্য চলিতেছে। স্থায়িভাবে উহার জন্য স্বতন্ত্র একটি বাড়ী প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে একটি স্থান লওয়া হইয়াছে। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে ৯০ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ২০ জন ঐ স্কুল সংশ্লিষ্ট বোর্ডিংয়ে থাকিয়াছে। এই বিদ্যালয়টি কলিকাতা আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ হ্যাভেল প্রমুখ কতিপয় লোকের চেষ্টায় হইয়াছে। হাতে তাঁত চালাইবার সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থায় উপযোগী উপায় অবলম্বনে দেশীয় বয়ন শিল্পের পুনরুদ্ধার করাই উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালার মধ্যে বেথুন কলেজই স্ত্রীলোকদিগের জন্য একমাত্র আর্টস কলেজ। এই কলেজে আরও সাহায্য দেওয়ার জন্য মিঃ জেম্স বলিয়াছেন। এক্ষণে ঐ কলেজে কলেজবিভাগে ৩১ এবং কলিজিয়েট স্কুলে ১৬৩ জন ছাত্রী আছে। এই কলেজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটি বন্দোবস্ত সভা আছে। সম্প্রতি সেই সভাসংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংশোধন করা হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর আশা করেন যে, উক্ত সভা স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে পরামর্শ ঠিক করিয়া তদনুযায়ী প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিবেন। গবর্ণমেণ্ট সময়মত সেই সমস্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। বৎসরের শেষ ভাগে প্রাথমিক স্কুলসমূহে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৪৫ জন বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে। প্রাথমিক স্কুল সমূহের মধ্যে কতকগুলি স্কুল এরূপ আছে যেখানে কেবল বালিকারাই পড়ে, আবার কতকগুলি এরূপ আছে যেখানে বালক এবং বালিকা উভয়েই পড়ে। কেবল বালিকাদের জন্য যে সকল স্কুল সেই সকলে বালিকা সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু যে সকল স্কুলে বালিকারা বালকদের সঙ্গে একত্রে পড়ে, সেই সকল স্কুলে বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া সেই সংখ্যা মত বালিকা কোন স্কুলে উপস্থিত না থাকিলে তথায় বৃত্তি দেওয়া হইবে না—এইরূপ ব্যবস্থা বালিকার সংখ্যা স্কুলে বাড়াইবার পক্ষে ভাল উপায় বলিয়া ছোটলাট বাহাদুর মনে করেন।

কিন্তু মিঃ জেম্স বলেন যে, উহাতে এই হইবে যে, পড়া শুনা করে না এমন মেয়ে দ্বারা স্কুলে সংখ্যা পূর্ণ থাকিবে। এ অসুবিধা সত্ত্বেও ছোটলাট বাহাদুরের ইচ্ছা ঐ নিয়মেই কার্য্য চলিতে থাকুক। শিক্ষাদান কৌশল শিখাইয়া স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পাটনায় ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে ট্রেনিং কলেজ খোলা হইয়াছে এবং ইংলণ্ড হইতে একজন স্ত্রীকে উহার অধ্য-

... সাধারণ হইয়াছে। এই অভাবের ... হওয়ার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে ... একটি অসুবিধা এই যে, শিক্ষার্থীদের উপ... উপাদানের অভাব। যাহা হউক, ঐ ... সকল স্ত্রী শিক্ষা পাইতেছে তাহাদের ... সম্বন্ধে আরও দুইটি কেনী বলিয়া সংবাদ ... দিয়াছে। মিঃ বেল্ স দেখাইয়াছেন যে, ... সম্বন্ধে উন্নতির পথে অন্তরায় প্রধানতঃ ...;—(১) উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব, (২) ... শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে পিতামাতা ...দের অনিচ্ছা, এবং (৩) অতি অল্প বয়... বালিকাদের স্কুল ছাড়াইয়া লওয়া হয়।

*

ইউরোপীয়দিগের শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় বৎ... মধ্যে সওয়া তিন লক্ষ টাকারও অধিক ... পাইয়াছে। এই টাকার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ... লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা বেসরকারী উপায় ... সংগৃহীত। বাঙ্গালার ইউরোপীয়দিগের ... জন্য যে সকল স্কুল আছে সেই সকল স্কুলের বিধি ব্যবস্থা ১৯০৮ সালের ঐ সম্বন্ধে দীর্ঘ... আলোচনার পর সংশোধিত হইয়াছে। ... সেই সংশোধিত বিধি ব্যবস্থানুযায়ী ইউ... রোপীয় স্কুল সমূহকে নূতন করিয়া শ্রেণীবিভাগ করার দিকে ব্রত হইয়াছিল। ১৯১০ সালের জানু... য়ারী ... নূতন বিধি অনুসারে কার্য্য হইবে ... ছিল। কিন্তু অনেকগুলি আবেদন হওয়ায় ছোটলাট বাহাদুর সংশোধিত বিধি অনুসারে কার্য্য ... স্থগিত রাখা আবশ্যক মনে করিয়া সেইমত আদেশ দিয়াছেন। ইউরোপীয় স্কুল সমূহের ইন... স্পেক্টর এবং প্রতিনিধি ডিরেক্টার বাহাদুর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য ট্রেনিং কলেজ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্যের জন্য বিশেষ রূপ ... করিতেছেন। ডাউহিল স্কুলে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহাতে কাজ সন্তোষ জনক হইতেছে না, একথা স্বীকার করিয়াও ছোটলাট বাহাদুর অদূর ভবিষ্যতে অর্থ সাহায্য দানের কোনরূপ আশা এখন ... পারিতেছেন না। উক্ত স্কুলে মিস্ ... কাজ কর্ম্ম করিতেছেন শুনিয়া ছোটলাট ... সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কেম্ব্রিজ ... লোকাল পরীক্ষায় ২০ জন উত্তীর্ণ হই... ৷ পূর্ব্ব বৎসরে ২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ... উচ্চ শ্রেণীর স্কুল পরীক্ষায় ১৬ জন উত্তীর্ণ ... পূর্ব্ব বৎসরে ১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়া... ।

---

## বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—দেপুটি মেঃ কঃ মৌলবী সাঈদ আবদুল মজিদ নদীয়ার সদরে স্থাপিত হইলেন।

বিচার—ব্যারিষ্টার মিঃ হার্বার্ট ব্রোহাই শিবাসন কলিকাতা ছোট আদালতের চীফ জজ হইলেন। মৌলবী আবদুল শাকুর বি. এল স্থায়ির মুঃ হইলেন।

বাবু রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এ প্রোবে সব ডেঃ কঃ হইয়া হুগলীর সদরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী ইনঃ বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ৪ মাসের ছুটী পাইলেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের ইনঃ আফিসের হেডক্লার্ক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থানে অপর লোক নিয়োগ যাবৎ ২য় ক্লার্ক বাবু রাজেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য হেড ক্লার্কের কার্য্য করিবেন। ডিরেক্টর আফিসের ক্লার্ক বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ ২য় ক্লার্কের কার্য্য করিবেন। মিদিনাপুরের ইনঃ পণ্ডিত বাবু বিনোদ বিহারী দাস সাঁওতাল পরগণার সব ইনঃ হইলেন। হিন্দু স্কুলের সহকারী শিক্ষক বাবু যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম এ এবং খুলনা জেলা স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ বাবু নারায়ণ দাস ঘোষ বি এ বি এল পরস্পরে পদ বদলাবদলী করিয়া লইলেন। পালামৌ জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র গুপ্ত এক বৎসরের শিক্ষানবীশীতে বাগোদর সার্কেলের সব ইনঃ হইলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের ইনঃ আফিসের ক্লার্ক বাবু শিবনাথ সরকার ২ মাসের, এবং কাটোয়ার সব ইনঃ বাবু হরমোহন রায় ১ মাস ১৫ দিনের ছুটী পাইলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী ইনঃর ক্লার্ক বাবু অবনীনাথ ঘোষ উঁহার স্থানে উক্ত বিভাগের ইনঃ আফিসের ক্লার্ক হইলেন। বর্দ্ধমানের সহকারী সব ইনঃ মৌঃ মৈজুর রহমন কাটোয়ার সব ইনঃ হইলেন। খুলনার ফর্লো প্রাপ্ত সব ইনঃ বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ এবং মুরশিদাবাদ নবাব বাহাদুরের ইনঃর সহকারী শিক্ষক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায় পরস্পরে পদ বদলাবদলী করিয়া লইলেন।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ কলিকাতা ] ভারতে চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি এবং চিকিৎসকদিগের স্বার্থ ও সম্ভ্রম সংরক্ষণ নিমিত্ত গত রবিবারে একটি সভা করিয়াছিলেন। সর্ব্বভারতব্যাপী চিকিৎসা সমিতির একটি শাখা বাঙ্গালা দেশে সংগঠন করার প্রস্তাব বিশেষরূপ আলোচনার পর সর্ব্ববাদীসম্মতক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই শাখাসভা হইতে চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্র বাহির করা হইবে কথা হইয়াছে। কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তারদিগকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছে। এই চিকিৎসা সমিতি সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় একটী প্রকাণ্ড সভা করিয়া ষ্টেট সেক্রেটরী লর্ড মর্লি মহাশয়কে, ভারতের চিকিৎসকদিগের স্বার্থের অনুকূলে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সংস্কারের প্রস্তাব করার জন্য সাধুবাদ প্রদান করিবেন।

বিচারপতি হ্যারিংটনের নিকট আলিপুর বোমার মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট পাঁচজন আসামীর বিচারের শুনানি হইতেছে। সরকার পক্ষে এডভোকেট জেনারেল আসামীদের দণ্ডাজ্ঞা সাব্যস্ত করিবার জন্য কয়েকদিন হইতে বক্তৃতা করিতেছেন। গত বুধবারেও তাঁহার বক্তব্য শেষ হয় নাই।

[ বোম্বাই ] নাসিকের হত্যাব্যাপারে সংসৃষ্ট এ পর্য্যন্ত আরও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোলাবা জেলার পেণ্টা... নামক স্থান হইতে পাঁচজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। উঁহাদের নিকট হইতে দুইটি পুরাতন বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। ঠৈরা জেলায় বীরনার নামক স্থানের একজন অধিবাসীকে বোম্বাইয়ে ফৌজদারী তদন্ত বিভাগ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ব্যক্তির বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া একটি ব্রাউনিং অটোমাটিক পিস্তল পাওয়া যায়। কোলাপুরের মহারাজ মিঃ জ্যাকসনের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন কল্পে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

[ সাধারণ ] বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে অনেকগুলি বৃত্তি ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। ১। বহরমপুর কলেজ বৃত্তি। মাসিক ৮ টাকা হিসাবে দুই বৎসরের জন্য তিনজন ছাত্রকে অনার সহ বি, এ পাঠ করিবার জন্য দেওয়া হয়। ২। কলেজ বৃত্তি। মাসিক ৪ টাকা হিসাবে দুই বৎসরের জন্য। যাহারা গবর্ণমেণ্ট ও কলেজের বৃত্তি পাইবেন; তাঁহাদের পরবর্ত্তী প্রথম ছাত্র এই বৃত্তি বি, এ পড়িবার জন্য প্রাপ্ত হইবেন। ৩। রাজীব বৃত্তি। বহরমপুর

... ... ... এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিবেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ৫ জন ছাত্র মাসিক ৪ টাকা হিসাবে এফ, এ পাঠ করিবার জন্য ২ বৎসর প্রাপ্ত হইবেন। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার উদারচেতা ও মহানুভব দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর কর্তৃক এই বৃত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত। ৪। গিরিশনারায়ণ রায় বৃত্তি। লালগোলার রাজশাহীর জমিদার বাবু গিরিশনারায়ণ রায় মহোদয় কর্তৃক গত ১৯০৭ সালে এই বৃত্তি সংস্থাপিত। বহরমপুর কেন্দ্র হইতে যে সকল ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তন্মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম হইবেন, কেবল তিনিই মাসিক ৮ টাকা হিসাবে ২ বৎসরকাল এই বৃত্তি এফ, এ পাঠ করার জন্য প্রাপ্ত হইবেন। ৫। কাদম্বিনী বৃত্তি। বহরমপুরের শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী দাসী তদীয়া মাতা স্বর্গীয়া কাদম্বিনী দাসীর নামে মাসিক তিন টাকা হিসাবে একটী বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। বি, এ পাঠার্থী কোন ছাত্রকে এই বৃত্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। ৬। হরশঙ্কর বৃত্তি। এই কলেজের যে ছাত্র এফ, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর রাখিবেন এবং বি, এ শ্রেণীতে সংস্কৃত অনার লইবেন তিনি পাঁচ বৎসর মাসিক চার টাকা হিসাবে এক বৎসরকাল ধরিয়া এই বৃত্তি পাইবেন। স্বর্গীয় হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র বাবু নীলমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক এই বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত। ৭। দীনতারিণী বৃত্তি। লালগোলার প্রাতঃস্মরণীয় রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর দীনতারিণী বৃত্তি নামে চারিটী বৃত্তি তদীয়া পুণ্যশীলা সহধর্মিণী স্বর্গীয়া রাণী দানতারিণী দেবীর নামে স্থাপিত করিয়াছেন ২টী বৃত্তি মাসিক ৬ টাকা হিসাবে ২ বৎসর স্থায়ী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুল হইতে যে ২ জন ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন অথচ গবর্ণমেন্ট বৃত্তি পাইবেন না এরূপ ছাত্রদ্বয় প্রতি বৎসর ঐ বৃত্তি পাইবেন। ঐরূপ কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে যে দুই জন ছাত্র এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, অথচ গবর্ণমেন্টের বৃত্তি পাইবেন না তাঁহারা মাসিক ৮ টাকা হিসাবে এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। (এককালীন পারিতোষিক) এই কলেজের ৩ জন ছাত্র অনার সহ বি, এ পাশ করিয়া এই কলেজের বি, এ ছাত্রদিগের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহারা প্রত্যেকে ১৫০ টাকা মূল্যের এক একটী পারিতোষিক পাইবেন। কাশিমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজা এই কলেজের বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ২টী বৃত্তি স্থাপন, করেন। এই কলেজের বি, এ পাশ ছাত্র এই কলেজে এম, এ পাঠ করিলে এই বৃত্তি পাইবার অধিকারী হন। কিন্তু আজকাল এ কলেজে এম, এ, শ্রেণী না থাকায় এই বৃত্তি সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্ত উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল সমূহে যে সকল শিক্ষক ইংরাজী বিষয়ে শিক্ষাদান করেন, তাঁহাদের শিক্ষাদান কৌশল সম্বন্ধে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে হইবে। যাঁহারা ভার্ণাকুলার বিষয়ে শিক্ষাদান করেন তাঁহাদের পরীক্ষা ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে হইবে। প্রেসিডেন্সী বিভাগে ইংরাজী শিক্ষকদের পরীক্ষা ২১শে ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতা ৮৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বহুবাজার হাই স্কুলে গৃহীত হইবে। ভার্ণাকুলার শিক্ষকদিগের পরীক্ষা ঐ স্কুলেই পরদিনে হইবে।

---

## জাতীয় শিক্ষা—পরিষৎ।

### ছাত্র বৃত্তি।

১৯০৯ অব্দের আগষ্ট মাস হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে মাসিক দশ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। দুই বৎসর কাল এই বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

কলেজ কোর্স—অষ্টম বৎসর।

১। ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

২। রসায়ন—দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

৩। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র সেন।

৪। ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল।

মাসিক ৮৲ হিসাবে।

৫। বৈজ্ঞানিক ক—বরদাচরণ গুপ্ত মোহিনী কুমার বর্ম্মন, ব্রজবল্লভ রায়।

৬। ঐ খ—কামিনী কুমার চক্রবর্ত্তী।

৭। সাহিত্য বিষয়ক গ—সুরেন্দ্রমোহন দত্ত।

অতিরিক্ত ছাত্রবৃত্তি।

ষষ্ঠ বর্ষ। সাহিত্য বিষয়ক গ—অশ্বিনীকুমার দে।

কলেজ প্রথম বার্ষিক ইতিহাস—জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন।

ঐ দ্বিতীয় বার্ষিক ঐ—শশিনাথ সেনগুপ্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নিম্নলিখিত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণ এখনও ভর্ত্তি না হওয়ায় তাহারা কোন কোন বিষয় অধ্যয়ন করিবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। আর, সদাশিব পিল্লাইকর, ফুলচন্দ্র সিংহ রায়, সুধীরকুমার বাগচি, দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য, অন্নদাদ শেঠ।

## মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম ১৯০৯।

[যে বৃত্তি গুলি মধ্য বাঙ্গালার জন্য সেগুলিতে * চিহ্ন দেওয়া হইল]

[মাসিক বৃত্তি ৪ টাকা. ৩ বৎসর স্থায়ী]

### কলিকাতা ৭

[সাধারণ প্রতিযোগিতার জন্য ৯টি এবং মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র দুইটি বৃত্তি—মোট ১১টি]

প্রমথ নাথ রায় চক্রবেড়িয়া, পঞ্চানন বসু শ্যামবাজার, প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র আহীরীটোলা পাঠশালা, আফিজল হাসান উডবরণ মইং, ভবতারণ রায় আহীরী টোলা পাঠশালা, কার্ত্তিকচন্দ্র দাস কলিকাতা মডেল, ভূদেব ভট্টাচার্য্য হেয়ার স্কুল, অটল বিহারী পাল পটলডাঙ্গা, কেশবচন্দ্র শেঠ হিন্দুস্কুল। (মুসলমানদিগের জন্য রক্ষিত বৃত্তি) সৈয়দ ইয়ার আলি কড়েয়া মসলেম, আবদুল জব্বার কাঁসারিপাড়া।

ক্রিষ্টেন্ডেন্টশিপ—৩ বৎসর স্থায়ী

বৃন্দাবন চন্দ্র মিত্র চক্রবেড়িয়া, বঙ্কিম চন্দ্র মুখার্জ্জি শ্যামবাজার, ফিতেন্দ্র নাথ সরকার কলিকাতা মডেল, অমূল্যচন্দ্র সাহা আহীরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়, আদীশ্বর দাস হেয়ার স্কুল, শরচ্চন্দ্র দত্ত আহীরীটোলা বাঙ্গালা পাঠশালা, নকুলেশ্বর বসু কালীঘাট।

### ২৪ পরগণা—৯

মাখনচন্দ্র মণ্ডল ভাড়ুড়িয়া, তিনকড়ি মুখো আলাচি, ধীরেন্দ্রনাথ টাকি গবর্ণ, গোপীবল্লভ মণ্ডল * পাথাঘাটা, বদ্ধ আলি মোল্লা বজবজ, সেখ আবকালি মোল্লা বুকুল, কেদারনাথ সেন বেহালা, পুলিন বিহারী ঘোষ রামনগর, [আর একটি বৃত্তির কথা পরে জানান যাইবে] (মুসলমানদের জন্য) সুলতান হোসেন বারাসত গবর্ণ, সেখ বাকিরতুল্লা টাকিগুর।

## নদীয়া—৫

ননী গোপাল মুখো কুমারী, কালীপদ লাহিড়ী ...সেনপুর, অমূল্যচরণ মদক শিবনিবাস; পূর্ণ ... নাথ • আন্দুলবেড়িয়া সার্কেল, শ্রীশচন্দ্র ...মিক চণ্ডীপুর। (মুসলমানদের জন্য) মজহর ... বিশ্বাস দামুড়হুদা। [আর একটি বৃত্তির ... পরে জানান যাইবে]

## মুরশিদাবাদ—৪

...হেমবরণ বক্সি সাহোয়া, জ্ঞানেন্দ্র নাথ ...মুরশিদাবাদ, বিভূ চন্দ্র বন্দ্যো পাটকিয়া বাড়ী ...পদ চট্টো • বহরমপুর। (মুসলমানদের ...) আবদুর রহমন • কাঁড়েয়া, জমনাল কাজি • ... বাহাদুর ইনঃ।

## যশোহর—৪

হরেন্দ্র নারায়ণ চট্টো গদানন্দপুর, আশুতোষ রায় শ্রীপুর, বিজয়পদ মিত্র হরিণাকুণ্ড, প্রবোধ চন্দ্র ... • চালিতাবেড়িয়া। (মুসলমানদিগের জন্য) ... আলি ঝিকারগাছা, মোবারক বিশ্বাস • ...বোনা সার্কেল। [আর একটি অনুসন্ধান লইয়া দেওয়া হইবে]

## খুলনা—৫

...হক দশালি, বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য শ্রীপুর, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় খাটভোগ, কৃষ্ণলাল গাঙ্গুলী মশমি, প্রভাসচন্দ্র ঘোষ নোয়াপাড়া। (মুসলমানদিগের জন্য) আক্তাব উদ্দীন শ্রীউলা, ... আলি মল্লিক বাবুলিয়া।

## উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি

(মাসিক ৩ টাকা, ২ বৎসর স্থায়ী)

কলিকাতা—মৃগেন্দ্র কুমার রায় বহুপাড়া, বীরেন্দ্র মোহন সোম গড়পার, আবদুর রহিম পটল ডাঙ্গা

২৪ পরগণা—(বারাসত) বেলায়ত আলি মারা... (বসিরহাট) শশিগাজি কচ্ছিপুর, (সদর) ... মণ্ডল চাকুরিয়া, সুধন্যচরণ হাজারি ... বেলিনীপাড়া, (বারাকপুর) মণীন্দ্রনাথ ... বেলঘরিয়া, (ডায়মণ্ড হার্বার) অসি... ...কাইত মহেশ্বর, অমৃতলাল কাজি ডাক্...

...—(সদর) মহম্মদ সেখ রঘুনাথপুর, চুয়া... ...চন্দ্র বিশ্বাস কুমারী, (মেহেরপুর) বিভু... ... কয়াদীগাছি, (রাণাঘাট) কারবার ... গৌরনগর, (কুষ্টিয়া) বিভূপদ বিশ্বাস

মুরশিদাবাদ—(জঙ্গীপুর) মহঃ হোসেন বলিয়াগ্রাম, [সদর] মোহিনীকান্ত বিশ্বাস স্বরূপপুর, (কান্দি) সৈয়দ আহমেদ বারোয়া, সেখ মহাবু কালি (লালবাগ) মণীন্দ্র নারায়ণ রায় ভগবানগোলা।

যশোহর—[সদর] বিনোদ বিহারী চট্টো পাচাকরি, (ঝিনিদহ) সত্যগোপাল মুখো খড়িখালি; কাজি, মহম্মদ ইসমাইল রঘুয়া, [বনগাঁ] নলিনী কান্ত বিশ্বাস কুলপাড়া, [মাগুরা] গোলাম আকসার মিয়া চর চন্দন প্রতাপ, [নড়াইল] আবদুল হাকিম মোল্লা খাসিয়াল।

খুলনা—[সাতক্ষীরা] আবদুল খালেক সর্দ্দার খাকড়া খোলা, চণ্ডীচরণ মণ্ডল দেউগী, [বাগের হাট] যতীন্দ্র নাথ দাস গোটাপাড়া, [সদর] কুঞ্জ বিহারী দাস দৌলৎপুর, যোগেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী বোয়ালিয়া।

## বর্দ্ধমান বিভাগ

বর্দ্ধমান—সাতকড়ি কোঙার গল্‌সি বোর্ড, বিমলচন্দ্র গাঙ্গুলী নাড়ুগ্রাম, ধনপতি পাঁজা • মাজগ্রাম, নিশাকর চাটা • পালিগ্রাম, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য • মণ্ডলী, কালীপদ সাহা পলাশডিহা, রাম ব্রহ্ম বন্দ্যো গোপালপুর, বিভূপদ ঘোষ নদীহা, কাজি আবদুল রৌফ • শ্রীগ্রাম বোর্ড।

বীরভূম—অটল চন্দ্র ঘোষ গণুটিয়া, যোগেশ্বর সেন • কড়েপুর, সেখ জুহাদার রহমান সিউড়ী, সেখ উমর মল্লিক গণুটিয়া।

বাঁকুড়া—নগেন্দ্র নাথ দে আকলি, মহাদেব চট্টরাজ • শুশুনিয়া, ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী • বাকাদহ ফণিভূষণ রায় • বন আশুরিয়া।

মেদিনীপুর—কৃষ্ণচন্দ্র রায় বড়মোহনপুর, প্রয়াগচন্দ্র বসু খেলাড় গজেন্দ্র ইনঃ গোবর্দ্ধন মিশ্র লোয়াদা বোর্ড, মুরারি মোহন চৌধুরী সবঙ সুরেশচন্দ্র দাস • মেদিনীপুর, রজনীকান্ত খাটুয়া খোদামবাড়ী, বিজয়চন্দ্র মাইতি • লাকা; রজনী কান্ত পাল পাইকবাড়, কুমার নারায়ণ পট্টনায়ক গোপীনাথপুর, হাসমত দাস খান এগরা।

হুগলী—ভবতোষ রায় বন্দ্যো কামালপুর, প্রফুল্ল কুমার ঘোষ হুগলী ব্রাঞ্চ, মিহির লাল ঘোষ • কোন্নগর, সুধাংশু প্রকাশ গাঙ্গুলী মাহেশ, সতীশচন্দ্র দাস বলভপুর, বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী • আঙ্গুর।

হাওড়া—ইন্দুভূষণ চট্টো মহীয়াড়ী, ভূষণ চন্দ্র মাইত • শুভরপুর, আবু একর দেওয়ান বসন্তপুর।

### ষ্টুডেণ্টশিপ

বর্দ্ধমান—ব্রজ মোহন ঘোষ কাঞ্চননগর, কালীপদ দে আসানসোল,

বীরভূম—শ্রীপদ মুখো সাঁইতিয়া, সতীশচন্দ্র বন্দ্যো পুরন্দরপুর গোপীনাথ মণ্ডল ভুবীগ্রাম।

বাঁকুড়া—মুকুন্দ লাল দে কাকটিয়া, সত্যকিঙ্কর মুখো পাঞ্চাল।

মেদিনীপুর—ভূতনাথ রক্ষিত সামসাবাদ বোর্ড, ছবিলাল কুইতি দেউলপোতা, ধরণীধর মহাপাত্র কাজলাগড়।

হুগলী—উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহেশ, ব্রজ দুলাল বসু আরামবাগ।

হাওড়া—ধীরেন্দ্রনাথ দলুই পাঞ্জিহল বোর্ড

## উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি

### বর্দ্ধমান

সদর—ধরণীধর মদক আরুয়ার বোর্ড, অমৃত লাল মণ্ডল ধানকোড়া, উমাচরণ চট্টো মল্লগ্রাম, অমূল্য রতন পাল বেলকাশ।

কাল্‌না—নীলকান্ত সামন্ত কসবা, প্রিয়গোপাল ঘোষাল কাইগ্রাম।

কাটোয়া—সুধাহরি ঘোষ রাজুর, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মনগ্রাম।

আসানসোল—মন্মথনাথ দত্ত পুরুষা।

### বীরভূম

সিউড়ী—সেখ কবির হোসেন সিউড়ী, নীলকান্ত ঘোষ সুলতানপুর, আবদুর রব পুরুলিয়া, রমাপ্রসন্ন রায় বামনিগ্রাম।

রামপুরহাট—হোসেন সেখ শীতলগ্রাম, বসন্ত কুমার ঘোষ কানাচি।

### বাঁকুড়া

সদর—সত্যকিঙ্কর রায় ওন্দা, চাঁপালতা দাসী সারেঙ্গা সাঁওতাল বালিকা; নবকুমার বন্দ্যো সনাবন্দ; রসরাজ কর্ম্মকার শুশুনিয়া মধুসূদন হেমব্রম পাকশাড়া।

### বিষ্ণুপুর

সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু গোবিন্দপুর; আশুতোষ মদক বিষ্ণুপুর; গোবিন্দ চন্দ্র কর্ম্মকার মাড়ুই বাজার; রমাপ্রসন্ন কর্ম্মকার বিষ্ণুপুর।

### মেদিনীপুর

সদর—কুমুদচন্দ্র দাস মহাপাল, রাসবিহারী বাঁকুড়া দড়ুন, আশুতোষ পাণ্ডা বড়মোহনপুর, গোষ্ঠবিহারী দত্ত কাশীপুর সার্কেল

ঘাটাল—রাধাগোবিন্দ অধিকারী খড়্গপুর।

তমলুক—সতীশচন্দ্র বেরা দগপুর, যোগেন্দ্র চন্দ্র কোলে বিশ্বাস, শচীন্দ্রনাথ মাইতি ধান্যবেড়ে মীর আজিজর রহমান আলি সামসাবাদ বোর্ড, বিভূতি ভূষণ সেন দেউলিয়া বোর্ড।

কাঁথি—নগেন্দ্রনাথ নন্দী কেন্দুয়াড়ি, চন্দ্রমোহন মিশ্র অজয় নগেন্দ্র নাথ শাসমল সুবেড়িয়া।

### হুগলী

সদর—ব্যোমকেশ মুখার্জ্জি পাঁচপাড়া, যোগেশচন্দ্র রায় কামালপুর।

শ্রীরামপুর—জীবনকৃষ্ণ পাল কলাছড়া, মন্মথনাথ বক্সি রত্নপুর।

আরামবাগ—গোষ্ঠবিহারী কর্ম্মকার তিরল, গোষ্ঠবিহারী বটব্যাল সালেপুর, কিশোরী মোহন মুখার্জ্জি গোপালনগর।

### হাওড়া

সদর—যতীন্দ্রনাথ দাস রামচন্দ্রপুর।

উলুবেড়িয়া—মন্মথনাথ মণ্ডল বেলাপুর চন্দনপাড়া ফকির চন্দ্র রায় মদনাপুর।

## মধ্য ও উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি ১৯০৯

### জেলা ঢাকা

মধ্যইংরাজী—মহেন্দ্রকুমার দে সরকার ঘোড়াশাল, ভীমচন্দ্র দে পুরুষা শশীমোহন সাহা শৈকুলখোড় (মুসলমানদের জন্য) কেরামত আলি পাড়াতলি মাদ্রাসা।

মধ্যবাঙ্গালা—আসরফ আলি ভূইয়া শিলমণ্ডী জিতেন্দ্রচন্দ্র সেন নগর বনিয়াদী, অতীন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত শামালিয়া, মিরজ আলি তোলাবা, নৃপেন্দ্র কুমার সেন পাঁচদোনা। (মুসলমানদিগের জন্য) আবদুল গফুর শম্ভুপুর মিডল মাদ্রাসা, আলফাজুদ্দীন উত্তর সাহাপুর এলাহিবক্স আমিরাবাদ মিডলমাদ্রাসা।

উচ্চপ্রাথমিক—তরুবালা বসু ভেবরিয়া বালিকা, নাসিরুদ্দীন পাটানতলা, সুহাসিনী চৌধুরী নারায়ণগঞ্জ বালিকা, নিখিলচন্দ্র সেন নগর বনিয়াদি, রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রাজবাড়ী, বিনোদবিহারী ঘোষাল পুরুষা' মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বানকোড়া, রাধারমন চট্টোপাধ্যায় নটাখোলা (মুসলমানদিগের জন্য) আনোয়ার আলি গোপাদদি, মেহের কালীমুন্সী উত্তরদাতারা, সেখ সামেদালি টোপারবাড়ী।

### ময়মনসিংহ

মইং—অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী মাগুপাড়া, সুধাময়ী মল্লিক আলেকজাণ্ডার বালিকা, কালীকৃষ্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য হোসেনপুর। (মুসলমানদিগের জন্য) মহম্মদ আবদুল হামিদ ভবানীপুর, খোন্দকার আজম আলি আড়ুকি।

মবা—রামনারায়ণ দাসগুপ্ত খালীখোলা যোগেন্দ্র কিশোর দে কাজিপুর ধনঞ্জয় ঘোষ আবালি, লালমোহন সাহা কিশোরগঞ্জ মডেল নাথ নিয়োগী কালিহাটী, ঊর্ম্মিলা মুখার্জ্জি আলেকজাণ্ডার বালিকা। (মুসলমানদিগের জন্য) আবদুল হাকেম আচমিতা আইনুদ্দীন সরকার করড়া।

উপ্রা—আবদুলমাজিদ খাঁ ঘোষগাঁও, দেবানন্দ পাণ্ডে নন্দীবাড়ী মহম্মদলাল মিয়া হোসেনপুর, চপলাসুন্দরী মুখোপাধ্যায় কিশোরগঞ্জ মডেল বালিকা, যুধিষ্ঠির দাস বড়তলা, করিম আক্কামন জামালপুর গুরুট্রেনিং মনরাজ সাহা মাধবপুর লাহিড়ী সুরুচিবালা রায় টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী বেলাবেং হোসেন মোল্লা দিলদোয়ার। (মুসলমানদের জন্য) হোসেন আলি সরকার পোগোলদীঘি, আবদুল আজিজ খাঁ লক্ষীগঞ্জ, তরিফুল্লা ফকির কাঠালি।

### ফরিদপুর

মইং—বিজয়চন্দ্র কুণ্ডু বাহাদুরপুর বীরেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় কালীগঞ্জ সুকুরমামুদ শিবচর। (মুসলমানদিগের জন্য) আবদুল করিম বিশ্বাস বগাই মেঘনা ইউনিয়ন।

মবা—হোসেনকাজি কালকিনি, মোহিনী মোহন রায় ফরিদপুর।

উপ্রা—নগেন্দ্রনাথকর মগদি, সতীশচন্দ্র বসু মাজরা মডেল, দিগিন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিরপাইল শ্রীশচন্দ্র পাল রামকোল ব্রজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি ভুবখালি সার্কেল, কুমুদিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ছয়গাঁও আবদুস সুকুর কান্দিরচর আবদুল সমদ বেপারি কার্ত্তিকপুর। (মুসলমানদিগের জন্য) আয়সেদুজ্জমান শিবচর।

### বাখরগঞ্জ

মইং—সুদর্শন পোদ্দার পিজলাকাটী ক্ষীরোদলাল বিশ্বাস পালারদি, প্রভাতচন্দ্র বসু লতা সার্কেল (মুসলমানদের জন্য] এয়ানউদ্দীন স্বরূপকাটী, মকারাম আলি বড়নদী।

মবা—হেমাঙ্গিনী গুহ বানরীপাড়া মডেল কালীপ্রসন্ন সরকার নরোত্তমপুর মনসুর আলি বিবিচিনি, রামধন চক্রবর্ত্তী মজগ্রী অন্নকূলচন্দ্র দাসগুপ্ত বাউকাঠী সার্কেল। [মুসলমানদের জন্য] আবদুল হাকিম আজিমপুর সর্কেল মেশের আলি গঙ্গাপুর।

উপ্রা—মুকুন্দলাল দত্ত হেলেকা, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভড়পাশা, প্রফুল্লনলিনী গুহ বানরীপাড়া মডেল, সোনাকাস্ত সিংহ নরোত্তমপুর আজিজা খাতুন, চাঁদকাটী, মীর মজলে আলি কাউনিয়া, অক্ষয়কুমার বসু কচিয়া সার্কেল, নবীন চন্দ্র ধুপি সাহাপুর। (মুসলমানদিগের জন্য) মোহন আলি খাঁ আইরকান্দি, মুফল হক ভোলা, আজিমন নেশা বাদিয়া।

## কৌতুক-কণা।

মূর্খ পুরোহিত। (হস্ত লিখিত পুঁথি ভাল পড়িতে না পারিয়া এবং "পিতে পুত্রঃ দদাৎ" এই স্থলে পিতে "মূত্রং দদাৎ" এইরূপ পাঠ করিয়া), "এইবার পিতৃপিতে প্রস্রাব কর।"

বিস্মিত যজমান। বলেন কি মহাশয়?

পুরোহিত। শাস্ত্রমত কার্য্য কর। মনে দ্বিধা করিও না।

---

ধনী যজমানের পুরোহিত। [শ্রাদ্ধের জন্য রক্ষিত চারহাতি কাপড়ের উৎসর্গ করাইয়া বিরক্তির সহিত]

"চক্রবর্ত্তী মহাশয়! এইবার মনে মনে চিন্তা করুন যেন আপনার স্বর্গীয় জননী তাহার মূর্ত্তিতে এখানে আসিয়া এই চারিহাতি কাপড়খানি পরিধান চেষ্টায় কটিদেশে জড়াইয়া বামহস্তে ইহা ধরিয়া পিণ্ডটী গলাধঃ করিয়াই অর্দ্ধ নগ্ন অবস্থায়, কাহারও দেখিবার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, তীব্রবেগে স্বর্গপথে প্রস্থান করিতেছেন।" দরিদ্র অসমর্থ পক্ষে ঐ ৪ হাত বস্ত্রই যথেষ্ট। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন—"বিত্তশাঠ্য মকুর্ব্বাণো সম্যক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ। কুর্ব্বাণো বিত্ত শাঠ্যন্ত ন লভেৎ সদৃশং ফলম্।" [জন্মভূমি]

-:০:-

### কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

● চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Muhammadan graduate for the post of Sub-Inspector of schools in the Burdwan *Division* on a salary of Rs 50 a month. Applications are to be made on or before the 30th January 1910 to the address of the Inspector of schools Burdwan Division, Chinsurah, District, Hooghly. 21.1.1910.

A Kavyatirtha Hd Pandit for the ...-Goria H E school on Rs 15 to ... Boarding and lodging free. 15 ... from Calcutta. South Goria school, South-Goria po, Dt. 24

...n F A Hd master on Rs 25 a ...th for the Gangnagor M E school ...okamtala Dt Bogra.

... experienced graduate Hd master ... F A asstt. teacher on Rs 55 25 respectively. Secretary Bali... E school ( Baukura ).

Hindoo whole time Compounder ...hatterji and Brothers' Medical ... Jessore, at present on Rs 15 per ... Free lodging. Apply to ...Sur ndra Nath Chatterji L M S ...ore.

...graduate strong in English on ...rising to Rs 60. Apply to Babu ...sh Chandra Chatterjee Kashi...pore post, Jessore.

A competent Hd master for Bag...pore school, who has passed ...rance course, pay according to ...ifications, free board add lodging ...ly to Babu B M Mittra Sec. Po. ...ampore, Jessore.

A graduate 2nd master for the ...agram A S school on Rs 40—Rs 45 ...ording to qualifications. None ...pply who did not take up ...hematics in the B A Examination. Apply to the Hd master, Rajagram A S school po Rahagram, Baukura.

An F A teacher on Rs 30 per mensem, with bachelor's quarters, for the B D Railway M E school. Apply to the President of the school Barnes Junction ( Dt. Jalpaiguri ).

An F A Kayastha Hd master for the Akui M E school on Rs 25 per month. Board and lodging free on private tuition. Must stick at least two years Akui po ( Burd

...n F A or B A plucked 4th teacher ... in Mathematics on Rs 30 a ... for the Godda C H E school ... and lodging free on private ... Preference to a Hindi knowing gentleman.

An F A Hd master for the Ganesh pur M E school on Rs 24 with free board and lodging. Must stick of least 6 months. Po Amardah, Dt Howrah.

A graduate 2nd master strong in Mathematics for the Mau vi Bazar High school, Dt Sylhet, on Rs 65 a month. Must stick to the post at least two years. Apply before 23rd January.

A Hd master F A for the Simlapal M E school on Rs 25 per mensem. Apply to Raja Jagabandu Singha Chaudhury Simlapal po, Dt Baukura.

An Entrance passed Hd master for the Alampur Nutan Bazar Syama prasanna Institution on Rs 12 per month with free board and lodging. Alampur pur is four miles from the Poradah E B S Ry station. Apply before 25th January to Babu Nalin Chandra Roy Po Alampur, (Nadia).

An F A teacher for the Karatiya H E school Dt Mymensingh on Rs 25 to 30 according to qualification. Apply to the Hd master.

An F A Hd master for the Biswanath M E school on Rs 30 Boarding free. Po Biswanath Dt Sylhet.

A graduate ( B course preferred ) assistant Hd master capable of teaching Mathematics and Geography for the new Matriculation system, for the Sammilani Instituition Jessore. Apply to the Hd master.

One Mahomedan teacher fo Hut sherpur M E school and other for Hnakua Mudrasa. A student of 2nd class of Entrance school may do. Apply to the Hd master of Hut-sherpur M E school po Kajala, Bagra.

An Entrance passed or plucked F A whole time private tutor to take charge of three young boys aged 6 to 13 years. Certificates of character are essential Apply "A" care of Upendra Lal Das Zeminder Kirnahar ( Birbhum).

A graduate strong in Mathematics as the 1st Asst teacher on Rs 50 a month. for the D J H E school, Sherpur [Bogra]. Boarding and lodging free on tuition at home. Must stick to the post for two full sessions.

A Drawing master for the Kotechandpur H E school on Rs 15. Apply to the Hd master.

An F A Hd master and Entrance passed 2nd master on Rs 25 and 15 respectively for the Pirganj Union M E school Dt Rangpur. Po Pirganj, Rungpur.

বসুন্দিয়া মইং স্কুলে একজন ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও বাসা। বর্ত্তমানে প্রণালীতে শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ এবং ড্রিল জুইং জানা চাই। বসুন্দিয়া বাজার সিঙ্গিয়া বি সি ষ্টেশন হইতে ২ মাইল, পোঃ বসুন্দিয়া, যশোহর।

হাওড়া বেলিলিয়াস ইনষ্টিটিউশনে একজন নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত বেতন আপাততঃ ১৮ টাকা। বেলিলিয়াস স্কুলের সহকারী সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন। জেলা হাওড়া। বিনা খরচে বাসা পাইবেন।

জিলা রংপুর, পোঃ দিনালপুর, মগুলপাড়া উঃ প্রাঃ স্কুলে একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ হেঃ পঃ ও উঃ প্রাঃ পাশ সেকেণ্ড পণ্ডিত বেতন যথাক্রমে ৮৲ ও ৫৲ টাকা এবং বাসা পাইবেন। হেড পণ্ডিত প্রাইভেট পড়াইলে মাসিক ৫৲ করিয়া পাইবেন। শ্রীঅক্ষয়চরণ দাস পোঃ শ্যামগ্রাম রংপুর।

জিলা রংপুর, পোঃ ফুলছড়ি, ফুলছড়ি মধ্য স্কুলে এক এ পাশ ইংরাজী শিক্ষক ও নর্ম্মাল পাশ এক-জন ২য় পণ্ডিত বেতন যথাক্রমে ২০৲ ও ১৫ টাকা ইংরাজী শিক্ষক ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ হইলে খোরাক ও বাসস্থান পাইবেন। ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে অবস্থিত, এখানে রেল ও ষ্টিমার ষ্টেশন আছে

যশোহরে কোন হাই স্কুলের জন্য জনৈক এফ্ এ বেতন ৪০ টাকা ও জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ বেতন ৪০ টাকা; ও জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ বেতন ২০৲ টাকা, এবং জনৈক নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক বেতন ৩০৲ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে সকলেই বাসা পাই-বেন। ৩১শে জানুয়ারী মধ্যে আবেদন করুন পণ্ডিত শ্রীগোপাল চন্দ্র কবিকুসুম কালিয়া ৫:৪ স্কুল, যশোহর।

জেলা রাজসাহী, পোঃ মান্দা নবগ্রাম মইং স্কুলে ব্রাহ্মণ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক মুসলমান হেঃ পঃ। বাসা ও বেতন যথাক্রমে ২০৲ ও ১৫ টাকা পোঃ মান্দা, নবগ্রাম, রাজসাহী।

কালমাটী মাদ্রাসা মাইনর স্কুলে মাসিক ২২৲ টাকা বেতনে একজন এফ এ হেঃ মাঃ এবং নূ্ দেশী কমরৎ জানা নর্ম্মাল পাশ মাসিক ১৫৲

বেতনে হেঃ পঃ উভয়েই আবা পাইবেন। ২০শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে দরখাস্ত করিতে হইবে। স্থানটী তিস্তানদীর ধারে। নিকটে পোষ্টাফিস ও যাতায়াতের সুবিধা আছে। পোঃ বালদহ রঙ্গপুর হিন্দু মুসলমান উভয়েরই আবেদন গ্রাহ্য।

বাড়িয়া নবা স্কুলে ট্রেনিং স্কুলে নূতন নিয়মে দ্বৈবার্ষিক অথবা ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ কিণ্ডারগার্টেন পাশ একজন হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও আবা। ৩০শে জানুয়ারী মধ্যে আবেদন করুন। শ্রীজানকীনাথ মজুমদার, পোঃ ভাওয়াল ব্রাহ্মণ গাঁ, গ্রাম বাড়িয়া, জেলা ঢাকা।

বড়গ্রাম মইঃ স্কুলে একজন দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ মাসিক ১৫ টাকা। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বিনাব্যয়ে আহার এবং বাসস্থান পাইবেন। মালনাই পোঃ জেলা মালদহ।

কোটালপাড়া উঃ প্রাঃ স্কুলে মাইনার পাশ হেঃ পঃ বেতন ১০ টাকা ও আবা। মুসলমানের আবেদন অগ্রগণ্য। পোঃ নবাবগঞ্জ জেলা দিনাজপুর।

জেলা পাবনা পোঃ কাজীপুর নাটুয়ারপাড়া জানকী নাথ মইঃ স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা সিরাজগঞ্জ হইতে ১৬ মাইল উত্তরে।

এফ এ পাশ শিক্ষক; ভাল গণিত জানা চাই। ২৫ টাকা। কার্গিল হাইস্কুল। সন্দীপ নোয়াখালি।

রাণীগঞ্জ হাইস্কুলে ২য় শিক্ষক। ৪৫৲ টাকা ভালগণিত জানা গ্রাজুয়েট চাই। বোর্ডিং কাউন্সিল এবং প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যায়।

বিজয়কুণ্ড নবা স্কুলে নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ ৩ মাসের জন্য ১৩, গুণানুসারে ১৫৲ হইতে ১৮৲ ও আবা।

ছাগনা মাইনর স্কুলে মাসিক পনর টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ বিনা ব্যয়ে বাসস্থান। প্রাইভেট টিউসনে আরও তিন চারি টাকা পাইবার সম্ভাবনা। শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ রায়, উকীল, বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া।

গোলেষ্টেকো জরিপ করিবার জন্য একজন পাশ করা আমিন বেতন ২০ টাকা ও আবা ও বাসস্থান। শ্রীনিরঞ্জন সিংহ নায়েব, একডালা গড়, জমিদারী ষ্টেট পোঃ নসীপুর জেলা মুরশিদাবাদ।

বাকুড়ি মইঃ স্কুলে একটী নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ বেতন ১৫৲ ও আবা। ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। হেডমাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ঝিকরগাছা পোষ্ট (যশোহর)।

বন্দিপুর (২৪ পরগণা) মইঃ স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। প্রাইভেট পড়াইলে আবা পাইবেন। কত বেতন চান লিখিবেন। শ্রীআশুতোষ ঘোষ সাঃ বন্দিপুর জেলা ২৪ পরগণা. খড়দহ পোঃ ই বি এস রেলওয়ে।

মেখলিগঞ্জ উঃ ইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল পণ্ডিত বেতন ১৫৲ ও স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য ৫৲ মোট ২০। পোঃ মেখলিগঞ্জ (কুচবিহার)।

একজন এফ এ হেঃ মাঃ। ধপধপি মইঃ স্কুল ২য়পং ১৮ টাকা এবং আবা কায়স্থ চাই। ধপধপি পোঃ, ২৪ মিড্‌ল রোড এন্টালি. কলিকাতা এই ঠিকানায় সন্ধান লইবেন

একজন এ কোর্স গ্রাজুয়েট ভাল ইংরাজী জানা। সাহাজাদপুর হাই স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষকের জন্য। মাসিক ৫০ টাকা।

একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক আর ইনষ্টিটিউশন; ৪০ টাকা ও আবা। ভিক্টিসঞ্জাল আফসার, হৈকলা সহর পোঃ।

পাটিদহ গদাধর ইনষ্টিটিউশনে একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক। ২০ টাকা ও আবা। পোঃ সরিষা, ২৪ পরগণা।

ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। শ্যামপুর মইঃ স্কুল। জেলা হুগলী চাঁপাডাঙ্গা রেল ষ্টেশন (মার্টিন কোম্পানীর রেল) হইতে তিন মাইল। বেতন ১৮ টাকা, শ্রীমাখন লাল দত্ত ৬/১ ব্যাপারী টোলা লেন, পোঃ বহুবাজার, কলিকাতা।

---

(উদ্ধৃত)

## উদাহরণ কথা।

"লাভঃ পরং গোবধঃ।

[ কোন কিরাতরাজ কতকগুলি কুকুর পুষিয়াছিল। কিরাতরাজ ভাবিয়াছিলেন, কুকুরগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইলে তাহাদেরই সাহায্যে সিংহ বধ করিবেন। কুকুরগুলিকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ গোবধ করতঃ তন্মাংসে কুকুরগুলি পোষণ করিতে লাগিলেন। কুকুর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইলে তিনি একদিন সেগুলাকে লইয়া সিংহ ধরিবার আশায় অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন পরন্তু কুকুরেরা বনমধ্যে ছোট ছোট নেকড়ে বাঘ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। সুতরাং রাজার কুকুরের সাহায্যে সিংহ ধরা হইল না, তিনি হতাশ্বাস হইয়া ম্লানমুখে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ইহা দেখিয়া কোন লোক তাঁহাকে নিম্নলিখিত শ্লোক বলিয়াছিল ;—

"পারীন্দ্র পরাক্রমাৎ সুরভী
মাংসেন হৃষ্টোদরাঃ
পুষ্টাস্তে কিল পীবরাঃ কটুগিরঃ
শ্বানঃ প্রযত্নাদমী।
ন স্বেচ্ছমদমতঙ্গবারণ চমূ
বিদারণঃ কেশরী
লেভব্যো ভবতা কিরাতনৃপতে
লাভঃ পরং গোবধঃ॥

হে কিরাতরাজ! তুমি সিংহ ধরিবার আশায় এই সকল কুকুর পোষণ করিয়াছ এবং ইহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিবার জন্য প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ করাইয়াছ। সেই সকল কুকুর এক্ষণে হস্তিযূথ-পরাভবকারী সিংহ পরাভবে সমর্থ হইল না! ইহাদিগের পোষণে তোমার আশা ত ফলবতী হইল না, কেবল লাভ হইল গোবধ। অর্থাৎ গোবধজনিত মহাপাপ।" যে সকল বাবুরা মনে করেন যে অনাচারে এবং ইংরাজী আহারে ইংরাজের মত তেজলাভ করিবেন তাঁহাদেরও ঐ: অনাচার মাত্র লাভ হইতেছে, [খ] কোন রুগ্ন ব্যক্তি হরিহরনামা এক বিখ্যাত কবিরাজের নিকট রোগ দেখাইতে গিয়াছিলেন। হরিহর তাহার রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন, শুঁঠি ও গোক্ষুর সমভাগে লইয়া তাহার পাচন প্রস্তুত করতঃ পান করিবে। রোগীটা মূর্খের চূড়ামণি, সে বাড়ী আসিয়া একটী গোরু মারিয়া তাহার ক্ষুর লইয়া পাচন প্রস্তুত করিল ও তাহা পান করিল। পরদিন হরিহর বৈদ্য তাহার রোগ কমিল কি না, জানিবার জন্য তাহার গৃহে আসিলেন এবং পাচনের ব্যাপার সমস্তই শুনিলেন। তৎশ্রবণে হরিহর অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন ;—

শুণ্ঠীগোক্ষুরয়োর্বিচার্য্য মনসা
কল্যাণকঃ সম্মতো
উক্তঃ তদ্বিপরীতকঃ কৃতমহো
গোক্ষুরকঃ মন্দধী।
নাস্থো মুখ জনালয়ে নচ সুখং
নোনা যশো লভ্যতে
সদ্বৈদ্যে ব্যবহৃতপতো কৃমিকয়ে
লাভঃ পরং গোবধঃ॥

আমি মনে মনে বিচার করিয়া গোক্ষুর ও শুঁঠি এই দুই দ্রব্যের কাথ সেবন করিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু এই হতবুদ্ধিটা তাহার বিপরীতে গোবধ করিয়া তাহার ক্ষুর লইয়াছে। মূর্খের চিকিৎসা করিতে অর্থনাশ, সুখ ও যশোনাশ, তিনের কিছু

...নাঁ হরিহর সংকেত করিয়াছ আমায় মধ্যে হইল লোহকার পাপ

"কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।"

ব্যক্তি কর্ম্মতৎপর, বুদ্ধি তাহারই অনু-...য়। কর্ম করিতে করিতে কর্ত্তব্যবিষয়ে ...ৰ্ত্তি জন্মে, পরন্তু কর্ম্মত্যাগে ব্যক্তিরেকে ...কালের তাহার লোপ ঘটে। এতদ্বোধক ...টি এই-

কর্ম্মণাবাধ্যতে বুদ্ধি-

নবুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।

সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো

হৈমং হরিণ মন্বগাৎ।

...র্থ কর্ম্মের বাধ্য, কর্ম্ম বুদ্ধির বাধ্য নহে ...য়। দেখ, শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধিমান হইয়াও ...নের মৃগ মারিতে গিয়াছিলেন।

৩। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং

দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

...ক রাজনন্দিনী পিতার অধিকারস্থ এক ...পকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। একদা ...াপক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে দূরদেশে গমন করিলেন। ...ন রাজকন্যার অধ্যয়নাদির ভার ব্রাহ্মণের পুত্রের ...পর অর্পিত হইল। ব্রাহ্মণপুত্র পিতার আজ্ঞায় ...ই রাজকন্যাকে শিক্ষা দিতে গমন করিতে ...গলেন। একদিন তিনি যথানিয়মে পড়াইয়া রাজপুত্রীকে লিখাইতেছেন, এমন সময়ে রাজনন্দিনীর লেখনী তদীয় হস্ত হইতে স্খলিত ও ভূতলে নিপতিত হইল। গুরুনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহা ভূতল হইতে উঠাইয়া রাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহাতে রাজপুত্রী অতীব সন্তুষ্টা হইয়া গুরুনন্দন সকাশে কৃতজ্ঞতা ও উপকার স্বীকার করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন, যদি আমার দ্বারা উপকার হইয়াছে এরূপ বিবেচনা হয় তবে হইলে আমারও প্রত্যুপকার করা তোমার উচিত। রাজকুমারী ভাবিলেন, গুরুনন্দন ব্রাহ্মণ, ধনহীন, বোধ হয় আমার নিকট ইহাঁর কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিবার অভিলাষ হইয়াছে। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আপনি যাহা চাহিবেন আমি তাহাই আপনাকে দিব। ব্রাহ্মণ যুবক উত্তম অবসর দেখিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, আমাকে বরমাল্য ...

আমি অন্য কিছু চাহি না। যুবকের ঐ ...বাক্য শুনিয়া রাজপুত্রী কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে ...থাকিলেন, পরে বলিলেন, আপনাকে বরমাল্য ... আমাকে সধবা হইয়াও বিধবার ন্যায় থাকিতে ...। যাহাই হউক, আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছি, তাহার অতিক্রম করিতে পারিব না। আপনি অদ্য রাত্রে গোপনে হরিমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। আমি তথায় গিয়া আপনার গলে বরমাল্য প্রদান করিব। রাজপুত্রীর এই কথা শুনিয়া গুরুনন্দনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পরে উভয়েই স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। যখন ইহাঁদিগের উভয়ের ঐরূপ কথোপকথন হয় অধ্যাপকের কার্ত্তিক নামক ভৃত্য অলক্ষ্যে থাকিয়া ঐ সকল কথা শুনিয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয় সেই দিনই নিমন্ত্রণ হইতে বাটী আসিলেন। কার্ত্তিক অবিলম্বে ঐ সকল কথা ও ঘটনা নিভৃতে অধ্যাপকের কর্ণগোচর করাইলেন। অধ্যাপক এরূপ ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভৃত্যের সহিত পরামর্শে আপন পুত্রকে একটী গৃহ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে কার্ত্তিক গুরুপুত্রের বেশ ধরিয়া নির্দিষ্ট হরিমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্ধকারে বসিয়া রহিল। যথাসময়ে রাজনন্দিনী আসিয়া সম্বোধন করিলে কার্ত্তিক সেই অন্ধকার গৃহমধ্যে "হুঁ" মাত্র বলিয়া প্রত্যুত্তর করিল। রাজপুত্রী গুরুপুত্রজ্ঞানে তদীয় গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন। কার্ত্তিক তখন আপনার পরিচয় প্রদান করিল। এই ঘটনায় রাজপুত্রী শিরে করাঘাত করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিলেন;—

"গুরোশ্চপুত্রে বরমাল্য দানে

দিষ্টা প্রদত্তং খলু কার্ত্তিকায়।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং

দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥"

আমি রাজপুত্রী গোপনে দেবমন্দিরে গুরুপুত্রের গলে বরমালা দিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যের প্রেরণায় আমাকে কার্ত্তিককে বরণ করিতে হইল। মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও নারী কিরূপ অভাবনীয় ব্যবহার করিবে এবং পুরুষের ভাগ্য কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে পারেন না।

৪। "সঞ্চিতার্থোবিনশ্যতি।"

কোন এক রাজা অত্যন্ত অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন। ক্রমে তাঁহার ধনাগার ধনশূন্য হইল। অতঃপর তিনি কতকটা আয় অনুসারে ব্যয় করিতে লাগিলেন, পরন্ত সঞ্চয়ের চেষ্টা রহিল না। রাজার এতদ্রূপ ব্যবহার রাজমন্ত্রী কিছু দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, বিপদকালে এই ধনশূন্য রাজা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন না। কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত বিচক্ষণ মন্ত্রী নরপতিকে ধনরক্ষার কর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য রাজার দৃষ্টি পড়ে এরূপ স্থানে গৃহভিত্তিতে লিখিয়া রাখিলেন;-

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ।"

দুই একদিন পরে ঐ শ্লোকাংশে রাজার দৃষ্টি পড়িল। তিনি বুঝিলেন, মন্ত্রী ইহা আমাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছে। পরে তিনি ঐ শ্লোকাংশের নীচে উহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিয়া দিলেন।—

শ্রীমতাং কথমাপদঃ?

মন্ত্রী উহা পাঠ করিয়া তাহার নীচে লিখিলেন—

কদাপি চলতে লক্ষ্মী

উহা পাঠ করিয়া রাজা তন্নিম্নে লিখিলেন—

সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি।

এই উক্তর প্রত্যুত্তরে পাদচতুষ্টয়ে পূর্ণ শ্লোক হইল। শ্লোকটির অর্থ এই—

(মন্ত্রীর উক্তি) "আপদদিগের জন্য ধন সঞ্চয় করা আবশ্যক।"

(রাজার উক্তি) "লক্ষ্মীমন্তের আপদ হয় না।"

(মন্ত্রীর উক্তি) "লক্ষ্মী কখন কখন চঞ্চলা হন।"

(রাজার উক্তি) "তখন সঞ্চিত ধনও থাকিবে না।"

৫। "সারং শ্বশুরমন্দিরং।"

কোন "ধার্ম্মিক" ঋষি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন;—

"অসারে খলুসংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্‌

কাশ্যাংবাসঃ সতাংসঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥"

এই অসার সংসারে চারিটী মাত্র সার: কাশীবাস, সৎসঙ্গ, গঙ্গাজল ও শিবসেবা।

কোন রসিক কবি ঐ শ্লোকের পরিবর্ত্তে এই শ্লোক বলিয়াছিলেন।—

হিমালয়ে হরঃশেতে হরিঃশেতে মহোদধৌ;

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরম্॥

মহাদেব হিমালয়ে ও বিষ্ণু সমুদ্রে সর্ব্বদা বাস করেন। সমুদ্র লক্ষ্মীর জন্মস্থান এবং হিমালয় পার্ব্বতীর জন্মস্থান। অসার সংসারে শ্বশুরবাড়ী সার পদার্থ।

৬। "কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।"

কোন এক সিংহ কোন এক বনে রাজত্ব করিত। হঠাৎ একদিন একটা ছাগ সেই বনে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া এক ব্যাঘ্র তাহাকে কহিল, তুমি কোন্ সাহসে এই বনে আসিয়াছ আমি তোমাকে খাইয়া ফেলিব। বিপদকালে ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন কর্ত্তব্য মনে করিয়া ছাগ কহিল, "হে ব্যাঘ্র! আমি এখানকার রাজার

মাতুল। আমার নাম জম্বুদাস।" তৎশ্রবণে ব্যাঘ্র বলিল, "মহাশয়! আমি আপনাকে চিনিতাম না। তাই অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা করিবেন।" ব্যাঘ্র এই বলিয়া রাজসভায় গিয়া সিংহকে কহিল, রাজন্! আপনার মাতুল জম্বুদাস এই বনে আসিয়াছেন। আমার সহিত আলাপ হইয়াছে।" তৎ শ্রবণে সিংহ মাতুলকে আনয়ন করিবার জন্য সেই ব্যাঘ্রকেই প্রেরণ করিল। উদারচিত্ত সিংহ মনে মনে অল্প একটু হাস্য করিল, অবশেষে ছাগ তাহার নাম লওয়ায় সন্তুষ্ট চিত্তে তাহার করুণাবিষ্ট হইয়া ঐ ছাগকে মাতুল সম্বোধন করিয়া আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইল এবং সকলকে বলিয়া দিল ইনি আমার মাতুল, ইঁহার নাম জম্বুদাস।" অতঃপর কি জন্তুগণ সকলকেই ছাগকে মান্য করিতে লাগিল এবং ছাগও ঐ বনে নিরাপদে পরমসুখে বাস করিতে লাগিল। কোন কবি ইহার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

> স্থানসেবা ন কর্ত্তব্যা
> কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।
> অজঃ সিংহপ্রসাদেন
> বনে চরতি নির্ভয়ম্॥

৭। পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে।

কোন এক ব্রাহ্মণের একটি সুদর্শন পুত্র হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বিশেষ যত্ন করিয়া উহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় ছেলেটী বুদ্ধিমান বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের আশা—ছেলে মানুষ হইলে বার্দ্ধক্যে তাঁহার সুখ হইবে। কিন্তু ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোন কাজেরই হইল না। কেবল বাজে কথা কহিতে শিখিল। সেই ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিতেন,—

> সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং
> ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
> আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ
> পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে॥

দেখিয়াছিলাম সোণার মত পুষ্প, সুতরাং ভাবিয়াছিলাম, ইহার ফলে রত্ন জন্মিবে। রত্ন ফলের আশায় বৃক্ষটির যথাযোগ্য সেবা করিলাম, কিন্তু তাহার ফলে কেবল ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে লাগিল।

শিমূল ফুল দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু তাহার ফল হইতে কেবল কয়েকটা শস্য তার বীজ থাকে, ফল পাকিলে যে, শব্দ বায়ুর আন্দোলনে ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে থাকে, কোন কাজে লাগে না।

৮। স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।

কোন সময়ে গরুড় শিবসকাশে গমন করিয়াছিলেন। গরুড়কে দেখিয়া শিবকণ্ঠস্থ সর্প ঘোরতর তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে গরুড় ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন—

> জানামি সর্পো তব প্রভাবম্
> কণ্ঠেস্থিতো গর্জসি শঙ্করস্য।
> স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানম্
> স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।

সর্প! তোমার প্রভাব ও ক্ষমতা আমি বিলক্ষণ জানি। তুমি আজ শঙ্করের কণ্ঠে আছ বলিয়াই এত নির্ভয়ে তর্জন গর্জন করিতেছ। বল অপেক্ষা স্থানের মহিমা অধিক। যে অত্যন্ত কাপুরুষ, সেও সুবিধামত স্থানে থাকিলে সিংহের মত পরাক্রম দেখায়।—(উপাসনা আশ্বিন ১৩১৬)

---

## তুর্কজাতি।

২৮শে অক্টোবর রাত্রি ৯টার সময় ভিয়েনাতে সেই ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস ট্রেণ আবার ধরা হলো। ৩০এ অক্টোবর ট্রেণ পৌছুল কনষ্টাণ্টিনোপলে। এ দুরাত একদিন ট্রেণ চললো হঙ্গারি সর্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে। হঙ্গারির অধিবাসী, অষ্ট্রীয় সম্রাটের প্রজা। কিন্তু অষ্ট্রীয় সম্রাটের উপাধি অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ও হঙ্গারির রাজা। হঙ্গারির লোক এবং তুর্কিরা একইজাত, চিরকালের কাছাকাছি। হঙ্গারির লোক কৃশ্চান—তুর্ক মুসলমান। কিন্তু সে তাতার রক্তের যুদ্ধপ্রিয়তা উভয়েই বিদ্যমান। এদের রাজধানী বুডাপেস্থ অতি পরিষ্কার সুন্দর সহর। ইহারা আনন্দপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়, প্যারিসের সর্বত্রে হঙ্গারিয়ান ব্যাণ্ড।

সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি তুর্কির কেলা ছিল—রুসযুদ্ধের পর প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন; তবে সুলতান এখনও বাদসা এবং সর্বিয়া বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কোনও অধিকার নাই। ইয়ুরোপে তিন জাত সভ্য—ফরাসী, জার্মান আর ইংরেজ। বাকিদের দুর্দশা আমাদেরই মত অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এসিয়ায় অত নীচ কোনও জাত নেই। সর্বিয়া বুলগেরিয়াময় সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা মানুষ, আবর্জনারাশি,—মনে হল বুঝি দেশে এনুম! উহারা আবার কৃশ্চান কি না—দু চারটা শুয়র অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য মানুষে যা ময়লা করতে পারে না, একটা শোয়রে তা করে দেয়। মেটে ঘর তার মেটে ছাদ, ছেঁড়া ন্যাতা চোতা পরণে, শূকর সহায় সার্ব বা বুলগার! বহু রক্তস্রাবে, বহু যুদ্ধের পর, তুর্কের দাসত্ব ঘুচেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত। ইয়ুরোপী ঢঙ্গে ফৌজ গড়তে হবে, নইলে কারু একদিনও নিস্তার নাই। অবশ্য দুদিন আগে বা পরে ওসব রুষের উদরসাৎ হবে, কিন্তু তবুও সে দুদিন ফৌজ বিনা জীবন অসম্ভব, কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন চাই। কুক্ষণে ফ্রান্স জর্ম্মানির কাছে পরাজিত হলো। ক্রোধে আর ভয়ে ফ্রান্স দেশশুদ্ধ লোককে সেপাই করলে। পুরুষমাত্রকেই কিছু দিনের জন্য সেপাই হতে হবে—যুদ্ধ শিখতে হবে, কারু নিস্তার নাই। তিন বৎসর ব্যারিকে বাস করে, ক্রোড়পতির ছেলে হক্ না কেন, বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধ শিখতে হবে। গবর্ণমেণ্ট খেতে পরতে দেবে আর বেতন রোজ এক পয়সা। তার পর তাকে দুবৎসর সদা প্রস্তুত থাকতে হবে নিজের ঘরে; তার পর আরও ১৫ বৎসর তাকে দরকার হলেই যুদ্ধের জন্য হাজির হতে হবে। জর্ম্মানি সিঙ্গি খেপিয়েছে, তাকেও কাযে কাযে তৈয়ার হতে হলো; অন্যান্য দেশকেও—এর ভয়ে ও, ওর ভয়ে এ, সমস্ত ইয়ুরোপময় ঐ কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্;—এক ইংলণ্ড ছাড়া। ইংলণ্ড, দ্বীপ, জাহাজ ক্রমাগত বাড়াচ্ছে, কিন্তু এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে লাখ লাখ ফৌজের জন্য টান পড়ায় বোধ হয় কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সনই বা হয়। রুষের লোক সংখ্যা সকলের চেয়ে অধিক, কাযেই রুষ সকলের চেয়ে বেশী ফৌজ খাড়া করে দিতে পারে। এখন এই যে সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব, তুর্কিকে ভেঙ্গে ইয়ুরোপীরা বনাচ্ছে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জ ফৌজ তোপ প্রভৃতি চাই; কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাযেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে—আর সহরে দেখবে কতকগুলো ঝাব্বা ঝুব্বা পোরে সেপাই। ইউরোপময় সেপাই সেপাই, সর্বত্র সেপাই। এরা বলে স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামী আর এক; পরে যদি জোর করে করায় ত অতি ভাল কাযও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কায করতে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামীর চেয়ে একপেট। ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা স্বাধীনতা শতগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইয়ুরোপের লোকেরা ঐ সার্বিয়া বুলগের প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি এক দিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বই কি—দুশ করবে;—করে শিখবে,—শিখে শেষে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি দুর্বল সবল হয়—অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

[illegible] সাম্রাজ্যে সব জাত [illegible] [illegible] হঙ্গারীয়ানে, জীবনী শক্তি এখনও বর্ত্তমান। [illegible] ইয়ুরোপীয় মনীষিগণ ইণ্ডোয়ুরোপীয়ান বা [illegible] বলেন, ইয়ুরোপে দুএকটী ক্ষুদ্রজাতি ছাড়া [illegible] জাতি সেই মহাজাতির অন্তর্গত। যে [illegible] জাতি সংস্কৃতসম ভাষা বলে না, হঙ্গারী- [illegible] তাহাদের অন্যতম। হঙ্গারীয়ান আর [illegible] একই জাতি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে [illegible] প্রবল জাতি এসিয়া ও ইয়ুরোপখণ্ডে [illegible] বিস্তার করেছে। যে দেশকে এখন [illegible] বলে, পশ্চিম হিমালয় ও হিন্দুকোষ [illegible] উত্তরে স্থিত সেই দেশই এই তুর্কী [illegible] আদি নিবাসভূমি। ঐ দেশের তুর্কীনাম [illegible]। দিল্লীর মোগলবাদসাহবংশ, বর্ত্তমান [illegible] রাজবংশ, কনষ্টান্টিনোপল-পতি তুর্কবংশ ও [illegible] জাতি, সকলেই সেই চাগওই দেশ [illegible] ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত [illegible] অধিকার বিস্তার করেছে এবং আজও [illegible] বংশ আপনাদের চাগওই বলে পরিচয় [illegible] এবং এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়। এই [illegible] বহুকাল পূর্ব্বে অবশ্য অসভ্য ছিল। [illegible] ঘোড়া গোরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রী পুত্র ডেরা ডাণ্ডা [illegible] যেখানে পশুপালের চরবার উপযোগী ঘাস [illegible] সেখানেই তাঁবু গেড়ে কিছুদিন বাস [illegible] ঘাস জল সেখানকার ফুরিয়ে গেলে [illegible] চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক [illegible] এসিয়াতে এই ভাবেই বাস করে। [illegible] মধ্য এসিয়াস্থ জাতিদের সহিত [illegible] সম্পূর্ণ ঐক্য, আকৃতিগত কিছু [illegible]। মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের [illegible] মোগলের সমাকার, কিন্তু তুর্কের নাক খাঁদা [illegible] সুদীর্ঘ, চোখ সোজা এবং বড়, কিন্তু [illegible] মোগলদের মত দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনেকটা বেশী। অনুমান হয় যে বহুকাল হতে এই [illegible] জাতির মধ্যে আর্য্য এবং সেমিটিক রক্ত [illegible] করেছে। সনাতন কাল হতে এই [illegible] জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। আর এই জাতির [illegible] সংস্কৃতভাষী, গান্ধারী ও ইরাণীর মিশ্রণে [illegible] আফগান, হাজারা, বরকজাই ইউসফজাই [illegible]—যুদ্ধপ্রিয় সদা রণোন্মত্ত ভারতবর্ষের [illegible] জাতি সকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কালে এই জাতি বারম্বার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশ সকল জয় করে বড় বড় রাজ্য স্থাপন করেছিল। তখন এরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়ে যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক যুষ্ক কনিষ্ক নামক তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে. এই কনিষ্কই মহাযান নামে উত্তরাম্নায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্থাপক। বহুকাল পরে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যএসিয়াস্থ গান্ধার কাবুল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্র সকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওয়ার পূর্ব্বে এরা যখন যে দেশ জয় কর্‌ত, সে দেশের সভ্যতা বিদ্যা গ্রহণ কর্‌ত এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা কর্‌ত। কিন্তু মুসলমান হয়ে পর্য্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিয়তাটুকুই কেবল বর্ত্তমান; বিদ্যা সভ্যতার নাম গন্ধ নেই. বরং যে দেশ জয় করেন, সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে যায়। বর্ত্তমান আফগান গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষদের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান। তুর্কী মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আধুনিক আফগান প্রভৃতি এমন অসভ্য ও মূর্খ হয়ে গেছে যে, সে সকল প্রাচীন স্থাপত্য নকল করা দূরে থাকুক, জিন প্রভৃতি অপদেবতার নির্ম্মিত বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অত বড় কারখানা করা সাধ্য নয়, তা স্থির ধারণা করেছে। বর্ত্তমান পারস্য দেশের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ এই যে, রাজবংশ হচ্চে প্রবল অসভ্য তুর্কীজাতি ও প্রজারা হচ্চে অতি সুসভ্য আর্য্য, প্রাচীন পারস্য জাতির বংশধর। এই প্রকারে সুসভ্য আর্য্য বংশোদ্ভব গ্রীক ও রোমকদিগের শেষ রঙ্গভূমি কনষ্টান্টিনোপল সাম্রাজ্য মহাবল বর্ব্বর তুরস্কের পদতলে উৎসন্ন গেছে। কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদসারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল; সেটা বোধ হয় হিন্দুভাব ও রক্তসংমিশ্রণের ফল। রাজপুত বারট ও চারণদের ইতিহাস গ্রন্থে ভারত বিজেতা সমস্ত মুসলমান বংশই তুরস্ক নামে অভিহিত। এ অভিধানটী বড় ঠিক, কারণ ভারতবিজেতা মুসলমানবাহিনীরা যে কোন জাতিতেই পরিপূর্ণ ছিল না কেন, নেতৃত্ব সর্ব্বদা এই তুরস্ক জাতিতেই ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মত্যাগী মুসলমান তুরস্কদের—নেতৃত্বে ও বৌদ্ধ বা বৈদিকধর্ম্ম ত্যাগী তুরস্কাধীন বা তুরস্কের বাহুবলে মুসলমানকৃত হিন্দু জাতির অংশবিশেষের দ্বারা, পৈতৃক ধর্ম্মে স্থিত অপর বিভাগদের বারম্বার বিজয়ের নাম ভারতবর্ষে মুসলমান

তুরস্কদের ভাষা অবশ্যই তাহাদের চেহারার মত বহু মিশ্রিত হয়ে গেছে। উহাদের যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওইয়া হতে যত দূরে গিয়ে পড়েছে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেছে। এবার পারস্যের শা প্যারিস প্রদর্শনী দেখে কন্‌ষ্টান্টিনোপল হয়ে রেলযোগে স্বদেশে গেলেন। দেশকালের অনেক ব্যবধান থাকলেও, সুলতান ও শা সেই প্রাচীন তুর্কী মাতৃভাষায় কথোপকথন করলেন। তবে সুলতানের তুর্কী ফার্সী, আরবী ও ছড়ায় গ্রীক শব্দে মিশ্রিত। শা'র তুর্কী অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।

প্রাচীন কালে এই চাগওই তুরস্কের দুই দল ছিল। এক দলের নাম সাদা ভেড়ার দল আর এক দলের নাম কাল ভেড়ার দল। এই দুই দলই জন্মভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট করতে করতে ক্রমে কাস্পীয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সাদা ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে এবং ধ্বংসাবশিষ্ট রোম রাজ্যের এক টুকরা নিয়ে হঙ্গারী নামক রাজ্য স্থাপন করে। কাল ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিম ভাগ অধিকার করে ককেসাস্ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করে ক্রমে এসিয়া মাইনর প্রভৃতি আরবদের রাজ্য দখল করে বস্‌ল; ক্রমে খলিফার সিংহাসন অধিকার কর্‌লে, ক্রমে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু উদরসাৎ ক'র্‌লে। অতি প্রাচীন কালে এই তুরস্ক জাতি সাপের পূজা কর্‌ত। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুরা এদেরই নাগতক্ষকাদি বংশ বল্‌ত। তার পর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায়, পরে যখন যে দেশ জয় কর্‌ত, প্রায় সেই দেশের ধর্ম্মগ্রহণ কর্‌ত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে দুদলের কথা আমরা বল্‌ছি, তাদের মধ্যে সাদা ভেড়ারা কৃশ্চানদের জয় করে কৃশ্চান হয়ে গেল, কাল ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে একেবারে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের কৃশ্চানী বা মুসলমানীতে অনুসন্ধান কর্‌লে, নাগপূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওয়া যায়।

হঙ্গারীয়ানরা জাতি এবং ভাষায় তুরস্ক হইলেও ধর্ম্মে কৃশ্চান—রোমান ক্যাথলিক। সেকালে ধর্ম্মের গোঁড়ামি, ভাষা রক্ত দেশ প্রভৃতি কোন বন্ধনী মান্‌ত না। হঙ্গারীয়ানরা তুর্কীর চিরকাল

কর্মখালি

জিলা দিনাজপুর পোঃ নবাবগঞ্জ দাউদপুর মইঃ স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন যোগ্যতানুসারে ২৫৲ হইতে ৩০ টাকা।

ভিসেরগড় অম্বিকাচরণ ইনষ্টিটিসনের জন্য অনৈক গ্রাজুয়েট এবং একজন ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ হেড পণ্ডিত। বেতন যথাক্রমে ৫০৲ ও ২৫ টাকা। স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন। পোঃ ভিসেরগড়, বর্দ্ধমান।

বাণিশ্বর চন্দ্র শেখর মইঃ স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ টাকা ও বাসা। একটু ইংরাজী জানা চাই। পোঃ নলহাটি, জেলা বীরভূম।

ক্ষেতলাল রামকানাই চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইবার জন্য একজন অধ্যাপক। বেতন ৮ টাকা ও বাসা। ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য চাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চাধিকারী, পোঃ ক্ষেতলাল, জেলা বগুড়া।

একজন গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ৫০ টাকা এবং তিনজন অণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষক বেতন ৩০৲, ২৭৲ ও ২৫ টাকা গুণানুসারে। কাঞ্চনগর আর কে এইচ স্কুল, ত্রিপুরা। সকলেই বাসা পাইবেন। সহকারী সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আর একজন নর্ম্মাল পাশ ড্রইং জানা পণ্ডিত বেতন ১৫ টাকা।

অনৈক এ কোর্স বিএ হেঃ মাঃ এবং ভাল গণিত জানা এফ এ ২য় শিক্ষক বেতন ৩৫ ও ২৫ টাকা। পাইকপাড়া কমবা হাই স্কুল, পোঃ ফুলতলা হাট, জেলা খুলনা। বাসা পাইবেন। অন্ততঃ এক বৎসর থাকা চাই। পোঃ ফুলতলাহাট, জেলা খুলনা।

একজন অণ্ডার গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। ভাল গণিত জানা। ইদিলপুর হাই স্কুল, বেতন গুণানুসারে ৩০৲ হইতে ৩৫ টাকা। প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যায়। পোঃ গোসাইরহাট, জেলা ফরিদপুর।

একজন গ্রাজুয়েট বি কোর্স ২য় শিঃ। কালীগঞ্জ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ হাই স্কুল, পোঃ কালীগঞ্জ, ঢাকা, মাসিক বেতন ৫০ ২ ৬০, ৫ বৎসরের প্রাইভেট পড়াইয়া আহার। পুরা দুই বৎসর থাকা চাই।

একজন গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। ভাল ইংরাজী জানা, বটুগঞ্জ মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণ হাই স্কুল। ৫০ টাকা, অন্ততঃ দুই বৎসর টিকিয়া থাকা চাই। পোঃ বটুগঞ্জ, জেলা ২৪ পরগণা।

একজন বিএ কেল ২য় শিঃ ভাল গণিত জানা ফুলিয়াদহ মইঃ স্কুল, ২৫ টাকা ও বাসা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ ফুলিয়াদহ, জেলা নদীয়া, ব্রাহ্মণ চাই।

আপাততঃ দুই মাসের জন্য নর্ম্মাল পাশ একজন প্রতিনিধি হেঃ পণ্ডিত, মাসিক বেতন আহারীয় বাদে ১৩৲ টাকা। ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছেন, এরূপ একজন সহকারী হেড পণ্ডিত। বেতন আপাততঃ দশ টাকা। মেদিনীপুর জেলা. কাঁথি পোষ্ট, কামাইদিঘি মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীরমানাথ বেরার নিকট আবেদন করিতে হইবে। জেলা মেদিনীপুর।

জেলা মেদিনীপুর গড় বাসুদেবপুর স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন মাসিক ২৫৲ প্রাইভেট পড়াইলে স্থানীয় ভদ্র লোকের বাড়ীতে আহারাদি ও বাসা পাইবেন। কাণ্টাই রোড ষ্টেশন হইতে উট্ গাড়ীতে ৵৹ ব্যয় পড়ে—বি এন আর রেলে আসিতে হইবে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় ম্যানেজার জেলা মেদিনীপুর, পোঃ গড় বাসুদেবপুর রাজষ্টেট।

চৌকরাশ মইঃ বালক বিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার, ১২ টাকা ও বাসা। প্রাইভেট টিউশন পাইবারও আশা আছে, জাতিতে সাহা কিম্বা সাহার ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ হওয়া চাই। পোঃ সদরপুর (ফরিদপুর) ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

একজন গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। জগদ্বল্লভপুর হাইস্কুল: হাওড়া। ভাল ইংরাজী জানা চাই। মাসিক বেতন ৪০ টাকা। পি নন্দী, ১২নং বীডন-ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বড়্যা মইঃস্কুলে গুরুট্রেনিংপাশ অথবা নর্ম্মাল স্কুলে নূতন নিয়মানুসারে কিছুদিন পড়া শিক্ষক। বেতন ৮ টাকা ও আশ্রয়। হেডমাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ বড়্যামহেশ, জেলা বর্দ্ধমান।

গোকুলপুর মধ্যস্কুলে নর্ম্মাল ২য় বার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ১২ টাকা ও বাসা। প্রাইভেট পড়াইয়া আরও ২ টাকা। পোঃ গোকুলপুর জেলা ২৪ পঃ।

সীমুলবাড়ী উ প্রা স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক বেতন ১০ টাকা ও বাসা। পোঃ মীরগঞ্জহাট, জেলা রংপুর।

কাঠালী স্কুলে নূ নর্ম্মাল শিক্ষক। ১৮ টাকা ও প্রাইভেট পড়ান মিলিতে পারে। পোঃ মীরগঞ্জহাট জেলা রংপুর শ্রীযুক্ত রাম রাম ভট্টাচার্য্য হেডমাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুরহাট রেলষ্টেশন হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে খঞ্জনপুর মইঃস্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ২০ টাকা। মুসলমান হইলে আশ্রয়। হেডমাষ্টার শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ খঞ্জনপুর, জেলা বগুড়া।

একজন বি কোর্স গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ কাটোয়া হাই স্কুল। মাসিক বেতন ৫০ টাকা।

---

**Notice.**

His Excellency the Chancellor has been pleased to direct that four ordinary fellows shall be elected this year in accordance with the provision of chapters 12 and 13 of the University Regulations.

The procedure for the elections shall be as follows:—

(*a*) The faculty of medicine to elect two Fellows, one of whom at least shall be the head of, or a Professor in, a College affiliated to the University in Medicine. The election shall be held on the 5th March 1909.

(*b*) The Registered Graduates to elect two Fellows from among themselves. The election shall be held on the 12th March 1909.

Further particulars regarding the elections will be notified later on.

G. Thibaut Registrar

---

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমার স্বর্গীয় পিতা ৺ ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত, আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, বর্দ্ধমান বিভাগ অথবা অন্য কোন দেশের বা প্রদেশের মানচিত্র যদি কোন বিদ্যালয়ে থাকে, তাহা হইলে, আমি উচিত মূল্য দিয়া সেই পুরাতন মানচিত্র ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে আমি লোক দিয়া সেই মানচিত্র আনাইব।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—
চন্দননগর বাগবাজার।

# প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

## রাজতরঙ্গিণী—৭ম তরঙ্গ।

[illegible]বিলের জলে নদীর আকার বাড়িয়া [illegible] শঙ্কর বর্ম্মার সেনা প্রতিপদে অন্যান্য [illegible] সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইতে থাকিয়া [illegible] বাড়িতে লাগিল।

[illegible]নাথের অভিযান দর্শনে লার্কাভিসার [illegible] ভীত হইলেন। তিনি সৈন্যের আশ্রয়ে [illegible] না পারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার মত যে [illegible] স্থান ছিল সে সকল আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায়ও কাশ্মীরনাথের সৈন্যের কোলাহল প্রতিধ্বনিরূপে যাইতে লাগিল।

[illegible] বেগবান অশ্বসৈন্যের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার অশ্বগুলিকে অভিমত [illegible] না করিতে না করিতেই আট্কাইয়া ফেলিলেন ও অন্য একটী অধিকৃত দুর্গের অতিথি করিয়া রাখিলেন।

তাঁহার নবলক্ষ পদাতি তিনশত হস্তী ও এক লক্ষ অশ্বসৈন্য সর্ব্বদাই অগ্রগামী ছিল. সেই কাশ্মীরনাথ যখন গুজ্জুরদেশ জয় করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং পথিমধ্যে ত্রিগর্ত্তেশ্বর পৃথ্বীচন্দ্র তাঁহার কাছে পরাজয় আশঙ্কায় চঞ্চল আনিয়া সাধারণের কাছে বেশ হাস্যাস্পদ করিয়া গেলেন। ত্রিগর্ত্তরাজের পুত্র ভুবনচন্দ্রকে তিনি সঙ্গে করিবেন [illegible] হইতে অভয় দিয়াছিলেন। ভুবনচন্দ্রও আশ্বস্ত হইয়া কাশ্মীরনাথের কাছে বিনয় করিবার জন্য আসিতেছিলেন কিন্তু আসিবার সময় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকারী সেনাপতিগণে সুরক্ষিত তরঙ্গ সঙ্কুল মহাসাগরের মত কাশ্মীরের ভীষণ সেনানিবেশকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া নিজেকে [illegible] পড়িতে হইবে আশঙ্কা করিয়া [illegible] পলাইয়া অতিদূরে গমন [illegible]

[illegible] পণ্ডিতেরা আজিও যাঁহাকে [illegible] সুন্দর পুরুষ ছিলেন বলিয়া [illegible] সেই শঙ্করবর্ম্মাকে দিগ্বিজয় কালে [illegible] ভীষণ দেখিয়াছিল।

[illegible] তিনি গুর্জ্জরেশ্বর অলখানের সঙ্গে [illegible] তাঁহার চিরাগত রাজলক্ষ্মীকে কাড়িয়া [illegible] স্থানে আতঙ্ক শোকশল্য পুঁতিয়া দিলেন, তখন গুর্জ্জরনাথ সবিনয়ে সন্ধি করিয়া নিজের হস্তাঙ্গুলির মত অতি প্রিয় টক্কদেশ কাশ্মীরনাথকে ছাড়িলেন ও অবশিষ্ট নিরাধিকৃত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয় বংশের রাজা আপনা হইতেই বিনীত হইয়া ভক্তিভাবে কাশ্মীরনাথের প্রতীহারপদ গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে ভোজরাজ তাঁহার যে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহা দেওয়াইলেন এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে এই প্রকাণ্ড আর্য্যাবর্ত্তের মত যাঁহার একদিকে সিংহের মত দরাধিপের ও অপর দিকে বরাহের মত ভুবনাধিপের রাজ্যের মধ্যভাগে বিশাল অধিকার ছিল, নিজেদের পক্ষচ্ছেদযাতনায় ভীত হইয়া পর্ব্বতেরা যেমন মহাসমুদ্রে ঢুকিয়া ভয় দূর করিতে পারিয়াছিল তেমনি যাঁহার উদভাণ্ডপুর নগরে রাজারা নির্ভয়ে বাস করিত এবং অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্ক গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের মত অসীম উত্তরাখণ্ডে রাজাদের মধ্যে যাঁহারই বিশিষ্ট খ্যাতি ছিল সেই লল্লিয়সাহী গুর্জ্জরনাথের আশ্রয়ে ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও কাশ্মীররাজ রাজ্যচ্যুত করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তিনি ক্রোধে আর লঘুবুদ্ধি বিনয়াদি করিতে স্বীকার করিলেন না।

কাশ্মীরেশ্বর এইরূপে দিগ্বিজয় সাঙ্গ করিয়া নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন ও পঞ্চগত্র দেশে অর্থাৎ বর্ত্তমানে পঞ্জাবে নিজের নাম সঙ্কেতে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং নিশানাথের কাছে পূর্ণিমার রাত্রির মত উত্তরাপথনাথের শ্রীসামীরাজের দুহিতা সুগন্ধাই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছিল।

ইক্ষ্বাকুশম রাজা শঙ্কর বর্ম্মা ঐ শঙ্করপুরে সেই প্রণয়িনীর সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন ও তথায় দম্পতির নামানুসারে শঙ্করগৌরীশ ও সুগন্ধেশ নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। এবং চতুর্ব্বগ্রাম বিশারদ নায়ক নামক ব্রাহ্মণকে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে রাখিয়া ঐ শিবালয় দুটীতেই সরস্বতীর মূল ভবন করিয়া দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে পরের কবিতা লইয়াই বড় বড় কবি হইয়া থাকেন আর রাজারাও যে পরের সঞ্চিত বস্তু লুণ্ঠন করিয়াই নিজেদের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন তাহার নিদর্শন দেখ, ঐ কাশ্মীরনাথ পূর্ব্বরাজাদের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যে ন্যূন থাকিয়াও নিজালয়ের সুখ্যাতির নিমিত্ত পারিহাসপুরের পূর্ব্বরাজাদের সঞ্চিত মান মাণিক্যাদি সারবান সব অপহরণ করিয়া আনিলেন।

এবং যে যে নগরে পশু পটাদি যে যে বস্তু ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে বলিয়া খ্যাতি ছিল তিনি সে সকল খ্যাতিকর কার্য্য তথা হইতে উঠাইয়া নিজের নগরেই বসাইলেন। এবং তাঁহার রাজা হওয়ার প্রধানমূলসহায় সেইমন্ত্রী রত্নবর্দ্ধনও কৃতজ্ঞ রাজারই অনুগ্রহে শ্রীরত্নবর্দ্ধনেশ নামে সদাশিব সংস্থাপন করিলেন।

নৃপতিরূপ পঙ্কো নানা সৎকার্য্য করায় কীর্ত্তিরূপ সলিলে পূতমূর্ত্তি হইয়াও আবার যে অসৎ বাসনে আসক্তিরূপ ধূলাতে স্নান করিয়া মলিন হইয়া থাকে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য অর্থাৎ হাতীরা স্নানের পরেই আবার যেমন গায়ে ধূলা মাখিতে চায় তেমনি রাজারা যশস্বী হইয়াও কেন যে আবার কুকর্ম্ম করিয়া কলুষিত হইতে অগ্রসর হয় তাহা বুঝি না।

---

## আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ

বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থ এই দ্বীপপুঞ্জ হুগলী নদীর মুখ হইতে ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—গ্রেট অর্থাৎ বড় আণ্ডামান এবং লিট্‌ল অর্থাৎ ছোট আণ্ডামান। বড় আণ্ডামানের তিনটি প্রধান খণ্ড—উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ। তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি খণ্ড আছে। ছোট আণ্ডামানের বড় বড় খণ্ড এই কয়েকটি যথা—ইণ্টারভিউ, আউট্রাম, হেনরি লরেন্স এবং রট্‌ল্যাণ্ড। দ্বীপপুঞ্জের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫৬ মাইল এবং প্রস্থ ২০ মাইল, মোট জমির পরিমাণ ১৭৬০ বর্গমাইল।

এখানকার আদিম অধিবাসীদের শরীরের আয়তন খুব কম। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রধানতঃ ভারতের কয়েদীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রধান বন্দর পোর্টব্লেয়ার বড় আণ্ডামানের দক্ষিণখণ্ডে অবস্থিত, অপর বন্দর পোর্ট ক্যানিং দক্ষিণ আণ্ডামানের পশ্চিম দিকে এবং পোর্ট কর্ণওয়ালিস উত্তর আণ্ডামানের পূর্ব্বউপকূলে অবস্থিত। কয়েদীদের দ্বারা এখানে চাষ বাস হয়। যাহা কিছু শস্যাদি উৎপন্ন হয় তাহাতেই এখানকার প্রয়োজন মিটিয়া যায়। ১৮৫৮ সালে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃটিশশাসনাধীনে লওয়া হয়। এখানকার শাসনকর্ত্তা চীফকমিশনার এবং আণ্ডামান ও নিকোবর দ্বীপের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নামে অভিহিত। ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি নিযুক্ত হন।

আণ্ডামানদ্বীপে নির্ব্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধিগণ কিরূপে কালযাপন করে তৎসম্বন্ধে "ভারত

মহিলাদের প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে কিয়দংশ সংকলন করিয়া পাঠাইতেছি—

হিটন নাম্নী এক বিবি এগার বৎসরকাল ঐখানে ছিলেন। নিম্নলিখিত কথাগুলি তাঁহারই লিখিত একটি বিবরণ হইতে গৃহীত। অপরাধীদিগকে জেলের খানা ভোজন করিতে হয়। তিনবৎসরকাল যদি সে বেশ সচ্চরিত্র হইয়া কাটাইতে পারে তাহা হইলে তাহার কষ্টের অনেক লাঘব করিয়া দেওয়া হয়। দশ বৎসর ভাল করিয়া কাটাইতে পারিলে স্বাধীনভাবে নিজে জীবিকা অর্জন করিয়া থাকিবার উপযুক্ত হইয়াছে এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট পাইতে পারে। আণ্ডামান দ্বীপের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য লোক সেখানে বাস করিতে পারে না। এই দ্বীপ দেখিবার জন্য যদি কেহ তথায় জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, তাহা হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা চীফ কমিশনরের নিকট হইতে তাঁহাকে পাশ লইতে হয়।

সচ্চরিত্র অপরাধীদিগের মধ্য হইতে ওয়ার্ডার নিযুক্ত হয়। সাধারণ অপরাধিগণ তাহাদের অধীনে কর্ম্ম করে। এই ওয়ার্ডারগণ দুই জন অপরাধীর ভার প্রাপ্ত একজন ইউরোপীয় ওভারসিয়ারের অধীন। অপরাধীদিগকে কোনরূপ সামান্য শাস্তি দিবারও অধিকার এই ওভারসিয়ারগণের নাই, তাহারা কোন অপরাধ করিলে ওভরসিয়ার তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের গোচর করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটই উপযুক্ত বিচার করিয়া শাস্তিবিধান করেন। আণ্ডামানে ১০।১২ জন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। অপরাধ গুরুতর হইলে আসামীকে গারদে বদ্ধ করা হয়। ঠিক স্বাধীন লোকের ন্যায় বিচার প্রণালী, সুতরাং কোন অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ছুতর, কামার প্রভৃতি অপরাধিগণ কারখানা অথবা পাবলিক ওয়ার্কস্, সামুদ্রিক বিভাগ অথবা অন্যান্য বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। অনেকে মুক্তিলাভের পরেও এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কারণ তাহাতে বেশ বেতন পায়।

দশ বৎসর কাটিবার পর কর্ত্তৃপক্ষ যদি বুঝেন যে কোন অপরাধী আইন সঙ্গত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাকে তাহা হইলে আপনার ভরণ পোষণে সক্ষমতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যদি সে কৃষিকর্ম্ম করিতে চায় তবে তাহাকে কিছু জমি দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাকে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়। এই প্রকার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অপরাধীকে স্বতন্ত্র গ্রাম নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে তাহারা তাহাদের গ্রাম বা ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অন্য গ্রামে বেড়াইতে বা কার্য্য উপলক্ষে যাইতে হইলে স্বগ্রামের মণ্ডলকে যাইবার সময় এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিতে হয়। যে গ্রামে যায় সেখানেও যাইবার সময় এবং সেই গ্রাম ত্যাগের সংবাদ সেই গ্রামের মোড়লকে দিতে হয়। মোট কথা, কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে একরূপ ভ্রমণাদি চলিতে পারে না। স্ত্রীর ভরণ পোষণ করিবার সমর্থতার প্রমাণ দিতে পারিলে এই শ্রেণীর স্বাধীন অপরাধিগণ বিবাহ করিতে পারে। দেশে অপরাধীর পত্নী থাকিলে এবং তাহার আসিবার খরচ বহন করিতে পারিলে ভারতবর্ষ হইতে স্ত্রীকে আনিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

স্ত্রী অপরাধীর সংখ্যা ৩।৪ শতের অধিক নয়। পুরুষের সংখ্যা হাজার। স্ত্রী কয়েদীদিগের সকলেই খুনী অপরাধী। ২১৪টি ছাড়া তাহারা প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী লোক। ৪টি উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী লোক—এমন কি ব্রাহ্মণ রমণীও আছে বটে, কিন্তু সকলেই সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। কয়েকটি মেয়ে নিতান্ত অল্পবয়স্কা। স্বামী, ভ্রূণ, শিশু বা সপত্নী ইত্যাদি হত্যা অপরাধে তাহারা দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

স্ত্রী কয়েদীদিগের জেলখানা সমুদ্রের ঠিক ধারেই নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় ৮ হাত উচ্চ বেড়া দিয়া উহা ঘেরা। এই জেল খানার ভিতরে বেশ বড় বড় গাছ, ফুল ও শাক সব্জীর সুন্দর বাগান আছে। মেয়ে কয়েদীরাই এই বাগানে কাজ করে।

স্ত্রী কয়েদীদিগের মধ্যেও স্ত্রী ওয়ার্ডার আছে। তাহাদের উপরে একজন ইউরোপীয় ওভারসিয়ার আছেন, জেলের বাহিরে তিনি বাস করেন। একজন ইউরোপীয় মেটন তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

পুরুষ ও স্ত্রী কয়েদীদিগের পোষাক নির্ম্মাণই মেয়ে কয়েদীদিগের প্রধান কাজ। ময়দা পেষার কাজও কিছু কিছু হইয়া থাকে। কোন অপরাধ করিলে এই কাজই বৃদ্ধি করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। গুরুতর অপরাধ করিলে মেয়েদিগের চুল কাটিয়া দেওয়া হয় এবং পুরুষদিগের পোষাক পরান হয়।

মেয়ের কাজ বেশী নয়। সাধারণতঃ সমস্ত দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কার্য্য তাহারা পূর্ব্বাহ্নেই শেষ করিয়া ফেলে। অপরাহ্ন কালে তাহারা নিজ নিজ সেলাই নিজের অথবা পরস্পরের চুলবাঁধা বাগানে বেড়াইয়াই যাপন করে।

তিন বৎসর ভাল কাজ করিতে পারিলে তাহারা ওয়ার্ডার বা আয়া চাকরাণী ইত্যাদি কাজ করিতে পারে। ছয় বৎসর ভাল ভাবে কাটাইতে পারিলে তাহারা বিবাহ করিবার অনুমতি পায়। যখন কোন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক কয়েদীকে বিবাহার্থে মনোনীত করে তখন ঐ কয়েদী যে জেলা হইতে প্রেরিত হইয়াছে সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অনুসন্ধানের জন্য সরকারী চিঠি প্রেরিত হয়। দেশে সে লোকের স্বামী আছে কি না, স্ত্রীর অন্য পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে কোন আপত্তি আছে কি না, সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তিনি আণ্ডামান গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ দিয়া থাকেন।

প্রতি মাসে বিবাহযোগ্যা মেয়ে কয়েদীদিগের একটা করিয়া প্রদর্শনী হইয়া থাকে। বিবাহের অনুমতিপ্রাপ্ত স্বাধীন অপরাধিগণ এই সকল প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবার অনুমতি পায়। যখন কন্যা বা নাতিনের বয়সী কোন মেয়েকে কোন বৃদ্ধ অপরাধী বিবাহের জন্য মনোনীত করে তখন চতুর্দ্দিকে হাসির রোল পড়িয়া যায়। ২।১টা এরূপ ঘটনা প্রায় প্রতি প্রদর্শনীতে হইয়া থাকে। যাহারা মেয়ে কয়েদী বিবাহ করে তাহারা সাধারণতঃ মুক্তির পর আর দেশে যাইতে চাহে না।

শ্রীঃ—

---

## তীর্থ যাত্রা [১৭৪]

মেয়েটী একটি নিকষ কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতা সমৃদ্ধশালী শ্রোত্রিয়ের ঘরজামাই হইয়া যথেষ্ট সম্পত্তি লাভ করেন। কন্যাটিকে অতি অল্প বয়সে উহার পিতা স্বঘরে কিন্তু অপাত্রে অর্পণ করেন। বিবাহের পর আর সেই পাত্র শ্বশুরালয়ে কখন আইসে নাই। সেই বিবাহের রাত্রে কন্যার সহিত পাত্রের যে দেখা শুনা তাহার পর আর কোন সংস্রব ছিল না। এদিকে, কন্যা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া যৌবন সৌন্দর্য্যে অতি শোভমানা হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী যুবকগণের চক্ষু তাহার রূপে আকৃষ্ট হইল। তাহাকে কুলের বাহির করিবার কল্পনায় তাহারা নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কন্যাটির এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, এবাড়ী হইতে ওবাড়ীতে যাইবা

প্রচলিত নাই, কিন্তু উহাই যে পরবর্তী মহাভারত-অনুবাদের সহায় এবং কারণ স্বরূপ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অনুজ্ঞায় রচিত হয়। প্রধানতঃ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের এবং অনেকটা মহাভারতেরও অবলম্বনে সকল গ্রামের সকল চণ্ডীমণ্ডপে এবং সকল দোকানে এবং অনেকেরই বাড়ীর ভিতরে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীকে উন্নত করিয়া আসিতেছে। সাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারেও বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি করে। ইংরাজের অগ্রগমে আদালত হইতে ভারতের বাহিরের পার্শী ভাষা উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য মহাত্মা রাম মোহন রায় এবং ৺ অক্ষয় চন্দ্র দত্তের এবং সমাজ সংস্কারাদি জন্য ৺ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী ধারণ হইতে বাঙ্গালার গদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ উৎসাহ হইয়াছে। ইংরাজ স্থাপিত মডেল স্কুল, নর্ম্মাল স্কুল, মধ্য বাঙ্গালা প্রভৃতি স্কুলের হিন্দু মুসলমান জাতীয় ছাত্রের জন্য পাঠ্য গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে প্রথমে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ছাত্রদিগের বড় হইয়া পড়িবার উপযুক্ত গদ্যপদ্য সকল পুস্তকই বাঙ্গালায় হইয়াছে এবং হইতেছে। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় আন্দোলনে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উৎসাহে বাঙ্গালার চর্চ্চা যাহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা স্বদেশী ভাব প্রণোদিত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী লেখকগণ - ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৺ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৺ হেম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৺ দীনবন্ধু মিত্র শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। স্বদেশ প্রেমিক শ্রেষ্ঠ ইংরাজের সংস্রবে এদেশে এখন স্বদেশী সকল শিক্ষিত লোকই অল্পাধিক পরিমাণে স্বদেশ ভক্ত এবং বাঙ্গালার চর্চ্চার উন্মুখ। বৈদেশিক অধিকারে দেশ ভাষার বিলোপ হওয়ার পরিবর্ত্তে ভারতে তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখিয়া কাহার না তৃপ্তি হয়? রাম-কৃষ্ণ [illegible] দেবের আবির্ভাবেও বাঙ্গালার চর্চ্চা বাড়িয়াছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের রাজনীতিও বাঙ্গালীকে দেশের কথা বিশেষ রূপে ভাবিতে উন্মুখ করায় স্বদেশী সাহিত্যের উন্নতির বেগ বৃদ্ধি এবং সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। শিক্ষার প্রসারেই ভারতের শিল্পাদি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুদিন আসিবে।

ভারতে আসিয়াছে ও নিম্নশ্রেণীর উন্নতি এত কালের সংযমে ও শিক্ষায় উপযুক্তরূপ হইয়া আসিয়াছে।

(১৪০) গুরুর অভাব নাই [ উদাসীনের চতুর্বিংশতি গুরু]—অনেকে বলেন, সদ্‌গুরুর অভাবেই আমাদের অবনতি হইতেছে। ভাল শিষ্য হইলে গুরুর অভাব কি? "গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য (শিষ্য) না মিলে এক।" ভাগবতে ইহার একটী উদাহরণ আছে।

ধর্ম্মপরায়ণ যদু একদিন কোন অবধূত যুবাকে বালকের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ বিমলানন্দ কোথা হইতে প্রাপ্ত? কে তোমার শিক্ষক? ব্রাহ্মণ যুবক বিনীত ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, "মহারাজ, [১] পৃথিবী, [২] বায়ু, [৩] আকাশ [৪] জল, [৫] অগ্নি, [৬] সূর্য্য [৭] চন্দ্র, [৮) কপোত, [৯] অজগর; [১০] সিন্ধু, [১১] পতঙ্গ [১২) মধুকর; [১৩] গজ; [১৪] মধুহা, [১৫] হরিণ; [১৬] মীন, [১৭] পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা [১৮] কুরর [১৯] বালক [২০] কুমারী; (২১] শরকার (২২] সর্প, [২৩] ঊর্ণনাভ এবং [২৪] পেশস্কৃৎ।—এই চতুর্বিংশতি গুরু।—ইহাদের আচরণ দ্বারা আমি আমার গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য শিক্ষা করিয়াছি। যাহার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন-

[১] দৈবের বশীভূত ভূতগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও পণ্ডিতগণ সুপথ ভ্রষ্ট হইবেন না। "পৃথিবীর" নিকট ইহা শিক্ষা হয়। বাত বর্ষা তাপ হিম কিছুতেই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী বিচলিত হন না।

[২] সমদর্শী যোগিগণ সংসারমধ্যে পার্থিব দেহ সকলে প্রবিষ্ট থাকিলেও সেই সকল দেহের ধর্ম্ম সংযুক্ত হইবেন না। পরন্তু "বায়ুর" ন্যায় দেহকে ধারণ করিবেন মাত্র।

[৩] মুনিগণ জড় দেহান্তর্গত হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে আত্মার নিঃসঙ্গতা চিন্তা করিবেন। যেমন "আকাশ" বায়ুচালিত মেঘাদির সহিত সংযুক্ত হয় না, পুরুষও তেমনি দেহাদির সহিত সংসৃষ্ট হন না।

* 'পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্‌গজঃ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়)

মুনিগণ দর্শন স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা "জলের" ন্যায় জগৎ পবিত্র করেন।

[৫] জ্ঞানাদিকা বশতঃ তেজস্বী, এবং তপঃপ্রদীপ্ত সংযতাত্মা মুনিগণ "অগ্নির" ন্যায়, সর্ব্বভোজী হইয়াও অপবিত্র হন না। অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন কখন প্রকাশিত থাকিয়া মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিগণের আরাধিত হইয়া দাতাগণের নিকট ভোজন করেন। অগ্নি যেমন পরের ইচ্ছায় হবির্গ্রহণ করেন, মুনিগণ সেইরূপ দাতৃগণের ইচ্ছায় তাঁহাদের দত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের পাপস্পর্শ হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি প্রবেশের ন্যায় আত্মা নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্ট এই বিশ্ব মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎস্বরূপে প্রতীত হয়।

[৬]"সূর্য্য" যেমন যথাকালে জলগ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, তেমনি যোগিগণও ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় সকলের গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন। সূর্য্যের ন্যায় আত্মা একই। উপাধি সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থূলবুদ্ধিগণ কর্ত্তৃক তদ্‌গত বলিয়া দৃষ্ট হয়।

(৭) যেমন চন্দ্রকলা সকলের হ্রাস ও বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু "চন্দ্রের" হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি জন্ম অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত অবস্থা সকল দেহের, ঐ সকল পরিবর্ত্তন আত্মার নহে। যেমন অগ্নির শিখারই উৎপত্তি ও নাশ দেখা যায় কিন্তু অগ্নির নহে, তেমনি প্রাণিগণেরই উৎপত্তি ও নাশ হয়, আত্মার নহে।

(৮) কেহ এই আত্মাতে স্নেহ বা অতিপ্রসঙ্গ (যত্নাদি) করিবেন না, করিলে অল্পবুদ্ধি "কপোতের" ন্যায় দুঃখ পাইবেন। কোন এক কপোত বনমধ্যে এক বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া পরম সুখে ভার্য্যার সহিত বাস করিত। সাধ্বী কপোতী যথাকালে কয়েকটি অণ্ড প্রসব করিল। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সেই অণ্ড গুলি হইতে কয়েকটী পক্ষী উৎপন্ন হইল। কপোত কপোতী আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সযত্নে পোষণ করিতে লাগিল। একদিন একব্যাধ আসিয়া কপোত সন্তানদিগকে জালবদ্ধ করিলে কাতরকণ্ঠ কপোত ও কপোতী মনের দুঃখে নিজেরাও স্বেচ্ছায় ব্যাধের জালে পতিত হইল। বিবেক বৈরাগ্যহীন সাধারণ ভাবের সংযমী মনুষ্য এইরূপ মোহযুক্ত কপোতের ন্যায় কুটুম্ব পোষণ করতঃ দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হয়। উদ্‌ঘাটিত মুক্তিদ্বার স্বরূপ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও কপোতের ন্যায় যাহারা গৃহাসক্ত হয় তাহাদিগকে

...অজগর (উচ্চে আরোহণের পর পতিত) হয়।

(৯) দেহীদিগের কামনারহিত সুখ ও দুঃখভোগ স্বর্গেও হয় নরকেও হয়, সুতরাং পণ্ডিতগণ তাহা ইচ্ছা করেন না। উদাসীনেরা "অজগরের" বৃত্তি অবলম্বন করতঃ; সুমিষ্ট হউক কিছু বিস্বাদ হউক, অধিক হউক বা অল্পই হউক যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাস ভক্ষণ করিবেন। যদি গ্রাস উপস্থিত না হয় তবে দৈবই সকলের কর্ত্তা বিবেচনা করিয়া অজগরের ন্যায় নিরাহার ও উদ্যোগশূন্য হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবেন।

[১০] মুনিগণ "সিন্ধুর" ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর দুরবগাহ অনতিক্রমণীয় হইবেন। নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ সমুদ্রের ন্যায় কিছুর প্রাপ্তিতে ও অপ্রাপ্তিতে পরিবর্দ্ধিত হন না।

[১১] মূর্খ ও অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ মায়া রচিত স্ত্রী সোনা ও বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে লুব্ধচিত্ত হইয়া অগ্নিতে ও মধুতে "পতঙ্গের" ন্যায় পতিত হইয়া নষ্ট হয়।

[১২] যাহাতে গৃহপীড়ন না হয়, অথচ দেহধারণ হয়, মুনিগণ সেইরূপে অল্প অল্প ভোজন "মধুকরের" বৃত্তি অবলম্বনে করিবেন। মৌমাছি যেমন সকল পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহ করে পণ্ডিতগণও তেমনি সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।

[১৩] যুবতীস্ত্রীলোককে এমন কি কাষ্ঠময়ী যুবতী মূর্ত্তিকেও ভিক্ষাভিলাষিগণ পাদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না। যুবতী স্পর্শ করিলে করিণীর অঙ্গ সঙ্গে "গজের" ন্যায় বদ্ধ হইবেন।

[১৪] ভিক্ষুক উদরকে মাত্র পাত্র করিবেন। সঞ্চয় করিবেন না। মধু মক্ষিকাগণ "মধুহা"হতে সঞ্চিত দ্রব্য সহ নষ্ট হয়।

[১৫] যতিগণ কখন গীত শ্রবণ করিবেন না, করিলে ব্যাধেরগীতে মোহিত "মৃগের" ন্যায় বদ্ধ হইবেন।

[১৬] "মীন" যেমন টোপ দেখিয়া লোভে বঁড়শী দ্বারা বিদ্ধ হয় তেমনি দুর্ব্বুদ্ধি জীবগণ চঞ্চলা জিহ্বা দ্বারা রস সকলের আস্বাদন লোভে বিমোহিত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যে রসনা দমন করিতে পারে না তাহার জিতেন্দ্রিয় হওয়া একেবারে অসম্ভব।

[১৭] পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে "পিঙ্গলা"নাম্নী এক বেশ্যা ছিল। একদা সেই বেশ্যা উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন ধনী আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে প্রচুর অর্থ দান করিতে পারে। অনেক লোক পথ দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু সে রাত্রে পিঙ্গলার নিকট কেহ আসিল না। সে দুরাশায় গতনিদ্রা হইয়া কখন গৃহমধ্যে যাইতে থাকিল, কখন বা বহির্দেশে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি জাগরণে ও ধন লালসায় অতৃপ্তিতে তাহার বদন মণ্ডল শুষ্ক ও মন একান্ত দুঃখিত হইল। এই অবস্থায় তাহার সুখাবহ পরম নির্ব্বেদ জন্মিল। নির্ব্বেদই আশানাশক খড়্গ। যাহার নির্ব্বেদ জন্মে নাই, সেই ব্যক্তি কখনই দেহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। পিঙ্গলা কহিল, আমি মন বশীভূত করিতে পারি নাই। আমি কি মন্দ বুদ্ধি! "আমি নিত্য রাজপ্রদ পরমধন দাতা এই [পরমাত্মা] পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ভয় মনঃপীড়া শোকমোহপ্রদ সামান্য নরের ক্রীতদেহা হইয়া তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করিতেছি। তিনিই দেহিগণের নিত্য প্রিয়তম ও আত্মা। তিনি আজ কৃপা করিয়া তাঁহার চরণে মন ফিরাইয়া দিয়াছেন।" শান্তিপ্রাপ্ত পিঙ্গলা তখন সুখে নিদ্রা গেল এবং পরে তীর্থবাস করিল

[১৮] যে "কুরর"পক্ষী আমিষ সংগ্রহ করে তাহাকে অপর আমিষহীন কুররপক্ষীরা সেই আমিষ জন্য আক্রমণ করিয়া বধ করে। সেই কুরর পক্ষী যদি আমিষ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে কোন দুঃখ কষ্ট থাকে না, শান্তিলাভ করে। বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের কারণ।

১৯। আমি আপনা আপনিই ক্রীড়া করি এবং আপনাতেই আসক্ত হইয়া "বালকের" ন্যায় সংসারে বিচরণ করি। অজ্ঞ বালক এবং গুণাতীত ব্যক্তি উভয়েই সংসার মধ্যে চিন্তাহীন এবং পরমানন্দময়।

২০। কোন সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি এক জন ভদ্র লোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গৃহে এক "কুমারী" ভিন্ন কেহ উপস্থিত না থাকায় কুমারী নিজেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করে। তদনন্তর তাঁহাদের আহারের জন্য শালীধান্য কুটিয়া ভোজ্য প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে হস্তস্থিত চুড়ি সকলের শব্দ হইতে লাগিল। কুমারী সেই শব্দ লজ্জাজনক মনে করিয়া এক এক করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত চুড়ি খুলিয়া ফেলিল। প্রত্যেক হস্তে দুইগাছি করিয়া অবশিষ্ট রহিল। তথাপিও পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল দেখিয়া সে তাহা হইতেও এক এক গাছি খুলিয়া ফেলিল। একগাছি হইতে আর কোন শব্দ হইল না। আমি লোকতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত লোক সকল পর্য্যটন করিতে করিতে সেই "কুমারীর" নিকট ইহাই শিক্ষা করিয়াছি যে বহুজনে বা দুইজনে একত্র অবস্থিতি করিলে কলহ উপস্থিত হয়। সুতরাং কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকীই অবস্থান করিবে এবং মনকে একই বিষয়ে সংযুক্ত রাখিবে।

(২১) যেমন বাণ নির্ম্মাণে নিবিষ্টচিত্ত "শর কার" পার্শ্বে গমনকারী রাজাকেও জানিতে পারে নাই সেইরূপ চিত্তকে আবদ্ধ করিলে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবে না।

(২২) "সর্পের" ন্যায় অসহায়, গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, অলক্ষ্য ও মৌনী হইবে। গৃহারম্ভ মনুষ্যের দুঃখের কারণ ও নিষ্ফল। যেহেতু সর্পসকল পরগৃহেই প্রবেশ করিয়া সুখে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(২৩) যেমন "ঊর্ণনাভ" হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা ঊর্ণা বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে—মহেশ্বরও সেইরূপ সৃষ্টি করিয়া গ্রাস করিয়া থাকেন।

২৪। যেমন তৈলপায়িকা (আরসুলা) পেশস্কৃৎকে (কাঁচপোকাকে) ধ্যানবশতঃ তৎকর্ত্তৃক ভিত্তি মধ্যে প্রবেশিত হইয়া পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহারই সরূপতা লাভ করে বলিয়া কথা আছে সেইরূপ দেহিগণ স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়হেতু মনোনিবেশ পূর্ব্বক যাহারই চিন্তা করিবে তাহারই সারূপ্য লাভ করিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা আনন্দের চিন্তাই একমাত্র আনন্দের পথ।

এই প্রকার গুণগ্রাহী না হইলে কিছুতেই আদর্শজীবন লাভ করা যায় না সকল ব্যক্তির সকল বিষয়ে প্রতিভা থাকে না। যিনি যত অধিক বিষয়ে পারদর্শী, তিনি জাতীয় দেহের তত উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হন; এবং তিনিই জাতীয় দেহের অধিক শোভা সম্পাদন করেন। একাধারে সমস্ত শক্তি পরিস্ফুট হইতে প্রায়ই দেখা যায় না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে আদর্শের উপাদান সংগ্রহ না করিলে কোন ক্রমেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ পুরুষ পাওয়া যাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র লিখিত আছে—"এক অন্যের নিকট হইতে কখনও সুস্পষ্ট সুদৃঢ় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।"

---


# এডুকেশন গেজেট।

৮ই মাঘ ১৩১৬ সাল   ইং ২১শে জানুয়ারী ১৯১০ সাল


## বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা [৩]

১৯০৮ সালের জুলাই মাসে ডেপুটি কেরার ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়। স্থানের অভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে প্রথম প্রথম অনেকটা অসুবিধা বোধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রিন্সিপাল মিঃ গ্রিফিথের উৎসাহে এবং যত্নে সেই সকল অসুবিধা অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের শিক্ষকগণ ব্যতীত আর কোন ছাত্র এই কলেজে আসিয়া যোগ দেন নাই। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে বেহারী ছাত্রদিগের জন্য পাটনা ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়। ছোটলাট বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন যে একমাত্র কলিকাতায় একটি শিক্ষালয় দ্বারা বেহার জেলার শিক্ষকদিগের স্বার্থ সম্যকরূপে সিদ্ধ হইবার নয়, অথচ প্রদেশের মধ্যে রীতিমত বড়ো বড়ো দুইটি ট্রেনিং কলেজ রাখা অসম্ভব। প্রদেশের মধ্যে এক্ষণে নয়টি স্নাতকুলার ট্রেনিং স্কুল আছে। উপযুক্ত শিক্ষক এবং স্থানের অভাবে ঐগুলিকেও অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। এই সকল অসুবিধা, বিশেষতঃ প্রথমোক্ত [illegible] ট্রেনিং কলেজ সম্বন্ধে অসুবিধা, ঘুচান সময়-[illegible]।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির পক্ষে [illegible] ট্রেনিং স্কুল সমূহেরই প্রয়োজনীয়তা সর্বা-[illegible] অধিক। বৎসরকাল মধ্যে এই সকল [illegible] জন্য অনেক ব্যয় করা হইয়াছে। ১২১টি [illegible] ট্রেনিং স্কুল বাড়ী নির্মাণের কথা হয়, তন্মধ্যে [illegible] নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে, ৮৭টির [illegible] চলিতেছে, এখনও শেষ হয় নাই [illegible] ৫০টি এখনও আরম্ভ করা হয় নাই। [illegible] গুরু ট্রেনিং স্কুল সমূহে শিক্ষা [illegible] হইতেছে মধ্যে ১২১ জন [illegible] প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে প্রাথমিক স্কুল সমূহের শিক্ষকদিগের শিক্ষাদান বিষয়ে যোগ্যতা জন্মে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা কতক পরিমাণে ব্যর্থ হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। কারণ অনেক গুরু স্কুলে শিক্ষা-লাভের পর আর পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতে যান না।

হোষ্টেলের ব্যবস্থা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। শিবপুর, এবং সাঁতিপুরের ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের ছাত্রগণ প্রায় সকলেই তত্তৎ কলেজ সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেছেন। কলেজ সম্পর্কে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা যেরূপ হইয়াছে, স্কুল সম্পর্কে তেমন হয় নাই। ছাত্রাবাস সমূহে আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে সত্য; কিন্তু অনেক স্থলে ছাত্রাবাসগুলির বন্দোবস্ত অসন্তোষজনক এবং ঐ সকলে নিয়মানুবর্তিতাবিধান কার্যকর হয় না। বৎসর কাল মধ্যে ভারতগবর্ণমেণ্ট, স্কুলসংক্রান্ত হোষ্টেল সমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদিগকে বিনা ব্যয়ে বাসস্থান দিবার কথায় অনুমোদন করিয়াছেন।

স্কুলকলেজে ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে ছেলেদের যেরূপ ভাবের ঝোঁক তাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিচায়ক নহে। তাঁহার বিশ্বাস যাহাতে ছেলেদের ব্যায়ামশিক্ষা সম্বন্ধে অনভিপ্রেত বিষয়ে ঝোঁক না জন্মে তজ্জন্য শিক্ষাবিভাগ যথোচিত চেষ্টা করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়মানুবর্তিতা এখনও অনেক স্কুলে শিখিতে বাকী আছে। মিঃ জেমস্ বলিয়াছেন, রাজশক্তির উপর উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের অনুরূপ এবং কর্তৃপক্ষীয়দিগের সহিত একযোগিতা জন্মাইতে পারিবার মত প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে এরূপ ভাবের নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা উচিতমত হয় না।

বৎসরকালমধ্যে প্রদেশের শিক্ষাসম্বন্ধে এই কথা বলাযাইতে পারে যে, শিক্ষার উন্নতি জন্য চেষ্টা অনেক করা হইয়াছে কিন্তু অর্থাভাবে অনেক চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে, কলেজের শিক্ষায় পূর্ব্বেও গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা দিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকটাকা দিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও যতদিন না সেকেণ্ডারী স্কুল সমূহে ছেলেদের সচ্চরিত্রতা এবং নিয়মানুবর্তিতা বিধায় শিক্ষা বেশ পাকাপাকি রকমে হইতেছে ততদিন কলেজের শিক্ষার বনিয়াদ বেশ মজবুত হইবে না। [illegible] বনিয়াদের উপর গৃহনির্মাণ করিলে [illegible] যেমন [illegible] হয় কলেজের এই শিক্ষাও সেই মত হইবে। সমগ্র প্রদেশের মধ্যে কার্যকারী এবং বিচার বিভাগের কর্মচারীদের নিকট হইতে যে সাহায্য এবং সহানুভূতি ডিরেক্টরবাহাদুর মিঃ জেমস্ পাইয়াছেন সে কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ছোটলাটবাহাদুর উহার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

---

## বাঙ্গালার মিউনিসিপ্যালিটী।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বাদে বাঙ্গালার অপর সমস্ত মিউনিসিপালিটীর ১৯০৮-৯ সালের কার্য-বিবরণ বিষয়ক রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের সারাংশ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।—

উক্ত বৎসর মিউনিসিপালিটী সমূহের করদাতৃগণের সংখ্যা ২১৮১০৫। পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ১১১১ বেশী। খগোল নামক স্থানে একটি নূতন মিউনিসিপালিটী হওয়াতেই ১২৪৫ জন করদাতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমুদয়ে মিউনিসিপালিটীর সংখ্যা ১১৮ হইল। সমগ্র প্রদেশের মিউনিসিপালিটী সমূহের এলাকাস্থিত অধিবাসিবর্গের প্রত্যেকের উপর হইতে গড়ে টাকা ১॥৭ পাই আদায় হইয়াছে। ১৯০৭৮ সালে ১।৶৫ আদায় হইয়াছিল। দার্জ্জিলিঙ্গে প্রতি ব্যক্তির উপর হইতে গড়ে ১০৻৩ পাই এবং রাজজীবনপুরে ।৯ পাই। ২২টি টাউনে এই গড় পরিমাণ আট আনার কম। বৎসরকাল মধ্যে নূতন করিয়া কর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহাতে আয় পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অনেক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্ব্ববৎসরের মজুত এবং এবৎসরের আদায় মোট ৭৩ লক্ষ ১৩ হাজার ২৩৩ টাকা মিউনিসিপ্যালিটীর তহবিলে জমা হইয়াছে। গত বৎসরে তৎপূর্ব্ববৎসরের মজুত লইয়া ৬৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৯৮ টাকা হইয়াছিল।

বৎসরে মিউনিসিপালিটী সমূহে আয় হইয়াছে ৬০ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৮৭ টাকা। বাড়ী ও জমি হইতে আদায়ের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৬ টাকা। রাস্তা এবং ফেরিঘাট হইতে ৯৯৫৮১, জলের ট্যাক্স ৪০৬৮৯৬ টাকা, আলোর ট্যাক্স ১৮৯৪৫১ টাকা, ময়লাফেলা এবং লেট্রিন হইতে ৮১২৪৮৮ টাকা। ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর ট্যাক্স হইতে আয় হইয়াছে ৬২৪৭০ টাকা, পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ৫৯৮২৩ টাকা, অবস্থা এবং সম্পত্তি অনুসারে লোকের উপর হইতে আদায় ট্যাক্স এবৎসরে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩০৯ এবং গত বৎসরে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭২ টাকা। এই শেষোক্ত অর্থাৎ

এবং সম্পত্তি অনুসারে লোকের উপর হইতে ট্যাক্সের পরিমাণ এ বৎসরে একটা যে হইয়াছে তাহার জন্য বহরমপুরের মিউনিসিপ্যালিটি প্রধানতঃ দায়ী। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি ও সম্পত্তি অনুযায়ী লোকের উপর ট্যাক্স করার পরিবর্তে বাড়ীর উপর ট্যাক্স বসাইবার করায় ১৫ হাজার ১৩৪ টাকা আয় কমিয়া। মিউনিসিপ্যালিটিতে এই আদায় হইয়াছে তাহার কারণ মিউনিসিপ্যালিটি ছেন যে মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে জলনিকাশের হইতেছে এবং করদাতৃগণ অনেকেই উহার জন্য চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আদায়ের কড়াকড়ি বেশী করিলে পাছে চটিয়া ঐ কার্য্যের জন্য চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন সেই জন্য আদায় সম্বন্ধে কতকটা কম কড়াকড়ি করা হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুরের বিবেচনায় ইহা ঠিক হয় নাই। পাছে লোকে চাঁদা না দেয় এই আশঙ্কায় পাওনা ট্যাক্স আদায়ে ঢিল দিয়া কাণ্ডগ্রস্ত হওয়া সমীচীন নয়।

প্রাদেশিক এবং স্থানীয় ফণ্ড হইতে এবং সাধারণ লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ বৎসরকাল মধ্যে ৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৫৯ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবারে এই বিষয়ে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৪৮ টাকা বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বৎসরকাল মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ, জলনিকাশ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মুঙ্গেরে ৭৮ হাজার ২০৩ টাকা, পাটনায়, আরায় ২৫ হাজার, বর্দ্ধমান বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহে ৬০ হাজার এবং হাওড়ায় ১২ হাজার টাকা দিয়াছেন। বারবঙ্গের মহারাজ পাটনায় ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। স্থানীয় পাট প্রভৃতির কল সমূহ হইতে হাওড়ায় জল নিকাশের বন্দোবস্তের জন্য বার হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য এবং একটি অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী স্কুলের জন্য কাঞ্চননগরের বাবু দীননাথ দাস ৫০ হাজার টাকা এবং ১৯ হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ী দিয়াছেন।

বৎসরকাল মধ্যে মিউনিসিপাল আফিস সমূহের খরচা এবং আদায় তহশীল কার্য্যের জন্য ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ২২৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আগুন নিবারণের জন্য ৩৩৮৬১ টাকা, আলোর জন্য ২ লক্ষ হাজার ৫৬৮ টাকা, জল সরবরাহের জন্য ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৪২ টাকা, জল নিকাশের জন্য ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৮৮ টাকা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, জল দেওয়া এবং লেট্রিনের জন্য ১৪ লক্ষ ৩ হাজার ৯৫৫ টাকা, হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী সমূহের জন্য ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৭৬ টাকা, প্লেগ নিবারণের জন্য ৫৪১৫৪ টাকা, পূর্ত্তকার্য্যে ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৯৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়াছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৮৩ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বিষয়ে এ বৎসরে ব্যয় কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বর্দ্ধমান পাটনা এবং ভগলপুর বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটী সমূহ নিরূপিত ব্যয়ের অর্থাৎ আয়ের শতকরা ৩·২ টাকার কম ব্যয় করিয়াছে।

বালেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্যাক্স দারোগা এবং অন্যান্য আদায়ী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ১২ হাজার টাকা তহবিল তছরূপের কথা জানা গিয়াছে। পাটনায় একজন দফাদার ৪২৬ টাকা ভাঙ্গিয়া দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ট্যাক্স দারোগা এবং হিসাব পরীক্ষক মুহুরীর মাহিয়ানা হইতে কাটিয়া লইয়া এই টাকার পূরণ হইতেছে।

কমিশনর এবং জেলার কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের পরিদর্শন সংক্রান্ত সংবাদ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় নাই। প্রেসিডেন্সী বিভাগের মিউনিসিপাল রিপোর্টে ও কথার উল্লেখই নাই। ছোটলাট বাহাদুরের কথা এই যে, কোন মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ কর্ম্ম ভাল চলিতেছে কি না জেলার কর্ম্মচারী যদি সে বিষয় সন্তোষজনকরূপে জানিতে চান তবে তাঁহার স্বয়ং সেই মিউনিসিপ্যালিটীর পরিদর্শন করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এই পরিদর্শন কার্য্য অপেক্ষাকৃত ভালরূপ হইবে বলিয়াই ছোটলাট বাহাদুর বিশ্বাস করেন।

মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের সাধারণ কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনরেরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের কাজ কর্ম্মে বিশেষ ত্রুটির কোন উল্লেখ নাই। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনর বলিয়াছেন যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ এবং যে সকল মিউনিসিপ্যালিটীর পাট প্রভৃতির কল সমূহের সহিত সম্বন্ধ আছে সেই সকল মিউনিসিপ্যালিটীর দরুণ অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। মফস্বল মিউনিসিপ্যালিটীগুলির তেমন উন্নতি হইতে পায় নাই, তাহার কারণ (১) স্থানীয় ব্যবসায়ের অবনতি, (২) বিশুদ্ধ পানীয় জলসরবরাহের ব্যবস্থা থাকা, (৩) অর্থশালী লোকদিগের গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইয়া বাস। পুরীতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আরও ভাল করিবার জন্য অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ স্থানের পবিত্রতা বোধে এবং বহুযাত্রীর ঐখানে সমাগম হয় বিবেচনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট যে সাহায্য পাওয়া যাইবে আশা করা গিয়াছিল, এযাবৎ তাহা পাওয়া যায় নাই।

## প্রাপ্তস্বীকার ও সমালোচনা

১। শিল্প ও সাহিত্য—শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৬। কুতবউদ্দীন ও কালাপাহাড় সম্বন্ধে এবং কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

২। মহাজনবন্ধু—অগ্রহায়ণ ১৩১৬। এই সংখ্যার সকল প্রবন্ধই সুলিখিত। "ব্রেজিলে চিনির কাজে দুর্দ্দশা" প্রবন্ধ অন্যত্র সঙ্কলিত হইল।

---

### পত্রপ্রেরকগণ

শ্রীবনমালী দেবশর্ম্মা অধ্যাপক স্ব চতুষ্পাঠী, কাওয়াখোলা, পাবনা, লিখিয়াছেন—এবৎসরে ৪ঠা ও ৫ই ফাল্গুন সংস্কৃত আদ্য মধ্য পরীক্ষার দিন স্থির হইয়াছে। ২রা ফাল্গুন শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা। যে সকল টোল হইতে পরীক্ষাকেন্দ্র দূরবর্ত্তী সেই সকল টোল হইতে পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে, কাহাকেও সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন কাহাকেও বা পূজার দিন রওনা হইতে হইবে, নতুবা যথাসময়ে পরীক্ষাস্থানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইবে না। সারস্বত উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক পড়িলে ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ আপনাদিগকে প্রত্যবায়ী মনে করিয়া মনস্তাপ পাইবেন। অনেক টোলের অধ্যাপক এই কারণে পরীক্ষার দিনের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করেন

---

## উড়িষ্যা বিভাগ এবং উড়িষ্যা করদ মহল

মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্তগণের নাম ১৯১০-

### কটক

মধ্য ইংরাজী—গিরিধারী চাঁদ কল্যাণপুর, দীনবন্ধু দাস মৌদা, মধুসূদন কর চুরচিকা, স্বপ্নেশ্বর কর সুবর্ণপুর, বিশ্বনাথ দাস মহাসিংপুর, বলরাম সোয়েন কটক মিড্‌ল, চক্রধর সোয়েন বালিকুদা।

মধ্য বাঙ্গালা—জগন্নাথ দাস চুরচিকা, রামচন্দ্র মহাপাত্র কটক মিড্‌ল।

### বালেশ্বর

মইং—উদয় নারায়ণ চৌধুরী ভিক্টোরিয়া স্কুল, বসন্তকুমার সর সাকরা, গোলোক প্রসাদ দাস বালেশ্বর।

মবা—দয়ানিধি কর কোটার, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত আলালপুর; গোলোকচন্দ্র দাস মহাপাত্র মঙ্গলপুর।

### পুরী

মইং—কামিনী মোহন নন্দী পুরী, গঙ্গাধর মহাপাত্র ভুবনেশ্বর।

মধ্য—উদয়নাথ দাস বনপুর, বালকেশ্বর মহাপাত্র তিলারপুর; গদাধর মহাপাত্র পুরী, পদ্মচরণ পাটনায়েক দেলাং।

আঙ্গুল

মধ্য—নীলাদ্রিদাস আঙ্গুল।

উড়িষ্যা করদ মহল

মহাঃ—উৎসব সাহু তালচের, ভাগবত বেহেরা নয়াগড়।

মধ্য—রঘুনাথ সমন্ত খাণ্ডপাড়া।

## উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি ১৯১০

কটক

সদর মহকুমা—সুবাসিনী নায়েক রাভেন্স বালিকা; কৃষ্ণচরণ পাটনায়েক টাঙ্গি, উদয়নাথ সাহু আলি পিরল; হরিহর সাহু জগুলাইপাড়া, মাতৃনিনন্দ আরিলো, ভোলানাথ পতি বিরিবাটী প্রাকটিসিং;

কেন্দ্রাপাড়া—বিদ্যাধর মহান্তি দোভাণ্ডী, সাধুচরণ সাহু কবিপুর

জাজপুর—বৃন্দাবন দত্ত কবিরপুর প্রাকটিসিং কুঞ্জবিহারী মহান্তি আউনরি;

বালেশ্বর

সদর—মহেন্দ্র নাথ পাল আনারসিয়া, শরচ্চন্দ্র সিংহ বালেশ্বর প্রাকটিসিং, দাশরথি মহান্তি সুন্দরী পাড়ি, উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাকসকি;

ভদ্রক—চক্রধর বেহারা ঘণ্টেশ্বর, গণপতি পাত্র অটু, উপেন্দ্র দাস গলিদাণ্ডী।

পুরী

সদর—ঘণ্টেশ্বর মিশ্র পুরী প্রাকটিসিং, নটবর সাহু বনমালীপুর, বিশ্বনাথ পাণ্ডা কানাস, জগন্নাথ মিশ্র বারচকদরপুর, বলভদ্র নায়ক কুরুঞ্জ;

খুর্দা—ভুবনেশ্বর মহারণা জনলা, অটল বিহারী দেব কুঞ্জরী, শিবুনাথ নন্দ কপিল প্রসাদ, সচ্চিদানন্দ মিশ্র ভুবনেশ্বর।

আঙ্গুল

সদর—বৈদ্যনাথ বারি শাস্ত্রী, নীলকণ্ঠ দ্বিবেদী বামলা, দুর্গাচরণ বন্দ্যো আঙ্গুল, উদয় নাথ প্রধান বন্ধকেরা।

খণ্ডমাল—কপিলেশ্বর সাহু ফুলবনি, লক্ষ্মী মল্লিক ফুলবানী প্রাকটিসিং, ভাগবত প্রধান খেজুরী পাড়া, মাধব সাহু রাউং, নরসিংহ কুমার তেন্তরা পাড়া

সম্বলপুর

সদর—দুর্গাচরণ পাটনায়েক সম্বলপুর, চৌধারী দাস পাটিল বেক পাড়া, গৌতম গৌন্টিয়া। বলবাস পুর নন্দকিশোর পাণ্ডা কুচেলা।

বারগড়—মধুসূদন নায়েক ভাবঙ্গরদ, নারায়ণ চোতা রাজেন্দ্র মরগয়া প্রধান বারগড় প্রাকটিসিং, গিরধারী মহাপাত্র বারগড়, জনার্দন গৌন্টিয়া মনপুর, কবিরাম মোহান্তা খেদান।

উড়িষ্যা করদ মহল

[illegible] মিশ্র তালচের, আনন্দমিশ্র খাণ্ডপাড়া, ভাগীরথী সাহু ধেনকানাল, যোগেন্দ্র ষড়াই কাটাডিহি, কৃষ্ণচন্দ্র সাহু গোপালপুর, ভগবান পাটনায়েক টটাবাটি; বৃন্দাবন দাস মাধাপুর; শ্যামসুন্দর পাধান খোদোর; বৈকুণ্ঠ নাথ পাণ্ড নীলগিরি।

---

## পরিদর্শক ট্রেণিং পরীক্ষার ফল ১৯১০

### প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগ

### প্রথম শ্রেণী

উচ্চ (পারদর্শিতানুসারে)

রামপদ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ট্রেণিং, আশুতোষ হাজরা ঐ, যতীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ঐ, দয়ালচন্দ্র সরকার কৃষ্ণনগর সি এম এস, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা স্কুল

মধ্য (বর্ণমালানুসারে)

আবদর রেজাক হুগলী ট্রেণিং আচার্য্য সতীশ চন্দ্র প্রাইভেট (হুগলী) অধিকারী গঙ্গা গোবিন্দ কলিকাতা ট্রেণিং।

বৈরাগী গোবিন্দদাস হুগলী ট্রেণিং বন্দ্যো গিরিজাভূষণ ঐ ভট্টাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ * কলিকাতা ট্রেণিং বিশ্বাস বিজয়কুমার কৃষ্ণনগর সি এম এস অনঙ্গমোহন ঐ, মোহনলাল প্রাইভেট (কৃষ্ণনগর)

চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণকুমার কলিকাতা ট্রেণিং, রাধাগোবিন্দ ঐ, শরচ্চন্দ্র ঐ চট্টোপাধ্যায় বিধুভূষণ হুগলী ট্রেণিং।

দাস যতীন্দ্রনাথ * কলিকাতা ট্রেণিং, সুরেন্দ্র নাথ ঐ, বিজপদ হুগলী ট্রেণিং। দত্ত মন্মথনাথ কলিকাতা ট্রেণিং দে রামময় হুগলী ট্রেণিং

ঘোষ কমলাকান্ত ঐ, গণ অক্ষয়পদ ঐ গোস্বামী কিশোরীমোহন ঐ প্রাণচন্দ্র ঐ, তালদার নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা ট্রেণিং প্রমথনাথ ঐ, হাজরা রেণুপদ হুগলী ট্রেণিং।

মণ্ডল সুরেন্দ্রনাথ * কলিকাতা ট্রেণিং দেবেন্দ্র নাথ হুগলী ট্রেণিং হৃষীকেশ ঐ যতীন্দ্রনাথ ঐ, কৃষ্ণকিঙ্কর ঐ; মজুমদার তারাদাস ঐ, মোহন্ত কৃত্তিবাস কলিকাতা ট্রেণিং। মুখার্জ্জি রাখালরাজ ঐ দক্ষিণেশ্বর হুগলী ট্রেণিং, যোগেশচন্দ্র ঐ।

নন্দী বিশেশ্বর ঐ গৌরচন্দ্র ঐ, নস্কর ভোলানাথ * প্রাইভেট (কলিকাতা) পাল যতীন্দ্রনাথ * কলিকাতা ট্রেণিং পাত্রাদিক উপেন্দ্র নাথ * ঐ

রায় বিজপদ হুগলী ট্রেণিং,

সরকার বিভূতিভূষণ হুগলী ট্রেণিং যদুনাথ ঐ, হরিশ্চন্দ্র প্রাইভেট হুগলী, সিমসন হেমরঞ্জ প্রাইভেট (কৃষ্ণনগর)

নিম্ন

ভট্টাচার্য্য শিবারণ চন্দ্র * কলিকাতা ট্রেণিং। বিশ্বাস মুর রেজাক হুগলী ট্রেণিং, চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণলাল * কলিকাতা ট্রেণিং, চট্টরাজ মনী গোপাল হুগলী ট্রেণিং, দত্ত যতীন্দ্র নাথ * কলিকাতা ট্রেণিং জানা রামচন্দ্র * ঐ, মণ্ডল সতীশচন্দ্র হুগলী ট্রেণিং, সামন্ত মদনচরণ * কলিকাতা ট্রেণিং।

অনন্ত মোহন রাধাগোবিন্দ, হৃষীকেশ, হরিশ্চন্দ্র, মনীগোপাল, যতীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর সকলেই ড্রইং এবং ব্যবহারিক জ্যামিতির পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসা পত্র পাইবার অধিকারী হইয়াছে।

বিজ্ঞান, শিক্ষাদান কৌশল, কিণ্ডারগার্টেন, অবজেক্টলেসন, ড্রইং ব্যবহারিক জ্যামিতি, ড্রিল এবং ম্যানুয়েল ওয়ার্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—পুরারি মিত্রনন্দ—প্রাইভেট হুগলী

* চিহ্নিত ছাত্রগণ ম্যানুয়েল ওয়ার্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

### দ্বিতীয় শ্রেণী

বর্ণমালানুসারে

উচ্চ

বেরা মুরারি মোহন কলিকাতা ট্রেণিং, মাখিভূষণ চন্দ্র ঐ, সারেন সুরেন্দ্র নাথ কৃষ্ণনগর সি এম এস।

মধ্য

আচার্য্য অতুলচন্দ্র হুগলী ট্রেণিং, মদনলাল ঐ

বাবু অখিলদম হুগলী ট্রেণিং, ভট্টাচার্য্য জগদানন্দ কলিকাতা ট্রেণিং, বিজপদ হুগলী ট্রেণিং, ভৌমিক যোগেশ চন্দ্র ঐ।

চক্রবর্ত্তী অন্নদাপ্রসাদ প্রাইভেট কলিকা, চন্দ্র নৃত্যগোপাল হুগলী ট্রেণিং, চট্টোপাধ্যায় কালীধন কলিকাতা ট্রেণিং, চৌধুরী বিভূতিভূষণ ঐ।

দাস সতীশ চন্দ্র কলিকাতা ট্রেণিং, উপেন্দ্র নাথ ঐ, দে আশুতোষ হুগলী ট্রেণিং, দত্ত অক্ষয় কুমার কলিকাতা ট্রেণিং, রজনীকান্ত ঐ,

গড়াই চণ্ডচন্দ্র হুগলী ট্রেণিং, ঘোষ সতীশচন্দ্র কলিকাতা ট্রেণিং, ঘোষাল বিনোদ বিহারী হুগলী ট্রেণিং,।

হালদার কৃষ্ণধন কলিকাতা ট্রেণিং।

খাটোয়া বীরেন্দ্র নাথ ঐ।

মাহাত ফুলচন্দ্র ঐ, মল্লিক কেশবচন্দ্র কৃষ্ণনগর সি এম এস,

মণ্ডল গোকুল চন্দ্র কলিকাতা, নগেন্দ্র নাথ ঐ, সৈয়দ আলি ঐ, কুবের নাথ প্রাইভেট (কলিকাতা), বিভূতিভূষণ হুগলী ট্রেণিং, ভূতনাথ ঐ, দীনবন্ধু ঐ, গোপাল চন্দ্র ঐ, অদ্বৈতচরণ প্রাইভেট (হুগলী), নীলমণি কৃষ্ণনগর সি এম এস, মহম্মদ রকাতুল্লা কলিকাতা ট্রেণিং, মুখার্জ্জি রামময় হুগলী;

নস্কর ভূতনাথ কলিকাতা।

পাল আশুতোষ কলিকাতা, গৌরহরি ঐ, গোবিন্দ চন্দ্র ঐ, পাত্রগ্রাহী মহেশ্বর ঐ, প্রামাণিক হারাণচন্দ্র ঐ, পুরকাইৎ জ্যোতিষচন্দ্র ঐ,

রায়চক অন্নদা প্রসাদ হুগলী, রায় হরেন্দ্র নাথ ঐ, লক্ষ্মীনারায়ণ ঐ, জ্ঞানভূষণ ঐ।

সামন্ত শ্রীনিবাসচন্দ্র প্রাইভেট (কলিকাতা) সারেন মাধিরাম কৃষ্ণনগর সি এম এস, সরকার ইন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা, সেখ কেরামত উল্লা ঐ, সিংহ মহাপাত্র হরগোবিন্দ হুগলী।

মিত্র

...চার্য্য, চন্দ্রকান্ত হুগলী।

...পাধ্যায় রামপদ হুগলী, বিধান পাঁচ-

ঐ।

চক্রবর্ত্তী শশধর হুগলী।

...স রঘুনাথ হুগলী,

...মাখন লাল ঐ

...বিনয় প্রাইভেট (কৃষ্ণনগর) মায়া

...নাথ কলিকাতা ট্রেনিং, কৈলাসচন্দ্র হুগলী,

...বগলাচরণ ঐ, মাধব গোপাল ঐ।

...রামকমল হুগলী, প্রাথমিক বসন্তকুমার

...।

...যোগেন্দ্র নাথ হুগলী।

...মহাদেব হুগলী, সিংহ মহাপাত্র রবী-

...ঐ।

—

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

...—২৪ পরগণার ডেঃ মাঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ সরকার বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টরের পার্সোনাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন। দার্জ্জিলিংএর ...মিঃ বিহারী কটকের সদরে বদলী হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু মন্মথ নাথ সেন মধুপুরের অতিরিক্ত সহকারী কমিঃ হইয়া একণে উক্ত জেলার বারগড় মহকুমায় কার্য্য করিবেন। ছুটী-ভোগী ডেঃ মাঃ মৌঃ খন্দকার ফজলুলহক ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। বাকুড়ার ডেঃ মাঃ বাবু নবীনচন্দ্র কর ৩ মাসের, বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টরের পার্সোনাল আসিষ্টাণ্ট মিঃ নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যো ২ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু ব্রজেন্দ্র প্রসাদ এম এ বি এল ... মুঃ হইলেন। মেদিনীপুরের মুঃ বাবু ...চন্দ্র সিংহ উক্ত জেলার সবজজ হইলেন। ...বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল মেদিনীপুরের মুঃ হইলেন। রাঁচির মুঃ বাবু মন্মথনাথ ... ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

... ডেঃ কঃ মুন্সী হরদেব নারায়ণ মজফরপুরের সদরে, মৌঃ সৈয়দ আলিমুদ্দীন আহাম্মদ পাটনার সদরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—মিস্ এলেনচন্দ্র বি এ প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের সহকারী ইনস্পেক্ট্রেস হইলেন। বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মিঃ জে আর কানিংহাম ১৯০৭ সালের ... হইতে ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসে পাকা হইলেন।

প্রেসিডেন্সী বর্দ্ধমান এবং উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্ট্রেস আফিসের হেডক্লার্ক বাবু আশুতোষ গাঙ্গুলী বি এ ডিরেক্টর আফিসের আসিষ্টাণ্ট হইলেন। পাটনা বিভাগের ইনঃ আফিসের হেডক্লার্ক বাবু গিরিশচন্দ্র নন্দী ১ মাস ১৭ দিনের ছুটী পাইলেন। মিঃ আবুল বিস্‌মন মণ্ডল ভগলপুর বিভাগের সহকারী ইনঃ হওয়ায় বাবু উমেশচন্দ্র লাল সাঁওতাল পরগণার ডেঃ ইনঃ হইলেন। দুমকার সবইনঃ মিঃ জন নবকিশোর সাঁওতাল পরগণার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ হইলেন। মিঃ মোহন বেমব্রন কুমার দুমকার সবইনঃ হইলেন। হাওড়ার ডেঃ ইন বাবু কিরণ চন্দ্র বন্দ্যো বি এ বাঁকুড়ার ডেঃ ইনঃ হইলেন। হাওড়ার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী বি এ হাওড়ার ডেঃ ইনঃ হইলেন। মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডেঃ ইনঃ বাবু পান্নালাল বন্দ্যো বি এ হাওড়ার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ হইলেন। বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ মৌঃ হসমুৎউল্লা মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডেঃ ইনঃ হইলেন। দার্জ্জিলিং হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ বি টি বাঁকুড়ার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ হইলেন। পুরীর সবইনঃ বাবু মাধবচন্দ্র নায়ক ২ মাসের ছুটী পাইলেন। ভুবনেশ্বর মইং স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু বাঞ্ছানিধি দাস পুরীর সবইনঃ হইলেন। কলিকাতা ঈডেন হিন্দু হোষ্টেলের জয়েণ্ট সুপঃ বাবু হীরালাল মুখার্জ্জি ৮ম শ্রেণীতে পাকা হইলেন। রাঁচি জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু বনবিলাস রায় এম এ বি টি, দুমকা জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু বিভূপদ বন্দ্যো বি এ বি টি প্রোটেম ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বাবু যতীন্দ্র নাথ চট্টো বি এ গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক আফিসের ৪র্থ আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

—

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সেদিনকার অধিবেশনে, ব্রাহ্মণ সভা হইতে যে যে কার্য্য করা হইবে তাহা স্থির হইয়াছে। কার্য্যগুলি এই—১। সাধারণতঃ হিন্দুগৃহস্থ প্রভৃতির শৌচ-সদাচার উপাসনা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যত্ন ও ব্যবস্থা করা। ২। বিদ্যার এবং ধর্ম্মের বিবর্দ্ধনার্থ চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগকে পুরস্কার দেওয়া এবং এবং তাহাদের অধ্যাপকদিগকে তাঁহাদের দেয় গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করা। ৩। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং সমাজের উন্নতিসাধক অধ্যাপকদিগকে বৃত্তি দেওয়া। ৪। যে সকল হিন্দুস্থান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রবিহিত শৌচ সদাচার এবং উপাসনা শিখাইবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা। ৫। ধর্ম্মরক্ষানুকূল বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠান, যথা—বিপন্ন বা অনাথ হিন্দু গৃহস্থের যথাসম্ভব উপকার করা হইবে। সামান্যাকারেও এ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, বর্ত্তমান বর্ষে আট দশ হাজার টাকা ব্যয় করা আবশ্যক; বিশেষতঃ কল্পনা করা হইয়াছে যে, সংস্কৃত পরীক্ষার্থীর এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণের দেয় গুরুদক্ষিণাদির সাহায্যকল্পে দুই হাজার টাকা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সমাজের হিতকারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সাহায্যার্থে তিনহাজার টাকা এবং ধর্ম্মরক্ষানুকূল বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠানে যথাসম্ভব টাকা দেওয়া হইবে।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমার অবশিষ্ট পাঁচজন আসামীর আপীলের শুনানী বিচারপতি মিঃ হারিংটনের নিকট এখনও হইতেছে। গত বুধবার পর্য্যন্তও এডভোকেট জেনারেলের বক্তৃতা শেষ হয় নাই।

[যুক্তপ্রদেশ] কপূরতলার মহারাজ আগামী শীতঋতুতে আলাহাবাদে যে প্রদর্শনী হইবে তাহার সাহায্যার্থ সাত হাজার টাকা দিয়াছেন। এবং যে সকল ভারতবাসী শিয়াল কুকুরে দংশনের চিকিৎসার জন্য পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে যায় তাহাদের জন্য কসৌলিতে স্থানের বন্দোবস্ত করিতে এক হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

[বোম্বাই] ১৭ই জানুয়ারীর সংবাদ; নাসিকের হত্যাব্যাপারের সংস্রবে তেরজন সাক্ষীর এজাহারবন্দী গৃহীত হইয়াছে। হত্যাকারী কানারের সহিত যে কয়জনকে চালান দেওয়া হইয়াছে তাহারাও যে এই হত্যাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এইটুকু ঠিক করাইবার মত প্রমাণ লওয়া হইতেছে। পুনার সিটি পুলিস গত শনিবার প্রাতে পুনা ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আফিসের একজন ক্লার্ক দামোদর চিন্তামন পরাঞ্জপে এবং ভুদোয়ায় পেথ নামক স্থানের জনৈক ঘড়ি নির্ম্মাতা বামন কাশীনাথ পালাণ্ডে নামক দুইজন ব্যক্তিকে উঁহাদের বাড়ীতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া, শুনা যায়, অপরাধজনক কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই।

[সাধারণ] ছুটির তালিকা।—বর্ত্তমান ১৯১০ সালে যে যে দিবস সরকারি আফিস

সুরমা উপত্যকার মৌলভী সৈয়দ আবদুল মজিদ ও রঙ্গপুরের মৌলভী তমিযুদ্দিন—মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে।

বিগত বড় দিনের সময় রেঙ্গুনে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সভার অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় রাজা সার মহম্মদ আলি মহম্মদ খাঁ কে, সি, আই ই মহাশয় বক্তৃতার অন্যান্য কথা মধ্যে বলিয়াছেন—বড় লাটের সভায় বিগত বজেট আলোচনায় আমি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু আমার ভয় হইতেছে যে ঐ প্রস্তাব শীঘ্র কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইবার আশা নাই। আমাদিগকে আমাদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ধনবান মুসলমানগণ যদি বিনা বিচারে দান না করিয়া বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থদান করেন তাহা হইলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। ছাত্রগণ মাতৃভাষা শিক্ষা না করিয়াই ইংরাজী ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকে এই জন্য তাহারা সমস্ত শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারে না; কোন প্রাচ্য ভাষা সম্বন্ধে তাহাদের সম্যক্ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। আমি আপনাদিগকে কেবল আপনাদিগের ভাষা লইয়া পড়িয়া থাকিতে বলি না। কিন্তু নিজের ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলে জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তবে তাঁহারা নীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আপনাদিগকে গৃহে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মুসলমান সভ্যের সংখ্যা অতি অল্প। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে একজনও মুসলমান নাই। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান সভ্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মুসলমানদিগের সভ্য প্রেরণের অধিকার থাকা উচিত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এই কথা আরও অধিক খাটে। কারণ ইহার সহিত একটী বৃহৎ মুসলমান বিদ্যালয় সংযুক্ত আছে। একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরবর্ত্তী ১২ বৎসরে ২৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব সম্বন্ধে জয়েণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের রিপোর্ট পাঠ করিবার সময় আমার মনে হইয়াছিল যে, জাতীয় কার্য্যে মুসলমানগণ একত্রিত হইতে পারেন না! এই সেদিন মাত্র হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে; এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইতে যাই- প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধেও মুসলমানদিগের অত্যন্ত দুরবস্থা। ১৯০৭ সনেরে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ ৫ বৎসরে গবর্ণমেণ্ট বিদেশে শিল্প শিক্ষার জন্য ১৫টী বৃত্তি দিয়াছেন। মুসলমানগণ তাহার মাত্র একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ এবং ব্রহ্মে শিল্প শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ছাত্রই পাওয়া যায় না। ১৯০৭ সনের নাইনী তাল কনফারেন্সে শ্রম শিল্পের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্ট ইয়ুরোপীয় এবং ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও ভারত সচিব তাহাতে সম্মতি দান করেন নাই বলিয়া আমি দুঃখিত। যাহা হউক প্রত্যেক মুসলমানেরই অন্ততঃ একটি সন্তানকে শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ১৯০৭ সনে ভারতবর্ষে মাত্র একটি মুসলমান ছাত্রী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে। স্কুলে মাত্র ১৪০ জন মুসলমান ছাত্রী অধ্যয়ন করে; কিন্তু পার্শী ছাত্রীর সংখ্যা ১৪০২ এবং হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩১৬। ব্রাহ্ম ৩৫টি বালিকা ইংরাজী শিখিতেছে। সকল প্রদেশে, বিশেষতঃ, উত্তর বঙ্গের প্রাইমেরী স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন কোন কুসংস্কার আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। তাঁহারা বালিকাদিগকে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে চাহেন না সকল মুসলমানেরই ভূপালের বেগম সাহেবার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষা বিধানে যত্নবান হওয়া উচিত।

এক ইস্তাহার জারি করিয়া ৪৪ খান সংবাদ পত্র জয়পুরে আনা নিষেধ করা হইয়াছে। নিম্ন লিখিত সংবাদ পত্র গুলি আর জয়পুর রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, মহারাজ এরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ১ বান্ধব ২ হাওড়াহিতৈষী ৩ বসুমতী ৪ সন্ধ্যা ৫ সোণার ভারত ৬ হিন্দীবঙ্গবাসী ৭ অমৃতবাজার পত্রিকা ৮ ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার ৯ মুসলমান ১০ কর্ম্মযোগিন ১১ হিন্দীপঞ্চ ১২ রাষ্ট্রমত ১৩ হিন্দী স্বরাজ ১৪ কাল ১৫ কেশরী ১৬ পাথারি (বরোদা) ১৭ মারাঠা ১৮ কাল ১৯ স্বরাজ (লণ্ডন) ২০ ইউনাইটেড বঙ্গা ২১ স্বাবলম্বন ২২ কর্ত্তব্য ২৩ দেশ সেবক ২৪ হরি-কিশোর ২৫ পূর্ব্ববাঙ্গালা ২৬ বরিশাল হিতৈষী ২৭ চারুমিহির ২৮ উইকলি ক্রনিকেল ২৯ ত্রিপুরা স্বদেশ মিত্রম ৩৪ ইণ্ডিয়া (পণ্ডিচেরী) ৩৫ দেশ (ফিরোজপুর) ৩৬ সাচ্চা বাদশা (লায়ালপুর) ৩৭ পঞ্জাবী ৩৮ আকাশ (দিল্লী) ৩৯ ঝাংশিয়াল ৪০ হিন্দুস্থান ৪১ জমিদার ৩২ গঙ্গা(জলন্ধর) ৪৩ পেশোয়া (লাহোর) এবং ৪৪ স্বরাজ (এলাহাবাদ)।

বিগত ৬ই জানুয়ারী বরিশাল হইতে যাত্রী ও ডাক লইয়া "খোকা" ষ্টীমার খুলনায় আসিতেছিল। এরূপ প্রকাশ,—সন্ধ্যার সময়ে খুলনার ৮।৯ মাইল দূরে শিরলীর হাটের নিকট আঠারবাঁকী নাম্নী নদীর মধ্যে একটী চড়ায় আসিয়া ষ্টীমার ধাক্কা লাগে। ষ্টীমারের অগ্রে ও পশ্চাতে উপর নীচের অনেক পাটের বস্তা বোঝাই ছিল, শুনা যায়, ত্রিপল দিয়া পাট ঢাকা ছিল না এবং সেই আঢাকা পাটের উপরে ষ্টীমার কোম্পানীর একটী লণ্ঠন পড়িয়া গিয়া পাট জ্বলিয়া উঠে এবং অল্প সময় মধ্যে ষ্টীমারের পার্শ্বস্থ পরদায় ও উপরের ডেকের নিম্নস্থ রঙ্গে আগুন ধরিয়া যায়। দেখিয়া যাত্রিগণ কেহ কেহ প্রাণভয়ে জলে লাফাইয়া পড়ে। অনেকে লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই অগ্নিদগ্ধ হয়। কত লোক মারা গিয়াছে এখনও নির্ণয় হয় নাই। ডেঃ মাঃ বাবু যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর হস্তে তদন্তের ভার পড়িয়াছে।

---

## কৌতুক-কণা।

হরেন—শুনলুম তুমি রবিবার দিন বিনোদ বাবুর সঙ্গে তোমাদের বাগানে মাছ ধরতে গেছলে। তিনি কটা মাছ ধরলেন?

সুরেশ—তিনি কিছুই ধরতে পারেন নি! তিনি যে একজন ডিটেক্‌টিভ' সে কথা ভুলে যাচ্চ কেন?

---

বুদ্ধু—ছোটু, তুই এখানে বসে বসে কি ভাবচিস?

ছোটু (সাহেবের বালকভৃত্য)—আমি ভাই বড় মুস্কিলে পড়েচি। সাহেব তাঁর মাপ নেবার জন্যে একজন লোককে ডেকে আনতে বল্‌লে; কিন্তু আমাকে ফাঁকির কোন টেলারের দোকানে যেতে বল্‌লে কি "টাইলার কোর" কাফিনের দোকানে যেতে বল্‌লে সেটা আমার ঠিক মনে পড়চে না!

---

কোন "পাগলা গারদে" একজন নূতন সুপারি ন্টেণ্ডেণ্ট বদলী হইয়া আসিলে একজন পাগল এক দিন তাঁহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েচে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কৌতুকান্বিত হইয়া)—কেন?

পাগল—আপনি যে অনেকটা আমাদেরই মতন!

বিভূতি—সুশীল, তুমি দিনরাত অত আর্সির সামনে ঘুরে বেড়াও কেন? তুমি কি নিজেকে খুব সুন্দর মনে কর?

সুশীল—তা নয়! আমি সত্যি সত্যি যতখানি সুন্দর তার অর্দ্ধেক সুন্দরও আমি নিজেকে মনে করি না!

যতীন—ডাক্তার বাবু, আজ আমার দিন পনের থেকে রাত্রে আমার একটুও ঘুম হচ্চে না। বড় কষ্ট পাচ্চি।

ডাক্তার (হাকুচে)—আপনি শোবার ঠিক আগে কিছু খেয়ে নিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করবেন।

যতীন—কিন্তু, শোবার ঠিক আগে কিছু খেতে আপনিই ত আর একবার আমায় বারণ করেছিলেন!

ডাক্তার—ওঃ; সেত গত বছরে; তারপর থেকে যে বিজ্ঞানের ঢের উন্নতি হয়েচে!

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা মধ্যাংল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A B A 2nd master on Rs 75 and a B A 3rd master on Rs 60 for Orakandi H E school, Dt Faridpur.

A Drawing master ত্রৈবার্ষিক মধ্যাংল for the Kishanganj H E school, Purnia on Rs 15 or 20 according to qualification. A Behari preferred. Apply to to the S D O and President, Kishanganj school committee, before the 31st January 1910.

[1] A Hd master F A knowing Hini for the Rohini K K M E school on Rs 25 with free lodging. [2] a 2nd Pandit on Rs 15 per month. Applicants should have passed the 1st year examination of the Patna Training school under new scheme. [3] a 3rd Pandit on Rs 10. The applicants should be first grade certificate holder from a Gura Training School. Apply before 31st January, po Rohini, via Baidyanath Junction, Dt. Santhal Perganahs.

An F A Asst Hd master capable teach Geography under the new system on Rs 25 to 30 according to qualifications for the Husenpur M E school Dt Mymensingh. Must stick two sessions. Apply to the Hd master, po Husainpur.

A graduate, an undergraduate and an Entrance passed teacher on Rs 45 to 50, 26 to 30 and 15 respectively for the Khoksa-Janipur H E school, Nadia very near Khoksa E B S R. There is a convenient Boarding. Apply to the Hd master before 31 January.

A B A strong in English as Asst Hd master in the moheshtolo H E school on Rs 40 a month. Private tuition available. Must stick at least two years. Po Maheshtola, 24 Pergs.

A plucked B A Brahmin as 2nd master strong in Mathematics for the Juniadah H E school on Rs 25 with free board and lodging. Apply to the Hd master. Po Juniadah (Nadia).

A plucked B A H I master for the Santragachi M E school within Howrah Municipality on Rs 32 a month. Private tuition available. Apply to the Asst Secretary.

An F A private tutor on Rs 12 besides free board and lodging. Apply to Babu Tara Sundar Roy, pleader Gaibandha, Rungpur.

A 3rd master F A for the Naldanga Birbhum H E school on Rs 25 a month Apply to Babu Ambica Charan Mukerji, po Naldanga Rajbati, Dt Jessore.

An F A Hd master and Entrance passed 2nd master on Rs 25 and 15 respectively for the Pirganj Union M E school Dt Rangpur. Po Pirganj, Rungpur.

জনৈক গ্রাজুয়েট ২য় শিক্ষক। পুঠিয়া পি এন হাই স্কুল জেলা রাজসাহী ৪৫ হইতে ৫০ টাকা। একটি ছোট বোর্ডিংয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিলে আবা পাইবেন।

এফ এ পড়া ২য় শিঃ। ময়ূরেশ্বর মইংস্কুল, পোঃ ময়ূরেশ্বর জেলা বীরভূম। গুণানুসারে বেতন ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকা।

খিদিরপুর মইং স্কুলে একজন হেডমাষ্টার ও হেড পণ্ডিত সেকেণ্ড মাষ্টার ও সেকেণ্ড পণ্ডিত। বেতন যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০ ও ১৫ টাকা। উৎকৃষ্ট বাসস্থান পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইলে আহার। গ্রাম ও পোঃ খিদিরপুর, জেলা পূর্ণিয়া।

আড়ানী মইং স্কুলে আপাততঃ ৬ মাসের জন্য একজন হেঃ পঃ ২০ টাকা। পোঃ আড়ানি, জেলা রাজসাহী।

মসূয়া মইং স্কুলে ১২৲ বেতনে নূ নর্ম্যাল দ্বিতীয় পণ্ডিত। আবা পাইবেন। মসূয়া পোঃ ময়মনসিংহ।

কারমাণী মধ্যস্কুলে নর্ম্যাল পাশ ড্রিল ড্রইং জানা হেঃপঃ। বেতন ১৬৲ ও বাসস্থান বয়স ৩০-৩২ বৎসর। পোঃ রামপুর, যশোহর।

[উদ্ধৃত]

## কালাপাহাড় ও কুতবুদ্দীন

মোসলমান ঐতিহাসিক দিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মোসলমান-আধিপত্য সময়ে বেনারস এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহ কনৌজের অধীনরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং কনৌজের শেষ রাজা মদনপাল হইতে জয়চন্দ্র পর্য্যন্ত বেনারসে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

হোসেন নিজামীর তাজুল হইতে জানিতে পারা যায় যে, "সাহাবুদ্দিন ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দিন কর্ত্তৃক ১১৯৪ খৃঃ অব্দে কাশীরাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ জয়চাঁদ পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। কুতব সেই সময় নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্রাধিক মন্দির ও মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিল। সেই মন্দিরাদির ইষ্টক ও প্রস্তরজাল লইয়া সেই সকল স্থানে মসজিদ

...মোসলমান রাজাদিগের দ্বারা শাসিত এবং ...বার বিভাগের অন্তর্গত হইয়া আসিতে ... সহস্র সহস্র অনাদি লিঙ্গ দেববিগ্রহ ধ্বংসকারী ...দের প্রকৃত পরিচয় বোধ হয় অনেকেই অবগত ন। কুতব মোসলমান ঔরসজাত খাঁটী মোসল- মান নহেন। তাঁহার প্রকৃত নাম রামপ্রসাদ। পাঞ্জাব ...বাসী একজন অতিনিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয়-সন্তান। ...পতি গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীকর্ত্তৃক বন্দী- ...হইয়া প্রথমে তাঁহার গোলামরূপে নিযুক্ত হন, ...বাধ্য হইয়া মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর কুত- ...উদ্দিন নাম ধারণ করে। ক্রমে নিজ কার্য্য- ...দক্ষতা দেখাইয়া সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া ... ও তাঁহার প্রধান সেনাপতিরূপে ভারতের ...প্রদেশ জয় করিয়া সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। এই সময় অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশীধাম পর্য্যন্ত কুতব নিজ অধিকার- ভুক্ত করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কুতব সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী নিষ্ঠাবান আর্য্যবংশ সম্ভূত হইয়াও কোন্ ...পে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, ...হা তাহার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দেব- দ্বিজের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন ও তাহাদের ধ্বংসসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। বোধ হয়, কুতব মোসলমান ঔরসজাত প্রকৃত মোসলমান হইলে এতাদৃশ অত্যাচার করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কেবল কুতবই যে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার পরবর্ত্তী আরও কয়েকজন কাশীর ...বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে দিল্লীর সম্রাট বেলোল লোদীর সেনাপতি মহম্মদ ফর্ম্মূলি বা প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় অন্যতর। কুতবের পর এক এই কালাপাহাড় হইতে হিন্দুর যে অনিষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সমস্ত মোসলমানের সকল অত্যাচার একত্র করিলেও তাহার সমান হইবে না। কুতবের ন্যায় এটীও গৃহের শত্রু বিভীষণ; এটীর পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকগণের আরও জানিবার বিষয়, কারণ এটী আমাদের খাস বাঙ্গালার ...মাল; ইহার প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত একটাকিয়ার ভাদুড়ী- রাজা জগদানন্দের বংশজাত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পান্না থানার অধীন বীরজাওন গ্রামে তাহার জন্মস্থান। অল্প বয়সেই পিতার মৃত্যু হইলে ...তামহ কর্ত্তৃক কালাচাঁদ লালিত পালিত হইয়া ...কাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ও পারসি ভাষায় সুপ- ণ্ডিত হইয়াছিল। কালাচাঁদ বাল্যকাল হইতে বলবান, শস্ত্র চালনায় ও অশ্বারোহণে বিশেষ

দুহিতার পাণিগ্রহণ করিবার দুই বৎসর পরে, গৌড় সম্রাটের অধীনে ফৌজদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এবং সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে সম্রাট-কন্যার পাণিগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু পরে প্রায়শ্চিত্ত করি- য়াও সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে না পারিয়া, মনের দুঃখে পুরীতে জগন্নাথ দেবের নিকট সপ্তাহ কাল অনাহারে ধরণা দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোনও প্রত্যাদেশ না পাইয়া, অধিকন্তু পাণ্ডা- গণ কর্ত্তৃক অযথা তিরস্কৃত হইয়া কালাচাঁদ ক্রোধান্ধ হইল ও মোসলমান ধর্ম্ম পুনর্ব্বার গ্রহণ করিল, এবং নিজ শ্বশুর গৌড় সম্রাটের অনুমতি লইয়া উড়িষ্যা-বিজয় এবং জগন্নাথ-বিগ্রহ দগ্ধ করিয়া পাণ্ডাদিগকেও জোর করিয়া মোসল- মান করিয়াছিল। তাহার অত্যাচারে লোকে তাহাকে বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া কালা- পাহাড় বলিত। যে যে স্থানে কালাপাহাড় গিয়া- ছিল, সেই সেই স্থানেরই দেব-বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে কালাপাহাড় হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। বার্ব্বাকসাহ যখন জৌনপুরের অধিপতি, তখন বেলোললোদী দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সাতাইশ-বর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। বার্ব্বাকসাহ বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বীর কালাপাহা- ড়ের অতুল বিক্রমের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজ সেনাপতি করিতে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু পথিমধ্য হইতে বেলোললোদী কর্ত্তৃক কৌশলে বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে নীত হইলে, তথায় সম্রাট কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত ও অল্প দিনের মধ্যে সম্রা- টের বিশেষ অনুরোধে তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করে। তাহার পর শ্বশুরের সহিত যাইয়া জৌন- পুর সাম্রাজ্য অধিকার করে। এই সময় সে শ্রীক্ষেত্র ও কামরূপের ন্যায় কাশীধামেরও হিন্দু ধর্ম্ম একেবারে লোপ করিবার প্রয়াসে প্রভূত অত্যাচার করিয়াছিল। কোনও প্রাচীন মন্দিরই তাহার নিষ্ঠুর করে রক্ষা পায় নাই। এই সময় কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাস করি- তেন। চরম অত্যাচারোক্ত উপলক্ষে একজন যবন সৈনিক তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করে। তিনি ঘৃণা, দুঃখ ও ক্রোধে রোদন করিতে করিতে কালা- পাহাড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যৎ- পরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ও তাহার সম্মুখে সেই স্থানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালাপাহাড় স্বচক্ষে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তখনই অত্যা- চার বন্ধ হইল সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বারাণসীর সকল দেবালয়ই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র কেদারেশ্বর অনাদি শিবলিঙ্গটী তখন রক্ষা পাইল। এদিকে কালাপাহাড় সেই রাত্রেই কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইল, পরে আর কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই।

৺কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য চিরদিনই আছে। স্বার্থপরতাপরিশূন্য, নিষ্ঠাবান ও সাধন তৎপর দেবতুল্য ব্রাহ্মণ ও মুনি ঋষিগণই প্রকৃত কাশীর অধিরাজ পদবীবাচ্য। তাঁহারা কেবল কাশীরাজ্যের উপরই তাঁহাদের জীবিত কালের জন্য নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন নাই; তাঁহারা সমগ্র ভারতের সমস্ত আর্য্যজাতির উপর সনাতন ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া ত্রিকালের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে- ছেন। সেই কপিলের 'সাংখ্য' গৌতমের 'ন্যায়' পাণিনীর ব্যাকরণ সমস্তই এই স্থান হইতে প্রচা- রিত। সেই বাল্মীকি, ব্যাস, সেই 'বুদ্ধ' শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মগণ এই পুণ্যতীর্থ কাশীধামের নিত্য- শুদ্ধ ধর্ম্ম-সিংহাসন হইতেই ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্মের সকল বিধি নিষেধ প্রচার করিয়া- ছিলেন; আমাদিগের এ দুর্দ্দিনেও [illegible] তুলসীদাস, কবীর, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করা- নন্দ স্বামী, কাঠিয়াবাবা স্বামী, ভোলাগিরি বাবা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কাশীর সেই পবিত্র আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও কত মহাপুরুষ গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে কত স্থানে নিজ নিজ কঠোর সাধ- নায় নিযুক্ত থাকিয়া কাশীর সেই মাহাত্ম্য এখনও রক্ষা করিতেছেন; সমস্ত ভারতের উৎকৃষ্ট পণ্ডিত- গণ শেষদশায় কাশীবাস করিতে আসেন এবং উদাসীন পণ্ডিত ব্যতীত গৃহী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবৃন্দদ্বারা বারাণসীধাম সদা অলঙ্কৃত। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্য-ঋষিগণের সেই পুণ্যতপোবন পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্র আধুনিকতম [illegible] আমাদিগের দ্বারাই রাজসিক ও তামসিকতার লীলা নিকেতনে পরিণত হইলেও তাহারই অন্ত- রালে [illegible] সবিতাদেবতার মত সনা- তন ধর্ম্মের সাত্ত্বিকতা নিত্য বিরাজিত রহি- য়াছে। কাশীতে যিনি যে ভাব দেখিবেন, তিনি সেইরূপেই দেখিতে পাইবেন। বিশেষতঃ অন্নপূর্ণা মায়ের ইহাই বিশেষত্ব। এ রাজ্যে [illegible] কোন নরপতির দ্বারা কখনও [illegible]

পারে না। সেরূপ আমরা রাজা মহারাজ ছাদনের উপরে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াই বিশ্ব কোতোয়াল কালভৈরবের সম্মান করণে নির্বিঘ্ন হইয়াছে, ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজেশ্বর চিরসম্রাটরূপে অন্নপূর্ণাসেবিত হইয়া সেই পবিত্র আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ও তাঁহার চির আদরের বারাণসীবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বী পরম ভক্ত সাধুগুণী কর্তৃক চিরদিন পরিচালনা করিতেছেন। (শিল্প ও ৮ম খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্যা)

## ব্রেজিলে চিনির কাজে দুরবস্থা

১৯০০ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত ব্রেজিল দেশে ইক্ষুর ফলন অধিক ছিল, তৎপরে তিন বৎসর ইক্ষু ফসল কম পড়ে, একজন্য দেশী চিনির দর বৃদ্ধি হয়। এই অবকাশে শস্তার বিদেশী চিনি ওখানস্থায়ি ভাবে বসিয়া যাইবার চেষ্টা করে।

ব্রেজিল স্বাধীন দেশ। তাহারা স্বদেশী চিনিকে রক্ষার জন্য সর্ব্ব প্রথম "পারনামবুকো" নামক প্রদেশে এক চিনি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিল।

বিদেশী চিনিকে তাড়াইবার জন্য তাহার উপর অতিরিক্ত ডিউটী স্থাপন করা এবং স্বদেশী চিনির দর বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য ঐ সমিতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ সমিতিতে "আলাগোয়া" "বাহিয়া" প্রভৃতি দেশের চিনি ব্যবসায়ীরা আসিয়া যোগ দেন। ক্রমে ব্রেজিলের প্রায় সকল প্রদেশের চিনি ব্যবসায়ীরা এই সভায় যোগ দিল। গবর্ণমেন্টের সাহায্যে বিদেশী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া ঐ সমিতি দেশী চিনির দর বাঁধিল। প্রতি সের ।/১৫ অর্থাৎ ১৪৵০ আনা মণ। ইহা বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় কাশীর চিনির দর। তবে কলিকাতায় দেশী চিনির দর বাঁধিতে হয় নাই, স্বভাবেই উহা বাঁধিয়াছে। ব্রেজিল ক্রমে ক্রমে স্বদেশী চিনির দর ।৵৫, ।৵১০ প্রতি সের করিল।

ইহাতে ব্রেজিলের চিনি ব্যবসায়ীদিগের উপর সাধারণ দেশের লোক বিরক্ত হইল। অনেকে বিদেশী শস্তার চিনি আবার ধরিল। ব্রেজিলের ধনবানেরা দেশী চিনি তখনও পরিত্যাগ করিলেন না, ফলে উহার দর আরও বৃদ্ধি হইল, চিনি সমিতি ৴১ সের চিনির মূল্য ॥৵০ আনা পর্য্যন্ত করিল এবং ওখাকার অর্থসচিবকে ধরিয়া প্রতি সের বিদেশী চিনির উপর ।৵০ আনা ডিউটী বসাইল। ইহাতে যাহারা বিদেশী শস্তার চিনি খাইত, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল। চিনির অভাব হইল। তখন ব্রেজিলবাসীরা বুঝিল যে, এতদিন "চিনির ব্যবসায় বাণিজ্যের সুযোগে বুঝিয়াছি, কিন্তু উহার উৎপত্তি কিসে বৃদ্ধি পায়, ইক্ষুর ফলন কিসে বৃদ্ধি পায়, তাহা করা হয় নাই। চাষ বা উৎপন্ন না দেখাইয়া কেবল ব্যবসায় বাণিজ্য ধরিয়া টানাটানি করিলে স্বদেশবাসীর ক্ষতি বৃদ্ধি হয়।

তখন ব্রেজিলের চিনি সমিতি ইক্ষু চাষে মনোযোগী হইল। কিন্তু সেই প্রাচীন প্রথায় চাষ দেওয়া, গুড় করা, চিনি করা ব্রেজিলের কৃষকেরা কিছুতেই ছাড়িল না। তাহারা একজন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে চাহিল না। চিনি সমিতি ব্রেজিলের স্থানে স্থানে ২১টী জেলায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে সুবৃহৎ কল বসাইল বটে এবং উক্ত কলের সঙ্গে ইক্ষু চাষও ধরিল বটে, কিন্তু বিদেশী শস্তার চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিল না। ব্রেজিলের লোকেরাও ঠিক ভারতবাসীর ন্যায় একপ্রকারের লোক বলিতে হইবে। আমরা যেমন দেশী চিনির আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব রাখি না, ব্রেজিলেও তাই। কিন্তু যদি বিদেশী চিনির উপর এরূপ শুল্ক থাকে যে, দেশীয় চিনির অপেক্ষা কম দরে উহা বিক্রয় হইতে পারে না এবং চিনি সমিতিকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, বৎসর পরে ডিউটি কিছু কিছু কম করা হইবে, ইতিমধ্যে দেশে চিনির ফলন বৃদ্ধি করা চাই. তাহা হইলে মার্কিনেরা যেরূপে লোহের ও কাচের বাণিজ্য ও কারখানা স্বাধীন করিয়া লইল সেইরূপ ব্রেজিল ও চিনি সম্বন্ধে পারে। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি মিলিলে বাহিরের শক্তি অগ্রধারণ করিয়া না আসিলে কখনই পারে না। তবে বাহিরের বাণিজ্য শক্তির সহিত যদি তথাকার রাজশক্তি বাটাটি দিয়া সংযুক্ত থাকে এবং অবাধ বাণিজ্যের মতে রাজশক্তি প্রজার শিল্প রক্ষা না করে। সে কথা স্বতন্ত্র। মহাজনবন্ধু ৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও এতদনুসারে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। [illegible] কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া সমাচে বুঝিতে হইবে।

১৪৮১ শ্রীযুক্ত সাম্মেরুদ্দিন প্রামাণিক,
২য় শিঃ মায়ড়াটা ৩১।১২।১০
১৫৮২ " কৃষ্ণ কিশোর গোস্বামী কাঁটিয়া ঐ
১৫৮৩ " জাফিরুদ্দিন আহম্মদ, কাঁটাকাড়া ঐ
১৫৮৪ " বিনোদ বিহারী পাল,
হেঃ পঃ কাঁচেরকোল, ঐ
৬৩২ " রাখাল দাস ভট্টাচার্য্য, হেঃ পঃ শিলদা ঐ
১৫৮৫ " অবনীকুমার মজুমদার সাঃ পঃ বৈতাগী ঐ
৬১১ " হেঃ মাঃ কামারাড়া বোর্ড স্কুল ঐ
৮৫ " হেঃ মাঃ মল্লিকপুর মইঃ স্কুল ঐ
২১৭ " ধরণীমোহন চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ঐ
১৫৮৬ " গিরীশ চন্দ্র ঘোষ, মেহের ঐ
৯৪৭ " হেঃ মাঃ ময়ূরেশ্বর মইঃ স্কুল ঐ
১৫৮৭ " হেঃ মাঃ পোরসা মইঃ স্কুল ঐ
১৫৮৮ " হেঃ মাঃ মাছুয়াখালি ঐ
১৫৮৯ " গোষ্ঠবিহারী হালদার, বারিয়াপুর ঐ
১৫৯০ " ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, জাজপুর ঐ
৮৩৬ " ওমিজদ্দিন মিঞা,
শিবনগর উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৫৯১ " হেঃ মাঃ নাথুরিয়া মইঃ স্কুল ঐ
৩৭ " রমানাথ ভূঁঞা, হারিয়া মইঃ স্কুল ঐ
৩১ " যোগেন্দ্র নাথ দত্ত, খাঁটুরা ঐ
১০৯৩ " অম্বিকা চরণ দাস, ছাতনীয়া ঐ
৮৯৪ " শ্রীধর পাত্র, লোয়াদাবোর্ড স্কুল ঐ
৯৩৪ " রামনাথ পাঠক, বাঁকাদহ ঐ
৯ " হেঃ মাঃ শ্রীখণ্ড মইঃ স্কুল ঐ
৭৭৪ " হেঃ মাঃ সিজগ্রাম মইঃ স্কুল ঐ
১৫৯২ " হেঃ মাঃ বালিয়া ভোক মইঃ স্কুল ঐ
১০০৩ " রাজেন্দ্র নাথ সোম বাদবাটী ঐ
১৫৯৩ " শ্যামাচরণ মণ্ডল,
ডুলন, উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৫৯৪ " নটবর পাল, জালালপুর স্কুল ঐ
১৫৯৫ " নবদ্বীপ চন্দ্র সরকার,
আমরাই সং উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৫৯৬ " ননিধর মুখোপাধ্যায়, চিতুরি স্কুল ঐ
২০১ " অভয়া চরণ মিত্র- গোয়ালন্দ ঐ
১০৪৫ " বৈদ্যনাথ পাত্র,
পাকশাড়া উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৫৯৭ " হেঃ মাঃ খাতড়া মইঃ স্কুল ঐ
১৩ " হেঃ পঃ কালীগঞ্জ, বনমালী স্কুল ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Educatioan Gazette Chinsrur,*

# প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

## সদালাপ। (২৮)

(১৪১) নিস্পৃহতা ( পরম হংসদেবের মাতা)—শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মাতা ঠাকুরাণী শেষাবস্থায় গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণীর কালীবাটীতে আসিয়া বাস করেন। পরমহংস দেবের পরম ভক্ত রাণী রাসমণীর জামাতা মথুর বাবু অনেক কাল হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে, ঠাকুরের সকল আত্মীয়েরই কিছু কিছু সংস্থান করিয়া দিবেন। ঠাকুরের মাতার নিকট ঐ বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "বাপু! আমি খুব সুখে আছি, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেছি এবং মায়ের প্রসাদ পাইতেছি আমার কোন অভাব নাই!" মথুর বাবু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে "কিছু" গ্রহণ করিবার জন্য একান্তই অনুরোধ করায় ঠাকুরের মাতা ঠাকুরাণী অবশেষে বলিয়াছিলেন "আচ্ছা! তবে তুমি আমায় দুই পয়সার দোক্তা তামাক কিনে দিও"। মথুর বাবু সেই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হন এবং বলিয়া উঠেন, "এমন না হইলে আপনার উদরে উনি জন্ম লইবেন কেন?"

(১৪২) দীর্ঘসূত্রতায় অসত্যাচরণ ( জাতীয় দোষ )।—ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পঞ্জিকা দেখিয়া কার্য্য করার অভ্যাস ছিল। আলস্যনাশ ও নিয়মানুগামিতার স্থাপন এতদ্দ্বারা অনেকটা হইয়াছিল। এখন উহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহারা এখনও ঠিক মুহূর্ত্ত দেখিয়া সন্ধি পূজার ব্যবস্থা করান, ঠিক লগ্নে বিবাহাদি দেওয়ান, বারবেলা প্রভৃতি বাছিয়া কোথাও যাত্রা করেন তাঁহারাও সাধারণতঃ ঠিক সময়ে কথামত যাওয়া আসা বা কাজ করেন না। এবং "আজ নয় কাল" বলিয়া অপরের সময় নষ্ট করিয়া নিজেও লজ্জা বোধ করেন না। ইহার মূলে আলস্য এবং সত্য রক্ষায় অমনোযোগ; সুতরাং ইহা খুবই দোষের অবস্থা। ইউরোপীয় দিগের সংস্রবে এই দোষ আমাদের যতটা কমিয়া যাওয়া উচিত ছিল তাহা এখনও যায় নাই। সাধারণ "আমাদের মধ্যে" কথায় ঠিক এবং "উত্তম" না পরিচালনের ভার আমাদের উপর দিবেন কেন?

(ক) কয়েক বৎসর হইল এক ব্যক্তি তখন নূতন স্থাপিত স্বদেশী বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল রেলওয়ে দিয়া তারকেশ্বর হইতে ফিরিয়াছিলেন। সে দিন তারকেশ্বর হইতে ট্রেণছাড়িবার নির্দ্ধারিত সময় আধ ঘণ্টা পার হইয়া গেলেও ড্রাইভার এবং গার্ড ( দুই জনই বাঙ্গালী হিন্দু ) পান তামাক খাইতেছেন ও গল্প করিতেছেন দেখিয়া উক্ত যাত্রী গার্ডকে বলিলেন, "মহাশয়, সঙ্গে মেয়ে ছেলে আছে, সেওড়াফুলি দিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, শুধু সাধ করিয়া এই রেলে ফিরিয়া যাইতেছি, যদি মগরার বড় লাইনের গাড়ী ধরিতে না পারি, আমাদের বড়ই অসুবিধা হইবে। ট্রেণ টাইম অনেকক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে।" গার্ড বলিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন "ট্রেণ ঠিক পাইবেন" এবং আরও ১৫ মিনিট ধরিয়া গল্প গুজব করিতে লাগিলেন। উঁহারা একটুও বুঝিতে পারিলেন না যে, নির্দ্ধারিত সময়ে ট্রেন না ছাড়াটাই বিষম দোষ, উহা "অসত্যাচরণ"। অবশেষে গার্ড এবং ড্রাইভার ট্রেণ ছাড়িলেন এবং একটু বেশী জোরেই গাড়ী চালাইলেন। মগরার কাছে কাছে গিয়া এঞ্জিনের সামনের চাকা রেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হালকা এঞ্জিন; চারিজন লোকে একটা কাঠ রেলের উপর পাতিয়া আর একটা কাঠ এঞ্জিনের তলায় দিয়া চাড়াদিতেই এঞ্জিনের চাকা পুনর্ব্বার রেলের উপর ঠিক বসিল, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনের গাড়ী এই সব করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং অনেক যাত্রীই কষ্ট পাইলেন।

(খ) এক সময়ে ঐ ব্যক্তি বখতিয়ারপুর বেহার লাইট রেলওয়ে দিয়া বেহার যাইতেছিলেন। ওয়েনা ষ্টেশনে গার্ড ট্রেণ ছাড়িবার জন্য পুনঃ পুনঃ হুইসেল দিলেও ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িল না। তখন অগত্যা গার্ড এঞ্জিনের কাছে গেলেন। ড্রাইভার তখন প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ভিস্তির গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিল। গার্ড উঁহাকে ভর্ৎসনা করায় পরস্পর সম্পর্ক পাতাইয়া বেশ গালিগালাজ হইল! দীর্ঘসূত্রতা অসত্যাচরণ এবং আদেশ অমান্যের সহিত ইতর ভাষার সম্মিলন হইল! এ ক্ষেত্রে দুইজন কর্ম্মচারীই বিহারী মুসলমান ছিলেন।

ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণ ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে "সময় সম্বন্ধে নিয়মানুগামিতার পালন" করেন না! সময়ে কাজ করার কর্ত্তব্য বোধ সম্বন্ধে এতদিনে কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আশা করা যাউক।

(গ) অনেক বৎসর হইল ঐ ব্যক্তি একদিন কলিকাতায় গ্রেট ন্যাশানালথিয়েটরে বৈকালের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনটার সময় অভিনয় হইবার কথা। সেদিন পাঁচটায়ও আরম্ভ হয় নাই। দর্শকগণ অসহিষ্ণু হইয়া "ম্যানেজার ম্যানেজার" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, হঠাৎ শিস্ দিয়া ড্রপসিন্ (যবনিকা) উঠিয়া গেল। ম্যানেজার বাবু—টেড়িকাটা, কোঁচান চাদর গলায়, বেশ সুপুরুষ—রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান! সকলেই, কি বলেন শুনিবার জন্য কৌতূহল পরবশ হইয়া চুপ করিল। ম্যানেজার বাবু বলিতে লাগিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ! এই থিয়েটার আমাদের জাতীয় পদ্ধতি অনুসারে আপনাদের স্বজাতীয়দিগের পরিচালিত। এদেশে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিতেরা তিনটার সময় আইসেন সুতরাং তিনঘণ্টার তফাৎ এদেশে ধর্ত্তব্যই নয়। তিনটার সময় অভিনয় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল সত্য, কিন্তু যখন ছয়টা এখনও হয় নাই তখন আপনারা এখন হইতেই এত উতলা হইতেছেন কেন? এটা ত লুইসের চৌরঙ্গী থিয়েটর নয় যে, নয়টা বলিলে ঠিকই নয়টা! এ যে আপনাদের গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটর। অতএব মহোদয়গণ! ক্ষান্তধৈর্য্যং"। লোকে এই সকল কথা থিয়েটারের প্রহসন হিসাবে ধরিয়া লইয়া খুব হাসিল এবং "এনকোর" "এনকোর" বলিয়া চীৎকার করিল। কিন্তু এসকলের সহিত ডাকগাড়ির কাল কা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত ট্রেন সকল ঠিকসময়ে পার হওয়ার তুলনা করিয়া ভাবা উচিত! ফলতঃ ইউরোপীয়েরা সময়ে আহার করেন সময়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, সময়ে কমিটীতে উপস্থিত হন। যখন যাহা স্বীকার করেন সেই সময়মতই তাহা করিয়া থাকেন। এই সকল সত্যাচরণের ফলে অনেক কাজ নি[illegible] কাগের ভার [illegible] সমস্ত উঁহাদের লাভ হইতেছে!

(ঘ) মিঃ [illegible] নামক রাজনৈতিক [illegible] ঠিক [illegible] উপস্থিত হইতেন। [illegible] নাকতে [illegible] তাঁহাকে দেখা যাইত। একদিন কংগ্রেসের [illegible] নির্দ্ধারিত সময়ে [illegible] বাজনা শেষ হইল, মিঃ [illegible] দেখা নাই। সকলেই [illegible] জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া [illegible] করিতেছিল। [illegible]

সেবেই মিঃ আডামস্ আসিলেন এবং নিজের ঘড়ি খুলিয়া একজন কর্মচারীকে সময় দেখাইয়া দিয়া নিজস্থানে গিয়া বসিলেন। অধিবেশন শেষে কর্মচারী সভ্যগণকে বলিতে বাধ্য হইলেন "অনুসন্ধানে জানিলাম যে কংগ্রেসের ঘড়ি একমিনিট পিছাইয়া গিয়াছিল। মিঃ আডামস্ ঠিক সময়েই আসিয়াছিলেন। ঘড়ির কাঁটার অপেক্ষাও তাঁহার উপর সময় সম্বন্ধে নির্ভর করা যায়."

(১৬৮) মার্কিন যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা দাতা মহাত্মা জর্জ ওয়াশিংটনের সেক্রেটারী তাঁহার নিকট নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে দুইদিন একটু একটু বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং দু দিনই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ঘড়ি ঠিক ছিল না তাই দেরি হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনে ওয়াশিংটন বলেন, "ভাই! এ ভাবে আর চলিবে না; হয় তুমি একটি নূতন ঘড়ি সংগ্রহ কর, নয় আমি একজন নূতন সেক্রেটারীর সন্ধান [illegible] আমরা আবার কতদিনে কর্তব্যবুদ্ধি মান [illegible] এবং সকল কথা ঠিক রাখিতে অভ্যস্ত হইব!

(১৬৯) সত্যকথন (সুলতান ও ফকির)—কোন প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী সুলতানের সহিত একজন ফকিরের হঠাৎ সাক্ষাৎকার ঘটে। ফকির বলিয়াছিলেন "ভাই! সকল মানুষেরই এমন ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ এবং সাংসারিক কার্য্য পরিচালনা করা উচিত যে কেহ কখন যেন তাহাকে [illegible], পাপিষ্ঠ বা পাপাত্মা বলিতে অধিকারী না হয়।" ইহাতেই অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান ঐ ফকিরের 'রাজদ্রোহী জিহ্বা' কাটিয়া দিবার আদেশ করেন। তখন ফকির ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "হে প্রিয়! অপরের উপকারী কথা এবং সত্য কথা নির্ভয়ে বলা উপাসনার একটী অঙ্গ; সেই জন্যই ঐ কথাগুলি তোমাকে বলিয়া কর্তব্য পালন করিয়া লইয়াছি। যাঁহার সত্য কথা বলিতে জিহ্বার আবশ্যক হয় না, যাঁহার কাছে মনের নিবেদনে এবং ধ্যানে যাঁহার উপলব্ধিতে অপার আনন্দ লাভ হয় এখন তাঁহার নিকট আমাকে [illegible] ধারণ করাইয়া অর্পণ করা সম্বন্ধে তোমার এই প্রস্তাবে আমি আপত্তি কেন করিব? [illegible]"

## স্বাধীনতা [১৭০]

### স্বাধীনতার অপব্যবহার

[illegible] আত্মার অধীন [illegible] নহে। [illegible] কাহার? মনের। মন কাহার? আত্মার। এই আত্মাকে যিনি আপনার জানিয়াছেন, আপনি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন না; কেন না বিবেক তাঁহার মন্ত্রী থাকিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তাঁহাকে, উত্তরমুখী দিক্-দর্শনের ন্যায়, সেই পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। তাহা না হইলেই স্বাধীনতার অপব্যবহার বলিতে হয়। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতে, সর্ব্বত্র দুষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ কুশিক্ষা, কুচিন্তা, কুঅভ্যাস, কুসঙ্গ। মনের আসঙ্গলিপ্সাই সর্ব্বনাশের হেতু। আত্মা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার লইয়া এই কর্ম্মজগতে যে ক্রীড়া করিতে সংসার পাতিয়াছে, তাহার পারিপার্শ্বিক, সহচর অনুচর—কাম ক্রোধ, লোভাদি ষড়্‌রিপু, এই দশজনে তাহার সর্ব্বদিক আগুলাইয়া রাখিয়া প্রতিক্ষণে যে মরীচিকা দৃশ্য দেখাইতেছে, তাহাতেই সে বিমোহিত-তাহার কোথাও একটু ছিদ্র নাই যে তাহার মধ্য দিয়া বিবেক রূপ সূর্য্যের একটু কিরণ যাইয়া তাহাকে উদ্বোধিত করিয়া দেয়। তাই অবাধে সর্ব্বত্র স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমা [illegible] বলিয়াছেন—সর্ব্বাগ্রে আত্মাকে রক্ষা করিবে পশ্চাৎ দারা ধনাদি। এত যত্নের জিনিসকে আমরা অসংযত দশ জনের হাতে দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া আত্মারাম হইয়া বসিয়া আছি, আর তাহারা তাহাকে (আত্মাকে) লইয়া লোফালুফি করিতেছে। এসম্বন্ধে জীবজগতে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। অগাধ সমুদ্রে ভাসমান এক তরণীর কিনারায় দণ্ডায়মান হইয়া, এক বণিক আপনার অতি এক মহারত্ন লইয়া লোফালুফি করিতেছিল—অসতর্ক ভাবে সেই লোফালুফির ফলে দৈবাৎ সেই মহামূল্যরত্ন অগাধ সমুদ্র গর্ভে পড়িয়া গেল তখন বণিকের প্রাণ কিরূপ হইল পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন কি? সেইরূপ এই আত্মাকে লইয়া আমরা অপার কাল সাগরে এই দেহতরি ভাসাইয়া—তাহার ধারে দাঁড়াইয়া অমূল্যরত্ন আত্মাকে কর্ম্মরূপ হস্তে ধারণ করিয়া নিতান্ত অসতর্কভাবে লোফালুফি করিতেছি, ভাবিতেছি না, দৈবাৎ নিম্নতলে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলে আর উঠাইতে পারিব না। তখন কি হইবে তাহা কি কখন আমরা ভাবিয়া থাকি? ভাবিনা বলিয়াই সর্ব্বত্র স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতেছে।

পাশ্চাত্য কবিকুলতিলক, জন মিলটন, এক স্থানে লিখিয়াছেন "Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to conscience above all liberties.

অর্থাৎবিবেক বুদ্ধি বলে জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য, তাহার শক্তি বলিবার জন্য, তাহার অনুমিতি নির্ভয়ে প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে স্বাধীনতা প্রদান কর—সকল শক্তি অপেক্ষা ইহাই আমার প্রার্থনীয়। এই লিবার্টি ও কনশেন্স অর্থাৎ স্বাধীনতা এবং বিবেক বুদ্ধি, দেশভেদে কালভেদে কত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইষ্টানিষ্ট তাহাতে কতই না হইয়াছে। সকল দেশের ইতিহাস তাহার জাজ্বল্যের প্রমাণ। স্বাধীনতা (লিবার্টি) যেন রাক্ষসীর মত মুখ ব্যাদান করিয়া নিরীহ প্রাণিজগতে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্বাধীনতা যদি বিবেকের—পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্থ এজগতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। দুগ্ধপোষ্য বালকের হস্তে স্বাধীনতা দিলে, সে অচিরাৎ, হয় জলমধ্যে নয় প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারাইবে। মদানুরাগ প্রিয় যুবকের হস্তে স্বাধীনতা রূপ খড়্গ দিলে, সে দুই দিনে যথেচ্ছাচারিতার ঝাঁপ দিয়া মহা অনর্থ উৎপাদন করিবে। সংসারাসক্ত অকর্ম্মণ্য সংসারীর হস্তে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া দেখ, সে স্বৈরাচারী হইয়া দুই দিনে সংসারের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া, হাহাকার রবে সুখ শান্তির আকর সংসারকে আকুল করিয়া তুলিবে। তখন স্বাধীনতা রক্ষার বিধান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া চাই। যে আপনার ইচ্ছাকে ধর্ম্মের অধীন, সর্ব্বমঙ্গলালয় ঈশ্বরের অধীন করিতে পারিয়াছে, তাহাকে স্বাধীনতা রূপ অমৃতের আস্বাদ দিলে, সে বুঝিতে পারিবে কিরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। মানুষ এত দুর্ব্বল যে এপর্য্যন্ত তাহার আস্বাদ পাইল না, স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা ভাবিয়া একে আর করিয়া ফেলিতেছে।

ইহুদীদিগের সদাপ্রভু ঈশ্বর, স্বর্গোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ভাবিলেন, এই সুখ সৌন্দর্য্য কে উপভোগ করিবে? তাহা ভাবিয়াই করুণাপূর্ণ হৃদয়ে এক মানবযুগল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, ঐ জ্ঞান বৃক্ষের ফল ছাড়া আর সকল বস্তু উপভোগ করিবার জন্য তোমাদিগের স্বাধীনতা রহিল। সয়তান (মন) দীর্ঘকাল তাহা ভোগ করিতে পারিল না, যাহার জন্য বাধা, না জানি তাহা কেমন হইবে ভাবিয়া সেই ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, মানব জ্ঞানের এই প্রথম উন্মেষ। তাহারা তখন বুঝিল তাহারা উলঙ্গ, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া লজ্জিত হওত বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া

বুঝিল। তাহা দেখিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে সেই স্বর্গোদ্যান হইতে অভিসম্পাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, সেই দিন হইতে মনুষ্যের মন স্বেচ্ছাচারিতার দাস। এই স্বেচ্ছাচারিতাকে যাহারা "স্বাধীনতা" বলিয়া ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের বিপদের আর সীমা নাই। ইহারা সেই মনঃকল্পিত স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম বলিয়া কর্ম্ম বলিয়া জগতে যাহা দেখাইতেছে তাহার মধ্যে কোথাও পবিত্র সুবিমল বায়ু প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিবে তাহা কোথা হইতে? যে মন অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল তাহার অসাধ্য কি আছে? তাই ঈশ্বর তাহাকে স্বাধীনতা না দিয়া আত্মার অধীন করিয়া দিয়াছেন। সেই আত্মার প্রকৃতি কি, চিন্তা করিলে স্বাধীনতার অর্থ উপলব্ধ হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি, স্বাধীনতার অর্থ স্ব+অধীন—আপনার অধীন, আত্মার অধীন। আত্মা—স্বয়ং, স্বরূপ, অজর-অমর-অনন্ত আত্মার প্রাদুর্ভাব মাত্র, তখন তাহারই অনুকরণে তাহারই আদর্শে, অনুপ্রাণিত না হইতে পারিলে স্বাধীনতার অপব্যবহার হইবেই হইবে। তাঁহার জন্য সকল এক সূত্রে গ্রথিত থাকিয়া সর্ব্ব জীবের হিত সাধন সমভাবে করিতেছে। তবে কেন আমরা সেইরূপ ব্যবহারে বিরত হই। বিরত হই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্য। সেই স্বার্থসাধন করিতে গিয়া আদম হবা স্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে আমরা আবার স্বর্গলাভের জন্য সর্ব্বত্র লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছি। এখন সেই স্বর্গলাভের উপায় কি?

স্বর্গ সুরলোক, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ ধাম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য এই সপ্ত লোক বিরাজিত, আমাদের হৃদয়ের সপ্তগ্রন্থিও সেই সপ্ত লোক, [illegible] সপ্ততারের একটী তার অসংযত হইলে [illegible] যেমন বিগড়িয়া যায়, এই হৃদয় [illegible] একটী তার বিগড়িয়া গেলে তেমনি [illegible] প্রবাহ) রুদ্ধ করা ভার হইয়া [illegible] প্রকৃতি দেবী প্রদত্ত, যতটুকু [illegible] কদাচ তাহার অপব্যবহার [illegible], দম, উপরতি এবং তিতিক্ষা এই [illegible] সোপান দিয়া ভবনদী পার হইয়া [illegible] স্বাধীনতার অপব্যবহারে পড়িয়া ইহ [illegible] সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

# এডুকেশন গেজেট।

১২ই মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ২৫শে জানুয়ারী ১৯১০ সাল।

## বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভা।

সংশোধিত নূতন বিধি অনুসারে সংগঠিত বড় লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন গত মঙ্গলবার সাবেক সভাগৃহেই হইয়াছিল। পাঁচ জন ব্যতীত আর সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন নাই। অপর দুইজন—মাননীয় মিঃ হার্ভি এবং মাননীয় মিঃ মীর আলা বক্স খাঁ। সদস্যদিগের এবং সংবাদ পত্রের রিপোর্টারগণের ও দর্শকদিগের বসিবার স্থানের যথাসম্ভব সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দর্শকদিগের মধ্যে লেডি মিণ্টো, লেডি জেকিন্স, মিসিস্ চিটি, স্যর ওর্জ সাদারল্যাণ্ড, মহারাজ স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, মিঃ কে জি গুপ্ত এবং মিঃ আহামদ—এই কয়জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সদস্যগণ ভারত সম্রাটের প্রতি ভক্তি ও বশ্যতাসূচক শপথ গ্রহণের পর বড়লাট বাহাদুর বক্তৃতা করেন। বড় লাট বাহাদুর বলেন—

"অদ্যকার এই অধিবেশনে এই ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। এই ব্যবস্থাপক সভা আজ শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় নূতন বিধি অনুসারে সংগঠিত। যে শাসন বিষয়ক বিধি অনুসারে পরিচালিত হইয়া অনেক প্রখ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্‌গণ ভারতের সমৃদ্ধি ও গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন আজ সেই সাবেক বিধির অবসান হইয়াছে, এখন অপেক্ষাকৃত আরও প্রশস্ত নীতির অনুক্রমে শাসনবিধি নূতন সংস্কৃত হইয়াছে। এখন সদস্যসংখ্যা যেরূপ বাড়ান হইয়াছে তাহাতে সদস্যদিগের এবং সাধারণের পক্ষে এই সভাগৃহে যথেষ্ট স্থান সংকুলান হইবে না। কিন্তু ওয়েলেস্‌লির স্থাপিত এই সভাগৃহে—বিগত শত বৎসর কালের ব্যবস্থাবিষয়ক ইতিবৃত্তদ্বারা পবিত্রীকৃত এই সভাগৃহেই—এই নূতন গঠিত ব্যবস্থাপক সভার সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হওয়া আমার ভাল বলিয়াই মনে হইয়াছে।"

অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপক সভার উত্তরোত্তর সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বড় লাট বাহাদুর বলেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত এই শাসনসংস্কার বিষয়ক বিধি সম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বকথা তাঁহার সহযোগিগণের এবং ভারতবাসী সাধারণের জানিয়া রাখা আবশ্যক। ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে বড়লাট বাহাদুরই তাঁহার সহযোগিগণের নিকট শাসন বিধির সংস্কার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম কথার উত্থাপন করেন। ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যেরূপ ধারণা হইয়াছিল তদনুযায়ীই ঐ প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে এ সম্বন্ধে কোন আভাস আইসে নাই। এ ব্যবস্থা ভালই হউক আর মন্দই হউক ইহার জন্য তিনিই সুতরাং সম্পূর্ণরূপে দায়ী। ব্রিটিশ শাসনাধীনে শিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করা হইয়াছে এবং সেই উন্নত শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসিগণ নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন, জ্ঞানগম্ভীরতা নিরূপণ করিতে পারিতেছেন এবং বিজেতৃ জাতীয়গণের দাবীর সহিত নিজেদের দাবীর তুলনা করিতেছেন। ফলে, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় ভারত গবর্ণমেণ্টের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা ঠিক নয়। এমন সকল প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে সকলের উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া থাকা যায় না। উপস্থিত অবস্থা বুঝিয়া পরিবর্ত্তন সাধনে ভারত গবর্ণমেণ্টকেই অগ্রণী হওয়া আবশ্যক। নতুবা সাধারণের আন্দোলনে বাধ্য হইয়া অথবা বিলাতের লোকের জোরে পড়িয়া করিতে হওয়াটা ঠিক নয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে এবং ভারতবাসীর সহিত নিয়ত সম্পর্ক হইতে সমগ্র অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারিতেছেন তাহা ভারত সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের গোচর করা সর্ব্বপ্রথম নিজেদেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত। তবে ভারতবাসী প্রজাসাধারণ শাসন কার্য্যের সকল বিভাগে কি পরিমাণে কাজ করিতে পারার উপযুক্ত হইবে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাহার কি পরিমাণ অধিকার জন্মিয়াছে, ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলনসাধন কি পরিমাণে সম্ভব হইবে, এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ কি পরিমাণে ভারত সম্রাটের শাসননীতির পরিচালনে সহায়তা করিবেন, এ সকল সমস্যার সমাধান উপস্থিত ক্ষেত্রেই হইবার নয়, সময়ে সময়ে ক্রমশঃ এ সকলের সমাধান হইবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই পরিবর্ত্তন সাধন জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট, ১৮৯২ সালের ব্যবস্থাপক সভা সংক্রান্ত আইনের সুবিধা আরও বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয়

সাধারণের প্রতিনিধি যথেষ্ট সংখ্যায় থাকিতে পারে, যাহাতে কোন বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেশীয় সাধারণের বাদানুবাদের সুবিধা হয়, ভারতের প্রজা সাধারণের নেতৃবৃন্দের মতানুসারে ভারতে ব্রিটিশের শাসনকার্য্য চলিবার অধিকতর সুব্যবস্থা হয়, ভারতের প্রধান প্রধান জাতি ও সম্প্রদায় সমূহ যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের বল তাহাদের স্বার্থ রক্ষার সুবিধা হয়, শিক্ষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য হয়, ফলকথা, ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ঘোষণাপত্রে এদেশবাসীকে যে সকল আশা দিয়াছিলেন সেই সকল কার্য্যে পরিণত করিবার কথা মনে রাখিয়া সেই পথে কাজ করিতে পারিবার সুবিধা যাহাতে যথেষ্ট হয় সেই মত ভাবেই শাসন সংস্কারের প্রস্তাব ভারতগবর্ণমেণ্ট করেন। এবং সেই মূল প্রস্তাব হইতেই অনেক আলোচনার পর শাসন সংক্রান্ত এই নূতন সংস্কৃত বিধির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা যে নির্দ্দোষ হইয়াছে ভারতগবর্ণমেণ্ট একথা বলেন না, ভারত গবর্ণমেণ্ট বলেন, অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহার ভাল মন্দ বুঝা যাইবে, কোন একটা ব্যবস্থা ঠিক হয় নাই অভিজ্ঞতায় বুঝা গেলে তাহার সংশোধন হইতে পারিবে। এই সংস্কার বিধি সম্বন্ধে সাধারণের সমালোচনা অনেক হইয়া গিয়াছে। এমন একটা বিপুল রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সমালোচনা না হওয়াই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই সকল সমালোচনা মধ্যে একটি কথা বড়লাট বাহাদুর স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কথাটি এই যে, ১৯০৯ সালের এই যে শাসন সংস্কার, এটি রাজবিদ্রোহসূচক আন্দোলনের ফল। এই সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুর যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই: —

রাজনৈতিক অপরাধ মধ্যে মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড প্রথম। কিন্তু আমার সংস্কার প্রস্তাব ইহার দেড় বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর মাণিকতলা বাগানের ষড়যন্ত্রের আবিষ্কার এবং তাহার পর মাঝে মাঝে একটার পর আর একটা অত্যাচার হইতে থাকে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট কি এই সকলে বিচলিত হইয়া দেশবাসীকে অধিকতর সুবিধা দিবার জন্য শাসন বিধির যে সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যাহার করিবেন? রাজদ্রোহীদিগের ষড়যন্ত্রে ভীত হইয়া অবলম্বিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিতে ভারতগবর্ণমেণ্ট পশ্চাৎপদ হইবেন? বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদের উপদ্রবে ভারত সম্রাটের রাজভক্ত প্রজাদের ন্যায় সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার পূরণে গবর্ণমেণ্ট বিমুখ হইবেন না।

তবে একথা সত্য যে, এই সমস্ত অত্যাচার সংহার নিবারণকল্পে গবর্ণমেণ্টকে একটার পর আর একটা কঠোর আইন জারি করিতে হইতেছে তাহাতে শাসক কাজের উন্নতির পথে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই দেখুন গতকল্য গবর্ণমেণ্টের একজন বিশ্বাসী এবং সাহসী কর্ম্মচারীকে দিনের বেলায় হাইকোর্টের মধ্যে হত্যা করিয়া ফেলিল। এরূপ প্রবৃত্তি এযাবৎ ভারতে ছিল না, এখন আসিয়াছে, এ প্রবৃত্তি ভারতের নীতি ধর্ম্মের বিরোধী, এই রাজদ্রোহ এবং আইনভঙ্গের প্রবৃত্তি শুধু যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ করিতে চাহে তাহা নহে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ, যাঁহাদের নিকট আমি রাজভক্তি প্রণোদিত সাহায্য লাভ জন্য ঋণী আছি, তাঁহাদের রাজ্যেরও উচ্ছেদ সাধনে প্রস্তুত। সাধারণের সুখশান্তির একান্ত প্রতিকূল এবং সুশাসন ভারতের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী এই সমস্ত গোপনীয় ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড, ডাকাইতি প্রশমন আমাদিগকে করিতে হইতেছে। এমন সকল সাংঘাতিক বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সকল সাংঘাতিক নিজেদের দলে দেশের যুবকবৃন্দকে আবদ্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং ঐ সকল যুবকদের মন কলুষিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে রাজবিদ্রোহসূচক পুস্তক পত্রিকাদির প্রচার করিতেছে। কাহারও কোন কথা বলিবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চিরদিনই ব্রিটিশ শাসননীতির প্রতিকূল। তাই এতদিন গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সমস্ত পুস্তিকা পত্রিকাদির প্রচার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু আর এখন চুপ করিয়া থাকা যায় না। উপস্থিত বিপদের নিরাকরণ আমাদিগকে করিতে হইবে। এবং ছেলেদের নীতি শিক্ষায় আর অতঃপর উদাসীন থাকা চলিতে পারিবে না। রাজবিদ্রোহ সূচক পুস্তক পত্রিকাদির প্রচার আর আমরা হইতে দিব না, ও সম্বন্ধে স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া দিবার জন্য আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমরা উক্তরূপ অত্যাচার সকলের প্রশমন জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিব সেই সকলের প্রয়োজনীয়তা এবং সারত্ব, আমার বিশ্বাস, এই নূতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ভারতবাসী সাধারণকে উপলব্ধ করিয়া দিবেন। ১০

এখন যে সকল উৎপাত আমাদের সহ্য করিতে হইতেছে, আমার বিশ্বাস যে ব্যবস্থাপক সভার এইরূপ নূতন সংগঠনে এতদপেক্ষা অধিকতর উৎপাত ও গোলযোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যাইবে। আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে যে, শাসন বিধির এই নূতন সংস্কারে আইনসভা ও ভারতগবর্ণমেণ্টের পক্ষ বিশেষরূপ সবল হইবে। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে এই সকল বিপৎপাতে আমরা যে সকল লোকের সহানুভূতি পাইতাম না এখন আমরা সেই সকল লোকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইব। আমার বিশ্বাস, ব্রিটিস শাসনাধীনে ব্রিটিস ও দেশীয় শাসকদলের একযোগিতা ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সুখের হেতুস্বরূপ। এই বিশ্বাসে আমি ভারতের হইয়া অনেক খাটিয়াছি। আজ আমি আমার চারিদিকে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে দেখিতে পাইতেছি আমার বিশ্বাস তাঁহাদের দ্বারা এই সভার গৌরব ও মর্য্যাদা সম্যক রক্ষিত হইবে, এবং ভারত সাম্রাজ্যরূপ তরণীর পরিচালনে তাঁহারা রাজভক্তি প্রণোদিত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত সহায়তা করিবেন।

আমার শাসনকাল শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি এই আশা করি যে, আমি যে কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিলাম তাহাতে কিছু সুফল উৎপাদন করিতে পারিয়াছি বলিয়া যেন আমি মনে করিতে পারি।

## বড়লাট বাহাদুরের পত্র।

রাজবিদ্রোহে চক্রান্তকারী দল ভারতের কতিপয় দেশীয় রাজ্যের মধ্যে তাহাদের দুষ্টনীতি প্রচার করিবার চেষ্টা পাইতেছে জানিয়া বড়লাট বাহাদুর হয়দ্রাবাদের নিজাম প্রমুখ কতিপয় দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন—

ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহে রাজবিদ্রোহে ষড়যন্ত্রকারীদল তাহাদের দুষ্টনীতি প্রচার করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এ সমস্ত দূষণীয় নীতি প্রচারিত হইলে তাহাতে দেশের সুশাসন ও আভ্যন্তরিক শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে। এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় শাসনকর্তৃদল, উভয় পক্ষেরই স্বার্থ আছে বলিয়া আমি উহার সম্বন্ধে আপনাকে জানান উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। যাহাতে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত যাহাতে উভয় পক্ষেরই বিপদাশঙ্কা আছে এমন ঘটনা যাহাতে

না ঘটিতে পায় তাহার উপায় বিধান জন্য আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতামত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করার প্রস্তাবে, আমার বিশ্বাস, আপনি সম্মত হইবেন। রাজবিদ্রোহসূচক কিছু না হইতে পায় তজ্জন্য প্রধানতঃ আপনার চেষ্টার ফলে আপাততঃ আপনার অধিকার মধ্যে তেমন কোন উদ্বেগের কারণ না থাকিলেও, আমার বিশ্বাস যে, সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন রাজবিদ্রোহসূচক আন্দোলনের নিরাকরণ জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন ও নীতির অনুসরণ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়াই যথাসময়ে সশস্ত্র হওয়ার সদৃশ।

আমি আপনাকে জানাইতেছি যে এই সমস্ত উপদ্রব যাহাতে না ঘটিতে পায় তাহার জন্য সাবধান হইতে হইলে যে সকল নিয়মপ্রচার বা যে সকল কার্য্য করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আমি কোন কথার উল্লেখ আপনার নিকট করিব না অথবা কোন পরামর্শ ও সম্বন্ধে আমি আপনাকে দিব না। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজ্যের অবস্থা এত বিভিন্ন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ঐ সমস্ত রাজ্যের সন্ধি সম্বন্ধ পরস্পরে এত প্রভেদ যে, সাধারণ ভাবের একরূপ নীতি সর্ব্বত্র কিছুতেই চলিতে পারে না। একরূপ নীতি চালাইতে পারিলে ভাল হয় বটে, কিন্তু সেরূপ করিলে তাহাতে অসুবিধার মাত্রা খুবই বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক রাজা স্ব স্ব স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় উপযুক্তরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন ইহাই সঙ্গত বলিয়া সম্ভবতঃ আপনিও মনে করিবেন। কোনরূপ সংবাদ দেওয়া, অথবা রাজবিদ্রোহ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় কাহার কাহারও উপর লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি সম্বন্ধে এক বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে যদি একযোগিতার আবশ্যক হয় তাহা হইলেও আমার মত যে, প্রত্যেক রাজা নিজের সম্বন্ধে যেমন ভাল বুঝিবেন সেইরূপ করিবেন।

যেরূপ নীতি অবলম্বনে এই সকলের প্রশমন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমার পরামর্শ সম্ভবতঃ জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে. আপনি ও আপনার রাজ্যমধ্যে এই রাজবিদ্রোহসূচক উৎপাত নিবারণের জন্য কিরূপ সমস্ত উপায় অবলম্বনে ফল হইতে পারে বলিয়া মনে করেন এবং ঐ বিষয়ে আমাদ্বারা কি সাহায্য হইতে পারে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে এবং সরলভাবে আমাকে বলিলে আমি উহা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিব। আপনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একজন বহুদিনের মিত্র, আমার বিশ্বাস, আপনি আমাদের সহিত আপনার বিজ্ঞজনোচিত এবং অভিজ্ঞতামূলক পরামর্শ দিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন।

বড়লাট বাহাদুরের এই পত্রের উত্তর এযাবৎ নিম্নলিখিত দেশীয় রাজগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। উত্তর সমূহের মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে—হয়দ্রাবাদের নিজাম, কোটার মহারাও, ভূপালের বেগম, বুন্দির মহারাও রাজা, অরছার মহারাজ, দেবাসের রাজা, টঙ্কের নবাব, জাওরার নবাব, রতলামের রাজা, কিষণগড়ের মহারাজ, উদয়পুরের মহারাণা, জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজ, ঢোলপুরের মহারাজ রাণা, রেওয়া, যোধপুর, মহীশূর, বরোদা, গোয়ালিয়র ও বিকানীরের মহারাজা।

—

## প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

(১) জন্মভূমি—কার্ত্তিক ১৩১৬। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিত "বেহলা" সুলিখিত প্রবন্ধ।

(২) হিন্দুসখা—পৌষ ১৩১৬। নূতন পুরাতন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার এবং ধর্ম্ম সমাজ কৃষি বাণিজ্য ইতিবৃত্ত ও পুরাতত্ত্বাদিবিষয়ক আলোচনা। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত. তাজপোড়া, হুগলী, এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, কাব্যভূষণ, কৈকালা, হুগলী—সম্পাদক। "গান্ধারী" ও "গীত গোবিন্দ" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। ৺ রমেশ চন্দ্র দত্তের জীবনী নমুনা স্বরূপ অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

(৩) কুশদহ—অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩১৬। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় সম্বলিত ধর্ম্ম সমাজ ও বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। দাস যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু সম্পাদিত। ১৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র। ছাপা ভাল, লেখাও ভাল। রাঘব সিদ্ধান্ত বাগীশের কথা কৌতূহলপ্রদ। ইনি যোগাভ্যাসের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনেক জমিদারী করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য কর চাহিয়া পাঠাইলে বলেন যে ব্রাহ্মণে নিষ্করই ভোগ করিয়া থাকে প্রতাপাদিত্য সসৈন্যে আসিলে সিদ্ধান্তবাগীশ একাকী তাঁহার সহিত নিভৃতে দেখা করেন। তাহার পরই প্রতাপাদিত্য প্রকাশ্যে সসম্মানে তাঁহার সব জমি ছাড়িয়া দেন, কেবল যেখানে তাঁবু পাতিয়াছিলেন কেবল সেই স্থানটা লয়েন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, অপরের অধীনস্থ জমীতে জল গ্রহণ করিবেন না। উহা এখনও প্রতাপপুর নামে খ্যাত।

"বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সংবাদে লিখিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠ যখন মহাতপা বিশ্বামিত্রকে রাজর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার কি গুণের অভাব আছে। বশিষ্ঠ বলেন যে, তাঁহার সুমেরুপ্রমাণ সৎসঙ্গ আছে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তাহার একটুকুও নাই। তিনি তণ্ডুলকণামাত্র সৎসঙ্গ বিশ্বামিত্রকে দিবেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এই দর্প ভঙ্গ করিবার জন্য ভগবানের আশ্রয় লইলেন। ভগবান তণ্ডুলকণা প্রমাণ সৎসঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি অনেক বুদ্ধিমান লোককে সঙ্গে লইয়া আইস. তোমাকে সব কথা বুঝাইতে পারিতেছি না। অনন্ত নাগের নাম উল্লেখ করায় বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ডাকিতে গেলেন। অনন্তদেব বলিলেন, পৃথিবী ততক্ষণ ধারণ করিয়া থাক। বিশ্বামিত্র তাঁহার ৬০ হাজার বৎসরের তপস্যার ফল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে ধরিত্রী ধারণে সক্ষম হইলেন না। তখন সেই তণ্ডুলকণা প্রমাণ সৎসঙ্গের বল প্রয়োগ করায় পৃথিবী সুস্থির হইলেন। তাঁহার অভিমান ঘুচিয়া গেল।

একটী কীর্ত্তন ছাপা হইয়াছে—

(খয়রা) "চল চল ভাই, মার কাছে যাই,
নাচি গাই প্রেমভরে।
(গিয়ে) অমর ভবনে, দেব দেবী সনে,
হেরি তাঁরে প্রাণ ভরে।
থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়গ্রামে,
যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ ধামে;
(আর রব না, রব না;—দেহ-পুর বাসে)
সেই জন্মস্থান হেথা অবস্থান,
কেবল দুদিনের তরে। (চল চল ভাই ইত্যাদি)
মহামিলন সঙ্গীত গাইব সকলে,
বসে মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ তলে,
(সুরে সুর মিলায়ে) অনন্ত জীবনে
অনন্তমিলনে, বিহরিব লোকান্তরে"।

পৌষ সংখ্যায় "সত্য পরিত্যাগে ভারতের পতন" এবং "কুশদহ" সুলিখিত প্রবন্ধ। "শাস্ত্র

সঙ্কলনে' বাছিয়া বাছিয়া সকলেরই জ্ঞাতব্য বৈদিকমন্ত্র সংগ্রহ হইতেছে। গদাধর শিরোমণির কথা অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

(৪) প্রজাপতি—মাঘ ১৩১৬। ১০২নং কর্ণোয়েলিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ২, অসমর্থ পক্ষে ১, টাকা, বৈশ্য সদ্‌গোপ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—

" সং শব্দের একটি অর্থ ইন্দ্র ( শব্দকল্পদ্রুম ), আর একটী—কৃষ্টি ( অমরকোষ ব্রহ্মবর্গ )। কৃষ্টি শব্দের অর্থ কৃষিকর্ম, কর্ষণ, পণ্ডিত, বিদ্বান ( প্রকৃতি বাদ ও শব্দার্থমঞ্জরী )। ইহা হইতে ইন্দ্র-যজ্ঞপরায়ণ বৈশ্য-গোপ, কৃষক গোপ বা সদ্গোপ হওয়া সম্ভব কি না, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। পল্লীগ্রামবাসী অতিবৃদ্ধগণ দেখিয়াছেন যে, কৃষক সদ্গোপ শ্রাদ্ধ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম পালন ইত্যাদি করিতেন, এমন কি, ইক্ষুশাল পরিচালনের পূর্ব্বে শাল পূজা করিতেন।"

(৫) সদ্‌গোপ বুদ্ধিকর্ত্তৃক প্রকাশ্যপত্র, উঁহাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার বৃদ্ধি জন্য লিখিত হইয়াছে—

"আমাদের মধ্যে সদ্‌গোপ পাঠক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটি করিয়া দরিদ্র স্বজাতি ছাত্রকে অন্ন দান করিতে পারেন। যাঁহারা এক জন দরিদ্র ছাত্রকে অন্নদান করিতে পারেন, তাঁহারা আমাদিগকে জানাইলে আমরা উপযুক্ত ছাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দিব। যাঁহাদের বাটীর নিকট বিদ্যালয় আছে এবং যাঁহারা প্রকৃতই স্বজাতিহিতৈষী তাঁহারা আমাদিগকে দয়া করিয়া জানাইবেন। মাত্র নামে স্বজাতিহিতৈষী না হইয়া প্রকৃতপক্ষে স্বজাতির জন্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমাদিগের জাতিকে শিক্ষিত করা আবশ্যক। যাঁহারা অন্নদান করিতে অক্ষম, তাঁহারা যদি স্কুল কিম্বা কলেজের মাহিনার জন্য মাসিক কিছু দান করেন, তাহাও সাদরে গৃহীত ও প্রজাপতিতে স্বীকৃত হইবে।"

এইরূপ পত্রগুলির আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। শিক্ষার বিস্তারেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এদেশে শিক্ষিত না হইলে দেশভক্ত হয় না।

৫) অর্চনা—অগ্রহায়ণ ১৩১৬, মাসিক পত্র ও সমালোচনী। সম্পাদক শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম এ। মোগল রাজ্যে জ্যোতিষী প্রবন্ধ। একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই গণনাবিদ্যা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। তাহাদের ব্যবসায়ের লাভের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্লি সহরে একটা পর্ত্তুগীজ নাবিক গণক সাজিয়া বসিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিত। অশেষ প্রকার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পর পর্ত্তুগীজটি দিল্লিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ঐরূপ অবস্থায় ফিরিঙ্গিগণ বাদসাহ সরকারে গোলন্দাজরূপে নিযুক্ত হইত। এ ব্যক্তি বোধ হয় গোলন্দাজ জীবনের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গণক সাজিয়া সহজে উদরান্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে ঐ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিল। একটা নাবিকদিগের কম্পাস (দিক্ নির্ণয় যন্ত্র) একখানা অর্ণবযান ব্যবহৃত মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া এই ফিরিঙ্গি গণক অজ্ঞ ভারতবাসীদিগকে ঠকাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পসার জমাইয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের সকল বিষয়ই বিভিন্ন প্রণালী এইরূপ ভাবিয়া তাহার সেই পরিত্যক্ত সরঞ্জামকে লোকে ফারঙ্গ দেশের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। একদিন একজন পর্ত্তুগীজ তাহার অদ্ভুত গণনালয়ে উপস্থিত হইয়া হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সকল যন্ত্রের দ্বারা কোন শাস্ত্রমতে ভাগ্যগণনা হইতে পারে?" লোকটা হাসিয়া উত্তর দিল—"যেমন জন্তু সব তেমনি তাদের ভাগ্য-গণনার যন্ত্র।"

পারস্যের সম্রাট সাহ আব্বাস ও ভাগ্য-পরীক্ষকদিগের সহিত সকল কার্য্যে পরামর্শ করিতেন। তিনি একদিন একটি নূতন প্রমোদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়া রাজজ্যোতিষীর সহিত পরামর্শ করেন। জ্যোতিষী নানা প্রকার গণনাদি করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার এই বাগানের বৃক্ষরাজি বহু দিন অবধি জীবন ধারণ করিবে এবং উদ্যানটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। বাদসাহ সাহ আব্বাস প্রীত হইয়া আম, কাঁটাল, বাদাম, আখরোট, সেব, নেসপাতি প্রভৃতি উত্তম ফলের বৃক্ষাদি আনাইয়া রাখিয়া কিরূপ ভাবে সেগুলিকে বাগান মধ্যে বসাইলে সুদৃশ্য হইবে তাহার মানচিত্রাদি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেই সকল স্থলে মৃত্তিকা খনন করিয়া উদ্যানরক্ষক সম্রাটের নিজ হস্তে দুই একটি বৃক্ষ বসাইবার জন্য দিন স্থির হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় একদিন বেশ এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় উপবনের ভূমি বৃক্ষরোপণের ঠিক উপযোগী হইল। উদ্যানরক্ষকও সেই সময় উপবনে বৃক্ষ গুলি রোপণ করিল।

রাজজ্যোতিষী স্থির করিয়াছিল একটা উৎসব করিয়া শুভদণ্ড দেখাইয়া সম্রাটের দ্বারা বৃক্ষরোপণ করাইলে কিছু অর্থলাভ হইবে এবং রাজসভায় আপনার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং উদ্যানে বৃক্ষ রোপিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। সম্রাটের নিকট এ কথায় অভিযোগ করিয়া তিনি বলিলেন—"জাঁহাপনা! শুভ মুহূর্ত্তে আপনার হস্তে প্রমোদোদ্যানে বৃক্ষ রোপিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু বেআদব মালী সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বুদ্ধিতে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে।" এ কথায় সম্রাট স্বয়ং কোপান্বিত হইলেন। তিনি জ্যোতিষীকে লইয়া স্বয়ং বাগান মধ্যে গমন করিয়া অশিষ্ট উদ্যানরক্ষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কম্পিত কলেবরে ভীত উদ্যানরক্ষক আসিলে বজ্রগম্ভীর স্বরে সম্রাট তাহাকে তাহার আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেচারা জ্যোতিষীর আজ্ঞা অবহেলা করিবার কারণ বিবৃত করিল। সম্রাট তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ক্রুদ্ধ জ্যোতিষী স্বহস্তে উদ্যানরক্ষক রোপিত বৃক্ষগুলাকে উৎপাটিত করিতে লাগিলেন।

সন্ত্রস্ত মালী একটু সাহসের উপর নির্ভর করিয়া প্রভুর নিকট একটা কথা নিবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। পারস্যাধিপতি তাহার কথা শুনিতে চাহিলেন। উদ্যানরক্ষক বলিল—"জাঁহাপনা আপনি এই জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া এ অধীনের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। যদি ইঁহার গণনাশক্তি বাস্তবিকই উচ্চ দরের হইত তাহা হইলে আপনার শাস্তি আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতাম। জাঁহাপনার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রথমে জ্যোতিষী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এই উদ্যানের বৃক্ষরাজি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী হইবে। জাঁহাপনা আমি এই বৃক্ষগুলি মোটে দুই দিন মাত্র রোপণ করিয়াছি আর আজ তাহাদের জীবননাশ হইল। সুতরাং এরূপ জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কি আপনার ন্যায় সুধীজনের পক্ষে উপযুক্ত? বৃষ্টিপাতের পরই চারা রোপণে সে গুলি সতেজ থাকিবে বলিয়াই বহু মূল্য চারাগুলি সুসময়ে বসাইয়া দিয়াছি। প্রভুর কার্য্য উহাতে ভাল হইবে বলিয়াই জ্যোতিষীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকি নাই। বাগবানেও বাগরক্ষার জন্য জ্যোতিষীর অনুমতির অপেক্ষা করিবে না; নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে।"

উদ্যানরক্ষকের বাক্যে জ্যোতিষী ক্রোধে অধীর হইয়া তখনই তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিলেন; সম্রাট একটু হাসিয়া বলিলেন,—"এ ব্যক্তি ঠিক সত্য কথাই ত বলি-

ছেন। আপনার রচনাশক্তি অপেক্ষা ইঁহার বিচারশক্তি ও দেশভক্তি প্রশংসনীয়। আমি ইঁহাকে মার্জ্জনা করিলাম।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনুরাগীদিগের মধ্যে কবিতা কাটাকাটি উপলক্ষে একটি গীত দেখিলাম।

তোরা চুপ কর, তোরা চুপ কর,
তোদের করিগো মানা।
যে শুধু গালি, এযে শুধু দেষ,
কলহে দিন যাপনা।
'আমার মা' ভাব দিয়েছিতো ফেলে, পাঠক-
কাঁধে চাপায়ে,
তারা যদি তায়, নাহি পায় স্বাদ—মরুণ
তবে হাঁপায়ে;
তবে যদি কেহ, টেকো মাথা নাড়ি,
যায়গো টীকা লিখিয়া,—
তবে তার পিছু যেও ওগো প্রিয়,
ফুটাতে হুল, ছুটিয়া।

---

## বালিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, কলিকাতা ১৯০৯।

২য় মান—নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রীদিগের নাম। প্রত্যেক পুরস্কার ১৫ টাকা হিসাবে। তিন বৎসর দেয়। প্রথমে রোল নম্বর, পরে পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রীর নাম এবং শেষে স্কুলের নাম এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে]

৯ মেহলতা ঘোষ কাশীপুর স্কট চার্চ বোর্ডিং, ৫ আভাবতী দাস ইক চার্চ জেনানা সেণ্ট্রাল, ২৩ পঙ্কজিনী বন্দ্যো ইউনাইটেড ফ্রিচার্চ শ্যামপুকুর ১০ শ্যামাকালী ভক্ত শোভাবাজার স্কট চার্চ, ৫১ রাধারাণী ভট্টাচার্য্য নিমতলা স্কট চার্চ, ১৬ ফুলমণি ঘোষ ডাইওসিশন মিশন বোর্ডিং বালীগঞ্জ, ১২ নির্ম্মলবালিনী বসু বাগবাজার স্কট চার্চ, ১৪ লক্ষ্মীমণি শীল খিদিরপুর স্কট চার্চ, ১৫ লীলাবতী পাল মেটিয়াবুরুজ স্কট চার্চ, ২০ সুশীলাবালা নাথ ডাঃ ভক্ত হিন্দু বালিকা রামবাগান, ৪৪ শ্রীদাস মণ্ডল নী মেমোরিয়াল ট্রেনিং স্কুল ১৩ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, [illegible]লামরী বন্দ্যো বাদুড়বাগান স্কট চার্চ, ২৪ [illegible]বালা সাঁতরা বীণাপাণি হিন্দু বালিকা, ৪ [illegible]নী দত্ত চোরবাগান ইক চার্চ, জেনানা ৬ কিরণময়ী চট্টোপাধ্যায় স্যার রমেশচন্দ্র মেমোঃ হিন্দু বালিকা স্কুল, ভবানীপুর, ৪৩ [illegible]নী মণ্ডল কাওরাপুকুর লণ্ডন মিশন সোসা-[illegible]কা ৩ রাণী অধিকারী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ইক [জে]নানা মিশন।

[বৃত্তি প্রাপ্তির নম্বর দুই-পঞ্চমাংশ না পাওয়ায় তিনটি বৃত্তি দেওয়া হইল না]

### ৩য় মান (ইন্টরমিডিয়েট)

[প্রত্যেক পুরস্কার ১৮ টাকা, তিন বৎসর দেয়]

৫৮ চারুবালা রায় বালীগঞ্জ ডাইওসিশন মিশন, ৬২ নলিনাবিকাশ ঘোষ ইউনাইটেড ফ্রিচার্চ শ্যামপুকুর, ৫৩ বিজ্ঞানবাসিনী বিশ্বাস কাশীপুর স্কট চার্চ বোর্ডিং, ৪৯ ভাবিনী বন্দ্যো ইক চার্চ জেনানা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৬৪ প্রতিপত্তা দত্ত বীণাপাণি হিন্দু বালিকা, ৫০ কমলাবালা বসু মল্লিক ইক চার্চ জেনানা সেণ্ট্রাল, ৭৬ অনুপমা দাস লণ্ডন মিশন বালিকা কাঁসারিপাড়া ৬০ লুসি সরলপ্রভা হাঁসদা ডাইওসিশন কলিঃ স্কুল, ৭৯ রাজলক্ষ্মী সরকার নী মেমোঃ ট্রেনিং ১৩ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ৭৮ নিস্তারিণী বালা মুখোপাধ্যায় লণ্ডনমিশন কুঁয়াপুকুর স্কুল।

### ৪র্থ মান—উচ্চ প্রাথমিক

[প্রত্যেক পুরস্কার ২০ টাকা ৩ বৎসর দেয়]

৮১ শৈলবালা বিশ্বাস কাশীপুর স্কট চার্চ বোর্ডিং, ৮৩ মেরি জ্ঞানলতা দাস ডাইওসিশন মিশন বালিগঞ্জ, ৮২ সরলাবালা মিত্র বাগবাজার স্কট চার্চ, ৮৬ সুশীলাবালা গাঙ্গুলী শ্যামবাজার ইউনাইটেড ফ্রীচার্চ, নির্ম্মল হাজরা ডাইসিশন কলিঃ, সরলাবালা দাস দে এণ্টালি বাপ্টিষ্ট জেনানা মিশন, ৮৮ প্রতিভাসুন্দরী ঘোষ ভিক্টোরিয়া ইনঃ, ৮৭ সরস্বতী ঘোষ শ্যামপুকুর ইউনাইটেড ফ্রিচার্চ।

### ৫ম মান—মিড্‌ল লোয়ার।

[পুরস্কার ২৮ টাকা, এককালীন এপ্রেল মাসে দেয়]

৯৮ শেতাঙ্গিনী মুখো কাশীপুর স্কট চার্চ বোর্ডিং; ১০৭ তরঙ্গিনী রায় ভবানীপুর লণ্ডন মিশন বালিকা, ১০১ কমলা বন্দ্যো শ্যামপুকুর ইউনাইটেড ফ্রিচার্চ।

### ৬ষ্ঠ মান—মিড্‌ল আপার।

[পুরস্কার ২৮৲ টাকা এককালীন এপ্রেল মাসে দেয়]

১১৪ সরোজিনী নন্দী বীণাপাণি হিন্দু বালিকা, ১১২ প্রভাবতী বিশ্বাস বালীগঞ্জ ডাইওসিশন মিশন।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] গত সোমবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাইকোর্টে একটি অতি শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলাম খাঁ বাহাদুরকে জনৈক যুবাপুরুষ আততায়ী রিভলভারের গুলিতে হত্যা করিয়াছে। শামসুল আলাম প্রথম হইতেই আলিপুর বোমার মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছিলেন। জষ্টিস হ্যারিংটনের নিকট পাঁচজন আসামীর আপীলের যে শুনানী হইতেছে তাহার জন্য শামসুল আলামকে এডভোকেট জেনারেলকে মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য প্রত্যহ আসিতে হইতেছিল। সোমবারদিনও অন্যান্য দিনের ন্যায় তিনি কাছারীর পর কাগজ গুছাইয়া রাখিয়া সিঁড়িদিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে এডভোকেট জেনারেল এবং পশ্চাতে সরকার পক্ষের উকীল বাবু অতুলচরণ বসু আসিতেছিলেন। ঐ সময়ে ঐ যুবা তাঁহাকে গুলি করে। আঘাতের পর আলাম পড়িয়া যান। তখন তাঁহার আর কথা বলিবার শক্তি ছিল না, কেবল যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিলেন মাত্র। সংবাদ শুনিয়া প্রধান বিচারপতি মহাশয় বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন ও মিঃ রিকেন ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। পুলিস কমিশনর মিঃ হ্যালিডে ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ ড্যালি এবং আরও কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হন পুলিস সার্জ্জন আসিয়া দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন আলামের মৃত্যু হইয়াছে আঘাতের অব্যবহিত পরক্ষণেই মৃত্যু হইয়াছিল। আসামী পলাইয়া কিয়দ্দূর গিয়াছিল, পশ্চাদ্ধাবনকারীদিগকে গুলি মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ধরা পড়িয়াছে। নাম ধাম প্রথমে কিছুই বলে নাই।

পুলিস পরে আসামীর নাম ধাম সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংলিশম্যান ডেলিনিউস পত্রিকার প্রতিনিধি, আসামীর ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই—আসামীর নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত উঁহারা পাঁচ ভাই; মা বর্ত্তমান, পিতা উমাচরণ দত্ত গুপ্ত ছেলেদের ছোট রাখিয়া মারা যান বাড়ী বিক্রমপুর, জাতিতে বৈদ্য। আসামী পাঁচজনের মধ্যে তৃতীয়, জলপাইগুড়িতে ভগ্নীপতির নিকট থাকিয়া এণ্ট্রান্স স্কুলে ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে। তারপর সাত বৎসর হইল কলিকাতায় আসিয়া মধ্যম ভ্রাতা ধীরেন্দ্রের সহিত এক বাসায় থাকে। ধীরেন্দ্র হেষ্টীংসষ্ট্রীটে কণ্ট্রাক্টর মিঃ জে সি টোপের অধীনে কেরাণীগিরি করে। এই সাত বৎসর কাল আসামী কলিকাতায় যেন উদ্দেশ্য ন হইয়া কাল কাটাইতেছে। দিন কতকের জন্য বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হয়। শিল্পশিক্ষার জন্য ইউরোপ অথবা জাপানে যাইতে

তাহার খুব ইচ্ছা ছিল। প্রায় মাসাবধি কাল গেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে কে বি সেন নামক একব্যক্তির নিকট ফটো-এন্‌গ্রেভিং শিখিতেছিল। উহার বয়স ১৯ বৎসর কয়েক মাস। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে খুব একজন স্বদেশভক্ত হইয়াছিল এবং পীড়াগ্রস্ত লোকজনের সেবাশুশ্রূষা করিয়া বেড়াইত বলিয়া শুনা যাইত। গত দুইমাস হইতে গ্রেষ্ট্রীটে তাহার কোন একজন পীড়িত বন্ধুর শুশ্রূষা করিবে বলিয়া ভাইয়ের মেস হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে বন্ধু যে কে, তাই ধীরেন্দ্র আজও পর্যন্ত তাহা জানে না। হত্যার দিনে বেলা নয়টা আন্দাজের সময় মেসে আইসে; আহার করে এবং বেলা ১১ টা পর্যন্ত থাকে, তাহার পর কোথায় চলিয়া যায়। তারপর পুলিস যখন আসিয়া ধীরেন্দ্রের বাসা তল্লাস করে তাহার ভাই ইনস্পেক্টর আলামকে হত্যা করিয়াছে বলে, তখন ধীরেন্দ্র তাহার সম্বন্ধে এই সকল কথা জানিতে পারে।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে ছোটলাট বাহাদুর ইহার শোচনীয় মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, খাঁ বাহাদুর মৌলবী শামসুল আলাম ৩৪ বৎসর কাল প্রশংসার সহিত পুলিসে কার্য্য করিয়া অধস্তন পদ হইতে ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আনার্কিষ্ট দলের বিরুদ্ধে অভিযোগের রীতিমত তদ্বির তিনি যেরূপ দক্ষতা, সাহসিকতা এবং অধ্যবসায় সহকারে করিয়াছেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে এই পদে উন্নীত ও খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রদত্ত হয়। ছোট লাট বাহাদুর আশা করেন যে, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই শামসুল আলামের এই শোচনীয় মৃত্যুতে সবিশেষ দুঃখিত হইবেন। বিচারপতি মিঃ ক্যারিংটনও শামসুল আলামের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার কার্য্য দক্ষতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

গত শুক্রবার কলিকাতায় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। পুলিস তদন্তে এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে যে দরমাহাটা স্ট্রীটের ৬৫।২ নং রামলাল ঘোষ নামক একব্যক্তির গোলার ঘরে আগুন লাগে। ঐ ব্যক্তি শয়ন ঘর গরম করিবার জন্য শুনা যায় ঐ ঘরে আগুন করিয়াছিল। এইখান হইতে এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি। প্রায় একবর্গমাইল পরিমিত স্থান লইয়া এই আগুন ব্যাপ্ত হয়। উত্তরে নিমতলা স্ট্রীট, দক্ষিণে দরমাহাটা নূতন রাস্তা, পূর্ব্বে দরমাহাটা স্ট্রীট, পশ্চিমে ষ্ট্র্যাণ্ডরোড। চল্লিশটা কাঠের গোলা ভস্মসাৎ হইয়া অনুমান ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বাবু নরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম অংশ দগ্ধ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। অনেক ভাল ভাল পুস্তকাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ সমুদয়ে আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা। তিনটা ফায়ার এঞ্জিনে সজোরে কাজ করিয়াও অগ্নির একটা প্রসার বন্ধ করিতে পারে নাই।

[বোম্বাই] নাসিকে মিঃ জ্যাকসনের হত্যা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বিগত ১৪শে জানুয়ারী ভাস্কর গণেশ নামক একটি স্কুলের ছাত্রকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হয়। ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ গলিস্তান বলেন যে, এই আসামীকে উক্ত হত্যাব্যাপার সংস্রবে বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ভাস্করগণেশ ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাকে আপাততঃ হাজতে রাখিয়া দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

[যুক্ত প্রদেশ] বেনারসে বোর্ডার্স ইউনিয়নের দশম বার্ষিক অধিবেশনে মিসেস এনি বেশাণ্ট বক্তৃতা কথামধ্যে বলিয়াছেন যে, ছাত্রদিগের রাজনীতির সহিত সংস্রব লইয়া যে গোলযোগ আজ কাল চলিতেছে, সুখের বিষয় সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে সে সমস্ত কিছুই নাই। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে পরস্পরে প্রীতি এবং বিশ্বাস আছে, এবং রাজনৈতিক বিষয়ে কোনরূপ গোলযোগ যে এখানে নাই, ঐ প্রীতি ও বিশ্বাসই তাহার হেতু। এখানে ছাত্রেরা শিক্ষক প্রোফেসর এবং প্রিন্সিপালের নিকট নিঃসঙ্কোচে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে। এখানকার ন্যায় ছাত্র ও শিক্ষকে পরস্পর প্রীতি ও বিশ্বাস যদি অন্যান্য স্কুল কলেজে থাকিত তাহা হইলে বর্ত্তমানের ন্যায় গোলযোগ ঐ সকলে হইতে পাইত না। ছাত্রেরা অনেক সংবাদ পত্রাদি পড়ে বটে, কিন্তু এটুকু তাহাদের যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, মাতৃভূমির প্রকৃত কার্য্য কাজ দেখাইয়া করিতে হয়, কাগজে লিখিলে মাতৃভূমির কাজ করা হয় না। কৃষ্ণবর্ম্মা ও তাহার এজেণ্ট দলের দ্বারা অনেক সাহিত্য পুস্তক এদেশে প্রচারিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তিনি সকল ছাত্রদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, কৃষ্ণবর্ম্মার কথায় কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হন। কৃষ্ণবর্ম্মার ব্যবহার ভদ্রোচিত নয়, কৃষ্ণবর্ম্মা ভারতীয় যুবকদিগকে অত্যাচারমূলক দুষ্ট কার্য্যে প্রণোদিত করিয়া ভারতের নাম কলঙ্কিত করিতে দ্বিধা করে নাই। এই ব্যক্তি এখন জেনিভায় আছে। এব্যক্তি অপরকে যে সকল বিপদজালে জড়িত হইবার মত কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছে সেই সকল বিপজ্জালের মধ্যে যদি নিজে ভারতে থাকিয়া, হইতে পারিত, অথবা ইংলণ্ডে থাকা তাহার সাহসে যদি কুলাইত তাহা হইলে অন্ততঃ নির্ভীক বলিয়াও সে সম্মান পাইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া সে নিজে নিরাপদে বৈদেশিক রাজ্যে বসিয়া আছে এবং এ দেশের নির্বোধ লোকদিগের অধ্যবসায় ও আগ্রহকে কুপথে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে প্রণোদিত করিতেছে। এরূপ লোকের প্রতি যতই অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক বাক্যের প্রয়োগ কর তাহা অপেক্ষাও সে অধিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র। এরূপ লোক দেশের কলঙ্ক। সে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে দেশের সে অতি অযোগ্য সন্তান। এমন লোকের কথায় যুবকদল ভুলিবে না এরূপ আশা করিতে পারা যায়।

[সাধারণ] পঞ্জাব অঞ্চলে পাতিয়ালা অম্বালা ও লাহোরে রাজদ্রোহের অভিযোগ চলিতেছে। অজিত সিংহের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের এবং আর্য্য সমাজের শ্রীযুক্ত ভাই পরমানন্দের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১১০ ধারায় অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। লালা লাজপত রায়ের লিখিত কয়েকখানি পত্র এই মোকদ্দমায় দাখিল করা হইয়াছে। ভাই পরমানন্দের মোকদ্দমায় লাজপত রায়কে সাক্ষী মানিয়া ঐ সমস্ত পত্রের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি অজিত সিংহের মোকদ্দমায় দাখিলি পত্র দুইখানি তাঁহারই লেখা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজাহারে অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন, মান্দালায় থাকিতে ভাই পরমানন্দ আমার নিকট "নেমিসিস অফ নেশন" নামে একখানি পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন। অজিত সিংহের কাজ কর্ম্মে পরমানন্দ বা অন্য কাহার কোন সম্পর্ক আছে কি না আমি বলিতে পারি না, অজিত সিংহ পরমানন্দ অথবা অন্য কাহার সহিত আমি রাজদ্রোহ প্রচারের ষড়যন্ত্র করি নাই। ১৯০৭ সালের প্রারম্ভে আমি লাহোরে একটি রাজনৈতিক লাইব্রেরী স্থাপন সম্বন্ধে কয়েকখানি রাজনৈতিক পুস্তকের জন্য পরমানন্দকে লিখি। কৃষকেরা শান্তির সহিত আন্দোলন করিতে শিখে নাই, সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন কৃষকদের ভিতর অসাময়িক হইতেছে বলিয়া আমি বলিয়াছিলাম। শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম্মা ভারতের কাক-পর দেশীয় রাজ্যে দেওয়ান ছিলেন। তারপর

তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করেন। তথায় ভারতীয়দের জন্ত তিনি লণ্ডন নগরে "ইণ্ডিয়া হাউস" প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যখন ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ত দশ হাজার টাকা দান ঘোষণা করেন, আমি তখন লাহোরে একটি সমিতি ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম যে ঐ প্রতিশ্রুত দান কিছু অংশ পাইতে পারিব। আমি যে সমিতি গঠন করিতেছিলাম তাহা উচ্চশ্রেণীর, উক্ত লোকদের জন্ত, ৫০ টাকা ভর্ত্তির ফী এবং টাকা মাসিক চাঁদা নিরূপিত হইয়াছিল। নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর পর্য্যন্তও আমার জানা ছিল না যে শ্যামজি রাজনৈতিক আন্দোলন সজোরে চালাইতে চাহেন।" লালা লাজপৎ রায় দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজের মানেজিং কমিটীর আর্য্যসমাজের অন্তরঙ্গ সভার এবং আর্য্যসমাজের আর্য্য প্রতিনিধি সভার সভাপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগ গৃহীত হইয়াছে।

লাহোরের সেণ্ট ষ্টিফেন মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ ষ্টোকেন্টার্ণ সাহেব শুনাযায় সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ার র‍্যাংলার এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম এ'র পরীক্ষক।

কলিকাতার "হিতবাদীর" বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার নিষ্পত্তি অদ্যাপি হয় নাই। খুলনায় "পল্লীচিত্র" ও "খুলনাবাসীর" বিরুদ্ধে এবং রঙ্গপুরে "রংপুর বার্ত্তাবহ" এবং "রংপুরদর্পণ" পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। "পল্লীচিত্র" যে ছাপাখানা হইতে বাহির হইতে ছিল সেই ছিল ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

রাজদ্রোহ প্রচার সম্বন্ধীয় আইন ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে বিধিবদ্ধ হয়। তখন উহা পঞ্জাবের কয়েকটি জেলায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের শুদ্ধ বাখরগঞ্জ জেলায় প্রবর্ত্তিত হয়। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে [illegible] এক্ষণ এই আইন ভারতের অধিকাংশ স্থলে [illegible] প্রেসিডেন্সী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, বঙ্গ [illegible] যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব এবং মধ্য প্রদেশে [illegible] হইবে। সভাসমিতি করিতে হইলে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি লইতে [illegible], অনুমতি ছাড়া কোনরূপ সভা করিলে [illegible] হইতে হইবে, ২০ জনের অধিক লোক [illegible] স্থানে একত্র হইলে এই আইনের আমলে আসিতে হইবে। যে কোন সভায় পুলিসের ইনস্পেক্টর ও অপর দু'একজন পুলিশ কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি লইলেও সভায় উপস্থিত পুলিশ কর্ম্মচারীরা যদি অন্যায় বিবেচনা করেন তবে তৎক্ষণাৎ তাহা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন।

( ১ ) বিটলবণ অর্দ্ধতোলা ও হিং চারি আনা ওজন একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা আদার কুচিতে মাখিবে। তাহাতে দুইটা জামিরের রসের ভাবনা দিবে। প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে অম্লোদ্গার; রোগ জন্ত অরুচি, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইয়া থাকে। [ ২ ) পালিতামাদার পাতার রস দুই তোলা ও মধু ২০ ফোঁটা; অথবা দুই আনা বিড়ঙ্গ ও পলাসের বীজ এক আনা শীতল জলে বাটিয়া, কিম্বা খোরাসানি জোয়ান অর্দ্ধতোলা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ ক্রিমিদোষ নিবারিত হইয়া থাকে। [ ৩ ] শিশুদের ক্রিমি বিকারে আনারসের পাতার সাদা অংশ বাটিয়া তাহার রস এক তোলা ও সৈন্ধবলবণ তিনরতি সেবন করিতে দিবে। [ ৪ ] বাসক পাতার রস ১ তোলা, বজ্ঞ ডুমুরের রস ২ তোলা ও কাশীর চিনি আধ তোলা সেবন করিলে রক্ত পিত্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। [ ৫ ] বড় এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, পিপুল ও যষ্টি মধু প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, মিছরি, পিণ্ড খেজুর ও কিসমিস প্রত্যেক চারি তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহার আধ তোলা ও মধু কুড়ি ফোঁটা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, কাশী হিক্কা ও পার্শ্বশূল নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ। [ ৬ ] কাঁচা দুর্ব্বার রস ১ তোলা ও কাশীর চিনি আধ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। এই ঔষধ নাসিকা মধ্যে বর্ত্তিবারা ব্যবহার করিলে নাসার দোষ নিবারিত হয়। [ ৭ ] কুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া তাহার ৬ রতি ও মধু ২০ ফোঁটা সেবন করিলে স্বরভঙ্গ দোষ নিবারিত হয়। [ ৮ ] আমলকীর রস ২ তোলা ও মধু কুড়ি ফোঁটা সেবনে বমি নিবারিত হইয়া থাকে। [ ৯ ] তল পেটে নীল, সোডা, পচা আম পাতার প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হইয়া থাকে। শোধিত শিলাজতু ২ রতি, বড় এলাচ ১ রতি ও সেপুরের রস আধ তোলা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নিবারিত হয়। ( পাবনা হিতৈষী )

সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক কৃষি কলেজসমূহ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—কলেজসমূহে তিন বৎসর শিক্ষা দেওয়া হইবে। মাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই তাহাতে প্রবেশ করা যাইবে। এই কৃষি কলেজ সমূহে শিক্ষার ব্যবস্থা সমগ্র ভারতে প্রায়ই একইরূপ করা হইবে। সাধারণতঃ পুসার অধ্যাপকগণই এই পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দেওয়া হইবে। এই উপাধিকে বি, এ এবং বি,এস,সি উপাধির সমান বলিয়া গণ্য করা হইবে; ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে কোন্ কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা সাপেক্ষ থাকিবে। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ উপাধি প্রাপ্তির পর আরও দুই বৎসর পুসা কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারে। প্রাদেশিক কৃষি কলেজ সাধারণতঃ প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। কিন্তু পুনার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কলেজ সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে। বহুকাল হইতেই এই কলেজ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারগণই প্রাদেশিক কৃষি কলেজ সমূহের কর্ত্তা থাকিবেন; তবে তাঁহারা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন।

"সন্ধ্যার" রাজদ্রোহদুষ্ট মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। বীরেন্দ্র চেম্বল ১২৪ক ধারা মতে তিন বৎসর দ্বীপান্তরবাস এবং ১৫৩ক ধারা মতে এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গোবর্দ্ধনলালের প্রতি ১২৪ক ধারা অনুসারে পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তরবাস ও ১৫৩ক ধারা অনুসারে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

## কৌতুক-কণা

মনিব ( অশ্রান্ত কথার পর )—তুমি এবার অন্য স্থানে চাকরীর চেষ্টা কর আমি তোমাকে এক মাসের নোটিস দিচ্চি।

কেরাণী—কিন্তু হুজুর, আমি কি করেছি?

মনিব—একেবারে কোন কাজই করনি, সেই জন্যেই ত বল্‌চি।

গৃহকর্ত্রী ( রাগিয়া )—খোকদা, এ ঘরটায় এত ধূলো জমে রয়েছে যেন এক মাস এ ঘরে ঝাঁট পড়েনি!

ঝি—মা আমার কি দোষ! আমি ত মোটে পাঁচ দিন এসেছি।

---

শিক্ষক—"দশ থেকে দশ বাদ গেলে কত থাকে?"
বালকেরা নিরুত্তর।

শিক্ষক—আচ্ছা, শ্যাম, মনে কর তুমি পকেটে দশটা টাকা নিয়ে কোন মেলাতে বেড়াতে গেলে, সেখানে গিয়ে তুমি সব টাকা গুলো হারিয়ে ফেল্লে, তাহলে তোমার পকেটে কি রইল?

একটী ছোট বালক ( তাড়াতাড়ি )—মাষ্টার মশাই, আমি জানি;—একটা বড় ছেঁদা।

বাবু ( চৌকিদার নির্ব্বাচন করিতে করিতে )—রাত্রে বাড়ী পাহারা দেবার মত তোমার কি গুণ আছে?

কর্ম্মপ্রার্থী দরওয়ান—বাবু সামান্য শব্দতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়!

উপেন (কোন দৈনিক পত্রিকা সম্পাদক আফিসে)—মশাই, আপনার কাগজে "মৃত্যু সংবাদ" ছাপাইতে কত 'চার্জ্জ' করেন?

সম্পাদক—এক টাকা ইঞ্চি হিসাবে "চার্জ্জ" করা হয়।

উপেন ( আশ্চর্য্য )—বলেন কি মশাই! আমার বন্ধু যে পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা ছিল!

---

পিতা—হরে, আজ ইস্কুলে নতুন কি পড়া শিখ্‌লি?

হরি [ অল্পবয়স্ক পুত্র ]—মার্জ্জার শব্দ আজ মাষ্টার মশাই সেখাচ্ছিলেন।

পিতা—আচ্ছা মার্জ্জার বানান কর দেখি।

হরি [ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া )—বাবা, এখন মনে পড়্‌চে, সেটা "মার্জ্জার" নয়, সেটা "বেরাল"।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—অঃ মাঃ মিঃ পিটার্সন সাহেব সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত মাঃ মিঃ গ্যারেট মুঙ্গেরের মাঃ হইলেন। সাহেবের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সেঃ জজ মিঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক সাহেবের অতিরিক্ত ডিঃ জজ হইলেন। খুল্‌নার প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ ইঙ্গলিস রাঁচির সদরে বদলি হইলেন। রাঁচির আঃ মাঃ মিঃ ক্যাম্বেল্‌স খুল্‌না মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মুঙ্গেরের মাঃ মিঃ সাম্পন ৮ মাসের, হাওড়ার প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ রীড ১৮ মাসের, সম্বলপুরের ডেঃ মাঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ দত্ত ৫ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু সচ্চিদানন্দ মুখার্জ্জি বি এল সম্বলপুরের মুঃ হইলেন। বাবু ভুপেন্দ্র নাথ মিত্র বি এল বারাসতের মুঃ হইলেন। মেদিনীপুরের সবজজ বাবু রাজেন্দ্র নাথ দত্ত ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

সব ডেঃ কঃ বাবু বিধুভূষণ মুখো ১ম শ্রেণীতে পাকা হইলেন। বাবু রাজেন্দ্র লাল গুপ্ত প্রোটেম ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। মিঃ সি এস প্রাইস ২য় শ্রেণীতে পাকা হইলেন। বাবু বিনোদ বিহারী সেন প্রোটেম ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বাবু কালীপদ সরকার ২য় শ্রেণীতে পাকা হইলেন। মিস সুরবালা ঘোষ প্রোটেম ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শিক্ষা—মিঃ পি এন্‌দ্রস হাজারিবাগ রিফরম্যেটরী স্কুলের ডেঃ সু পঃ হইলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসর ডাঃ কালিস ২ বৎসরের ফর্লো পাইলেন।

বাবু রাধিকাপ্রসাদ লাহিড়ী ডিরেক্টর আফিসের আসিষ্টাণ্ট হইলেন। বাবু প্রভাত চন্দ্র বন্দ্যো বিএ সংস্কৃত কলিঃ স্কুলের শিক্ষক হইলেন। আমতাড়া হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু মানগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য এক বৎসরের শিক্ষানবীশীতে সাঁওতাল পরগণার সব ইনঃ হইলেন।

### শিক্ষাসংক্রান্ত

পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল, আমিন বিভাগ মইং বা মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র অথবা যাহারা এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ সমাধা করিয়াছে তাহারা আগামী ১৫ই হইতে ৩১শে মার্চ্চ মধ্যে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ডাকটিকিট সহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলি পাঠান হয়।

### কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইয়াজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A B A 2nd master on Rs 75 and a B A 3rd master on Rs 60 for Orakandi H E school, Dt. Faridpur.

A Drawing master বৈবাহিক নর্ম্মাল for the Kishanganj H E school, Purnia on Rs 15 or 20 according to qualification. A Behari preferred. Apply to to the S D O and President, Kishangang school committee, before the 31st January 1910.

An Entrance passed private tutor to teach three boys at home on Rs [illegible] per month with free board and lodging Apply before 15 February 1910 to Babu Shyama Charan Nanda, Zemindar, Mugberia po., Dt. Midnapore.

A graduate on Rs 50 and a plucked B A strong in Mathematics on Rs 40 P M for the Bezbaroa High school. Apply the G Bezbaroa Esq Proprictor, Jorhat, Assam

An F A Hd master Haripur M school, 2 miles from Santipur Ry station on Rs 25 free quarters, Jadu Nath Ganguli B A, M B Santipur po.

An Entrance passed teacher for the Nalta M E school on Rs 12 per month with free board and lodgiug. Must have passed the Entrance examination. Po. Nalta, Dt. Khulna.

An English-knowing Hd Pandit capable to teach Sanskrit both compulsory and Additional upto Matriculation standard, for the Jangipur H E school on Rs 25 per month.

A B course graduate for the Sutragarh M V H E school on Rs 40 a month with prospects of increase.

A Persian Teacher for the Gaibandha High school on Rs 35 a month. He must have a sound knowledge of Arabic and Persian. Knowledge of English is also indispensable.

An F A Hd Master for Belgachi M E school on Rs 80 per month with ... Apply to Secretary, 7, ... Lane, Bow Bazar, Calcutta ... place is 3 miles east of Alamdanga ... E B S Ry.

... graduate first Assistant teacher ... in Mathematics for the Don... H E school, Jamalpur, District ...ensingh, on Rs 60, with prospects. Must stick to his post for at least two ... Apply before 3rd February, ...10.

An F A certificate-holder and an Entrance certificate holder as 3rd master and 4th master for the Nal... Bhushan H E school on Rs 25 and Rs 15 per month respectively. Apply to Babu Amvika Charan Mukhe... (Naldaura Rajbati po Dt Jessore), ... master permanent. 4th master for ... months.

A 2nd Pandit for the Debagrane Middle Madrasah Dt Mymensing on Rs 10 with free board and lodge. Must have passed the Guru Training Examination. A Brahmin or Mahomedan preferred.

For the Amihazar H E school in Dacca B A plucked Mathematical teacher on Rs 25 to Rs 35 according to qualification free board for light work. Apply to the Hd master.

An Entrance passed Kayasta 2nd master for the Deuly Lakshmikola aided M E school on Rs 16 per month at present with boarding and lodging free on private tuition. Apply to the Hd master Deuly M E school, post: ...kantala, Dt Bogra.

A Normal passed Drill, Drawing knowing Hd Pandit for the Madhab... ...Digree M E school on Rs 12 only. Board and lodging free. Apply to:— ...Churn Sinha, Zemindar ...abpur Digree M E school, Chau... po, (Jessore) E B S Ry.

An F A Hd master for the Kirnahar M E school on Rs 20 with quarters free. Private tuition available. Apply to Babu Kalidas Das Zamindar po, Kirnahar Dt Birbhoom.

F A Hd master knowing *Drill*, Drawing and Kirndergarten, for the M E school, Mahes, po Rishra, Dist. Hooghly, pay Rs 20. Free board and lodging available in return of private tuition.

An A course B A Hd master at present for 2 months on Rs 60 and a B course B A Asst. Hd master on Rs 50—Patuli H E school: also an F A asst. teacher on Rs 25 po Patuli.

Two graduates Hd master on Rs 60 rising to Rs 65, and 2nd master on Rs 55 for the Rowile H E school, Dacca. Two years' guarantee required in each case. Board and lodging free on tuition. Po Rowile.

A graduate 2nd master for the Abaipur Ramsunder Insitution. Po Abaipur Dt Jessore.

Hd master for Dakhingram M E school on Rs 24 per month. Candidate must be an F A passed one or one who haning passed the Entrance Examination, has served for several years as Hd master of an M E school. Apply Secretary via Mallarpur E I R.

A B course graduate strong in English as assistant Hd master for the Jnapardaha Duke Institution 9 miles from Howrah. Lodging and boarding free. On Rs 30 to 40 per month according to qualification. Po. Dumjur, Dt Howrah.

On Rs 40 a month a graduate 2nd master from the Bhastara H E school near Bhastara station, B P Ry, Hugli Dist.

A private tutor on Rs 10 per mensem, with free board and lodging. A Tili by caste will be preferable. Apply to Babu Rajani Kanta Shaha 10 Schaleh street, Calcutta.

An F A Hd master and an Entrance passed 2nd master on Rs 35 and 15 respectively for the Biswanath M E school Dt Sylhet.

An F A Hd master on Rs 30 a month for the Pargoyara middle Madrasah for six months at present Apply before the 1st week of Febeuary 1910 to the Hd master Pargayara Middle Madrasah, post Gobindagonj, Dt. Rangpur.

New system Drawing Drill knowing 2nd Pandit for the Nakipur H E school on Rs 10 besides free board and lodging. Po Nakipur, Dt Khulna.

A graduate on Rs 50 per mensem for the Porjona M N H E school in Pabna. Will have to stick to the post for at least one session. Apply to Babu Narendra Nath Bhattacharyya B A Hd master. Porjona po ( Pabna. )

An F A Hd master for Hilora M E school Dt Murshidabad on Rs 20 per mensem with free board and lodging. Preferance to a Bramhin next to that Kayastha or Tilli po Jajigram.

An undergraduate 3rd teacher for the Khoks-Janipur H E school, Nadia on Rs 26 rising to Rs 30. The school is near the Khoksa ( E B S Ry ) station. Apply to the Hd master.

A Hd master for the Mugheria M E school at present for two months on probation. Pay Rs 25 lodging free. None need apply who is not an F A ( or plucked F A with an experience of at least 7 years service in the Education Department ). Mugberia po Midnapur.

An F A Hd master for the Kulia para Dhanamani M E Pindira po on Rs 25 per month, lodging free. Pindira po [Hooghly] via Pundooah E I R must stick at least for one year.

বল্লা মই° স্কুলে নূ হেঃ পঃ। বেতন ১৮ এবং আবা। পোঃ বল্লা. রতনগঞ্জ, টাঙ্গাইল।

জেলা বৰ্দ্ধমান মওলগ্রাম মাইনর স্কুলে একজন হেঃ পঃ। বেতন ১৬ টাকা ও বাসস্থান। এক ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইলে ৩।৪ টাকা পাইবেন। উপযুক্ত হইলে ২টী ছেলেকে পড়াইলেই আহার পাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ হাজরা চৌধুরী মোক্তার, কালনা, জেলা বৰ্দ্ধমান নিকট আবেদন করিতে হইবে

অরঙ্গাবাদ মইঃ স্কুলে ড্রিল ও ড্রয়িং জানা নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ২ জন মুসলমান শিক্ষক। উভয়ের মাসিক বেতন ৮ টাকা। উভয়েই আবা পাইবেন। লালবাড়ী, বদরগঞ্জ পোঃ, রংপুর।

জেলা মুর্শিদাবাদ, পোঃ রঘুনাথ অন্তর্গত আহিরণ গ্রামে একটী টোলের জন্য গবর্ণমেণ্টের স্মৃতিতীর্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ মুগ্ধবোধ কিম্বা কলাপ ব্যাকরণ জানেন এবং দশকর্ম্মে অভিজ্ঞ গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১৫ টাকা ও বাসা। এবং নিমন্ত্রণ ও বার্ষিকাদি হইতে আরও কিছু পাইবেন। মাঘ মাস মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জেলা হাওড়া, থানা আমতা, জালপুর মইং স্কুলে একজন ড্রিল ও ড্রয়িং জানা ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ৬৮ টাকা ও বাসস্থান শ্রীমন্মথ নাথ রায় এম; এ; বি এল উকিল, ২ বলরাম বসুর প্রথম গলি ভবানীপুর কলিকাতা।

সিউড়ি ই আই, আর ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে দশোদরপুর স্কুলে আপাততঃ তিন মাসের জন্য নৃ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পাশ একজন ২য় শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ১০ টাকা ও ঘরভাড়া পাইবেন এবং প্রাইভেট পড়াইলে বাসা খরচ চলিবে। হেড পণ্ডিতের নামে আবেদন করিবেন। পোঃ সিউড়ী জেলা বীরভূম।

সিরাজগঞ্জ অমৃতলাল মইং স্কুলে নৃ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১৫ টাকা। ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

---

( উদ্ধৃত )

গদাধর শিরোমণির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে, লোকমনোমুগ্ধকর ও আপামর সাধারণকে শিক্ষা প্রদ কথকতা, চিরস্মরণীয় ৺গদাধর শিরোমণি মহাশয় বঙ্গদেশে সুপ্রকাশ করেন। যখন শিরোমণি মহাশয়ের যশে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি এক দিবস কথকতা করিতে যাইবার পরে অপরাহ্নে কোন স্থানে বাহক দিগের বিশ্রামার্থে শিবিকা রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিছু পরে একজন সুবেশ সম্পন্ন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন "কৃপণের ধন কাহার পাপ।" শাস্ত্রের বচন প্রকাশ করিয়া শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন "তস্কর, রাজা ও অগ্নি, ... আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। একত্রীভূত হইয়া আসিলে প্রত্যেকেই উক্ত ধনের তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু যদি ঐ তিনজনের মধ্যে কেহ অনাগত থাকেন, তাহা হইলে অপর দুই জন উক্তধন সমানাংশে গ্রহণ করেন। যদ্যপি ঐ তিন জনের মধ্যে একজন মাত্র আগমন করেন তাহা হইলে উক্ত ধনে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকার হইয়া থাকে"। এ ব্যবস্থায় উক্ত ভদ্রলোক অতিশয় পুলকিত হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের গুণ ব্যাখ্যায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া তুলিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ভদ্রলোকটী করযোড়ে শিরোমণি মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। বিশেষ লভ্যের প্রত্যাশায় শিরোমণি মহাশয় কোন ধনী লোকের আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতে ছিলেন; সেই জন্য তিনি সে সময়ে উক্ত ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলায়, ভদ্রলোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে ও উক্ত ধনী লোকের নিকট বা তিনি কত টাকা প্রাপ্তির আশা করেন। সহাস্যবদনে শিরোমণি মহাশয়ের উত্তর হইল—"আপনার কল্যাণে পঞ্চলক্ষাধিপতি হইয়াছি এবং যে স্থানে গমনে উদ্যত হইয়াছি সেখানেও পঞ্চদশ সহস্রের ন্যূন লভ্যের প্রত্যাশা করি না"। করযোড়ে ভদ্রলোক বলিলেন; "আপনি বহুগুণের আধার। সেই জন্য আপনাকে নিঃস্ব করিবার পথরূ যুক্তি; ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ! আপনি যে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রার প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহাতে একজন ভদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহে কষ্ট থাকিতে পারে না। এদিকে আবার সে ধন এক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার করায়ত্ত হয় নাই; সুতরাং তাহাতে অন্য কাহার অধিকার উপস্থিত হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু আপনি যে পঞ্চলক্ষ মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কারণ এক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা বা অগ্নি সে ধনের জন্য উপস্থিত হন নাই। আমি তস্কর এবং আপনি কৃপণ। আমার নাম রঘুনাথ লোকে রোধো ডাকাত; আর আপনি আপনার বিমাতার ভরণপোষণ করেন না বলিয়া কৃপণের মধ্যে অগ্রগণ্য। পণ্ডিত হইয়া আপনি কখনই নিজের ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য করিবেন না; ইহা স্থির জানিয়াই আমি অনুরোধ করিয়াছি, অতএব বিলম্ব না করিয়া আমার সঙ্কেত গৃহে পদার্পণ পূর্ব্বক আমার অধিকার আমাকে অর্পণ করিয়া আপনি পুনরায় ধন উপার্জ্জনে বহির্গত হইবেন। যদি অতঃপর কৃপণতা পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে উক্ত পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রাও আমাকে পরে দিলেই হইবে।"

শিরোমণি মহাশয়ের বদন শুষ্ক ও নয়ন স্থির; কিন্তু তিনি রঘুনাথের যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্র-সম্মত কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। মৌন হইয়াই তিনি শিবিকায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার বাহকগণ শুভ কার্য্যানুযোগ অনুমান করিয়াই সত্বর পদে তাঁহার গৃহের সম্মুখভাগে তাঁহাকে উপস্থিত করিল। বহির্গত হইয়াই রঘুনাথের বিনীত ভাব দর্শন ও মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে তিনি গৃহপ্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সঞ্চিত ধন বহন করিয়া বহির্ব্বাটিতে আগমন পূর্ব্বক তিনি নূতনপক্ষে পঞ্চবিংশতি বিত্তীবিকাগ্রস্ত ডাকাইতের বদন নয়নগোচর করিলেন। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি রঘুনাথকে কহিলেন, "তস্করপ্রবর! যে কথকতার প্রসাদে আমি এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে তোমাদিগকে সেই কথকতা শ্রবণ করাইয়া তোমার করে এই সংগৃহীত অর্থ অর্পণ করি।"

একমাত্র অনুরোধ রক্ষা করিতে রঘুনাথ অসম্মত হইলেন না, তখন পর্য্যন্ত যামিনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয় নাই। দুই প্রহরের পরও অন্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে ইহা স্থির বুঝিয়াই রঘুনাথ অনুচরবর্গকে সুরস কথকতা শ্রবণের আদেশ করিলেন! যখন শিরোমণি মহাশয় নিবৃত্ত হইলেন, তখন পরদিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। অবশবশে অবাক হইয়া রঘুনাথ করযোড় করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনার আশ্চর্য্য শক্তি! আমার অনুচরবর্গ হৃদয়শূন্য এবং তাহাদিগকে একরূপ লৌহ বা প্রস্তরমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার কথায় প্রস্তর দ্রবীভূত ও লৌহ জলবৎ তরল হইয়াছে। আপনার সঞ্চিত ধন আপনার প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আপনার মর্য্যাদা রক্ষার্থে আমি তাহা আবার আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। পুত্রের বিবাহ বিলম্বাদ হইলে এখন হইতে আর বিমাতা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। পরদুঃখ মোচনে বদ্ধ হউন। আর যেন কৃপণতাকলঙ্ক আপনার নিষ্কলঙ্ক যশঃশশী স্পর্শ না করে এবং আমাকে যেন আর আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে না হয়"।

শিরোমণি মহাশয় দুইটি হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক গলদশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গদ গদ ভাবে কহিলেন, "রঘুনাথ! কালপ্রভাবে যদি বঙ্গদেশ বাসীর হৃদয়ে তস্কর প্রবৃত্তি প্রবেশ করে, তাহা

হইলে তাহারা সকল তোমার মত ভক্ত হয়। বাল্মীকি তস্কর ছিলেন, পরে তিনি আদি কবি হইয়া জগতের গুরু হইয়াছেন। আমার মনে হয় তুমি তাঁহারই অগ্রগ্রহণালঙ্কৃত। তুমি আমার গুরু হইলে। আজি হইতে আমার পাপনিবৃত্তির ভার তোমারই উপর ন্যস্ত করিলাম। আমাকে দেখাও।—কুশদহ। পৌষ ১৩১৬।

---

### ৺ রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী।

৺ রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট [illegible] কলিকাতা রামবাগানের সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েরই দৃষ্টি চিরকাল এই প্রখ্যাত বংশে বিশেষভাবে বিরাজ করিতেছিল। রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত ডেপুটিকালেক্টর ছিলেন। তাঁহার পুল্লতাত রসময় দত্ত প্রথমে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও পরে স্মলকজকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। পিতামহ নীলমণি দত্ত কলিকাতার তাৎকালিক হিন্দু সমাজের নেতৃত্বপদে বহুকাল প্রতিষ্ঠিত থাকায় তদীয় বংশমর্য্যাদা সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের এক পুল্লতাত কন্যার নাম তরুবালা দত্ত। ইনি ইংরাজী কবিতা লিখিয়া ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত যশ [illegible] তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র দত্তের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ যোগেশচন্দ্র, মধ্যম রমেশচন্দ্র, তৃতীয় অবিনাশচন্দ্র। পিতা রাজকার্য্যানুরোধে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বদলী হইয়া যাইলে, বালক রমেশকে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে হইত। এইরূপে অল্প-বয়সে তিনি অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে যখন সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত, রমেশচন্দ্র তখন পাবনায় পিতার নিকট ছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি অধিকদিন পিতৃ-স্নেহ ভোগ করিতে পান নাই। ইহার অল্প পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অতঃপর তিনি খুড়া শশিচন্দ্র দত্তের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ বৎসর বয়সে তাৎকালিক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। দুই বৎসর পরে তিনি ফাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে আর দুইটী বাঙ্গালী যুবকের সহিত রমেশচন্দ্রের বন্ধুত্ব জন্মে। তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজী ১৮৬৮ সালে রমেশচন্দ্র এই দুই বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইবার নিমিত্ত এবং স্বদেশে যথা কথঞ্চিৎ শাসনকার্য্য পরিচালনের উপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্য, লুক্কায়িতভাবে বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। জাহাজে তাঁহারা যে স্থান ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহার একস্থানে ইংরাজীতে লিখিত ছিল—"সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুই বন্ধু"। এক বৎসর পরে তিনজনেই সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে রমেশচন্দ্র সংস্কৃতে প্রথম ও ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই বর্ষে প্রায় তিনশত ইংরাজ পরীক্ষার্থী ছিলেন।

বিলাতে অবস্থান কালে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের সহিত জনষ্টুয়ার্টমিল, ভারতবন্ধু জনব্রাইট্, হেনরি ফসেট প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীবর্গের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হয়েন। ইহার পরে মিঃ দত্ত স্কটলণ্ডভ্রমণে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া বন্ধুবরসহ ফ্রান্সের পারিস নগরে উপস্থিত হয়েন। এই সময়ে (১৮৭০-১৮৭১) ফ্রান্সের বিপ্লব শেষ হইতেছিল। তখনও কমিউনিষ্ট এবং সাধারণ তন্ত্রীয় যুদ্ধ স্থানে স্থানে হইতেছিল। তখন বৈদেশিক কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া বিনাশ করা হইত। তাঁহারা পারিসে গিয়া সন্দেহক্রমে বন্দী হয়েন, কিন্তু এক-দিন মাত্র হাজতে থাকিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। অতঃপর জার্ম্মাণি, সুইজর্লণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া মায়ের ছেলে মায়ের কোলে আসিয়া উপস্থিত হন। ভারতে আসিবার পর হইতে ১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত মিঃ দত্ত বঙ্গের নানা জেলায় নানা রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ইং ১৮৭৪ সালে নদীয়া জেলায় দুর্ভিক্ষে এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাত্যা-প্রপীড়িত বরিশালের দক্ষিণ সাহাবাজপুর-বাসিগণের সাহায্যকল্পে তিনি বিশেষ দয়া প্রবণতা দেখাইয়াছিলেন। ১৮৮৫ অব্দে তিনি বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। ইংরাজী সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণ একজন বাঙ্গালীকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া নানারূপ উপহাস ও বিদ্রূপাচরণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই সময়ে ইলবার্ট বিল লইয়া রাজা প্রজার মধ্যে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু রমেশচন্দ্র এমন উৎকৃষ্টরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন যে মহাশয় বড়লাট লর্ড রিপণ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৮৫ সালের পর মিঃ দত্ত দুই বৎসর অবকাশ গ্রহণ করেন। ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ এবং ইউরোপ যাওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। এই দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা-কালে তিনি অগ্রজ যোগেশ বাবু ও স্ত্রী, ও পুত্র (অজয় দত্ত) এবং কন্যাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। ছুটির পর তিনি পাবনা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং এক বৎসর পরে মৈমনসিংহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বিশিষ্ট কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেন। ময়মনসিংহেই তিনি দেশীয়-প্রীতি-আকর্ষণে সমধিক সমর্থ হইয়াছিলেন। টাঙ্গাইলের রমেশচন্দ্র হল, নেত্রকোণার দত্ত হাইস্কুল প্রভৃতির স্থাপনাই তাহার প্রমাণ। ১৮৯০ সালে মিঃ দত্ত হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদে আরোহণ করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় তাঁহাকে একস্থানে রাখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া দিনাজপুর প্রভৃতি নানা-স্থানে বদলী করেন। বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট পদে কার্য্য করিবার সময়েই তিনি সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। (১৮৯২ সাল।) অনবরত গুরুভার বহন করিতে করিতে রমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। সুতরাং আবার তিনি ছুটী লইতে বাধ্য হইলেন ও বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তের সহিত হরিদ্বার কাশ্মীর মুসৌরি প্রভৃতি নানাস্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা করিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া তিনি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বহুদিন ঐ সভার সভাপতি থাকিয়া মাতৃভাষা সেবকার পরিচয় দিয়াছেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বর্দ্ধমানের কমিশনর পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নিযুক্ত করা হয়। তিনি একবার উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনারের পদও পাইয়াছিলেন। অনবরত গুরুভার সকল বহন করিয়া মিঃ দত্ত সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাই তিনি চেষ্টা পাইয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৬ বৎসর সুদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করিয়া চিরাবসরগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিলাত গিয়া লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃঃ হইতে ১৯০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত মিঃ দত্ত অধিকাংশ সময় বিলাতে থাকিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েন। এই বর্ষেই জমীদারী মহলে গবর্ণমেণ্টের দাবী হ্রাস লইয়া মিঃ দত্ত বড়লাট কর্জ্জনের সহিত নানারূপ তর্কবিতর্ক করেন। কয়েক বৎসর বিলাতে থাকিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগত হয়েন, এই সময় তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। এই বর্ষের আগষ্ট মাসে তিনি বরোদা-

রাজ কর্তৃক রাজস্ব সচিব নিযুক্ত হয়েন ; কিছুকাল এই কার্য করিয়া তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বরোদারাজ্যের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হয়েন। ঐ বর্ষেই [illegible] সাল) [illegible] তিনি [illegible] সেক্রেটারি বা মন্ত্রী [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। বরোদারাজ্যে কার্য করিয়া তিনি প্রজাসাধারণের এত প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন যে সকলে তাঁহাকে সেখানে "গরিব কা দোস্ত" বলিত।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত পণ্ডিত, রাজনীতিক, স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতিপ্রিয়, পাশ্চাত্যশিক্ষোন্নত, তেজস্বী পুরুষসিংহ ছিলেন, তিনি বঙ্গমাতার সুসন্তান। এপর্যন্ত তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। প্রধান প্রধান গুলি এই—

Famines in India (ফেমিনস্ ইন ইণ্ডিয়া)= ভারতের দুর্ভিক্ষ।

(১) Great Epics of India (গ্রেট এপিক্স অফ ইণ্ডিয়া)=২৪ খানি কাগজে মুদ্রিত চিত্রযুক্ত রামায়ণ ও মহাভারত নামক মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পদ্য ইংরাজী অনুবাদ। ইহা প্রথম ইংলণ্ডে ছাপা হয়।

(৩) Indian Trades Manufactures and Finance (ইণ্ডিয়ান ট্রেড্স্ ম্যানুফ্যাকচারস্ এণ্ড ফাইনেন্স)=[ভারতীয় ব্যবসায়ের ও অর্থনীতি।]

(৪) Lake of Palms (লেক অফ পাম্স্) ; ভারতের একটী পরিবারের দুঃখ সম্বলিত উপাখ্যান সংসার নামক বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদিত।]

(৫) Three years in Europe (থ্রি ইয়ার্স ইন ইউরোপ) ইউরোপে তিন বৎসর। ইহা প্রথমে ইংরাজীতে লিখিত হয়। পরে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে।

(৬) Slave girl of Agra (স্লেভ গার্ল অফ আগ্রা) আগ্রার বালিকা ক্রীতদাসী [ঐতিহাসিক উপাখ্যান।]

[৭] Early Hindu civilization [আর্লি হিন্দু সিভিলিজেশন=প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা। ১৮৮৮—১৮৯০ খৃঃ মধ্যে তিন ভাগে এই গ্রন্থ বাহির হয়।

[৮] Literature of Bengal [লিটারেচার অফ বেঙ্গল] —বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ।

[৯] Later Hindu civilization [লেটার হিন্দু সিভিলিজেশন] পরবর্তীকালের হিন্দু সভ্যতা।

[১০] India under the British rule [ইণ্ডিয়া আণ্ডার দি ব্রিটিশ রুল] ইংরাজ শাসনাধীন ভারতবর্ষ।]

[১১] Civilization in the Budhist age [সিভিলিজেশন ইন দি বুদ্ধিষ্ট এজ)=[বুদ্ধযুগের সভ্যতা।)

[১২] Indiain the victorian age [ইণ্ডিয়া ইন দি ভিক্টোরিয়ান এজ]=[ভিক্টোরিয়ার সময়ে ভারতবর্ষ।

[১৩] Oyen letters to Lord Curzon [ওপন্ লেটারস্ টু লর্ড কর্জন] [লর্ড কর্জনের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী।]

[১৪] Rambles in India [র‍্যাম্বলস্ ইন ইণ্ডিয়া]=ভারত ভ্রমণ।

[১৫] Speeches and papers containing speeches in England 1901 and Mr. Dutt's replies to Lord Curzon's Land Resolution.

(১৬) ঋগ্বেদ—১৮৮৫ সালে প্রথম ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হয়। তাহার পর ইংরাজীতেও ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছে। মূলঋগ্বেদও মিঃ দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১৭) বঙ্গবিজেতা (গ্রন্থকার বন্ধুবর বিহারীলাল গুপ্তের নামে ইহা উৎসর্গ করিয়াছেন। ১২৮০ সালে প্রথম মুদ্রণ হয়।)

(১৮) মাধবীকঙ্কণ=(১২৮৪ সালে ইহার প্রথম প্রকাশ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ।)

(১৯) জীবন সন্ধ্যা=১২৮৫ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়া গ্রন্থকার প্রথম প্রকাশ করেন।)

(২০) জীবন প্রভাত=(১২৮৪ সালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশ চন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া প্রকাশিত হয়।)

(২১) সংসার=সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গীকৃত। ১২৮৫ সালে প্রথম প্রচার।

(২২) সমাজ=অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের নামে উৎসর্গীকৃত। ১২৮৬ সালে প্রকাশিত।

(২৩) Civilization in ancient India.

(২৪) Economic History of India.

(২৫) হিন্দুশাস্ত্র। (২৬) Indian History.

( হিন্দু সখা, পৌষ ১৩১৬ )

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অঙ্কগুলি গ্রাহক গণের নম্বর ও যে বর্ষে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা কাগজেতেও প্রত্যহ থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্বক আপন আপন নম্বরের উল্লেখ করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ঐ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৩১ শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ কীর্তিপাশ ৩॥১২।১০
৮৪ " সেঃ বিষপত্র মডেল স্কুল ঐ
৯৬২ " সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাকুড়িয়া এল, এম এস স্কুল ঐ
৭১৩ " সুরেন্দ্র নাথ চট্টো, তমুয়া ঐ
৩০ " বেণীমাধব বন্দ্যো, হেঃ মাঃ সেতাবগঞ্জ মইঃ স্কুল ঐ
১৫০৮ " টীঃ বসোয়া বোর্ড স্কুল ঐ
১৮৬ " তিনকড়ি মিশ্র, বাগুলগ্রাম ঐ
১৫৯৯ " কুঞ্জ বিহারী বন্দ্যো, আমুক স্কুল ঐ
১৬০০ " ভুবন চন্দ্র দত্ত কর্মকার কলিকাতা ঐ
৮৬৮ " ব্রজনন্দন নিয়োগী, টৈভটা ঐ
৯৬৪ " ছাত্রবৃন্দ, দক্ষিণডিহি স্কুল ঐ
১৬০১ " হেঃ পঃ কালিকাপুর উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৬০১ গোবিন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণপুর ঐ
১৬০৩ " গতি গোবিন্দ সাহ, রাইপুর বোর্ড স্কুল ঐ
১৬০৪ " শরচ্চন্দ্র রায়, কিশোরগঞ্জ ঐ
১৬০৫ " আহদের রকমন মুছাপুর ঐ
১৬০৬ " ছাত্রবৃন্দ হুগুকুরিয়া মইঃ স্কুল
১৬০৭ " হেঃ পঃ তাঁতিপাড়া বোর্ড স্কুল ঐ
৮৯ " কুঞ্জবিহারী ঘোষ, বদনগঞ্জ স্কুল ঐ
৭৬০ " গিরীশচন্দ্র মাইতি, বাঁয়ামত জি টী স্কুল ঐ
৮৯২ " মতিলাল কুণ্ড, চাপড়া ঐ
৯১০ " উপেন্দ্র নাথ মণ্ডল রাঙ্গামাটি ঐ
৭২৪ " দেওয়ান উল্লা মিয়া; কাঞ্চনাবোর্ড ঐ
২০২ " বনোয়ারী কান্ত হালদার, গদাপিয়াশাল; ঐ
১০২১ ,, এডোয়ার্ড লাইব্রেরী কলিকাতা ঐ
১০২৪ " গিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়া বড়বাজার ৩।১৩০।১০

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*,

কর্ম্মখালি।

"কনোজপুর উঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ে একজন মাইনর পাশ শিক্ষক। কোন ইং স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া থাকিলে ভাল হয়। বেতন আপাততঃ ৬৲ এতদ্ব্যতীত বনা খরচে আহার ও বাসস্থান। যশোহর পোঃ যশোহর।

আসনান তমোলুক সার্ব্বজনীন বিদ্যালয়ে একজন নর্ম্মাল ট্রেনিং পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত, বেতন মাসিক ১৩ টাকা। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীফণীন্দ্র কৃষ্ণ দাস আসনান তমোলুক, পোঃ আড়ং কিয়ারাণা, জেলা মেদিনীপুর।

নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক, আধুনিক নিয়মে শিক্ষিত মাসিক ১৮৲ বেতনের হেঃ পঃ; থাকিবার বাসা পাইবেন।

ভবানীপুর মধ্য ইং স্কুলের জন্য একজন এফ, এ হেড মাষ্টারের আবশ্যক বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা ও আবা পাইবেন। শ্রীকালীনাথ চৌধুরী ভবানীপুর মধ্য ইং স্কুল পোঃ রঘুরামপুর জেলা রাজসাহী

জেলা ফরিদপুরের বাগনাড়া রাজধরপুর ডিঃ বোর্ডের সাহায্যকৃত মিডল মাদ্রাসার জন্য একজন মাইনর কিম্বা মধ্য বাঙ্গালা পাশ ইংরাজী জানা শিক্ষক। মুসলমান হইলে আবা। এবং হিন্দু হইলে শুধু থাকিবার স্থান। বেতন আপাততঃ মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে. বেলগাছি রেল ষ্টেশন হইতে অনেক নিকট। পূর্ণ দুই বৎসর টিকিয়া থাকিবার কবুলিয়ৎ দিতে হইবে। মৌলবী আকছার উদ্দিন আহমদ আমলা সদরপুর পোঃ, জেলা নদীয়া এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

মাদারীপুর মিডল মাদ্রাসা স্কুলে উচ্চ মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন হেঃ মৌলবী ও একজন ২য় মৌঃ। বেতন যথাক্রমে ২০ টাকা ও ১৫৲ টাকা। এবং নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ (নূতন নিয়মে শিক্ষিত) জনৈক ২য় পণ্ডিত বেতন ১৮ টাকা। প্রত্যেককেই দুই বৎসর স্থায়িভাবে থাকিতে হইবে। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে কমিটির সেক্রেটারী মাদারীপুর মিডল মাদ্রাসা জেলা ফরিদপুর ঠিকানায় আবেদন করুন।

[illegible] অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে [illegible] সরকারে মাসিক ৫৲ টাকা বেতন মাইনর [illegible] অথবা এণ্ট্রান্স স্কুলের ৩য় ৪র্থ শ্রেণী [illegible] একজন শিক্ষক [illegible] বাড়ীতে [illegible] [পড়াই]তে পারেন এরূপ লোক হইলে সুবিধা হয়।

বিষ্ণুপুর মইং স্কুলে একজন ড্রিল ড্রইং জানা দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১৬৲ টাকা ও বাসস্থান। যদুনাথ সরকার পোঃ কন্দাবান জেলা মুর্শিদাবাদ ভায়া জঙ্গিপুর।

মির্জাপুর মইং স্কুলে নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ। বেতন ১৪ টাকা। বাসা পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইলে আহারের সংস্থান হইবে। শ্রীনলিনীমোহন মণ্ডল মির্জাপুর মইং স্কুল। পোঃ মির্জাপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

হরিণচড়া মইং স্কুলে মাসিক আপাততঃ ১৬ টাকা বেতনে একজন দেশী কসরৎ জানা নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। ১২ টাকা বেতনে অঙ্ক ভাল জানা এণ্ট্রান্স পড়া একজন সেকেণ্ড মাষ্টার, এবং মাসিক ৮ টাকা বেতনে কিছু ইংরেজী জানা মধ্য বাঙ্গালা পাশ একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত। হিন্দু মুসলমান সকলেরই আবেদন অগ্রগণ্য। সকলেই বিনা ব্যয়ে আবা পাইবেন। স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট পোঃ বাঁশদহা ভায়া কালিদহেরঘাট, রংপুর ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

রামভদ্রপুর মইং স্কুলে এফ এ পাশ একজন হেঃ মাঃ। বেতন আপাততঃ ২০ টাকা ও আবা। পোঃ ভেদারগঞ্জ, জেলা ফরিদপুর।

সরাবাড়িয়া সার্কেল স্কুলে একজন ভাল ইংরাজী জানা গুরুট্রেনিং পাশ শিক্ষক। বেতন ৮ টাকা ও আবা। শ্রীসীতানাথ বিশ্বাস পোঃ আন্দুলবেড়িয়া, সরাবাড়িয়া জমিদার কাছারি, নদীয়া।

গোপাটা স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ বা ফেল সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন দশ টাকা ও আবা।

রেজওয়ান নগর মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ ও মাদ্রাসার জন্য আলীয়া মাদ্রাসা পাশ জনৈক হেড মৌলবী উভয়েরই ইংরাজি জানা থাকা আবশ্যক। বেতন পণ্ডিতের ১৬৲ ও মৌলবীর নগদ ১০৲ টাকা এবং সেক্রেটারি সাহেবের বাটীতে যে মসজিদ আছে উক্ত মৌলবী সাহেবকেই ঐ মসজিদের এমামতিও করিতে হইবে। তজ্জন্য মসজিদের যে ১২/০ বারবিঘা জমি আছে তাহার ফসলও তিনিই ভোগ করিবেন। মুসলমান পণ্ডিতের দরখাস্ত অগ্রগণ্য এবং উভয়েরই আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত আছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্যে আবেদন করুন। পোঃ অমনকোনা, ভায়া ধাঁড়া জেলা পাবনা।

চৌবাড়ী ম ইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২০ ও আবা জাতি বৈদ্য,নম শোণ,ও শীলের অগ্রভোজী দরকার। প্রাইভেট মিলিবে। পোঃ রায়দৌলতপুর (পাবনা)।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ গড়হরিপুর, পূর্ণিদত্ত ম ইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫৲ টাকা ও আবা।

জেলা ফরিদপুর, পোঃ খয়রপুর, খয়রপুর মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ২৫৲ টাকা কায়স্থ কিম্বা বারুইয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে।

উত্তর বলহরা মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক দ্বিতীয় শিক্ষক বেতন ১১৲ টাকা ও নর্ম্মাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও এণ্ট্রান্স পাশ কিম্বা ফেল একজন ২য় শিঃ। বেতন ১৬৲ টাকা ও আবা। মুসলমান ও কৈবর্ত্তজাতির আবেদন অগ্রগণ্য, পোঃ তমলুক জেলা মেদিনীপুর।

মহিমাগঞ্জ ম ইং স্কুলে এফ এ মুসলমান শিক্ষক বেতন আহারাদি বাদ ২৫৲ টাকা। ই বি এস আর রেলওয়ের মহিমাগঞ্জ ষ্টেশনের একবারেই সন্নিকট। ১৭ই ফেব্রুয়ারী মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা রংপুর।

চিমাধুকরিয়া ম ইং মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে জনৈক পণ্ডিত নর্ম্মাল পড়া বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ। বেতন আপাততঃ ৭ টাকা এবং আবা। ঐ বেতনে আরবী পার্শি জানা ছাত্রবৃত্তি পাস থার্ড মৌলভি পোঃ মোহনপুর, পাবনা।

পুরন্দরপুর মইং স্কুলে একজন তৃতীয় শিক্ষক নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক অথবা এণ্ট্রান্স পাশ। বেতন ১৪৲ প্রাইভেট পড়াইলে ৫।৬ টাকা। স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিংএ বাসস্থান। বীরভূম জেলার সিউড়ী ও আমাদপুর ষ্টেশন হইতে নিকটে।

জেলা নদীয়া পোঃ দৌলতগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ ডিঃ বোর্ড স্কুলে একজন হেঃ পঃ বেতন গুণানুসারে ১৬ হইতে ১৮ টাকা।

রাজবাড়ী রাজাসূর্য্যকুমার ইনষ্টিটিউশনের জন্য একজন নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক ২য় পঃ। ড্রিল ড্রইং ও কিছু ইংরাজী জানা আবশ্যক। বেতন ১৫ হইতে ২০ টাকা (যোগ্যতানুসারে) বোর্ডিং হাউস তত্ত্বাবধানের সহায়তা করিলে কিছু আছে। পোঃ রাজবাড়ী ই বি এস আর (ফরিদপুর)।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ মুগবেড়িয়া,মুগবেড়িয়া মইং স্কুলে একজন তৃতীয়বর্ষ উত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা। প্রাইভেটে আহার ও বাসস্থান।

# প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকের মতামত নহে

## তীর্থযাত্রা [১৭৬]

### জীবন্মুক্ত।

বাল্যকালের ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষা করিয়াছিলাম—"পুনর্জ্জন্মবাদ" মিথ্যা সংস্কার, ন্যায়তঃ জ্ঞানতঃ এবং ধর্ম্মতঃ তাহা হইতেই পারে না।—মানুষ এই পৃথিবীর প্রধান সৃষ্টি, এই পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্ট হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে এই প্রথম উদ্যোগ করিতেছে। তাহার পর বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমাজ সমিতিতে উপস্থিত হইয়া জানিলাম, সেই কথাই সত্য—তখন আমাদের শিক্ষানবিশী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই কুলের ইতিহাস আছে, শাস্ত্র আছে, ধর্ম্ম আছে এবং তাহার অনুকূলে কহিবারও অনেক কথা আছে, সে সকল কথা এখন অতলস্পর্শ জ্ঞানরূপ সাগরের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, জ্ঞানী-ধনী তপস্বীরূপ ডুবুরী ভিন্ন কেহই তাহা উঠাইতে পারে না। বহুবার কেহ কেহ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিলেও বাল্যকালের শিক্ষার দোষে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না—তাই বহুকাল এই সংস্কার অবাধে রাজ্য করিতেছিল। ক্রমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই তামাসা দেখাইবার নিমিত্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া ডুবুরীর কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন—তখন তাঁহারা অগাধ জলে নামিতে না পারিয়া যে সকল শঙ্খ, শম্বুক (কাব্য-অলঙ্কার) উঠাইতে লাগিলেন, তাহার প্রথম দৃশ্য তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিয়াছিল, তখন তামাসার কথা ভুলিয়া গিয়া গভীর জলে ডুবিতে গেলেন। সেই ডুবে যাহা পাইলেন, তাহা তাঁহাদিগকে ত বিমোহিত করিয়াছিলই, আমরাও তাঁহাদের প্রসাদে অনেক দেখিয়া লইলাম। এই দেখার অনেক সুফল ফলিতেছে। তখন তাঁহাদেরই মুখে শুনিলাম আফ্রিকার পরবর্ত্তী প্রদেশ ভারতবর্ষ কাফ্রিদের ন্যায় বর্ব্বর জাতিতে পূর্ণ নহে, তাহাদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা আছে, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার সুন্দর রীতি আছে, তাহাদের জাতীয় গৌরব আছে, তাহাদের মধ্যে বর্ণে বর্ণে জ্ঞান-ধর্ম্মের বিবিধ চর্চ্চা আছে আর আছে ইহ-পারত্রিকের সংযোগ বিধান; এই বিধানে কর্ম্মগত জন্ম এবং জন্মগত ধর্ম্ম বিহিত তাহাদেরই তাহারা পুনর্জ্জন্ম বা (Transmigration of soul) কহে, তাহা এরূপ বিচিত্রভাবে বর্ণিত যে, যে সে তাহার মর্ম্মাবধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

এই ডুবুরীদিগের নিকট আমরা (ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসী) যার পর নাই কৃতজ্ঞ আর অধিকতর কৃতজ্ঞ তত্ত্বসভার প্রতিষ্ঠাতাগণের নিকট (Members of the Theosophical Society) ইঁহারা সেই জ্ঞানসমুদ্র মথিয়া সেই শঙ্খ শম্বুক বাছিয়া হীরা মুক্তা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্যে এই ত্রিশ বত্রিশ বৎসরে—জ্ঞানসাগর কূলে যে রত্ন স্তূপাকারে রক্ষিত হইয়াছে তাহারই জ্যোতিঃ অসীম—এই অসীম জ্যোতিঃ প্রভাবে এখন আমরা যাহা দেখিতেছি তাহাতে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছি। না জানি সেই অতল-স্পর্শ গহ্বরে আরো কত অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে। তাহাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? ভারতের পুরাতন ঋষিগণ পরলোকে, ধ্যানপরায়ণ মহাপুরুষগণ হিমালয়ের গভীর-গহন প্রদেশের গুহা গহ্বরে, ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা শুভকর্ম্মে নিরত, যাজক পাঠক ব্রাহ্মণগণ যজন যাজনে-সন্নিবিষ্ট, আর অপরাপর ব্রাহ্মণেরা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তবে ত আর সে রত্ন উদ্ধার হইল না। কেন হইবে না? শাস্ত্রে ত প্রতিনিধি দ্বারা সকল কার্য্য সাধন করিতে অনুজ্ঞা আছে। তাই বুঝি তাঁহাদিগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দাস ঘোষ-বসু মহাশয়েরা প্রাণপণে তাঁহাদের কার্য্য উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন?

একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখ, হে জীব! তুমি যে কর্ম্ম প্রবাহে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছ তাহা তোমার সেই কর্ম্মেরই স্রোত বৈ আর কিছুই নহে। তাহার প্রসার প্রবহমান বলিয়া তাহার নিম্নে কিছুই দেখিতে পাইতেছ না। এখন এই কর্ম্মপ্রবাহ স্থগিত কর। যদি কখন নদীখননকারী যন্ত্র (Dredger) দেখিয়া থাক তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে তাহার কার্য্য কিরূপে হইতেছে, পলি পড়িতে পড়িতে নদীবক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাকে অপসারিত করিবার জন্য সেই যন্ত্রমুখাবদ্ধ কর্দ্দম খনন করিতে করিতে সেই সঞ্চিত বালুকারাশি খনন করিতে থাকে তখন নিকটস্থ [illegible] কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠে তাহাতে ইতস্ততঃ ভীত বা বিচলিত হয় না পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিয়া বালি পলি কাদা উত্তোলন করিয়া স্রোতের মুখ ফাটাইয়া দিলে, অল্পকালের মধ্যে সেই সঞ্চিত কর্দ্দম নিঃশেষ হইয়া নদীগর্ভ অগাধ জলে পূর্ণ হয়, তখন যত কেন বৃহদায়তন অর্ণবপোত হউক না, তাহা অনায়াসে তথায় গমনাগমন বা নোঙ্গর করিতে পারে—ডুবুরীগণ [illegible] মণিমুক্তা কত রত্ন উদ্ধার করিতে পারে। তদ্রূপ জীবের কর্ম্মস্রোতেরও এই দশা, চিরাচরিত সংস্কার যাহাকে যে কর্ম্মে নিয়োজিত করে, সে তাহাতেই বিব্রত, এই বিব্রত কর্ম্ম আমাদিগকে বিবিধ কর্ম্মের পথে লইয়া যাইতেছে। তাহাতেই পলি পড়া নদী গর্ভের ন্যায় আমাদের হৃদয়হ্রদ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাই আমরা [illegible] রত্ন দেখিতে পাইতেছি না।

মহাভারতে ইহার একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বর্ণিত রহিয়াছে। নহুষ সাধক পুণ্যকর্ম্মফলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া দর্পদোষে স্বর্গ হইতে পতিত হওয়া সর্পযোনি প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার কর্ম্মজন্য মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি এত বৃহৎ অজগর রূপধারণ করিয়াছিলেন যে নিজ ক্ষুৎ পিপাসা শান্তি করিবার জন্য একপদও অগ্রসর করিতে পারিতেন না, সেই বৃহৎ [illegible] ভার আরে, [illegible] অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই অবস্থায় তাঁহার কৃত কর্ম্ম সকল স্মরণ পথে উদয় হইতে লাগিল—সেই স্মৃতি তাঁহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিল। পুনশ্চ [illegible] পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিল। মনুষ্যকে এই পথ ধরিয়াই জন্ম সার্থক করিতে হইবে। প্রাচীন আচার্য্যগণ এই পথ দেখাইয়া এক জীবনেই সাধক জীবন লাভ করিবার জন্য শতবর্ষ পরমায়ু ধরিয়া কাল বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। বাল্য ১৫ বৎসর যৌবন ১৫ বৎসর প্রৌঢ় ২০ বৎসর, তাহার পর বার্দ্ধক্য শেষ দেহের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধরিয়া লইলে ৫০ বৎসর। এই শত বৎসরে মানব লীলা উদযাপন করিতে হইবে। বাল্যকালের বন্ধন ২৫ বৎসর মধ্যেই, তাহার পর যৌবন সীমায় উপনীত হইয়া অর্থোপার্জ্জন, স্ত্রীপুত্র পরিবার প্রতিপালন [illegible] ১০ = ৩৫ বা ৫০ বৎসর মধ্যেই, তাহার পর জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনা ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত [illegible] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যাঁহারা কঠোর এত সাধনে অসমর্থ তাঁহারা [illegible] অবস্থানুসারে [illegible] এক [illegible] আশ্রয় করিয়া লইয়া থাকেন। কর্ম্মবিপাক তাঁহাদেরকে গলগ্রহ। নহুষ, সর্পযোনিতে স্বকর্ম্ম থাকিয়া যে ধর্ম্ম সাধন করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা মনুষ্যকে তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু জন্ম, শিক্ষা এবং সংসর্গ দোষে তাহা করিতে আমাদের অবসর দিলে না। তাই পুনর্জ্জন্মবাদ কেমন [illegible] অসম্ভব হইতেছে, উন্নতি পথ [illegible] পাপ [illegible] বলিয়া বোধ হইতেছে।

---

উদ্দেশ্যই পোষণ করিও না। আসলে কোন বৃদ্ধি নাই; ছায়ার ভাবা যেন থাকে না। সরল স্বপালনেই ছেলেদের ও প্রজাদের স্বভাব ভাল হয়।"

সেখ সাদির কয়েকটা উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। মহাজাপের অনেকগুলি গল্প তাঁহার পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

(ক) ছাই পরে পড়িলেও ছাই। ধূলি আকাশে উড়িলেও ধূলি।

(খ) কতর বাঘের অপেক্ষা কুকুর হুঁদুর অনেক ভাল।

(গ) যে ব্যক্তি প্রাণের ভয় করে না এবং পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখে না, সেই ব্যক্তিরই পরামর্শ রাজার প্রণিধান করিয়া শুনা উচিত।

(ঘ) কোরানের ধর্মনীতি ব্যবহারে "পালন" জন্ত ভগবান উহা দিয়াছেন। আবৃত্তি জন্ত নয়। [—সকল শাস্ত্রে উপদেশের সম্বন্ধেই এই কথা ঠিক।]

(ঙ) প্রত্যহ নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে সমস্ত দিনের কার্য্য গুলি কামাদি ষড়্‌রিপুর ক্রীত দাস হইয়া করিয়াছ না, ঈশ্বরের ক্রীত দাস ভাবে করিয়াছ?

(চ) তানপুরায় সুর যতক্ষণ ঠিক থাকে ততক্ষণ গায়ক উহার কান মোচড়াইয়া দেয় না। নিজে সংযত থাকিলে প্রকৃত পক্ষে কোন বিপদই নাই।

(ছ) বলবান হিংস্রক অপেক্ষা পরিশ্রমী নিরীহ লোককে মান্ত করিতে শিক্ষা কর। পশুরাজ সিংহ অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে ভারবাহী গর্দ্দভ ভাল। [—কতদিনে আমরা নিজেদের সমাজের নিম্নতর পর্য্যন্ত সকলেরই সদ্‌গুণের মান্ত করিব।]

(জ) গভীর জলে প্রস্তর ফেলিলে জল ময়লা হয় না। প্রকৃত ধর্মাত্মাদিগেরও সামান্ত কারণে চিত্ত চাঞ্চল্য হয় না।

(ঝ) দেহ মাটিতেই যখন পরিণত হইবে—তখন পূর্ব্ব হইতেই "মাটির মানুষ" হও।

(ঞ) নিজের পরিশ্রমার্জ্জিত খাবার অপরের বাড়ীর মহাসমারোহের মহাভোজের নিমন্ত্রণে প্রাপ্ত খাদ্য অপেক্ষা রুচিকর ও সুমিষ্ট।

# এডুকেশন গেজেট।

২২শে মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সাল

## বাঙ্গালার জেলাবোর্ড।

১৯০৮-৯ সালের বাঙ্গালার জেলাবোর্ড সমূহের কাজ কর্ম সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনরগণ যে রিপোর্ট দেন সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে—

বৎসরকাল মধ্যে জেলাবোর্ড অথবা স্থানীয় বোর্ডের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই, কেবল খুলনা জেলায় দৌলৎপুরে একটি নূতন ইউনিয়ন কমিটী হইয়াছে। মোট ৫১টি ইউনিয়ন কমিটীর আয় বৎসরকাল মধ্যে ১৭ হাজার ১৮০ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ১৬ হাজার ৯১৩ টাকা। এতদ্ব্যতীত তৎপূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকাও কিছু ছিল। মোট ব্যয় হইয়াছে ১৬ হাজার ৫২৪ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ১৬ হাজার ৫২ টাকা।

জেলাবোর্ডগুলির পূর্ব্ববৎসরের মোট উদ্বৃত্ত ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার ২৪৫ টাকা ছিল। এ বৎসরে সকল রকমে (প্রাদেশিক আদায়, সুদ, খোঁয়াড়, শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, বৈজ্ঞানিক এবং জনসাধারণের বিভাগ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি, ফেরিঘাট প্রভৃতি, দান, ঋণ গচ্ছিত, অগ্রিম, অন্যান্য) ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ২০ টাকা আদায় হইয়াছে। উদ্বৃত্ত টাকা এবং এ বৎসরের আদায়ী টাকা মোট ১ কোটী ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ২৬৫ টাকার মধ্যে বৎসরকালে ব্যয় হইয়াছে ৮৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪১৭ টাকা। উদ্বৃত্ত আছে ২১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৪৮ টাকা।

শিক্ষার জন্ত এ বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ১২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৭০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ১১ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৯০ টাকা। প্রাথমিক স্কুল সমূহের জন্ত গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্ট যত টাকা দিয়াছিলেন তাহার সব টাকা খরচ হয় নাই, তাহার কারণ, কোথাও ঐরূপ গৃহনির্ম্মাণ করিতে যত টাকা মোট খরচ হইবার কথা তাহার একতৃতীয়াংশ স্থানীয় লোকের নিকট হইতে আদায় দেখাইতে পারিলে অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্ট দিবেন এইরূপ কথা আছে। ঐ একতৃতীয়াংশ টাকা স্থানীয় লোকের নিকট হইতে অনেকস্থলেই আদায় দেখাইতে না পারায় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যও ঐ সকল স্থলে দেওয়া হয় নাই। কাজেই অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিয়া গিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত জমা দেওয়া হইয়াছে। এরূপ হইলেও প্রাথমিক স্কুলসমূহের জন্ত গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারে বৎসরকাল মধ্যে কতকটা উন্নতি হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৎসরকাল মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া ২২৫৫ স্থলে ২৩৬৮ হইয়াছে। এবং সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চপ্রাথমিক এবং নিম্নপ্রাথমিক স্কুল সমূহে বালক ৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩০২ এবং বালিকা ৮২ হাজার ৬৩৫ শিক্ষা পাইয়াছে। ১৯০৭-৮ সালে ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৩১ বালক এবং ৭৭ হাজার ৯০২ বালিকা শিক্ষা পাইয়াছিল। একমাত্র হুগলী জেলা ব্যতীত আর সকল জেলাতেই শিক্ষার জন্ত ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে যত টাকা হইবে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে।

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, খুলনা, সাহাবাদ, সারণ, দারভঙ্গ, ভাগলপুর, বালেশ্বর হাজারিবাগ রাঁচি ও মানভূম—এই এগারটি জেলায় জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছে। অনেক স্কুলে ফ্লাইশাটল তাঁতের প্রচলন করা হইয়াছে বলিয়া বোর্ড রিপোর্টে লিখিয়াছেন। এ সকল স্কুলের কিন্তু মোটের উপর এ সম্বন্ধে উন্নতি তেমন উৎসাহপ্রদ হয় নাই। ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, উপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধান বিহীন এই সকল স্কুলে সাহায্য করা অপেক্ষা শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে যাইয়া ছেলেরা যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য দানের ব্যবস্থা রাখিলে উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় শিল্পাদি শিক্ষাদান সম্বন্ধে বোর্ড অনেকটা ভাল কাজ দেখাইতে পারিবেন।

---

## সপ্লিমেণ্টারী এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল

বর্ণমালানুসারে

প্রথম বিভাগ

আবদুল মাইদ আগরতলা, আবদুর রহমান সিলেট, অধিকারী জ্যোতিষ কান্তি নরেন্দ্র কৃষ্ণ নগর, অঙ্‌ মাউন রেঙ্গুন, আজিজুদ্দীন মঃ চৌধুরী হবিগঞ্জ।

বাগচি কৃষ্ণদাস কলিকাতা সিটি, বৈরাগী ভুবন চুঁচুড়া ফ্রিচর্চ্চ, বলদেব সহায় গয়া সাহেবগঞ্জ।

বন্দ্যোপাধ্যায়—অম্বিকা আর্গা মিশন, বঙ্কিম দার্জ্জিলিং, বিভূতি বাঁকুড়া ওয়েস্লিয়ান, বিমান কলিকাতা হিন্দু, দ্বিজেন্দ্র রামপুরহাট যতীন্দ্র কাগ্রাম; যতীন্দ্র বনগাঁ, যতীশ প্রাইভেট, কালিদাস কেশব একাঃ, কেদার সাউথ সুবঃ, মদন মিত্র ইনঃ, মণীন্দ্র রামপুর হাট, মণীন্দ্র নবাব বাহাদুর ইনঃ মন্মথকুমার মানভূম জিলা, নরেন্দ্র কটক পি এম একাঃ পঞ্চানন উলুবেড়িয়া, প্রথম হুগলী ব্রাঞ্চ, প্রতিভা সিটি শৈলেন্দ্র গড়বাটী, সুবোধ আড়া, ঠাকুরদাস দৌলৎপুর, উপেন্দ্র সিটি।

বারদোলাই গণেশ গৌহাটী, বড়ুয়া বিনন্দী রাম ঐ. দেবেন যোড়হাট।

বসু—অমর বঙ্গবাসী, অমিল ভবানীপুর এল এম এস অশ্বিনী বর্দ্ধমান আলবার্ট, বীরেন্দ্র ভবানী-

নিরঞ্জন বরিশাল জজ, কবি সেনহাটি; শ্রীশ চুনারাওন, শীতল প্রসাদ বাঁকীপুর; শীল নীলকান্ত রংপুর; সিংহ - শীতাংশু পরা টাউন; শক্তি সিকক কমলেশ্বরী টি এন চুনি. রবীন্দ্র ঋষি মদন; পঙ্কজ নহিবাদল, সুধাংশু কুড়ুচিরা; সুরেশ বর্দ্ধমান আল বাট; সিংহ রায় কনক মিত্র ইনা; সিরাজুদ্দীন পণ্ডিতসর।

সোম মতি বাগেরহাট, সুলতান আলি সিলেট; সৈয়দ আবদুল হাই টিকেযোব; সৈয়দ আমানতুল্লা নবাবগঞ্জ; সৈয়দ মঃ আজিদ কলিকাতা মাদ্রাসা; সৈয়দ শামসুল আলাম আরাম্বা; সৈয়েদ রহমন চুরক; তমিজুদ্দীন বেগ মাওখিলা; তরফদার চাক, মুক্তাগাছা, ঠাকুর বাসুদেব উইলিয়ম হাই; টাকপাঠী প্রাইভেট, ত্রিবেণী জগৎ কাঁচি উকিল পুন্নারাম সোনামার; বিপিন আলি খঃ সিরাজগঞ্জ বনোয়ারী।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ কলিকাতা ] গত শনিবার খাঁ বাহাদুর সামসুল আলমের হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্তের বিচার পুলিসকোর্টে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহোর নিকট হয়। বাদীপক্ষে মিঃ হিউম ছিলেন। বিচারকালে আদালত গৃহে কেবল কয়েকজন মাত্র উকিল ও সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদিগকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই পুলিশ পাহারা রাখা হইয়াছিল। হত সামসুল আলমের আর্দ্দালি বিশ্বেশ্বর মিশ্র, পুলিস সার্জ্জন মিঃ বেয়ার্ড, আজাদার খাঁ নামক একজন বরকন্দাজ, বরকন্দাজ রাঘবন, পুলিশ সওয়ার আলি মহম্মদ খাঁ, কনষ্টেবল খাজো সিং ও রামরতন সিং, সার্জ্জেণ্ট গ্রীন ও হোয়াইট, কনষ্টেবল রামগোলাম সিং, আলিপুর জজ আদালতের পেসকার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার মিঃ পোর্টল্যাণ্ডের কেরাণী, দালাল শিউবক্স দত্ত, ডেপুটী পুলিস কমিশনার মিঃ ষ্টেগার্ট, ওয়াটালু থানার ইনস্পেক্টর মিঃ লারকন সার্জ্জেণ্ট মিঃ বেকার,—বাদ্লেট কোম্পানীর ডাক্তার মিঃ হোয়াইটল—ইঁহাদের সাক্ষ্য লওয়ার পর আসামীর কোন কথা বলিবার আছে কি না ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলে "আমি এখানে কোন কথাই বলিব না।" সাক্ষী যানার কথায় বলে "আমি কোন সাক্ষী মানিব না"। ম্যাজিষ্ট্রেট অতঃপর আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ও ৩০৭ ধারা ( খাঁ বাহাদুর সামসুল আলমকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা এবং সওয়ার আলি আহমেদ খাঁকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধ) অনুসারে অভিযুক্ত করতঃ হাইকোর্টের দায়রায় সোপরদ্দ করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হাইকোর্টের দায়রায় প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের নিকট বিশেষ জুরী লইয়া আসামীর বিচার আরম্ভ হয়। এড্‌ভোকেট জেনারেল, মিঃ আলি ইমাম, মিঃ শেলি ব্যানার্জ্জি ও মিঃ হিউম সরকার পক্ষ সমর্থন করেন। আসামী পক্ষে কেহ না থাকায় প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের অনুরোধে ব্যারিষ্টার মিঃ এন সি সেন তাঁহার পক্ষে উপস্থিত হন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিবার পর ক্লার্ক অব দি ক্রাউন আসামীকে তাহার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ শুনাইয়া দেন। আসামী তাহাতে কোন উত্তর দিল না। মিঃ সেন বিচারপতি মহাশয়কে বলিলেন যে. তিনি তাঁহার মক্কেলের ( আসামীর ) নিকট হইতে তাহার পক্ষ সমর্থন জন্য উপদেশ চাহিয়াছিলেন, সে কোন উপদেশ দেয় নাই, দোষ স্বীকার করিবে এই কথা বলে। তাঁহার ইচ্ছা, সুবিচারের অনুরোধে ডাক্তার দ্বারা উহার মনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়, নিম্ন আদালতে উহার এই হত্যাসম্বন্ধে কোন অভিপ্রায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসামীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত, আমি ব্যারিষ্টার মিঃ সেনকে তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ করি, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তুমি কি চাও যে তিনি তোমার পক্ষ সমর্থন করেন?" আসামী কোন উত্তর দিল না। ইণ্টারপ্রিটার প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের কথা আসামীকে পুনরায় শুনাইলে আসামী বলিল, "না ধর্ম্মাবতার আমি কোন উকিল ব্যারিষ্টারকে আমার পক্ষ সমর্থন জন্য চাহি না।" প্রধান বিচারপতি মহাশয় বলিলেন, আসামী অপরাধ স্বীকার করিলেও আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়া হউক। অতঃপর বিশেষ জুরী নির্ব্বাচন হইলে এড্‌ভোকেট জেনারেল জুরীদিগকে মোকদ্দমার কথা বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর সাক্ষীদিগের জবানবন্দী লওয়া হইল। প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?" উত্তর—"না।" "তুমি সাক্ষী দেওয়াইতে চাও?" উত্তর—"না।" অতঃপর প্রধান বিচারপতি মহাশয় জুরীদিগকে মোকদ্দমার অবস্থা ও আইন বুঝাইয়া দেন এবং সেই প্রসঙ্গে বলেন যে, অপরাধ যখন সাব্যস্ত হইয়া যায় তখন সেই অপরাধ কি অভিপ্রায়ে করা হইয়াছিল তাহা না জানা গেলে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। জুরীরা সকলেই আসামীকে হত্যাপরাধে দোষী বলায় প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

গত শুক্রবার হাইকোর্টে অপরাহ্ণ ৫৷৹ ঘটিকার সময় জজ সাহেবদের একটী সভা হইয়াছিল। ব্যারিষ্টারদের সভা হইতে, উকিলদের সভা হইতে ও এটর্ণি সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। যে সমস্ত নিকর্ম্মা লোক হাইকোর্টে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে যাহাতে আর হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

খাঁ বাহাদুর সামসুল আলমের হত্যাব্যাপারে সংস্রব সন্দেহে ধৃত কৃষ্ণনগরের উকিল ও কৃষ্ণনগর আইন কলেজের প্রোফেসর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার মুহুরী নিবারণ চন্দ্র মজুমদার শর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্ট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি এবং সতীশ চন্দ্র মজুমদার ইঁহাদিগকে হত্যাব্যাপারে সহায়তা করণরূপ অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ডাকাইত দল সংসৃষ্ট বলিয়া ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার হইবে। বাবু অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়কে এক হাজার টাকার জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার বিরুদ্ধে এখন অভিযোগ বিনা লাইসেন্সে পিস্তল রাখা। বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্রের পিতা পুত্রকে বিশেষ সাবধানে রাখিবেন স্বীকৃত হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ছোটলাট বাহাদুরের অভিপ্রেত মত পুলিশ কমিশনর নিম্নলিখিত চারিজনকে পুরস্কৃত করিয়াছেন:—(১) হাইকোর্টের দরওয়ান রাঘবদি কাহার। এই ব্যক্তি সামসুল আলমের হত্যাকারী আসামীকে ধরিয়া দেয়। ইঁহাকে সনদ ও নগদ ৪০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। (২) সওয়ার আলি আহমদ খাঁ। এই ব্যক্তি আসামীকে তাড়া করে, আসামী ইহাকে গুলি করে, আশ্চর্য্যরূপে বাঁচিয়া গিয়াছে। ইহাকে সনদ ও নগদ ২০০ টাকা। (৩) ওয়াটালু থানার

কনষ্টেবল রামজনম সিং। এই ব্যক্তি আসামীর হাত ধরিয়া ফেলে এবং সেই জন্য আসামী আর কাহাকেও গুলি করিবার সুবিধা পায় নাই। ইহাকে সনদ ও ২০০ টাকা। (৪) অস্ত্রধারী পুলিসের কনষ্টেবল ধরম সিং। এই ব্যক্তি আসামীকে গ্রেপ্তার করণে সহায়তা করিয়াছিল। বড়বাজার থানার ইনস্পেক্টর বাবু সুরজচন্দ্র ঘোষ রামধনি কাহারকে একটি রূপার ঘড়ি ও চেন পুরস্কার দিয়াছেন।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমার অবশিষ্ট পাঁচ জন আসামীর পুনর্বিচারের শুনানি শেষ হইয়াছে। বিচারপতি হ্যারিংটন এখনও রায় প্রকাশ করেন নাই। হিতবাদীর মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ সূচক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগের বিচারও শেষ হইয়াছে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী রায় প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা সার্পেণ্টাইন লেনে ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের সব ইনস্পেক্টর বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দুকের গুলিতে হত হন। (৯ই নবেম্বর ১৯০৮), তাঁহার মাতা ব্যতীত আর কেহই উত্তরাধিকারী ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মাতাকে একটি জায়গীর দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতা অল্পদিন পরেই মারা যান। নন্দবাবু মজঃফরপুরে তাঁহার মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই ঐ জায়গীর দিয়াছেন। জায়গীরের পরিমাণ ২৭৮৩ বিঘা। বার্ষিক উপস্বত্ব ১২৫০ টাকা। বাৎসরিক ৫০০।০ টাকা সরকারী রাজস্ব দিতে হইবে। বংশে পুরুষ উত্তরাধিকারী কেহ না থাকিলে ঐ জায়গীর সরকারে পুনরায় লওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালে দান করিয়াছেন:—বাবু ললিত মোহন ঘোষ ৮নং কলেজ স্কোয়ার ৩০০০৲, বাবু আনন্দরাম সীতাকৎ ৬৯ নং ক্রসষ্ট্রীট ৭০ টা পিতলের লোটা, মেঃ শুরমুখরে মদন গোপাল ৬৬ ক্রসষ্ট্রীট ১০০ টা মশারি, বাবু জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দী ২৩১ মার্সডেনষ্ট্রীট ১২ খানা কম্বল, বাবু সতীশ চন্দ্র দাসের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ ১৪ নং সার্পেণ্টাইন লেন ১৫ টাকা, ম্যানেজার আয়াটুন জুটমিল রুগ্নের জন্য ৫০ টাকা, বাবু কিশোরী মোহন শিকদার সবজজ আরা, গরম কাপড়ের জন্য ১০ টাকা. বাবু বিমলেন্দ্রনাথ সেন ৪১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ১০ খানা কম্বল।

কলিকাতা চাঁদনি চকের মেসার্স এ সি কুণ্ডু এণ্ড কোম্পানীর দোকান হইতে একটা পাঁচনলা রিভলভার চুরি যায়। পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আসাফাদ্দৌলা তাঁহার এই রিভলভারটী উক্ত কোম্পানীর দোকানে মেরামত করিতে দিয়াছিলেন। পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ বিশেষ সন্ধান করিতেছেন।

[ আসাম ] বাবরকের মহারাজ কামাখ্যা সংস্কৃত টোলের বাড়ী প্রস্তুতের জন্য দুইশত টাকা সাহায্যদান করিয়াছেন।

[ যুক্তপ্রদেশ ] বিজের মহারাজ বরাজো অমৃত বাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, পঞ্জাবী ও বঙ্গবাসী এবং আর ছয়খানি সংবাদ পত্রের প্রবেশ রহিত করিয়া দিয়াছেন।

[ পঞ্জাব ] অমৃতবাজার পত্রিকার লাহোরস্থ কোন সংবাদ দাতা উক্ত পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বিগত ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যার পর এক জন পুলিশ কনষ্টেবল রাজ মহম্মদ খাঁ নামক এক জন পুলিসের সব ইনস্পেক্টরকে গুলি মারিয়া হত্যা করিয়াছে। তাঁহার ভৃত্যকেও গুলি মারিয়াছিল। ভৃত্য মরে নাই। অতঃপর পুলিসের ইনস্পেক্টর সাহ ইনাম খাঁকে মারিতে যায়। সেই সময়ে ধরা পড়িয়াছে।

[ বোম্বাই ] গত ২৮শে জানুয়ারী অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে "সিডনি" নামক ফরাসী মেল বোট হইতে যখন যাত্রীরা নামিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে পরমিট কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা একজন যাত্রীর পোঁটলাপুঁটলী পরীক্ষা করিয়া দেখেন, কিন্তু কিছুই পান না। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করায় একটা ব্রাউনিং পিস্তল টোটা এবং রাজ বিদ্রোহ সূচক পত্র ও পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে। জুতার মধ্যে এবং জামার সহিত সেলাই করিয়া ঐ সকল রাখা হইয়াছিল। লোকটি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। ইহাঁকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হয়। বয়ঃক্রম প্রায় ৩০ বৎসর। মার্সেলিস হইতে আসিতেছিলেন। ফরাসী মেল বোট যে বন্দরে আসিয়াছিল সেই বন্দরে যে সকল ভারতবাসী আসিয়া নামিবে তাহাদের উপর ঐ পরমিট কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সম্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন। বোম্বাই এসপ্ল্যানেড পুলিস আদালতে ইহাঁর বিচার হয়। বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্রাদি চালান করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ইহাঁর সশ্রম আড়াই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

[ সাধারণ ] বোমা বিভ্রাট ও ডাকাতি প্রসঙ্গে বিগত কয়েক সপ্তাহ হইতে ভারতের অনেক স্থানে খানাতল্লাসী হইতেছে। নাসিকের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে বোম্বাই, পুনা, নাসিক প্রভৃতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানা স্থানে খানাতল্লাসী হইতেছে। লাহোরাঞ্চলে রাজদ্রোহ মোকদ্দমা ও রাজদ্রোহ মূলক পুস্তক প্রকাশ উপলক্ষে অনুসন্ধান চলিতেছে। পাতিয়ালায় রাজদ্রোহের মোকদ্দমা হইতেছে। আম্বালায় বোমা ব্যাপার লইয়া ঐ অঞ্চলের নানা স্থানে খানাতল্লাসী চলিতেছে। বাঙ্গালায় চিংড়িপোতা, নেত্রা, খাজিতপুরের ডাকাতির মোকদ্দমা এখনও মিটে নাই। হলুদবাড়ী ও ফরিদপুর এবং রাজসাহীর ডাকাতি উপলক্ষে খানাতল্লাসী চলিতেছে। ডাকাতি ও খাঁ বাহাদুর সামসুল আলামের হত্যা উপলক্ষে কলিকাতায় খানাতল্লাসী চলিতেছে। দেশের এই সকল অশান্তি নিবারণ জন্য দেশবাসী সকলেরই গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে প্রত্যবায় ও বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে

## মধ্য ইংরাজী পরীক্ষার বৃত্তি।

৪৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি। ১৯১০ ইংরাজী সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩ বৎসরের জন্য।

চট্টগ্রাম জেলা

পরেশ প্রসাদ মজুমদার বরমা এম ই স্কুল।

ত্রিপুরা জেলা

হাসান আলি রাঢ়ি ফয়জাবাদ এম ই স্কুল আবদুল করিম চাঁদপুর গণি। নবকুমার চৌধুরী পায়েরখোলা,

নোয়াখালি জেলা

আলি করিম বেগমগঞ্জ,

## মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষার বৃত্তি।

মাসিক ৪৲ টাকা হিসাবে চারি বৎসরের জন্য, ১৯১০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে।

চট্টগ্রাম জেলা

নাজির আহামদ চট্টগ্রাম. নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ছোট কুমিরা। নন্দকুমার ক্রিশ্চিয়ান রাঙ্গামাটী মিশন বোর্ডিং।

ত্রিপুরা জেলা

বসন্তকুমার পাল রামচন্দ্রপুর মডেল, দেবেন্দ্র নাথ গুহ পাইকপাড়া, কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বাকিলা, আবদুল জব্বার চান্দুরা এসই,

নোয়াখালি জেলা

কামিনী কুমার নাথ লালনবাজার,

উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষার বৃত্তি।

মাসিক ৩, টাকা হিসাবে দুই বৎসরের জন্য।

চট্টগ্রাম জেলা।

[illegible] দফিদার—মিঠাম, শ্রীমতী সরোজিনী—[illegible] স্কুল। বাবু [illegible]—[illegible] হাট। [illegible] সেন—নৈনবাড়ী সার্কেল। [illegible]—কমুদ্দীন, আবদুর রউফ—ফরের হাট, [illegible] আহামদ—বার্ব্বাজ মক্তব।

রামনচন্দ্র চাকমা—রাঙ্গামাটী মিশন, রামচন্দ্র [illegible]—কালিমছড়া।

ত্রিপুরা জেলা।

[illegible]চন্দ্র নাথ—হরিণখলা, কুমুদকামিনী বসু [illegible] ফয়জন্নিছা বালিকা স্কুল। মহেন্দ্রকুমার [illegible]—চাপরদান, আবু আহমদ—সাহাবাজপুর, [illegible]মোহন সাহা—মাধিয়ারা, ওসমান আলী—[illegible]পুর, আখলচন্দ্র পাল—খিদিরপুর, রমণী-[illegible] মজুমদার—পাইকপাড়া, মনোরঞ্জন দে—[illegible]পুর।

নোয়াখালী জেলা।

[illegible]চন্দ্র ঘোষ—বড়ইতলা, নবদ্বীপচন্দ্র [illegible]—আবিরপাড়া, গোলাম হাইদর—জয়পুরা, [illegible]—চর রাওতা, দীনবন্ধু নাথ—ব্রহ্মপুরা, [illegible]কুমার নাথ বটগ্রাম, অশ্বিনীকুমার ভৌমিক [illegible] মণ্ডল।

মুসলমান ছাত্রদের জন্য

বিশেষ বৃত্তি।

মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায়

[illegible] সীতাকুণ্ড মডেল হইতে মকবুল আহা-[illegible]। ত্রিপুরা জুনিয়াউক মধ্য ইং হইতে গোলাম [illegible]। নোয়াখালী হাতিয়া জে, এম, [illegible]—ফজলল করিম।

মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষায়

[illegible] সীতাকুণ্ড মিডল মাদ্রাসা হইতে—[illegible] আহামদ, মীরেশ্বরী সার্কেল হইতে সৈয়দুল [illegible]। ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মধ্য হইতে—আল-[illegible]। নোয়াখালী মনোহরপুর সার্কেল [illegible]।

উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায়

[illegible] আনোয়ারা মইং হইতে আবদুল জলিল, [illegible]—আহাম্মদ রহমান। ত্রিপুরা [illegible]—আবদুল হাই। নোয়াখালী [illegible]-[illegible] সাহিবকুল হাতিয়া মাদ্রাসা—মকদ্দম।

---

বিজ্ঞাপন

চাটার্জ্জি এণ্ড কোংর পুস্তকালয়ে—

পরীক্ষার পাঠ্য ও অতিরিক্ত সকল প্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক, অর্থ পুস্তক, অভিধান, মানচিত্র, কাব্য ও উপন্যাস প্রভৃতি, উচিত মূল্যে ও উচ্চ কমিশনে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। ৫১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট কলিকাতায় অর্ডার পাঠাইলেই অতি সত্বর প্রেরিত হইয়া থাকে। ৩।৭।১৯১৬

---

শিক্ষাসংক্রান্ত

পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল, আমিন বিভাগ মইং বা মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র অথবা যাহারা এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ সমাধা করিয়াছে তাহারা আগামী ১৫ই হইতে ৩১শে মার্চ্চ মধ্যে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ডাকটিকিট সহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলি পাঠান হয়।

---

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An F A passed or plucked Hd master for the Dhunat M E school in the District of Bogra on Rs 25 to Rs 30 per month according to qualifications besides free board and lodgings.

An F A Hd master for the Gumla M E school on Rs 30 P M. Preference in to a Bengali domiciled Chota Nagpur or Bihar and possessing the above qualifications. Apply before 6th Feb. to Babu Sarat Chandra Chatterji vice Chairman, District Board, Ranchi.

An F A and Training school man for the posts of Hd Pandit in the Sonamukhi Radhagobinda Institution. Apply before 15 Feb.

An Entrance passed on Rs 15 per mensem to be 6th master of the Bagnan H E school in the Dt of Howrah.

An M E Mahammedan teacher for the Mirpur Mufidiam M E Madrasah on Rs 8 a month with free board and lodging. Apply to Moulvi Nurmahammad. Po Mirpur, Dacca.

Additional Head master for H E school Singur on Rs 43 with free board and lodging on tuition and one 3rd year passed Normal Pandit on Rs 15 Tuition available to English knowing man. Apply with copies of testimonials to Babu Promotha Nath Burma Singur po Dt Hughly.

An Entrance passed Hd master for the Hoshunpur M E school on Rs 20 a month with free board and lodging po Saidpur, Dt Rungpur.

A 2nd master [Entrance passed or plucked] for Haragach M E school on Rs 18 a month. Po Kalidaharghat Rungpur.

An F A English teacher for the Adiabad middle Madrasah on Rs 25 po Amirabad, Dacca.

A graduate Hd master and a graduate Asst. master for a H E school and 2 Entrance passed teachers and one Normal 2nd year passed Pandit on Rs 50, 40, 20 and 8 respectively. Apply to S C Mukherjee, Dhabani. po Baliator Dt Bankura.

A clerk for the post of a Librarian of Sri-Durga Library on Rs 30 to 40 according to qualifications. M B Samty Dhabani, po Baliator, Bankura.

A B course graduate strong in Mathematics as assistant Hd master for the Sankari H E school on Rs 50 a month. Must stick at least 2 years. Po Sankari, Burdwan.

For the B N H E school near Lakashan A B Ry the following teachers. (1) A graduate asst Head master on Rs 50, (2) An Entrance passed or plucked F A Mahamadan asst teacher on Rs 25 to 80 (3) An English knowing Hd Pandit on Rs 25 (4) An English knowing qualified Maulavi on Rs 20 to 25. (5) A second

Pandit trained in the new system on Rs 16 with prospects. Po Mudafor-gong [Tippara].

A B A 2nd master on Rs 75 and a B A 3rd master on Rs 60 for Onkardi H E school, Dt Faridpur.

An F A or a plucked F A qualified according to the new rules as Hd master of the Tanua M E school on Rs 17 or 15 respectively with free board and lodging. The place is 1½ miles off from the Basirhat Railway station po Basirhat.

A teacher for the Contai H E school on Rs 30 to Rs 34 P M. The candidate must be a plucked B A (B course) and qualified to teach Mathematics up to the Matriculation standard.

A B A plucked or an F A passed Hd master for the Faridpur M E school. Pay attached to the post is Rs 25 rising to Rs 30 per month. Private tuition available.

A plucked B A except Brahmin for Patdaha Gangadhar Institution Rs 20 per mensem. Boarding and lodging free. Apply to Babu Dwarka Nath Barman L M S Patdaha Sorisha po. Dt. 24 Pergs.

An Entrance passed 2nd master for M E school at Sagarpara *Dt* Murshidabad on Rs 10 P M. A Mahisya preferred. For private tuition free lodging and boarding.

A graduate on Rs 55 and two other F A teachers on Rs 30 each for the Serajgunge Banwarilal High school. Apply within 15th February.

A graduate 2nd master on Rs 40 to 50 [according to qualifications] for the Siddhakati H E school. Apply before 10th of February. Siddhakati po [Barisal]

A graduate and an F A as Asst. teachers of the B B H E school, Bera, Pabna on Rs 20 respectively. Candidates must stick to the post for two years. Apply to the Hd master.

Two English teachers having appeared at the B A examination H E 24 Perganas on Rs 25 each. Apply to the Hd master on or before the 15th Feb.

An A course graduate for the Putsuri H E school [Burdwan] on Rs 40 per month (with prospect of increments) Lodging free. Private tuition available.

A graduate strong in Mathematics for the Asst Hd master's post in the Ulubaria H E school, Dt Howrah, on Rs 45 with free quarters. Good private tuitions available.

An F A at present for one month near Mymensingh, on Rs 30 or more Girindramohon Datta Roy B L Pleader Mymensingh.

A B course B A capable of teaching Matriculation Mathematics and an Entrance for the Harina Baghati H E school on Rs 30 and Rs 16 respectively Apply to the Asst. Secretary po, Bagbati [Pabna].

A Hd master [ A course B A ] for the J M Training school at Mozilpur, 24 Pergs on Rs 50, quarters free.

An F A 4th master for Maitani M E school. po Maitani, Dt. Backergunj on Rs 20 a month.

আহিরণ মইং স্কুলে মাসিক ১৩ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল নূতন ত্রৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ আবা পাইবেন। জাতিতে বৈশ্য বণিক হওয়া চাই।

কেষাদিপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ হেড মাষ্টার চাই। আহার, বাসস্থান এবং ২০ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে আরও ৩।৪ টাকা মিলিবে। লালগোলা পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

এণ্ট্রান্স পাশ একজন শিক্ষক ইংলিশ ও পাবন্ত ভাল জানা চাই, মাসিক বেতন ১৫ টাকা। বাসা ও প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যাইবে। জাতি এবং বয়স উল্লেখে ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করুন। গোয়ালন্দ মইং স্কুল এসিষ্টান্ট সেক্রেটারী পোঃ গোয়ালন্দঘাট জেলা ফরিদপুর।

আমাদের প্রাণনাথ চতুষ্পাঠীর জন্ত জনৈক নবঃপ্রাপ্ত ক্রিয়াকর্ম্মাভিজ্ঞ ও আধুনক পরীক্ষোপ-যোগী সংস্কৃত অধ্যাপনা করিতে সক্ষম একজন গবর্ণ পরীক্ষোত্তীর্ণ অধ্যাপক। আবা বাদে মাসিক বৃত্তি ৫ টাকা। জ্ঞাতব্য আর আছে শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম বিক্রমপুর পোঃ কোতুলপুর ( বাঁকুড়া )।

আবা বাদে ১৭ টাকা মাহিনায় ফ্রেন্ড ইংরাজী জানা একজন মুসলমান হেঃ পঃ। ২০ টাকা মাহিনায় এফ এ ফেল বা পড়া একজন মাষ্টার, মুসলমান হইলে আবা হিন্দু হইলে কেবল বাসা, উভয়েরই বেতন বৃদ্ধির আশা আছে। গোরসা মিডল মাদ্রাসা, পোঃ বিরপুর, দিনাজপুর।

পোঃ অমর্ষি কাটিরকা মধ্য স্কুলে একজন নূ হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১০—১৩ টাকা ও আবা।

জেলা ফরিদপুর রামদিয়া পোঃ, গোবিন্দপুর গ্রামে একটী নূতন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে, তজ্জন্য এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। মইং পাশ সেকেণ্ড মাঃ। হেড মাষ্টারের বেতন মাসিক ১০ সেকেণ্ড মাঃ বেতন ৬ টাকা। উভয়েই আবা পোঃ রামদিয়া, ফরিদপুর জেলা।

জলপাইগুড়ী জাতীয় বিদ্যালয়ের জার্ণিকুলার মাষ্টারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনৈক শিক্ষক। বেতন ২০ টাকা হইতে ২৫ টাকা। ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

এফ এ ফেল হেঃ মাঃ ১৬ টাকা ও আবা; দেওয়া যাইবে। সদ্গোপ বা ব্রাহ্মণ হইলে ভাল হয়। আমনান মইং স্কুলের সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন, পোঃ পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী।

জেলা বর্দ্ধমান, কোয়ার উপা স্কুলে প্রাইভেট পড়াইতে একজন এণ্ট্রান্স পাশ মাষ্টার। বেতন ১৬ টাকা ও আবা। শ্রীজানকীনাথ সামন্ত প্রধান শিক্ষক। পোঃ বলগনা।

ঝিনকী হাটের স্বদেশী ভাণ্ডারের বস্ত্রাদি বিক্রয় ও হিসাবাদি রাখার জন্ত দুই জন সচ্চরিত্র ক দক্ষ হিন্দু যুবক বেতন ৮ টাকা ও আবা দেব শ্রীবিজয় কুমার চন্দ্র বর্ম্মা মোহনপুর পোঃ অঃ জেলা ২৪ পরগণা।

অত্র গোরসা মিডল মাদ্রাসা স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক কিম্বা ২য় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন মুসলমান হেঃ পঃ। বেতন আবা বাদে আপাততঃ ১৭ টাকা ও এণ্ট্রান্স পাশ এফ এ পা একজন মাষ্টার বেতন আপাততঃ ২০ টাকা মুসলমান হইলে আবা হিন্দু হইলে কেবল বা পাইবেন।

জেলা মালদহ, পোঃ হরিশ্চন্দ্রপুর, হরিশ্চন্দ্র মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা ও বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াই আহারের সুবিধা হইতে পারে।

---

[ উদ্ধৃত ]

অনিরুদ্ধ বাবা।

[ প্রশ্ন ও উত্তর ]

সংসার সমুদ্রের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইতেছি। এ সময়ে কাহার শরণ লইব?

শ্রীহরির চরণপদ্মরূপ নৌকা আশ্রয় কর, সংসার সমুদ্রের পারে যাইতে পারিবে, আর নিমজ্জিত হইবে না।

যে দিকে যাইতেছি সেই দিকেই বাধা পড়িতেছি, এত বন্ধন কোথা হইতে আসিতেছে?

যে দিকে যাইতেছ, সেই দিকেই বিষয়ের অন্বেষণে যাইতেছ, এই বিষয়াসক্তিই তোমাকে বন্ধনে বাঁধিতেছে।

তবে কি মুক্তি হইবে না?

যে দিন বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইবে সেই দিনই মুক্তি পাইবে।

নরক কোথায়?

তোমার শরীরটাই ঘোর নরক। নরক কখন সিক্ত হয় না, শরীর প্রসাধনে তুমি কখন কোন প্রকার পাইবে না।

স্বর্গের দুয়ারে কিরূপে পঁহুছিতে পারা যায়?

কামনা ও বাসনার ক্ষয় হইলেই স্বর্গের দুয়ার আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে।

নরকের দূত কে? স্বর্গের দূতই বা কে?

যিনি কামনার বশে পাঁচজনকে উত্তেজিত করেন তিনি নরকের দূত। আর যিনি কামক্রোধ জয় করিয়াছেন তিনি স্বর্গের দূত।

এ সংসারে সুখে কে শয়ন করিয়া থাকেন? জাগরিত থাকিয়া কে সুখ উপভোগ করেন? যাহারা শত্রুর ন্যায় কার্য্য করে, তাহারাই বা কি?

যিনি সমাধিমগ্ন তিনিই সুখশায়িত। বিবেকী বাহ্য জাগরিত অবস্থায় সুখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয় মানবের শত্রু। ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে তাহারাই মানবের মিত্র হয়।

পৃথিবীতে কাহারা দরিদ্র, কাহারাই বা ধনী? ... মৃততুল্য, কেই বা মৃত?

... কিছুতেই তৃপ্তি হয় না সেই দরিদ্র; ... সদা সন্তুষ্ট তিনিই ধনী। উদ্যমহীন ... তুল্য। যাহার যশ নাই সে মৃত।

মানুষের নিজ নিজ মমতা ও অভিমান হাতে পায়ে শিকল বাঁধে। রমণীই মুগ্ধার ন্যায় মমতা আনে। কামাতুর ব্যক্তিই মোহান্ধ।

সংসারে শ্রেষ্ঠভূষণ কি? পরমতীর্থই বা কি?

চরিত্রের নির্ম্মলতাই মানুষের শ্রেষ্ঠভূষণ, পবিত্র অন্তঃকরণই পরম তীর্থ।

কিরূপে পরম ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত হইতে পারা যায়? কোন্ লোককে সাধু বলিয়া মনে করিব?

সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রবিচার ও তাহার গূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া এবং সংসারে দান এই তিনটী বিষয়ের দ্বারাই ব্রহ্মে আসক্ত হইতে পারা যায়। যিনি পরম বৈরাগী, যাঁহার জীবশিব জ্ঞান হইয়াছে তিনিই সাধু।

জ্বর অপেক্ষা অধিকতর যাতনাদায়ক কি? এ সংসারে মূর্খ কে? কোন্ কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়?

চিন্তাজ্বর জ্বররোগ অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ। বিবেক যার নাই সেই মূর্খ। আত্মসংযম সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কর্ম্ম।

কোন ব্যক্তি জগজ্জয়ী? সর্ব্বাপেক্ষা বীর কে?

যিনি নিজ মন জয় করিয়াছেন তিনি জগজ্জয়ী। কন্দর্পশরে যিনি আকুল না হন তিনি বীরশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখী কে? কেই বা এ সংসারে ধন্য?

যাঁহার বিষয়ের মমতা খুব বেশী তিনি অতিশয় দুঃখী। পর-হিতব্রতী ব্যক্তিই সংসারে ধন্য।

পৃথিবীর মধ্যে কি সহজে বুঝিতে পারা যায় না? কিসের পিপাসা সহসা দূর হয় না?

রমণীর মন ও চরিত্র দুর্ব্বোধ্য। আশার পিপাসা সহসা দূর হয় না।

এ সংসারে কোন ব্রত অবলম্বনীয়?

বিনয় ও দৈন্য ব্রতই অবলম্বনীয়। কাহাকেও সামান্য না ভাবিয়া সকলেরই নিকট বিনীত হইতে হইবে, আমি তোমার অপেক্ষা উচ্চ এ ভাব প্রকাশ না করিয়া আমি অতি দীন এমনই ভাবে থাকিতে হইবে। এইগুণে মানুষ শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে। উহা শিক্ষা করা সাধনা সাপেক্ষ।

যাচকগণ লঘুচিত্ত। যিনি কখনও প্রার্থনা করেন না তিনিই গুরুতুল্য।

মূক কে? বধিরই বা কে? কোন্ সুখ পরিত্যাজ্য?

যে সত্য কথা বলেনা সেই মূক। সাধু বাক্য যে শুনে না সেই বধির। রমণীচর্চ্চা পরিত্যাজ্য।

মুখ মণ্ডলের শোভা কি? জগতের হিতকর কি? উপাস্য কে কে?

বিদ্যার জ্যোতিঃই মুখের শোভা। সত্যই জগতের হিতকর। মিথ্যা বিষয়ের দ্বারা জগতের কোন উপকার হয় না। গুরু বৃদ্ধ ও দেবতা প্রত্যেক মানুষেরই উপাস্য। ভীতির কারণ কি? বন্ধু কে?

লোকাপবাদ দারুণ ভীতির কারণ? যিনি বিপদে আশ্রয় দেন তিনিই প্রকৃতবন্ধু। সম্পদের বন্ধু বন্ধু নয় সম্পদরূপ মধু ফুরাইলে সেই সব বন্ধু মৌমাছির ন্যায় স্থানান্তরে উড়িয়া যায়।

কোন্ বস্তু জানিলে আর কিছু জানার দরকার হয় না?

যখন সমস্ত পৃথিবীকে ব্রহ্মময় জ্ঞান হইবে তখন আর কিছু জানিতে হইবে না।

দুর্লভ কোন বস্তু? ক্ষণিকই বা কি?

রাত্রি দিন যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহা দুর্লভ, সদ্গুরু ও সাধুসঙ্গ ততোধিক দুর্লভ। ধন, জন, জীবন, যৌবন, এই চারিটী নিতান্তই ক্ষণিক।

(প্রেরিত)

---

## পুদিনার তৈল।

ডাক্তারখানায় পিপারমেন্ট অয়েল ও মেন্থল অনেকেই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই দুইটী জিনিসের প্রস্তুত প্রণালী বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। আমাদের দেশে পুদিনা নামক একজাতীয় গাছ উৎপন্ন হয়। এই গাছ দেখিতে অনেকটা নটেশাকের মত। পিপারমেন্ট অয়েল ও মেন্থল এই পুদিনা গাছ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পুদিনা গাছ ছোট ছোট শাকের মত। কিন্তু যত্নপূর্ব্বক এই পুদিনার আবাদ করিলে এক একটী গাছ দুইহাত পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। পুদিনার চাষে এবং পিপারমেন্ট অয়েল ও মেন্থলের কাজে জাপান অদ্বিতীয়।

ছাত্রদিগকে জাপানের পুদিনা-শিল্পের অনুশীলন করিতে হইবে।

পুদিনার পাতা পেষণযন্ত্রে পিষ্ট হইলে যে তৈল বহির্গত হয়, তাহাই পরিষ্কার হইলে পিপারমেণ্ট অয়েল বা পুদিনা তৈলে পরিণত হয়। এই পুদিনাতৈল জমাইয়া মেন্থলের পুদিনা বটীকা প্রস্তুত করিতে হয়।

জাপানের কয়েকটি স্থানে প্রচুর পরিমাণে পুদিনা চাষ হইয়া থাকে। জাপানের নানাস্থানে তৈল ও মেন্থলের কারখানা আছে। ই য়োকোহামায় পুদিনা তৈলের ৩০ টি বৃহৎ কারখানা আছে। এই কারখানাগুলিতেই অধিক কাজ হয়।

রপ্তানীর জন্য তৈল ও মেন্থল টীনের কানাস্তারায় পোরা হয়, বোতল শিশিও ব্যবহৃত হয়। ভারতের জন্য বোতলে আসে, ইয়োরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে টীনের কানেস্তারায় যায়। এক একটা কানেস্তারায় আড়াইসের তৈল থাকে। বাক্সে ৩০ সের মাল থাকে।

জাপানের রপ্তানী কাজ কিরূপ চলিতেছে, গত দুইবৎসরের হিসাবেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১৮০৯ অব্দে ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং কোব হইতে ১২ লক্ষ টাকার মেন্থল এবং ৭॥০ লক্ষ টাকার পিপারমেণ্ট রপ্তানী হইয়াছে। ১৯০৭ অব্দের জানুয়ারি হইতে অক্টোবরের শেষ দিন পর্য্যন্ত কেবল ইয়োকোহামা হইতে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মেন্থল রপ্তানী হইয়াছিল।

জাপানে অগ্রহায়ণ মাসে পুদিনা রোপণ হইয়া থাকে। মূল পুঁতিয়া চাষ করা হয়। সমগ্র জাপানে যত পুদিনা জন্মে, তাহার ৭৫ ভাগ এক হোব জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুদিনা গাছ তিন ফুট বা দুই হাত বড় হয়। গাছে পাতাও যথেষ্ট হয়। পুদিনার পাতা বৎসরে তিন বার তুলিতে হয়। পাতা পুষ্ট না হইলে যথেষ্ট তৈল পাওয়া যায় না। কোন প্রদেশের পুদিনাগাছের প্রথম পত্র সংগ্রহ হয় জুলাই মাসে, দ্বিতীয় পত্র সংগ্রহ হয় আগষ্টের শেষে এবং সেপ্টেম্বরের শেষে ও অক্টোবরের প্রথমে তৃতীয় পত্র সংগ্রহ করা হয়। জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্তই কোবের পুদিনা পাতা তৈল উৎপাদনের পক্ষে অধিক উপযুক্ত হইয়া থাকে। কোবের ন্যায় উজেন ও হোকাইদারি প্রদেশেও যথেষ্ট পুদিনা জন্মে। উজানের গাছে দুইবার পত্র সংগ্রহ হয়। একবার আগষ্টে ও একবার সেপ্টেম্বরে। অবেই দেখা হইতেছে, জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত পুদিনা পত্র চয়ন করিতে হয়। এই কয় মাসের পত্রেই তৈল ও মেন্থল অধিক হয় এবং তাহা ভালও হয়।

অতিবৃষ্টিতে পুদিনা ক্ষেত্র ডুবিয়া গেলে গাছ মরিয়া যায়। যে বৎসর জুন, জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে অতিরিক্ত বর্ষা হয়, সে বৎসর পুদিনার বড়ই ক্ষতি হইয়া থাকে।

কোবের পুদিনাক্ষেত্রে তিনবার পত্রচয়ন হয়। কিন্তু তৃতীয় বারে অধিক তৈল পাওয়া যায়। জাপানে সহজ উপায়ে পত্র হইতে তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। পত্র পেষণপাত্রে রক্ষিত ও অগ্নিতাপে তপ্ত হইয়াই যেমন পিষ্ট হইতে থাকে, অমনি তৈল বহির্গত হয়। এই তৈল শীতল হইয়া থমিয়া গেলেই মেন্থল পাওয়া যায়।

পুদিনা চাষ এদেশেও চলে। পুদিনার তৈল এদেশেও বাহির হইতে পারে। পুদিনা তৈলে এ দেশেও মেন্থল প্রস্তুত হইতে পারে। এ দেশে পুদিনা যদি বকযন্ত্রে চোয়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় জাপানের অপেক্ষা এদেশে তৈল উৎকৃষ্ট হইতে পারে। এই পুদিনা তৈল সুরাসারে মিশাইলেই এসেন্স অব পিপারমেণ্ট প্রস্তুত হয়। (বসুমতী)

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে মাসে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রকাশ থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ও টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৬৯ শ্রীযুক্ত হেঃ মাঃ বালুকরা মধ্য স্কুল ৩১।১২।১০

৭২ হেঃ মাঃ আলাটী মইং স্কুল ঐ

১০৮৫ " আশুতোষ চৌধুরী হেঃ মাঃ গড়্‌তা হাই স্কুল ঐ

১১১২ " বিজয় গোপাল বসু সেঃ মতিবপুর স্কুল ঐ

১৬০৮ " অনক কুমার মজুমদার জা ঐ

১৬০৯ মহম্মদ জোবেদ আলি, হেঃ মাঃ মাধবপুর মইং স্কুল ঐ

৮৭৯ হেঃ মাঃ সমুদ্রকাটী মইং স্কুল ঐ

১০৬১ " শ্রীশচন্দ্র জক হেঃ মাঃ করকদি হাই স্কুল ঐ

১১৯ " বৈরেরী বসন্ত রায় আইহাই

১৬১০ " মন্মথ নাথ ঘোষ, বাড়য়া

১০১ " সেঃ মল্লিগ্রাম জয়শঙ্কর স্কুল

৬১৬ " মহিউদ্দিন খাঁ, দুর্গাপুর

১০৬৩ " গৌরীপ্রসাদ তকুল হেঃ মাঃ হরিশ্চন্দ্রপুর

১০৮৩ " কালীপ্রসন্ন বিদ্যানিধি, চাতরা

১৬১১ " আশুতোষ বন্দ্রী, ইছাপুর

১৬১২ " কালী নাথ কাব্যতীর্থ, বাঁপড়দহ স্কুল

১৬১৩ " বিপিন চন্দ্র প্রামানিক, মহাদিপুর

১৬১৪ " রামলাল ভট্টাচার্য্য ভালবাড়ি স্কুল

৪৬৮ " শ্রীপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, রেওড়া স্কুল

৯৯৮ " বিহারী লাল দাস, বড়কলা

১৬১৫ " মহম্মদ ইসমাইল, ২য় পঃ ঘোড়ামারা স্কুল

১৬১৬ " হেঃ মাঃ মেতাল মইং স্কুল

১৬১৭ " হেঃ মাঃ কুমিরা মইং স্কুল

৯৪৫ " হেঃ মাঃ জোড় আয়াপুর মধ্যঃ স্কুল

৩৫৪ নিবারণ চন্দ্র দাস, হেঃ পঃ সাতক্ষীরা, মধ্যঃ স্কুল

৮৩৩ " ধরণীধর মাইতি, মুলকরা জি, টী, স্কুল

৫৯ " শ্রীহরিচরণ মণ্ডল, হেঃ মাঃ মনাট স্কুল

১০৪৬ " ভূধরলাল ঘোষ, হেঃ মাঃ কেশবপুর মইং

১৬১৮ " জয়নারায়ণ সরকার হেঃ পঃ কাঠসাংড়া

১৬১৯ " গদাধর দাস পঃ উলুবুনিয়া বালিকা স্কুল

১৬১০ " ভোলানাথ বন্দ্যো হেঃ টীঃ বুছুঃ স্কুল

১৬২১ „ বিনোদ লাল দাস জামালপুর মইং স্কুল

৮৩০ „ ধরণীধর মাইতি হেঃ পঃ মুলকরা গুরুট্রেনিং স্কুল

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি ভক্রবা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gaz Chinsurah,*

ঐ টুকু অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। সেই আসল পরওয়ানা তখন রামশাস্ত্রীর হস্তে ছিল। উহার অস্বীকৃতি সম্ভবে নাই। কথিত আছে, ঐ পরওয়ানার "ধরবে" শব্দ "মারবে" তে পরিবর্ত্তিত রঘুনাথ রাওয়ের পত্নী আনন্দী বাই করিয়া দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক সৈন্যদের মধ্যে এবং চাকরদের মধ্যে বিদ্রোহ উৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণ রাজাকে হত্যার দোষ রঘুনাথ রাওকে প্রকৃতই অর্শিয়াছিল। ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রামশাস্ত্রী দৃঢ়ভাবেই রঘুনাথ রাওকে দিয়াছিলেন।

"তুষানলই তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। তুমি জীবিত থাকিয়া এ দোষের ক্ষালন করিতে পার না। ঐ প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড পূর্ণভাবে গ্রহণই ইহপরকালে তোমার একমাত্র উপায়। নচেৎ তোমার বা তোমার রাজ্যের কল্যাণ আর সম্ভবে না। তুমি ঐ দণ্ড গ্রহণ না করিলে আমি আর ঐ রাজ্যের কোন কার্য্য করিব না এবং তুমি যত-দিন জীবিত থাকিবে আমি আর পুণায়ও ঢুকিব না"।

গ্রান্টডফের মতে রাম শাস্ত্রী তাঁহার নিজের জীবনের উদাহরণেই তাঁহার স্বদেশীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থা সকল পাকা এবং আজও মান্য হইয়া আসিতেছে. উহার কোনটীতেই ভুল দেখা যায় না। তাঁহার অনালস্য এবং বিচারকার্য্য সুচারুরূপে করিবার জন্য যত্ন এবং উদ্যম এবং নির্ভীক ন্যায়পরতা অতুলনীয়। অত বড় কাণ্ডের—একজন পেশোয়ার হত্যার—ভিতরের 'মূল' পরওয়ানা খানা হস্তগত করিতে পারাতেই বৃদ্ধশাস্ত্রীর উদ্যম ও ক্ষমতা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তিনি 'নিখুঁত' ঠিকানা করিয়া লইয়া তাহার পর রাজসভার শেষ বারের জন্য গিয়াছিলেন। কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নিজের সকল কার্য্য নিখুঁত করিবার জন্য এই যত্নই কর্ম্মযোগ, উহাই কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা। আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় ইহাই পাঞ্জবুকে স্মরণীয়। যিনি যত বড় ও ক্ষমতাপন্ন লোকই হউন না, নিরপেক্ষ, লোভ শূন্য, দৃঢ়চরিত্র রামশাস্ত্রী অপরাধী মাত্রেরই ভয়ের পাত্র ছিলেন। তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন, আবার একদিনের অধিক আহার্য্যও সংগ্রহ রাখিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে কিছু দিয়া বা কিছু বলিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত করার চেষ্টা একান্তই ব্যর্থ হইত।" গ্রান্টডফের এই সকল কথা প্রকৃত।

## পরধর্ম্মে বিদ্বেষ বা মিসনরি বুদ্ধি।

গত সেপ্টেম্বর মাসের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মিঃ জে এ শার্প একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে অনেক ভাল কথা আছে। ইংরাজের অধিকারে হিন্দুর অনেক দোষ যে কাটিয়া যাইতেছে তাহার উল্লেখ আছে। রেলওয়ে গাড়িতে মুচি মুদ্দফরাসের সহিত ব্রাহ্মণকে একত্রে বসিতে হওয়ায় ব্রাহ্মণের যে প্রকৃতি এবং ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়া আসিতেছে—"সর্ব্ব ঘটে নারায়ণ" জ্ঞান পুনরায় ঘটিতেছে—উহারও উল্লেখ আছে।

হিন্দুর বিবাহ সম্বন্ধীয় বর্ণভেদ সম্বন্ধে রক্ষা ব্যতীত ভারতবর্ষবাসী অল্পসংখ্যক আর্য্যের মূর্ত্তি ও বুদ্ধি যে অনেক অধিক সংখ্যক অনার্য্যের সহিত মিশ্রণে একেবারেই লোপ পাইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু "আধুনিক কালের" হিন্দুর শূদ্র ও অন্ত্যজদিগের প্রতি অস্পৃশ্য রূপ সাহঙ্কৃত ব্যবহারে যে উহারা হিন্দু না থাকিয়া অপরিমিত সংখ্যায় মুসলমান ও খৃষ্টান হইয়াছে তাহারও সন্দেহ নাই। উহাদের সহিতও ব্রাহ্মণের তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করা উচিত ছিল এবং এখনও উচিত। উহাদের হাত ধরিয়া উন্নত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য, ঘৃণা করায় কোন অধিকার (প্রকৃত হিন্দু ব্রাহ্মণ স্বরূপে থাকিলে) তাঁহার নাই। আইনেও হিন্দু মুসলমান, ধনী নির্ধনী উচ্চ নীচের প্রতি একরূপ দৃষ্টিতে ভারতবাসীর এসম্বন্ধে অধর্ম্মের হ্রাস ও জাত্যাচার সংকোচ দ্বারা হইতেছে। স্কুল কলেজে শিক্ষাতেও কূপমণ্ডূকতার হ্রাস হইয়া নিজেদের শাস্ত্রের প্রকৃত উচ্চ ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টতর ও পবিত্রতর ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মণ ও সাধারণ ব্রাহ্মণেতর লোকদিগের মধ্যে অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্বের উৎকৃষ্ট ও উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই যাহা বদ্ধ ছিল সেই প্রকৃত হিন্দুয়ানীর উচ্চভাব সঙ্কীর্ত্তনে কথকতায় এবং মুদ্রিত পুস্তকের প্রচারে অর্থ বুঝিয়া গীতা পাঠের বাহুল্যে—বিস্তৃত হইতেছে সন্দেহ নাই। এ সকলে প্রকৃত হিন্দুয়ানীর ক্ষতি হয় নাই। বাহ্য হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামির (অর্থাৎ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতার ঢঙের) ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই এবং তাহাই মাত্র দেখিয়া মিসনরিগণ আনন্দিত এবং গোঁড়ারা কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইতেছেন।

আমার মনে হয় শ্রীভগবান ভারতবাসীকে ক্রমেই ভালর দিকে লইয়া যাইতেছেন। স্বদেশ ভক্ত ইংরাজের সংস্রবে স্বদেশী ভাবও অধিক লোকের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে সন্দেহ নাই। যাতায়াতের সৌকর্য্য এবং মারামারির অভাবে সমগ্র ভারতের অধিবাসীরাই যে স্বদেশী ইহা বুঝিবার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। অনেক লোকের রেলপথে সহজে তীর্থ পর্য্যটনের দ্বারাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের মধ্যে উদারতার এবং স্বদেশী ভাবের বিকাশ ঘটিতেছে। এক রাজার অধীনে থাকিয়া মন উদারতর হইবে, এবং সকলে নিজেদের একদেশবাসী বলিয়া বুঝিবে—হিন্দুর আমলে রাজসূয় এবং অশ্বমেধের ব্যবস্থার এ বিষয়েও দৃষ্টি ছিল সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ লেখক কিন্তু অপর একটা কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি নাই, মিশনরির অন্ধ গোঁড়ামি মাত্র আছে। তিনি বলেন সরকারী হাসপাতালে যেমন ইংরাজী ডাক্তারি মতেই চিকিৎসা হয়—কবিরাজী, হাকিমী, মন্ত্রতন্ত্র কিছুই করা হয় না সেইরূপ সরকারী সকল স্কুল কলেজে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। যাহার ইচ্ছা হয় তথায় পড়িতে যাইবে যাহার ইচ্ছা না হয় এরূপ স্কুল কলেজে যাইবে না।

আমার মনে হয় যে মেডিকেল কলেজে যদি অন্ধ গোঁড়ামি এবং শিক্ষাবুদ্ধি সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ না পাইত এবং যদি উহার একটী আয়ুর্বেদীয় এবং একটী ইউনানী বিভাগ থাকিত এবং উহাদের পৃথক হাসপাতাল থাকিত এবং কবিরাজেরা ডাক্তারি শব ব্যবচ্ছেদ দেখিতেন ও শিখিতেন এবং ডাক্তারেরা আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible] পাতাল বিভাগে চ্যবনপ্রাশ, [illegible], মকরধ্বজ প্রভৃতি প্রয়োগের ফলাফল [illegible] তাহা হইলে উচ্চ সভ্যতাই প্রকাশিত হইত এবং এক দিনে ভারতের ইংরাজাধিকারের "গুড ডাক্তারি ফল" সমগ্র পৃথিবীই প্রাপ্ত হওয়া [illegible] ধন্য ধন্য করিত।

হোমিওপ্যাথি পর্য্যন্ত বাদ দিয়া সরকারী হাসপাতালে গোঁড়ামি করিয়া অনুদারতা মাত্র প্রকাশিত হইতেছে। উহা এমন কিছু নিখুঁত ব্যবস্থা নয় যে উহার জন্য কোন বাহাদুরি লওয়ার অধিকার হয়। খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা মিশনারি কলেজেও ত দেয় সে জন্য কি সব ছাত্র খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে? স্বধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়া লওয়ার পর কেহ কখনই শুধু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার জন্য পরধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। স্বধর্ম্মের কথা না অনুসন্ধান করিয়াই কেহ কেহ পরধর্ম্ম হঠাৎ গ্রহণ করিয়া ফেলে। এবং কতক লোক ঐহিক আকাঙ্ক্ষার বশে তাহা করে। লেখক কি মনে করেন যে গবর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা

# এডুকেশন গেজেট।

২৯শে মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সাল

## মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় নূতন আইন

সংবাদপত্র পুস্তিকাদি যাহাতে বিপথে পরিচালিত হইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে গত মঙ্গলবার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় সার হার্বার্ট রিসলে প্রবর্ত্তিত এই আইন পাশ করা হইয়াছে। মাননীয় মিঃ গোখেল বলিয়াছেন, "যে উদ্দেশ্যে এই নূতন আইন পাশকরা হইল, ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১০৮ ধারা এবং প্রচলিত অপর আইনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার হইলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এই নূতন আইনে প্রতিবাদ করা আমি ঠিক মনে করি না। হত্যা, ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক ডাকাতি—আমি কেবল এই সকলের বিষয় ভাবিতেছি না, আমি ভাবিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচারী একটা ভাব যেন চারিদিক নিবিড়ভাবে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবটি যতদিন না ঘুচিতেছে ততদিন দেশে শান্তি হইবে না"।

মাননীয় স্যর প্রতাপ সিং এবং মাননীয় স্যর ভি থ্যাকারসি নূতন আইনের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। কপূরতলার সর্দ্দার প্রতাপ সিং বলিয়াছেন, "আমার বেশ বিশ্বাস যে পঞ্জাবে যে সকল শ্রেণীর লোকেরা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকেন তাঁহারা এই নূতন আইন পাশ হওয়ায় যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিবেন।" কুরুপামের মাননীয় রাজা এই আইনের সমর্থন করিয়াছেন। অনারেবল মিঃ দাদাভয় বলিয়াছেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংক্ষুব্ধ করার আইনে সাধারণে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টকে যে কতটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন। যে সকল অনিষ্টপাত হইতেছে তাহার ফলে ভাল মন্দ দোষী নির্দ্দোষ সকলকেই অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং এই সকল অনিষ্টপাতের মূলোচ্ছেদ যাহাতে হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রজাসাধারণেরও আগ্রহ আছে। ব্রিটিশের রাজত্ব চিরস্থায়ী হয়, এই উদ্দেশ্য পোষণ শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই করিয়া থাকেন। নূতন আইনে কাজ কতদূর হইবে বলা যায় না। রাজদ্রোহ নিবারণের জন্য সম্প্রতি যে সকল আইন হইয়াছে তাহাতে কাজ তেমন হয় নাই। নূতন আইনেও যদি কাজ ভাল না হয় তাহা হইলে আরও কড়া ব্যবস্থার কল্পনা করিতে হইবে, উহার পরিণামফল উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধাজনক। বর্ত্তমানে রাজদ্রোহ মূলক যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে তাহার কারণ কেবল সংবাদ পত্রাদিতে রাজদ্রোহসূচক কথার প্রচার নহে। ১৮৭৭ সালেও সংবাদ পত্রাদিতে রাজদ্রোহসূচক কথার প্রচার অনেক হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানের ন্যায় এরূপ সমস্ত উৎপাত তাহাতে ঘটে নাই। ইহাতেই বোধ হয় যে, উহার অন্য কারণও আছে; রাজনীতিবিদ্‌গণকে সেই কারণও ঘুচাইতে হইবে। ব্রিটিশের সহানুভূতির উপর অনভিজ্ঞ, অবিমৃষ্যকারী যুবকদের অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে। দমননীতি অপেক্ষা সহানুভূতিসূচক ব্যবহারে সে পথে অনেকটা কাজ হইতে পারে। আমি দুঃখ এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই সকল কথা বলিলাম গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিতে যাইতেছেন তাহার প্রতিকূলতা করিবার উদ্দেশ্যে বলি নাই। আমি গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, সুতরাং আইনের মর্য্যাদা ও শান্তি রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি নিজের বল আরও বাড়াইতে চাহেন তাহাতে আমি আপত্তি করি না। আমার ইচ্ছা, গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। তাহা করিবার সময় এখনও যায় নাই। আমি আশা করি এবং আমার বিশ্বাস যে, ভারতাকাশের এই মেঘ অচিরেই অপসারিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট অবাধাতে চিরাচরিত উন্নতির পথে কার্য্য করিবার সুবিধা পাইবেন।"

মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি বলিয়াছেন যে "এই নূতন আইন দমননীতি মূলে প্রবর্ত্তিত হইতেছে না, রক্ষণনীতি মূলেই হইতেছে। অনেক দিন যাবৎ সংবাদ পত্রাদিকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই পরিচালিত হইতে দেওয়া হইয়াছে।"

স্যর হ্যারল্ড ষ্টুয়ার্ট নূতন আইনের সমর্থন স্থলে বলিয়াছেন, "প্রচলিত আইনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। রাজদ্রোহসূচক সভাসমিতি তথাপি হইয়াছে এবং তজ্জনিত অনেক মোকদ্দমাও আদালতে উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কেহ দুই তিন বা ততোধিকবার দণ্ডিত হইয়াছে, একখানি সংবাদ পত্র ছয়বার দণ্ডিত হইয়াছে। কোন কোন সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় উহাদের কাটতি বাড়িয়া গিয়াছে। মিঃ গোখেল ১০৮ ধারার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ ধারা ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের হাতে কিছুমাত্র কার্য্যকারী হয় নাই।

মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ সাহেব বাহাদুর আইনের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন "এই আইনের ব্যবহার কার্য্যতঃ খুবই কম হইবে, সুতরাং উহা বেশী দিন প্রচলিত থাকিবে না, আমি এইরূপই আশা করিতেছি।"

মাননীয় রায় বাহাদুর মুধোলকার বলিয়াছেন, "সংবাদ পত্রাদির স্বাধীনতা সংক্ষুব্ধ হওয়া—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যেখানে শাসনসৌকর্য্যার্থে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন—অতিশয় দুঃখের কারণ হইলেও উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় এই নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রতিকূলে আমি কোন কথা বলিতে পারি না। তবে আশা করি যে, যে উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট এই আইন প্রবর্ত্তিত করিতেছেন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ইহার প্রত্যাহার করিবেন।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু বলিয়াছেন, "নূতন আইনে অনার্কিষ্টদিগের অত্যাচার কমিবে না, কারণ ঐ দলের লোকেদের স্বতন্ত্র গুরু আছে, উহারা সংবাদ পত্রের কথা বা অপর কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না। যে সকল আইন রাজদ্রোহ নিবারণের জন্য প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। সেই সকল আইন যদি আরও কড়া করিতে হয় বা অন্য কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় করা হউক, সংবাদ পত্রাদির স্বাধীনতা ঘুচাইবার ব্যবস্থায় প্রকৃত উদ্দেশ্য তেমন সিদ্ধ হইবে না, অধিকন্তু ইহাতে জ্ঞানচর্চ্চার পথ সঙ্কুচিত হইবে। ছাপাখানা সমূহের স্বত্বাধিকারীরা এদেশে অধিকাংশ সামান্য অবস্থার লোক, জামিনের ব্যবস্থায় অনেক ছাপাখানাই উঠিয়া যাইবে। একথা স্বীকার্য্য যে, এক শ্রেণীর সংবাদ পত্র আছে যাহারা স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝিয়া থাকে এবং সেই বোধ অনুযায়ী সংবাদ পত্র পরিচালিত করে। সে সকলের দমন আবশ্যক, কিন্তু তাহার জন্য স্বতন্ত্র আইন করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ঐ জাতীয় সংবাদ পত্রের সংখ্যা বেশী নয়।

মাননীয় ডাঃ কেনরিক নূতন আইনের সমর্থন করিয়া মিঃ বসুর কথার উত্তরে বলেন, "নূতন আইনের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় ইতিহাসের শিক্ষা হইতে উহার প্রতিকূলে যুক্তি তর্ক সমীচীন নয়। মিঃ বসু বলিয়াছেন, এই আইনে রাজদ্রোহীদিগের অন্তর হইতে রাজদ্রোহী ভাব ঘুচিবে না। মানিয়া লইলাম, উক্ত অত্যাচারের প্রশমন হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া এই আইন করা হইবে না এই কি যুক্তি? এক শ্রেণীর সংবাদ পত্র যে রাজবিদ্রোহ প্রচারের

কারণ সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। এই নূতন আইন তেমন কড়া করিয়া করা হয় নাই। জ্ঞান চর্চ্চার পথ সংকুচিত করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে, কেবল লিখিত প্রবন্ধাদিতে গবর্ণমেন্টের উপর বিদ্বেষবুদ্ধিতে আক্রমণ কেহ করিতে না পারে তাহা বন্ধ করিবার উপায় এই নূতন আইনে বিহিত হইয়াছে মাত্র।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য নূতন আইনের সমর্থন না করিয়া বলিয়াছেন যে, "নূতন আইন যদি পাশ করিতেই হয় তবে উহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সময় দেওয়া আবশ্যক। নূতন একটা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে প্রচলিত ব্যবস্থা যে গুলি আছে সেগুলির পরীক্ষা প্রয়োজন।"

মাননীয় মিঃ এস পি সিংহ বলিয়াছেন, "এই নূতন আইন সম্বন্ধে কয়েকটি ভুল ধারণা অনেকের মন হইতে ঘুচাইবার জন্য আমার কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন। আমার উপর আমার দেশীয়গণের বিশ্বাস আছে বলিয়া আমি মনে করিতে পারি; আমি বলিতেছি আপনারা অন্তরের সহিত এই আইনের সমর্থন করুন এবং যাহাতে ইহাদ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তজ্জন্য আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার যে অনেক স্থলেই হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা এবং দণ্ডবিধির রাজবিদ্রোহ দমনের ধারা আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি যথেষ্ট নহে। জ্ঞান চর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটান গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নয়। নূতন আইনও তেমন কড়া হয় নাই। গবর্ণমেন্ট চাহেন যে কেবল দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারাই সংবাদ পত্র পরিচালিত হয় এবং পত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

মাননীয় মিঃ চিটনবিশ বলিয়াছেন, "এই নূতন আইনের সমর্থন করা আবশ্যক বলিয়া আমি বুঝিয়াছি। ইহাদ্বারা রাজবিদ্রোহীদিগের দমন হইবে বলিয়া নয়; উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় উপদ্রব সমূহের দমন জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্যার্থে সাধারণের এবং সংবাদ পত্রসমূহেরও একযোগিতা আবশ্যক হইয়াছে। এবং ছেলেদের ও তাহাদের পিতামাতা বা অপর অভিভাবকদিগের স্বার্থের জন্য এইরূপ আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। জ্ঞান লেখা পড়া জানা, নীতিজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারাই সংবাদ পত্রাদির পরিচালনা হওয়া আবশ্যক। আমি আশা করি, এই আইনে সংবাদ পত্রাদির সুর ফিরিয়া যাইবে এবং গবর্ণমেন্টেরও এই আইন অচিরে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে"।

মাননীয় জুলফিকার আলি খাঁ বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই গবর্ণমেন্টের এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে সংবাদ পত্র সমূহে শাসন ব্যাপারের সরলভাবে সদ্বুদ্ধি পরিচালিত সমালোচনা হইতে পারিবে না। কোন সভ্য গবর্ণমেন্টেরই এরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না। তবে রাজবিদ্রোহমূলক যে সমস্ত ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাতে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার আর হইতে দেওয়া ঠিক নয়।

মাননীয় দিঘাপতিয়ার রাজা নূতন আইনের সমর্থন করিয়া এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেন এই নূতন আইন তিন বৎসরের অধিক কাল বলবৎ না থাকে।

অপরাপর সদস্যগণ সকলেই এই আইনের সমর্থন করেন। অনেকগুলি সংশোধন প্রস্তাব হয়। তিনটি ভিন্ন আর সকলগুলিই অগ্রাহ্য হয়। আইনটি তিন বৎসর এবং আবশ্যক হইলে আরও দুই বৎসর বলবৎ রাখার প্রস্তাবে স্যার হার্বার্ট রিসলে আপত্তি করেন; বলেন যে, সময় বাঁধিয়া দেওয়ার ব্যবস্থায় অপকার হইবে। ১৬ জন সদস্য এই প্রস্তাবের অনুকূলে কিন্তু ৪২ জন প্রতিকূলে মত দেওয়ায়, সময় বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আইন পাশ হইয়া যায়।

বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতা—

নূতন সংগঠিত ইম্পিরিয়াল কৌন্সিলে অদ্যকার ব্যাপারই সর্ব্বপ্রথম মহৎ ব্যাপার। সুখের বিষয়, মাননীয় সদস্যগণের বক্তৃতায় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সদস্যগণ মনে রাখিবেন যে, এই আইন সংগঠন স্থলে ভারতগবর্ণমেন্টকে যতদূর সম্ভব সাধারণের বিভিন্নমত সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইয়াছে। যে আকারে এই আইন পাশ হইল তাহাতে সংবাদ পত্রাদির উপর অনাবশ্যক এবং উত্তেজনাকর হস্তক্ষেপ করা হইবে না, অথচ ইহাদ্বারা উপস্থিত উপতাপ সমূহ নিবারণের যথেষ্ট উপায় হইল। যে সকল কারণে এই আইন করা আবশ্যক হইল সে সকল কারণ স্যার হার্বার্ট রিসলে গত শুক্রবারে এবং মাননীয় মিঃ সিংহ অদ্যকার সভায় এমন দক্ষতার সহিত আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে আমার আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। অদ্যকার সভার আলোচনা সম্বন্ধে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বরং আপনাদিগকে জানাইতেছি। এই পরিবর্দ্ধিত সভার সদস্যগণ সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ। আজ তাঁহারা একটি দমননীতি মূলক ব্যবস্থার পোষণ করিলেন; ভারত গবর্ণমেন্টের ন্যায় তাঁহারাও বুঝিয়াছেন যে, দেশের মঙ্গলের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতবাসী সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করায় ব্রিটিশ শাসন দুর্ব্বল না হইয়া যে সমধিক পরিমাণে সবল হইবে তাহারই প্রমাণ এতদ্দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়াছেন। এইরূপ প্রমাণ পাইব বলিয়া আমিও আশা এবং বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভারতগবর্ণমেন্টের অনেক সময়েই রাজভক্তি মূলক পরামর্শের আবশ্যক হয়। আজ ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সভায় সদস্য, সুতরাং আমি আশা করিতে পারি যে ভারত গবর্ণমেন্ট আবশ্যকমত ঐরূপ পরামর্শ অতঃপর প্রাপ্ত হইবেন।

অতীব প্রয়োজনানুরোধে গবর্ণমেন্টকে বাধ্য হইয়া যে কার্য্য করিতে হইয়াছে তদ্দ্বারা সংঘটিত সাধারণের মনঃকষ্ট গবর্ণমেন্ট যথাসাধ্য ঘুচাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশন অনুসারে কয়েকমাস পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি। এই বিশ্বাসে মুক্তি দিতেছি যে, এক্ষণে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা তাঁহারা ছিলেন তাহা রাজবিদ্বেষমূলক ছিল, এখন সে আন্দোলন হত্যাকারীর ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যে রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন এক্ষণকার এই রাজনৈতিক অবস্থা সেই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত অংশ বলা যায় না। ভারতবাসী সম্প্রদায়ের সাহায্য না পাইলে বর্ত্তমান উপদ্রব প্রশমিত অল্প সময়ের মধ্যে হইবে না। গবর্ণমেন্ট যে দেশীয় সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদিগকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের একযোগিতা ও রাজভক্তির উপর গবর্ণমেন্ট যে নির্ভর করেন, এই সমস্ত ব্যক্তিগণকে মুক্তি দেওয়াতেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই মুক্তিদান ব্যাপারে সকলে উৎসাহিত হইয়া পরস্পরে একযোগিতায় কার্য্য করিয়া উপদ্রব নিবারণে গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিবেন।

আইনের উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ—

হত্যামূলক অত্যাচারসমূহ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকায় বুঝা গিয়াছে যে, রাজবিদ্বেষ ও রাজদ্রোহ

নিবারণ জন্য এ যাবৎ যে সকল উপায় বিহিত হইয়াছে তাহা আরও প্রবল করা আবশ্যক এবং উপদ্রব সমূহের প্রকৃত উৎপত্তিস্থান এখনও স্পর্শ করিতে পারা যায় নাই। ১৯০৭ সাল হইতে গবর্ণমেণ্ট রাজবিদ্বেষ সম্বন্ধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগরূপ নীতিই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। তদনুসারে অনেক অপরাধীকে অভিযুক্ত করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহাতে সংবাদপত্রাদির সুর ফেরা সম্বন্ধে স্থায়িভাবের কোন উন্নতি হয় নাই। এক শ্রেণীর সংবাদপত্র প্রকাশ্যভাবে রাজবিদ্রোহসূচক প্রবন্ধ লিখিয়া এবং পরামর্শ দিয়া ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রাচরণে উদ্রেক করিয়াছেন। ১৯০৮ সালের ৭ আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে এবং পরেও উপর্য্যুপরি যে সকল অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তাহার কারণ ঐ সকল সংবাদপত্রের উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ। অত্যাচারকারীরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণ। যে সংবাদপত্র দ্বারাই হইয়াছে তাহা নয়, পত্র পত্রিকা প্রভৃতির প্রচার দ্বারাও হইয়াছে। এই সকল কারণে ছাপাখানা ও সংবাদপত্র সংযত করা আবশ্যক হইয়াছে।

আইনের দ্বারা (১) মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি যাহার সাহায্যে সংবাদ পত্রাদির প্রচার হয় এবং (২) প্রকাশক—সংযত রাখা হইবে। (৩) ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে অথবা ব্রিটিশ ভারত হইতে অন্যত্র কোন আপত্তিকর পত্র পত্রিকাদির চালান হইতে এবং (৪) রাজবিদ্বেষ সূচক অথবা আপত্তিকর সংবাদপত্র, পুস্তক অথবা অন্য কোনরূপ কাগজ পত্রাদি প্রকাশিত হইতে পাইবে না।

ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীকে ছাপাখানা রাখিতে হইলে ১৮৬৭ সালের ছাপাখানা সম্বন্ধীয় আইনের ৪ ধারানুসারে ডিক্লারেশন দিতে হইবে। প্রথম ডিক্লারেশন দিবার সময় ৫০০ হইতে ৫০০০ টাকার মধ্যে যতটাকা ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক করিয়া দিবেন তত টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। যাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে ছাপাখানা আছে এবং যাহার ডিক্লারেশন দেওয়া আছে তাঁহাদিগকে ডিপজিট দিতে হইবে না, তবে এই আইনানুসারে আপত্তিকর কোন বিষয় জন্য যদি তাঁহারা দোষী হন তাহা হইলে তখন তাঁহাদিগকে ডিপজিট দিতে হইবে। ডিপজিট দিয়া ডিক্লারেশন দেওয়ার পর কোন ছাপাখানায় যদি আপত্তিকর কোন কিছু ছাপা হইতে থাকে তবে সেই ডিপজিটের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(১) হত্যা, বিস্ফোরক পদার্থ সাহায্যে অত্যাচার, এবং বলপ্রকাশ মূলক অপরাধ করণে উত্তেজিত করা. (২) সৈন্য বা নৌ-সেনাগণের রাজভক্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করা, (৩ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্ম্মগত বিদ্বেষ উদ্রেক করা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট অথবা দেশীয় রাজ্যের বা রাজার প্রতি ঘৃণার বা অবজ্ঞার উদ্রেক করা, (৪) অপরাধ মূলক ভয় প্রদর্শনে উত্তেজিত করা, (৫) আইনের পরিচালনা অথবা শান্তিরক্ষার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উত্তেজিত করা, (৬) কোন সরকারী চাকরকে তাহার নিজের অথবা তাহার আত্মীয়ের অনিষ্ট করিবার ভয় প্রদর্শন—এই সমস্ত বিষয় আপত্তিকর।

একবার ডিপজিটের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে পুনর্ব্বার ডিক্লারেশন দেওয়ার সময় বেশী করিয়া ডিপজিট দিতে হইবে, তখনও যদি আপত্তিকর বিষয় ছাপাখানায় ছাপা হইতে থাকে তাহা হইলে সেই ডিপজিটের টাকা এবং এমন কি সেই ছাপাখানা পর্য্যন্তও বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

ডিপজিট না দিয়া ছাপাখানা রাখিলে এবং সংবাদ পত্র প্রকাশিত করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

পোষ্টাফিস ও ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোন প্যাকেটে আপত্তিকর বিষয় আছে সন্দেহ হইলে আটক করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশের জন্য পাঠাইয়া দিবেন। যাহার জন্য ডিক্লারেশন এবং ডিপজিট লওয়া হয় নাই এরূপ সংবাদপত্র ডাকে পাঠান যাইবে না। সন্দেহ হইলে ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা খুলিয়া উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

নিষিদ্ধ বিষয় সম্বলিত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সংবাদপত্র পুস্তক বা অপর কাগজপত্র বাজেয়াপ্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং তদনুসারে পুলিশ যাইয়া তাহা আটক করিতে এবং তাহার জন্য অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে দুই মাসের মধ্যে আপীল করিতে পারা যাইবে। আপত্তিকর বলিয়া হাইকোর্ট যদি বিবেচনা না করেন তাহা হইলে বাজেয়াপ্তের আদেশ রহিত করিয়া দিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মচারীর নাম করিয়া দিবেন তাঁহার নিকট প্রত্যেক সংবাদপত্রের মুদ্রাকরকে দুই খানা করিয়া কাগজ নিয়মমত পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে প্রত্যেকবারের জন্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

---

## প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

১। ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি সঙ্গীত পুস্তক; শ্রীচন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক বিরচিত। ২য় সংস্করণ। মূল্য ৵০ আনা। সঙ্গীত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "একাধারে বিশ্রাম ও আনন্দলাভ বা শোকসন্তাপ নিবারণ করিতে হইলে সঙ্গীতই সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক। সঙ্গীত অপার্থিব বস্তু "দেবারাধন।" সঙ্গীতগুলি অধিকাংশই পরমার্থ বিষয়ক।

নমুনা স্বরূপ দুইটি গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

১ প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন। করো না দ্বেষাদ্বেষী।
দেখ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, সবাই আপন
প্রতিবাসী।
হিন্দুরে যে জন করেছেন সৃজন, সেই খৃষ্টানের
জন্মদাতা,
দেখ মুসলমানের তিনিই পিতা, তবে কেন
রেষারেষী।
রবি শশী বিমল কিরণ সম ভাবে করেন বিতরণ,
দেখ জাতি ভেদে আলোর ভেদ, নাহি হয়ত কমী
বেশী।
যিনি হরি তিনি আল্লা, তিনিই বিশু তিনি ভগবান
তবে শত্রুভাব দু দলে কর, মৈত্রীভাবে
মেশামেশী

---

২ রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।
(সুর—শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীপদারবিন্দ,
মকরন্দ পান, কর মনভৃঙ্গ)

এ ভব মাঝারে, সদা বাস করে, ত্রিগুণ আধারে
ত্রিবিধ মানব।
কেহ তমগুণে, কেহ রজগুণে, কেহ সত্বগুণে,
হয়েছে উদ্ভব।
তমগুণের ধর্ম্ম বলি তোরে মন।
অহঙ্কার নিদ্রা বিচিত্র ভোজন,
কাম ক্রোধ ঈর্ষা আদি তার লক্ষণ,
অতি বিভীষণ সে দ্বিতীয় দানব।
রজ গুণের হয় যে জন আধার,
সংসার লইয়া ব্যস্ত অনিবার,
টাকা, কড়ি, বাড়ি, সাজ, সজ্জা, গাড়ী,
এ কেন অসারে সদা মহোৎসব।
সুখাদি আশায় দান ধ্যান তার,
তপ, জপ, পূজা, যেন সেই প্রকার,

ঈশ্বর চিন্তা করে, দেবী গরম পরে,
লভিতে কেবল পার্থিব গৌরব ;
সব গুণী জন শিষ্ট শান্ত অতি,
বন্ধু পরিজনে প্রীতি অবিরতি,
বিপদ চরণে সদা রতি মতি,
ঐহিক বিভব মানে পরাজয়।
ঈশ্বর সকাশে করিতে গমন,
আছে যে সোপান সে পথ চিহ্নন,
সগুণ তার শেষ আরোহণ,
বিরাজেন পরে সেই গুণার্ণব।

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] আগামী ১২ই মার্চ্চ শনিবার কলেজ স্কোয়ার সেনেট হাউসে ডিপ্লোমা দিবার জন্য অপরাহ্ন ২ টার সময় "কনভোকেশন" সভার অধিবেশন হইবে। গ্রাজুয়েটদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সকল স্থানে উপস্থিত হইতে চাহেন তাঁহারা আপন আপন কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট যত শীঘ্র সম্ভব নাম পাঠাইয়া দিবেন, যেন প্রিন্সিপাল আবার সেই নামগুলি আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারেন। কলেজের ছেলে না হইলে রেজিষ্ট্রারের নিকট নাম পাঠাইবেন। ঐ তারিখের মধ্যে যে গ্রাজুয়েটের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজেষ্টারীভুক্ত না হইবে তাঁহাকে সভায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে না। যে সকল গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা লইতে আসিবেন তাঁহাদিগকে বেলা ১ টার পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সনে মোট ১৯ হাজার ৮ শত ৬টী ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল ১৪ হাজার ৮ শত ৬২টী, ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে মোট ৯ হাজার ৭ শত ৬৫টী ছাত্রের নাম পরীক্ষার্থীরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬ হাজার ১ শত ৮৫টী ছাত্র উত্তীর্ণ ৩ হাজার ৪ শত ৮টী অনুত্তীর্ণ, ৯০টী অনুপস্থিত ও ৬৭টী পরীক্ষা দানে বঞ্চিত হয়। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সাপ্লিমেণ্টারী ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে মোট ১ হাজার ২ শত ৩৩টী ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে মোট ৪৫৯ উত্তীর্ণ, ৭১৯ অনুত্তীর্ণ, ৫৩ অনুপস্থিত এবং ২ জন পরীক্ষা দানে বঞ্চিত হয়। অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ইংরাজী ভাষাতে ৬৩৫ জন ছাত্র অনুত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সালের সাপ্লিমেণ্টারী বি, এ পরীক্ষায় মোট ১ হাজার ১ শত ৫৯ জন পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে এ কোর্সে ৮২৯, বি কোর্সে ৩৩০ পরীক্ষার্থী ছিল। এ কোর্সে ১১১ অথবা শতকরা ৩৮ জন উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ১০৪টী ছাত্র পাস লিষ্টে ও ১২টী অনারে উত্তীর্ণ হয়। বি কোর্সের পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে ১৩৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৫১ জন উত্তীর্ণ হয়, আর মোট ১০ জন ছাত্র অনুপস্থিত থাকে। এই ১৩৮ জনের মধ্যে পাস লিষ্টে ১৩০ জন ও অনার লিষ্টে ৮ জন উত্তীর্ণ হয়। এ, ও বি কোর্সের অনার লিষ্টের ছাত্রগণ সকলেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ১৯০৯ মার্চ্চে নূতন নিয়মে যে ইণ্টার মিডিয়েট এক্‌জামিনেশন ইন আর্টস অর্থাৎ মধ্যপরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে মোট ১ হাজার ৩ শত ৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৫৬৮টী ছাত্র উত্তীর্ণ, ৮৭১ জন অনুত্তীর্ণ, ৫৩ অনুপস্থিত ও ২টী পরীক্ষা দানে বঞ্চিত হয়। ঐ সনের মার্চ্চ মাসে বিজ্ঞানের মধ্য পরীক্ষায় মোট ৩০৭ জন উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ১৭১ জন উত্তীর্ণ ১৬ জন অনুত্তীর্ণ ও ১০ জন অনুপস্থিত হয়। ঐ সনের মার্চ্চ মাসে যে বি,এ পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে এ কোর্সে ২৬০ জন উত্তীর্ণ ও ২২৭ জন অনুত্তীর্ণ ও ১৮ জন ছাত্র অনুপস্থিত হয়। ২৬০ জন ছাত্র মধ্যে পাসলিষ্টে ১৯৭, আর ৬৩টী অনারলিষ্টে। বি কোর্সে মোট ১১১ জন ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৪৫ জন উত্তীর্ণ, ৬৪ জন অনুত্তীর্ণ আর ১ জন অনুপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে ২১ জন পাসলিষ্টে আর ১৮ জন অনারলিষ্টে উত্তীর্ণ হয়। ১৯০৮ সালে যে এম, এ পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে মোট ৩৯৪ জন ছাত্র উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ১৭৩ জন উত্তীর্ণ আর ২৪ জন অনুপস্থিত হয়। ১৯০৯ সনের জুলাই মাসে যে এম, এ পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে ১১ জন ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয় তন্মধ্যে ৮ জন উত্তীর্ণ, ৬ জন অনুত্তীর্ণ, এবং ৩ জন অনুপস্থিত হয়।

[ঢাকা] পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় [illegible] হইয়াছেন। হিন্দু সমাজের একটি প্রধান স্তম্ভ অন্তর্হিত হইল।

[পাটনা] সারণ জেলার গোপালগঞ্জ নামক স্থানের রায় মহাবীর প্রসাদ সাহ বাহাদুর এবং তাঁহার পুত্র বাবু যদুনাথ প্রসাদ সাহ একটী ডিস্পেন্সারী নির্ম্মাণের জন্য জেলাবোর্ডের হস্তে ১২ হাজার ৫০ টাকা এবং ঐ ডিস্পেন্সারীর কার্য্য পরিচালনা জন্য খরচ বহন করা যায় বার্ষিক ১৮৭৫ টাকা আয়ের তিন খানি গ্রাম দিয়াছেন। এই দানশীলতার জন্য ছোটলাট বাহাদুর উঁহাদের সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

[সাধারণ] বর্ত্তমান বৎসর হইতে বাঙ্গালা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে "বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষার ১ম শ্রেণীর কুড়িটি বৃত্তি মাসিক ৩ টাকা হিসাবে, ২য় শ্রেণীর পনরটি বৃত্তি মাসিক ৩ টাকা হিসাবে এবং ৩য় শ্রেণীর দশটি বৃত্তি মাসিক ৪ টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। ১৯০৯ সালে যে সকল বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে সেই বৃত্তিগুলি শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের আদেশমত, যে সকল ছাত্র ১৯১০ সালে সবওভারশিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে আরও এক বৎসর (তৃতীয় বৎসর) দেওয়া হইবে।

হিন্দরাজ্যের রাজা আদেশ করিয়াছেন যে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পর হইতে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলি হিন্দরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না—(১) অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, পাঞ্জাবী—এই তিনখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয়। (২) প্রকাশ, হিন্দুস্থান, ন্যাশনাল, হিন্দুস্থানী, আকাশ,—এই কয়খানি উর্দ্দু ভাষায় লিখিত। (৩) সাচাধান্ডোরা (গুরুমুখী). (৪) হিন্দী বঙ্গবাসী। এই সকল সংবাদপত্রের কোন একখানি যদি রাজ্য মধ্যে আনয়ন করে, অথবা প্রচার করে তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। যে সকল সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে রাজদ্রোহ প্রকাশক লেখা থাকে তাহা রাজ্যের অধিবাসিগণ গ্রহণ করিতে পারিবে না, ঐরূপ কাগজ পত্র কেহ প্রাপ্ত হইলে তাহা পুলিশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে, তথা হইতে উহা রাজ দরবারে প্রেরিত হইবে।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—মিঃ বি এ কলিন্স ৮ মাসের ছুটী লওয়ায় প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ কালস বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রাজনীতি ও নিয়োগ বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটরী হইলেন। পাবনার জঃ মাঃ মিঃ হবার্ট ঢাকা জেলার মাঃ হইলেন। পাটনার পোষে ডেঃ কঃ মিঃ বইড আম্বুলে বদলী হইলেন; অনারেবল মিঃ কামিং ৮ মাসের ছুটী লওয়ায় কৃষিবিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর মিঃ গুরলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বিচার ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটরী হইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ মৌঃ আতাউ ইলাহি খুলনা জেলার সদরে বদলী হইলেন। মিঃ সন্তোষ চন্দ্র মল্লিক আই সি এস ৩ সপ্তাহের এবং ডেঃ মাঃ বাবু বঙ্কবিহারী

... ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। ডেঃ মাঃ ...েন্দ্রভূষণ প্রসাদ আর ১ মাসের ফর্লো ...লেন।

...বাবু রামবিলাস সিং বি এল পাটনা ...র এবং বাবু অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী এম এ বি ...কলপরের মুঃ হইলেন। ছাপরার মুঃ মৌঃ ... মহঃ মুবুক আলি ৬ মাসের, ফকলপরের মুঃ ...তুলচন্দ্র ঘোষ ১ মাসের ছুটী পাইলেন। ...ীর মুঃ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ আর ১ ... ছুটী পাইলেন।

...ডেঃ কঃ বাবু রাধাকৃষ্ণ বসু তাজপুর মহ-..., মৌঃ মহঃ আবদুল মালাম পাটনা বিভাগে ...প্ত সব ডেঃ কঃ বাবু অতুল বিহারী গোঁসাই ... মহকুমায় স্থাপিত হইলেন।

...—বাবু জগন্নাথ ত্রিপাঠী বি এ রাভেন্স ...স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে পাকা হইলেন ...শ্রেণী)। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর আফি-...সিষ্টাণ্ট বাবু শ্রীশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা ... আফিসে নিযুক্ত হওয়ায় মিঃ টি এ প্রেণরী ...বাবুর স্থানে কার্য্য করিবেন এবং মিঃ চার্লস ... মিঃ প্রেগরীর স্থানে কার্য্য করিবেন। ...ন্সী কলেজের ক্লার্ক বাবু চুণীলাল মিত্র ...সরের শিক্ষানবীশীতে উক্ত কলেজের ...য়ী হইলেন।

---

## ...মিনারী আইন পরীক্ষার ফল ১৯১০।

### বর্ণমালানুসারে

### প্রথম বিভাগ।

ভট্টাচার্য্য—হেম রিপণ, রমেশ ইউনিভার্সিটী ...

চক্রবর্ত্তী রমণীমোহন রিপণ, দত্ত মহেন্দ্র ঢাকা, ... মণীন্দ্র ইউনি ল কলেজ, সিকদার উপেন্দ্র ঐ

### দ্বিতীয় বিভাগ

... এস এম আলাম ইউনি ল কঃ, বক্সি ... ঐ, শরৎ রিপণ, বালগোবিন্দ সহায় বাঁকী-... এল।

...দ্যোপাধ্যায়—অবিনাশ রিপণ, অতুল ঐ, ... ঐ, বারদা ঐ, জ্যোতিষ ঐ, কামিনীকুমার ...েন্দ্রগোপাল রিপণ; ললিত মেট্রো, মাখন ...ীন্দ্র রিপণ, মনিমোহন ঐ, নন্দগোপাল ঐ ... বঙ্গবাসী, প্রভাত রিপণ, রমেশ ঐ, রাম-... সত্যপ্রসন্ন ঐ

...রারি ভরণী ঢাকা. বর্দ্ধন জিতেন্দ্র রিপণ, ...গুরুপ্রসাদ ঐ।

বসু—অবিনাশ রিপণ, ভূপেন্দ্র ইউনি ল কঃ, চুণীলাল রিপণ জহরলাল ঐ, মনোমোহন ঐ, নগেন্দ্র ঐ, নিবারণ মেট্রো, নিখিল রিপণ, পান্নালাল ঐ, শচীন্দ্র ইউনি ল কঃ, শচীন্দ্র বাঁকীপুর বি এল, সতীশ রিপণ, সুধীন্দ্র ইউনি লকঃ সুশীল বঙ্গবাসী, সুরেন্দ্র রিপণ।

ভট্টাচার্য্য—অবনী রিপণ; অনুকূল ঐ ভব-তারণ ঐ, চন্দ্রকুমার মেট্রো; জ্যোতির্ম্মোহন রিপণ, জ্যোতিষ ঐ, নগেন্দ্র ঐ, নিবারণ ইউনি ল কঃ, প্রমথ রিপণ, প্রসন্ন ঐ, শৈলেশ্বর রাজসাহী, সুরেন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট, উপেন্দ্রগোপাল রিপণ; ভাওয়াল বিপিন ঢাকা।

বিশ্বাস—বগলাপ্রসন্ন ঢাকা, হিরন্ময় ঐ কামিনীমোহন সিটি; বোড়া বিষ্ণু সিটি।

চক্রবর্ত্তী বরদাপ্রসাদ ঢাকা; ভূপেন্দ্র রিপণ, বিরাজমোহন ঐ, চিন্তাহরণ ঐ, যোগেশ ঢাকা, মহেন্দ্র বরিশাল বি এম, মুরারি রিপণ, নরেন্দ্র ঐ, রসিকলাল ইউনি ল কঃ, শশধর রিপণ, শ্রীশ ঐ, সুরেন্দ্র ইউনি ল কঃ, সুরেন্দ্র রিপণ, সুরেশ ইউনি লকঃ, সুরেশ ২ রিপণ।

চন্দ পরেশ রিপণ, চন্দ্র মণীন্দ্র ঐ।

চট্টোপাধ্যায়—অমূল্য ঐ. বিজয়মোহন ঢাকা, বিধুদাস রিপণ, হরিপদ সিটি, নবীনকৃষ্ণ মেট্রো, নরেন্দ্র রিপণ; পঞ্চানন ঐ, শৈলজা ঐ; সতীনাথ ঐ সুবোধ ঐ, সুশীল ঐ, শ্যামাচরণ ঐ।

চৌধুরী—অবিনাশ ঐ, নগেন্দ্র ঐ. নন্দকিশোর ইউনি ল কঃ; রজনী রিপণ। দাস—বিপিন ঢাকা যোগীন্দ্র রিপণ. কুঞ্জলাল ঢাকা, মহেন্দ্র রিপণ।

দাসগুপ্ত—যতীন্দ্র রিপণ, ক্ষিতিমোহন মেট্রো. সতীশ রিপণ, সুরেন্দ্র ১ ঐ।

দত্ত—বঙ্কিম রিপণ; দেবীপ্রসাদ মেট্রো, হরিশ ঢাকা, যোগেশ ঐ, নলিন ইউনি ল কঃ; নরেন্দ্র রিপণ; নীরদবরণ ঐ; মোহিনী ইউনি ল কঃ; শুভ-ময় রিপণ, সুরেন্দ্র ইউনি ল কঃ।

দে—অন্নদা ইউনি ল কঃ; ভোলানাথ মেট্রো, গজেন্দ্র সিটি, ইন্দ্র রিপণ. জগবন্ধু ঐ; প্রভাত ঐ, দেব বিমলা ঐ। ধর—নীরদভূষণ ঐ; সুন্দরীমোহন ঐ।

গঙ্গোপাধ্যায়—অনুকূল ঐ; অপূর্ব্বকুমার ইউনি ল কঃ; হেম বরিশাল বি এম; জগদীশ ঢাকা; মায়া-বণ রিপণ। ঘটক সতীশ ঐ।

ঘোষ—অবিনাশ রিপণ; অমরেন্দ্র বাঁকীপুর বি এল; আশুতোষ রিপণ; বসন্ত ইউনি ল কঃ; ভূপতি রিপণ, বিভূতি মেট্রো, বীরেন্দ্র ইউনি ল কঃ, হরি-ভূষণ মেট্রো, যদুনাথ ইউনি ল কঃ; জ্ঞানেন্দ্র সিটি কঃ, কৈলাসচন্দ্র ভাগলপুর টি এন জুবি, ক্ষিতীশ রিপণ; মনোমোহন ইউনি ল কঃ; নরেন্দ্র মেট্রো, প্রকাশ রিপণ, সুরেন্দ্র ঐ; সুরেশ সিটি। গুহ—হিরালাল ইউনি লকঃ, শচীনাথ রিপণ। গুপ্ত—যতীন্দ্র রিপণ; যোগেশ ইউনি ল কঃ।

হরিবল্লভ সহায় ভাগলপুর টি এন জুবি; জগদীশ সহায় ঐ; কর—বিধুভূষণ মেট্রো ইনঃ; চারুচন্দ্র রিপণ; কর্ম্মকার হেমচন্দ্র ঐ। লাহিড়ী ফণীন্দ্র ঢাকা, প্রমথ রিপণ।

মৈত্র—ফুহু চরণ রিপণ; ফণীন্দ্র ইউনি ল কঃ. উপেন্দ্র রিপণ, মজুমদার—অখিল সিটি, তারণ কুমার রিপণ; মিত্র—বসন্ত ইউনি ল কঃ, দেবেন্দ্র ঐ. কালীপদ রিপণ, রমেশ ইউনি ল কঃ, মোদক পূর্ণচন্দ্র মেট্রো ইনঃ।

মুখোপাধ্যায়—বীরেশ্বর রিপণ, দয়াল মেট্রো ইনঃ, যতীন্দ্র ঢাকা, নরেন্দ্র রিপণ; রাসবিহারী ইউনি ল কঃ, সৌরীন্দ্র রিপণ, উপেন্দ্র ঐ।

মুন্সী আশুতোষ ইউনি ল কঃ, নন্দী রসিক লাল মেট্রো ইনঃ, নিয়োগী বসন্ত রিপণ। পাল—মন্মথ মেট্রো নগেন্দ্র রিপণ। প্রয়াগ নারায়ণ ভাগল পুর টি এন জুবি। পুরুষোত্তম শালগ্রিকার রিপণ।

রায়—বীর কিশোর ইউনি ল কঃ, ব্রজেন্দ্র রিপণ; চারু ঢাকা, হরিপ্রসন্ন ইউনি ল কঃ, হেমন্ত রিপণ, যোগীন্দ্র ঢাকা, কুমুদ বন্ধু রিপণ. ফণীন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট. প্রমোদ মেট্রো, রাজেন্দ্র রিপণ, ব্রজ বিহারী শরণ বাঁকীপুর বি এল, রায় চৌধুরী চারুচন্দ্র ২ রিপণ, হরিনারায়ণ মেট্রো. কুলদাচরণ বরিশাল বি এম।

রাজা কাদম বাঁকীপুর বি এল, ... চন্দ্র মোহন ঢাকা।

সেন—পতিকৃষ্ণ রিপণ, জিতেন্দ্র নাথ ২ ঐ, মোহিনী মোহন ঐ, নরেন্দ্র কৃষ্ণ মেট্রো. রেবতী মোহন ঐ, সতীশ রিপণ। সেনগুপ্ত—ভারতবন্ধু রিপণ, গণেশ ঢাকা. ইন্দুভূষণ ইউনি ল কঃ উপেন্দ্র ঢাকা।

শামসুর রহমণ—ইউনি ল কঃ, সেখ একরামুল হক সিটি কঃ।

সিংহ—হরেন্দ্র নারায়ণ ভাগলপুর টি এন জুবি, হরিপ্রসাদ রিপণ, রাধাশ্যাম ঐ, রাধানুগ্রহ নারায়ণ পাটনা।

সোম—সুরেন্দ্র রিপণ, এস রাজা মাণিকম রেঙ্গুন, সৈয়দ আমীরের রহমন পাটনা ল কঃ। সৈয়দ আবুল কাশেম ঐ। তালুকদার সুরেশচন্দ্র ঢাকা কঃ।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকের তালিকা মধ্যে এই গুলিকে রাখা ঠিক নয়। তদনুসারে তালিকা হইতে এই পুস্তকগুলির নাম কাটিয়া দেওয়া হইল—

বাঙ্গালা—সাহিত্য পাঠ ২য় ভাগ রাধাগোবিন্দ গাঙ্গুলী কৃত, নবশিক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড কৃত, সরল ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উপা এবং মধ্য) উপেন্দ্র লাল বর্দ্ধন কৃত, বিজ্ঞান শিক্ষা নিম্ন জজ টি এন মুখার্জ্জি এবং এন জি মুখার্জ্জি কৃত, ভূগোল প্রসঙ্গ ( সংশোধিত ) হরনাথ বসু কৃত, উচ্চ ভৌগোলিক রীডার আর এন ঘোষ কৃত।

উর্দ্দু—উচ্চ দ্বিতীয় রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানীকৃত, উচ্চ ভৌগোলিক রীডার ঐ,

---

## পাঠ্য পুস্তকের তালিকা

( ১৯০৭ সালের ১০ই জুন তারিখে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ভার্ণাকুলার শিক্ষার নূতন প্রণালী যে সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই সকল স্কুলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে )

### সাহিত্য ও ব্যাকরণ—ইংরাজী

Gulliver's Travels, (abridged) Edited by G C Earle 1s. Lamb's Tales from Shakspeare (second series). Edited by G D Punchard. 1 s 6 d. Folk Tales of Bengal Rev Lal Behari Dey 4 s 6 d. Picture Children, Part I. H Armitage. 4 d. [For home reading] Ditto II Ditto 4 d. Ditto Augustine and the Black Prince Dean Stanley 6 d. Selection from J A Froude's "Short Studies on Great Subjects. Edited by J Thornton 1 s. A Manual of Translation from Bengali to English. Banmadhab Ganguli and Bisweswar Chakravarty. Rs 1 A 4. A Junior Text-Book of Translation from Hindi to English. Ditto A 8. Beginner's Grammatical Induction ( Anglo-Urdu ). Daulat Ram Kanaujia A 4.

### বাঙ্গালা।

কথাও কাহিনী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত ৸০, সাহিত্য প্রসঙ্গ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কৃত ।৶০, শিশুরঞ্জন ব্যাকরণ ২য় ভাগ ঢাকা সপুনার লাইব্রেরী দ্বারা প্রকাশিত ।৶০, বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা জগবন্ধু মোদক কৃত ৸০, বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রবেশিকা ঐ ৶০।

### গণিত

School Algebra, Part 1 W E Paterson 3 s. With answer. 2 s 6 d. Without answer. Elementary Modern Geometry, Part II. Kalipada Basu Rs 1. Arithmetic Gouri Sanker De. Rs 1 A 12 Matriculation Algebra Ditto Rs 1 A 12 Junior Arithmetic Ditto As 10.

### ইতিহাস

Indian History ( Simply Told ) J C Allen Rs 1 A 8.

## পুরস্কার এবং লাইব্রেরীর জন্য

### সাহিত্য ও ব্যাকরণ-ইংরাজী

The Garden of childhood A M Chesterton s 1 6 d. Library only The Royal Treasury of Story and Song—Introduction —Golden steps s 1 9 d Prize only. The Royal Treasury of Story and Song Part VI.—Tales that are Told. s 1 6 d. Bob and the Black bird. H Avery s 4 Prize only Portia Mrs. C Clarke s 6. Boswell's Life of Johnson ( selected passages.) T Nelson and sons 6 d Selections From the Poems of Robert Browning. Edited by Mrs M G Glazebrook. 1 s Tennyson's English Idylls and other Poems. Edited by J H Fowler s 1 9 d. Tennyson's "The lady of Shalott" and other Poems. Ditto s 1 9 d. Ingraji Sopan, Part 1 Rabindra Nath Tagore As 6. Ditto, Part II Ditto As 6. Ingraji Sruti Siksha Ditto As 4 Beginner's Grammatical Induction [Anglo-Urdu]. Daulat Ram Kanaujia As 4. A Junior Text-Book of Translation from Hindi to English. Benimadhab Ganguli and Bisweswar Chakravarty. As 8. A Junior Text-Book of Translation from Urdu to English. Ditto As 10.

[ ২নং এবং ৪নং পুস্তক কেবল পুরস্কারের জন্য। ৩নং পুস্তক পুরস্কার ও লাইব্রেরী উভয়ের জন্য, অবশিষ্টগুলি কেবল লাইব্রেরীর জন্য ]

### বাঙ্গালা

জাপানী ফানুস যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কৃত ৷৹, ক্ষীরের পুতুল অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত ৶০, কাশেমরের কাব্য আবদুলআলি বা হাবিব আলি কৃত ৷৹, যোগেন্দ্র অধিলচন্দ্র পালিত কৃত, ১৲ আরব্য নীতি বিজ্ঞান প্রথম পাঠ গিরীশ চন্দ্র বসু কৃত ৸০, অর্জ্জুন নীলরতন মুখার্জ্জি কৃত ৷৹, মোসেম চরিত্র হাবিব আলি কৃত ৶০, ভারতীয় বিদুষী মহিলা গাঙ্গুলী কৃত, ৷৶০, কিশোর পাঠের কবিতা শচীনন্দন সরকার কৃত ⁄১০।

[ ১০২নং কেবল পুরস্কারের জন্য, ৬ ও ৯নং উভয়ের জন্য। অবশিষ্ট কেবল লাইব্রেরীর জন্য ]

### সংস্কৃত

লক্ষ্মীকাব্য লক্ষ্মী নাথ কৃত ৷৹ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য )

### বিজ্ঞান ও গণিত—ইংরাজী
### ( কেবল লাইব্রেরীর জন্য )

School Algebra, Part II W E Paterson s 3 with answer, 2 s 6 d without answer Ditto, II Part I and Ditto s 5 with answer and 4 s without answer Alert Arithmetic, Teacher's Book III H Wilkinson 4 d. Ditto Teacher's Book IV Ditto 5 d.

### বাঙ্গালা ( কেবল লাইব্রেরীর জন্য )

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ⁄০

### ইতিহাস ও ভূগোল—ইংরাজী

High Roads of History, Book VIII—High Roads of Empire History. E M Wilmot-Buxton s 1 6 d. A Junior Geography of India, Burma and Ceylon. G Morrison As 12.

[ ২নং পুস্তক খানি কেবল লাইব্রেরীর জন্য ]

---

## POST-GRADUHTE RESEARCH SCHOLARSHIPS, 1910

1. Two post-graduate Research Scholarships of the monthly value of Rs 100 each, and tenable for a maximum period of three years, but in the first instance for one year only, will be awarded early in the year 1910.

2. No candidate will be considered who has not passed the M A, the M D the D L or the Master in Engineering Examination of the Calcutta University

1907, 1908 or 1909. No candidate will be considered who is not possessed of the above qualifications and who cannot show that he has a capacity for original research.

3. One of the scholarships will be awarded to candidate who proposes to pursue an original research in some scientific subject, such as Natural and Physical Science, Chemistry, Mathematical Science, etc. The other may be awarded to a candidate who undertakes research in some literary subject, such as a Language, Comparative Philology, Palaeography, Epigraphy, Philosophy, History, Archaeology, etc., but no application for a scholarship for research in a literary subject will be considered unless a candidate presents himself who not only shows that he has the capacity for undertaking the research proposed, but also makes it clear by the programme which he submits that he has thought out a definite course of inquiry. In the event of no suitable candidate for a literary research scholarship being forthcoming, both the scholarships may be awarded for scientific research.

4. All applications must be submitted through the head of the institution in which the candidate read last, so as to reach the undersigned on or before the 28th February 1910.

5. Application forms may be had from the Personal Assistant, Office of the Director of Public Instruction, Writers' Buldings; Calcutta.

G W KUCHLER, Director of Public Instruction, Bengal.

---

নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার ফল ১৯০৯-১০

[ প্রত্যেক ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ মাসিক দুই টাকা দুই বৎসর স্থায়ী ]

যতীন্দ্র নাথ মহান্তা বলরামপুর নং ১, ঈশ্বর চন্দ্র গোস্বামী বাড়, সুরেন্দ্র নাথ পড়াই মণ্ডলদীপ, প্রমোদ কিশোর রায় থামাল, প্রমথনাথ কর ...ড়া, আশুতোষ জানা কাঁকড়াপোল; যতীন্দ্র ... মিশ্র মন্দারপুর নং ১, কালীচরণ দাস বর... গঙ্গাধর পাত্র খড়িকা মাথানিয়া, অপূর্ব্ব ... চক্রবর্ত্তী মুলকুড়িয়া, সীতানাথ পড়াই পুরাণপুর, দেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল খপাপানিশ, নফর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বয়াগড়, কীর্ত্তিবাস মড়াই কালিয়াড়া, প্রেমানন্দ দে রাগড়া, গোপাল চন্দ্র ভুঁইয়া খড়িকা ভোলানাথ মাইতি হুবরাজপুর, পঞ্চানন হালদার কুন্দপুর, সতীশ চন্দ্র সূত্রধর বৃন্দাবন বাজার, বঙ্কিম চন্দ্র দে ঠাকুরবাড়ী, সতীশচন্দ্র গড়াইৎ জমক পোতা অর্জ্জুন চরণ সামন্ত চন্দ্রনারাণপুর ভবানীচরণ ঘড়াই বাহিরগড়, শরচ্চন্দ্র দাস কি মরনা, শ্যামাচরণ প্রামানিক মচলন্দপুর, ক্ষুদিরাম দাস কালিকাকুণ্ডু, সদয়চন্দ্র দাস ব্রজলাল চক, রামচরণ পড়াই শালুকা, নিজামত আলি খাঁ কেশিয়ারী; কুঞ্জবিহারী জানা আহাম্মদাবাদ, রাইভূষণ কান্দার কৃষ্ণনগর, কেনারাম ভুঁনিয়া দেরুয়া নং ১ প্রসন্ন কুমার দাস মনোহর চক, নবীন চন্দ্র মণ্ডল মাচেদা যতীন্দ্র নাথ সৎপতি কুমপুর, বাগেশ্বর দাস জগদীশপুর, ভজহরি মাইতি চাক, ভোলানাথ গাঁত দেমুরিয়া, গোপাল চন্দ্র দাস কল্যাণপুর উমাপদর জানা খাদালগবড়া, সতীশচন্দ্র জানা কালিন্দী নং১ প্রিয়নাথ দাস হুলালপুর, গিরিশচন্দ্র পাহাড়ী চিরুলিয়া, শরচ্চন্দ্র গিরি চিনপাড়া, রামচাঁদ গিরি কৃষ্ণপুর, তারাপদ রায় মহাপাত্র পালপাড়া, অধর চন্দ্র সাঁতরা শ্যামপুর, নগেন্দ্রনাথ পাত্র কুমপাড়া, শ্রীমন্থনাথ বেরা বাথাদাড়ি, ভূপেন্দ্র নাথ পাত্র খড়িপাড়া,

বিশেষ ছাত্রিগণ বৃত্তি

শ্রীমতী কাদম্বিনী কিস্কু ভীমপুর সাঁওতাল ট্রেনিং, ছুটা সাঁওতাল চ বাহারা।

---

হুগলি জেলাস্থ নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯০৯ সালের নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় সবৃত্তিক উত্তীর্ণ হইয়াছে।

হুগলি—হেমেন্দ্র কুমার পাল মল্লিকবাটী আব ছুল রহিম সরকার জেটিয়া

শ্রীরামপুর—গোপীজীবন ঘোষ ধরমতলা ভদ্রেশ্বর, গোপাল চন্দ্র দত্ত কোন্নগর ডিংসাইপাড়া।

বলাগড়—ব্রজমোহন সেন বড়াল

পাণ্ডুয়া—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী নপাড়া নিঃ প্রাঃ সেক গোলাম রহমন মাণ্ডরা।

ধনিয়াখালি—কালীপদ মালিক ভালিয়াকাটি চৌধুরীপাড়া বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় আথলপুর।

সিঙ্গুর—বিপিন বিহারী জানা মহিষহাটি, ভূপতি চরণ মণ্ডল অমরনগর।

হরিপাল—যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডার শিয়াসাড়া সুধীর রঞ্জন কর্ম্মকার নারনা।

চণ্ডীতলা—বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী গদাধরপুর ধনকুর কোলে আদান।

জে কৃষ্ণনগর—মন্মথ নাথ ঘোষ নবগ্রাম কালী চরণ পাল বেলেড়া।

আরামবাগ—উপেন্দ্র নাথ নন্দী চধারি, গৌরচরণ দে কাঁচগোড়ি নগেন্দ্র নাথ ষণ্টেশ্বরী দিহল শরচ্চন্দ্র নায়েক মলয়পুর।

পুড়শুড়া আউট পোষ্ট—নীলমণি হাজরা সাদপুর নং ১ নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ভুঁরেড়া।

খানাকুল—কেশব চন্দ্র দত্ত খানাকুল চণ্ডীচরণ বটব্যাল রাজহাটি নিঃ প্রাঃ নং ১ চারুচন্দ্র রায় নন্দনপুর নিঃ প্রাঃ নং ২।

গোঘাট—গোবিন্দ চন্দ্র দাস শ্রীপুর, কামাখ্যা পদ চক্রবর্ত্তী, গুলিয়া।

---

কর্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আ" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate Asst Head master for the U I. High school Bangaon, Tipperr on Rs 60 a month besides free board and lodging.

Two English teachers F A for the Sodepur H E school 24 Parganas on Rs 25 each. Apply to the H master Sodepur High school, 24 Pergs.

A graduate for the Matnara H E school Dt Bankura on Rs 50 with ... 3 miles from Ry station.

A graduate as 3rd master of the Raniganj H E school on Rs 42 per month.

A F A Hd master for the Kautala M E school on Rs 20—25 according

কাব্য ও উপন্যাস প্রভৃতি, উচিত মূল্যে ও উক্ত কমিশনে পাওয়া যায়। ২১নং কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট কলি- কাতার অর্ডার পাঠাইবেন অতি সত্বর প্রেরিত হইবা ৩.৩।১৯১০

## কর্মখালি

কোন প্রসিদ্ধ জমিদারের ২টী ছেলেকে পড়াইবার জন্য বিএ পাশ করা কিন্তু আইন ও ভাল ইংরাজী জানা ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক সমস্ত সময়ের জন্য একজন [illegible] শিক্ষক। আহার ও বাসস্থান ও [illegible] বেতন। সময়ে সময়ে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে। অন্ততঃ ২ বৎসর কার্য্য ত্যাগ করিতে পারিবেন না শ্রীশিবরাম সান্যাল হেড মাঃ জিয়াগঞ্জ ধনপৎ এম ই স্কুল মুর্শিদাবাদ।

জেলা রংপুর পোঃ শ্যামগঞ্জ ফরিদাবাদ মইং স্কুলে জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ হেড মাষ্টার বেতন ১৫ টাকা আহার বাসস্থান, এক বৎসরের জন্য স্থায়ী হইতে হইবে।

জেলা রংপুর সাদুল্লাপুর ডাকঘরের অধীন সাদুল্লাপুর মইং স্কুলে এণ্ট্রেন্স পাশ বা ফেল পার্শি ও উর্দ্দু জানা জনৈক মৌলবী মাসিক বেতন ১০৲ ও আবা। পোঃ সাদুল্লাপুর রংপুর।

গড়বেতা জেলা মেদিনীপুর উইং স্কুলে একজন ড্রিল ড্রইং ও ব্যায়ামে পারদর্শী শিক্ষক। বেতন ১৫৲ টাকা নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ চাই।

ভাগলপুর মনস্থরগঞ্জ মইং স্কুলে মাসিক ১৪৲ বেতনে নর্ম্মাল প্রথম বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ২য় পণ্ডিত।

মেসার্স এম এন ব্যানার্জ্জি এণ্ড ব্যানার্জ্জির রাণাঘাট আফিসের জন্য ১ জন মোহরের হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া চাই বেতন মাসিক ১২৲ হইতে ১৫৲ এবং ৮৲ হইতে ১২৲ টাকা বাসস্থান এবং মফস্বল যাইলে দৈনিক ।৴০ হিসাবে বাসা খরচ পাইবেন। প্রাইভেট টিউশন পড়াইবার পাওয়া যায়। ইংরাজি ও বাঙ্গালা হস্তাক্ষর সহ আবেদন করুন। শ্রীপ্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় এজেন্ট রাণাঘাট।

কামালপুর স্কুলে এক এ ফেলঃ ও নর্ম্মাল পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২৫৲ ও ১৪৲ প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান পাইবেন। পোঃ পামারবাগাছি, হুগলী।

সম্পর্ণা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জন্য একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ পণ্ডিত। বেতন আপাততঃ ৫৲ টাকা ও আবা। শ্রীগদাধর দাস পণ্ডিত উলুবুনিয়া কৃষক বালিকা বিদ্যালয় পোঃ রাবপাল ডিঃ খুলনা।

জেলা ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা থানার অধীন মৌশিমুল মণ্ডেল মাদ্রাসার মইং উত্তীর্ণ কিম্বা হাই স্কুলের ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া, একজন মুসলমান শিক্ষক বেতন ১০৲ টাকা ও আবা। পোঃ পূর্ব্বাধলা, ময়মনসিংহ।

রাজসাহী জেলা পুঠিয়া পরেশ নারায়ণ উইং স্কুলে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে আপাততঃ ছয় মাসের জন্য একজন কার্য্যক্ষম সহকারী হেঃ পঃ ইংরাজি জানা থাকিলে ভাল হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আবেদন করুন।

জেলা ত্রিপুরা, চাতলপাড় মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রেন্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার, বেতন ১৫৲ টাকা ও বাসা। পাক জাতির অন্নভোজী হইলে আহার।

পরশুরাম মাইনর স্কুলে একজন এক এ অথবা বহুদর্শী এক এ ফেল হেঃ মাঃ বেতন ২০ টাকা ব্রাহ্মণ হইলে আবা।

রাণীনগর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়া সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন গুণানুসারে ১০।১৫ টাকা। আপা পোঃ রাণীনগর (ই, বি, এস আর) জেলা রাজসাহী।

জেলা ময়মনসিংহ পোঃ উক্তি সতরবাড়ী মইং স্কুলে একজন ট্রেনিং পাশ পণ্ডিত। বেতন ১৮ টাকা এবং আবা। হিন্দু হইলে আহার বাবদ ২ টাকা।

জাজিগ্রাম মইং স্কুলে মাসিক ১৮ টাকা বেতনে একজন এক, এ অথবা টিচারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেঃ মাঃ ও মাসিক ১৪ টাকা বেতনে নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পাশ নূতন নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে সক্ষম হেঃ পঃ। পোঃ জাজিগ্রাম গ্রাম জাজিগ্রাম জেলা বীরভূম, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুসুমগ্রাম জিয়ারী মুক্তবের জন্য বি, এ পাশ বহুদর্শী শিক্ষক আবশ্যক। বেতন মাসিক সর্ব্বসমেত ৩০ টাকা। কেবল বাসস্থান পাইবেন। পোঃ কুসুমগ্রাম।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ কাজলাগড়, কাজলাগড়, বোর্ড, মইং স্কুলে একজন এক এ পাশ ইংরাজি শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ২০ টাকা। আহার বাসস্থান ও টিউশনে অতিরিক্ত ১০ টাকা পাইবেন।

চিত্রকুণ্ডা উইং স্কুলে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন অভিজ্ঞ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পাশ শিক্ষক। স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মহাপাল মইং স্কুলে একজন এক এ হেঃ মাঃ এবং ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২০ ও ১৫ টাকা আহার বাসস্থান পৃথক দেওয়া যাইবে। পোঃ মহাপাল মেদিনীপুর

পাটিয়াদহ মইং স্কুলে একটী দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ ড্রিল ড্রইং উত্তমরূপে জানা চাই। বেতন খোরাক সমেত ১৫ টাকা। বাসস্থান দেওয়া যাইবে। শ্রীরাইচরণ শর্ম্মা হেঃ মাঃ পাটিয়াদহ মইং স্কুল জিলা খুলনা।

জেলা রাজসাহী পোঃ লালোর গোবিন্দপুর গ্রামের মাদ্রাসার জন্য সিনিয়র পাশ বা ফেল একজন মৌলবীর আবশ্যক বেতন ১৩ টাকা এবং আবা। উপরি পাওনা মাসিক ৪৫ টাকা হইতে পারে কার্য্যে উন্নতি দেখাইলে বেতন বৃদ্ধিরও আশা আছে। ১৫ দিন মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীবসিরউদ্দীন খাঁ, গোবিন্দপুর মাদ্রাসা

কলিকাতা বহুবাজার ট্রেনিং উপ্রা স্কুলে একজন নর্ম্মাল পাশ ও নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদানে সক্ষম এবং ড্রিল ড্রইং জানা শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা। ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩১ হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি বহুবাজার কলিকাতা।

শ্যামকুড় মইং স্কুলে একজন অভিজ্ঞ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা ও বাসা। অবিলম্বে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করুন। পোঃ শ্যামকুড়, জেলা নদীয়া।

পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ গুরুট্রেনিং স্কুলে একজন ২য় শিক্ষক। বেতন দশ টাকা ও ছাত্র বেতনের তৃতীয়াংশ। নর্ম্মাল স্কুলের ১ম বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই। প্রধান শিক্ষকের নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। পোঃ রামগঞ্জ (পূর্ণিয়া)

৬।৭টী ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইবার জন্য এণ্ট্রান্স ফেল বা পড়া একজন মুসলমান মাষ্টার। আবা বাদে মাসিক বেতন ১০ টাকা। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া পোরসা মিডল মাদ্রাসা স্কুলের সেঃ পণ্ডিতের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। পোঃ নিতপুর।

# প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

## সদালাপ ( ৩১ )

( ১৪৮ ) সন্ন্যাসধর্ম ভাল কি গার্হস্থ্য ধর্ম ভাল ( কপোত কপোতী এবং উদাসীন )—একদা কোন রাজা এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করেন, "সন্ন্যাসী হওয়া ভাল কি গৃহী থাকা ভাল ?" সন্ন্যাসী উত্তর দেন, "দুইই ভাল।" ঐ সময়ে রাজার একটু বৈরাগ্যের উদয় হইতেছিল, সুতরাং উত্তরটি রাজার মনঃপূত হইল না। ইহা বুঝিয়া সিদ্ধ পুরুষ রাজাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, বেশ ভাবিয়া দেখ"।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিলেন। রাজা দেখিলেন এক মহতী রাজসভার অধিবেশন হইতেছে। পরমাসুন্দরী নানালঙ্কার ভূষিতা রাজকন্যা সকলকে উপেক্ষা করিয়া সভার বাহিরে দণ্ডায়মান কৌপীনধারী এক নবীন সন্ন্যাসীর গলে মালা দিতে উদ্যত হইলেন। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজকন্যাকে মাল্য প্রদানে নিবারণ করিয়া দ্রুতপদে ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজাও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ঐ সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; কিন্তু যতই দ্রুতবেগে যান, সন্ন্যাসীকে ধরিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী ক্রমে এক বিজন অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরিশ্রান্ত এবং শীতে অবসন্ন রাজা রাত্রি সমাগত দেখিয়া এক বৃক্ষমূলে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তরে কটিস্থিত অস্ত্রের আঘাত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিলেন। কিন্তু খাইবার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন বৃক্ষের উপরে কপোত এবং কপোতী কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কপোত বলিতেছে, "এই বৃক্ষই আমাদের গৃহ। পরিশ্রান্ত ক্ষুধা পিপাসাতুর বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রাজা আমাদের অতিথি। অতিথি সৎকার জন্য দেহত্যাগ করিব।" এই বলিয়াই কপোত বৃক্ষের ডাল হইতে অগ্নিমধ্যে পতিত হইল। কপোতীও "স্বামীর অনুগমন করিব" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিতে পড়িল।

রাজার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান— জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দুই আশ্রমই ভাল হইতে পারে না কি ?" রাজা বলিলেন, "কৃপানিধান! আমার সংশয় ছেদিত হইয়াছে। ঐ সন্ন্যাসীর মত সন্ন্যাসী এবং ঐ কপোত দম্পতীর মত গৃহী দুইই ভাল। বুঝিলাম যে, আপন আপন কর্ত্তব্য-পালনে বা অপালনেই মানুষের ভাল বা মন্দ অভিহিত হয়।

( ১৪৯ ) ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি, ( সুলতান গিয়াসুদ্দীন ও কাজি )—সুলতান গিয়াসুদ্দীন এক সময়ে ধনুর্বিদ্যায় অভ্যাস করিতেছিলেন। দৈবাৎ একটি শর একটি দরিদ্রের ছেলের গায়ে লাগায় সে মারা পড়ে। তাহার বিধবা মাতা কাজি সুরাজুদ্দিনের নিকট এ বিষয়ের অভিযোগ করিলে কর্ত্তব্যপরায়ণ কাজি রাজাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের উত্তর দিতে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য হুকুমনামা পাঠাইলেন। রাজা একখানি ক্ষুদ্র তরবারি বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি সম্পূর্ণ ভাবে আদালতের মর্য্যাদারক্ষা করিয়া রাজাকে তথায় রাজযোগ্য কোন সম্মান না দেখাইয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। রাজা বিধবাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় বিধবা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। রাজা তখন আদালতকে জানাইলেন, "সুযোগ্য বিচারপতি! আমার অনবধানকৃত মহানিষ্ট জন্য বাদিনী কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।" কাজি স্ত্রীলোকটিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন।

পরে কাজি বিচারাসন হইতে নামিয়া রাজার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন; নৃপতি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অসিখানি বাহির করিয়া কহিলেন, "কাজি সাহেব! তোমার আজ্ঞানুসারে, পবিত্র কোরাণের বিধি মান্য করিবার জন্য বলিয়াই আমি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম; যদি দেখিতাম, তুমি ন্যায়মার্গ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইয়াছ, তাহা হইলে এই তরবারি দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিতাম। আমার রাজ্যে এমন একজন বিচারক আছেন যিনি কোরাণের বিধানাপেক্ষা আর কোন আইন শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না, এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি"। বিচারপতি তখন মসনদ হইতে একটি বেত্র হস্তে লইয়া কহিলেন "সুলতান, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে যদ্যপি আপনি আইনের আদেশ স্বীকার না করিতেন তাহা হইলে এই বেত্রদণ্ড আপনার পৃষ্ঠে কালশিরা দাগ বসাইয়া দিত; অদ্য আমাদের উভয়েরই পরীক্ষার দিন গেল।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইহার পরে ন্যায়পরায়ণ বিচারপতির সবিশেষ পুরস্কার করিলেন।

( ১৫০ ) ঐ ( বিচারপতি গ্যাসকইন )— ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী যখন যুবরাজ ছিলেন সেই সময় তাঁহার এক ভৃত্য কোনরূপ অসদাচরণের জন্য আদালতে অভিযুক্ত হন। যুবরাজ হেনরি ভৃত্যের জন্য মোকদ্দমার তদ্বির করিলেও প্রধান বিচারপতি গ্যাসকইন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করেন। যুবরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া আদালতের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভৃত্যকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন।

প্রধান বিচারপতি মহাশয় যুবরাজকে বিনম্রভাবে আইনের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিয়া এই পরামর্শ দিলেন আপনি যদি ভৃত্যকে মুক্ত করিতে চান তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্য আপনার পিতার—রাজা চতুর্থ হেনরীর—নিকট আবেদন করুন।

যুবরাজ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে বিচারপতি গ্যাসকইন যুবরাজকে দৃঢ়ভাবে আদালত হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন।

যুবরাজ অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বি[illegible] দিকে অগ্রসর হইলে সকলেরই মনে হ[illegible] বিচারপতিকে প্রহার করিবার জন্যই অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু খানিকটা যাইয়াই যুবরাজ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তিনি বিচারপতির গম্ভীর এবং তেজঃ প্রদীপ্ত মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গ্যাসকইন তখন যুবরাজকে বলিলেন "আমি এই বিচারাসনে বসিয়া এই রাজ্যের রাজার সম্মান রক্ষা করিতেছি। আদালতের মর্য্যাদার সম্মান রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে আপনি যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবেন তাহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতার আদর্শ হওয়াই আপনার পক্ষে সুসঙ্গত। যে অবাধ্যতা এবং আদালতের প্রতি অমর্য্যাদা আপনি অদ্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দিতেছি।"

যুবরাজ তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের কৃত অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং বিনা আপত্তিতে জেলে গেলেন। তাঁহার পিতা চতুর্থ হেনরি এই ব্যাপার অবগত হইয়া মহানন্দে বলিয়াছিলেন

আইনের মর্য্যাদা এরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ এমন বিচারক যে রাজার রাজ্যে আছেন তিনি নিশ্চয়ই সুখী, এবং আইন উল্লঙ্ঘন জন্য দণ্ডিত হইয়া যে রাজার পুত্র অবনতমস্তকে সেই দণ্ড গ্রহণ করে সে রাজাও সুখী।"

(১৫১) মনিবের মঙ্গলে সর্ব্বস্ব পণ। পান্না (ধাত্রী পান্না)।—রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর রাজপুত প্রধানগণ পৃথ্বীরাজের উপপত্নী [illegible] বনবীরকে রাণা সঙ্গের পুত্র উদয়সিংহ [illegible] না হওয়া পর্য্যন্ত চিতোরের শাসন [illegible] অর্পণ করেন। বনবীর অল্প দিনের মধ্যে [illegible] ক্ষমতায় [illegible] [illegible] রাজ্যপ্রাপ্তির [illegible] [illegible] বংশের বধক [illegible] তিনি কৃতসঙ্কল্প হই-লেন।

শিশুর ধাত্রী পান্না উদয়সিংহের নাপিতের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিদ্রিত উদয়সিংহকে একটি ফলের ঝুড়ির ভিতর পুরিয়া উপরে পাতা-লতা চাপা দিয়া ঐ বিশ্বাসী নাপিতের মাথায় দিয়া প্রাসাদের বাহির করিয়া দিলেন। পান্না উদয়সিংহের শয্যায় আপন শিশুপুত্রকে শোয়াইয়া রাখিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে বনবীর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উদয়সিংহ কোথায় আছে পান্নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজ পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে প্রভু পুত্রের প্রাণরক্ষাকারী [illegible] পান্না [illegible] নিজ শিশুপুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি-লেন। বনবীর তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুর বক্ষে তরবারি বসাইয়া দিল। পান্না স্বচক্ষে নিজ শিশুপুত্রের হত্যা দেখিলেন, কিন্তু নীরবে তাহা সহ্য করিয়া শিশুর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করিলেন। পাছে রাজশিশুর অনুসরণ হয় এই ভয়ে কোন রূপেই বনবীরের অণুমাত্র সন্দেহ হইতে দিলেন না।

বিশ্বাসী নাপিত চিতোরের [illegible] বাইরী নদীর তীরে অপেক্ষা করিতেছিল। পান্না তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়সিংহকে লইয়া অনেক স্থানের শাসন-কর্ত্তার নিকট রক্ষার জন্য আবেদন করিলে [illegible] বনবীরের ভয়ে [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] উঁহারা কমলমীরে যাইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার হস্তে [illegible] অর্পণ করিলেন। তিনিও বনবীরের ভয়ে শিশুকে রাখিতে ইতস্ততঃ করিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিলেন, প্রভুর সম্বন্ধে "বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে হইলে বিপদ অথবা মৃত্যুর দিকে দৃষ্টি করিলে চলে না। এই শিশু সঙ্গের পুত্র, তোমার প্রভু। তুমি ইহাকে রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিও না, ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, তোমার কোন বিপদ হইবে না।"

(১৫২) ঐ (বীরবল সিং)।—কোন রাজার সভায় এক সময়ে এক ভোজপুরী আসিয়া দ্বার-বানের কর্ম্ম প্রার্থনা করে। এবং বলে আমার নাম বীরবল সিং; মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনে কাজ করিতে পারি।" রাজা অসঙ্গত বেতনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "অত উচ্চবেতনের লোক আমার আবশ্যক নাই।" বীরবল প্রস্থানোদ্যত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, "অবশ্য লোক-টার কোন বিশেষ গুণ থাকিবে, নতুবা অত উচ্চ হারে বেতনের দাবী করিতেছে কেন? কিছু দিনের জন্য উহাকে রাখিয়া দেখা যাউক"।

রাজা বলিলেন, "তোমাকে তোমার কথামত বেতন দিয়াই অদ্য হইতেই নিযুক্ত করিলাম, তুমি আমার শয়নাগারের প্রহরী থাকিবে।" তদবধি বীরবল রাজার শয়নাগারের প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল।

কয়েকমাস অতীত হওয়ার পর একদা রাত্রি কালে রাজা শুনিতে পাইলেন যে, দূরপথে কোন স্ত্রীলোক করুণ বিলাপ করিতেছে। সেই ক্ষীণ করুণস্বর রাজার শ্রবণগোচর হওয়ায় রাজা বীর-বলকে বলিলেন, "বীরবল, এ করুণ ক্রন্দন কে এবং কেন করিতেছে সন্ধান লইয়া আইস।" বীরবল অনুসন্ধানে চলিল। কৌতূহলাক্রান্ত রাজা মনে ভাবিলেন, আমিও গিয়া দেখি না কেন। আমি এই লোকটাকে অতি উচ্চহারে বেতন অনেক দিন অবধি দিয়া আসিতেছি কিন্তু এতাবৎ ইহার বিশেষ গুণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অন্ধ-কার আদেশ পালন কিভাবে করে তাহাও দেখিতে পাইব। রাজা অলক্ষ্যে বীরবলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বীরবল সেই করুণ শব্দের অনুক্রমে অনেকদূর যাইয়া অপূর্ব্ব এক স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কে, আর কি নিমিত্তই বা এরূপে রোদন করিতেছ।" স্ত্রীমূর্ত্তি বলিলেন, "বাছা, আমি এই রাজার রাজলক্ষ্মী, আমি অনেকদিন হইতে এই রাজাকে আশ্রয় করিয়া ছিলাম; সম্প্রতি রাজার গ্রহবৈগুণ্য হেতু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সেই জন্য দুঃখে ক্রন্দন করি-তেছি। বীরবল বলিল "মা, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?" রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "বাছা, প্রতিকারের উপায় যাহা আছে তাহা একপ্রকার অসাধ্য বলিলেই হয়। যদি রাজার এমন কোন হিতৈষী থাকেন, যে তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য স্বহস্তে আপন পুত্রের মস্তক ছেদন করিতে পারেন তাহা হইলেই গ্রহ দোষের খণ্ডন হয় এবং আমি এখানে সুস্থির থাকি।" বীরবল সমস্ত শুনিয়া আর কোন কথা না কহিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে চলিল। রাজা ভয়ে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বীরবলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি-লেন।

বীরবল আপন গৃহে যাইয়া স্ত্রীর এবং পুত্রের নিকট সমস্ত কথা বলিল। পুত্র বলিল, "পিতঃ, যখন জন্মিয়াছি, তখন মরণ নিশ্চিত; যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মৃত্যুতে সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল হয় তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুখের মৃত্যু আর কি হইতে পারে? আপনি অবিলম্বে আপ-নার অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন।" বীরবলপত্নীও বলিল "আমরা সকলেই মনিবের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে বাধ্য।" তখন বীরবল তাহার পত্নী ও পুত্র তিনজনেই নিকটস্থ ভগবতীর মন্দিরে যাইয়া তাহার পূজা করিয়া শাণিত খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বীরবল স্বহস্তে আপন পুত্রকে বলি দিয়া প্রভু কার্য্য সম্পাদন করিল। তখন বীর-বল বলিল "প্রভুর কার্য্য শেষ করিলাম, একমাত্র পুত্র গেল, এখন আর আমি বাঁচিয়া শোকে দগ্ধ হই কেন? মা! আমাকেও লও" এই বলিয়া খড়্গ দ্বারা নিজের মস্তক ছেদন করিল। পতি পুত্রশোকাতুরা বীরবলপত্নীও "রাজার কল্যাণ জন্য "আমাকেও লও" এই কথা বলিয়া সেই খড়্গ লইয়া নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিল।

রাজার এই সমস্ত দেখিয়া বৈরাগ্যের উদয় হইল। এরূপ ভৃত্যের স্বেচ্ছামৃত্যুতে তাঁর সমস্ত রাজসুখ ঐশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎ-কর বোধে আপন মস্তক ছেদন করিবেন বলিয়া সেই খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন দেবী আবির্ভূতা হইয়া রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমার ঔদার্য্যে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি; তুমি কি প্রার্থনা কর বল।" রাজা বলিলেন, "দেবি! যদি প্রসন্না হইয়া থাকেন তবে এই করুন যেন আমার বীরবল সপুত্র পরি-বার জীবন লাভ করে"। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অমৃত বারি সিঞ্চন করিলে উহারা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। তখন রাজা বীরবলকে যথা-বিধি অভিনন্দন করিয়া আনিয়া অর্দ্ধেক রাজ্যদান পূর্ব্বক পরম সুখে অবশিষ্ট জীবিত কাল যাপন করিয়াছিলেন।

(১৫৩) পেটুকের পরিণাম (জেন্দাভেস্তার বর্ণিত কবুলের কাহিনী)—কবুল মিতাহারী ব্রাহ্মণ দিগের একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। প্রত্যহ বহুসংখ্যক প্রাণীর মাংস এবং ডিম্বাদি দ্বারা প্রস্তুত আহার্য্য দ্রব্য তাঁহার আহারার্থ সজ্জিত থাকিত। একান্ত ঔদরিক কবুল বিরুদ্ধ এবং অভোজ্য ভোজনে এবং অনাচারে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

অমিতব্যয়িতাদোষে কবুলের বেশী দিন বাঁচিতে হইল না। মৃত্যুর পর কবুলের বিচার আরম্ভ হইলে কবুল দেখিল যে, সে যে সকল প্রাণীকে জীবদ্দশায় শিকার বা আহার করিয়াছে সেই সকল প্রাণীর পঞ্চায়েতের নিকটই তাহার বিচার উপস্থিত। মেষ বলিল, "উহার মেষ যোনি প্রাপ্তিই উচিত, পুনঃ পুনঃ কষ্ট সহ্য করিবে।

মুরগী উহার মুরগী যোনি প্রাপ্তির এবং মৎস্য উহার মৎস্য যোনি প্রাপ্তির সম্মতি জানাইল। শেষে পঞ্চায়েতের সর্দ্দার বলদ বলিল, "আসামী অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রাখিয়া মরিয়াছে। আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি সেই ছেলে অতিশয় রুগ্ন ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইবে। এই ব্যক্তির নিজের যেরূপ ভ্রষ্টাচারিতা ছিল তাহার ফল তাহার বংশাবলীকেও ভোগ করিতে হইবে সুতরাং আমার বিবেচনায় ঐ ব্যক্তিই অতঃপর উহার পুত্রের দেহ ধারণ করিয়া যাহাতে এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট ব্যাপক ভাবে ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। বলদের সেই কথায় সকলে অনুমোদন করায় কবুল পর জীবনে নিজেরই পুত্ররূপে জন্ম পাইয়া ত্রিশবৎসর রোগশোকাদিতে বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়া মৃত হয়।

---

## তীর্থযাত্রা [১৭৭]

জীবরহস্য এই বিশ্ব রহস্যের অন্তর্গত। সেই বিশ্ব রহস্য হইতে জীবরহস্য পৃথক করিলে মানবের কর্ম্ম, ধর্ম্মের রহস্য কেহই বুঝিতে পারিবে না। যুগযুগান্তর হইতে এই জীব বিশ্বের ঘাত প্রতিঘাতে মানব দেহ মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয় প্রাপ্ত হইয়া জল, স্থল, অগ্নি, বায়ু এবং অন্তরীক্ষ সমবেত হওত তাহাকে নিয়মিত করিতেছে। তৃণকণা হইতে ভূধর পর্য্যন্ত জলকণা হইতে জলধি পর্য্যন্ত, কুয়াসা কণা হইতে ঝড় ঝটিকা পর্য্যন্ত, তমসা হইতে জ্যোতিপুঞ্জ পর্য্যন্ত, উদ্ভিজ্জাণু হইতে মহীরুহ পর্য্যন্ত, কীটাণু হইতে পতঙ্গ পক্ষী ও পশুজাতি পর্য্যন্ত— নীহারিকা হইতে এই অনন্ত আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পর্য্যন্ত সকলেরই সহিত এই মানবজাতির নিকটতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। কেবল তাহাদের এই পাঞ্চভৌতিকদেহ নহে, তাহাদের স্বভাব, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, এমন কি, ইহ পারত্রিকের উপজীব্য ধর্ম্ম পর্য্যন্ত তাহাতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাই দেখিতে পাই নদীবহুল দেশের মানবগণের স্বভাব একরূপ, সমুদ্রতীরবাসী দিগের আর একরূপ, পার্ব্বত্য মানবের স্বভাব অন্যরূপ, বিজন বনবাসীর আর একরূপ এবং মরুভূমি প্রদেশস্থ মানবের ভিন্নরূপ স্বভাব হইয়া থাকে। পর্য্যটকেরা বলেন পার্ব্বত্য মনুষ্যদিগের মধ্যে কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিক জন্মিয়া থাকে। সমতলবাসীদিগের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত। এই ঘটনা হইতেই, স্ত্রী-পুং সংখ্যার তারতম্য হইতেই সামাজিক রীতিনীতি বিভিন্ন হইয়া যায়। কাহার সাধ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে। সুতরাং ইচ্ছা করিয়া মানব বা মানব সমাজ এক সূত্রে সংগঠন করা যায় না। তবে জগতে এক ধর্ম্মা মনুষ্য হওয়া কিরূপে সম্ভবে? মানব ধর্ম্ম মানবের যখন প্রকৃতিগত, এবং সেই প্রকৃতি যখন দেশভেদে বিভিন্নাকার তখন ধর্ম্ম সাধন একবিধ হইবে কিরূপে? অর্থাৎ কখনই তাহা একাকারে হইতে পারে না।

এই সীমার একপ্রান্ত হইতে খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে কি? তাহার রীতিনীতি সেখানে কোন কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াও সেই ভারতীয় আকার সেই সেই স্থানে রক্ষা করিতে পারে নাই। আরবের মুসলমান ধর্ম্ম তদনুরূপ জগতে ব্যাপ্ত হইলেও সেই খর্জ্জুর সেবী আরবীয় রীতিনীতি অন্যত্র পরিচালিত হইতে পারে নাই মুক্তকণ্ঠে তাহা বলিতেছি, দেশ ভেদে ধর্ম্মভেদ যে থাকিবেই থাকিবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম সিন্ধুকূলে যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর মধ্যগত হইয়া সে ভাব রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহার পর গঙ্গা-যমুনার মধ্যগত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছিল, গৌড় গড়াইয়া আসিয়া তাহার আকার কিরূপ ধারণ করিয়াছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা তাহার সঙ্গে নানা দার্শনিক ধারায় যে ধারা সমস্ত দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করিয়াছিল তাহার আকার দেখিলে বিস্মিত হইতে হইবে। যখন এক ধর্ম্মের এক বর্ষে এত বিভিন্নতা তখন সমস্ত জগতে আর্য্যধর্ম্ম কি প্রকারে একছত্রী হইবে। হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ কালে আমরা এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, সেজন্য অনেক তীর্থস্থানে অনেক সাধু সন্তের আশ্রমে অনেক ঋষি মুনির সন্দর্শনে, যে সকল কথার আন্দোলন করি তাহাতে যতদূর বুঝিয়াছি তাহার মর্ম্ম এই।

যাহা মন, বাক্য এবং হস্তপদাদি দ্বারা সম্পাদন করি, এক কথায় তাহারই নাম "কর্ম্ম" তাহাকে শাস্ত্রকারেরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার সংজ্ঞা দিয়াছেন – সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ, এক জন্মের কৃত কর্ম্ম অতি অল্পই সেই জন্মে ভুক্ত হয়, অবশিষ্ট কর্ম্ম ফল পর জন্মে ভোগের জন্য সঞ্চিত থাকে—তাহাকেই সঞ্চিত বলে। এই প্রারব্ধ কর্ম্মের সূত্র ধরিয়া ক্রিয়মাণ (যাহা করিতেছি) তাহাতে যোগ হয়। এইরূপে যোগে, বিয়োগে, কর্ম্মরাশি সঞ্চিত হইয়া, কর্ম্ম শৃঙ্খলে পরিণত হইয়া উঠে। অনেক জন্মকৃত এই সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ক্ষয় করিতে যে যত্ন, যে প্রয়াস মানুষ ক্রিয়মাণ কর্ম্ম দ্বারা দিয়া আমরা তাহাকে ক্ষয় করিতে পারি না, তাই পাশা খেলার জোড় গুটির মত পড়ে পড়ে মারিয়া কাঁচা হইয়া যাই। সেই বিপুল কাঁচা গুটি লইয়া, বারবার জন্ম গ্রহণ করত সংসারের কবলে একেবারে ডুবিয়া যাই। তাই ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকি, সুতরাং এই দুঃখ হইতে আর নিষ্কৃতি পাই না।

---

## মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিগত ২০শে মাঘ তারিখে ৺ কাশীলাভ হইয়াছে। ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে বসুমতী, বান্ধব, ঢাকাপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকা পাঠে এ পর্য্যন্ত যতটুকু জানিতে পারিয়াছি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে (সং ১২৪৮) ১৯শে কার্ত্তিক দিবা এক দণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত শেরপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি একজন সুপণ্ডিত ধর্ম্মনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। সমাজে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইনি রক্ষণশীল দলের হিন্দু এবং সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। পুত্র চন্দ্রকান্ত শৈশবে

গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া দশ বৎসর বয়সে চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। প্রথমে পিতার নিকট কতকটা অধ্যয়ন করিয়া পরে বিক্রমপুরের নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের নিকট কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। চতুষ্পাঠীতে চন্দ্রকান্ত বিলক্ষণ প্রতিভার পরিচয় দেন। অধ্যাপক ইঁহার পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশকে বলিয়াছিলেন, ভালরূপ শিক্ষা পাইলে চন্দ্রকান্ত ভবিষ্যতে একজন বড় পণ্ডিত হইবেন। আপনি উঁহাকে শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিন। পিতা রাধাকান্ত পুত্রের গুণের কথা শুনিয়া উঁহাকে উঁহার অধ্যাপকের উপদেশমত নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন।

ঐ সময়ে পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, হরিদাস শিরোমণি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ নবদ্বীপের শোভা সম্পাদন করিতেছিলেন। চন্দ্রকান্ত, পণ্ডিত শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন এবং মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের (?) নিকট হইতে ন্যায়শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। মধ্যে বৎসরেক কাল বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ স্মার্ত দীননাথ ন্যায় পঞ্চাননের নিকটও স্মৃতি পড়িয়াছিলেন। অতঃপর পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ চন্দ্রকান্তকে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রদান করেন।

অতঃপর তর্কালঙ্কার মহাশয় ১২৬ সালে স্বগ্রাম সেরপুরে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিভার কথা প্রচারিত হওয়ায় নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিলেন। অনেক ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়া ইনি যত্নসহিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অনেক পণ্ডিতও তাঁহার পাণ্ডিত্য জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অন্নদান, ইনি শিক্ষার্থীদিগকে অকাতরে করিতেন। কয়েক বৎসর পরে পণ্ডিত শাস্ত্রীর ছাত্র কাশীর প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক হর চন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহিত ষড়দর্শনের আলোচনা করিয়া উহাতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

এই সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্তৃক তাঁহার সর্ব প্রথম রচিত পুস্তক "চন্দ্রবংশ" রচিত হয়। ইহার পর তিনি "কৌমুদী সুধাকর" ও সতী পরিণয় নামক দুইখানি সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। অতঃপর "শিক্ষা" নামক বাঙ্গালা নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর তর্কালঙ্কার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে "গোভিল গৃহ্যসূত্র" সম্পাদন করিবার ভার পান। কিন্তু তিনি উহার ভাষ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই উহা প্রণয়ন করেন। এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়েই উহা প্রকাশিত হয়।

এই সূত্রে গবর্ণমেণ্ট তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ৪৪ বৎসর বয়সে তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

কলেজের সংস্রবে থাকিয়াও তর্কালঙ্কার মহাশয় গ্রন্থ রচনায় উদাসীন ছিলেন না। এই সময়ে তাঁহার প্রণীত পরাশর মাধব, ন্যায় কুসুমাঞ্জলি, বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য, অলঙ্কার সূত্র, উদ্বাহ চন্দ্রালোক, সটীক ছন্দোমালা, এবং স্মৃতি সম্বন্ধীয় শুদ্ধি চন্দ্রালোক, উদ্বাহ চন্দ্রালোক প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। বেদান্তশিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয় কাতন্ত্র ছন্দঃপ্রক্রিয়া নামক একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দে তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি কলিকাতায় তাঁহার চোরবাগানস্থ বাটীতে অধ্যাপনায় ব্রতী হইলেন।

অতঃপর পটলডাঙ্গার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় বেদান্ত শাস্ত্রের উন্নতি জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা প্রদানের জন্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। এবং তিনি এই কার্যের উপযুক্ত বলিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহারই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই কার্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রায় পাঁচশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন।

তিনি পাঁচ বৎসরে ইউনিভার্সিটি হলে অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন পূর্ব্বক বেদান্ত বিষয়ক পাঁচটি বক্তৃতা করেন। উক্ত ফেলোশিপের লেকচার বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ তাঁহার দর্শন শাস্ত্রীয় গভীর গবেষণার পরিচায়ক।

বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হইলে সুসঙ্গের মহারাজ, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিয়া একপত্র লেখেন। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সমর্থিত বিধবা বিবাহ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ইংরাজী জানিতেন না। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন্য তাঁহাকে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত এম এ পরীক্ষার ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেন্টশিপ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ কোন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতই এ উচ্চ সম্মান পাইতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ষড়্দর্শন তীর্থ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ প্রভৃতি প্রায় অনেক সুশিক্ষিত অধ্যাপকই তাঁহার ছাত্র। বহু বিখ্যাত সুশিক্ষিত বিদ্বানকেও তিনি পড়াইয়াছেন।

তাঁহার অভাবে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা বঙ্গদেশ হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মোক্ষমূলর, কাউয়েল ডাউসন, মনিয়ার উইলিয়ম্স্ প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে অনারারি মেম্বর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রায় ৮।১০ বৎসর যাবৎ ইনি স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সংগ্রহ গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি আজীবন অধ্যাপনা ও গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। ইদানীং কোন অধ্যাপকই তাঁহার ন্যায় নানা শাস্ত্র বিষয়ক এত অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন নাই।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন—

ব্যাকরণ শাস্ত্র।—শিক্ষা (বাঙ্গালা) সত্যবতী চম্পূ (বাঙ্গালা) কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া (কলাপ ব্যাকরণের—বৈদিক অংশ। ইহা না থাকাতে কলাপ ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ ছিল—তিনি উক্ত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন)

নাটক—সতী পরিণয়; কৌমুদী সুধাকর।

খণ্ডকাব্য—প্রবোধ ষট্ক; সুবরাজ প্রশস্তি; আনন্দ তরঙ্গিণী; ভাবপুষ্পাঞ্জলি।

মহাকাব্য।—চন্দ্রবংশ (রঘুবংশের পরিবর্ত্তে ইহার প্রচলনের জন্য বহুদিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব চলিতেছে।

অলঙ্কার শাস্ত্র—অলঙ্কার সূত্র। [একখানি অলঙ্কারের একখানি সারগ্রহ—প্রাচীন অলঙ্কারের পুস্তক অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

স্মৃতিশাস্ত্র।—গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য শ্রাদ্ধ কল্পভাষ্য. গৃহ্য সংগ্রহ ভাষ্য. উদ্বাহচন্দ্রালোক, শুদ্ধি চন্দ্রালোক ইত্যাদি।

দর্শন শাস্ত্র।—কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলী টীকা, তত্ত্বাবলী—সটীক, কেলো ফিপের লেকচার ৫ খণ্ড।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার শেষ তিনখানি পুস্তকের নাম শ্রাদ্ধ চন্দ্রালোক, দুর্গাসুন্দর ও অনুভূতি প্রকাশ। শেষোক্ত পুস্তকখানির টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি অনুভূতি প্রকাশের সাতটি অধ্যায়ের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তিনবৎসর ধরিয়া তিনি রাজযক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছিলেন। ঐ রোগেই মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী পূর্ব্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ইনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

—

# এডুকেশন গেজেট।

৬ই ফাল্গুন ১৩১৬ সাল ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সাল

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় ১৯১০ সালের ৩ আইন। ১

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়া গেজেটে এই আইনের যে পাণ্ডুলিপি বাহির হইয়াছে এবং সিলেট কমিটী কর্ত্তৃক যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

মুদ্রাযন্ত্র সকলকে শাসনে রাখার জন্য আইন করা আবশ্যক হওয়ায় নিম্নলিখিতরূপ বিধান করা যাইতেছে—

১। নামকরণ—এই আইন ১৯১০ সালের মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা—পরস্পরে অসঙ্গত বা বিরোধী অর্থ না বুঝাইলে এই আইনে "পুস্তক" শব্দে যে কোন ভাষায় লিখিত পুস্তক বা পুস্তকের অংশ, পুস্তিকা, গানের কাগজ,ম্যাপ, চার্ট বা স্বতন্ত্র মুদ্রিত প্ল্যান বুঝাইবে। "দলিল" (document) অর্থে যে কোন চিত্র, অঙ্কন (drawing) "ম্যাজিষ্ট্রেট" অর্থে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইবে। "সংবাদ পত্র" অর্থে সাধারণ সংবাদ অথবা সাধারণ সংবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য যুক্ত যে কোন সাময়িক পত্র বুঝাইবে এবং "মুদ্রাযন্ত্র" অর্থে ইঞ্জিন, কল, অক্ষর, লিথো করিবার পাথর, যন্ত্রাদি, সাজ সরঞ্জাম অথবা মুদ্রণ কার্য্যের জন্য অভিপ্রেত উপকরণ সমূহকে বুঝাইবে।

যাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র রাখিবেন তাঁহাদের ডিপজিট সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—৩ (১)—মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারী, যাঁহাদিগকে মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী করণ সংক্রান্ত ১৮৬৭ সালের ৪ ধারা মতে স্বীকারোক্তি (declaration) দিতে হয়, তাঁহারা যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ স্বীকারোক্তি করিবেন সেই ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যূন পাঁচ শত টাকা হইতে অনধিক পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তত টাকা তাঁহার নিকট ডিপজিট রাখিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন তাহা হইলে ডিপজিট নাও লইতে পারেন, কিন্তু সেরূপ স্থলে ডিপজিট না লওয়ার কারণ তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট এই উপধারা অনুসারে সময়ে সময়ে কোন আদেশ রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

৩ (২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যদি কখন এমন মনে হয় যে, ঐ গবর্ণমেণ্টের এলাকাধীন কোথাও রক্ষিত কোন ছাপাখানা (যাহার সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি এই আইন হইবার পূর্ব্বে ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী সংক্রান্ত আইনের ৪ ধারামতে করা হইয়াছে) এই আইনের চতুর্থ ধারার প্রথম প্রকরণে উক্ত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা হইলে উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীকে লিখিত নোটিশ দ্বারা এলাকাস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উল্লিখিত পরিমাণে ডিপজিট দিতে বলিবেন। ডিপজিটের টাকার পরিমাণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—

৪ (১) যদি কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমন মনে হয় যে, কোন ছাপাখানায় (যাহার সম্বন্ধে এই আইনের ৩ ধারা মতে ডিপজিট দেওয়া হইয়াছে) এমন কোন সংবাদ পত্র, পুস্তক বা অন্য কোন দলিল ছাপা হইতেছে যাহাতে এমন কোন কথা, চিহ্ন অথবা দৃশ্য আছে যদ্দ্বারা সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, কোন সিদ্ধান্ত, অনুমান, ইঙ্গিত, উপমা ইশারা প্রভৃতি দ্বারা—

[ক] কাহাকেও হত্যা করিতে, কিম্বা ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক পদার্থ সংক্রান্ত আইনানুযায়ী কোন অপরাধ করিতে অথবা বলপ্রকাশমূলক কোনরূপ অত্যাচার করিতে কোন ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে; অথবা

[খ] ভারত সম্রাটের সেনাবিভাগের কি নৌসেনা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী, সেনা অথবা নাবিককে তাহার রাজভক্তি বা কর্ত্তব্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে প্রলুব্ধ করিতে পারে, অথবা

[গ] ভারত সম্রাট বা ব্রিটিস ভারতে আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা বিধিমূলক কোন কর্ত্তৃপক্ষ, কিম্বা ভারত সম্রাটের অধীন কোন দেশীয় রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তির (Chief) প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব আনয়ন করে, অথবা ভারত সম্রাট কি তাঁহার গবর্ণমেণ্ট কি এদেশীয় কোন রাজা কি প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে অসন্তোষের উদ্রেক করে, অথবা বিভিন্ন জাতি বর্ণ শ্রেণী ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের ভাব উৎপাদন করে, অথবা

[ঘ] কোন ব্যক্তিকে এরূপ ভীত বা বিরক্ত করিতে পারে যাহাতে সেই ব্যক্তি অন্য কাহাকেও কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান দ্রব্য জামিন দিতে বাধ্য হয় অথবা আইনানুসারে যে কার্য্য সে করিতে বাধ্য নয় সেই কার্য্য করিতে অথবা আইনানুসারে যে কার্য্য সে করিবার অধিকারী সেই কার্য্য না করিতে বাধ্য হয়, অথবা

[ঙ] রাজবিধির প্রয়োগে বা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহ দেয় বা উত্তেজনা করে, অথবা

[চ] কোন রাজকর্ম্মচারীকে কোন কাজ করিবার জন্য অথবা তাঁহার সরকারী কার্য্য সম্পর্কীয় কোন কাজ না করিতে দিবার জন্য বা তাহাতে বিলম্ব করাইবার জন্য সেই কর্ম্মচারীকে বা তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া বিশ্বাস হয় এমন কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখায় বা তাঁহার কোন অপকার করে,

তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারীকে নোটিস দিয়া জানাইবেন যে, তাঁহার ডিপজিটের টাকা ও সংবাদপত্র, পুস্তক বা দলিল যেখানে পাওয়া যাইবে তাহা সমস্তই বাজেয়াপ্ত করা যাইবে। যে সকল কথা, ছবি, চিহ্ন, বা চিত্রাদি উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মনে হইবে, নোটিসে তাহার উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

[২] যে স্থলে [১] চিহ্নিত প্রকরণ মতে নোটিস দেওয়া হইবে তথায় মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী করণ বিষয়ক আইনের ৪ ধারা মতে যে ডিক্লারেশন দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত হইবে।

ব্যাখ্যা ১—[গ] প্রকরণের উল্লিখিত "অসন্তোষ" শব্দে রাজবিদ্বেষ ও রাজার প্রতি সর্ব্বপ্রকার বৈরিভাব তাহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ২—আইন সঙ্গত উপায়ে প্রতিকার পাইবার ইচ্ছায় কোন প্রকার ঘৃণা, অবজ্ঞা কি অসন্তোষ না জন্মাইয়া বা জন্মাইবার চেষ্টা না ক'রে৷ গবর্ণমেণ্টের, কিম্বা কোন দেশীয় রাজার অথবা কোন বিধি সঙ্গত কর্ত্তৃত্বের শাসন প্রণালীর সমালোচনা করা [গ] প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত নহে।

পুনর্ব্বার ডিপজিটের ব্যবস্থা—৫। চতুর্থ ধারা মতে ডিপজিটের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এরূপ ঘোষণার পরেও যদি কেহ মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী সংক্রান্ত ১৮৬৭ সালের ৪ ধারা মতে পুনরায় ডিক্লারেশন দেয়, তাহা হইলে তাহাকে অন্যূন একহাজার হইতে অনধিক দশহাজার টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট দিতে হইবে। যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ডিপজিট দেওয়া হইবে সেই ম্যাজিষ্ট্রেটই ডিপজিটের টাকার পরিমাণ ঠিক করিয়া

এই দ্বিতীয় বারের আমানতী টাকা, মুদ্রাযন্ত্র ও তাহা হইতে প্রকাশিত প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থা—৬। দ্বিতীয় বারের ডিপজিটের টাকা আমানতের পরেও যদি ঐ ছাপাখানা ৪র্থ ধারার (ক) প্রকরণের নির্দ্দেশমত সংবাদ পত্র, পুস্তক বা দলিল ছাপিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মনে হয় তাহা হইলে সেই সকল [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই ছাপাখানার নামে লিখিত নোটিস জারি করিয়া প্রকাশ করিবেন যে,

(ক) দ্বিতীয় বারের ডিপজিটের টাকা এবং

[খ] এইরূপ সংবাদপত্র, পুস্তক বা অন্য কোন দলিল ছাপিবার জন্য যে ছাপাখানা ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা যে স্থানে উহা ছাপা হইয়াছে সেখানের সীমানামধ্যে যে ছাপাখানা থাকিবে বা ঐগুলি ছাপিবার সময় ছিল বলিয়া বুঝা যাইবে তাহা সমস্ত এবং

[গ] যে কোনস্থানে ঐ প্রকার সংবাদপত্র পুস্তক কিম্বা অন্য প্রকার দলিল পাওয়া যাইবে তাহা সমস্ত [illegible] বাজেয়াপ্ত করিয়া [illegible]

[illegible] পরওয়ানা—[illegible] কোন মুদ্রা[illegible], কিম্বা কোন [illegible] পুস্তক বা [illegible] কোন কাগজ এই আইনানুসারে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইবে, [illegible] স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, সবইনস্পেক্টরের অধস্তন নয় এরূপ কোন পুলিশ কর্মচারীকে, বাজেয়াপ্তের [illegible] এমন যে কোন সম্পত্তি আটক করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিতে পারেন। এবং সেইরূপ সম্পত্তির জন্য যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে এবং অনুসন্ধান করিতে ঐরূপ পুলিস কর্মচারীকে ক্ষমতা দিতে পারেন—

[ক] যে বাড়ীতে ঐরূপ কোন সম্পত্তি থাকিতে পারে অথবা থাকিবার সঙ্গত কারণ বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, অথবা

[খ] যে বাড়ীতে ঐ প্রকার সংবাদ পত্র পুস্তক বা অন্যকোন প্রকার দলিল বিক্রয়, বিতরণ, প্রকাশ বা প্রদর্শন জন্য রক্ষিত আছে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে।

এই প্রকরণ মতে যে সকল ওয়ারেণ্ট বাহির করা হইবে তাহা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনানুযায়ী তল্লাসী ওয়ারেণ্ট জারির ন্যায় জারি হইবে।

সংবাদপত্রের ডিপজিট—৮ (১)—১৮৬৭ অব্দের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী আইনের ৫ ধারামতে যে সকল সংবাদপত্রের প্রকাশককে ডিক্লারেশন দিতে হয় তাহাদের প্রত্যেককে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহারা ডিক্লারেশন দিবেন সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অন্যূন পাঁচ শত টাকা হইতে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট দিতে হইবে। টাকার পরিমাণ ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে ডিপজিটের টাকা হইতে কোন সংবাদপত্রের প্রকাশককে অব্যাহতিও দিতে পারেন কিন্তু সেরূপ অব্যাহতি দেওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট কোন সময়ে ইচ্ছা করিলে এই প্রকরণ অনুযায়ী আদেশ রহিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াও দিতে পারেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে তাঁহাদের এলাকাধীন কোন সংবাদপত্রের প্রকাশক এই আইন জারি হইবার পূর্ব্বে ১৮৬৭ সালের [illegible] ধারামতে ডিক্লারেশন দিয়াছেন আর সেই সংবাদপত্রে এই আইনের ৪র্থ ধারার প্রথম প্রকরণে উক্ত বাক্য চিহ্ন বা দৃশ্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সংবাদপত্রের প্রকাশককে লিখিত নোটিস দ্বারা সেই এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অন্যূন পাঁচ শত হইতে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট দিতে আদেশ করিবেন। কত টাকা [illegible] হইবে তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটই ঠিক করিয়া দিবেন

স্থলবিশেষে ডিপজিট বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা—৯ (১) এই আইনের ৮ ধারা অনুসারে যে সংবাদপত্রের জন্য টাকা ডিপজিট দেওয়া হইয়াছে সেই সংবাদপত্রে ভাষায় ইঙ্গিতে অথবা দৃশ্য দ্বারা এমন ভাব যদি প্রকাশিত থাকে যাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় এই আইনের ৪ ধারার প্রথম প্রকরণের মধ্যে পড়িতে পারে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লিখিত নোটিস দ্বারা সেই ভাষা ইঙ্গিত ও দৃশ্যের উল্লেখ করিয়া প্রকাশককে জানাইবেন যে তিনি যে টাকা ডিপজিট দিয়াছেন সেই টাকা এবং সেই সংখ্যার সমস্ত সংবাদপত্র (যেখানেই পাওয়া যাউক) সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইল।

(২) যে স্থলে (১) চিহ্নিত প্রকরণ মতে নোটিস জারি করা হইয়াছে সে স্থলে তাহার পূর্ব্বের প্রদত্ত ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী আইনের ৫ ধারামতে ডিক্লারেশন রহিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পুনর্ব্বার ডিপজিটের ব্যবস্থা—১০।—ডিপজিটের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এইরূপ ঘোষণা হওয়ার পরে আবার যদি কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ৫ ধারামতে সেই সংবাদপত্রের প্রকাশক অথবা ঐরূপ অন্য কোন সংবাদপত্রের প্রকাশকরূপে ডিক্লারেশন দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক হাজার হইতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট করিতে হইবে। টাকার পরিমাণ ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

১১। পুনর্ব্বার দত্ত ডিপজিট এবং সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা—দ্বিতীয়বার ডিপজিট দিবার পরও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বুঝেন যে ঐ সংবাদ পত্রে ভাষায় ইঙ্গিতে বা দৃশ্য দ্বারা এমন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহা এই আইনের ৪ ধারার প্রথম প্রকরণের মধ্যে পড়ে তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লিখিত নোটিস দ্বারা ঐ ভাষা, ইঙ্গিত ও ছবির উল্লেখ করিয়া সেই সংবাদপত্রের প্রকাশককে জানাইবেন যে

[ক] দ্বিতীয়বারের ডিপজিটের টাকা এবং

[খ] ঐ সংবাদ পত্রের সকল সংখ্যা [যেখানেই পাওয়া যাউক] বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

সংবাদ পত্রাদি বাজেয়াপ্ত এবং তল্লাসী পরওয়ানা সংক্রান্ত ক্ষমতা দান—

১২ (১)—কোন সংবাদপত্র, পুস্তক অথবা অপর দলিল (যেখানেই ছাপা হউক না) যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বুঝেন যে ঐ সংবাদ পত্রে [illegible] এমন

কথা, ইঙ্গিত অথবা দৃশ্য আছে যাহা এই আইনের ৪ ধারার [১] প্রকরণের আমলে আসিতে পারে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এবং মতামতের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ঐ সংবাদ পত্রাদি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ ঘোষণা করিবেন এবং তদনুসারে কোন পুলিস কর্ম্মচারী যেখানেই পাওয়া যাউক ঐ সকল সংবাদপত্রাদি আটক করিবেন, এবং সব ইন্‌স্পেক্টর বা তাঁহার উর্দ্ধতন পুলিস কর্ম্মচারী ঐ সকল সংবাদ পত্রাদি যে বাড়ীতে আছে বা যেখানে আছে বলিয়া সন্দেহ হইবে সেই বাড়ী তল্লাসী পরওয়ানা দ্বারা অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

[২] এই অনুসন্ধান সম্বন্ধে প্রত্যেক তল্লাসী পরওয়ানা ১৯০৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনানুযায়ী তল্লাসী পরওয়ানার ন্যায় জারি হইবে।

বিদেশী সংবাদ পত্রাদির আমদানী লোপ—১৩. শুল্ক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত অপর কোন কর্ম্মচারী, জলপথে অথবা স্থলপথে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় আমদানী কোন মোড়কে যে সংবাদ পত্র পুস্তক বা দলিল আছে, তাহা এই আইনের ৪ ধারার (১) প্রকরণের আমলে আসিতে পারিবার মত যদি বুঝেন তাহা হইলে তিনি তাহা আটক করিতে পারিবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সে সম্বন্ধে আদেশ প্রাপ্তির জন্য ঐ মোড়কে প্রাপ্ত সংবাদ পত্রাদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

ডাকে সংবাদ পত্রাদির চালান বন্ধ—১৪.—কোন সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী আইনের ৫ ধারানুসারে ডিক্লারেশন না দিলে এবং আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই আইন মতে টাকা ডিপজিট না দিলে সেই সংবাদ পত্র ডাকে কোথাও পাঠান হইবে না।

ডাক খুলিবার ক্ষমতা—১৫। ডাকঘরের ভার প্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী অথবা এই কার্য্যে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের আদেশ প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ডাকে পাঠাইবার সময় যে কোন দ্রব্য খুলিয়া অথবা মোড়ক বাঁধন খুলিয়া দেখিতে পারেন যদি তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে উহাতে—

(ক) এই আইনের ৫. ধারার (১) প্রকরণের নির্দ্দেশমত কোন কথা ইঙ্গিত ও ছবি যুক্ত কোন সংবাদ পত্রাদি আছে, অথবা—

(খ) এমন কোন সংবাদ পত্র আছে যাহার জন্য ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী আইনের পঞ্চম ধারা অনুসারে ডিক্লারেশন দেওয়া হয় নাই বা ঐ সংবাদ পত্রের প্রকাশক এই আইন মতে ডিপজিটের টাকা দেন নাই।

তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আদেশের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎ-সম্পর্কে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকটে এই সকল সংবাদ পত্রাদি পাঠাইয়া দিবেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় মুদ্রিত সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টকে বিনামূল্যে দিতে হইবে—১৬ [১] ব্রিটিশ ভারতে প্রত্যেক সংবাদ পত্রের মুদ্রাকরকে সরকারী গেজেটে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও কর্ম্মচারীর নিকট বিনামূল্যে প্রত্যেক সংখ্যার দুই খানি সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাইতে হইবে।

[২] প্রকরণ ১ এর নির্দ্দেশমত কোন সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর কাগজ না পাঠাইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে ৫০ টাকার অনধিক পরিমাণ অর্থ প্রত্যেক বারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। যাঁহার নিকট এই কাগজ পাঠাইবার কথা তাঁহার বা এই কর্ম্মচারীর অনুমতি প্রাপ্ত অপর কোন কর্ম্মচারীর আবেদন অনুসারে, যেখানে ঐ সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয় সেই স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট এই দণ্ডের অর্থের পরিমাণ ঠিক করিয়া দিবেন।

বাজেয়াপ্তের আদেশ রহিত করিবার জন্য হাই কোর্টে আবেদন—১৭।—এই আইনের ৪, ৬, ৯, ১১, ও ১২ ধারার বিধান মতে যাঁহার বিরুদ্ধে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তিনি ঐ আদেশ প্রচারের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে যে সংবাদ পত্র, কাগজ কি দলিল উপলক্ষে ঐ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, ঐ সংবাদ পত্রাদির এই আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণে বর্ণিত কোন শব্দ ইঙ্গিত বা দৃশ্য না থাকা প্রকাশে ঐ আদেশ রহিত করার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিতে পারিবেন।

বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক বিচার—১৮।—হাইকোর্টের অন্যূন তিনজন জজ দ্বারা সংগঠিত বিশেষ আদালতে এই আবেদন মীমাংসা হইবে। যেখানে তিন জন জজ নাই সেখানে সমস্ত জজ মিলিত হইয়া এই আবেদনের মোকদ্দমা শুনিবেন।

[২] এই বিশেষ আদালতে জজেদের মধ্যে পরস্পর মতদ্বৈধ ঘটিলে অধিকাংশের মতানুসারেই মীমাংসিত হইবে।

১৯। বাজেয়াপ্ত নাকচ করা সম্বন্ধে হাইকোর্টের আদেশ—হাইকোর্ট যদি মনে করেন যে ঐ সংবাদ পত্র পুস্তক বা দলিলের ভাষা ইঙ্গিত বা দৃশ্য সম্বন্ধে বাজেয়াপ্তের আদেশ যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা ৪ ধারার ১ প্রকরণের আমলে আইসে নাই তাহা হইলে ঐ বাজেয়াপ্তের আদেশ রহিত করিবেন।

২০। কোন সংবাদ পত্রের সম্বন্ধে এইরূপে কোন আবেদনের শুনানির সময়ে, বাজেয়াপ্তের আদেশের পূর্ব্বে এবং এই আইন জারি হইবার পরে মুদ্রিত উক্ত সংবাদ পত্রের যে কোন সংখ্যার কাগজ ঐ সংবাদ পত্রের প্রকৃতি ও ভঙ্গীর প্রমাণ স্বরূপে দাখিল করিতে পারা যাইবে,

২১। প্রত্যেক হাইকোর্ট [illegible] যতশীঘ্র সম্ভব হয় এইরূপ আবেদনের সম্বন্ধে অবলম্বনীয় পদ্ধতি স্থির করিবেন। যাবৎ এ আদেশ জারীর সম্বন্ধেও নিয়মাবলী প্রস্তুত [illegible] এই সকল ব্যবস্থা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] দমা এবং আপীল [illegible] মোকদ্দমার শুনানির পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ আবেদনের শুনানি হইবে।

অনধিকার। ২২।—বাজেয়াপ্তের আদেশ এই আইন অনুসারে হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাজেয়াপ্তের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই আইন অনুসারে কৃত কার্য্যের কৈফিয়ৎ কোন আদালতে যাইতে পারিবে না। কেবল পূর্ব্বোক্তরূপ আবেদনের উপর নির্ভর করিয়া হাইকোর্ট কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিবেন। এই আইন অনুসারে যাহা অনুষ্ঠিত হইবে অথবা সরল বিশ্বাস অনুযায়ী যে অনুষ্ঠানের চেষ্টা হইবে তাহার জন্য এই আইনে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা উপস্থিত হইতে পারিবে না।

২৩। [১] পুস্তক বা কাগজ ছাপাইবার জন্য যে কোন ব্যক্তি তৃতীয় ও পঞ্চম ধারার নির্দ্দেশ অনুসারে টাকা জমা না রাখিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে, তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে; যদি সে মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী বিধানের চতুর্থ ধারা অনুসারে ডিক্লারেশন দিয়া না থাকে, তবে সে দণ্ডিত হইবে।

[২] যে ব্যক্তি জমা দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াও [illegible] দফা ধারা অনুসারে টাকা জমা না দিয়া কোন সংবাদ পত্র প্রকাশ করে, [illegible] জমা [illegible]

কার, ম্যাজিষ্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে, এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী বিধানের পঞ্চম ধারা অনুসারে ডিক্লারেশন দেওয়া না থাকিলে সে দণ্ডিত হইবে।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ কলিকাতা ] "হিতবাদীর" মোকদ্দমায় মুদ্রাকর শ্রীনীরদবরণ ঘোষের সশ্রম এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

[ ভাগলপুর ] ভাগলপুর সাহিত্য সমিতির অধিবেশন ৮ সরস্বতীর পূজার দিনে এবং তাহার পূর্ব্ব ও পরদিনে হইয়াছিল। অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাজসাহীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ মাজিদ, কাকিনার কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন, বাবু হরিনাথ দে এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, ইহাঁরা উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। বাবু ললিত মোহন রায় ভাগলপুর জেলার প্রাকৃতিক ভূতত্ত্ববিষয়ক এবং ধাতু বিদ্যাবিষয়ক তথ্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাবু চন্দ্রশেখর সরকার স্যর আইজাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য বিষয়ক, এবং ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাবু মণীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু পঞ্চানন নিয়োগী রসায়ন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। পঞ্চানন বাবু আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। বাবু হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ভারতীয় ভূস্তরক্ষেত্র সম্বন্ধে, বাবু শশধর রায় আমাদের জাতীয় পুষ্টি ও সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে এবং রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর প্রমুখ আর তের জনে ইতিহাস পুরাতত্ত্বাদি বিষয়ক তেরটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রোফেসর যদুনাথ সরকার, নিখিলনাথ রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিনে সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত হয়। বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান" তাঁহার ভ্রাতা বাবু হরেন্দ্রলাল রায় পাঠ করেন। প্রোফেসর ললিতকুমার "বাঙ্গালা বর্ণমালা সম্বন্ধে অভিযোগ" বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে হাসাইয়াছিলেন; পণ্ডিত শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ কবি কালিদাসের জন্মভূমি স্থান এবং তাঁহার লিখিত শেষ কবিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

[ সাধারণ ] ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশন অনুযায়ী শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ যে নয় জনকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই মুক্তি পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

[ মান্দ্রাজ ] গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঞ্জোরে কেকলাভাসাল নামক স্থানে মিউনিসিপাল মার্কেটে আগুন হইয়া সাতখানা কাপড়ের দোকান পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ শুনা যায় প্রায় একলক্ষ টাকা।

[ যুক্ত প্রদেশ ] কানপুরে "দুর্গা লাইব্রেরী' নামে একটি লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী লাইব্রেরী খোলার দিনে হিন্দু মুসলমান এবং ইউরোপীয় অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

[ বোম্বাই ] বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় চ্যান্সেলার স্যর জর্জ ক্লার্ক ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ছাত্রগণকে বলিয়াছেন, "সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতেছে। সেই উন্নতির পথের অন্তরায় তিনটি জিনিস—(১) দুর্ভিক্ষ, (২) মড়ক, (৩) রাজদ্রোহিতা জন্য অশান্তি। প্রথম দুইটি উপতাপের উপর আমাদের হাত নাই। তবে উহা কমাইবার জন্য চেষ্টা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি এবং কতকটা কমাইতেও পারিয়াছি। সাধারণের মতামত ভুলই হউক আর ঠিকই হউক তদ্দ্বারাই সাধারণ লোকের মন গঠিত হইয়া থাকে। এবং সাধারণতঃ একজন আর এক জনের মন ভালর দিকেই হউক আর মন্দের দিকেই হউক চেষ্টা করিলেই ফিরাইতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি নিজে স্বাধীনভাবে কোন চিন্তা না করিয়া অপরের বক্তৃতায় বা লেখায় নিজেকে পরিচালিত করে তখন সে তাহার আত্মমর্য্যাদা এবং দায়িত্ব ভুলিয়া গড্ডলিকা প্রবাহে কোথায় যাইয়া যে পড়িবে তাহা সেই বলিতে পারে না। ভারত কিভাবে শাসিত হইতেছে, রাজনৈতিক কার্য্য কি ভাবে হইতেছে তাহা কেবল পড়া শুনা, দৃশ্যদর্শনে এবং অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, অল্পবয়স্ক ছাত্রদের উহা জানা সম্ভব হয় না। কিন্তু কি হওয়া উচিত ইহা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে কি ছিল তাহা ঠিক জানা আবশ্যক। উপসংহারে চ্যান্সেলার মহাশয় ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন, ছাত্রদের কর্ত্তব্য, কল্পনাকে অপরের মনোভাব সমূহের দ্বারা পরিচালিত হইতে দিবার পূর্ব্বে নিজেদের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। নতুবা, অনেক সত্যের অপলাপ হয়, এবং সেইরূপে সত্যের অপলাপ হইতে দেওয়ায় দেশের অর্থাৎ তাহাদেরই অনিষ্ট করা হয়।

ভাইস চ্যান্সেলার স্যর নারায়ণ চন্দ্রবর্কার বলিয়াছেন, আর্টসের উচ্চতর পরীক্ষায় পালি ভাষা দ্বিতীয় ভাষারূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সতরটি হিন্দু বালিকা ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বৎসর এত বেশী সংখ্যায় উক্ত পরীক্ষায় হিন্দু বালিকা উত্তীর্ণ হয় নাই। স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে পুরোহিত এবং পণ্ডিত শ্রেণীকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা ছাত্রদিগকে শাস্ত্রবাক্য প্রকৃত ভাবে বুঝাইয়া দিউন। তাহা হইলে অধর্ম্ম এবং উচ্ছেদের পথ হইতে তাহাদিগকে বিনিবৃত্ত করা হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমি খুবই অনুভব করি, কিন্তু স্কুলে ধর্ম্ম শিক্ষা দানের ব্যবস্থায় সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইংলণ্ডেও সুবিধা হয় নাই, এ সম্বন্ধে সেখানেও অসুবিধা ঘটিতেছে। অথচ ছেলেদের একটা ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না থাকায় যে অবস্থাটুকু ঘটিতেছে, স্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলে যে তাহার সংশোধন হইবে, সে খুব সন্দেহ হয়। ধর্ম্মশিক্ষা কি ভাবে দেওয়া হইবে এবং কিরূপ লোকের দ্বারা দেওয়া হইবে তাহারই উপর নির্ভর করে। কোন কোন স্কুলে ভগবদ্গীতা পড়ান হয়। গীতা দার্শনিক ভাবের উচ্চ দরের ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ, ছোট ছেলেরা উহার কি বুঝিবে? এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, আমাদের ছেলেদের নীতিশিক্ষার ভার তাহাদের নিজেদের লইতে হইবে, নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে নৈতিক মানসিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি সরলপ্রকৃতিক এবং নিয়মানুবর্ত্তী করিয়া তুলিতে হইবে। আমার উদ্বেগ গবর্ণমেণ্টের জন্য নয়, কারণ উপস্থিত অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার মত বল গবর্ণ-

বরিশাল; হরিহর বিদ্যারত্ন এম এ কলিকাতা প্রেসি ডেন্সী কঃ; ভাগবতকুমার শাস্ত্রী কলিকাতা বঙ্গবাসী কঃ; আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিসাকোটা। ঐ [হিন্দী]—দেবদত্ত ত্রিপাঠী সংস্কৃত প্রোফেসর পাটনা কঃ; ঐ [উড়িয়া]—দামোদর রামানুজ দাস পুরী কটকমঠ টোল।

২য় পত্র [ ব্যাকরণ ব্যতীত] পণ্ডিত—রমেশ চন্দ্র সাংখ্যতীর্থ ঢাকা ৯৩ লক্ষ্মী বাজার; তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কলিকাতা সং কঃ; দুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ ভট্টপাড়া; অক্ষয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ কেদারঘাট; জানকীনাথ ধর্মতীর্থ বারাসত গবর্ণ স্কুল। হিন্দী-সোমনাথ ঝাড়খাণ্ডি গবর্ণমেণ্টের হিন্দী অনুবাদক রাইটার্স বিলডিংস্। [উড়িয়া]—জগন্নাথ মিশ্র পুরী সং স্কুল; চিন্তামণি তর্কপঞ্চানন পুরী জগন্নাথ টোল; বৈষ্ণব চরণ বিদ্যাসাগর ময়ূরভঞ্জ; রামচন্দ্র মিশ্র পুরী নরাগ্রাম।

## ঢাকা জেলার নিম্নপ্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার ফল।

১৯০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে যে নিম্নপ্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা ১৯১০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে দুই বৎসর কাল মাসিক ২৲ দুই টাকা হারে বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

সদর কেন্দ্র—৮ জন।

কোতোয়ালী থানা—অনুকূলচন্দ্র গোস্বামী সাগর মাত্রাপুর নি, প্রা, যশোদালাল বসাক—জোড়পুল নি, প্রা, কেরাণীগঞ্জ থানা—সুদর্শন মিত্র পানগাঁও নি, প্রা, বাবুধন বর্দ্ধণ তেজপাড় নি, প্রা, স্নেহলতা বসু তেঘরিয়া উ, প্রা, কাপাসিয়া থানা—হিরণবালা নাগ—বজ্রাপুর নি, প্রা, ধীরেণবালা চর কাওরাদি নি, প্রা, মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ—চিনাসুখানিয়া নি, প্রা।

সাভার কেন্দ্র—৩ জন।

সাভার থানা—ভবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস সাওরাভদি নি, প্রা, সেখ কালিমুদ্দিন বলিয়াদি নি, প্রা।

নবাবগঞ্জ কেন্দ্র—২ জন।

নবাবগঞ্জ থানা—যাদবচন্দ্র বণিক্ দেবীনগর জয়পুরা, কৃষ্ণগোপাল দাস দোহার।

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র—৫ জন।

নারায়ণগঞ্জ থানা—সেখ জোনাবলী বৈদ্যের বাজার নি প্রা, কামিনীকান্ত নাথ আড়াইহাজার নি, প্রা, রূপগঞ্জ থানা—আবদুল মাজিদ ভুলানি নি, প্রা, খলিলর রহমান পরমেশ্বরদি নি, প্রা, আমিনজেন্নু—বকুলপুর বালিকা নি, প্রা।

রায়পুরা কেন্দ্র—৩জন।

রায়পুরা থানা লাবণ্যপ্রভা রায় চান্দপাশা বালিকা নি, প্রা, শশিভূষণ বণিক্ শাহার মাইজাল বোর্ড নি, প্রা, ফতে আলী সয়য়াবাদ নি, প্রা।

মনোহরদি কেন্দ্র—৩ জন।

মনোহরদি থানা—সেখ মহরদ্দিন আরাকান্দি বোর্ড নি, প্রা, সাহেব আলী বিরাবাইদ নি, প্রা, সেখ আহাম্মদ আলী পিরপুর নি, প্রা।

মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্র—৩ জন।

মুন্সীগঞ্জ থানা—তারিণীচরণ দে সুখবাসপুর নি, প্রা, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস বয়লিয়া নি, প্রা, সিরাজ উদ্দিন রিকাবিবাজার নি, প্রা।

রাজবাড়ী কেন্দ্র—৩ জন

রাজাবাড়ী থানা—মুকসেদ আলী কাজিপুরা নি, প্রা, আমিরন্নেছা গোসাইরচর বালিকা নি, প্রা, ইউসুফ আলী নয়ানগর নি, প্রা।

শ্রীনগর কেন্দ্র—৪ জন।

শ্রীনগর থানা—শশিচরণ সাহা জগন্নাথপট্টি নি, প্রা, কালীচরণ মণ্ডল সাংসিদ্ধি ২নং নি, প্রা, অবনীমোহন গোপ—তাজপুর ১ম শ্রেণী নি, প্রা, শ্যামলাল আগরওয়াল চান্ডিয়ানডলী নি, প্রা।

মাণিকগঞ্জ কেন্দ্র—৯ জন।

মাণিকগঞ্জ থানা—ব্রহ্মানন্দ চন্দ কেওয়ারজানি ১নং নি, প্রা, আবদুল খালেক বিশ্বাস মেঘুবাড়ী বোর্ড নি, প্রা, অমিয়বালা রায় তিল্লি বালিকা নি, প্রা, হরিরামপুর থানা—ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী কাঞ্চনপুর নি, প্রা, মনোমোহন সাহা বাহাদুরপুর নি, প্রা, ঘিওর থানা—তারাপদ সরকার চন্দ্রপ্রতাপ বানাইল নি, প্রা, গফের উদ্দীন শিবালয় নি, প্রা, চুণিলাল সাহা দৌলতপুর নি, প্রা।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপ্রাপ্ত জেঃ মাঃ বাবু শ্রীরামচন্দ্র বসু কটকের সদরে স্থাপিত হইলেন। ২৪ পরগণার জঃ মাঃ মিঃ টি এস ম্যাকফার্সন ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। উক্ত অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ এফ আর রো ২৪ পরগণার ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। মজফরপুরের জেঃ মাঃ মিঃ ডেভিডসন উক্ত জেলার সদর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। কটকের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ এইচ ই বীণ বক্সার মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মেদিনীপুরের জেঃ মাঃ মিঃ ধীরেন্দ্রলাল দে মজফরপুরের সদরে বদলী হইলেন। মেদিনীপুরের জেঃ মা মৌঃ আবদুল সাত্তার ২ মাসের ছুটী পাইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইল। রাঁচির প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ এ এল ইংলিস ৮ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু বিভূতিভূষণ মুখার্জি এম এ বি এল মঙ্গলপুরের মুঃ হইলেন। মুঃ বাবু রমেশচন্দ্র সিংহ আর ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

সব জেঃ কঃ বাবু চন্দ্রমাধব প্রসাদ ২ মাসের ছুটী পাইলেন। প্রোবে সব জেঃ কঃ বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় প্রোবেসন সব জেঃ কঃ হইয়া বাঁকুড়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। বীরভূমের সব জেঃ কঃ মৌঃ সৈয়দ ইমদাদ হোসেন আর ৩০ দিনের ছুটী পাইলেন।

শিক্ষা—পাটনার সবইনঃ বাবু কালিকাপ্রসাদ সিংহ আর ১ মাসের ছুটী পাইলেন হুগলী মাদ্রাসার প্রতিনিধি ইংরাজী শিক্ষক মৌঃ সহায়-লুদ্দীন আহমেদ ৩ মাসের ছুটি পাইলেন। হুগলী

শিক্ষক হইলেন। বীরভূম জেলার সৈহাটী সার্কেলের সবইনঃ মৌঃ মহঃ আবুল মজহর ১ মাসের ছুটী পাইলেন। বীরভূম জেলাস্কুলের মৌঃ সৈয়দ আবুল কাসের সৈহাটী সার্কেলের সব-ইনঃ, বাবু কালিকা প্রসাদ বি এ অধস্তন শিক্ষা সার্ভিসের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। জেলার স্কুলের হিন্দী শিক্ষক বাবু উমাপতি দত্ত শর্ম্মা বি এ এক বৎসরের শিক্ষা নবীশীতে গবর্ণমেণ্টের হিন্দী ও উর্দ্দু অনুবাদকের প্রথম হিন্দী আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

## কথাবার্ত্তা।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate (B course preferred) an undergraduate for a Maffasil E school very near the Railway on 25 miles from Calcutta. Pay 25 and Rs. 27 with prospects of ment. Free board and lodging on a tuition, the graduate getting tional servic of Rs 10 a month. personally or by letter to Babu ... Chandra Bose [117 Mechua street Calcutta.

n F A Hd master for the Sabang ...uddin M E school [Dt. Midnapore on Rs 28 with free quarters. Sabang. Dt Midnapore.

Hd master for Rajshahi Seri... e schools on Rs 35 a month with quarters. Candidates having ...ough knowledge of Scientific Seri... ure and previous experience as a ... need apply. Apply to H C ...erjee Secretary.

Two asst masters F A for the ...apura H E school each on Rs 30 ...onth. None need apply who has ...d the F A Examination. Apply Babu Dina Bandhu Ray Hd

A qualified English-knowing Hd ...dit for the Chandrakona Jerat H E ...ool, competent to teach Sanskrit according to the Matriculation syllabus on a salary of Rs 25 a month. Apply by the 28th February next. Chandrakona Jerat H E school Chandrakona p. Midnapur Dt.

An F A Hd master for the old Malda Coronation M E school on Rs 25 a month: lodging free. Apply to the Secretary.*

A Hd Master F A for the Khal-Bodia Aided M E school on Rs 25 a month. Lodging free. The place is ... mile from Banpure Rail station E B S Ry Khal Bodia po via Krisna-... Dt Nadia.

A Normal Third year passed Hd ...dit on Rs 18 per month for the ...mankhi M E school. Must know ... and Drawing under new regula-... Must stick to the post at least ...ne full session. The place is healthy ... the bank of a river and near the ...way station. Apply to the Hd ...ster of the school, po Akkelpur ...ogra.

A Hd master, a passed F A with some experience in teaching, for the Goalundo M E school on Rs 25. Private tuition to the amount of Rs 5 also available. Apply sharp (in a week) with testimonials to Babu Mahim Ch. Ray, Asst Secry, of the R S N Co (Hd Clerk, Store Dept), Goalundo, Faridpur, Preference to a Baidya, or Karmokar or Musulman.

An Entrance passed 2nd master for the Mathurapur M E school Maldah on Rs 12 per month quarters free, Private tuition available. Apply to Hd master of the school.

For the Shikarpur H E school. Nadia, an F A teacher, strong in English, on Rs 25.

An A Course B A plucked teacher for the Brahmongaon H E school on Rs 30 per mensem. Boarding and lodging free. Brahmongaon H E school po Brahmongaon (Dacca).

For the Pakur Raj H E school (Loopline) a B course graduate for the post of the 2nd master on Rs 60 and an A course graduate for the post of the 3rd master on Rs 45 per mensem. Must sitck two sessions at the least.

One Entrance passed teacher on Rs 20 and one Normal passed Hd Pandit on Rs 18 per month for Monakorn M E school. Quarters free. Po Shibganj Malda.

For the Bijhari H E school, Dt Faridpur an A course graduate on Rs 55 a B Course graduate on Rs 50 a B course B A plucked or an undergraduate strong in Mathematics on Rs 30. All the teachers will have free board and lodging. Apply J N Mukerji B A.

A B A Asst. Hd master for the H E school at Karapara, Khulna pay Rs 45. Board and lodging free.

For the Satkania H E school, Chittagong. 1. An experienced graduate (B course) for the Assistant Head master on Rs 60 per month with prospect. 2. An experienced undergraduate strong in English for the post of the 3rd master on Rs 40 per month, 3. An undergraduate Additional master on Rs 30 per month. None need apply who will not stick to the post for at least two years.

An English Teacher and an English knowing Pandit the former strong in English and the latter strong both in English and Bengali on Rs 20 respectively for the H E school at Lakhsmipur in the district of Noakhali. Po. Lakhmipur (Noakhali).

A B course graduate or an A course graduate or an A course with Mathematics as optional for the Beldanga H E school, Murshidabad as 2nd master on Rs 45 and Rs 40 respectively The place is close to the Railway station, E B S R.

A graduate Hd master on Rs 50 with board and lodging free for the Kukutia High school. Kukutia (Dacca).

সার্ভে ও ড্রইং বিষয়ে ১০ জন আমিন; বেতন ২৫ টাকা। এম আর আহাম্মদাট সেরপুর পোঃ কাহলা জেলা বগুড়া।

উদ্ধৃত

১৩ ৬ ইংরাজের পূর্ণিমা হইতে

হিসাবী জীবন। (১)

খাইব পরিব সুখে কাল কাটাইব ইহাই সাধারণ মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। সাধারণতঃ ইহাই অধিকাংশ মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রাণিমাত্রেই জীবনে সুখ চায়। সেই সুখলাভের প্রত্যাশায় জীবনের কার্য্য যথাসাধ্য নিয়মিত করে; সেই সুখের অন্তরায় যে দুঃখ তাহা দূরে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এরূপ জীবন যাপনে হিসাব নিকাশ কিছুই নাই। যে সব ঘটনা অতীত কালে ঘটিয়াছে যাহা বর্ত্তমানে চারিদিকে ঘটিতেছে, এবং যাহা ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে, তাহার হিসাব নিকাশ করিয়া চলাই এ প্রকার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু তাহাই বা কয়জনে পারে, কেহ হিসাব নিকাশের ক্ষমতাই বা কয়জনের আছে? আর হিসাব নিকাশের ক্ষমতা থাকিলেও দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির তাড়নায়, কয়জন লোকে নিজ নিজ কার্য্যের ফলাফল গণনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে? মানুষ মারিলে ফাঁসি হইবে ইহা জানিয়া শুনিয়া লোকে মানুষ খুন করিতে প্রবৃত্ত হয় কেন? সম্ভবতঃ কার্য্যের ফলাফল গণনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে এরূপ সমচিন্ত লোকের সংখ্যাও অতি বিরল। আর যাঁহাদের

সেরূপ বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা আছে, যাঁহারা কর্ম্মের ফলাফল গণনা করিয়া প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন, তাঁহারা নিন্দার পাত্র না হইয়া বরং প্রশংসার পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এরূপ বিচারমূলক জীবনকে "life of facts" সংসারগত জীবন বলা যাইতে পারে, কারণ এরূপ জীবন সংসারের ঘটনা পরম্পরা বিচারের দ্বারা নিয়মিত। আত্মসুখ লাভই এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এরূপ জীবনে সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মহত্ত্ব আছে কি?

মহত্ত্বের বিকাশ ভাবের উচ্চতায় ও গভীরতায়। হৃদয়ে উচ্চভাব ফুটিয়া উঠিলে, মানুষ নিজের সুখ সম্পদ, আপদ বিপদ কিছুই গ্রাহ্য করে না। উচ্চ ভাবের উদ্দীপনায় মানুষ ভবিষ্যতের লাভ ক্ষতি গণনা করিবার অবসর পায় না। সেই ভাবের তরঙ্গে আত্মহারা হইয়া মানুষ সংসারের সুখ দুঃখে, নিন্দা স্তুতিতে কিছু মাত্র বিচলিত হয় না। এরূপ জীবনকে "life of ideas" ভাবময় জীবন বলা যাইতে পারে।

তোমার আমার মত সংসার সুখ মুগ্ধ কত শত ক্ষুদ্র প্রাণী হইতেছে মরিতেছে, কত খুব বিজ্ঞতার সহিত আপন আপন ক্ষুদ্রজীবন নিয়মিত করিয়া বুদ্বুদের ন্যায় কালসাগর তলে বিলীন হইতেছে। কিন্তু যে মহাত্মা কোন একটি উচ্চ ভাবে তন্ময় হইয়া তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি যে দেশে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুণ্য চিহ্ন ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছে। ইতিহাস তাঁহার অমরত্ব ঘোষণা করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই সকল মহাভাবোন্মত্ত নরনারী সমগ্র মানব জাতির অক্ষয় সম্পত্তি। যে মহাপুরুষ পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি দধীচি হউন, শাক্যসিংহ হউন বা যীশু খৃষ্ট হউন—তিনি সমগ্র মানব জাতির পূজনীয়। যিনি পতিত দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি ম্যাট্‌সিনি হউন, ওয়াসিংটন হউন, প্রতাপসিংহ হউন—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিবে। যিনি পতিত ধর্ম্মকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হউন, শঙ্করাচার্য্য হউন, মার্টিন লুথার হউন—ধর্ম্ম জগতে চিরদিন তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

এই সকল মহাত্মা মানবজাতির ইতিহাস পৃষ্ঠে উচ্চতম ভূধর শিখরের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের আবার ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা স্তর আছে। তাহাদের [illegible] নানা স্তরে বিভক্ত। যে সকল [illegible] নরনারী [illegible] রাজ্যের ক্ষুদ্র স্তরে সাধনা দ্বারা [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যকীর্ত্তিও চিরস্মরণীয় রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশে এরূপ ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা খুব অধিক। কেহ বা দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ সাধন মানসে জীবন পণ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বর্ব্বর সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন পাত করিয়াছেন। কেহ বা নূতন দেশ বা নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য জীবন সমর্পণ করিতেছেন। কত মহিলা যুদ্ধে আহত বা রোগশয্যায় শায়িত নরনারীর সেবার জন্য জীবন দান করিতেছেন। আর স্বদেশের বা স্বজাতির হিতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নহেন, এরূপ নরনারীর সংখ্যা ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানে নাই বলিলেই চলে।

এক সময়ে আমাদের এই অধঃপতিত ভারতবর্ষের এরূপ ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা কম ছিল না। তাঁহাদের পুণ্যবলেই এক সময়ে এদেশ উঠিয়াছিল, আবার তাঁহাদের অভাবেই এদেশ এখন এত হীন হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত বিশেষত্বের জন্য প্রধানতঃ ধর্ম্মের দিক দিয়াই তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি ফুটিয়াছিল; স্বদেশ বা স্বজাতির অবলম্বনে ফোটে নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ আমেরিকা বা জাপান যেরূপ স্বদেশের ভাবে উন্মত্ত হইয়াছে, এক সময়ে ধর্ম্মরূপ মন্দাকিনী ধারার উচ্ছ্বাসে এদেশ সেইরূপ ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই সকল ধর্ম্মের ভাব কেবল যে আত্ম যোগ সাধনে বা ঈশ্বরের আরাধনায় নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তাহা লোকের সামাজিক জীবনেও নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিত। কারণ হিন্দু জাতির সমাজ ধর্ম্মের জন্য ছিল, ধর্ম্ম সমাজের জন্য ছিল না; তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্যগুলিও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সাধিত হইত।

কায়মনোবাক্যে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা শিক্ষার্থী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শিষ্যের বিদ্যালাভ হয় না। এই নিজহিত-মূলক কর্ত্তব্যটিকে আমরা একালের লোকে অন্যান্য কত শত সামাজিক কর্ত্তব্যের ন্যায় কেবল সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি। তাই স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করাটা, গণিত বা বিজ্ঞানপাঠের ন্যায় একটি ইচ্ছাধীন বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু [illegible] শিষ্য [illegible] ছিল যে এই ক্ষুদ্র সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিল। তাই [illegible] ঋষি, [illegible] শিষ্য উদ্দালক গুরুর ক্ষেত্রে জল বন্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া (কেবল [illegible] করিবার জন্য নহে।) নিজে আলের উপর শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। কারণ গুরুর আদেশ অবশ্য পালন করিতে হইবে। আবার সেই গুরুর আর একটি শিষ্য উপমন্যু গুরুর আদেশে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল গুরুকে অর্পণ করিয়া—এমন কি গরু চরাইতে গিয়া গরুর দুগ্ধ ও পরে দুগ্ধপায়ী বৎসের মুখের ফেণ পর্য্যন্ত খাইতে নিষিদ্ধ হইয়া—অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন।

বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। ইহার মূলে নিজের স্বার্থপরতা অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রতিবেশীর নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর"—এই নীতি বিদ্যমান। এই হিসাবে বর্ত্তমান সময়ে অন্যকে আশ্রয় দেওয়া নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি যখন কখনও তোমার দায়স্থ হইব না তখন তোমাকে আশ্রয় দিতে আমার গরজ কিসের? বিশেষতঃ তোমাকে আশ্রয় দিয়া যদি আমার নিজকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, তখন তোমাকে আমার বাড়ীর কাছে আসিতে দেওয়াই অন্যায়। অতএব হে আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন ব্যক্তি তুমি দূর হও। এখনকার দিনে আমাদের এই দুর্দ্দশা; কিন্তু পূর্ব্বকালে এদেশে এমন লোকও ছিলেন যাঁহারা এই কর্ত্তব্যটিকে একটি পরম ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেন, এবং শরণাগতের রক্ষার্থে নিজের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই মহারাজ চক্রবর্ত্তী শিবি একটি ক্ষুদ্র কপোত পক্ষীকে শ্যেনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবলীলাক্রমে নিজের শরীর হইতে মাংস খণ্ড কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি রমণীরত্নের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি যে সে রমণী নহেন—তিনি বাসুদেবের ভগ্নী, অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিণী; অভিমন্যুর গর্ভধারিণী, পাণ্ডব-কুল-লক্ষ্মী সুভদ্রা। মহারাজ দণ্ডী একটি ঘোটকীর জন্য কৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া সুভদ্রার শরণাপন্ন হইলেন। সুভদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। তাহার ফলে স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদের ভীষণ সমর

রাখিয়া উঠিল। ধর্মের সেবক, ধর্মের প্রচার রাজচক্রবর্তী সেই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। দেশের সমূহ বিপদ উপস্থিত। অথচ সেই রমণী যুদ্ধাভিলাষী হইতে পরিত্রাণ [illegible] না। পাণ্ডবগণও এই ঘোর বিপদে [illegible] বিচলিত হইলেন না। সত্যের জয় —ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তুমি [illegible] ভ্রাতা, তুমি প্রাণপ্রতিম সখা, তুমি [illegible] কাণ্ডারী এবং ভগবান্—আমার [illegible] পালনের জন্য তোমাকে পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি! বোধ হয়, ইহাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য [illegible] এই বিচিত্র লীলা। উভয় পক্ষে যুদ্ধের বিরাট আয়োজন হইল, কিন্তু যুদ্ধ হইল না। [illegible] "অষ্টবজ্র" সেই মিলিত হইল, অমনি [illegible] অপূর্ব্ব যোদ্ধৃকী পাপমুক্ত হইয়া অপ্সরারূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গেল।

শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়ায় ন্যায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাও একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। একবার যে কথা মুখ দিয়া বলিয়া ফেলিয়াছি, রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। কারণ তাহা রক্ষা না করিলে আর কেহ আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, সুতরাং তাহাতে আমারই ক্ষতি। সেই ক্ষতি নিবারণ করিবার জন্য আমার নিজের অঙ্গীকার পালন করা আবশ্যক। কিন্তু সেই অঙ্গীকার পালন করিতে গিয়া যদি আমাকে অন্য প্রকারে অধিকতর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তবে আমি তাহা কেন পালন করিব? মুখ দিয়া হঠাৎ কথাটা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া কি, তাহা একেবারে বেদবাক্যের মত অচল অটল হইবে? অন্ততঃ এখনকার দিনে আমরা ত অঙ্গীকার পালনকে এই ভাবে দেখি। বিশেষতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে। কিন্তু এক সময়ে এদেশের লোক এই অঙ্গীকার পালনকে জীবনের এক মহাব্রত বলিয়া বুঝিতেন. তাই তাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ, জীবন মরণ ইহার কাছে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিতেন। তাই আমরা দেখিতে [illegible] মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের [illegible] একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে [illegible] সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না— [illegible] কঠোরপ্রাণ ঋষির পরিতোষের নিমিত্ত নিজের পুত্র বিক্রয় করিয়া, অবশেষে নিজে চণ্ডালের [illegible] পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন! এইরূপে [illegible] দশরথ কৈকেয়ীর নিকট কখন্ কোন্ [illegible] দুইটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই [illegible] করিয়া আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে প্রেরণ করিয়া নিজেও পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন!

শ্রীরামচন্দ্রও আদর্শ পুত্র। পিতার ধর্ম রক্ষা করা সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্য। পিতা মৃত হইলেও সন্তানকে সেই ধর্ম রক্ষা করিতে হইবে। অথচ এখনকার দিনে আমরা পিতা জীবিত থাকিতেও তাঁহার ধর্ম রক্ষা করিতে তাঁহারই উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, মরিলে ত কথাই নাই। আর পিতার আজ্ঞা পালন করি কতক্ষণ? না যতক্ষণ আমাদের নিজের তাহাতে কোন অসুবিধা না ঘটে। কিন্তু রামচন্দ্র সেই পিতৃসত্য পালন এবং পিতার ধর্ম রক্ষাকে জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই আদর্শ ভ্রাতা ভরত আসিয়া সজল নয়নে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া যখন তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন. তখন তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া বনবাসী হইলেন। তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার স্বর্গীয় পিতাই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ রামচন্দ্র পিতার ধর্ম্মকে পিতার সত্যের অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করিয়াছিলেন, এবং সেই ধর্ম্মের জন্য রাজরাজেশ্বর হইয়াও বনবাসী হইলেন।

আর সেই ভরত? ইনি ত আর একটি প্রথম নম্বরের পাগল! আজ কালকার দিনে এক সহোদর ভ্রাতা সামান্য সম্পত্তির জন্য অন্যের গলায় ছুরি দিতেছে—রাজ্যের জন্য ত কথাই নাই। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন না, তখন ভরত যদি পিতার আদেশে রাজ্য গ্রহণ করিতেন, তবে কে তাঁহার নিন্দা করিত? কিন্তু সেই সহোদরের অধিক ভ্রাতৃবৎসল, ভ্রাতৃভাবোন্মত্ত ভরত অযোধ্যার সিংহাসন তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলেন এবং রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসাইয়া, রামের প্রতিনিধি স্বরূপ, রামের প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত, সন্ন্যাসীর বেশে রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভরত কি তোমার আমার মত মানুষ?

## পাঠ্য পুস্তকের তালিকা

(১৯০৭ সালের ১০ই জুন তারিখে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ভার্ণাকুলার শিক্ষার নূতন প্রণালী যে সকল বিদ্যালয়ে অনুসৃত হইয়াছে সেই সকল স্কুলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ্যস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।)

### সাহিত্য ও ব্যাকরণ—ইংরাজী

Gulliver's Travels, (abridged) Edited by G C Earle 1s. Lamb's Tales from Shakspeare (second series). Edited by G D Punchard. 1 s 6 d. Folk Tales of Bengal Rev Lal Behari Dey 4 s 6 d. Picture Children, Part I. H Armitage. 4 d. [For home reading] Ditto. II Ditto 4 d. Ditto Augustine and the Black Prince Dean Stanley 6 d. Selection from J A Froude's "Short Studies on Great Subjects. Edited by J Thornton 1 s. A Manual of Translation from Bengali to English. Banimadhab Ganguli and Bisweswar Chakravarty. Rs I A 4. A Junior Text-Book of Translation from Hindi to English. Ditto A 8. Beginner's Grammatical Induction (Anglo-Urdu). Daulat Ram Kanaujia A 4.

### বাঙ্গালা।

কথাও কাহিনী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত ৸০, সাহিত্য প্রসঙ্গ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কৃত ।৵০, শিশুরঞ্জন ব্যাকরণ ২য় ভাগ ঢাকা সপুনার লাইব্রেরী দ্বারা প্রকাশিত ।৵০, বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা জগবন্ধু মদক কৃত ৸০, বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রবেশিকা ঐ ৶০।

### গণিত

School Algebra, Part I W E Paterson 3s. With answer. 2 s 6 d. Without answer. Elementary Modern Geometry, Part II. Kalipada Basu Rs 1. Arithmetic Gouri Sanker De. Rs 1 A 12 Matriculation Algebra Ditto Rs 1 A 12. Junior Arithmetic Ditto As 10.

### ইতিহাস

Indian History (Simply Told) J C Allen Rs 1 A 8.

### পুরস্কার এবং লাইব্রেরীর জন্য

#### সাহিত্য ও ব্যাকরণ-ইংরাজী

The Garden of childhood A M Chesterton s 1 6 d. Library only The Royal Treasury of Story and Song—Introduction —Golden steps 9 d Prize only. The Royal Treasury of

একদিন এক ফকির রাজার দানশক্তি কত উচ্চ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিতেই প্রচুর দান প্রাপ্ত হইল, তাহাতে আনন্দিত হওত প্রাপ্ত বস্তু ঝুলিতে রাখিয়া আবার হস্ত প্রসারণ করিল। তাহা দেখিয়া রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, রে দুরাকাঙ্ক্ষ, দেখিতেছি কিছুতেই তোর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, কে আছিস ইহাকে দূর করিয়া দে।" দ্বারবান ফকিরের গলা ধরিয়া ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। সেই আচরণে মহাত্মা ফকির কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমিও তাই দেখিতে আসিয়াছি, যাহা দেখিলাম তাহাতে যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে এই বলিয়া ফকির আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছেন দেখিয়া দাতার মন টলিল, তিনি কটাক্ষে তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি অপমানিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে কি কহিতেছ?" ফকির "এমন কিছু নহে. তোমার প্রচুর ধন সঞ্চয় হইয়াছে, সামলাইয়া তাহা রাখিতে পারিতেছ না বলিয়া দান দিতেছ, পরলোকে তাহা কড়াক্রান্তিতে বুঝিয়া লইবে, আমাকে ভিক্ষুক দরিদ্র ভাবিয়া যাহা দিয়াছ, তাহার বিনিময়ে কিছু পাইবার আশা না রেখ না, প্রার্থনা করিলেও তাহার অধিক আর দিতে পারিতেছ না। তাহা দেখিয়াই আমি হাস্য করিতেছিলাম. আর বলিতেছিলাম, খোদা উহাকে আরো কিছু দেও, যখন তাহা, সামলাইতে না পারিয়া পথে ঘাটে ফেলিয়া দিবে তখন আবার আসিয়া আমি তাহা কুড়াইয়া লইব। আর ইহার দানের হাতটা ওটা ইহা টানের (আকর্ষণ করিয়া বিতাড়নের) হাতটা সংযত করিয়া দেও। দানে এত দৈন্য কি শোভা পায়? দান ত দানশীল হাতেমের, যে সকলের জন্য সর্ব্বক্ষণ মুক্তহস্ত।" তখন তাহা শুনিয়া আরবের দাতা স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, "কি, আমা-পেক্ষা দাতা আর কেহ আছে; তাজ্জব শুনিনি। ফকির তুমি প্রদাতার হস্ত হইতে প্রচুর ধন পাইয়া মিথ্যা কথা কহিতেছ; সেই জন্যই তাহার অতিরিক্ত পুরস্কার হাতে পীঠে দিয়াছে। ফকির "তা হইতে পারে, চাটুকারদিগের কথায় তোমার এরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। আমার কথা সত্য কি না জানিতে হইলে, কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া পারস্য দেশে যাত্রা করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসুন।" আরবের দাতা তাহাই করিতে মনস্থ করিয়া ছদ্মবেশে ফকিরের সহিত পারস্য দেশে যাত্রা করিলেন।

যার পূর্ব্বে দ্বার প্রশস্ত হওয়া চাই। পরদার মোচনের সঙ্গেই উদ্ঘাটন করা চাই, যাহার যাহা অভাব তাহাকে তাহা দিতে প্রস্তুত থাকা চাই, ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র আশ্রয়হীনের জন্য আশ্রয় থাকা ত আছেই, তাহার উপর রোগের ঔষধ রোগীর শুশ্রূষা, মৃতের সমাধি, আতুরের সেবা, বালকের লালন পালন ও সুশিক্ষা, দাতার দানশীলতার অন্তর্গত। লোকে নিজের গৃহের প্রয়োজন দেখিয়াই অন্যের অভাব পূর্ণ করে। নদী যেমন সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া ক্রমে নিম্নগা হওত নিজ বক্ষ বিস্তার করিয়া বহুদূর পথ গমন করে, তাহার পর যতদিনে সেই মহাসমুদ্রে মিলিত না হইতে পারে ততদিন নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া মেদিনী সিক্ত করিয়া রাখে। এমন শুষ্ক খাত কত দেখিয়াছি। এই যে সাহারার মরুভূমি দেখিতেছ, ইহা একদিন অগাধ জলপূর্ণ সমুদ্র বিশেষ ছিল, কত তিমি, কত কুম্ভীর, কত জলচর জীব তাহার মধ্যে বাস করিত, তাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কতকাল এই আরব দেশ জল সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতেই পরের সেবায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এখন পরিশুষ্ক দেহে আপনার দানশীলতার পরিচয় দিতেছে। মহাত্মা হারুণ আলরশিদ পরের দুঃখ মোচন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন. আবার তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিবে সেই দানস্রোত অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই. প্রত্যুত তাহা হাত বদ্লাইয়া হাতেমের হস্ত হইতে প্রস্রবণ সকলের ন্যায় অবারিত ধারা বহিতেছে।

আরবের দাতা পারস্যে যাইয়া হাতেমের গৃহে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, হাতেমের দানভাণ্ডার সকলের জন্য রাত্রিদিন উন্মুক্ত রহিয়াছে, যে যাহা চাহিতেছে তৎক্ষণাৎ সে তাহা পাইতেছে, তাহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া যদি কেহ আবার যাচ্ঞা করিতেছে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা পাইতেছে কেহ তাহার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে না। তিনি তাহা দেখিয়াই হতজ্ঞান। ফকির তাঁহার এবংপ্রকার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া কহিলেন, বিস্ময়ের বিষয় এখনও তুমি কিছুই দেখ নাই, আইস আমি তোমাকে তাহা দেখাইতেছি, তুমি এখন ঐ উচ্চ মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া আমার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কর, এই বলিয়া ফকির ভিক্ষার্থ দানাধারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি তাঁহার অঞ্জলি ধনপূর্ণ হইয়া [illegible] নিকটে [illegible] আবার অঞ্জলি বিস্তার করিলেন, সেই রূপ আবার তাঁহার অঞ্জলি পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি তাহা ঝুলিতে [illegible] নিকটে রাখিয়া আবার ভিক্ষার্থ [illegible] দণ্ডায়মান হইলেন। এইরূপে [illegible] করিয়া প্রচুর [illegible] দেখিয়া আরবের দাতা [illegible] কহিলেন, "ফকির ক্ষান্ত হও, আর আমাকে লজ্জিত করিতে হইবে না। এখন চল, দাতা হাতেমের সাক্ষাৎ লাভ করি। হাতেমের গৃহে আরবীয় দাতা উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। আরবীয় দাতা তাঁহার আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।

---

## সদালাপ (৩২)

(১৫৩) দেশের গৌরববোধ (ইংরাজ ফল বিক্রেতা)।—ষ্টার থিয়েটারের শ্রী অমৃত লাল বসু মহাশয়ের নিকট রাউতো নিবাসী শ্রী টি, এন, মুখার্জ্জি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইংলণ্ডে প্রবাস-কালে একদিন পার্লিয়ামেন্টের মেম্বর ওয়েডারবর্ণ সাহেবের সহিত বাজারে বেড়াইতে যান; সাহেবের ইচ্ছা হইল যে ভাল পেয়ার ফল খাওয়াইবেন। তখন ঐ ফল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। একটী দোকানে কয়েকটী ফল যাহা ছিল তাহা অল্প পূর্ব্বেই একজন খুচরা ফল বিক্রেতা কিনিয়া লইয়াছিল। ওয়েডার বর্ণ সাহেব তাহাকে কিছু লাভ দিয়া ফল কিনিয়া লইতে চাহিলেন। লোকটা বিক্রয় করিতে রাজী হইল না। তখন সাহেব বলিলেন "আমি নিজের জন্য চাহিতেছি না। আমার এই বন্ধুটী ভারতবাসী, শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া যাইবেন আমাদের দেশের ভাল পেয়ার ফল এখনও ইঁহার খাওয়া হয় নাই।" এই কথা শুনিয়াই লোকটা বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটা ফল বাহির করিয়া দিল। দাম দেওয়ার কথায় বলিল "ইনি আমাদের দেশের অতিথি। Guest of our country এখানকার ভাল ফল খেয়ে দেখিবেন কেমন দেশ। দাম লইব না।"

এ দেশেও এরূপ অবস্থায় অতিথির হিসাবে তাঁহার বা আমটার দাম হয়ত অনেকেই লইবেন না কিন্তু তাহা "দেশের" গৌরবের জন্য নয়। অতিথি বা দান বা ভিক্ষা হিসাবে "নিজের" গৌরব জন্য দিতে পারেন।—ইংরাজই [illegible] জাতি।

(১৫৪) ঈশ্বরের কথা ([illegible] উপদেশ)।—[illegible]

নাস্তিক ছিলেন। তিনি [illegible] [illegible] লিয়া [illegible] হইবারকালে আমাকে [illegible] তখন [illegible] পরিচিত একজন [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible];—"তুমে [illegible]। আমি জানি তুমি [illegible] নাস্তিক এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক [illegible] কথা লিখিয়াছ। কিন্তু সে জন্য তোমার [illegible] আমার বিশেষ ভয় নাই; ঈশ্বর তাঁহার [illegible] কৃপায় তোমাকেও ক্ষমা করিবেন, কিন্তু [illegible] রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে যেন তাহা [illegible] কখন লিখিও না। "তাঁহারা" যে তাহা পুনঃ [illegible] মার্জ্জনা করিবেন না, তাহা আমি নিশ্চিত [illegible] পারি।"

(১৫৫) মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস (গারিবল্ডী) নব্য ইটালীর স্বাধীনতাস্থাপকদিগের অন্যতম সেনাপতি গারিবল্ডীর জননী একান্ত ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন এবং গারিবল্ডীর চরিত্র সংগঠনে তাঁহারই বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। গারিবল্ডী আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে—"আমার যে অসম সাহস দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে দৈবশক্তি পরিরক্ষিত মনে করিত আমার সে সাহসের মূল—দৈববলের উপর বিশ্বাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ সতীত্বের আদর্শ ও দেবীত্বের অবতার আমার জননী, আমার প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্না থাকিবেন, ততক্ষণ আমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই।"

ফলতঃ যুদ্ধের সময়ে যখন গুলি সকল বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার কর্ণের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত—যখন গোলা সকল শিলাবৃষ্টির ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতিত হইত তিনি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন তাঁহার জননী নতজানু হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন।

(১৫৬) কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যপালন এবং প্রভুর অনুগ্রহলাভ (জেনেরেল কালু ঘোষ)।—হুগলীর আকনাগ্রামনিবাসী কালীচরণ ঘোষ প্রথম ভরতপুর যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ পল্টনে কাজ করিতেন। ইঁহার বিবেচনা ও বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল; সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় সাধারণ রণকৌশলগুলিও ইঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইংরাজ অফিসারেরা তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এবং কার্য্যদক্ষতায় তুষ্ট হইয়া [illegible] করিতেন এবং অসঙ্কোচে সকল বিষয়েই [illegible] সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। দেশীয় সুবেদার এবং হাবিলদারগণেরাও ইহা দেখিয়া এবং ইঁহার বুদ্ধিমত্তা এবং তেজস্বিতায় মুগ্ধ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার উক্ত "এইবার এইরূপ হুকুম জেনেরেল সাহেব দিবেন এবং এইবার আপনাদের এইরূপে তাহা নিষ্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলেই সুবিধা হইবে"—প্রভৃতি বাক্য প্রকৃতই কার্য্যে পরিণত হইত।

একটা যুদ্ধের প্রথমাংশেই সকল ইংরাজ অফিসারগণই হতাহত হইয়া পড়িলে দুইটী হতাবশিষ্ট সিপাহী পল্টন ছত্রভঙ্গপ্রায় হয়। তখন হাবিলদার এবং সুবেদারগণ বলেন, "কেরাণী বাবু! এখন আপনিই জেনেরেলের পোষাক পরিয়া আমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতে হুকুম দিতে থাকুন; আমরা চেষ্টা করিয়া দেখি, নতুবা সকলেই বৃথা দাঁড়াইয়া মারা যাইব।" কালী বাবু তাহাই তখনকার কর্ত্তব্য বুঝিয়া মৃত অফিসারদের তাঁবুর ভিতর হইতে "জেনেরেলের" পদোচিত পোষাক পরিয়া আসিয়া হতাবশিষ্ট সিপাহীদিগকে একত্রিত এবং রীতিমত পরিচালিত করিয়া সেই যুদ্ধে জয়ী হন। যুদ্ধাদি চুকিয়া গেলে অনধিকারে জেনেরেলের পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করার জন্য কালুঘোষের সামরিক ব্যবস্থানুসারে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। কিন্তু কালু ঘোষ যে পল্টনকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন সদাশয় ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ তাহার পুরস্কারও উপযুক্তরূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং সফলতা এবং সাহসের জন্য প্রশংসাপত্রসহ তাঁহাকে ৩০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ তিনি জেনেরেলের পোষাক পরায় এবং একবার জেনেরেলের ন্যায় কাজ করায় লোকমুখে "জেনেরেল কালু ঘোষ" বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

(১৫৭) কুসঙ্গের দোষ ও সৎসঙ্গের গুণ।—গোঁসাই তুলসীদাস মন্দ লোককে কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কুকুরকে আদর কর বা কাছে আসিতে দাও, সে তোমাকে চাটিয়া অপবিত্র করিয়া দিবে। উহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ কর বা কোনরূপ তাড়না কর, সে তোমাকে কামড়াইয়া দিবে। এই জন্য দুর্জ্জনকে কুকুরের ন্যায় ঔদাসীন্য অবলম্বনে দূরে পরিহার করাই উচিত। উহাদের বিষয়ে কিছু লক্ষ্য করা এবং চিন্তা করাও হানিকর। উহারা ছোঁয়াচে রোগের ন্যায় অলক্ষ্যে পাপ সংক্রামিত করে।

একজন সন্ন্যাসীর আশ্রমের সম্মুখেই এক বেশ্যার ঘর ছিল। সন্ন্যাসী দেখিতেন যে অনেক কুচরিত্র লোক বেশ্যার ঘরে যাইত। সন্ন্যাসী যখন তখন ঐ সকল লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং বেশ্যা যে কত মন্দ তাহাও ভাবিতেন। বেশ্যা নিজেকে খুবই হীন বলিয়া বুঝিত এবং সন্ন্যাসী যে কত ভাল তাহাই অনুক্ষণ মনে ভাবিত এবং নিজেকে ধিক্কার দিত। ফলেই মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসী এবং বেশ্যা উভয়েই স্বর্গে পৌঁছিলেন, কিন্তু বেশ্যার স্থান সন্ন্যাসীর অপেক্ষা অনেক উচ্চতর প্রদেশে হইল।

এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী জানিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা ভাবিয়া বেশ্যার পাপ ক্ষালন হইয়াছিল। এবং বেশ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখায় তাঁহার অনেক পুণ্যক্ষয় হইয়াছিল।

শ্রীঃ—

# এডুকেশন গেজেট।

১৩ই ফাল্গুন ১৩১৬ সাল ইং ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সাল

## মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় ১৯১০ সালের ৩ আইন।

এই নূতন আইনের পাণ্ডুলিপিতে ২৬টি ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ২৩টি ধারার কথা বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট ধারাগুলি এবং আইন পাশ হইয়া পাণ্ডুলিপির যে যে স্থলের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা এবারে বিবৃত করা গেল—

২৪ ধারা—(স্থলবিশেষে ডিপজিটের টাকা ফিরাইয়া দিবার কথা)—এই আইন অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্র রাখার জন্য টাকা আমানত করেন এবং শেষে ঐ মুদ্রাযন্ত্র আর না রাখিতে চাহেন, অথবা প্রকাশক হিসাবে ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র এবং পুস্তক রেজেষ্টরী সংক্রান্ত আইনের ৮ ধারা অনুসারে ডিক্লারেশন দেন, তাহা হইলে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধিকারে সেই ছাপাখানা থাকিবে সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট, আমানতী টাকা ফেরত পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদন পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ টাকা ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে এই আইনের সর্ত্ত বজায় রাখিয়া তাঁহাকে ঐ টাকা ফেরত দিবেন

১৫ ধারা— ( নোটিস জারি —এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নোটিস ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে সমন জারির যেরূপ ব্যবস্থা আছে তদনুসারে ঐ নোটিসজারি করিবেন।

১৬ ধারা—[ অন্যান্য আইনের প্রয়োগ )— কোন কার্য্য করার জন্য অথবা কোন কার্য্য না করার জন্য এই আইন অনুসারে অপরাধ হওয়া ভিন্ন অন্যান্য আইন অনুসারেও যদি তাহাতে অপরাধ হয় তবে এই আইন অনুসারে কেহ অভিযুক্ত হইলেও অন্যান্য আইনানুসারেও তাঁহাকে অভিযুক্ত করার পক্ষে কোন বাধা হইবে না।

এই আইন যে আকারে পাশ হইয়াছে তাহাতে পাণ্ডুলিপির স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। নিম্নে সেই স্থলগুলির নির্দ্দেশ করা যাইতেছে—

ধারা ২ [ সংজ্ঞা ]—"পুস্তক" সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় যেখানে আছে "স্বতন্ত্র মুদ্রিত" সেখানে মুদ্রিত শব্দের পরে "অথবা লিথোগ্রাফ করা" এইটুকু যোগ করিয়া দিতে হইবে। "দলিল" শব্দ যে কোন চিত্র, অঙ্কন ( drawing ) অথবা ফটোগ্রাফ অথবা অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ [ visible representation ] বুঝিতে হইবে। "হাইকোর্ট" শব্দটি পাণ্ডুলিপিতে ছিল না, এটি বসান হইয়াছে। উহা বলিতে স্থানীয় উচ্চতম দেওয়ানী আপীল আদালত বুঝাইবে। কেবল আজমীর-মাড়বার এবং কুর্গে হাইকোর্ট বুঝাইতে স্থানীয় কিছু না বুঝাইয়া যথাক্রমে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ও মান্দ্রাজের হাইকোর্ট বুঝাইবে। অর্থাৎ কুর্গে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে এবং আজমীর মাড়বারে হইলে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টে তাহার বিচার হইবে।

৩ ধারা [১] এবং ৮ম ধারা [১] প্রকরণে প্রথম বারের অপরাধের জন্য ঊর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ হাজারের স্থলে দুই হাজার টাকা জমা দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। ৩ [১], ৩ [৩], ৫, ৮ [১] ৮ [২], ১০, ধারায় টাকা আমানত করার কথায় নগদ টাকা অথবা কোম্পানীর কাগজ আমানত করা যাইবে, এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪ [ ১ গ ] ধারায় এবং এই ধারার অন্তর্গত ব্যাখ্যা [ ২ ] মধ্যে "বিধিমূলক কোন কর্তৃপক্ষ" [any lawful authority] স্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা administration of justice in British India ) এই বাক্য বসান হইয়াছে। ৪ [ ১ ঘ ] ধারা "ভারত সম্রাটের অধীন কোন দেশীয় রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তির" ( chief ) এই বাক্যের পর "অথবা ব্রিটিশ ভারতে ভারত সম্রাটের যে কোন শ্রেণীর বা যে কোন সম্প্রদায়ের প্রজার" এই বাক্য সংযোজিত করা হইয়াছে। এবং "অথবা বিভিন্ন জাতি বর্ণ শ্রেণী ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের ভাব উৎপাদন করে" এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৪ [১] ধারায় "ইসারা" প্রভৃতি [ innuendo ] কথার পরিবর্তে "উপলক্ষণ" [ implication ] শব্দ বসান হইয়াছে।

৪ [২] ধারাটি পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নলিখিত রূপ করা হইয়াছে—৪ ধারার [১] প্রকরণ অনুযায়ী নোটিস বাহির হইবার তারিখের পরবর্ত্তী দশদিন অতীত হইয়া যাইবার পর, ঐ মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী সংক্রান্ত ৪ ধারা অনুসারে যে ডিক্লারেশন দেওয়া হইয়াছে সেই ডিক্লারেশন রহিত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৮ [১] ধারায় নিম্নে নিম্নলিখিত বিষয়টি সংযোজিত করা হইয়াছে—যদি কোন সংবাদপত্রের মুদ্রাকর বলিয়া কোন ব্যক্তি উক্ত আইনানুসারে রেজেষ্টারীকৃত হইয়া থাকেন, আর সেই ব্যক্তিই আবার, যে মুদ্রাযন্ত্রে ঐ সংবাদপত্র ছাপা হয় সেই মুদ্রাযন্ত্র রাখিয়াছেন বলিয়া রেজেষ্টারীকৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত ঐ রেজিষ্ট্রেশন বলবৎ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত পত্রিকার অর্থাৎ প্রকাশককে ডিপজিট দিতে হইবে না।

১৩ ধারায় "স্থানীয় গবর্ণমেন্টের যে সম্বন্ধে আদেশ প্রাপ্তির জন্য" স্থলে করা হইয়াছে "স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুরূপ উহার নিষ্পত্তি করিবার জন্য।"

১৪ ধারায় "কোন সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক" স্থলে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত কোন সংবাদপত্রের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক"—এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

১৫ ধারা—"যে কোন দ্রব্য খুলিয়া অথবা দ্রব্যের বাঁধন খুলিয়া দেখিতে পারেন" স্থলে "পত্র অথবা পার্শেল ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য আটকাইতে পারেন" করা হইয়াছে। ১৫ (খ) "এই সকল সংবাদ পত্রাদি পাঠাইয়া দিবেন" স্থলে "এই সকল দ্রব্যাদি" করা হইয়াছে।

১৬ (২) ধারাটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, যথা—"প্রকরণ ২ এর নির্দ্দিষ্ট কোন সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর আইনের না পাঠাইয়া কর্তব্য অবহেলা করিলে, যে কর্মচারীর নিকট অথবা ঐ কর্মচারীর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কর্মচারীর নিকট সংবাদপত্র পাঠাইবার কথা তিনি অভিযোগ করিলে, যেখানে ঐ সংবাদ পত্র ছাপা হয় সেই এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ঐ মুদ্রাকরকে দোষী বলিয়া মনে করেন তবে প্রত্যেক বারের ঐরূপ অবহেলার জন্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন।

১৭ ধারায় "যাহার বিরুদ্ধে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে তিনি" স্থলে করা হইয়াছে "যে সম্পত্তি সম্বন্ধে বাজেয়াপ্তের আদেশ হইয়াছে সেই সম্পত্তিতে স্বার্থ আছে এমন কোন ব্যক্তি,"

১৮ (২) ধারা উঠাইয়া দিয়া ১৯ (২) ও ১৯ [৩] ধারা সংযোজিত হইয়াছে, উহাদের অর্থ এইরূপ— ১৯ (২)—যে কয়জন জজ লইয়া বিশেষ বেঞ্চ গঠিত হইয়াছে সেই কয়জনের মধ্যে যদি মতভেদ হয় তাহা হইলে অধিকাংশ (যদি থাকেন) জজের মতানুসারে মীমাংসা হইবে। ১৯ (৩)—যদি এক পক্ষে কম সংখ্যক এবং অন্য পক্ষে অধিক সংখ্যক জজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে সাবেক আদেশই বলবৎ থাকিবে। ১৯ ধারায় যেখানে "হাইকোর্ট" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে "বিশেষ বেঞ্চ" শব্দ বসান হইয়াছে।

২০ ধারা—"বাজেয়াপ্তের আদেশের পূর্ব্বে"— এই অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

---

## আলিপুরের বোমার মোকদ্দমা

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন বোমার মোকদ্দমার রায় দিয়াছেন। আপীলের সময় প্রধান বিচারপতি মিঃ জেকিন্স ও বিচারপতি মিঃ কারণডফের মধ্যে পাঁচজন আসামীর সম্বন্ধে মতভেদ হয়। প্রধান বিচারপতি মহাশয় ঐ পাঁচজনকে খালাস দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বিচারপতি কারণডফ ঐ পাঁচ জনকে সাজা দেওয়া উচিত মনে করিয়াছিলেন, সেই জন্য তৃতীয় একজন বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটনের নিকট পুনর্বিচার ও মীমাংসা জন্য মোকদ্দমা পাঠান হয়। বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া কৃষ্ণজীবন সান্যাল, সুশীল কুমার সেন এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীকে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, এবং শৈলেন্দ্র নাথ বসুকে দণ্ডবিধি আইনের ১২১ এ ধারা মতে যথাক্রমে সাত বৎসর

দীপান্তর ও [illegible] হওয়ার আদেশ [illegible] ম্যাজিস্ট্রেটদের হাত [illegible] সংক্রান্ত বিচারে [illegible]—

বিচারক [illegible] এ বোমা ষড়যন্ত্র [illegible] পার কোন [illegible] কি না। ছিল যে [illegible] পক্ষে দেশবন্ধু [illegible] বিচারপতি মহাশয় এবং বিচারপতি [illegible], সকলেই একমত। [illegible] এই ষড়যন্ত্র যে বিশেষ [illegible] ছিল [illegible] পক্ষে সন্দেহ নাই। ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল এবং কি প্রণালীতেই বা ষড়যন্ত্রকারীরা কার্য্য করিত তাহা আসামীগণের একরারে এবং এই মোকদ্দমায় যে সকল কাগজ পত্র আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছে সেই সকল দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারত সম্রাটকে তাঁহার ভারত সাম্রাজ্য হইতে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করাই এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ লোকের মন চটাইয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিল। আর এই জন্যই "যুগান্তর" সংবাদ পত্রের সৃষ্টি। এই পত্রে ইংরাজদিগকে গালি দেওয়া এবং ইংরাজদিগেরই কুৎসা করা হইত এবং ইহার পাঠকদিগকে সেই সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন জন্য সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করা হইত। এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তাদিগের শিক্ষায় যুবকদিগকে বিদ্রোহের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল; অস্ত্রশস্ত্রও সংগৃহীত হইতেছিল, হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা এবং উক্ত অস্ত্রের বিস্ফোরক পদার্থাদিও প্রস্তুত হইতেছিল।

শিক্ষার ফল ফলিয়াছিল। ১৯০৭ সালের ৫ই নবেম্বর তারিখে বোমার সাহায্যে একখানি ট্রেণ উড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা হয়। ঐ ট্রেণে বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর যাইতেছিলেন। এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ডিসেম্বর মাসের ৬ই তারিখের পূর্ব্বে ঐরূপ আর একটি চেষ্টাও করা হইয়াছিল। সুখের বিষয় এই, উভয় চেষ্টাই বিফল হয়। ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রেল তারিখে চন্দননগরের মেয়রের ও তাঁহার স্ত্রীর জীবন নষ্ট করিবার জন্য একটা চেষ্টা হয়। সেই উদ্দেশ্যে ইঁহারা স্ত্রীপুরুষে যে ঘরে বসিয়াছিলেন সেই ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই বোমাটীর এমন শক্তি ছিল যে অনায়াসে [illegible] এবং ঘরের মধ্যের লোকজন সকলেই [illegible] করিতে পারিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহা ফাটে নাই। ৩০শে এপ্রেল তারিখে আর একটি বোমার প্রয়োগ হয়। এইটি, অবশ্য, মিঃ কিংসফোর্ডকে মারিবার উদ্দেশ্যে হইয়াছিল, কিন্তু মিসেস কেনেডি ও তাঁহার কন্যা যে গাড়ীতে ছিলেন সেই গাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া উভয়েরই মৃত্যু হয়।

এই স্ত্রীলোক দুইটির হত্যার কিছু দিন পূর্ব্বে এরূপ সংবাদ কর্তৃপক্ষীয়দিগের গোচর হইয়াছিল, যাহার জন্য তাঁহারা কলিকাতার নানাবিধ লোক এবং নানাবিধ স্থানের উপর লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই হত্যার পর পুলিস কর্ম্মচারীরা পরামর্শ করিয়া ২রা মে তারিখে ৩২ নং মুরারিপুকুর রোড, [ এইটি বাগান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ] ১৩৪ হ্যারিসন রোড, ১৫ গোপীমোহন দত্তের লেন, এবং অপরাপর স্থান তল্লাস করেন এবং তাহার ফলে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্রাদি বোমা, এবং উক্ত অস্ত্রের বিস্ফোরক পদার্থ সমূহ প্রস্তুত করণের উপযোগী উপকরণ সমূহ, রাজবিদ্বেষ সূচক পুস্তক পুস্তিকাদি পাওয়া যায় এবং কতকলোকও ধরা পড়ে; তাহাদের পরে বিচার আরম্ভ হয়। ২ রা মে তারিখে যাহারা ধরা পড়ে তাহাদের মধ্যে আপেলান্ট শৈলেন্দ্র ছিল। উহাকে এবং অবিনাশকে ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট হইতে ধরিয়া হাজতে দেওয়া হয়। আর চারিজন আপেলান্টকে পরে ধরা হয়। কৃষ্ণজীবন সান্যালকে ১২ ই মে মালদহে, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং সুশীল কুমার সেনকে ১৮ই মে সিলেটে, এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীকে ২৩ শে জুন কলিকাতায়।

এই পাঁচজন আপেলান্টের বিরুদ্ধে প্রমাণ সমূহের আলোচনা পৃথক্ ভাবে করার পূর্ব্বে লোকেদের মন উত্তেজিত করিবার জন্য এবং তাহাদের মনে অসন্তোষ উৎপাদন করিবার জন্য রাজবিদ্বেষমূলক পত্রাদি যাহা ষড়যন্ত্রকারীদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইত তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিব। "যুগান্তর" এবং অন্যান্য রাজবিদ্বেষমূলক পুস্তকাদির সহিত আপেলান্ট দলের যে সম্বন্ধ ছিল, ইহাই, সরকার পক্ষ ষড়যন্ত্রের সহিত উহাদের সংস্রবের একটি প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৯০৬ সালের ৩০শে মার্চ তারিখ হইতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এবং ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক যুগান্তর প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ উহার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যের অনুসরণে ১৯০৭ সালের ২৬ শে আগষ্ট তারিখে উক্ত পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা লাভের চিন্তা স্থানীয় লোকদিগের মনে হয় এবং তাহারা তজ্জন্য যাহাতে চেষ্টা করে সেই উদ্দেশ্যে [illegible] করিবার জন্য যুবক দল সমূহ সংগঠনে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালের ১৩ ই জানুয়ারী তারিখে আর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়—"রাজবিদ্রোহ সম্বন্ধে কথা।" এই প্রবন্ধে পাশব বলের দ্বারা রাজবিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ আছে এবং সাধারণের মত সংগঠন করিবার কথা আছে। অতঃপর ১৯০৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীর কাগজে "সাধারণের মত সংগঠন" বলিয়া বিশেষ ভাবে লিখিত একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাজবিপ্লব কার্য্যের জন্য পাশব বলের সঙ্গে এই "সাধারণের মত সংগঠন" আবশ্যক করিবে। সেই সাধারণের মত সংগঠন কিরূপে হইতে পারিবে তাহার নানা বিধ উপায় দেখান হইয়াছে, যথা,—সংবাদ পত্র দ্বারা, জাতীয় সংগীত এবং সাহিত্য দ্বারা, প্রচার কার্য্য দ্বারা, গুপ্ত সম্মিলন এবং সভাসমিতি দ্বারা; ১৯০৭ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে এক প্রবন্ধ বাহির হয়—"অর্থ সংগ্রহ"। ইহাতে বল প্রকাশে অর্থ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে, ঐ জন্য চুরী ডাকাইতি করা পাপ নয়—ধর্ম্মকার্য্য। ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রেল আর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়—"এস অশান্তি"। এ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। উহার ঐতিহাসিক নাম "বিদ্রোহ", ঐ তারিখে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, "চন্দননগরে স্বাধীনতা"। উহাতে তত্রত্য মেয়র একটি রাজনৈতিক সভা হইতে দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন সে কথা আছে। যে দিনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেই দিনেই মেয়রের উপর একটি বোমা প্রক্ষেপ করা হইয়াছিল। আমি যে সকল স্থলের উল্লেখ করিলাম সেই সকল ব্যতিরিক্ত যুদ্ধ, রক্তপাত ও হত্যাকার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

কিন্তু যুগান্তরই যে একমাত্র রাজবিদ্বেষমূলক সংবাদ পত্র তাহা নহে। "সন্ধ্যা" বলিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হইত বলিয়া বোধ হয় না, উহাতেও ইংরাজদিগের যথেষ্ট নিন্দাবাদ এবং ইংরাজদিগের উপর সাধারণের বিদ্বেষভাব ও অসন্তোষ জন্মাইয়া দিবার দিকে চেষ্টা ছিল। [ এই স্থলে "সন্ধ্যা", "মুক্তি কোন্ পথে", এবং "বর্ত্তমান রণনীতি" হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে ] এই সকল লেখার উদ্দেশ্য একটি বিপ্লব ঘটান এবং তজ্জন্য এযাবৎ যে সকল লোক সন্তুষ্ট এবং শান্তিপ্রিয় ছিল তাহাদের মনে রাজার প্রতি বিদ্বেষ ও অসন্তোষ উৎ-

ছড়িয়া নায় তজ্জন্য মিথ্যা এবং বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা সমূহ রটান হইয়াছে। এই সকলের জন্ম আন্দো লন করিতে যে যায় হয় সেই যায় সরবরাহের জন্য ডাকাইতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ, বোমা এবং অপরাপর বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করণ এবং দেশের ছেলেদের যুদ্ধোপযোগী করিবার মত ব্যায়াম কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দান এবং অস্ত্র বলের সাহায্যে বিপ্লব ঘটাইবার মত সমস্ত আয়োজনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এরূপ অবস্থায় আমার একণে বিচার্য্য এই যে, যে সমস্ত প্রমাণ এই পাঁচ জন আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল প্রমাণ হইতে এমন বুঝিতে পারা যায় কি না যে, এই পাঁচ জন আপেলাণ্ট অথবা ইহাদের মধ্যে কেহ, অত্যাচার ও বলপ্রকাশপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করিবার আয়োজনে যোগদান করিয়াছে। এতৎ সংক্রান্ত প্রমাণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইলে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্যাপারের সংস্রবে দুই শ্রেণীর লোক আছে—এক শ্রেণীর লোকের মনকে উল্লিখিতরূপ রাজবিদ্বেষ মূলক দূষণীয় পুস্তকাদি পড়াইয়া বিষাক্ত করা হইয়াছে, ব্রিটিশের প্রতি ঐ সকল লোকের অন্তরে ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। অপর শ্রেণীর লোক আরও একটু উপরে গিয়াছে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য ব্যবস্থায় কার্য্যতঃ যোগদান করিয়াছে। × × ×

আমি পুলিসের সুখ্যাতি করিয়া কয়েকটি কথা বলিতে চাই। এই জটিল এবং ভয়ঙ্কর ষড় যন্ত্রের কিনারা পুলিস অতি দক্ষতা এবং পারদর্শিতার সহিত করিয়াছেন। পুলিস যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমার মতে সাধারণের নিকট পুলিস বিশেষ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত।

## প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ—অষ্টকালীন পদাবলী। শ্রীবিজয় নাথ মজুমদার প্রণীত। মূল্য চারি আনা। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরী উদ্বোধন কার্য্যালয়—৮০১ করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, কুটিঘাটা, বরাহনগর পোঃ—এই সকল এবং অপরাপর স্থানে পাওয়া যায়।

[গ্রন্থ]কারের "নিবেদন" হইতে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া উহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণকেই ভক্তিপূর্ব্বক, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। সেই দয়াল ঠাকুরের কৃপা ও শক্তি বলেই ইহা গ্রথিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে যদি কোন ত্রুটি লক্ষিত হয়,—ভক্তগণ নিজগুণে তাহা প্রদর্শন করাইলে, এ কাঙ্গাল যথাসত্বরে তাহা সংশোধন করিবে। ঠাকুর বলিতেন— "ভগবান ও ভক্ত এক"—সুতরাং ভক্তের কথা আমি "ঠাকুরের-কথা-জ্ঞানে" মান্য করি।

সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইল, শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যলীলা-ভূমি রেঙ্গোনে আমার অবস্থিতিকালে ঠাকুরের লীলাকাহিনী "রামকৃষ্ণ লীলাসার" নামে, কবিতাকারে গ্রথিত করিয়া মদীয় আচার্য্যদেবকে শুনাইয়াছিলাম। তাহা শ্রবণে যাহাতে ঠাকুরের লীলা,—গীতিছন্দে পল্লীতে পল্লীতে গীত হয়, এই সাধ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমার আশা হয়, সেই রাজর্ষি জনকোপম আদর্শ মহাত্মার সেই দেব সাধ, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইতে পারিবে।

নমুনাস্বরূপ একটু গীতাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

ইমনকল্যাণ—একতালা।

বন্দি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ,
বন্দি পতিতজন-পাবন।
বন্দি শ্রীমাতা জগজ্জননী,
বন্দি যুগল শ্রীচরণ।
বন্দি কামারপুকুর ধাম,
বন্দি জয়রামবাটী গ্রাম,
বন্দি পূজ্য ইষ্টগোষ্ঠী,
বন্দি শ্রীধামবাসী জন।
পুণ্যবতী রাসমণি,
শ্রীমথুর ভক্তমণি,
বন্দি দোঁহার নিষ্ঠাভক্তি,
দেবসেবা অতুলন।
বন্দি পূত ব্রহ্মবারি,
শোক-তাপ পাপহারী,
তটশায়ী লীলাস্থলী,
বন্দি রেণু সচেতন।
বন্দি শ্রীদক্ষিণেশ্বর,
দেবপুরী মনোহর,
বন্দি বিশ্ব ভক্তজন;
সিদ্ধ পঞ্চবটী বন।

বন্দি [illegible]
[illegible]
[illegible]
বন্দি দীন [illegible],
[illegible]
যতি রূপা, [illegible],
সেবা [illegible]
* * *
বন্দি দেবী [illegible],
অপার করুণাময়ী,
যাঁর কৃপাবেশে নাহি [illegible] কীর্ত্তন।

শ্রীমৎ পরমহংসদেবের আবির্ভাবে বঙ্গভূমি পবিত্র, সনাতন ধর্ম্মের উদারতা এবং প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকটিত, সাম্প্রদায়িক ভাবের মূল ছিন্ন এবং ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলমান-বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান সকলেরই স্ব স্ব ধর্মে থাকিয়াই ভ্রাতৃভাব প্রাপ্তির এবং উভয়সহ একযোগে সর্ব্বত্র আর্ত্ত, দুঃস্থ এবং পতিত সম্বন্ধে সেবা ধর্ম্ম পালনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ কলিকাতা ] বুদ্ধগয়ার বর্দ্ধিষ্ণু রেষ্ট-হাউস্ নামক গৃহটিতে ১৮৯৬ সালে ধর্ম্মপাল বুদ্ধদেবের একটি জাপানী প্রতিমূর্ত্তি রাখেন। এই লইয়া বুদ্ধ গয়ার হিন্দু মোহন্তের সহিত একটি ফৌজদারী বাধে। এই ব্যাপার হইতে দেওয়ানি মোকদ্দমার সূত্রপাত হয়। হিন্দু মোহন্ত এই বলিয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন যে, ঐ গৃহটি তাঁহার সম্পত্তি, উহাতে অন্য কাহার অধিকার নাই। ১৮৯৬ সালের ২৬শে মে তারিখে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ দেন যে, ঐ গৃহ বৌদ্ধযাত্রীদিগের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং একজন প্রহরী উহাতে নিযুক্ত থাকিবেন, সেই আদেশ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। জজের ভূতপূর্ব্ব রাজা দিবার সাক্ষ্য কমিশন দ্বারা গ্রহণ করা হয়। যথাসময় মোকদ্দমা হিন্দু মোহন্তের পক্ষে ডিক্রী দেন। ধর্ম্মপাল হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন।

[ পঞ্জাব ] লাহোর আর্য্য সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত লালা দুর্গা প্রসাদ আর্য্য সমাজের মুখপত্র "আর্য্যিয়ান" নামক সংবাদ পত্রে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি কয়েকটি ভদ্রলোক, এমন কি আর্য্যসমাজেরই

নেতৃবর্গের [illegible] এই অর্থে লেকচার দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সরকারী আর্য্যসমাজকে রাজবিদ্রোহী পরিষদ বলে অভিহিত করিয়াছেন, সমাজের সংস্কৃত [illegible] হইবে, সুতরাং [illegible] যাহারা [illegible] আসিয়াছে তাহার যত সন্তান চাই। বৈদিকধর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, আর্য্যসমাজ পদ্ম হইয়া যাইবে, তরুণ লোপ পাইবে। এই সকল প্রবাদে আমার মনে যে উদ্বেগ হয় সেই উদ্বেগ ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে আমি তদ্রূপে একখানি আবেদন পত্র আমেরিকা শাসনকর্ত্তা স্যর লুইস ডেনের নিকট পাঠাই এবং তাহাতে সরল ভাবে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি। ছোটলাট বাহাদুর আমার পত্রের অতি সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন। এখন আর্য্যসমাজের কর্ত্তব্য, সমাজের প্রত্যেক সভ্যের নিকট রাজভক্তিসূচক স্বীকারোক্তি লইয়া সমাজকে রাজভক্ত বলিয়া পরিচিত করা। প্রত্যেক সমাজেরই কর্ত্তব্য ছোটলাট বাহাদুরকে নিশ্চয় করিয়া জানান যে, যে ব্যক্তি রাজভক্তিসূচক স্বীকারোক্তি পত্রে স্বাক্ষর না করিবেন তিনি সেই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন না। এতদ্ব্যতীত বার্ষে একবার করিয়া একটি লেকচার দেওয়া হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্ত প্রজার—আমাদের—কর্ত্তব্য কি তাহাই বুঝান হইবে। রাজবিদ্বেষী লোক, রাজবিদ্বেষী পত্র পুস্তকাদি আমাদের অগ্রাহ্য হইবে।

দারভঙ্গের মহারাজ বাহাদুর লাহোর ব্রাহ্মণ সভার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন এবং উক্ত সভার সাহায্যকল্পে এক হাজার টাকা দিয়াছেন।

সাধারণ]—ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের স্মৃতি সংরক্ষণ ফণ্ডে এ পর্য্যন্ত ৬২ হাজার ৭৩ টাকা আদায় হইয়াছে।

সুদান ইউনাইটেড মিশনের অধ্যক্ষ ডাঃ কাল´ কুম সম্প্রতি আফ্রিকায় বহুভাগ পরিভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়াছেন। রয়টার তাঁহার সহিত সাক্ষাতে জানিয়াছেন যে, ইউরোপীয়দিগের অধিকৃত দেশপুঞ্জে আফ্রিকায় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক ও ব্যবসায়িগণ প্রবেশ লাভ করিয়া বিশেষ চেষ্টার ফলে মুসলমান ধর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়াইয়া ফেলিতেছেন। মিঃ কুম বলেন যে, ইহার পরিণাম এই হইবে যে, প্রায় সমগ্র দেশ মুসলমান হইয়া যাইবে। তিনি মধ্যসুদানের অধিবাসীদিগকে খৃষ্টান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন; বলিয়াছেন যে, মধ্য আফ্রিকায় যে সকল ফরাসী এবং ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ আছেন তাঁহারা এ সংবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

লর্ড কর্জন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ইহার জন্য অনুষ্ঠানের যে দিন পড়িয়াছিল সে দিনে কার্য্য হয় নাই, পুনরায় দিন পড়িয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনানুরোধে সে দিনেও হইতে পারে নাই, আবার দিন পড়িয়াছে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইহাতে খুবই প্রতিবাদ করিতেছেন। একটি সভা ইহার জন্য হইয়াছিল। তথায় একটি মন্তব্য এই স্থিরীকৃত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালনস্থলে রাজনৈতিক কার্য্যকে অন্তরায় হইতে দেওয়া ঠিক নয়।

সৎকার্য্য—সাইদাবাদের জমিদার এবং জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ সৈয়দ মহম্মদ হোসেন স্থানীয় দাতব্য ঔষধালয়ে দুই হাজার টাকা এবং শিল্প বিজ্ঞান সমিতির সাহায্যার্থ বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মাষ্টার অব এলিবাঙ্ক ডায়রের অণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন, তাঁহার স্থানে অনারেবল এড্উইন ডায়রেল মণ্টেগু অণ্ডার সেক্রেটারী হইলেন। ইনি উদারনীতিক সম্প্রদায়ের লোক। বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর। বর্ত্তমানে মিঃ এসকুইথের পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী ছিলেন।

পারস্যের ভূতপূর্ব্ব সাহ এক্ষণে ক্রিমিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইনি পারস্য গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নির্ব্বাসিত সাহের দুইজন দূত উত্তরপূর্ব্ব পারস্যে বেশেদ নামক স্থানে ধৃত হন। তাহাদিগকে তিহারাণে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্ব্বাসিত সাহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সৈয়ার খাঁ প্রচ্ছন্নভাবে সীমান্ত পার হইবার সময় রেস্ত নামক স্থানের নিকটে ধৃত হইয়াছেন। পারস্য পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ বলিতেছেন যে, নির্ব্বাসিত সাহ যখন এইরূপ তাঁহার অঙ্গীকার অপালন করিলেন তখন তাঁহার পেন্সন বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

পাতিয়ালার রাজবিদ্বেষ প্রচার অপরাধে যে সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাজবিদ্বেষ প্রচার আদৌ তাঁহাদের অভিমত নয়। তাঁহারা পাতিয়ালা রাজ এবং ব্রিটিশ রাজের প্রতি ভক্তিমান। তবে তাঁহাদের লিখিত কোন কিছুতে যদি রাজবিদ্বেষ সূচিত হইয়া থাকে তজ্জন্য তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন এবং অঙ্গীকার করিতেছেন যে ভবিষ্যতে তাঁহারা এমন কোন বিষয় লিখিবেন না, যদ্দ্বারা রাজবিদ্বেষ কিছুমাত্রও মনে করা যাইতে পারে। পাতিয়ালা মহারাজ আসামীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, পাতিয়ালা রাজ-ষ্টেটের কোন পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পাতিয়ালারাজ অথবা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ সম্বন্ধে কিছুমাত্রও সন্দেহ যাহাদের উপর পড়িয়াছে তাহাদিগকে পদচ্যুত করা হইল এবং তাহারা এক সপ্তাহ মধ্যে আমার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং আমার অনুমতি ব্যতীত আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

খুলনাবাসী পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর ক্ষমাপ্রার্থনা করায় প্রত্যেকের একশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। "পল্লীচিত্র" পত্রের সম্পাদকের চারি বৎসর এবং মুদ্রাকরের চারি মাস সশ্রম কারাবাস দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মৌঃ হাসমত হোসেন দারভঙ্গের সদরে, ডেঃ মাঃ মিঃ টাক রাজমহল মহকুমায় স্থাপিত হইলেন। প্রোবে ডেঃ কঃ বাবু সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণায় সদরে বদলী হইলেন।

বিচার—পুরুলিয়ায় মুঃ বাবু নলিনী মোহন বন্দ্যো ১ মাস ২৫ দিনের ছুটী পাইলেন।

সব ডেঃ কঃ বাবু অটল বিহারী গোঁসাই খুলনার সদরে এবং মৌঃ মহঃ আবদুল সালাম পাবনার সদরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—কলিকাতা মাদ্রাসার মৌঃ গুলাম লাল মণি হুগলী মাদ্রাসার সহকারী সুপঃ হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক আফিসের আসিষ্টাণ্ট বাবু ব্রজনাথ বসু ৮ম শ্রেণীতে এবং পাটনার সব ইনঃ বাবু রাজকিশোর সহায় স্থায়ী পদে এবং ৮ম শ্রেণীতে থাকা হইলেন।

---

## কৌতুক-কণা।

শিক্ষক—গোপাল, পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত?

গোপাল (ভূগোল মুখস্থ করিয়া)—মাষ্টার মশাই, দু শ কোটি।

হরেন (খুব অস্থরত, তাড়াতাড়ি)—মা মাষ্টার মশাই, কালরাত্রে শ্যামের বাড়ী ভাত নিমেনতায় এসেছেন, আর আজ সকালে আমার একটী ছোট ভাই হোয়েছে।

—

রোগী—ডাক্তার বাবু, আমার আজ দিনকতক থেকে স্মরণ শক্তি একেবারে হ্রাস হয়ে গেছে, কোন কিছুই মনে থাকে না। আমি আপনার সহিত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি।

ডাক্তার—বেশ ভাল; কিন্তু মশাই, এসব ধরণের রোগের চিকিৎসায় আমি আগাম ফিয়ের টাকা লইয়া থাকি!

—

জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার একটী নূতন চাকরের কোন ভুলের জন্য বিলক্ষণ রাগিয়াছিলেন।

ভদ্রলোক (ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া, চাকরকে বকিতে বকিতে)—আমি এরকম কাজকর্ম চাই না। তুই কি মনে করিস আমি খুব বোকা।

চাকর (সভয়ে—হজুর এখানকার কোন কথাই তো আমি জানি না। আমি সবে কাল এসেছি!

—

উকীল (মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া)—তোমার কেস খুব ভাল; আমি তোমাকে জিতিয়ে দিতে পার্‌বো।

মক্কেল—আমিও দাদাকে সেই কথাই বলেছিলুম, কিন্তু তিনি তবুও আপনার নিকট না এসে একজন ভাল ব্যারিষ্টারের নিকট যেতে বলেন!

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে নামধাম ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা বদলে বাসা "আখ" অর্থে দিবা বদলে [illegible] সন্ধান "আজ্ঞা" অর্থে [illegible]। আবার ও বামবাম, এবং "দু" অর্থে [illegible] দিবা চিহ্ন ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন [illegible]।

An F A Hd master for Brahmangaon M E school Dt Dacca on Rs 25 per month according to qualifications Preference to a Kayesta or Baidya. Must stick for a year. Apply to Babu Madan Mohan Mitra Biswas. Po Bhawal Brahmangaon, Dacca.

An F A Hd master for the Sekendah M E school on Rs 25 a month and free lodging with future prospect. Apply to Khan Bahadur Moulvi Hd Shamsuzzoha Vice Chairman Dt Board, Birbhum.

A properly qualified (F A) Hd master for the Barsoe M E school, po Barsoe, Purnia on Rs 25 rising to Rs 30 Lodging free and boarding expenses will be met within Rs 5. The school is 2 miles distant from the Barsoe Junction E B S R. Apply to the Hd Pandit.

An English and Drawing, Drill knowing Vernacular mastership pass certificate holder Pandit for the Nakipur H E school on Rs 16 besides free board and lodging. Po Nakipur Dt Khulna.

A graduate 3rd master of the Raniganj H E school on Rs 42 per mensem. Boarding House and private tuition available.

An Entrance passed private tutor to coach the boys up to 3rd class on Rs 7 to 9 per month with free board and lodging. Brahmin preferred. Apply to Babu Harinarayan Bhattacharji Lalgola po (Dt. Murshidabad).

For the Baguan H E school a vernacular mastership certificate holder on Rs 15 per mensem.

A graduate Hd master for the Muragachha H E school on Rs 55 per month Place healthy and close to the Ry station Muragachha. Must stick to his post for at least two years. Board and quarters free on accepting private tuition. He may also keep at the Boarding house attached to to the school.

A Hd master on Rs [illegible] 2nd master on Rs 14 and a third master on Rs 8 per month, for the Shyampur M E school. The Head master must be an undergraduate and the 2nd master a Matriculate. Free board and lodging available at least in the case of the Hd master for private tuition. Po Shyampur, Dt Barisal.

A 2nd master Entrance passed for the Gaodia M E school Dt Dacca on Rs 14 from 1st April 1910. Apply to Mr M M Banerji, President [illegible] committee po. Gaodia, Dacca.

A 2nd year Normal passed Pandit for H E school Singur Dt Hooghly on Rs 15 per month.

A final Normal passed (old system) teacher trained in the New system for the Patua khali J H E school on Rs 20 preference to a Muhammadan.

An F A Hd master for the Talit M E school, Burdwan on Rs 15 to 20 with free board and lodging on private tuition.

A graduate Hd master, strong in English, for the Kotulpure H E school on Rs 60 per month.

An F A teacher, sufficiently strong in Mathematics on Rs 30 per month for Sarail A H E school.

For the E I R aided H E school Asansol, an F A 4th master, strong in English on Rs 25 per mensem.

A graduate Assistant Hd master for the Baugora Umalochan H E school on Rs 50 a month besides free board and lodging. Post Baugora (Dt Tippera).

For Raja Suryya Kumar [illegible] Rajbari, an F A 4th master on Rs 20 to Rs 25

Two F As on Rs 30 and Rs 25 a month respectively for the Practising school attached to the Dacca Normal school. Apply before 28th February, to Babu Devendra Kumar Roy Superintendent Dacca Normal school.

A Drill master for the Netrokona Datta High school Mymensingh on Rs 20—25 on probation for six months with the prospect of being confirmed

at the end of the period on giving [illegible] notice.

For Orakandi H. E. school, Faridpur, for position of 7th master a young man Entrance passed salary Rs 16 per month.

A B A plucked additional teacher for the Dooough H E school, Jamalpur, Mymensingh, on Rs 30 a month to start with. Preference to a Mahomadan who can assist the Persian Teacher with his translation work. The selected candidate must join at once. Apply to the Hd master on or before the 28th February.

An F A teacher to teach both English and Mathematics on Rs 20 per month as 5th master for Ethora Sreesh Chandra Institution. Apply to Babu Nikhil Nath Roy B L Ethora po, via Sitarampur E I Ry.

An F A passed or plucked Hd master for the Dhunat aided M E school, Bogra on Rs 20 to Rs 30 according to qualifications besides free board and lodging po Dhunat ( Bogra ).

কামালপুর স্কুলে এফ, এ, হেঃ মাঃ ও বর্ণাল পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২৫ ও ১৯৲ প্রাইভেট পড়াইলে আরো পাইবেন। পোঃ থাবার পাড়ি, হুগলি।

---

উদ্ধৃত

## শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নির্ব্বাসন শেষ।

১১ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার প্রত্যুষে ৫টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে বাবু ললিতমোহন দাস হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সত্যানন্দ বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, প্রভৃতি অনেক লোক পঞ্জাব মেল ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। দুইজন ইন্সপেক্টার কর্ম্মচারী সহ দুই দল পুলিস কৌতুক প্রাঙ্গণে সাবিষ্ট ভাবে সজ্জিত ছিল। ট্রেন প্লাটফরমে পৌঁছিবামাত্র প্রথম শ্রেণীর একটী কামরায় কৃষ্ণ বাবুকে দেখিতে পাইয়া লোকসমষ্টি হর্ষে গগনভেদী ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি ট্রেন হইতে অবতরণ করিতে না করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণের জন্য একটা বিষম ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। কৃষ্ণকুমারের ভাগিনেয় বহনে মস্তক বাড়াইয়া পড়িল। তাঁহার গলদেশে এক পুষ্পমালা ও হস্তে পুষ্পস্তবক অর্পিত হইল। এবং সেই জনমণ্ডলী মধ্যে গগনভেদী ধ্বনি বাহির করিতে অগ্রসর হইল। কৃষ্ণ বাবুর জন্য কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের গাড়ী সজ্জিত ছিল। সকলের একান্ত অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেরম্ব বাবু প্রভৃতিকে লইয়া তিনি সেই গাড়িতে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে প্রায় পাঁচ শত লোক রওনা হইলেন। গাড়ী পুল পার হইলে সকলে মিছিলবদ্ধ হইয়া "জয় আমার জননী আমার" এই গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। গাড়ী কলেজ-স্কোয়ারে উপনীত হইলে দেখা গেল সেখানে রাস্তার উভয়পার্শ্বে বহু সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়াছেন। যুবকগণ পত্র পুষ্পে "সঞ্জীবনীর" বাটী সজ্জিত করিয়াছিলেন। আনন্দধ্বনির মধ্যে চতুর্দ্দশ মাস নির্ব্বাসনের পর কৃষ্ণকুমার পুনরায় স্বগৃহে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার সন্তপ্তা পত্নী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি এত দিন পরে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

বন্ধু, স্বজন, সহচর ও অনুগত ব্যক্তিবর্গের আনন্দকর সম্মিলনে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করা হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। সেদিন কৃষ্ণকুমার প্রার্থনা করিলেন—হে আমার প্রভু, আজ তোমাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিব, সে কথা আমি জানি। কিন্তু প্রভু তুমি যে তোমার দাসের প্রতি এমন অনুগ্রহ কর তাত অগ্রে এমন করে জানতাম না। সেকথা আমি কেমন করে বলব। যেদিন আমাকে ধরে নিয়ে যায়, দেখি কারাগার পূর্ণ করে তুমি রয়েছ, সেই ভাবি তুমি যে আমার জ্ঞান, আমার প্রেম, আমার আকাঙ্ক্ষাকে, আমার হৃদয় মনকে অধিকার করে সারারাত্রি আমাকে কোলে করে ছিল—এমন করে ত প্রভু দাসের নিকট তুমি কখন দেখা দাও নাই। তারপর যখন কারাগারের দ্বারে যাইয়া পৌঁছিলাম তখন আমার মন বলে উঠল, ঈশ্বর ত তোর কাছে ধরা দেন, তুই কি তাকে আপনার করতে পেরেছিস—তার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিতে পেরেছিস?

তার পর তোমার যে অদ্ভুত দয়ার প্রকাশ সে কথা প্রভু আমি কি আর বল্‌ব! আমার ত প্রভু সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেছ। এখন তোমার কাছে এই এক নিবেদন যে এত দয়া যদি করেছ, যতদিন এ সংসারে থাকি আমাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে তোমার করে লও। আমার প্রাণ তোমার হউক, আমার এ জ্ঞান, এ প্রেম, সকলই তোমার হউক। আমি তোমার অনেক দয়া পেয়েছি, সে সব প্রভু আমি যেন না ভুলি, এখন আমারে তুমি এই দয়া কর।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল গাইলেন;—

দুঃখে রেখো, প্রভু, যদি তোমারে
দুঃখের মাঝারে পাই।
সুখে থাকিবার, নাহি সাধ আমার
যদি সেই সুখে, তোমারে হারাই।
ঘোর নিশীথের গহন বিজনে
মহাবল প্রাণ সমর অঙ্গনে,
তুমি যদি থাক, থাক সাথ সাথ,
তবে আমি আর কাহারে ডরাই?
দারিদ্র্যে শোকে দুখে নির্য্যাতনে,
প্রবাসে কারা-ক্লেশ বহনে,
তব পদে প্রাণ, যদি পায় স্থান,
তবে প্রভু আমি কিছু নাহি চাই;
চিরদিনের সাথী তুমিহে আমার;
চিরদিন সাথে থাকিব তোমার,
লইয়াছ পিতা সন্তানের ভার,
তোমা সম প্রিয় কেহ মোর নাই।

মৌলবী লেয়াকত হুসেন, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহালনবিশ মহাশয় প্রভৃতি বৃদ্ধগণ কৃষ্ণ বাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বাবু বলিলেন—না, না, ঈশ্বর ভালই করেছেন—এই সংসারের রাজা, প্রতিপালক পিতা ত একজন আছেন। তিনি ভালই করেছেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আসিয়া কৃষ্ণ বাবুকে আলিঙ্গন করিয়া বালকের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন—কৃষ্ণ বাবু শান্তভাবে সকলকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সঞ্জীবনীর কম্পোজিটার ও ভৃত্যগণ এবং প্রতিবাসী অনেক নিরক্ষর দরিদ্র লোক আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিল—তিনি সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

১৫ই মঙ্গলবার "ছাত্রসমাজ" তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য এক সান্ধ্য সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের প্রাঙ্গণে এই সমিতির আয়োজন করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ন্যূনাধিক পাঁচ শত পুরুষ ও মহিলা সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতির আদেশে সঙ্গীতে সভাস্থল মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছিল। ছাত্রসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বাবুকে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ বাবু সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করেন।

অনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণ বাবুর ও উপস্থিত সকলের কল্যাণ কামনা করিয়া ভগবৎচরণে প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে কৃষ্ণ বাবুকে অভিবাদন করেন এবং তাঁহার দ্বারা ছাত্রসমাজের সভ্যদের ধর্ম ও নৈতিক জীবনলাভের যে সহায়তা হইয়াছে তৎসম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন যে কৃষ্ণ বাবু দীর্ঘকাল জগতে সকলের মধ্যস্থ হইয়া বাস করুন। অনন্তর কৃষ্ণ বাবু বিধাতার চরণে প্রার্থনা করেন।

প্রার্থনার পর কৃষ্ণবাবু বলেন, আমাকে আপনারা অতিশয় ভাল বাসেন; সেই ভালবাসার চিহ্নস্বরূপই আজ আপনারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয় আজ বালক বৃদ্ধ যুবক সকলের চরণের ধূলি এই মস্তকে প্রদান করুন। আমার দেহ মন পবিত্র হউক, আমার প্রাণ শুদ্ধ হউক। যে পরমেশ্বর আপনাদের মধ্যে বাস করিতেছেন তাঁহার সংস্পর্শে আপনাদের দেহ মন পবিত্র হইয়া গিয়াছে। আজ আপনাদের সকলের চরণে আমি ভক্তি ও প্রীতির সহিত প্রণাম করিতেছি।

ছাত্রসমাজের আমার কয়েকটী অতি প্রিয় বন্ধু আমাকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে আমার কারাবাস কালে ঈশ্বরের যে কৃপা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার কথা এবং সেখানে কিরূপে আমি জীবন যাপন করিতাম সে সকল কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।
যখন আমাকে কলিকাতা সহরে কারাগারে আবদ্ধ করে তখন রাত্রি প্রায় ৭টা। সেই নির্জন ঘরে যখন প্রবেশ করিলাম তখন আমি দেখিতে পাইলাম ঈশ্বর সেই গৃহে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমি দেখিতে পাইলাম তাঁহার প্রেমের জ্যোতিতে সেই গৃহ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি বলিলাম একি! তোমার সন্তান যখন বিপদের মধ্যে পতিত হয় তখন কি তুমি এমন করিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাক।

ঈশ্বরের এমন জীবন্ত, এমন প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমি পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। সারারাত্র আমার নিদ্রা হইল না। আমি দেখিলাম তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে—তিনি আমার চতুর্দ্দিকে। তিনি আমার প্রাণ মন পূর্ণ করিয়া রহিলেন।

তারপর আমি রেলগাড়ীতে যখন টুণ্ডলা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম তখন আমার প্রাণ হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হইল, "ঈশ্বর ৫৫ বৎসর বয়স হইয়াছে, কিন্তু আমি এখনও তোমার নিকট সম্পূর্ণ ধরা দিতে পারি নাই। তাই কি প্রভু তুমি আমাকে দয়া করে ধরে নিয়ে এলে! তাই কি তুমি এই কারাবাসকে আমার উদ্ধারের উপায় করিবার জন্য এমন আয়োজন করলে!

তার পর দেখি যাঁরা কারার কর্তৃপক্ষ তাঁহারা আমার সম্পূর্ণ আত্মীয় হয়ে গেলেন। তাঁরা ইংরেজ, আমাকে কখনো দেখেন নাই। কিন্তু তাঁরা আমাকে প্রথমেই বল্লেন—'আসুন, আমরা আপনার সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার কর্‌ব।' কাজেও তাই দেখ্তে পেলেম।

যে তিনজন জেলের কর্তৃপক্ষ—একজন জেলার, একজন এসিষ্টাণ্ট জেলার ও একজন ওয়ার্ডার—তিন জনেই ইংরেজ—ইঁহারা যে আমাকে কি আদর যত্ন করেছিলেন তা' আর আমি বল্‌তে পারি না। তাঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। যিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তিনি একজন ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিসের, তিনি যে কত স্নেহ করেছেন তা আমি ব'লে উঠতে পারি না। তার পর আগ্রার ম্যাজিষ্ট্রেট্ যিনি, তাঁহার সদ্ব্যবহারের ভাষায় বর্ণনা হয় না। যিনি কমিশনার—আমি তাঁর নামটা ঠিক জানি না—তিনিও অতিশয় সদ্ব্যবহার করেছেন।

এ সকল কাহার করুণা? কার কৃপায় ইঁহারা আমার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করেছেন? আমি ইঁহাদের এক এক জনের মুখে দেখ্‌তেম, আমার স্বর্গীয় পিতার ছবি। দেখ্‌তেম তিনি ইঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থেকে, তিনি ইঁহাদের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত থেকে ইঁহাদিগকে সুমতি দিচ্ছেন।

আমি প্রতিদিন প্রাতে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ কর্‌তেম। ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক উপাসনা করতেম। তখন আমার প্রাণে, আজ আপনারা এখানে যত লোক উপস্থিত আছেন, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনাদের অনেককেই উপাসনার সময় দেখতে পেতেম, অনেকের জন্যই প্রাণ হতে প্রার্থনা উঠ্‌ত। এখানে যত প্রচারক উপস্থিত আছেন, যা নাই, সব যায়গায় সকল প্রচারকের জন্য আমার প্রাণে এই প্রার্থনা উঠ্‌ত—'প্রভু! তুমি তোমার সেবকদিগকে বল দাও, যাতে আমাদের দেশের সকল প্রকার কল্যাণ হয়।' এখানে যত ব্রাহ্ম আছেন, যত ধর্ম্মবন্ধু আছেন সকলের কথা স্মরণ করতাম। যাঁরা রোগার্ত্ত তাঁদের জন্য প্রাণে এই প্রার্থনা আস্‌ত—"ভগবান, ইঁহাদের অনেক কাজ করিবার রহিয়াছে, ইঁহাদের দ্বারা যে তোমার আরো অনেক কাজ করাইতে হইবে—ইঁহাদিগকে এখন হইতে এখনি নিয়ে যেয়ো না।"

এইরূপ প্রার্থনা সফল কি অসফল, ভাল কি মন্দ, এতে ফল হয় কিনা তা মনে আস্‌ত না। প্রার্থনা আস্‌ত, তাই প্রার্থনা কর্‌তেম।

ভগবান কি প্রার্থনা শুনেন না? শুনেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে এই, মানুষ সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা করে তিনি সে সব প্রার্থনা শুনেন। কেন শুন্‌বেন না? ছেলে যখন বাপের নিকট প্রার্থনা করে তখন বাপ কি সে প্রার্থনা শুনেন না—তিনি কি সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ করেন না? তিনি যে আমাদের পিতা, আমরা যে তাঁর সন্তান, তাঁর সহিত তো আমাদের এই সম্পর্ক। পূর্ব্বে আমি ভেবেছিলাম যে তিনি সকলের সকল প্রার্থনা শুনেন না। এক একবার প্রার্থনা ক'রে আমার ভয় হ'তো, কিন্তু আমি দেখেছি আমার সকল প্রার্থনাই পূর্ণ হয়েছে। এখানে কেহ হয়তো বল্‌তে পারেন যে তোমার সব প্রার্থনা যখন ঈশ্বর শুনেন, তবে আরও আগে মুক্তি লাভের জন্য কেন প্রার্থনা কর নাই?

আমি মুক্তিলাভের জন্য আদৌ প্রার্থনা করি নাই, আমি প্রার্থনা করেছি "তুমি যে জন্য আমাকে কারাগারে আন্‌লে—তুমিই যে আমাকে এখানে আনলে তার চিহ্ন না দিয়ে আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না।" ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শুনেছেন।

লোক বলত কোন একটা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। আমার মন বলত—না; তা হ'লে লোকে বলবে এ মানুষের কৃপা, ঈশ্বরের কাজ নয়। রাজার জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে মুক্ত করবার কথা মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মন বলত—তা' নয়। আমি প্রার্থনা করেম "ঈশ্বর, আমাকে যখন মুক্তি দিবে তখন এমন করে মুক্তি দিও যে তাতে যেন তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে।"

তার পর আমি ব্রাহ্মসমাজের নরনারীদের জন্য প্রার্থনা করতেম। আমি এই প্রার্থনা করতেম যে "ঈশ্বর তোমার ব্রাহ্মসমাজের লোকদের তোমার খাটী সেবক করে লও, তোমার সেবক নরনারীদের তুমি তোমাকে দিয়ে পবিত্র কর।" আমি সর্ব্বশেষ প্রার্থনা করতেম "ঈশ্বর, আমার জন্মভূমির কল্যাণ যাতে হয় তা' তুমি কর।" আমি যেন জানি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হবে—অনেক পরিমাণে হয়েছে।

৫টা হ'তে ৬টা পর্য্যন্ত [illegible] প্রার্থনা করি-তেন। যখন ৬টা বেজে [illegible] শেষ করে ৭টার পর ১ ঘণ্টা [illegible] পড়িতেন। ৭টা হ'তে ৮টা পর্য্যন্ত [illegible] ছিল। [illegible] নিয়ম করেন, [illegible] ঘণ্টা যেমন শরীর চলনের মনকেও তেমনি [illegible] তেমনি একটা সং-[illegible] শিক্ষার মধ্যে [illegible] হবে। ঈশ্বরের [illegible] একটা [illegible] আর তাই দিয়ে [illegible] করতেন।

প্রথম দিন বলে কয়েকবার ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ এই ভাব নিয়ে আরম্ভ করতে হবে। "সত্যং"—ঈশ্বর "সত্যং"; শরীর চালনার সঙ্গে সঙ্গে মন আত্মা জীবন্ত ঈশ্বরের বিশ্বাসরূপতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত।

এইরূপে এক ঘণ্টা ব্যায়ামের পর ঘরে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর উপাসনায় প্রবৃত্ত হতেন। এই উপাসনাতেও পারিবারিক, ব্রাহ্মসমাজের জন্য এবং দেশের জন্য প্রার্থনা করতেন।

৯টা হইতে ১০টা নিয়মিতরূপে বই পড়তেন। আমি কতকগুলি বই চেয়েছিলেম ; জেলের কর্তৃ-পক্ষ আমাকে সেগুলি দিয়েছিলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল, কি অপরাধে আমাদের পতন হল, এই প্রাচীন জাতি কিরূপে বড় হয়েছিল আর কেন কি অপরাধে আমাদের পতন হল তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা। বিনা অপরাধে ত কাহারও পতন হয় না ; আর ঈশ্বরের রাজ্যের এই এক অখণ্ড নিয়ম যে অপরাধ করে কেহ নিষ্কৃতি পায় না, যে পাপ করে তার পতন হবেই। তাই আমি এই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েছিলাম যে প্রাচীন জাতি সমূহ ধ্বংস হ'ল কেন ?

আমি শিখদের উত্থান ও পতনের বিবরণ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হলেম। এইরূপ মারহাট্টা জাতির পতনের কারণও জানিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এদেশে এবং ইংলণ্ডে অনুসন্ধান করেও বই পাওয়া গেল না।

এসিরিয়া, বেবিলনিয়া, ইজিপ্ট—এক সময়ে যারা এত উন্নত হয়েছিল তারা এখন পতিত হল কেন? এই সকল পতিত জাতির পতনের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'য়ে আমি দেখ্‌লেম, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সময় সময় কতকগুলি পাপ এসে [illegible] ; মানুষের পাপের ফলে জাতির মধ্যে [illegible]গুলি পাপ এসে পড়ে, তার পর সেই পাপ [illegible] করবার জন্য যদি একজন লোক জীবন [illegible] তখন আবার জাতির উত্থান হয়। [illegible] ঈশ্বরের নিয়ম পালন না করে, ধর্মের পথে [illegible] তবে তাদের পতন হবে কেন ?

দ্বিতীয় সময় আবার পড়তে বস্‌তেম। এই-রূপে আমি অনেকগুলি বই পড়িয়াছি যা' জীবনে পড়বার আর উপায় ছিল না। তার পর জলযোগ করে আবার বাহির হ'তেম। আবার ১ ঘণ্টা সেই "সত্যং"—সত্য স্বরূপের সাধনায় মনকে নিযুক্ত করতেন। ৫টার সময় ফিরে এসে এক ঘণ্টা পড়তাম। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত উপাসনা। পারিবারিক, ব্রাহ্মসমাজের জন্য ও স্বদেশের জন্য প্রার্থনা করতেন। কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের লোক-দের জন্য প্রার্থনা করতেন তা' নয় ব্রাহ্ম সমাজের বাহিরে যাঁরা নানাস্থানে নানা সৎকর্মে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেন।

আবার ৮টার সময় ফিরে এসে প্রার্থনা। ৯টার পর [illegible] শয়ন করতেন।

নানা বই পড়ে, জাতি সমূহের উত্থান পতনের ইতিহাস পড়ে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মেছে—পূর্ব্বেও বরাবর আমার এই ধারণা ছিল—যে মানবের ইতিহাসে ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে এই আদেশ প্রচার করেছেন যে, ধর্ম্ম পথে চল্‌লেই সে জাতির কল্যাণ হয়, আর অধর্ম্ম পথে চল্‌লে সে জাতির অকল্যাণ হয়। তাই এখন আমার প্রতিজ্ঞা হয়েছে এই যে এই কথা যেমন আমি আমার নিজের জীবনে ভুলব না, তেমনি আমার যুবক বন্ধু-দিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিব। তাঁহাদিগকে বলি, যদি ঈশ্বরের রাজ্যে কল্যাণ লাভের ইচ্ছা থাকে তবে সকলে ধর্ম্ম পথে থাক—ধর্ম্মের পথ, কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করিও না, অধর্ম্মের পথে গেলে যে ঈশ্বর তোমাদিগকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিবেন তা নয়,—কারণ আমরা তাঁর সন্তান ; কিন্তু আমাদের অপরাধের জন্য ক্লেশ পেতে হবে, একজনের জন্য দশজনের ক্লেশ পেতে হবে, একজনও যদি পাপ করে, সমাজ দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, আমি একথা বুঝেছি, ভাল করেই বুঝেছি, তাই বলি, কেহ একজনও পাপের পথে যেয়োনা; তোমার পাপের ফলে সমাজ কলুষিত হবে, তোমার দেশের অধোগতি হবে।

ট্রেণে যখন আসছি, আমার একজন পূর্ব্বতন ছাত্র আমাকে বল্‌লে—"শুনেছেন, আলিপুরের উকীল আশু বিশ্বাসকে গুলি ক'রে মেরেছে।" শুনে আমার প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হ'ল। আশু বাবু ও আমি অনেক দিন একসঙ্গে স্বদেশের সেবা করেছি। তাই মনে হল, কেন আমার দেশের লোক এমন কুকর্ম্ম করলে—এতে যে আমার দেশে পাপের সঞ্চার হল, দেশ যে উৎসন্ন যাবে।

আমার মনে হল, এই আমার কারাবাসে যদি আমার পুত্র কেঁদে আকুল হয়, তবে আশু বাবুর ছেলেদের পরিবারের কি যন্ত্রণা হয়েছে!

কাল একজন মুসলমান (মৌলবী আবুল হোসেন—শামসুল আলমের ভাইপো) আমাকে বল্লেন, শামসুল আলমের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। মহাশয়, তাহাদের চোখের জল আর সহ্য করা যায় না।

যাঁরা মনে করেন এইরূপ হত্যায় দেশের হিত হইবে, তাঁরা জেনে রাখুন এই যে চোখের জল পড়ছে, ইহাতে দেশের কল্যাণ হতে পারে না। হবে না।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, বলিদান ব্যতীত জাতির কল্যাণ হয় না। ঠিক কথা। কিন্তু সে বলিদান কি এমনি করে কর্‌বে? আর ঐ যে দেশের রাজনৈতিক দুর্গতি, সামাজিক অত্যাচার, ধর্ম্মের গ্লানি—উহা দূর করিবার জন্য তিল-তিল করে রক্ত দান করিবে না—বলিদান করিবে না।

এ দেশের মধ্যে দেখি কয়েক জন ব্রাহ্ম সমা-জের প্রচারক স্বার্থ সুখের চিন্তা ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া দেশের সকল কল্যাণ সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

এস না দেশের কল্যাণ যাঁরা চাও, তাঁদের মত সকল ভয় ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়ে দেশের কল্যাণ-কর কার্য্যে শত শত লোক তাঁদের সঙ্গে যোগ দাও।

কেহ কেহ আমাকে বলেছেন, শিক্ষিত যুব-কেরা ডাকাতি করিতেছেন। আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। যারা শিক্ষিত লোক, তারা ডাকাতি করিতেছে? আমার ত বিশ্বাস হয় না। কোন কলেজের ছেলে ডাকাতি করি-য়াছে বলিয়া ধরা পড়ে নাই। ভদ্রলোকের ছেলেরা দুই একজন ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু অনেকে মুক্তি লাভও করেছে। আমি জানি না ভদ্রলোকের ছেলে কেহ, একজনও, ডাকাতি করেছে কি না। যদি দুই এক জন এমন দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকে, সমস্ত শিক্ষিত যুবকদের প্রতি ডাকাত বলিয়া যে সন্দেহ জন্মেছে, যে অপবাদ রটেছে তা দূর করতে হবে।

ব্রাহ্মসমাজ এদেশে এই কথা প্রচার করেছেন যে, ঈশ্বর সকলের পিতা, সকল নরনারী তাঁর—সেই পিতার সন্তান। সুতরাং কাহাকেও ঘৃণা কর্‌তে পারি না। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান স্বদেশী বিদেশী ইংরেজ বাঙ্গালী, পাপী সাধু, আমরা কাহাকেও ঘৃণা কর্‌তে পারি না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যারা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে আমি কি মনে করি। আপনারা ত আমাকে জানেন, আমার সুকার্য্য দুষ্কার্য্য, ভালমন্দ, আমি কিরূপ লোক, আমার ত্রুটি অপরাধ আপনারা সবই জানেন। আপনারা আমাকে যেরূপ জানেন এমন আর কেহ জানে না। আপনারা যদি জানতেন যে আমি ব্রাহ্মসমাজের যে মাহাত্ম্য তা হতে বিচ্যুত হয়েছি;—কোন সত্য হ'তে আমি বিচ্যুত হয়েছি—আমাকে আজ আপনারা লাথি মেরে দূর করে দিতেন। আমি জানি ব্রাহ্মসমাজের লোক কোন মানুষ দেখে না, সত্যকে দেখে। সুতরাং আপনারা যে আমাকে কোন গর্হিত দুষ্কর্ম্মকারী মনে করেন না, তা আমি আজ বুঝেছি—আগেও বুঝেছি—কারণ ব্রাহ্মসমাজ হ'তে জেলে আমার নিকট সহানুভূতি জানাইয়া পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে।

আমাকে কে সিডিশনিষ্ট (রাজবিদ্বেষ প্রচারক) বল্তে পারে? আমি স্পর্দ্ধার সহিত বল্তে পারি, কে আমাকে কোন্ অপরাধে সিডিশনিষ্ট বল্তে পারেন, সাহস থাকে ত আসুন কে পারেন। আমি সিডিশনিষ্ট নই। কিন্তু আমাকে যারা কারাগারে প্রেরণ করেছিল আজ বল্ছি তাদের প্রতি আমার ঘৃণা নাই। ঈশ্বর কারাগারে আমার কাছে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, তাঁর করুণা সম্ভোগ করতে এমন অবসর দিয়েছেন। সুতরাং যাঁরা আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছেন তাঁদের জন্য আজ আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—ভগবান দয়া করে তাঁদের সুমতি দিন, আর আমাকে যে তাঁরা দয়া করেছেন সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিই।

কারাগারে ঈশ্বরের দয়ায় আমি অনেক সময় এই দেহের কথা ভুলে গিয়েছি। কেবল মনে হ'ত, আমি 'আত্মা'। কিন্তু আমার কতকগুলি বাসনা ছিল,—কারা হ'তে বাহির হয়ে কাজ করতে। মৃত্যুর পরে এই অবস্থা হবে তা' আমি বুঝেছিলাম। আজ ধর্ম্মবন্ধুদিগকে বলছি আমার বাসনা হয়েছিল, ঈশ্বর আমার আত্মা তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে থাক।' এই সুন্দর স্পৃহণীয় অবস্থায় আমি অনেক সময় যাপন করেছি। শরীর কোথায় গেছে, পৃথিবী কোথায় গেছে, কেবল আছে আত্মা আর আছেন, পরমাত্মা। আর কেহ নাই। আমি দেখেছি মানুষ চেষ্টা করলে, প্রার্থনা করলে ঈশ্বর সব সময় তার ফল দিয়ে থাকেন—মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একরূপ যুক্ত হতে পারে। কতকগুলি ঘটনা—তার বড় কথা আর বল্ব না—একটা কথা বলছি। একজন নিরীহ ব্যক্তি বিপদে পতিত হয়েছিলেন। আমি প্রার্থনা করলাম—ইহাকে বাঁচাও। ঈশ্বর বল্লেন, বেশ তোমার কথা আমি শুনেছি।

কারাগারে না গেলে আমার কি এমন অবস্থা হত? কারাগারে এই যে অপূর্ব্ব দয়ার প্রকাশ এজন্য যাঁরা আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন—তাঁদের প্রতি আমি কোন বিদ্বেষ রাখি না—আজ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করি।—সঞ্জীবনী।

---

## ত্রিবিধ জীবন। (২)

রামচন্দ্র কেবল আদর্শ পুত্র নহেন, তিনি আদর্শ রাজা। প্রজারঞ্জন করা রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য। রাজা আছেন কেন? না প্রজার হিতের জন্য। ইহাই রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এদেশের প্রাচীন মত। অনেক মারামারি কাটাকাটির পর বর্ত্তমান সময়ে নানাদেশে এই ডিমোক্রেটিক্ ভাবের অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। তাই এখন নানাদেশে সাধারণের নির্ব্বাচিতদিগের দ্বারা শাসন প্রণালী উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা নূতন জিনিষ নহে। আর ভারতে রাজার কর্ত্তব্য শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, এরূপ কোন দেশে কোন কালে কোন রাজা বুঝিবেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই, যে সীতার শোকে অধীর হইয়া রামচন্দ্র একদিন সুগ্রীবের সাহায্য লাভার্থে অন্যায় সমরে বালিবধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন, সবংশে রাবণ বধ করিয়াছিলেন, লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন,—সেই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা সতী সাধ্বী পত্নীকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন প্রজার মনে পবিত্রতা [illegible] হওয়া জন্য—সৎ আদর্শ দিবার জন্য আসন্ন-প্রসবাবস্থায় অবলীলাক্রমে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। সীতাপতি রাম নরপতি রামের ছায়ায় ঢাকা পড়িয়াছেন। কিন্তু সীতা নিজেও ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন তিনি পতির কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু রাজোচিত কর্ত্তব্যরূপ মহাভার [illegible] রাম এই কার্য্য দ্বারা যে চিরদিনের জন্য প্রজার হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করিবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এবার সেই আদর্শ সতী সীতার কথা বলিব। রাবণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছে। তিনি সেই অশোক [illegible] একবারও দেখিতেছেন না। [illegible] ও [illegible] করিতেছেন। রাবণ [illegible] না করিয়া [illegible] হইয়া [illegible] শোভা পাইতেছেন। রাবণ [illegible] তাঁহাকে অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া [illegible] করিল; [illegible] তিনি [illegible] তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। অবশেষে রাবণ বলিয়া গেল—"আমি তোমাকে আর দুই মাস সময় দিতেছি; ইহার মধ্যে তুমি আমার বাধ্য না হইলে আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত পাচকগণ তোমার শরীর খণ্ড খণ্ড করিবে।" সীতা নিরুপায় হইয়া বিলাপ করিতে করিতে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের অমানিশা ভেদ করিয়া একটি ক্ষীণ আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। রামের চর হনুমান শিংশপা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন দ্বারা সীতার সন্দেহ ও ভয় দূর করিলেন। হনুমান্ তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নিজের পৃষ্ঠে তুলিয়া শ্রীরামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলেন, এবং সীতার প্রত্যয়ের জন্য নিজের বিরাট বপুঃ দেখাইলেন। এরূপ অবস্থায় অন্য কোন রমণী হইলে কি করিতেন? এইরূপ আসন্ন বিপদ হইতে যত শীঘ্র উদ্ধার পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। এই দুই মাসের মধ্যে রাম যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? আবার লঙ্কায় আসিতে পারিলেও এই দুই মাসের মধ্যে রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন [illegible] নিশ্চয়তা কি? সুতরাং অন্য কোন রমণী রামের আগমন অপেক্ষা না করিয়া, হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত [illegible] মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেন। [illegible] পলায়ন করা কি [illegible]? [illegible]। কিন্তু আদর্শ সতী জানকী [illegible] হইলেন না। আদর্শ সতী কি [illegible] স্পর্শ করিতে পারেন? কখনই না। আবার রাবণ যেমনই তাঁহাকে [illegible] হরণ করিয়া আনিয়াছিল,

তাই বলিয়া তিনি [illegible] ছিলেন [illegible] করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন ? —[illegible] পলায়ন করিলে তাঁহার স্বামী [illegible] বীরত্বে কলঙ্ক লাগিবে। তাই তিনি হনুমানকে বলিলেন —"হে হনুমন্, আমি তোমার সাধু ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমার জীবন যায় সেও ভাল, তবু আমি ইচ্ছা করিয়া পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারিব না। আর রাম যদি দশাননকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হইবে।

"যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা স বান্ধবম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ সীতার নিকট পতিলাভ অপেক্ষাও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বড়! নিজের প্রাণ যায় সেও ভাল তবু স্বীয় পতির যশোরাশিতে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। ধন্য সতী শিরোমণি! ধন্য বীরপত্নী!

যদি এই একটি সতী চরিত্র দেখিলেন, তবে আর একটি দেখুন। মহারাজ অশ্বপতির একমাত্র দুহিতা সাবিত্রী। এই কন্যারত্নকে তিনি অনেক তপস্যার ফলে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সাবিত্রী তাঁহার বড়ই আদরের বস্তু। অশ্বপতি উপযুক্ত বরের অভাবে তাঁহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, কারণ তাঁহার মধ্যে এরূপ একটি তেজ ছিল যাহা কোন পতিপ্রার্থী যুবক সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহারাজ সাবিত্রীকে নিজের বর পছন্দ করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দেখিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে অশ্বপতি জানিতে পারিলেন, সত্যবান অল্পায়ুঃ। সেই জন্য মহারাজ অশ্বপতি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সাবিত্রীকে অন্য পতি বরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানকে মনে মনে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সত্যবানের ত বিবাহ হয় নাই ? তবে আর সাবিত্রীর অন্য পতি বরণে বাধা কি হইতে পারে ? বর্ত্তমান সময়ে আমরা ত ইহাতে কোন দোষ দেখি না। কিন্তু হিন্দু নারীর আদর্শরূপা সাবিত্রী তাহা অন্যরূপ বুঝিলেন। সেই আদর্শ সতীর হৃদয়মুকুরে যে পতির চিত্র একবার প্রতিফলিত হইয়াছে, সেখানে অন্য মূর্ত্তি কি প্রকারে স্থান পাইবে ? তাই তিনি পিতাকে বলিলেন, "সত্যবান দীর্ঘায়ুঃ হউন বা অল্পায়ুঃ হউন—সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, আমি যখন তাঁহাকে একবার পতি বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন এ জীবনে অন্য পতি গ্রহণ করিব না।"

আর কথা বাড়াইব না। এই সকল ভাবকে অনেকে [illegible] লোকে কি বলিবে ? যাহাই বলুক, এই সব ভাবই খাঁটি আর্য্য ভাব। এই সব ভাব খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। এক সময়ে ভারতবর্ষে এই সকল মহাভাবের সাধনা হইত। সেই সাধনায় যে সকল মহাত্মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহা[দের] স্রোত আজ পুরাণেতিহাস সগর্ব্বে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন কলির প্রভাবে এখন সে সাধনা লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সেই আর্য্যগণ সেবিত পুণ্যনিকেতন ভারতবর্ষকে চিনিবার উপায় নাই। কেবল একটি মাত্র ভাব অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কথঞ্চিৎ যোগ রাখিয়াছে। সেটি হইতেছে হিন্দুনারী পতিব্রতা শীলা সাবিত্রীর পুণ্য বলে এখনও এদেশে সতী নারীর অভাব হয় নাই। হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক সকল বিষয়েই বিদেশীয় অনুকরণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে এই অনুকরণই চরম উন্নতি। এতদিন কেবল 'অনুকরণ' ছিল, এখন স্বদেশী হুজুকে আবার অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা বিদেশীয় ভাবের 'অনুকরণ' করিতে লজ্জা বোধ করেন, তাঁহারা তাহার অনুবাদ করিয়া লইতেছেন। কিন্তু কেবল অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বারা যেমন জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না, সেইরূপ কেবল বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বারাও জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না। যেমন স্থায়ী সাহিত্যের জীবন মৌলিকতা সেইরূপ স্থায়ী জাতীয় জীবনের মূলেও মৌলিকতা। যে জাতির যে টুকু বিশেষত্ব তাহা বর্জ্জন করিলে, কোন ভিত্তির উপরে জাতি গঠন করিবে, সেই বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া, তাহার অবলম্বনে জাতীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর; এবং যদি তাহার উপর বিলাতী রঙ বিলাতী চাকচিক্য ফলাইতে চাও তবে ফলাইতে পার। তাহা হইলে জাতি গঠন স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইবে। তাহা হইলে সেই সেই জাতীয় সৌধের ভিত্তি সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এই যে কিছুদিন পূর্ব্বে স্বদেশী ভাবের উচ্ছ্বাসে—স্বদেশপ্রীতির বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, এখন সেই ভাবের বিন্দু কোথায়ও কিছু আছে কি ? হাঁ, আছে বৈ কি। গভীর খাদেই বন্যার জল দাঁড়ায়, উচ্চ ভূমি হইতে তাহা সরিয়া যায়। যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি, গুরুজনভক্তি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি উচ্চভাব সকলের গভীরতা আছে, সেইখানেই এই স্বদেশপ্রীতির বন্যার জলও দাঁড়াইয়াছে, অন্য হৃদয়ে যত শীঘ্র আসিয়াছিল তত শীঘ্র সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সকল জাতীয় ভাবই আমাদের জাতি গঠনের ভিত্তি হইবে। বিশেষতঃ ধর্ম্ম জিনিসটি এদেশবাসী সর্ব্বসাধারণের মজ্জাগত [illegible]। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যাঁহারা দেশ গঠন করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনও এদেশে সফল হইবে না। ধর্ম্মবিচ্যুত জাতীয়তা বরং অনেক উপসর্গের উৎপাদন করিবে। যদি বল, এদেশে নানা ধর্ম্মের নানা জাতির বাস—ইহাতে "মহাজাতি" গঠন কি প্রকারে হইবে ? মহাজাতি গঠনের প্রস্তাবটা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়। আগে জাতি, না আগে মহাজাতি ? আগে ব্যক্তি, না আগে জাতি ? মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন এখন এদেশে আকাশকুসুম ও মায়ামরীচিকাবৎ অলীক। সেই মায়ামরীচিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার জাতিত্ব নষ্ট করিও না।

কথায় কথায় আমরা প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন সেই মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করা যা'ক। ত্রিবিধ জীবনের মধ্যে আমরা প্রকৃত ঘটনাময় জীবন (Life of facts) ও ভাবময় জীবন (Life of ideas) দেখিয়াছি। এই দুই প্রকার জীবন ভিন্ন আর এক প্রকার জীবন আছে। তাহার নাম (Ideal life] অর্থাৎ আদর্শ জীবন।

ভাবময় জীবনের কিরূপ মহত্ব তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস সকল ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নহে। সেই উচ্ছ্বাসের মূলে সৎচিন্তা বা অন্য কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ না থাকিলে, তাহার মঙ্গল স্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোক শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া নানা দুঃসাহসের কাজ করিতেছে। কেহ সাঁতার কাটিয়া ইংলিশ চেনেল পার হইতেছে, কেহ পদব্রজে বা বাইসিকেলে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে—ইত্যাদি। আমাদের দেশেও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাই, মামলা মোকর্দ্দমার জিদ রক্ষা করিতে গিয়া কত লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। আবার এমন কত ভাবোন্মত্ত ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহারা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে অপব্যয়ী যশঃ লাভ করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন এবং সেই ঋণ শোধের জন্য

# প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকের মতামত নহে

## ভূদেব জীবনী।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণীত "রাম চরিত" নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়:

লোকোত্তর ভাবের বিন্দুমাত্র আরোপ না করিয়া দেখিলেও, আদি-কবি-বাল্মীকি-বিরচিত শ্রীরামচন্দ্রচরিত অতি মহৎ এবং পরম পবিত্র বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত কবির হৃদয় হইতে, এই যে রমনীয় লিপি উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা আর্য্যজাতীয়দিগের উদার এবং পবিত্রচিত্ততার বিশেষ পরিচায়ক। কারণ, যে জাতীয় লোকের মধ্যে যে গুণ না থাকে, তজ্জাতীয় কবিরা সেই সেই গুণে বিভূষিত নায়কের সরস প্রকৃত বর্ণনা করিতে পারেন না।

ভারতবর্ষে যে শ্রীরামচন্দ্রচরিত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা একশ্রেণীরদিগের যেমন গৌরবের বিষয়, তেমনি সৌভাগ্যেরও বিষয়। এমন একটী চরিত্র আদর্শস্বরূপে বিদ্যমান না থাকিলে, হিন্দুজাতি সহস্রাধিক বর্ষ হইতে যেরূপে অধঃপতিত হইয়া আছে, তাহাতে কি এই জাতীয়দিগের মধ্যে আর ধর্ম্ম থাকিত না পবিত্রতা থাকিত, না কোন প্রকার মনুষ্যত্ব থাকিত? শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র অদ্যাপি হিন্দুজাতীয় পুরুষদিগকে পিতৃভক্ত, গুরুভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল পত্নী-প্রেমানুরাগী, ত্যাগশীল, বিনয়ী ও লোকানুরঞ্জক করিয়া রাখিয়াছে; এবং রামপত্নী জানকীর চরিত্রও হিন্দু মহিলাদিগের মনে সতীধর্ম্মের আদর্শরূপে চিরপ্রকাশিত হইতেছে। ওরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পুরুষ এবং স্ত্রী চরিত্র দুইটী পৃথিবীর অপর কোন জাতির মধ্যে—অপর কোন ভাষার গ্রন্থে—দৃষ্ট হয় না। সংসারাশ্রমীরা আর কোন চরিত্র পাঠ করিয়া সকল অবস্থার,—সকল বিষয়ের—সকল গুণের—যথাযথ উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অপর কোন চরিত্র হইতে কেবল অনূঢ়াবস্থার, কোন চরিত্র হইতে বানপ্রস্থাশ্রমের, অথবা কোনটী হইতে একমাত্র ক্ষমা বা দয়া বা ধৈর্য্য বা সত্যনিষ্ঠা বা গুরুভক্তিপরতা বা অধ্যবসায় বা দূরদৃষ্টি বা উচ্চাভিলাষ বা অন্য কোন গুণবিশেষের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রচরিত্র সেরূপ আংশিক পদার্থ নহে। উহা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। উহা হইতে সকল অবস্থারই যথাযথ শিক্ষালাভ হইতে পারে।

"পণ্ডিতপ্রবর" মহাকবি ভবভূতি, তাঁহার মহাবীরচরিত নাটকে, শ্রীরামচন্দ্রচরিতের উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া ইহাকে এক স্থলে "চারিত্র পঞ্জিকা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ঐ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালা অনুবাদে, মহাকবির বিমল, সুগভীর এবং সুপ্রশস্ত ভাব সকলের যৎসামান্য আভাসমাত্রই পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যখন পবিত্র আর্য্যবংশসম্ভূত ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রচরিত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা বিধেয়, তখন বিচক্ষণ পাঠকগণ যে নিজ নিজ বয়সানুসারে এই বাঙ্গালা অনুবাদ হইতেও আপন আপন "চারিত্র পঞ্জিকা" সংগ্রহ করিয়া লইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ইতি।

হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়<br>২৯এ মাঘ সংবৎ ১৯৩১ } শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং সুলেখক ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং পরস্পরে যে কিরূপ অকৃত্রিম সৌহৃদ এবং অকপট ভ্রাতৃভাব ছিল তাহা এই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্র এবং তাহার উত্তরে ৺ পূজ্যপাদের হাতের লেখা একটু চিরকুট যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ন্যায়রত্ন মহাশয় একটা বিজ্ঞাপন লিখিয়া ৺ পূজ্যপাদকে দেখিতে দিলে তিনি উহার এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞাপনটি তাঁহারই নামে প্রকাশিত হইলেই ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তুষ্টি হইত। এই সকল এবং আদি কবি বাল্মীকির প্রতি ৺পূজ্যপাদের শ্রদ্ধা, পত্র দুইখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

(১)

চুঁচড়া<br>৩রা ফেব্ 1.৮৩

শ্রীচরণেষু

"ইংরেজেরা যাহা ভাল না বলেন, তাহা ভাল নহে" এরূপ বোধ অধিক ইংরেজিজ্ঞদিগের মধ্যেই অনেকের দেখিতে পাওয়া যায়। আমার সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে—বরং বিপরীতই হওয়া সম্ভব। রামায়ণ ও মহাভারতকে রাম ও যুধিষ্ঠিরের জীবন চরিত মাত্র বলায় আমি মাইকেলকে নিন্দা করিয়াছি। ফল কথা, বিজ্ঞাপনে রাম সীতা চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমার কোনরূপেই অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয় নাই। তবে ভবভূতি যে বাল্মীকির উপাখ্যানে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব যোগ করিয়া সমধিক প্রীতিপ্রদ করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞাপনের কোনস্থলে একটু বলিবার ইচ্ছা ছিল, সেই জন্যই ঐ বিজ্ঞাপনে নূতন এক পঙ্ক্তি বসাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি যখন সে বিষয়ে বিচার করিয়াও কাটিয়া দিয়াছেন তখন তাহা কাটাই আছে, আর বলাই নাই।

বিজ্ঞাপনটী আপনকার নামেই প্রকাশিত হইবে এইরূপ আমার ইচ্ছা ছিল—সেইরূপ কথাও হইয়াছিল—কিন্তু কেন সেরূপ করেন নাই বুঝিতে পারি নাই।

কতকাল দেখা শুনা হয় নাই এবং কতকাল হইবে না!!

প্রণতস্য<br>শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

(২)

রামগতি!

রাম সীতা চরিত্র সম্বন্ধে যে কোন অত্যুক্তি তোমার বিজ্ঞাপনে লেখা হয় নাই তাহার প্রমাণ এই ইংরাজী কাগজ টুকু পাঠাইলাম। ইংরাজেরা যাহা ভাল না বলেন তাহাও ভাল নয়। কিন্তু এস্থলে ইংরাজের মত আমার অভিমত হইতে ভিন্ন হইতেছে না।

আর ভবভূতি বাল্মীকির লেখাকে সংস্কার করিয়া লইয়াছিলেন এ কথা কি বলিতে আছে—অমন কথা লিখিও না। B D.M.

"Nowhere else, I believe, are poetry and morality so charmingly united—each elevating the other—as in the pages of this really holy poem. There are indeed many poetical compositions—nay almost all good poetry is such—as forcibly teach us some moral truths, but the Ramayana is the only poem which inspires our breasts with a love of goodness in the entire sense of the word. We rise from its perusal with a loftier idea of almost all the virtues that can adorn man—of truth, of filial piety, of paternal love, of female chastity and devotion, of a husband's faithfulness and love, of fraternal affection, of meekness, of forgiveness, of fortitude, of universal benevolence. What, for instance, can

excite a greater reverence of Divine Truth than the perusal of that scene where Dasaratha parts with his beloved son for her sake and at last sacrifices his life for her? What can more impressively teach us filial love than the conduct of Rama giving up his domestic felicity, his kingdom, to preserve his father's vow? Well may the Ramayana challenge the literature of every age and country to produce a poem that can boast of such perfect character as a Rama and a Sita.

4 New Square
Lincoln's Inn Roper Lethbridge.

অর্থাৎ প্রকৃতই পবিত্র এই কাব্যগ্রন্থ থানিতে যেরূপ চমৎকাররূপে নীতি শিক্ষা এবং কবিত্বশক্তির একাধারে সন্নিবেশ হইয়াছে তেমন আর কোন গ্রন্থে হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই—কবিত্ব শক্তির উৎকর্ষে নীতিগুলিকে একদিকে যেমন উচ্চে তুলিয়াছে, তেমনি আবার নীতিগুলির উৎকর্ষে কাব্যাংশকেও উচ্চ করিয়া রাখিয়াছে। কিছু না কিছু নৈতিক তথ্য জীবন্তভাবে আমাদিগকে শিখাইতে পারে এমন কাব্যরচনা অবশ্য অনেকই আছে, প্রায় সকল ভাল কাব্য সজীব ভাবে আমাদিগকে অনেক নীতি শিক্ষা দেয় সত্য, কিন্তু পূর্ণ অর্থে সকটিত "সাধুভাব" জিনিসটির প্রতি অনুরাগ দ্বারা আমাদিগের হৃদয় অনুপ্রাণিত করিতে একমাত্র কাব্যগ্রন্থ এই "রামায়ণ"। সত্যপ্রিয়তা, পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি, সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ, স্ত্রীর সতীধর্ম্ম এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি, স্বামীর স্ত্রীর প্রতি আসক্তি এবং অনুরাগ, সৌভ্রাত্র, বিনয়, ক্ষমা, বীরত্ব, সার্ব্বজনীন উপচিকীর্ষা, প্রভৃতি মানুষকে সমলঙ্কৃত করিতে পারিবার মত যত গুণ আছে প্রায় সকলগুলিরই উৎকৃষ্ট আদর্শ এই রামায়ণ গ্রন্থ পাঠে আমরা প্রাপ্ত হই। একটী দৃষ্টান্ত বলি, গ্রন্থের যে স্থলে সত্য পালনের অনুরোধে প্রিয়পুত্র রামকে বনে পাঠাই বার পর দশরথের প্রাণ বিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিল সেই প্রসঙ্গের পাঠ সত্যের প্রতি যেরূপ আস্থা জন্মাইয়া দেয়, তদপেক্ষা বেশী আস্থা জন্মাইয়া দিবার মত আর কোন কিছু আছে কি? পিতার অঙ্গীকার যাহাতে রক্ষা হয় তজ্জন্য রাম গৃহসুখ, রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন ইহা অপেক্ষা পিতৃভক্তি অধিকতর জ্বলন্তভাবে শিক্ষা দিতে আর কি আছে? সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বদেশের কোন সাহিত্যই রাম ও সীতার ন্যায় সম্পূর্ণ চরিত্র চিত্রিত করিতে পারিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে না।

পুস্তকখানি গ্রন্থকার মহাশয় ... নামেই নিম্নলিখিতরূপ বাক্যে উৎসর্গ করিয়াছেন—

অধ্যক্ষবর,

শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই
মহাশয় মহনীয়চরিতেষু।

সবিনয়ং নিবেদনম্

আপনি মহাকবিভবভূতিপ্রণীত মহাবীরচরিত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, এবং কোন এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ঐ নাটকের উচ্চ, উদার, বিশুদ্ধ এবং মানবচরিত্রের পরমোৎকর্ষপ্রদর্শক সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবপরম্পরা বাঙ্গালাভাষায় অবতারিত হইলে, এই নীতিবিপ্লবের সময়ে উপকারের সম্ভাবনা আছে। আপনকার সেই বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া আমি ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই রামচরিত রচনা করিয়াছি, একণে ইহা আপনকার করকমলে সমর্পণ করিলাম। মহাবীরচরিতপাঠে আপনকার যাদৃশ আনন্দলাভ হইয়া থাকে, এই রামচরিতপাঠে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র হইলেই আমি পরিশ্রম সফল বোধ করিব, কিমধিকমিতি।

চিরবিধেয়স্য
শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

---

## সদালাপ (৩৩)

(১৫৮) ন্যায়পরতা (মিঃ বীচক্রফ্‌ট)

বিচারাসনে বসিয়া নিখুঁত, নির্ভীক, নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে পবিত্র বিচারাসনকে কলঙ্কিত করা হয়। শুনা যায়, কোন কোন হাকিম পক্ষগণের মধ্যে চেনা অচেনার তারতম্য করেন; কেহ বা রাজভক্তে জিতাইতে এবং জমিদারকে হারাইতে ভাল বাসেন; কেহ বা মনে করেন যে "ভগবান যাহাকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে যাওয়া মহাভ্রম" সুতরাং প্লাণ্টার, পুলিস, জমিদার, মনিব প্রভৃতিরই জিত এবং অপর পক্ষের হার হওয়া চাই! কেহবা মনে করেন যে "তেজস্বিতা দেখানই" বড় কাজ, এজন্য একটু টানিয়া বুনিয়াও প্রবল পক্ষকে মোকদ্দমায় হারাইয়া দেন; কেহবা হাইকোর্টের বা রেভিনিউ বোর্ডের রিটার্ণের ভয়ে "কৈফিয়তি মোকদ্দমাগুলি যেনতেন প্রকারেণ খারিজ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত" থাকেন। কেহ বা দুই তৃতীয়াংশ আসামীর দণ্ড না হইলে পাছে দুর্ব্বলমনা (weak officer) বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়েন এই ভয়ে দায়রা সোপর্দ্দি সকল মোকদ্দমাতেই এবং যে সকল কাঁচা মোকদ্দমায় অধিক সংখ্যক আসামী বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে দায়রা সেশনের মত নিজেই একটু বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। ছাপরার জজ সেনেদের নিকট যাহা প্রকাশভাবে কোন ডেপুটী কীরূপ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই মনে আছে—উপরওয়ালার মর্জ্জি মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে পরামর্শ চলে। দেশীয় বিচারপতিরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে এক শত বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে এবং একটী শিক্ষিত সমাজের গঠনে লোকসংখ্যা ভরে এবং যেরূপ বুদ্ধির বৃদ্ধিতে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বোমার মোকদ্দমায় চুল চিরিয়া দোষী নির্দ্দোষীর পার্থক্য বাছিয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে ছাড়িয়া যেরূপ শ্রীযুক্ত বীচক্রফ্‌ট সাহেবই পারিয়াছিলেন, এদেশীয় বিচারপতি কয়জন তাহা পারিতেন? ফলতঃ নিখুঁত ন্যায়পরতার জন্য বুদ্ধির একান্ত নির্ম্মলতা এবং চরিত্রের একান্ত দৃঢ়তার প্রয়োজন। ফলতঃ সাধারণ সকল ধারণা এবং কুবুদ্ধি ছাড়িয়া এবং নিজের ওজনে ন্যায় বিচারের প্রতি "একমাত্র লক্ষ্য" রাখিয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার জন্য পৃথক্ ভাবে রায় ঠিক করা চাই।

## উন্মাদ রোগ।

একপ দেখা যায় যে, কোন রোগ নাই হঠাৎ লোকটী উন্মাদ হইয়াছে। ইহার কারণ কি? মনে মনে সকলেই একজন পাগল। মনের ভাব প্রকাশ করিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে। যাহারা সেই মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে সক্ষম তাঁহারা প্রকৃতিস্থ, আর যাঁহারা তাহা সকলের সহিত প্রকাশ করিয়া ফেলেন তাঁহারা অপ্রকৃতিস্থ অর্থাৎ পাগল। পাগল অনেক প্রকারে হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী লিখিত হইল

১। আধিক, দৈহিক, ভৌতিক—এই ত্রিদোষ হইতে,

২। শোক ও হর্ষ হইতে,

৩। অধিক চিন্তা করিলে,

৪। অধিক তক্র পান হইলে,

৫। বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে,

৬। অপবিত্র দ্রব্য ও বিষাক্ত দ্রব্য ভোজনে,

৭। রাজা, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অবমাননা করিলে,

তখন ইহাতে বিচিত্রতা কি? কৃতকর্ম্মা মনুষ্য, সাধ্যমত কিছু করিয়া, অন্যকে তাহা হইতে কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতে দেখিলে, আনন্দে দিশাহারা হইয়া, নিজের মহিমা অন্যের মুখে শুনিয়া, প্রকৃত প্রদাতার কথা ভুলিয়া যায়। তাই তাহার মনে অহঙ্কারের উদয় হয়। তখন সে ভাবে, এ জগতে তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ জন আর কেহ নাই, সে দীনের দীনতা ঘুচাইতেছে, অর্থাভাবে হাহাকারীর ভরণ পোষণ করিতেছে, আতুর অভ্যাগতের সেবা করিতেছে, তাহার মত দাতা জগতে বর্ত্তমান না থাকিলে, না জানি এ জগতে কত অনর্থের উৎপত্তি হইত। কিন্তু আমি সে রূপ কোন কার্য্য করি না, আমি মনে স্থির জানিয়াছি, আমি এ জগতে একা সঙ্গিশূন্য হইয়া আসিয়াছিলাম। সেই অসহায় অবস্থায় পিতা মাতা করুণা ও স্নেহ পরতন্ত্র হইয়া আমাকে প্রতিপালন না করিলে আমার কি দশা হইত? সেই মাতা পিতার হৃদয়ে যিনি করুণা ও স্নেহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই আবার আমার হৃদয়ে করুণা ও স্নেহের সঞ্চার করিয়া দিয়া তাঁহার দীন হীন প্রজাদিগকে সেই মত রক্ষা করিতে আদেশ দিতেছেন, তাই আমি তাহাদিগকে লালন পালন করিতেছি। অগ্রেই বলিয়াছি আমি সহায়হীন হইয়া এই জগতে আসিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া তিনি যেমন করুণা করিয়া মাতা পিতার হৃদয়ে স্নেহ করুণা দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিলেন তেমনি আমি সবল হইয়া উঠিলে তিনি আমাকে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম শিক্ষা দিলেন, তাহার পর আমার হস্তে অতুল ধন প্রদান করিয়া কহিলেন "বৎস"! যাও জগতের দুঃখ দুর্গতি দূর কর আমি তাহাই করিতেছি; প্রদাতার হস্ত হইতে যাহা পাইয়াছি, আমি তাহাই মুক্তহস্ত হইয়া বিতরণ করিতেছি। এই বিতরণের সহায়ক আমার এই ভৃত্য সকল। যে ভাবে আমি ধন পাইতেছি সেই ভাবে মুক্তহস্ত হইয়া, আমি তাহা তাহাদিগকে দিতেছি তাহাতেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং কোন বিষয়ে তাহাদের অতৃপ্তি নাই। তাই আমার ন্যায় তাহারাও নিজ নিজ ধনের সদ্ব্যবহার করিতেছে।—পিপাসায় কাতর হইলে, যখন অজস্র জল দান করিয়া পিপাসাতুরকে শান্ত করিতে হয়, ধনপ্রার্থী ধনহীনেরা ধন চাহিলে কেন না তাহারা জলস্রোতের ন্যায় ধনস্রোতঃ পাইবে? সুতরাং আমার দান ভাণ্ডারে দৈন্য নাই, যে যাহা চাহিতেছে, যতদূর চাহিতেছে সে অবাধিতভাবে তাহা পাইতেছে। এবং পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রায় তাহাই বোধ হইতেছে।

আরবের দাতা হাতেমের এই অর্থকরী মহৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আশ্বাসিত হওত তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়া নিজের দানভাণ্ডার অবারিতদ্বার করিয়াছিলেন। সদের ফকির তখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

## রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

(৮ই মাঘের প্রকাশিতের পর)

অনন্তর সেই রাজার লোভ এতই বাড়িয়া উঠিল যে; তিনি অন্তরে প্রবল লোভে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে প্রজাদের পীড়নেই উত্তরোত্তর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নিত্য নূতন নূতন নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করায় তাঁহার ধনাগার খালি হইয়া গেল। তখন তিনি নানা প্রকার যুক্তি ও চেষ্টা দ্বারা রাজ্যের যাবৎ দেবালয়ের দেবস্ব সমগ্র ধনরত্ন অপহরণ করিতে-লাগিলেন।

ঘর বাড়ী গ্রাম ও নগরের পর্য্যন্ত ধনাপহারী হইয়া সেইরাজা অট্টপতিভাগ (অর্থাৎ বাজারের কর্ত্তৃত্ব) ও গৃহকৃত্য (অর্থাৎ ঘর বাড়ীর উপর কর্ত্তৃত্ব) এই দুইটী নূতন কর্ম্মস্থান অর্থাৎ রাজপদের সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে তাঁহার ধন সংগ্রহ অবাধে চলিতে লাগিল।

দেবালয়ে নির্ম্মাল্য চন্দন ধূপ ও তৈল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া যে ধন জমিত রাজা কিনিবার মূল্যের অংশমাত্র লইতেছি ছল করিয়া সে সমুদয়ই গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

বাহিরে পরিদর্শকতা পদ দিয়া ভাল ভাল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন তাহাদের সাহায্যে চৌষট্টিটী দেবালয়ের অবশিষ্ট ধন ক্রমে অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বরাজারা দেবালয় চালাইবার কারণে যে সমুদয় গ্রাম দিয়া গিয়াছিলেন তিনি তৎ সমুদয় সম্পত্তিতে সামান্য কর ধার্য্যে নিজেই প্রজা হইয়া কৃষকের মত স্বাধীন চাষ দিয়া শস্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বৎসরে সভাদের যে যে বস্তু যে পরিমাণে দিবার ধার্য্য ছিল তিনি তুলাদণ্ডটী কৃত্রিম রাখিয়া বাস্তবিক কম জিনিষ দিতে থাকিলে ও বাহিরে মাপ বেশী দেখাইয়া পরিচ্ছদের নিমিত্ত বেশী দিতেছি বলিয়া আবার [illegible] ফাঁকিতে থাকিলেন।

এক সময় তিনি [illegible] কাষ্ঠ [illegible] (দেবার দেবতা লোক) মধ্যে যাহাদিগকে [illegible] দেখিলেন না, সে বৎসর [illegible] বলিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরিলেন।

পরবৎসর [illegible] প্রায়েই প্রত্যেক ভার ব্যক্তির [illegible] সকল ভার [illegible] করিলেন।

এই কার্য্যটিতে তাঁহার রাজ্যে একেবারে প্রকাণ্ড ভার বহা কার্য উঠিয়া গেল, সকলে আপনার আপনার বাড়ীর প্রয়োজন হইলেই ভার বহিতে লাগিল কেহ পরের ভার বহিল না, কেহ সকল গ্রামেই এই গোপন ভার বহনটাই প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্যের সহচরী জানিয়া ফুটিল, কারণ দ্রব্যের আগম নির্গম না হওয়ায় সামান্য বস্তু বহু মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

তার উপর আবার প্রতিগ্রামে কার্য্যাবধায়ক বলিয়া যে কায়স্থদের পদ দেওয়া হইল তাহাদের মাসিক বৃত্তিও গ্রামবাসীদের নিকট হইতেই বল পূর্ব্বক সংগ্রহ হইতে লাগিল।

এই প্রকার ওজনকম ভারবাহীর দণ্ড ও অধিক কর সংগ্রহ প্রভৃতি নানা প্রকার চেষ্টাদ্বারা গ্রাম সকলকে একেবারে নির্ধন করিয়া ফেলিলেন।

সেই পাপিষ্ঠ রাজা আপনার মরকথান :বুঝিতে পারিয়াও এইরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইলেন না ইহাতে ভাবী রাজাদের ও বর্ত্তমানে নিয়োজিত ভৃত্যদেরই উপকার সাধন করিতে লাগিলেন।

এই কাশ্মীরমণ্ডলে পণ্ডিতের অনাদর বিষয়েও এই শঙ্কর বর্ম্মা ছাড়া আর কাহাকেও কারণ বলা যায় না এবং একেবারে প্রতাপ শূন্য ইহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও বলা যায় না।

এই রাজা অবস্থানদিগের অগ্রসর হইয়াও সাধারণের মনকষ্ট করিয়া নীচ কায়স্থের অধিকার দিয়া নিয়োগ করাতে কিরূপ মূর্খতার পরিচয় দিলেন তাহা বুঝিয়া লও।

এইরূপে কায়স্থের আর সকল রাজকার্য্যই পর্য্যবেক্ষণের ভার দেওয়ায় কাশ্মীর রাজা ক্রমে কায়স্থেরই ভোগ্য হইয়া উঠিল।

কৃষিবর্গে প্রজাদের আদুগ কলঙ্ক হইয়া থাকে এই কার্য্যে সমর্থ হইয়া অল্প অলঙ্কই হইতে লাগিল।

### মুষ্টিযোগ।

নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ কয়টি মেদিনীপুর হিতৈষী এবং অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের পাঠার্থ দিতেছি।—

সর্প দংশন—অবিলম্বে দংশন স্থানের ৩ ইঞ্চি উপরে একটী ও যে পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে অনুভব হইবে, তাহার উপরে আর একটী বন্ধন দিবে। দংশন স্থান চিরিয়া দিয়া উত্তমরূপে রক্ত নির্গত করিতে হইবে, পরে লৌহ পোড়াইয়া দংশনের উপর ছাঁকা দিবে বা কপূর পলিতা জ্বালাইয়া জ্বলন্ত পলিতা (যে পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে) তাহার উপর আছড়াইবে. যে পর্য্যন্ত বিষ নষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে, যাহার যেরূপ ঔষধের সুবিধা। আস্সেওড়া গাছের মূলের রস খাওয়াইবে এবং উক্ত গাছের মূল বাটিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে; ইহা কুকুর ও নেউল হইতে প্রাপ্ত। বেল শিকড় বাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে ও খাওয়াইবে। মনসা পাতার রস খাওয়াইবে। মনসার শিকড় গোল মরিচের সহিত বাটিয়া সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইবে এবং সর্পদষ্ট স্থানে শিকড় বাটীয়া প্রলেপ দিবে। মনসার আটা দষ্ট স্থানে লাগাইবে। কার্পাস পত্রের রস বা ঘোলঘসা পত্রের রস খাওয়াইবে ও পত্র বাটিয়া ক্ষত স্থানে পুলটিস দিবে। সমুদ্রফল নামক বৃক্ষের পত্রের রস খাওয়াইবে ও বাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে। নাগকেশী নামক বৃক্ষের পত্র বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিবে এবং নাগকেশীর বা মাখাল ফলের গাছের শিকড় ২ মাস পরিমাণে লইয়া বাটিয়া খাওয়াইবে। বিশল্যকরণী অর্থাৎ আয়াপান, বা সাদা, বা রামবাণ, বা ঈশারমূলের কচি পত্রের রস ক্ষত স্থানে লাগাইবে এবং সেবন করাইবে। শ্বেত দূর্ব্বার শিকড় বা শৃগাল মেধাড়ির শিকড় ২১ টি গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিলে সর্প বিষ নষ্ট হয়। সর্প দংশনের পরেই ২ টি বাবনখী ফল চূর্ণ করিয়া গব্যঘৃতের সহিত ঈষৎ গরম করিয়া খাওয়াইয়া দিবে এবং ১৫ মিনিট পরে, আর দুইটি উক্ত ফল চূর্ণ আর এক ছটাক ঘৃতের সহিত গরম করিয়া খাওয়াইবে, তৎপরে ফলের যে দিকে লম্বা লম্বা দাগ আছে, তাহার বিপরীত দিক্ দিয়া সর্প দষ্ট স্থানটি চিরিয়া দিবে যেন ঐ স্থান দিয়া রক্ত নির্গত হয়, তখন একটি ফল চূর্ণ করিয়া ঐ স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং আর একটি ফল দিয়া দংশন স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান চিরিয়া দিবে। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে রোগী আরোগ্য হইবে। সর্প দংশন স্থান চিরিয়া পাঁঠা পায়রা মাংসের ছিন্নগাত্রী দিলেও সর্প বিষ নষ্ট হয়। সর্প দংশনের পর যত শীঘ্র এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল। ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিলম্ব না হয়।

সর্প দংশনে মৃত্যু হইলে—কেলেকোড়া গাছের পূর্ব্ব দিকের শিকড় এক ইঞ্চি আন্দাজ লইয়া ৬।০ গণ্ডা (২৫টী) গোল মরিচ সহিত বাটিয়া, মস্তকের তালুদেশের (ব্রহ্মতালুর) ছাল অল্প চিরিয়া উক্ত বাটা ঐ স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে রোগী যদি পচিয়া গিয়া না থাকে তবে সম্ভবতঃ রোগীর বিষ বিদূরিত হইয়া পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিবে। কেলেকোড়া গাছের মূলের রসের নস্য লইলে সর্প দষ্ট ব্যক্তির বিষ নষ্ট হয়। সর্প দংশন মাত্রে গব্য ঘৃত বয়ঃক্রম অনুসারে ১ কাঁচ্চা হইতে ৵০ অর্দ্ধ পুয়া সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হয়। অপরাজিতার মূল সিকি তোলা সেবন করাইলেও বিষ নষ্ট হয়। পরীক্ষা করুন।

কাঁকড়া বিছে দংশনে বাঘনখী ফল জলের সহিত বাটিয়া বা সাওড়া পাতা বাটিয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পালাজ্বর—রবিবারে আপাঙ্গের মূল সাতগাছি লাল রংয়ের সূত্র দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে জ্বর দূরীভূত হয়। তেলাকুচার পাতার রস বা অপরাজিতা পাতার রস, বা বক পুষ্পের পাতার রস বা হাতীশুঁড়া পাতার রস জ্বরের দিবস মুখে জল না দিয়া অর্থাৎ বাসি মুখে শুঁকিলে জ্বর বন্ধ হয়, অনন্তের মূল মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়। কাকমাচীর মূল কর্ণে বাঁধিলে নিশ্চয় রাত্রি জ্বর আরোগ্য হয়। কুমীরে পোকার বাসার মাটী থুথু দিয়া ঘসিয়া জ্বরের পালার দিনে ভোর বেলা জল না ছুঁইয়া কপালে দীর্ঘ ফোঁটা পরিলে পালাজ্বর বন্ধ হয়।

## এডুকেশন গেজেট।

২০শে ফাল্গুন ১৩১৬ সাল ইং ৪ঠা মার্চ ১৯১০ সাল

### দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুর কর্ত্তব্য কি।

(দ্বারবঙ্গ মহারাজের বক্তৃতা) (১)

মজঃফরপুরে "বেহার হিন্দু এসোসিয়েশন" সভার বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী দ্বারবঙ্গের মহারাজ সভাপতি স্বরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে—

আমরা হিন্দু। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বকর্ত্তৃকেই হউক অথবা পরোক্ষে মুখে উপদেশ দিয়া অথবা সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া অপরকে প্ররোচিত করিয়াই হউক, রাজবিপ্লব এবং রাজবিদ্বেষসূচক অসঙ্গত কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি লিপ্ত, তাহাদিগের সেই কার্য্যের—তাহাদিগের সেইরূপ প্রবৃত্তির প্রতি একান্ত ঘৃণা প্রদর্শন জন্য, এবং আমরা হিন্দু আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষানুযায়ী আমরা যে রাজভক্ত এবং আইনের মর্য্যাদার প্রতিপালক এইটুকু গবর্ণমেণ্ট এবং গবর্ণমেণ্ট সম্পৃক্ত সকলকে নিশ্চয় করিয়া জানাইবার জন্য, আজ আমরা সকলে এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি।

রাজভক্তি বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সভাস্থলে তাহার অনুমোদন মাত্র করিলেই রাজভক্তি দেখান হয় না। সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা চাই। অনেক সময়ে রাজভক্তি কেবল সাময়িক উচ্ছ্বাসেই মাত্র পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। যে সকল বিপ্লবকারী এবং রাজবিদ্বেষীদিগের দ্বারা অত্যাচার হইতেছে, তাহাদিগের সন্ধান করা সম্বন্ধে এবং দেশের যে অবস্থায় এই সকল সামাজিক উপদ্রবের পরিপোষণ হইতেছে সেই অবস্থা ঘুচাইবার সম্বন্ধে আমরা গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ সাহায্য করি না তাহাতে আমাদের প্রতি দোষারোপ করা হইতেছে।

এই দোষারোপের মূলে সত্য নাই আমি এমন কথা বলি না, কিন্তু আইনের বিরোধী গুপ্ত ষড়যন্ত্রসমূহ এবং হত্যাকারীদিগের হত্যাসাধন চেষ্টার আবিষ্কার করিতে পারিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করা রাজভক্ত প্রজাগণের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা কি ভাবে কার্য্য করিব তৎসম্বন্ধে আমরা গবর্ণমেণ্টের উপদেশ চাহিতেছি। ঐ সমস্ত দুর্বৃত্ত অত্যাচারীদিগকে সন্ধান করিয়া আইন আমলে আনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের যথাসাধ্য সহায়তা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। গবর্ণমেণ্ট আইনের বলে এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণ করিয়া আসিতেছেন এবং আসিবেন আমরা জানি, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য আমরা গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ এবং সাহায্য গ্রহণ করিয়া সাধ্যমত উপায় অবলম্বনে এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করি। নির্দ্দিষ্ট একটা

উপায় স্থির করিতে হইবে এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে সমগ্র হিন্দু সমাজ সেই উপায় ও সেই প্রণালী পরিগ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

দেশ হিতৈষিতার প্রথম সোপান স্বরূপ, সমগ্র হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে পরস্পর একতাসূত্রে সম্মিলিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওত সাধারণের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা দেশে শান্তি সংস্থাপিত করিতে হইবে। আমাদের স্ব সমাজের স্বার্থ জন্য মুসলমান বন্ধুদিগের ন্যায় আমাদের পৃথক পৃথক সমিতির সংগঠন প্রয়োজন, কিন্তু দেশের হিতের জন্য রাজভক্তি প্রণোদিত অন্তঃকরণে হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া উপদ্রব অশান্তি নিরাকরণের চেষ্টায় এই সমস্ত পৃথক্ সমিতি অন্তরায় স্বরূপ হইবে না। বিগত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লী সহরে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমিতির (All India Moslem League) অধিবেশনে মহামান্য আগা খাঁ বাহাদুর সুবিবেচনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন সেই পথে কার্য্য করিয়া দেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও নীতি বিষয়ক মঙ্গল সাধনে হিন্দু মুসলমান এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের লোক বদ্ধপরিকর হন ইহাই অভিপ্রেত। আমি আগা খাঁর প্রদর্শিত পন্থাই সমীচীন পথ মনে করি। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার একমত। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন জন্য আমরা যেমন স্বতন্ত্র পৃথক পৃথক সমাজ সংগঠন পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব এবং ঐ সকল সমিতি রক্ষার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিব, সেইরূপ ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া দেশের উন্নতি সাধন জন্য রাজশক্তির সহিত যোগদান করিব। আমাদের এই [illegible] আকাঙ্ক্ষার পূরণে শাসনকর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই [illegible] সহায়তা করিবেন। আমি আগা খাঁর [illegible] কথাগুলি অতিশয় সারবান্ বলিয়া মনে করি [illegible] হিন্দু সভা এবং পঞ্জাব হিন্দু সভারও [illegible] এইরূপ। অতঃপর ভারতের বিভিন্ন [illegible] হিন্দুগণ এই আদর্শকে আপনাদের [illegible] সংক্রান্ত কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ [illegible] এই বিশ্বাস।

রা[illegible] [illegible] বিধানের জন্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থা [illegible] যেমন অনেক কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতে পারেন, আমাদেরও কর্ত্তব্য আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক গোলযোগের মূল এই সকল উপদ্রবের কি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার নির্ণয় করা এবং কিসে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে তাহারও উপায় উদ্ভাবন করা।

এই যে রাজবিদ্বেষ, রাজার প্রতি বিদ্রোহ ভাব এবং তজ্জনিত অত্যাচার সমূহ, এ সকলের প্রকৃত কারণ কি? আমার মনে হয় সদোষ পারিবারিক শিক্ষাই ইহার মূল। অদ্যকার সভায় এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। প্রকৃত নীতিশিক্ষার মূল যে ধর্ম্ম শিক্ষা সেই ধর্ম্ম শিক্ষার একান্ত অভাব আমাদের ছেলেদের মধ্যে ঘটিতেছে। আমরা ছেলেদের লিখাইয়া পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছি, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা যে ধর্ম্মশিক্ষা তাহাই তাহারা তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে পাইতেছে না। যদি আমরা আমাদের বংশধরগণকে ঈশ্বরপরায়ণ এবং পাপভীত করিয়া তুলিতে চাই, তবে তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা না দিয়া কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষা হিন্দুর ছেলেকে দিলে সে যে দুষ্ট লোকের কুহকে পড়িয়া চরিত্রহীন হইতে পারিবে এবং তাহার দ্বারা অনেক কুকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিবে তাহাতে বিচিত্রতা নাই। ছেলেদের কোমলমতি তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম দ্বারা সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত না হইলে তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার শত্রুস্বরূপ এবং বিপ্লব ও বিদ্রোহাদি মূলক কার্য্যের হেতু স্বরূপ হইতে পারে।

যে সকল যুবক প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত রাজবিদ্রোহীদিগের প্রাণদণ্ডের দিনে প্রাতে রাস্তায় রাস্তায় শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বেড়াইয়া দণ্ডপ্রাপ্তদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিল, তাহাদের বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তাহারা এমন পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে পরিবারের বাপ মা এবং অপরাপর অভিভাবকগণ ছেলেদের ধর্ম্ম শিক্ষা কখন দেন নাই। তাহারা ঈশ্বরপরায়ণ এবং পাপভীত হইতে শিক্ষা বাড়ীতে পায় নাই। স্কুলে সাধারণ শিক্ষা মাত্র পাইয়াছে। সেই সকল সাধারণ বিষয়ের শিক্ষকের ধর্ম্ম শিক্ষাদানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধই নাই। এইরূপ সমস্ত ক্ষেত্র হইতেই রাজবিদ্রোহীদলের উদ্ভব হইয়াছে।

রাজভক্ত এবং শান্তিপ্রিয় হিন্দুজাতিকে যদি তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক [illegible] [illegible] বিনা প্রকৃত হিন্দুজীবন গঠন করিয়া [illegible] হইবে। প্রত্যেক পিতা এবং শিক্ষকের এইটুকু পরিষ্কার রূপে বুঝিয়া রাখা উচিত যে, ছেলেদের কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং রাজভক্ত করিয়া তুলিবার গুরুতর দায়িত্ব তাঁহাদের নিজেদেরই স্কন্ধে আরোপিত। যদি তাঁহারা এই দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের পরিবার মধ্যেই এমন সকল ছেলে প্রস্তুত করিয়া তুলিবেন যাহারা তাঁহাদের নামে কলঙ্ক অর্পণ করিবে এবং দেশের ও সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[স্থানীয়] এবারে চুঁচুড়ায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর কার্য্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি দে মহাশয়ের যত্নে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পাদিত হইয়াছে। শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত স্থানীয় উৎপন্ন সামগ্রী অনেকগুলি প্রদর্শনী স্থলে আনীত হইয়াছিল।

[কলিকাতা] হিতবাদীর প্রিণ্টারের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। আপেলাণ্টকে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

অ্যানার্কিষ্টদিগের উপদ্রব এবং অশান্তির নিবারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ এবং সেই উপায় সমূহের অবলম্বন বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণ জন্য দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাগৃহে সমবেত হইয়া এই বিষয়ে আলোচনার পর, একটী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন সংগঠিত করিয়াছেন। এই এসোসিয়েশন উক্তরূপ অশান্তি সমূহের নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সদস্য হইয়াছেন :—ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ এ, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধাচরণ পাল, হেমচন্দ্র মৈত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত

নন্দকুমার বসু, ডাক্তার নীলরতন সরকার, মাষ্টার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার (ফরিদপুর), আনন্দচন্দ্র রায় (ঢাকা), কিশোরীমোহন চৌধুরী, [illegible] সেন, রায় যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মিঃ [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র, [illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]চন্দ্র সেনগুপ্ত, খাঁ বাহাদুর মৌলবী আবদুল জব্বার, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, মিঃ টি পালিত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিষ্টার ঘোষ গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মিঃ আই, বি, সেন, রায় কামাখ্যানাথ চক্রবর্ত্তী মিঃ দীপনারায়ণ সিংহ, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু শ্রীকালী ঘোষ, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ডাঃ এস, পি, সর্ব্বাধিকারী ত্রৈলোক্যনাথ বসু (ঢাকা) হেমচন্দ্র সরকার বিপিন বিহারী মিত্র হুগলী, বাবু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় হুগলী, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম বাবু অনাথবন্ধু গুহ ময়মনসিংহ; অখিলবন্ধু গুহ পরেশকুমার বসু কৃষ্ণনগর, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান, মৌলবী আবুল কাসেম ভূপেন্দ্রনাথ বসু গোপালদাস চৌধুরী, মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী মৌলবী সিরাজ বক্স, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন দাস, বিজয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীপতি কাব্যতীর্থ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মিঃ কে বি দত্ত ডাক্তার এস কে মল্লিক, সুধীরকুমার লাহিড়ী, ডাক্তার হরিধন দত্ত ও অনাথনাথ পালিত।

পশ্চিম বঙ্গের দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহের সম্পাদক ও প্রতিনিধিগণ ইণ্ডিয়ান এসোঃ সভা গৃহে সমবেত হইয়া একটী সংবাদপত্র সমিতি গঠিত করিয়াছেন। বঙ্গীয় সংবাদপত্র সমূহের স্বত্বাধিকার রক্ষা, সম্পাদকদিগের মধ্যে সদ্ভাব এবং সংবাদপত্র সেবায় সংযম অবলম্বন এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। বঙ্গের দৈনিক সাপ্তাহিক এবং সাময়িক পত্রের সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষগণ এই সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা) সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বেঙ্গলী) শ্রীদেবব্রত বসু (সন্ধ্যা?) শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (হিতবাদী) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দে, (নায়ক) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (মডার্ণ রিভিউ) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী (বঙ্গবাসী) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার ও যতীন্দ্র কুমার লাহিড়ী [ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার] মিঃ জে, ঘোষাল [ভারতী] মিঃ জে, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন গুপ্ত [ক্যালকাটা উইকলি নোটস] শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন বরিশাল হিতৈষী; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি [বসুমতি] সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র; সঞ্জীবনী; শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় [ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড]।

[সাধারণ] ২১শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে বিলাতের পার্লিয়ামেন্ট মহাসভা খুলিয়াছে। সম্রাটের বক্তৃতার মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, বৈদেশিক শক্তি সমূহের সহিত আমার সদ্ভাব বজায় আছে। ভারতে শাসনবিধির সংস্কার হইয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া কৌন্সিলে বসিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তদনুসারে তাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

[বোম্বাই] চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আষ্টনের নিকট একখানি মেডিকাল জর্ণাল প্রকাশের জন্য মুদ্রাকর স্বরূপে শ্রীযুক্ত বিঠাজি হরি সিন্দি ডিক্লারেশন দিতে আইসেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেন, "এই পত্রিকাখানি কি চিকিৎসা সংক্রান্ত ?" উত্তর—"হাঁ হুজুর"। ম্যাজিষ্ট্রেট—"ডিপজিটের টাকা আনিয়াছেন ?" উত্তর—"না"। ম্যা—"এ পত্রিকা কি কেবল চিকিৎসা বিষয়ক কথা লিখিবার জন্য ?" উত্তর—"হাঁ, কেবল, চিকিৎসা বিষয়ক কথাই লিখিবার জন্য।" ম্যা—"প্রচলিত বিষয় সম্বন্ধে কোন কথাই থাকে না ?" উত্তর—"না"। ম্যা—"ডিপজিট দিতে হইবে না।" অতঃপর "আকবরি ইসলাম মেহমিডা" নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ডিক্লারেশন দিতে আইসেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিপজিটের টাকা আনিয়াছেন ?" উত্তর—"আমি কেবল ছাপাখানাটির নাম পরিবর্ত্তন জন্য আসিয়াছি।" ম্যা—বিশেষ কারণ দেখাইতে পারিলে আমি ডিপজিটের টাকা ছাড়িয়া দিতে পারি।" উত্তর—"নূতন আইন আমার সম্বন্ধে খাটে না, আর আমার এই পত্রিকাখানি রাজভক্ত বিগত ১৫ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, ইহার বিরুদ্ধে কখন কোন কথা উক্ত হয় নাই। আমি নূতন করিয়া কোন কাগজ বাহির করিতেছি না।" ম্যা—"রাজভক্তির কথা নয়, ঐ কথা লইয়া বিচার করিতে হইলে কাহাকেও ডিপজিট দিতে বলা যায় না, এবং তাহাতে আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।" এই বিষয় লইয়া আলোচনা পর ম্যাজিষ্ট্রেট ডিপজিট দিবার কথা বলিলেন। স্বত্বাধিকারী বলিলেন, "আমি ডিক্লারেশন দিব না, আমি ছাপাখানার সাবেক নামই বজায় রাখিব।"

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় চ্যান্সেলার স্যার জর্জ ক্লার্ক ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে বলিয়াছেন, "সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতেছে। সেই উন্নতির পথের অন্তরায় তিনটি জিনিস—(১) দুর্ভিক্ষ, (২) মড়ক, (৩) রাজদ্রোহিতা জন্য অশান্তি। প্রথম দুইটি উপদ্রবের উপর আমাদের হাত নাই। তবে উহা কমাইবার জন্য চেষ্টা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি এবং কতকটা কমাইতেও পারিয়াছি।

[সাধারণ] রয়টারের তারের সংবাদে প্রকাশ, চীনের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমানার চিচুয়ান প্রদেশ হইতে পঁচিশ হাজার চীন সৈন্য তিব্বতের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, তিব্বতে চীনের আধিপত্য সুদৃঢ় করা এই অভিযানের উদ্দেশ্য। বহুসংখ্যক মেসিন কামান সঙ্গে লওয়া হইয়াছে, বিনাতারে টেলিগ্রাফেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেনাদলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ জন্য আট হাজার লোক নিযুক্ত কাজ করিতেছে। চীন সৈন্যগণকে শীতে এবং অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইয়াছে এবং সীমান্ত জাতিগণও তাহাদের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। উহাদের আক্রমণে চারিশত চীন সৈন্য হত হইয়াছে। চীনীয় সেনাদলের নায়ক চিচুয়ানের গবর্ণরের ভ্রাতা। পাইওনিয়রে প্রকাশ, দলাই লামা পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার পলায়নের সময় লাসাতে চীন সৈন্য চারিশত মাত্র ছিল। তাহার পরই উক্ত সেনাদলের অগ্রভাগ দুই হাজার সৈন্য আসিয়া পড়ে, দলাই লামা যখন পলায়ন করেন তখন লাসার চীন সৈন্য তাঁহাকে পলায়নে বাধা দিবার জন্য সিকিমের সীমান্ত পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। চীনীয় সৈন্যগণকে বাধা দিতে তিব্বতীয়গণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাতে উহারা রসদ না পায় সে চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু চীনীয় সৈন্যগণ গ্রামনগর লুট করিয়া তাহাদের খাদ্যের সংগ্রহ করিয়াছিল। চীনসম্রাটের নিকট কলিকাতা হইতে তিব্বতীয় প্রতিনিধিগণ যে আবেদন পাঠাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, যে কেহ উহাদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেও হত্যা করা হইয়াছে এবং সীমান্ত জাতীয়গণ সুশিক্ষিত চীন সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ

করিয়া উঠিতে পারে নাই। দলাই লামা কলিম্পঙে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সিকিমের যুবরাজ সীমান্ত পর্য্যন্ত লামাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। এবং সিকিমের বৌদ্ধগণ লামার দলকে ঘোড়া ইত্যাদির দ্বারা সাহায্য করিতেছে। এরূপ প্রকাশ যে, দলাই লামার কথা চৈনিক রাজকর্ম্মচারিগণ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া রাগ করিয়া লামা রাজপদ ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছেন। ব্রিটিস রাজ তাঁহাকে কোন সাহায্য না করিলে তিনি নিজে চীনে যাইয়া চীন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করত তাঁহার অভাব অভিযোগের বিষয় তাঁহাকে জানাইবেন। তিব্বতীয়গণ রাজদ্রোহী হইয়াছে এবং চৈনিক কর্ম্মচারিগণ রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। বিলাতে কর্জ্জনের প্রশ্নের উত্তরে লর্ড মর্লি তিব্বতে চীনের অভিযান ও দলাই লামার পলায়ন সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কি কারণ বশতঃ তিব্বতে বর্ত্তমান অবস্থা উপস্থিত হইল তাহা এখনও জানা যায় নাই। দলাই লামা যখন লাসা পরিত্যাগ করেন তখন সংবাদ দিয়াছিলেন যে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতাভিমুখে আসিতেছেন। লাসাতে সৈনিকগণ যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে সে কথাও লামা বলিয়াছিলেন। লর্ড মর্লি বলিয়াছেন যে, দলাই লামা দার্জ্জিলিঙ পৌঁছিলে তাঁহাকে হেষ্টিংস হাউসে বাস করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে এবং ভারত সম্রাটের লক্ষ লক্ষ প্রজার ধর্ম্মগুরু এই জন্যই তাঁহাকে অতি আদরের সহিত অভ্যর্থনা করা হইবে, নতুবা চীন তিব্বত ব্যাপারে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন।

দলাই লামার পলায়ন সম্বন্ধে তিব্বতীয় পক্ষের কথা এই যে, চাওয়েরফিং বাটাং ও লিটাং অভিযানের সময় অনেক হত্যা করিয়াছিলেন, অনেক মন্দির পোড়াইয়াছিলেন। সেই জন্য চীনীয় কমিশনর পদে তাঁহার নিয়োগে তিব্বতীয়েরা আপত্তি করে। লাসায় এক হাজার চীনীয় সৈন্য প্রেরণে তিব্বতীয়েরা স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু যখন দেখিল অধিক সংখ্যায় সৈন্য পাঠান হইতেছে তখন তাহারা আপত্তি করে এবং পিকিন গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় প্রতিনিধি প্রেরণ করে। আপত্তিতে ফল হয় নাই। দলাই লামার লাসা হইতে পলায়নের পূর্ব্বে লামার মধ্যে এবং নিকটে যুদ্ধ হয়। নিরস্ত্র তিব্বতীয় অধিক সংখ্যায় হত এবং আহত হয়। দুইজন উচ্চপদস্থ তিব্বতীয় কর্ম্মচারীও এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ব্যাপারে দলাইলামা এবং প্রধান কৌন্সিল লাসা পরিত্যাগ করিয়া ভারত সীমান্তে যাওয়া সিদ্ধান্ত করেন।

গত ১লা মার্চ্চ অপরাহ্ন সওয়া চারিটার সময় দলাই লামা, ডেপুটী কমিশনর, সিকিমের রাজকুমার এবং তিব্বতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য অনেক লোকজন সমভিব্যাহারে দার্জ্জিলিঙে ড্রুরুইড হোটেলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এখানে ইঁহাকে যথেষ্ট সমাদরে রাখা হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ২রা মার্চ্চ তারিখে বুটিয়া বস্তি নামক স্থানে একটি সভা করিয়া দলাই লামার প্রতি চীনীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অত্যাচারের উল্লেখ করতঃ ভারতগবর্ণমেণ্ট যাহাতে লামার এই বিপদ সময়ে তাঁহার সহায়তা করেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রিটিস পক্ষ চীন গবর্ণমেণ্টের নিকট লাসায় চীনীয় সৈন্য প্রেরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। উত্তরে চীন গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, দলাই লামার ষড়যন্ত্র জন্য তিব্বতে চীনের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িতেছিল, সুতরাং তিব্বতে চীনের প্রভুশক্তি বজায় রাখিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ, তিব্বতের আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ উদ্দেশ্য নহে।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ বাবু মথুরানাথ বন্দ্যো আরামবাগ মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যো হুগলীর সদরে স্থাপিত হইলেন। মজঃফরপুরের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ বার্টলে বিশুনপুর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। কটকের ডেঃ মাঃ বাবু মন্মথ নাথ মুখো ৬ সপ্তাহের, এবং বাবু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মুখো ২ মাসের ছুটী পাইলেন। যশোহরের ডেঃ মাঃ বাবু অনাদি নাথ সেন ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—মৌঃ দৈয়দ রহমন এম এ বি এল পুরুলিয়ার মুঃ হইলেন।

শিক্ষা—কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসর বাবু সতীশ চন্দ্র দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন। পাটনা কলিঃ স্কুলের সহকারী শিঃ বাবু শশিভূষণ বসু কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসর হইলেন।

পাটনা স্কুলের [illegible] বাবু [illegible] ৩ মাসের ছুটী পাইয়াছেন। বাবু নীলমণি গাঙ্গুলী বি এ, ৯ মাসের জন্য শিক্ষাবিভাগে বিনা বেতনে সহকারী শিক্ষক হইলেন। কটক কলিঃ স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস মিস্ [illegible] ২ মাসের ছুটী পাইলেন। [illegible] কলিঃ স্কুলের প্রতিনিধি সহকারী মিষ্ট্রেস মিস্ [illegible] উক্ত স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস হইলেন।

## পাণ্ডুতী পরীক্ষার ফল ১৯০৯।

### উড়িষ্যা বিভাগ।

পরীক্ষোত্তীর্ণ নিম্নলিখিত ছাত্রগণের নাম গুণানুসারে লিখিত হইল—

কটক ট্রেনিং স্কুল হইতে

প্রথম শ্রেণী

জগন্নাথ রথ, সদানন্দ সৎপতি, ভুবনেশ্বর মিশ্র; বামেশ্বর মিশ্র, রঘুনাথ মিশ্র, রত্নমণি মাল্লিক, মধুসূদন মিশ্র।

দ্বিতীয় শ্রেণী

দীনবন্ধু মহাপাত্র, সোমনাথ সাহী, অনন্ত মিশ্র, জয়কৃষ্ণ মিশ্র, নীলকণ্ঠ রথ, নারায়ণ মিশ্র, বিশ্বনাথ মিশ্র, বাঞ্ছানিধি মিশ্র, লোকনাথ উপাধ্যায়, বাসদেব মিশ্র, রত্নমণি মহান্তি, কৃপানন্দ মহান্তি, আনন্দচন্দ্র মিশ্র, বৈদ্যনাথ রথ, চিন্তামণি মিশ্র, ইন্দ্রমণি মহাপাত্র, অর্জ্জুনচরণ দে, বিদ্যাধর মিশ্র, পূর্ণচন্দ্র মহান্তি,

পাটনা, ভগলপুর এবং ছোটনাগপুর বিভাগ।

প্রথম শ্রেণী—উচ্চ

(পারদর্শিতানুসারে)

রামকৃষ্ণ তেওয়ারী রাঁচি ট্রেনিং, গায়ত্রী উপাধ্যায় পাটনা, বলেশ্বর লাল রাঁচি।

প্রথম শ্রেণী—মধ্য

বর্ণমালানুসারে

বাজপেয়ী রামচরণ পাটনা, বন্দ্যো পুরন্দর রাঁচি, দুবে খুপ নারায়ণ ঐ, সিং রাজকিশোর ঐ, ঝা বিশ্বনাথ পাটনা, লালবাব রমেশ রাঁচি, মহম্মদ হোসেন ওয় সিঃ মিয়ান জন ট্রেনিং, [illegible] সিংহ পাটনা ট্রেনিং।

মিশ্র—হরব নারায়ণ পাটনা ট্রেনিং, বলদেব রাঁচি ট্রেনিং, [illegible] ঐ, স্বামী ঐ।

মহঃ ইসাক পাটনা ট্রেনিং।

ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে স্কুইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

আহিরণ মইং স্কুলে ১৩ টাকা বেতনে এক নর্মাল, নূতন বৈবাহিক হেঃ পঃ আবা পাইবেন। জাতি বৈশ্যবণিক আবশ্যক।

এণ্ট্রান্স পড়ার মত বিদ্যা হইয়াছে এমন এক-জন হেঃ মাঃ ৯—২—১১ টাকা। আবা। নবী-কীর ভূঁপা স্কুল। প্রাইভেট পড়াইয়া ৫ টাকা। কায়স্থ চাই। পোঃ ননীকীর, ফরিদপুর।

এফ এ পাশ বা ফেল হেঃ মাঃ। কানসাট মইং স্কুল। মালদহ। ২৫ টাকা। আপাততঃ ৩ মাসের জন্য। বাসা পাইবেন।

এফ এ হেঃ মাঃ কুটী মইং স্কুল। ২০ টাকা ও আবা। পোঃ কুটী ত্রিপুরা। ১৫ই মার্চ মধ্যে আবেদন।

এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। লালগোলা মইং স্কুল। পোঃ লালগোলা মুরশিদাবাদ। ১৫ টাকা এবং আশ্রয়। ব্রাহ্মণ চাই।

এণ্ট্রান্স পাশ ২য় শিঃ। ১৫ টাকা। করাম-গঞ্জ মইং স্কুল। অন্ততঃ দুই বৎসর থাকা চাই। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যাইবে। পোঃ করাম-গঞ্জ নোয়াখালি।

এণ্ট্রান্স পাশ শিঃ। আলমপুর মইং স্কুল, নদীয়া। আপাততঃ ১০ টাকা ও আবা। রাখাল দাস লাহিড়ী, জমিদার, পোঃ আলমপুর, নদীয়া, ই বি এস রেলওয়ে।

গ্রাজুয়েট সহকারী হেঃ মাঃ। ৬০ টাকা। উমিরটগঞ্জ হাই স্কুল। পোঃ উমিরটগঞ্জ ত্রিপুরা।

এণ্ট্রান্স পাশ শিঃ। ১২ টাকা ও বাসা। আবেদনের ঠিকানা—বাবু তারাসুন্দর রায় বি এল গাইবাঁধা।

দুইজন গ্রাজুয়েট—হেঃ মাঃ ও ২য় শিঃ, এক-জন ভাল ইংরাজী ও আর একজন ভাল গণিত জানা। পূর্বস্থলী হাই স্কুল, বর্দ্ধমান। বেতন ৪০ হইতে ৫০ টাকা গুণানুসারে।

এ কোর্স সংস্কৃত গ্রাজুয়েট। ৪৫—৫০ টাকা। ইউনিয়ন হাই স্কুল, টাঙ্গাইল, ই বি এস আর।

গ্রাজুয়েট শিক্ষক ভাল ইংরাজী জানা। মাও-খিলা পি এন হাই স্কুল (দিঘাপতিয়া রাজ) ৫০ টাকা। পোঃ চন্দন বাইসা। জেলা বগুড়া।

ভাল ইংরাজী জানা বিএ হেঃ মাঃ। একজন ভাল গণিত জানা বিএ ফেল। একজন এফ এ সহকারী শিঃ। বিভানন্দবাটী আর বি ইনঃ। বেতন ৪৫—৫০, ২৫ এবং ১৮। আবা। অন্ততঃ দুই বৎসর টিকিয়া থাকা চাই। কায়স্থ চাই। পোঃ বিভানন্দকাটি, যশোহর।

সহকারী হেঃ মাঃ। কোড়কদি হাই স্কুল। ৪৫—৫০ টাকা এবং আবা। পোঃ কড়কদি, জেলা ফরিদপুর।

এণ্ট্রান্স পাশ ২য় শিঃ। ১৫ টাকা সাতবাড়িয়া মইং স্কুল, পদ্মার পূর্ব্বপারে। ব্রাহ্মণ চাই। অন্ততঃ এক বৎসর থাকা চাই। বাসা পাইবেন। খাই খরচ ৫ টাকার কম পড়িবে। প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যায়। পোঃ সাতবাড়িয়া, পাবনা।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ভাল ইংরাজী জানা। জয়পুর ফকিরদাস হাই স্কুল। ৫০ টাকা অন্ততঃ দুই বৎসর থাকা চাই। বাসা পাইবেন। রেল ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল। কেন্দুলী পোঃ হাওড়া।

একজন অণার্স গ্রাজুয়েট শিক্ষক। পীরড়া হাই স্কুল। এক বৎসর টিকিয়া থাকা চাই। বেতন ৩০ টাকা। পোঃ গোন্দাড়িহি, জেলা মানভূম।

জেলা বাখরগঞ্জ, বানরিপাড়া ইউনিঃ ইনষ্টিটিউশনে গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। আপাততঃ ৬৫ টাকা

হেঃ মাঃ ভাল ইংরাজী জানা আপাততঃ ৭০ টাকা। বি কোর্স গ্রাজুয়েট ৫৫—৬০, এবং এক জন এ কোর্স গ্রাজুয়েট ৫০ টাকা। নবাবগঞ্জ হাই স্কুল, ঢাকা। অন্ততঃ দুই বৎসর টিকিয়া থাকিতে হইবে।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ পৃথুরায় হাই স্কুল. গোয়াল-পাড়া আসাম। ৮০ টাকা।

এণ্ট্রান্স পাশ কিম্বা ফেল হেঃ মাঃ। বন্দবিলা এবং নিমতা মধ্য স্কুল। ৮ টাকা ও আবা। পোঃ বন্দবিলা, জেলা যশোহর।

এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। কৌরীখাড়া মইং স্কুল ১২ টাকা ও আবা। বাবু জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, কৌরীখাড়া, পোঃ সোহাগদল, জেলা বরিশাল এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

এফ এ হেঃ মাঃ। সোণাডাঙ্গা মইং স্কুল, পোঃ সোণাডাঙ্গা, নদীয়া। ২৫ টাকা ও আবা। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যাইবে।

এফ এ হেঃ মাঃ। ৩০ টাকা। পাইগছা মিডল মাদ্রাসা। পোঃ গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর।

এফ এ হেঃ মাঃ মইং স্কুলের জন্য। ২৫ টাকা ও আবা। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যাইবে। আবেদনের ঠিকানা—বাবু নলিনীকান্ত মুন্সী, পাবনা. মডেল মেস।

এফ এ হেঃ মাঃ আমজোড়া মইং স্কুল। বেতন গুণানুসারে ২৫—২৮ টাকা।

বি কোর্স গ্রাজুয়েট—মুরশিদাবাদ [illegible] হাই স্কুল। ৪৫ টাকা। এবং একজন এফ এ ফেল ৩য় শিঃ ২৫ টাকা। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যায়।

ভাল বাঙ্গালা জানা ৪র্থ শিঃ ১৫ টাকা। এবং মধ্য পাশ শিক্ষক ৮ টাকা। [illegible] মইং স্কুল, জেলা পূর্ণিয়া। বিবাহিত [illegible] থাকিলে ভাল। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যায়, [illegible] নিকট আবেদন।

নর্ম্মাল বৈবাহিক বা বৈবাহিক [illegible] পঃ ১৫ টাকা। প্রবীণ ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ চাই। পোঃ [illegible], জেলা পাবনা।

পার্মেন্ট এবং প্রাইভেট শিক্ষক সমস্ত সময়ের জন্য। দুইটী ছোট ছেলেকে পড়াইতে হইবে। ১৫ টাকা এবং আবা। ৩০ বৎসরের কম বয়স না হয়। আবেদনের ঠিকানা—বাবু নলিনীনাথ বিশি, জমিদার জোয়াড়ি, রাজসাহী।

ভাল ইংরাজী ও গণিত জানা অণার্স গ্রাজুয়েট রামগ্রাম এ এস স্কুল। ৩০ টাকা। বার্ষিক ২ টাকা বৃদ্ধি। এফ এ পাশ করিয়া অন্ততঃ তিন বৎসর শিক্ষকতা করিয়া থাকা চাই হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ রামগ্রাম, বাঁকুড়া।

একজন এফ এ হেঃ মাঃ। হিন্দু মইং স্কুল, শান্তিপুর। আপাততঃ ২৫ টাকা। ১৫ই মার্চ মধ্যে আবেদন।

এফ এ হেঃ মাঃ। রাণকেলি বোর্ড মইং স্কুল, উত্তর সিলেট লোকাল বোর্ডের অধীন। ৩৫ টাকা। অন্ততঃ দুই বৎসর থাকা চাই। ১৫ই মার্চের মধ্যে স্কুল সমূহের ডেঃ ইনঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জেলা ২৪ পরগণা শিকড়া কুলিনি মধ্য স্কুলে একজন নর্ম্মাল পাশ প্রধান পণ্ডিত, বেতন যোগ্যতানুসারে ১৫৲ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত। শ্রীকিশোরী লাল ঘোষ কাঁসারিপাড়া কলিকাতা।

দুইটী ছোট ছেলেকে পড়াইবার জন্য একজন এফ এ ফেল প্রাইভেট মাষ্টার, কায়স্থ বা কায়স্থের সমশ্রেণী চাই, আহার ও বাসস্থান বাদে বেতন দশ টাকা। শ্রীবিজয় গোপাল রায় চৌধুরী, চৌল কলেকটর উলুবেড়িয়া পোঃ জেলা হাওড়া।

আশাশপুর মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল বৈবাহিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে আপাততঃ ২০৲ ও ১৫৲ টাকা। উভয়েই আবা পাইবেন। পোঃ [illegible] জেলা রংপুর।

## কৌতুক-কণা।

[ রোমান ক্যাথলিকদের কোন পাপ করিয়া থাকিলে তাহা পাদ্রির নিকট স্বীকার করিয়া প্রকৃত অনুতাপ করিলে এবং আর কখন সেরূপ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিলে পাদ্রি যদি ক্ষমা করেন তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত ও পাপক্ষালন হয়। ]

দেশাইস লোক। ( রোমান ক্যাথলিক পাদ্রির নিকট গিয়া ) পবিত্র পিতা! আমি মহাপাপী।

পঞ্চক্রমনা পাদ্রি। ( স্নেহের সহিত ) বৎস! আমার কাছে খুলিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিও, এবং সত্য সত্যই পাপের কথা বল। পাপীর পরিত্রাণের জন্যই ভগবান তাঁহার অপার করুণায় ধর্মের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

লোকটা। ( নিকটে আসিয়া গোপনে বসিলে পাদ্রীর চেয়ারের নীচে রক্ষিত সোণার ঘড়ি ও চেন দেখিয়া কিপ্রহস্তে উহা নিজের জেবে রাখার পর )—প্রভু! আমি একাধারে মিথ্যাবাদী, কপটাচারী এবং চোর। ( ক্রন্দন )।

পাদ্রি। বৎস! শান্ত হও। আর মিথ্যা বলিও না। চোরাই মালটা যাহার তাহাকে ফেরত দাও

লোকটা। ( ব্যগ্র ভাবে ) প্রভু! চোরাই মাল আমার কাছেই আছে। এখনি আপনি উহা লইন

পাদ্রি। যাহার জিনিস তাহাকে দিতে হয়। আমি লইব না। 'আমার' উহাতে প্রয়োজন নাই।

লোকটা। ( সকাতরে ) পিতঃ যাহার জিনিস তিনি ফেরত লইতে অস্বীকৃত। তিনি একজন মহাপুরুষ। পাপীর পাপ তিনি সর্বদাই মার্জনা করিয়া দিয়া থাকেন।

পাদ্রি। তবে তাহা তোমারই থাকুক। আর এমন কাজ করিও না।

লোকটা। তবে কি আমার পাপের মার্জনা হইবে? কপটতারও কি মার্জনা আছে?

( ক্রন্দন )

সরলপ্রাণ পাদ্রি। অনুতপ্তের সকল পাপই ভগবান মার্জনা করেন। বৎস! আমার আশীর্বাদ লইয়া যাও। তোমার মার্জনা হইল।

( লোকটার ক্ষিপ্রগতিতে প্রস্থান। )

হরেন—অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

নিতাই—কি আর বোলবো ভাই! কথাটা শুনে একেবারে "থাক্‌-শক্তি রহিত" হয়েছি।

(৩) পুকুরের অধিকারী—মশাই, এ পুকুরটীর মাছ ধর্‌বেন না। আমি এ পুকুরটীর কাহাকে মাছ ধর্‌তে দিই না।

অবৈধ ভদ্রলোক ( ছিপ ফেলিয়া উপবিষ্ট)—মশাই রাগ কর্‌বেন। আমি এখানে মাছ ধর্‌চি না।

অধিকারী—প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি আপনার হাতে ছিপ রয়েছে, তবুও অস্বীকার কর্‌ছেন আশ্চর্য্য! বুঝলুম না।

ভদ্রলোক—( বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও একটীও মাছ ধরিতে পারেন নাই)—মশাই, হাতে ছিপ আছে সত্য, কিন্তু আমি সেই ঘণ্টা ধরে আপনার মাছদের কেবলি উপাদেয় জিনিস খাওয়াচ্ছি।

( উদ্ধৃত )

অবৈধ।

( ইসলাম শাস্ত্রে )

(১) উদ্ভিজ্জের মধ্যে যে গুলি মাদকতা বা মাদকতা উৎপাদন করে, বা যে গুলি বিষাক্ত, তৎসমুদয় ভক্ষণ করা অবৈধ।

(২) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যাহারা মরা মাংস ভোজন করে, সেই সকল হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করা অবৈধ। মাংসভোজী জীব যথা বাঘ, ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, কুকুর, হস্তী ইত্যাদি।

(৩) পক্ষী জাতির মধ্যে শ্যেন, পেচক, শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণ, যাহারা অন্য পক্ষী বা ক্ষুদ্র জন্তু বধ করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করা অবৈধ।

(৪) গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি সরীসৃপ জাতীয় জীব মাত্রই ভক্ষণ করা অবৈধ।

(৫) গর্দ্দভ, অশ্বতর, ঘোড়া প্রভৃতি ভোজন করা অবৈধ।

(৬) কীট ও পতঙ্গ জাতীয় জীবগণের মধ্যে পঙ্গপাল ব্যতীত অপর সমস্তই ভক্ষণ করা অবৈধ।

(৭) জলজন্তুর মধ্যে মৎস্য ব্যতীত অপর সমস্তই ভোজন করা অবৈধ।

(৮) যে সকল জীব ভোজন করিতে শাস্ত্রীয় বিধি আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে মৎস্য ব্যতীত অপর কিছু মৃত হইলে ভোজন করা অবৈধ।

(৯) জীবহত্যা কালে যে রক্ত ক্ষত স্থান হইতে বহির্গত হয়, তাহা ভোজন করা অবৈধ।

(১০) মাদক দ্রব্য মাত্রই সেবন করা অবৈধ।

(১১) ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ না করিয়া বা অন্যের নাম উচ্চারণ করিয়া কোন জীব বধ করিলে তাহা ভোজন করা অবৈধ।

(১২) স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র ব্যবহার করা অবৈধ, অঙ্গুরীয় পরিমাণ রৌপ্য ব্যতীত স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত কোনরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে অবৈধ। রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে অবৈধ। রেশম নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার পুত্র সন্তানদিগকে পরিধান করানও অবৈধ।

(১৩) সকাম দৃষ্টিতে পর স্ত্রী দর্শন বা স্পর্শন অবৈধ। পরস্ত্রী স্পর্শন কাম না হইলেও অবৈধ।

১৪। পুরুষগণের নাভিস্থল হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত দর্শন ও স্পর্শন অবৈধ।

১৫। যাহাদের সহিত বিবাহ হওয়া শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ, তাহাদের উদর পৃষ্ঠদেশ বা জানু দর্শন অবৈধ।

১৬। অন্য কাহাকেও ঈশ্বরের ন্যায় সর্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান করা বা তাঁহার ন্যায় ভক্তি করা অবৈধ। কোন বাসনা পূরণের জন্য ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করা বা কোন সঙ্কটের সময় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে আহ্বান করা অর্থাৎ ভক্তি, পূজা প্রভৃতি প্রদর্শন কালে অন্য কাহাকেও ঈশ্বরের তুল্য সম্মান করা অবৈধ।

১৭। বিনা দোষে কাহাকেও বধ করা, উপপত্নী গ্রহণ করা, এবং সতীর সতীত্বে অন্যায় পূর্ব্বক দোষারোপ করা অবৈধ।

১৮। ধর্ম্মযুদ্ধে বিধর্ম্মী সৈন্য দ্বিগুণের অধিক থাকিলে পলায়ন অবৈধ।

১৯। ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র প্রয়োগ করা বা করান অবৈধ। পিতৃহীন বালক বালিকার সম্পত্তি অন্যায় পূর্ব্বক ভোগ করা এবং পিতা মাতাকে দুঃখ দেওয়া অবৈধ।

২০। মক্কার অধিকারের মধ্যে যে সকল কার্য্য করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তথায় সেই সকলের অনুষ্ঠান অবৈধ।

২১। কুসীদগ্রহণ, পরদ্রব্যাপহরণ, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান ও সাক্ষ্যদানকালে সত্য বিষয় গোপন অবৈধ।

২২। শাস্ত্রাদেশ ব্যতীত রোজোপবাস ভঙ্গ করা, ঈশ্বরের উপাসনা না করা, বা অসময়ে করা অবৈধ।

২৩। সঞ্চিত ধন অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি সঞ্চিত সম্পত্তি থাকিলে শতকরা বার্ষিক ২।০ আড়াই টাকা হিসাবে দরিদ্র ও ফকিরদিগকে না দেওয়া, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মক্কা তীর্থে গমন না করা, আত্মীয় কুটুম্বদিগের সহিত আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা ভঙ্গ করা, ক্রয় বিক্রয় কালে দ্রব্যের ওজন কম বেশী করা, অনর্থক কাহারও সহিত কলহ করা, ভগবান ও ভগবৎ প্রেরিত মহাত্মা মহম্মদ, তাঁহার স্ত্রী, বংশধরগণ ও বন্ধুবান্ধবগণকে ভৎসনা করা, হেয়জ্ঞান করা, মন্দ ভাব বা অভিশাপ দেওয়া একান্ত অবৈধ।

২৪। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সদুপদেশ না দেওয়া, অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে না বলা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতিজ্ঞাপালন না করা, কোরাণ মুখস্থ করিয়া ভুলিয়া যাওয়া, জীবিত জন্তুকে অগ্নিতে দগ্ধ করা, স্ত্রী হইয়া স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা, স্বামী হইয়া পত্নীর প্রতি অত্যাচার করা, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ জন্মাইয়া দেওয়া, ধর্ম্মোপদেশ অবজ্ঞা করা, ঈশ্বরের দয়া লাভে নিরাশ হওয়া, তাঁহার ক্রোধদণ্ড হইতে ভীত না হওয়া, পণ রাখিয়া খেলা করা, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে কোন জন্তু বলিদান করা, ভগবান ভিন্ন অপরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য কোনও জন্তু তাঁহার পূজার্থ উৎসর্গ করা, গর্ব্বিত হওয়া, মনে মনে আত্মগৌরব করা, ছলনা প্রতারণা বা বঞ্চনা করা, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করা, অহঙ্কার, দ্বেষ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া রোজা নমাজ প্রভৃতি দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য ও শাস্ত্রীয় বিধিকে অবজ্ঞা করা বা বিধি সঙ্গত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হওয়া, কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করা, খাদ্য বস্তুকে অখাদ্য ও অখাদ্য বস্তুকে খাদ্য জ্ঞান করা, ধর্ম্মকার্য্যে দোষারোপ বা বিঘ্ন উৎপাদন করা, ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য অন্যের নিকট গোপন করা, ন্যস্ত ধন অস্বীকার করা, যাহাদিগকে বিবাহ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করা, ধর্ম্মমন্দির ভঙ্গ করা, অশুচি হইয়া নমাজ পড়া, গোপনে কাহাকেও অন্যের দোষ জ্ঞাপন করা, বিধর্ম্মী, পাপী বা অসদাচারীদিগকে ভয়ের বিশেষ কারণ ব্যতীত মান্য করা, শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত ব্যবস্থা দেওয়া, চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা ব্যতীত চিকিৎসা করা, সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণের উপদেশ গ্রহণ না করিয়াই নিজের জ্ঞান হইতে কোরাণের অর্থ করা, সৈয়দ বংশীয়দিগকে ঘৃণা করা, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে নিন্দা করা, মুসলমান জাতিকে মনে মনে মন্দ ভাবা, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা, যে স্থানে কোরাণ পাঠ হইতেছে তথায় অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা, বিনা কারণে কাহারও নিন্দা করা বা ঐ নিন্দা শ্রবণ করা, জ্যোতিষীদিগের বাক্যে আস্থা স্থাপন করা, অপ্রকাশ্য বিষয় ভগবান ব্যতীত অন্যে জানে বলিয়া বিশ্বাস করা, ভগবানের প্রেরিত মহাপুরুষগণ, স্বর্গীয় দূতগণ, ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তক সকল, স্বর্গ ও নরক, পাপপুণ্যের তুলাদণ্ড, পোল সিরাৎ অর্থাৎ স্বর্গসেতু সমাধিতে দুঃখ লাভ এবং ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ পরকাল সম্বন্ধে অন্যান্য যে সংবাদ দিয়াছেন, ঐ সকলের মধ্যে কোনও একটী অস্বীকার করা, পেগম্বরের আদেশ ও মুসলমান ধর্ম্মের শাস্ত্রকারগণ একমত হইয়া যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ করা, শ্মশ্রু মুণ্ডন, গোঁফগুলিকে দীর্ঘ করণ, কোন রূপ বাদ্যবাদন, ইচ্ছাপূর্ব্বক গীত বাদ্য শ্রবণ, নৃত্য দর্শন, গায়ক বাদককে কোন বস্তু দান বা তাহার প্রশংসাকরণ, সতরঞ্চ খেলা, তাসখেলা ভোজবাজি বা আতসবাজি দেখান, অখাদ্যদ্রব্যের ভোজনকালে ভগবানের নাম গ্রহণ, মিথ্যাকথায় ঈশ্বরকে সাক্ষীকরা, বিধর্ম্মিগণের শাস্ত্রের সমর্থন করা, তাহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করা, তাহাদের দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ করা, পীর পেগম্বর প্রভৃতির নামে শিখণ্ড অর্থাৎ টিকা রাখা বা কোন জন্তু উৎসর্গ করিবে বলিয়া মনে মনে ইচ্ছা করা বিধর্ম্মী দিগের শীতলা বা অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করা, দাসদাসীদিগকে ঘৃণা করা, অবজ্ঞার সহিত কাহাকেও আহ্বান করা, সতত কাহারও মন্দ চিন্তায় বা নিজের শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পিতামাতার সেবা না করা, ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তিতে কৃপণতা করা অবৈধ।

হিন্দু শাস্ত্রে।

১। জীবিকার্থ পরপীড়ন করিবে না।

২। গীত বাদিত্রাদি ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে না।

৩। রূপ রসাদি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হইবে না।

৪। বেদাধ্যয়নের বিরোধী কোন কার্য্যই করিবে না।

৫। বিভব সত্ত্বে জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না।

৬। উদয় কালে, মধ্যাহ্নে, অস্ত সময়ে ও গ্রহণের সময় এবং বারিস্থ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

৭। বৎসরজ্জু লঙ্ঘন করিবে না।

৮। বৃষ্টি কালে দৌড়িবে না।

৯। জলে নিজ ছায়া প্রতিবিম্ব দেখিবে না।

১০। [illegible] উপবিষ্ট হইবে না। [illegible] শয়ন করিবে না।

১১। পত্নীর সহিত একত্র ভোজন করিবে না।

হাঁচি, জৃম্ভণ, ভোজন [illegible] কালে তাহাকে দেখিবে না।

১২। দেহে অঞ্জন দান, তৈল মর্দ্দন, ও প্রসব কালে এবং অনাবৃত অবস্থায় পত্নীকে দর্শন করিবে না।

১৩ এক বস্ত্রে ভোজন করিবে না।

১৪। উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবে না।

১৫। পথে, ভস্মে, গোষ্ঠে, কর্ষিত ক্ষেত্রে, জল, চিতা, পর্ব্বত, জীর্ণ দেবমন্দির, বল্মীক, সপ্রাণি গর্ত্ত ও নদীতটে অথবা গমন করিতে করিতে মূত্র ত্যাগ করিবে না।

১৬। বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ সূর্য্য, জল ও গরু সম্মুখে থাকিলে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

১৭। অগ্নিতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করিবে না, পা তাতাইবে না এবং ফুঁ দিয়া উহা জ্বালিবে না।

১৮। নগ্ন অবস্থায় স্ত্রী দর্শন করিবে না।

১৯। খট্টা প্রভৃতির নীচে অগ্নি রাখিবে না, উহা উল্লঙ্ঘন করিবে না ও পাদ দেশে অগ্নি স্থাপন করিবে না।

২০। প্রাণের পীড়াদায়ক কার্য্য করিবে না।

২১। সন্ধ্যাকালে ভোজন, গ্রামান্তর গমন করিবে না ও নিদ্রা যাইবে না।

২২। ভূমিতে রেখাদি অঙ্কিত করিবে না।

২৩। পুষ্পমালা নিজে উন্মোচন করিবে না।

২৪। জলে বিষ্ঠা, মূত্র, থুথু, রক্ত, বিষ অমেধ্যলিপ্ত বস্ত্র বা [illegible] প্রভৃতি প্রক্ষেপ করিবে না।

২৫। শূন্য ঘরে একাকী শয়ন করিবে না। নিদ্রিতকে জাগরিত করিবে না। রজস্বলার সহিত সম্ভাষণ করিবে না।

২৬। গরু জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিলে নিবারণ করিবে না বা কাহাকেও বলিয়া দিবে না। আকাশে ইন্দ্রধনু দেখিয়া দেখাইবে না।

২৭। অধার্ম্মিকগণের ও ব্যাধি বহুল গ্রামে বাস করিবে না, একাকী পথে যাইবে না, পর্ব্বতে বহুকাল বাস করিবে না।

২৮। সূর্য্য, রজো, চন্দ্রাদি কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত স্থানে বাস করিবে না।

২৯। বামহস্তে জল প্রভৃতি ইত্যাদি খাইবে না, তৃপ্তি করিবে না, সর্বদা উদক ও অন্ন কালে আসন করিবে না।

৩০। সুখা ... করিবে না, অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না, ... উৎসঙ্গে করিয়া খাইবে না।

৩১। ... করিবে না। ... করিবে না।

৩২। ... পাদ প্রক্ষালন করিবে না; ... পাদে ভোজন করিবে না, ... হইবে না।

৩৩। দুর্গম, দুরারোহ, রথ ও ... বাহনে আরোহণ করিবে না।

৩৪। বালাতপ ও প্রেতধূম লাগাইবে না, আসনে বসিবে না, নখ ও লোম ছেদন করিবে না, দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটন করিবে না।

৩৫। অকারণ মৃত্তিকা ও লোষ্ট্র মর্দ্দিত করিবে না, নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না, নিষ্ফল ও পরিণাম বিরস কার্য্য করিবে না।

৩৬। গো পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে না, অদ্বার দিয়া গ্রাম বা প্রাচীর বেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করিবে না।

৩৭। রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে বাস করিবে না।

৩৮। কদাচ অক্ষক্রীড়া করিবে না, পাদুকা হস্তাদি দ্বারা লইয়া যাইবে না; আসনে কোন পাত্র রাখিয়া, শয্যায় শুইয়া বা হস্তে প্রভৃত অন্ন লইয়া ভোজন করিবে না।

৩৯। সূর্য্য অস্তগত হইলে তিলের কোন বস্তু খাইবে না, নগ্ন অবস্থায় শয়ন করিবে না, উচ্ছিষ্ট লইয়া কোন স্থানে গমন করিবে না।

৪০। শুষ্ক পাদে ভোজন করিবে না, আর্দ্র পাদে শয়ন করিবে না, কখন দুর্গম স্থানে গমন করিবে না, কেশ, ভস্ম, অস্থি, খাপরা ইত্যাদি পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না।

৪১। পতিত, চণ্ডাল, মূর্খ, গর্ব্বিত প্রভৃতি লোকের সহিত বাস করিবে না।

৪২। অশুদ্ধ অধ্যয়ন করিবে না, শূদ্র নিকটে অধ্যয়ন করিবে না, রাত্রি শেষে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পুনরায় পরিশ্রান্ত হইয়া শয়ন করিবে না।

৪৩। রাত্রিকালে অতি শব্দের সহিত বায়ু বহিলে, ধূলি উত্থাপক বায়ু উঠিলে, বিদ্যুৎ গর্জ্জন ও বৃষ্টি একত্র উপস্থিত হইলে এবং উল্কাপাতে অধ্যয়ন করিবে না।

৪৪। শত্রু, মিত্র, অধার্ম্মিক, চৌর ও পরদার সেবা করিবে না।

৪৫। ক্ষত্রিয়, সর্প ও ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা করিবে না।

৪৬। আত্মাবজ্ঞা করিবে না।

৪৭। প্রত্যূষে বা প্রদোষে ও দিবা দ্বিতীয় প্রহরে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সহিত ও শূদ্রের সহিত গমন করিবে না।

৪৮। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, মূর্খ, বৃদ্ধ, কুরূপ, অর্থহীন ও হীনজাতি ব্যক্তিকে নিন্দা করিবে না।

৪৯। উচ্ছিষ্ট ও অশুচি অবস্থায় গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি ইত্যাদি দ্বারা স্পর্শ করিবে না। সুস্থ অবস্থায় অশুচি হইয়া সূর্য্যাদি গ্রহ দেখিবে না।

৫০। অকারণে নিজ ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র ও গোপনীয় রোম স্পর্শ করিবে না।

৫১। যে যে কর্ম্ম পরবশ, তাহা ত্যাগ করিবে এবং যাহাতে অন্তরাত্মার সন্তোষ হয় না, তাহা করিবে না।

৫২। আচার্য্য, বেদব্যাখ্যাতা, পিতা, মাতা, অপর গুরুজন, গো, ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বপ্রকার তপস্বী, ইহাদিগের প্রতিকূলাচরণ করিবে না।

৫৩। নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাদিগের কুৎসা, দ্বেষ, দম্ভ, মান ক্রোধ ও তীক্ষ্ণতা ত্যাগ করিবে।

৫৪। পরগাত্রে কদাচ দণ্ড উৎক্ষেপ করিবে না বা নিপাত করিবে না। ব্রাহ্মণ গাত্রে দণ্ড নিপাতাদি কদাচ করিবে না।

৫৫। দৈন্য দশায়ও অধর্ম্মে মতি করিবে না, ধর্ম্ম বর্জ্জিত অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে।

৫৬। বাক্‌পাণিপাদ নেত্রের চপলতা ত্যাগ করিবে, পরের অনিষ্ট বুদ্ধি করিবে না।

৫৭। পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিবাদ করিবে না।

৫৮। প্রতিগ্রহ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবে; সুবর্ণ ভূমি, অশ্ব, গো, বস্ত্র, অন্ন, তিল, ও ঘৃত গ্রহণ করিবে না।

৫৯। বিড়াল তপস্বী ও বক ধার্ম্মিককে জলও প্রদান করিবে না।

৬০। ধর্ম্মের অপদেশে পাপ করিয়া ব্রত আচরণ করিবে না, পরকীয় জলাশয়ে কদাপি স্নান করিবে না, পরকীয় যান, শয্যা, আসন, কূপ উদ্যান ও গৃহ না দিলে ব্যবহার করিবে না।

৬১। অশ্রোত্রিয়ের যজ্ঞে, গ্রামযাজক, স্ত্রী বা ক্লীব যে যজ্ঞে আহুতি দেয়, তথায় ব্রাহ্মণ কদাচ ভোজন করিবে না।

৬২। মত্ত, ক্রুদ্ধ, আতুরের অন্ন, কেশ কীট-দুষ্ট ও পাদস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না; ব্রহ্মহত্যা দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, পক্ষিস্বাদিত গোঘ্রাত অন্ন ও গণিকার ভোজন করিবে না। শুক, পর্যুষিত ও শূদ্রোচ্ছিষ্ট অন্ন ত্যাগ করিবে।

৬৩। অলাবু, লশুন, গৃঞ্জন (গাঁজর), ছত্রাক (বেঙের ছাতি), ও অমেধ্যপ্রভব বস্তু ভক্ষণ করিবে না।

৬৪। লোহিত বৃক্ষ নির্য্যাস (খয়িরাদি) খেজুর রস, চালিতা, নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধের ফেনা ক্ষীর; তিল সিদ্ধ অন্ন, সংযাব ঘৃত (ক্ষীর, গুড় ও গোধূম চূর্ণসিদ্ধ), অনর্চিত মাংস, অনিবেদিত হবিঃ ও নৈবেদ্য, অনির্দশা গাভীর দুগ্ধ, ভেড়ার দুধ, উষ্ট্রী দুগ্ধ, ঋতুমতী ও বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ, মহিষী ভিন্ন সমস্ত বন্য পশুর দুগ্ধ ভক্ষণ করিবে না।

৬৫। মাংসাশী পক্ষী, গ্রাম্যপক্ষী, পারাবতাদি ও টিট্টিভ শাবক ভক্ষণ করিবে না।

৬৬। চটক, প্লব, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, সারস, দাত্যূহ, শুক, সারিকা, রজ্জুবাল, দার্ব্বাঘাট প্রভৃতি প্রতুদ জাতি, শ্যেন প্রভৃতি জালপাদ জাতি, কোয়ষ্টিক, নখবিকির জাতি, বক প্রভৃতি মৎস্যাশী, শুষ্ক মাংস, বক, বলাকা, দ্রোণ কাক, খঞ্জন, নক্র প্রভৃতি জলজন্তু, বিড়্‌বরাহ ও মৎস্য ত্যাগ করিবে।

৬৭। যাহারা একাকী চরে, তাহাদিগকে, অজ্ঞাত মৃগ পক্ষীদিগকে ও শশকাদি ব্যতীত পঞ্চ নখ ভক্ষণ করিবে না।

৬৮। ধর্মার্থ কাম বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিবে না।

৬৯। মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, ভর্তৃবিচ্ছেদ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকাল নিদ্রা ও অন্যগৃহে বাস, এই ছয়টী চরিত্র দূষক স্ত্রীলোকে ত্যাগ করিবে।

৭০। স্ত্রী দেহ, মন, বাক্য ও কার্য্য দ্বারা পতির ব্যভিচার করিবে না।

৭১। পতি প্রবাসে গেলে, হাস্য, পরগৃহে গমন, উৎসব দর্শন, কেশ সংস্কার ইত্যাদি করিবে না।

ঈসাই শাস্ত্রে।

১। চর্ব্বি বা রক্ত খাইবে না।

২। সাক্ষ্য দিবার সময় কিছু গোপন করিবে না।

৩। শপথ করিবে না।

৪। যে সকল পশুর ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত নহে বা যাহারা রোমন্থন করে না এমন পশুর মাংস খাইবে না। যথা শশক, শূকর।

৫। যে সকলে জলজন্তুর আঁইস বা ডানা নাই, তাহা খাইবে না।

৬। পক্ষিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি খাইবেনা—চিল, দাঁড় কাক, পেচক, শকুনি, কোকিল, রাজহংস, বক, বাদুড়।

৭। পূর্ব্বোক্ত জন্তুগুলির মৃতদেহ স্পর্শ করিবে না।

৮। যে সকল জন্তু গুঁড়ি মারিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নকুল; ইন্দুর, কচ্ছপ বহুরূপী, টিকটিকি; শামুক, ছুঁচা প্রভৃতি।

৯। যে সকল জন্তু গুঁড়ি মারিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পেটে হাঁটে বা চারি পায়ে বা আরও বেশী পায়ে চলে, সে সকল জন্তু খাইবে না।

১০। যে কেহ তোমার নিকট সম্পর্কীয়, তাহাকে অভিগমন করিবে না। যথা পিতা, মাতা, পিতার স্ত্রী, ভগিনী, পিতার কন্যা, মাতার কন্যা, পুত্রের কন্যা, কন্যার কন্যা, পিতার স্ত্রীর কন্যা, মাতার ভগিনী, পিতার ভ্রাতা, পিতৃব্য পত্নী পুত্রবধূ ; ভ্রাতৃ জায়া।

১১। কোন স্ত্রীতে অভিগমন করিয়া তাহার কন্যা বা পৌত্রী বা দৌহিত্রীতে অভিগমন করিবে না।

১২। পত্নীকে কষ্ট দিবার জন্য তাহার ভগিনীর কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে উলঙ্গ করিবে না।

১৩। অপবিত্রাবস্থায় কোন স্ত্রীতে অভিগমন করিবে না।

১৪। প্রতিবেশীর স্ত্রীতে অভিগমন করিবে না। ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার করিবে না।

১৫। কোন পশুতে অভিগমন করিবে না।

১৬। পুতুল পূজা করিবে না বা ধাতু দ্রব্য দ্বারা দেবতা নির্ম্মিত করিবে না।

১৭। চুরি করিবে না। মিথ্যা কথা কহিবে না। ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিবে না, প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিবে না। বলপূর্ব্বক প্রতিবেশীর কোন দ্রব্য লইবে না বা অপহরণ করিবে না।

১৮। মজুরের পারিশ্রমিক প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি আটকাইয়া রাখিবে না।

১৯। কালাকে অভিশাপ দিবে না। অন্ধের পথে প্রতিবন্ধক রাখিবে না। অন্যায় বিচার করিবে না।

২০। যাহাকে ঘৃণা করিবে না। প্রতিবেশীকে ভর্ৎসনা করিবে না। তাহাকে পাপ করিতে দিবে না। প্রতিশোধ লইবে না। তোমার স্বজাতির সন্তানগণের বিরুদ্ধে মনে মনে আক্রোশ রাখিবে না।

২১। নানা প্রকার বীজ মিশ্রিত করিয়া বপন করিবে না; পশম ও সূতা মিশ্রিত বস্ত্র পোষাক প্রস্তুত করিবে না।

২২। যে স্ত্রীলোক ক্রীতদাসী এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই বা যে বাগ্দত্তা হইয়াছে, তাহাকে অভিগমন করিবে না।

২৩। কোন বৃক্ষ পুঁতিয়া চারি বৎসর তাহার ফল খাইবে না।

২৪। রক্ত মিশ্রিত করিয়া কিছু খাইবে না।

২৫। যাদু করিবে না।

২৬। মস্তকের কেশগুলি গোল করিবে না। দাড়ির ধার গুলি কাটিবে না। নিজের গাত্রের উপর কিছু দাগ করিবে না।

২৭। নিজের কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইবে না। যাদুকর বা ডাইনদিগের নিকট যাইবে না।

২৮। তোমার দেশে কোন বিদেশী লোক, আসিলে তাহাকে বিরক্ত করিবে না।

২৯। মাথা একেবারে কেশহীন করিবে না। দাড়ির কোণ একেবারে কামাইয়া ফেলিবে না।

৩০। বেশ্যা, ধর্ম্মহীনা বা পতিপরিত্যক্তা স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে না।

৩১। যাহা কিছু আঁতুড়ান, ক্ষত, কর্ত্তিত, তাহা ঈশ্বরকে দিবে না।

৩২। গাভী হউক বা মেষ হউক, মাতা ও শিশুকে একদিনে হনন করিবে না।

৩৩। ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ না করিয়া রুটী বা শুষ্ক শস্য বা কাঁচা শীষ কিছুই খাইবে না।

৩৪। ৭ম মাসের ১ম দিনে কোন কার্য্য করিবে না। আর ঐ মাসের ১০ দিন পর্য্যন্ত কোন হীন কর্ম্ম করিবে না। ... পূর্ণিমা মাঘ, ১৩১৬

---

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। [illegible] ... পর্য্যন্ত ... [illegible] ... যেন ... [illegible] ... দিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৬৬০ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ [illegible], হেঃ পঃ বেশিনিয়ার হাই স্কুল ৩০।১।১১

১৬৬১ " [illegible] লাল ভৌমিক, [illegible] ঐ

১৬৬২ " [illegible] আলি সাহেব, গোয়ালাড়ী ঐ

১৬৬৩ " [illegible] গ্রাম মাইঃ স্কুল ঐ

১৬৬৪ " রাম মোহন ঘোষ, [illegible] ঐ

১৬৬৪ " শশিভূষণ দাস, গৌপাড়ী ঐ

১৬৬৫ " ঠাকুর দাস মজুমদার বাবপুরহাট দি টি, স্কুল ঐ

৯৩১ " হেঃ মাঃ মাধবপুর স্কুল ঐ

১৬৬৬ " শ্যামাচরণ মুখোঃ, হেঃ মাঃ ঝিটকা বন

৮৭ " নীরদ চন্দ্র মজুমদার, দোগাছি ঐ

৭৫৫ " হেঃ পঃ কাবসা উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ

১১০৭ " হেঃ মাঃ কালীপুর মাইঃ স্কুল ঐ

১৬৭ " মহম্মদ দিদার বক্স, হেঃ পঃ আবাদপুর স্কুল ঐ

৮৬ " ব্রজলাল বন্দ্যো. হেঃ মাঃ হালসা মাইঃ স্কুল ঐ

১৬৬৭ " হেঃ মাঃ পঞ্চকুলি মাইঃ স্কুল ঐ

১৬৬৮ " ছাত্রবৃন্দ, দেবগ্রাম মাইঃ স্কুল ঐ

১৬৬৯ " অধর চন্দ্র চৌধুরী, বন হুগলি ঐ

১৬৭০ " যোগেন্দ্র নাথ চট্টোঃ পটকাবাড়ী ঐ

১৬৭১ " শরচ্চন্দ্র পাল, পাঁকরাইল ঐ

৭১১ " আবদুল জব্বর, সাঃ পোঃ ঠাকুরকোণা ঐ

১১২০ " অম্বিকা চরণ রায়, পাইকারহাটি ঐ

১৬৭২ " অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হেঃ মাঃ কাঁশিয়েগুলা ওক টেুনিং ২৮।২.১১

১৬৭৩ " অপর্ণা চরণ চক্রবর্ত্তী, কেণী হাই স্কুল ঐ

১৬৭৪ " হেঃ মাঃ বাঘাপাড় মাইঃ স্কুল ঐ

১০২৭ " হেঃ পঃ কলাই মধ্যঃ স্কুল ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, দ্বারা প্রতি ... মাসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, *Education Gazette Chinsurah.*

## প্রস্তুপত্র

সম্পাদকীয় মন্তব্য সমেত

### তীর্থযাত্রা [১৮০]

বস্তুতঃ কলঙ্কভাগী হইয়া, নিজ বুদ্ধিবলে যে সকল কর্ম কৃত হয়, তাহাতে আরবের যাত্রায় প্রায় লজ্জিত হইয়া পড়িতে হয়, এবং তাহা প্রায়শঃই দুঃখ, অনুতাপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ যতদূর আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা বিবৃত করা হইতেছে-

কোন এক ভদ্র সন্তান বিষয় কর্মোপলক্ষে বিদেশে অবস্থিতি করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বধর্মে আস্থা না থাকায় তাঁহার পত্নী তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্য যত্ন পাইতেন, তাহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও পতির তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ক্রমে এই বিরক্তির পরিণাম পতি-পত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়াছিল: পতি দারাপুত্র পরিবার বিসর্জন দিয়া ভিন্নদেশে চলিয়া গেলেন। পতিসেবাপরায়ণা পত্নীর তাহা সহ্য হইল না। তিনি তখন পতির অনুসরণে বহির্গত হইয়া, তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখেন পতিদেব, পরদার গ্রহণ করিয়া বিলাসসুখে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। কাজেই তাহার তখন দুঃখের আর সীমা রহিল না। অতঃপরত তাঁহার জন্য যখন তাঁহার সকল যত্ন বিফল হইল তখন তিনি সংসারাতীত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া কাশীবাসিনী হইলেন। কয়টী লোক সমাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া মহাপুরুষ কিছুকাল নিভৃত নিকেতনে অধিবাস করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে নির্গুণ নহেন, এক প্রকার চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট বহুদর্শিতাও জন্মিয়াছিল। তাই তাহাই অবলম্বন করিয়া দীন দুঃখীদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার যশঃসৌরভ তাহার জন্য বিস্তারিত হইয়া পড়িল। তখন কি ভদ্র, কি দরিদ্র সকলেই তাঁহার বাধ্য হইয়া উপকৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি উদ্যোগী হইয়া, সাধারণের হিতার্থ, এক দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া বসিলেন। চিকিৎসালয় উন্মুক্ত করিবার দিন যে এক বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার অনেক ভদ্রলোক এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে স্বীকার করিলেন, এই কার্যের জন্য তিনি তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিতেছেন। এবং তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য কয়েকজন গণ্য মান্য ব্যক্তিকে ট্রষ্টীরূপে নিযুক্ত করিতেছেন।

তাহার পর সেই ট্রষ্টীদের হস্তে কার্য্যাধিকার প্রদান করিয়া কিছুদিনের জন্য দাতা স্থানান্তরে গমন করেন। এই অবসরে ট্রষ্টীগণ ক্রমানুসারে সকল কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই কার্য্য সকল দেখিয়া দাতার চক্ষু খুলিয়া গেল। তাহারও বিবরণ অজ্ঞাত নহে। চিকিৎসালয়ের আশ্চর্য্যিক কার্য্য দেখিয়া এক ধনবান এক সহস্র টাকা মূলধন দান করিয়াছিলেন. আরো কেহ কেহ কিছু কিছু এককালীন দান করিলেন। তাহাতে চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। নিযুক্ত ডাক্তারের কার্য্যকুশলতা দর্শন করিয়া, ট্রষ্টীগণ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, স্থল বিশেষে ডাক্তার পুরস্কারও পাইতে লাগিলেন। তাহা লইয়া প্রথমে মতান্তর উপস্থিত হয়, দাতা কহেন উহা সাধারণের প্রাপ্য, ট্রষ্টীগণ কহেন, উহা ডাক্তারের নিজ উপার্জ্জিত ধন, উহা দান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, তারপরের অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তাহা খণ্ডাইবে কোথায়?

এই মত বৈচিত্র্য দেখিয়া দাতা নিজের তাঁহার নিজের করায়ত্ত করিয়া লইলেন। তাহা দেখিয়া ট্রষ্টীগণ উদাসীন হইয়া পড়িলেন, সুযোগ্য সম্পাদক অগত্যা তন্ত্র সংস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। এই অবসরে দাতা তাঁহাদিগের নামে এক ভিক্ষার ঝুলি বাহির করিলেন। ডাক্তারকে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার একান্ত প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ দিয়া তাঁহাকে রাজী করিলেন। এদিকে এক সপ্তাহ না যাইতে তাঁহাকে বিদায় পত্র দিয়া বাহির করিলেন। সম্ভবতঃ গোল এই স্থানে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। ট্রষ্টীগণ তাহা শুনিয়া অবাক হইলেন। সাধারণে এই কার্য্য কারণে বিশৃঙ্খলতা দর্শন করিয়া হাত গুটাইলেন। তখন দাতার চাতুরী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এখন ইহার পরিণাম আরো কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

এখানে দাতার মনের ভাব আর লুক্কায়িত নাই। এই সামান্য বিবরণী পাঠ করিলে বেশ বোধ হইবে, দাতা রাগের বশে স্ত্রীপুত্রদিগকে পথে বসাইবার জন্য এইরূপ একটা ভান করিয়াছিলেন, তাহার পর ভগবান তাহার মতিগতি ফিরাইয়া দিয়া ঘরের দিকে টান পড়াইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সাধারণে এই ব্যাপার দেখিয়া সুখী হয় নাই, এখনও কেহ ইহাতে দুঃখিত নহে। যাহাদের যাহা প্রাপ্য তাহারা তাহা পাইলেই সকলে সুখী হইবে এই আমাদের ধারণা। ঈশ্বর করুন—সেই অনাথা এখন সনাথা হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে ও নিরুদ্বেগে কাটাইতে সমর্থা হউক।

### রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ

প্রজাদের সেই দারুণ দুঃসময় দেখিয়া রাজকুমার গোপালবর্ম্মার বড় উপস্থিত হইল। তিনি এক সময় অবসর বুঝিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন।

পিতা পিতা! আপনি আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যে সময় বর দিতে উদ্যত হন তখন যে আমি সেইবর এখন আপনার কাছে থাকুক বলিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়াই আমি এখন সেই বর চাহিতেছি।

প্রভু! আপনি রাজ্য মধ্যে নানাকর্ম্মে কায়স্থদের নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহের নিত্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। ইহাতে সাধারণের এরূপ দারুণ অন্নাভাব ঘটিয়াছে যে প্রাণ বায়ু মাত্র অবশিষ্ট আছে। সকলেই এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়াছে। ইহা কি দেখিতেছেন না?

পিতৃদেব! এরূপ প্রজাপীড়নে ঐহিক পারত্রিক কোন প্রকার হিতলাভেরই সম্ভাবনা নাই। যদি বলেন পরকালের কথা দেখা যায় না, সুতরাং সে বিষয় বলিতে কিরূপে সাহসী হও; আচ্ছা সেই দুর্জ্ঞেয় পারত্রিক কথা ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু বর্ত্তমানে এখানে এই সকল কুকার্য্যে অনিষ্ট ভিন্ন আরতো কিছুই দেখা যাইতেছে না।

একদিকে প্রজাপুঞ্জের ব্যাধি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অসংখ্য বিপদ, অপর দিকে প্রজাপালক রাজেশ্বরের সর্ব্বগ্রাসী লোভ, ইহাতে উত্তরোত্তর দুঃখ বাড়াই বহিতেছে। যে রাজা লোভের একান্ত বশীভূত তাহার ঐশ্বর্য্য শীঘ্র বিলয় বলিয়া কেহই প্রশংসা করেন না, যেমন অকালে গাছের ফুল দেখিলে কেহ কি তাহাতে ফলের সম্ভাবনায় আদর করিয়া থাকেন।

রাজোপরের মধুর বাক্য ও দান সংবাদকে বশ করিয়া রাখে সত্য, কিন্তু লোক আসিয়া যদি উহার আগে আগে বিক্রম প্রকাশ করে তবে ঐ দুইটিরই বিনাশের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া থাকে।

যেমন আকাশে জলধর আসিয়া যেমন কালের দিবসের প্রতাপ পরিণাম ও সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করিয়া দেয় তেমনি রাজাদেরও লোভ আসিয়া জুটিলে প্রতাপ উত্তর কাল ও সমৃদ্ধিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। আরও একটী সত্য প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, যে ব্যক্তি দাস হইবার জন্য উদ্যম ছাড়িয়া দেয় তাহার আকাঙ্খাই ক্রমে উন্নত হইয়া উঠে। এবং যে প্রভু উপকৃত হইয়াও প্রত্যুপকার করিতে কাতর হন তাঁহার কোন ভৃত্যই প্রিয় কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় না। কিম্বা যে রাজার ধনরত্ন রাশীকৃত হইয়া কেবল জমিতে থাকে তাহার পরমাত্মীয়েরাও জীবন পর্য্যন্ত নাশ করিতে চেষ্টা পায়। তেমনি যাহার লোভ উন্নত হয়, সেই মূঢ়রাজার পরমশত্রুর মত ঐ লোভ সকল অনিষ্টই সহজে সবলে সাধন করিয়া থাকে।

"হে নরনাথ! রাজার আয়বহনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া এই যে সংবাহনামে নূতন কর বসান হইয়াছে উহা সাধারণের প্রবল শত্রুর মত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং একমাত্র লোভমূলক এই নূতন কর ভার উঠাইয়া দিউন।

শঙ্করবর্ম্মা পুত্রের এবম্বিধ সৌজন্যপূর্ণ সত্তেজ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্তে অধরোষ্ঠকে শুভ্র করিলেন ও মৃদুভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন।

হে বৎস! তোমার সৌজন্যপূর্ণ সুকোমল কথাগুলি আকৃতির অনুরূপই হইয়াছে, তোমার কথা আজি বহুপূর্ব্বের যে এক ঘটনা আমার অন্তরে স্মরণ করাইয়া দিতেছে তাহা শুন! দেখ বাপ! শিশুকালে আমার অন্তর দয়াপূর্ণ ছিল বলিয়া তোমারই মত প্রজা বাৎসল্য প্রচুরভাবে পোষণ করিত।

শৈশবে আমার পিতা দারুণ গ্রীষ্মের সময় আমাকে কম্বল প্রভৃতি গরম কাপড় ব্যবহার করিতে ও প্রবলশীতে পাতলা বস্ত্র পরিতে দিতেন এবং জুতা খড়ম না দিয়া আমাকে পায়ে হাঁটাইয়াই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতেন।

এক দিন মৃগয়ার সময় পিতারই আদেশে ঘোড়ার সঙ্গে ছুটিতে লাগিলাম, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল, দারুণ ক্লেশে আমার অন্তঃকরণ চক্ষুর্দ্বারে বাষ্প প্রকাশ করিয়া নিজের বেদনা জানাইল। ইহা দেখিয়া অপ্রেমর থাকিয়া পিতাকে কঠোর বাক্যে ভৎসনা করিল।

তাহাতে পিতা মহাশয় এই উত্তর দিয়া ছিলেন আমি অতি রাজার ছেলে থাকিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কালে সেবকদের সেবাকর্ম্মের যাতনা অনুভব করিতে পারি, কারণ সেকষ্ট আমার ভোগ হইয়াছে এবং সেই জন্যই প্রাণাধিক বৎসকে এই কষ্ট পাওয়াইতেছি। কারণ এই বালক নিজে শারীরিক কষ্ট ভুগিয়া থাকিলে পরের এরূপ ক্লেশ সহজেই বুঝিতে পারিবে। আর যদি এই বালক রাজার পুত্রের মতই বিনা চেষ্টায় বিনা ক্লেশে ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভোগাসক্ত হয় তখন জন্মাবধি দুঃখী থাকায় এরূপ মূঢ় হইয়া পড়িবে যে আর পরের কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই বুঝিবেনা, তাহাতে লোকের অভিশাপে পড়িয়া শ্রীভ্রষ্ট হইতে পারে।

দেখ বৎস! এইরূপ নানা সুকৌশলে যে আমি পিতা কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছি সেই আমার ও আজি রাজপদে বসিয়া ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে এরূপ অন্ধতা হইয়াছে যে, প্রজাদের যাতনা দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না যেমন জীব মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিলে গর্ভবাস কালের কঠোর যাতনা ভোগ ভুলিয়া যায় তেমনি আমিও রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছি, শৈশবে প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার কাছে শিক্ষিত সুনীতি সকল একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি।

বৎস! তুমিই আজি আমাকে একটী এই বর দাও যেন তুমি রাজ্য পাইয়া এমপেক্ষা অধিক প্রজাপীড়ন না কর।

কুমার গোপালবর্ম্মা পিতার বাক্যের শেষ অংশে এইরূপে উপহাস প্রাপ্ত হইলেন; সন্নিহিত ধূর্ত্ত রাজকর্ম্মচারীরা পরস্পরের মুখের দিকে পর স্পরে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে লাগিল এব কুমারের মুখে তাহাদিগের দৃষ্টি পড়িলে তিনি পিতৃ কৃত উপহাস মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

পুত্রের প্রতি রাজার ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া নিত্য সভাসদ ভরট বিখ্যাত কবিরা পাছে কোন দিন অপমানিত হইয়া বাহির হইতে হয় এই ভয়ে আগেই সেই গুণিগণের সংসর্গে পরাঙ্মুখ রাজাকে ছাড়িয়া জীবিকার জন্য উপায়ান্তর গ্রহণ করিলেন।

সেই পাপমতি নৃপতির কাছে সুকবিদের আর জুটিল না, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহে সামান্য একজন ভারিক (মুটে) লবট দুই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা বেতন বার্ষ্য বড় পদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

ঐ মুটে যে কতদূর ছোটলোক ও নীচমনে করিয়াছিল তাহা ইহা দ্বারাই প্রমাণ হইয়া ছিল যে তাহার সামনের মত অসংলগ্ন কথা ছিল কখন সে ভদ্রোচিত পরিশুদ্ধ কথা কহিতে পারিত না।

তাঁহার মন্ত্রী ভূপরাজের পুত্র বাক্ষী গৌণ বাপার পাকড়ী বান্ধা। তিনি রাজের আগাতে কর্মশী ঠেকাইয়া রাখিতেন ও অবিরত সভার চিন্তায় নিমিষ্ট থাকিতেন বলিয়া সর্ব্বদাই নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি আর্য্য ব্যক্তির উপযুক্ত সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই সভায় উপস্থিত থাকিতেন কিন্তু তাঁহার এই বেশ ঐ অবিনীত রাজার মনোরঞ্জনে বাধক হওয়ায় তিনি নাটকের নটের মত লাঞ্ছনাই পাইতেন, আদর গৌরবের বিন্দুমাত্র লাভ করিতেন না।

---

## সদালাপ (৩৩)

(১৫১) দেশের উন্নতি কিসে হইবে? (বিভিন্ন মতের মীমাংসা কোথায়) — কাহারও মতে বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়া দিয়া ভারতের সকলেই—ব্রাহ্মণ ও পরিয়া, চৈনদ ও পাদো বিবাহ সূত্রে মিশিলে ভারতের উন্নতি হইবে। কেহ বলেন ওতটা ভাল নয় তবে ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্রই এক, উহাদের নিজেদের ভিতরে প্রভেদ রাখা উচিত নহে। সেইরূপ অন্যান্য বর্ণেও মধ্যে প্রাদেশিক বিভিন্নতা উঠান সর্ব্বাগ্রে চাই। কাহারও মতে কল কারখানা শিল্প বাণিজ্য ব্যতীত ভারতের উন্নতি হইবে না। কাহারও মতে সর্ব্বসাধারণে—স্ত্রীপুরুষ সকলেই—শিক্ষিত না হইলে উন্নতি হইবে না। কাহারও মতে সকলেরই খৃষ্টান বা সকলেরই মুসলমান বা সকলেরই ব্রাহ্ম অর্থাৎ সকলেরই একধর্ম্মাবলম্বী হওয়া চাই। কেহ বলেন ইংরাজী শিক্ষার চর্চ্চা বৃদ্ধিতেই উন্নতি হইবে। কেহ বলেন হিন্দীভাষা সমগ্র ভারতের ভাষা না হইলে চলিবে না। কেহ বলেন সংস্কৃত এবং আরবী অধিকতর প্রয়োজনীয়। এ সকল কথার ভিতরে সাধারণ উদ্দেশ্য বিচারে, ধর্ম্মে ভাষায় শিক্ষায় অধিকতর সম্মিলন এবং সংসারের কার্য্যে অধিকতর উদ্যম। অতএব আসল কথা সম্মিলন ও উদ্যম। সুতরাং বিবাহে বা ধর্ম্মে মিলিতে না পারিলেও সহানুভূতিতে ইংরাজ ক্যাথলিক ও ইংরাজ প্রোটেষ্টাণ্টের ন্যায় দেশের কাজে সকলের মনের মিল হওয়া চাই এবং উহাদের ন্যায় স্ত্রীপুরুষ সকলেরই শিক্ষা ও উদ্যম চাই। কিন্তু এ সকলও অনেকটা বহিরঙ্গের

কথা। প্রকৃত কথা এই যে, ভারতবাসীকে "ভাললোক" হইতে হইবে। সত্যবাদী, সুসংযত, উদ্যমশীল, স্বদেশভক্ত, স্বধর্মরত, উদারমনা, কলহবিবর্জ্জিত, সুশিক্ষিত, কর্তব্যপরায়ণ হইতে হবে। ঐরূপ ভাল লোকের সংখ্যা, যে সমাজে বর্দ্ধিত হয় সেই সমাজেরই উন্নতি হয়। সুমতি এবং সদাচারসম্পন্ন হওয়ার জন্য যদি পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন হয় না, এবং ভাল লোকের আপনা হইতেই সৎকার্য্যে সম্মিলন হইয়া থাকে।

একজন মুসলমান মৌলবী বলিয়াছিলেন প্রকৃত ভাল হিন্দুর, ভাল মুসলমানের, ভাল খৃষ্টানের এবং ভাল বৌদ্ধের কোন বিবাদই নাই। যাহারা ধর্ম্মের "নাম" ধরে, কাজ (চিত্তশুদ্ধি) অন্তরে করে না, তাহারাই ঝগড়া করিয়া থাকে; তাহারাই সৎকার্য্যে উদ্যমহীন এবং তাহারাই সত্যভ্রষ্ট। ভাল জাতের কুকুরে অপর কুকুর দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করে না, সাধারণ কুকুরেই তাহা করে।"

মন ভাল কর, কাজ সব রকমেই ভাল হইবে। তখন তোমাকে কষ্ট না দিয়াও লোকের সহিত সম্পূর্ণ প্রীতিপ্রবণতা আসিতে পারিবে। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বা সৈয়দের বংশের অর্থাৎ অন্য কিছুরই গর্ব্ব করেন না। তাঁহারাই জানেন একদিন মাটিতে দেহ পরিণত হইবে তাই এখন হইতেই তাঁহারা মাটির মানুষ। উদরপরায়ণ মূর্খদিগের—যাহাদিগের আত্মাভিমান ও পর্ব্ব ধৃষ্টতা ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি নাই—তাহারাই গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

"ধর্ম্ম প্রচারকগণের" ভিতরে ভাল হওয়ার জন্য লিখিত হইয়াছে :—

যদা বিশুদ্ধমতিরত্র ভারতে
যদা পবিত্রা প্রকৃতি বিলোক্যতে
যদা সত্যং পূর্ববিধিঃ সমাদৃতঃ
তদাভবেদুন্নতিরত্র ভারতে ॥

হিন্দু মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, রাধাস্বামী পন্থী, পার্শি আর্য্যসমাজী সকলেই স্ব স্ব কুলধর্ম্ম পালন করিয়া এবং জন্মভূমির প্রতি ভক্তি পোষণ করিয়া সকল সম্প্রদায় একজোটে উদ্যম করুন। সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলেই সকলেরই মানসিক উন্নতি হয়—যেমন কাশী শ্রীভগবানের তীর্থে সৎপথে সকল সময় সকলেই সর্ব্বোচ্চ এবং তুল্যমূল্য (পরন্তু) ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ)। বাকি ও নিম্নস্তরের উন্নতি সাধন জন্য পূর্ব্বোক্ত সকল ভারতবাসীরাই যথাসাধ্য চেষ্টার দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করুন। হিন্দু আচার্য্যের সংখ্যা বাড়িল, কি মুসলমান সাধকের সংখ্যা বাড়িল, বা দেশীয় খৃষ্টান সাধকের সংখ্যা বাড়িল তাহার জন্য ক্ষুদ্র-বুদ্ধি বা ঈর্ষাপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণব গোস্বামী মুসলমান মৌলবী, খৃষ্টান পাদরী দশনামী সন্ন্যাসী, ব্রাহ্ম প্রচারক, আর্য্য সমাজী প্রভৃতি যাঁহারাই নিম্নস্তরের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং করিবেন তাঁহারাই দেশের প্রকৃত উপকার করিতেছেন এবং করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞানহীন নিম্নস্তরের লোকে যে ধর্ম্মই গ্রহণ না কেন তাহাতেই একটু উন্নত হইবে। "এবিষয়ে" মুসলমানেরাই আধুনিক ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা উপকার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী কাহার এবং উড়ে বা দুলে বেহারাগণ পাল্‌কী বহিবার সময় কিরূপ মুখ খারাপ করে এবং নদীয়া অঞ্চলে সেই শ্রেণীর মুসলমান বেহারাগণ কিরূপে "গেল দিন, গেল দিন" বা "আল্লার নাম, "আল্লার নাম" বলিতে বলিতে শরীর ও মন পবিত্র করিয়া পাল্‌কী বহন করে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের সুস্পষ্ট বোধ হইয়াছে যে মুসলমান ভারতে আসিয়া এখানকার অধিবাসীদের নিম্নস্তরে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা কতটা সভ্যতা এবং ভব্যতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুরও এ বিষয়ে উদ্যম বৃদ্ধির প্রয়োজন।

ফলতঃ ভাল লোকের সংখ্যা বাড়িলেই প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত মুসলমান বা প্রকৃত খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়িল বলিয়া ধরা যায়।

"স্বদেশী সকলেই যে ধর্ম্মেরই হউন না শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া জন্মভূমির গৌরবের কারণ হইতে পারেন।"—প্রত্যহ এই উদার ভাবে ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা দেশ শুদ্ধ সকল লোকেই করুন এবং সকলেই যথাযথ উদ্যমসহ আপন আপন কার্য্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করুন তাহা হইলেই দেশের অবস্থা দুই এক পুরুষের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন ইংরাজই শাসনগণ দেশীয়দিগের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য ঐশীশক্তিতেই পরিচালিত হইবেন। আন্দোলন বা চীৎকার কিছুই করিতে হইবে না।

শ্রীমৎভাস্করানন্দ স্বামী দেশের উন্নতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসীরা যেন একখানা বড় কাঠের তক্তা। উহাতে অনেকগুলি ভারী ভারী লোহার দণ্ড বাঁধা আছে বলিয়া এখন উহা তাহাদের ভারে জলের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে। উহাদের নানা প্রকার অধর্ম্মই সেই সব লৌহ দণ্ড। যেমন যেমন এক একটি লৌহ দণ্ড খসিয়া যাইবে (অধর্ম্ম হ্রাস হইবে) তেমনি তেমনি উহা আবার ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে।" অর্থাৎ দেশের লোক ভিতরে "ভাল" হইলে তবে সমাজের উন্নতি হইবে।

ভগবানে এবং তাঁহার "সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে" গাঢ় প্রেম হইতে সত্য পালন, সদাচার, সংযম, উদারতা, উদ্যম এই সকল গুণ পুনর্ব্বার আসিতে পারে। স্থায়ী ও দৃঢ়ভাবে পুরুষানুক্রমে মন ভাল করিবার উহাই একমাত্র উপায়। সকলেরই একধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত বা এক ভাষাভাষী হওয়ার প্রয়োজন নাই। ভগবানের এই সুন্দর বাগানে সবগুলিই আমগাছ কেন হইবে? সব ভাল গাছই থাকুক, সকলেই ফলশালী হউক সকল গুলিই সতেজ থাকুক। সমগ্র মানব সমাজের ভিতরে একত্ব (সকলেই ভাল লোক হইয়া) প্রস্ফুটিত হউক। উহাতেই সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়। ভারত এই মহাতত্ত্ব পৃথিবীকে শিক্ষা দিবে। বহুর মধ্যে একত্বই কি বিশ্বের সর্ব্ব প্রধান তত্ত্ব নয়? সম্পূর্ণ একত্বের চেষ্টায় সৃষ্টি রক্ষা হয় না—মহাপ্রলয় হয়।

(১৬০) বালক কাল হইতে ভয় ভাঙ্গান (জল প্রভৃতি সম্বন্ধে)—একটী বালক জাহাজে চড়িয়া বড়ই ক্রন্দন করিতেছিল। তাহাকে কোন উকীলের হুকুমে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার টানিয়া লওয়া হইলে সে বেশ চুপ করিয়া রহিল। শেখ সাদি এই বিষয়ের উল্লেখে বলেন যে ঐ কার্য্যে জল সম্বন্ধে উহার ভয় কমিয়া গেল এবং জাহাজ সম্বন্ধে উহার ভক্তির বৃদ্ধি হইল।

একদা একটী সরলমনা ছোট ছেলের জল সম্বন্ধে ভয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। বালকের নিজ বাড়ীতে একটী পুষ্করিণী থাকায় উহাকে সকলেই সেদিকে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেন। "ওদিকে যাইস্ না ডুবে যাবি।" ক্রমাগত এই কথা শুনিয়া শুনিয়া জলের কাছে গেলেই মহাবিপদ ঘটিবে উহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ায় বাড়ীর সকলের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে ৺কাশীতে রাজঘাট হইতে নৌকাযোগে যাওয়ার ব্যবস্থা হইলে বালক ৺গঙ্গার জল দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিল। নৌকায় তুলিলে আছাড় খাইতে লাগিল। "ডুবে যাব" "ডুবে যাব" এই মাত্র রব। তাহার মাতা বুঝাইলেন "আমরা সকলে যাইতেছি তুমি এত ভয় কেন করিতেছ?" ক্রন্দনের সহিত উত্তর, "তোমরাও ডুবে যাবে।" ঘাটে কত লোক স্নান করিতেছে দেখান

হইল। জলে থাকিলেই লোকে ডোবে না বা মরে না বুঝাইবার চেষ্টা হইল। বলা হইল "ওরা কষ্ট দিয়েছে?" সে কথা কে শোনে! বালক ক্রন্দন করিতে করিতে উত্তরে বলিল "এর পর ডুবে মরবে।" ইহাতে একবার সকলে হাসিল কিন্তু বালক কাঁদিয়া ফুঁপিয়া দম্‌ফেলানাসু কষ্ট পাইতেছিল। পরদিন ৺গঙ্গার ঘাটে উহাকে জোর করিয়া জলে ডুবাইয়া তোলার পরই জল সম্বন্ধে [illegible] [illegible] গেল। এবং অল্পদিন পরেই জলে [illegible] [illegible] করিল যে ভ্রান্তি [illegible] জন্যই তাহার কষ্ট হইল। ঐরূপ সকল লোকেরই হয়।

বৃথা ভয়টা তাহার গেল, কিন্তু সংযম ও সতর্কতা এবং সদ্ব্যবহারও প্রয়োজনীয়। বিধি নিষেধে ও সুশিক্ষায় সংযম রাখিতে হয়। ফলতঃ "ডুবিয়া যাইবে" বলাই ভুল। "লক্ষ্মী ছেলে! জলের ধারে যেও না" বারণ করিলাম, এমন কথা না শুনিলে মন্দ ছেলে হইবে, কাহারও আদর পাইবে না" এইরূপ শিক্ষা পূর্ণ বিধি নিষেধই নির্দোষ পথ। ইহাতে যে ভয় তাহা বিধির অপালনের জন্য। অধর্ম্মের জন্য। ইহাই স্থায়ী ভয়। অন্য প্রকার বৃথা ভয় একেবারে অনেক উচ্ছেদ করিতে পারে!

যাহারই সাহস আছে সে সব কারণে তাঁহার সম্বন্ধেই বৃথা ভয় থাকিবে না। রাজমিস্ত্রীরা নির্ভয়ে উচ্চ ভারার চড়ে; শ্রমজীবীরা কারখানায় বিবিধ কলের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে চলে, সাপুড়েরা সাধারণতঃ বিষাক্ত সর্প লইয়া এবং সার্কাসে সিংহ ব্যাঘ্র লইয়া খেলা করে! বড় নদীর এবং সমুদ্রতীরের লোকের জল সম্বন্ধে ভয় কম; প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখায় ভারতবাসীর রোগে মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় কম। ক্ষয়রোগীর এবং অন্যান্য এমনকি দেশের লোকের সামরিক মৃত্যুর সহিত সংস্রব এখন আমাদের অপেক্ষা অধিক—উহাদের অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় কম; শ্মশানবিহারী যোগীদিগের মৃত্যু ক্রীড়ার বস্তু; জাপানীরা বালকদিগকে মহানিশায় শ্মশানে বেড়াইয়া আসার অভ্যাস করায়; সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ফেরিওয়ালা, সর্দার, গাড়োয়ান, হোটেলের চাকর প্রভৃতি, পল্লীগ্রামের অনেক বড় বড় জমীদারদের অপেক্ষা ইংরাজদিগকে কম ভয় করে। কি ভাবে ও কতটা মাত্র ইংরাজ হইতে ভয়ের কারণ আছে, আর কতটা অকারণ বিভীষিকা তাহা উহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়া বুঝিয়াছে।

একদা হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কুক সাহেব গোঘাট থানায় ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক বুড়ী উচ্চরাস্তা হইতে তাড়াতাড়ি ঢালু দিয়া নামিতে গিয়া পড়িয়া গেল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "উহার কি মনে হইল যে উহার মাংস খুব নরম এবং তাহার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উহাকে আমি আস্ত খাইয়া ফেলিব! এত চওড়া রাস্তা হইতে অমন করিয়া নামিতে গেল কেন?"—অচেনা জিনিসে এমনি একটা অসঙ্গত ভয়ই হয়।

ভগবানের উদ্ধর্দিক—পুণ্যের দিক—ভয়শূন্য, এবং আনন্দময়; অধর দিক পাপের, নিরানন্দের, অশান্তির এবং কষ্টের দিক। স্বরূপ উপলব্ধিতে আর ভয় থাকে না। প্রকৃত পক্ষে কাহারই কিছু কোন প্রকার অনিষ্ট করিবার সাধ্য ত নাই। যাহা অনিষ্ট বলিয়া মনে হয় তাহাই কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া দোষে মুক্ত করে। সুতরাং সমস্ত শক্তির আধার মঙ্গলময়েরই উপলব্ধি সকল ভয়ের জিনিসের ভিতরেই করিতে চেষ্টা করিব। ভয়ের বিষয়কে একটু সাহস করিয়া ছুঁইলেই সে উপলব্ধি পাইবে। চাঁদের আলো এবং ছায়ায় কে না ভূত দেখিয়াছেন? এবং কেইবা একটু সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকিলে সে ভ্রম দূর করিয়া লইতে পারেন নাই? তবে একথা ঠিক যে যেমন ভয় রাখিতে নাই, তেমন কোন মতেই সংযম ছাড়িতে নাই। সংযম ছাড়াই প্রকৃত দুঃখের ও ভয়ের কারণ।

(১৬১) অধর্ম্মে উন্নতি অস্থায়ী (রঘুনাথ রাও পেশোয়ার বংশ) রঘুনাথ রাও পেশোয়া এবং তাঁহার পত্নী আনন্দীবাই একান্ত ক্রূরমতি এবং অধার্ম্মিক ছিলেন। রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে পেশোয়ার শরীররক্ষী সেনাদের বিদ্রোহে পেশোয়া ও নারায়ণ রাও নিহত হইলে তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও মহাত্মা প্রথমবাজীরাও পেশোয়ার আসন কলঙ্কিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। আনন্দীবাই সেই দিনই প্রকারান্তরে নারায়ণ রাওয়ের বিধবা পত্নীকে বধ করিলেন। তিনি তখনই প্রচার করিয়া দিলেন যে মৃত পেশোয়ার পত্নী বলিয়াছেন যে তিনি স্বামীর দেহের সহিত সহমৃতা হইবেন! পতির ঐরূপ মৃত্যুতে বজ্রাহতা সতীর নিকট তখন সংসার শূন্য বোধ হইতেছিল। জীবনে স্পৃহা বা কোন কিছুরই জ্ঞান ছিল না। যখন পরিচারিকাদের মুখে শুনিলেন যে তাঁহাকে সরাইয়া নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য তাঁহার নিজের সহমৃতা হওয়ার কোন ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব্বেই অপরে সেই কথা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে, তখনই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বলিলেন "ভাইত, এত দুঃখের ভিতর যে এত আনন্দের উপায় রহিয়াছে, আমার পাপ মন তাহা দেখিতে পায় নাই। আমি সকলের সকল দোষ মার্জ্জনা করিলাম। চন্দনে অপারের শূন্য সেই আনন্দধামে অনন্ত মিলনে থাকার চেয়ে প্রকৃত পক্ষে কিছুই ত প্রার্থনীয় নাই। রাজরাণী তথা বিধবা হইয়া শত্রু পুরীতে অনাথা অবস্থায় থাকাতেই না কষ্ট!"

এই ক্রূরমতি দম্পতীর (রঘুনাথ রাও এবং আনন্দবাই এর) পুত্র শেষ বাজী রাও পেশোয়া তাঁহার অব্যবস্থিত চিত্তের, কুটিল মন্ত্রণায় এবং কপট ব্যবহারের ফলে রাজ্যনাশ হইল এবং কানপুরের নিকট বিঠুরে ইংরাজরাজের পেনসনে সুদীর্ঘজীবন অশান্তিতে এবং কষ্টে কাটিল।

ইঁহারই দত্তক পুত্র রক্তপিপাসু নানা সাহেব। রঘুনাথরাও এবং শেষবাজীরাও অধর্ম্মে একবার খুব বাড়িয়া উঠিয়া ছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। নানা সাহেবও মিউটিনির সময় খাস করের বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সাহায্যে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। পেনসন বন্ধ করার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপরে তাঁহার যে ক্রোধ হইয়াছিল তাহা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা যত ইংরাজকে হাতে পাইয়াছিলেন তাহাদের স্ত্রীপুত্র কন্যাসহ অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড সাধনা করিয়া "নানা" নামকে তিনি চিরদিনের জন্য স্বদেশীদিগের লজ্জার কারণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহাপাতকের ভার ভিন্ন আর কিছুই ত লাভ করিতে পারেন নাই! ইংরাজের রাজ্যও যায় নাই, ইংরাজের সংখ্যাও কমে নাই—পেশোয়া রঘুনাথরাওএর পৌত্রস্থানীয় নানা সাহেব পাপের ভরা পূর্ণ করিয়া সম্ভবতঃ নেপালের জঙ্গলে অনাহারে বা হিংস্র জন্তুর হস্তে মরিয়াছেন!

ধর্ম্মই ধারণ করে বা রক্ষা করে। সকল জাতির এবং সকলবংশের এবং সকল কালের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃসপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মের দ্বারাও লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার দ্বারা ইষ্টলাভ করে, এবং শত্রুদের জয় করে, কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হয়।

আপাতমধুর পাপ কার্য্যকালে বটে।
পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে।

... টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। আশুতোষ বর্ম্মা ... এক ব্যক্তি কলিকাতা পুলিশ আদালতে ... সম্বন্ধীয় ডিক্লারেশন দিতে গিয়াছিলেন। ... পক্ষ হইতে এই জানান হয় যে, উক্ত ... বাবুর পিতামহ "ষ্টাণ্ডার্ড প্রেসের" স্বত্বাধিকারী ... ন; সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে এখন ... বাবুর উপর ঐ প্রেসের স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। এই ... তিনি "ডিক্লারেশন" দিতে উপস্থিত হইয়া- ... নূতন আইন অনুসারে তাঁহাকে ৫০০৲ ... জমা দিতে হইবে; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা ... তাঁহাকে ঐ দায় হইতে অব্যাহতি দিতে ...। মিঃ সুইনহো বলেন যে তিনি ঐ অক্ষ- ... ব্যবহার করিবেন না; সুতরাং তাঁহাকে ... জমা দিতে হইবে।

...পুরের "গুজরাট" পত্রিকার সম্পাদকের ... ১২৪ ক ধারা অনুসারে কেন মোকদ্দমা ... করা হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শন ... সম্পাদককে আদেশ করা হইয়াছিল। ... প্রার্থনা করায় তাঁহার নামে মোকদ্দমা করা হয় নাই।

---

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

শাসন—ছারবঙ্গের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ ... উক্ত জেলায় মাঃ ও কঃ হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ... মাঃ মিঃ নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যো হাজারিবাগের ... স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু ভূপতি চক্রবর্ত্তী ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। জঃ মাঃ মিঃ পিটাসন মানভূম সম্বলপুরের ডিঃ ও সেঃজজ হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ চাপম্যান ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। জঃ মাঃ মিঃ ম্যাক-ফার্সন ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ এইচ পি ডুভাল আই সি এস. অকার্য্য অতিরিক্ত ২৪ পরগণার অতিরিক্ত ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট হই-লেন।

বিচার—২৪পঃ আলিপুরের মুঃ বাবু রামলাল ... সম্বলপুরের সবজজ হইলেন। বাবু সচ্চিদা-নন্দ মুখো বি এল আলিপুরের মুঃ হইলেন। কৃষ্ণ-নগরের ছুটীপ্রাপ্ত মুঃ বাবু অতুল চন্দ্র ঘোষ যশো-রের সবজজ হইলেন, কিন্তু আপাততঃ হুগলীর অতিরিক্ত সবজজের কার্য্য করিবেন। রাঁচির মুঃ বাবু মন্মথনাথ মল্লিক ১ মাসের, মুঙ্গেরের মুঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টো ২, ১ মাস ১৪ দিনের, সম্বলপুরের সবজজ বাবু উপেন্দ্র নাথ দত্ত ৩ মাসের এবং যশোহরের সবজজ বাবু ... নাথ চট্টো ২ মাসের ছুটি পাইলেন।

জামুইয়ের সব ডেঃ কঃ মিঃ উইলিয়ম রাহা মুঙ্গেরের সদরে বদলী হইলেন।

শিক্ষা—স্কুলের সব ইনঃ বাবু ... লাল ২ মাস ১৩ দিনের ছুটী পাইলেন। স্কুলের ইনঃ পণ্ডিত, পণ্ডিত রামকিঙ্কর ... স্কুলের সব ইনঃ হইলেন। নাগরকান্দা ফরিদপুরের সব ইনঃ মৌঃ মকবুল ... এক বৎসরের শিক্ষানবীশিতে বাঁকুড়ার সব ইনঃ হইলেন। মৌঃ মঃ ... এই পদে নিযুক্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। বাবু শরচ্চন্দ্র সেন বাঙ্গালা অনুবাদের আফিসের আসিষ্টেন্ট পাকা হইলেন।

---

## MATRICULATION EXAMINATION, 1910.

## ENGLISH.

### FIRST PAPER PART I.

Candidates are required to give their own words as far as practicable.

The figures in the margin indicate full marks.

Translate into English any *two* of the following three passages:—

A

উইলিয়ম জোন্স ১৭৪৬ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার, তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে, পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং, তাঁহার শিক্ষার ভার তদীয় জননীর উপর বর্ত্তে। এই নারী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন। জোন্স, শৈশব-কালেই, অদ্ভুত পরিশ্রমশীলতা ও বিদ্যানুরাগিতার দৃঢ় প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে, যদি তিনি, কোনও বিষয় জানিবার অভিলাষে, আপন জননীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন, পড়িলেই জানিতে পারিবে। জ্ঞান-লাভ বিষয়ে আগ্রহাতিশয়, ও জননীর তাদৃশ উপ-দেশ, এই উভয় কারণে, অধ্যয়ন বিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে; ঐ অনুরাগ, বয়োবৃদ্ধি সহ-কারে, উত্তরোত্তর, অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম বৎসরের শেষে, তিনি হ্যারো নগরের পাঠশালায় প্রেরিত হয়েন; ... ১৭৬৪ ... অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ... বিশ্ববিদ্যালয়স্থ অন্যান্য বিদ্যার্থীর ন্যায় ... নষ্ট না করিয়া, অধ্যয়ন বিষয়েই ... থাকিতেন এবং বহুদর্শিতাপূর্ণ পরিশ্রম দ্বারা, ... নের নির্দ্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা, অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন। বাস্তবিক, তিনি এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার এক শিক্ষক ... করিয়াছিলেন, এই বালক, ... প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও, ... ও সম্পত্তির পথ প্রাপ্ত হইবেক, সন্দেহ নাই। (৩০)

B

পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানি রূপার থালার ন্যায় দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক উহা পৃথিবীর সদৃশ এক প্রকাণ্ড গোলাকার বস্তু। উহার ব্যাস ন্যূনাধিক ২১৬০ দুই শত ... ক্রোশ এবং উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ৪৯ ঊনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবী হইতে প্রায় ১,২০,৫০০ এক লক্ষ পাঁচ হাজার ছয় শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত আছে এই নিমিত্ত ক্ষুদ্র বোধ হয়। চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, উহার উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হয়, একারণ জ্যোতির্ম্ময় দেখায়।

চন্দ্র-মণ্ডলের উপরিভাগ সমান নয়, ... ন্যায় কোন স্থান উচ্চ কোনস্থান নিম্ন। ... চন্দ্রে যেমন বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর আছে, পৃথিবীতে সেরূপ নাই। উহার উপর যে সকল কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল বৃহৎ গহ্বর ও প্রান্তর নিম্নস্থান মাত্র। উহার মধ্যে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে না পারাতে, ঐ সকল গহ্বর ও নিম্নস্থল দীপ্ত পায় না। ঐ সমস্ত গহ্বরাদি উত্তর ও পূর্ব্বভাগেই অধিক। উহাদিগকে দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে নানাবর্ণের দেখায়। কোন স্থান ধূসর, কোন স্থান হরিৎ, কোন কোন স্থান বা আরক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া উহাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপণ করিয়াছেন।

চন্দ্রের যে যে স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায় তাহা উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত। উত্তর পূর্ব্বভাগে গহ্বর ও নিম্ন-স্থানই অধিক, কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগ পর্ব্বতপুঞ্জে পরিপূর্ণ। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা উত্তরোত্তম দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিয়া সমস্ত পর্ব্ব-তের আকার, প্রকার, শাখা, প্রশাখাদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছেন এবং উহাদের উচ্চ-

জেলা সাঁওতাল পরগণা

গেদালাল খাঁ। * দাঁড়িপর্বর্ণমেন্ট সভা, মহাবীর [illegible] * মহগমা গবর্ণমেন্ট, অজিতনাথ পাতর [illegible]গ্রাম, কালীপ্রসাদ মুদী * হিরণপুর গবর্ণ, [illegible] দে রুধর, মথিরম গোষেণ * (বালিকা) [illegible] বালিকা, আবজান বিশ্বাস * ( বালিকা ) [illegible] মিশন বালিকা।

৩ বৎসর স্থায়ী ফ্রিষ্টুডেণ্টশিপ

[illegible]প্রসাদ গোড্ডা, প্রেমলাল ভগৎ ঐ।

২ বৎসর স্থায়ী ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ

[illegible] গোমেন বেনাগড়িয়া. গোবিন্দ টুডু [illegible]ড়ি মিশন।

---

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটরীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা [illegible] ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে [illegible] কি কি এবং কতদুর পড়াশুনা করা হই[illegible] পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে [illegible] জানিতে চাহেন।

* [illegible] অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন [illegible] জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা [illegible] বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও [illegible] "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার [illegible] এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালী মতে [illegible] কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Hd master for the Saroatali [illegible] H E school Chittagong on Rs [illegible] rising to Rs 100. Must stick to the post for at least 2 years.

[illegible] F A Hd master for the Susony M [illegible] school :Dt Burdwan on Rs 20 with free lodging and boarding on private tuition. Village and post Susony Dt Burdwan.

A Mathematical teacher for the Juniadah H E school. A plucked B A [illegible] F A passed very strong in Mathematics preferred: pay according [illegible]ations. Apply, stating terms [illegible] master. The place is heal[illegible] the Ry station at Damuk[illegible] Juniadah via Damukdia [illegible]

[illegible] Entrance passed Hd master [illegible]ghara M V school :on Rs 8 [illegible] to Rs 12. Boarding and lodging [illegible] Apply to Babu Charu Chandra Halder Chairman Rudaghara M V school po Miksimil ( Khulna ).

An Entrance passed 2nd master for the Aided M E school at Deuly at present on Rs 15. Boarding and lodging free on private tuition. Preference to Mahishya and Mahomedan candidates. Apply to the Headmaster po Mokamtala Dt Bogra.

For Shrikhanda H E school a graduate 2nd master on Rs 40 a month quarters free Dt. Burdwan.

An F A Hd master for the Holudbari aided M E school on Rs 25. Po Haludbari.

An additional graduate Teacher on Rs 35—40 for the Kotechandpur H E school. Apply to the Headmaster, stating age and caste.

A B. A strong in Mathematics for the Rahamatpur H. E. school, Backerganje, on Rs 45—50 per month.

A Moulvi on Rs 15 rising to Rs 20 and an English teacher for the Jamalpour Hedayetia Junior Madrasa Moulvi having passed the final Madrasah and Knowledge in English will be preferable.

A graduate Asst Hd master ( Mathematics optional ) for the H E school Singur Dt Hooghly on Rs 45 per mensem with free board and lodging on tuition.

A teacher passed in Idiom and Pronunciation and in the Art of teaching for the Sahebgunge H E school. Pay according to qualifications.

A Hd master F A for the Patratha M E school on Rs 25 per month. Apply before 15th march to the Vice Chair man Dt. Board Munghyr.

A B A strong in Mathematics for for the Mahestala Govd aided H E school, on Rs 40 a month. Board and lodging free on Private tuition. The school is situated about 8 miles from Calcutta and is connected by rail. Mahestala po, Calcutta.

A graduate Hd master strong in English and Mathematics on Rs 75 per month Preference to an M A Victoria Academy Sherpur Town (Mymensingh ).

An undergraduate ( B A plucked ) capable of teaching Mathematics, Geography and Bengali in the higher classes as additional teacher on Rs 25 per mensem for the Goalando H E school Rajbari. Apply to the Hd master before 31st March 1910.

For the Shikarpur H E school, Nadia a B A and experienced F A teacher on Rs 50 and Rs 25—30 respectively. Po Shikarpur.

A B A strong in Mathematics for the K K Jnanada Institution, Khanakul, ( Hugly Dt ) on Rs 50 to 60 according to qualifications lodging and servant free.

A Hd master, 'A' course B A strong in English with experience to manage an H E school on Rs 50 to 65 per month according to qualification. There is a Boarding house attached to the school. Apply to Babu Purna Ch. Chatterji pleader, Magura (Jessore).

An F A Hd master for the Pargoyra Middle Madrassh on Rs 30 a month The place is 6 miles from the Mahimaganj station ( E B S R ) Apply to the Hd master Pargoyra Middle Madrassa, Gobindganj po, Rangpur Dt.

For the Prithiram High school Goalpara a graduate Hd master on on Rs 80 per month.

তালতলা মইং স্কুলের জন্য একজন ট্রেনিং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ নূতন প্রণালীতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত আবশ্যক। ত্রৈবার্ষিকের পক্ষে ১৮ টাকা ও দ্বৈবার্ষিক হইলে ১৫ টাকা বেতন পাইবেন। ব্রাহ্মণ হইলেই ভাল হয়। ২৩ নং ডকটর্গ লেন, কলিকাতা।

চন্দনপুর মইং স্কুলে একজন নর্ম্মেলোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৪ টাকা ও আবা। প্রাইভেট টিউশনী পাওয়া যাইবে। শ্রীভূপতিনাথ পাঁড়ে সহকারী সম্পাদক পোঃ চন্দনপুর কায়রাগ্রাম, জেলা খুলনা।

---

## কৌতুক-কণা।

গোলক ( রোগীর ভ্রাতা ব্যস্তভাবে )—ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, দাদা ঔষধ খেলে

করে আধ শিশি কালী খেয়ে ফেলে-
ছেন !

হাতুড়ে ডাক্তার (গম্ভীর ভাবে)—ব্যস্ত হবেন
না ! কোন ভয়ের কারণ নেই ! ওঁকে
এখনি খানকতক "ব্লটিং কাগজ" খাইয়ে
দিন—সব চুষে নেবে !

---

জনৈক নিঃসন্তান তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কোন "পাগলাগারদের উন্নতিকল্পে" দান করেন। তিনি 'উইলে' লিখিয়া যান "যাঁহাদের নিকট হইতে টাকা পাইয়া এই সম্পত্তি করিয়াছিলাম, তাঁহাদের দলেই পুনরায় ফেরত দিলাম !"

---

সাহেবের বাঙ্গালা জ্ঞান। অনুবাদ করিতে দেওয়া হয়।

(১) রাজা দশরথের তিনটী মহিষী ছিল।

তর্জ্জমা করা হয় :—King Dasaratha had three she-buffaloes.

এবং There was no fish in the pond ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করা হয় :—"ছিল একটা 'নিরামিষ' পুকুর।

---

জনৈক ভদ্রলোকের "স্মৃতি শক্তি" অত্যন্ত কম ছিল। তিনি কখন কাহাকে, কি নিমিত্ত টাকা কড়ি দিতেন তাহার কিছুই মনে রাখিতে পারিতেন না, প্রত্যহ রাত্রে "দৈনন্দিন হিসাব" লিখিবার সময় অতিশয় "গোলে" পড়িতেন, কিন্তু, তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে না পারিয়া অনর্থক তাঁহার চাকরদের সততায় সন্দিহান হইতেন। একদিন চাকরদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি "টাকা" টেবিলের উপর রাখিয়া বন্ধুর গৃহে বেড়াইতে চলিয়া যান।

বন্ধুটী (ভদ্রলোকটীর স্বভাব সম্যক্ জ্ঞাত থাকায়, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার শুনিয়া)—তুমি কি টাকাগুলি গুনিয়া রাখিয়া আসিয়াছ? কয়টা রাখিয়া আসিয়াছ?

ভদ্রলোকটী। শুনিয়াছিলাম বটে, ঐ যাঃ, ভুলে গেছি—। ভদ্রলোকটী "পড়েন ত উঠেন" "উঠেন ত পড়েন" এই ভাবে দ্রুতগতি নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ইহার পরে তাঁহার "সন্দেহ করা" রোগটীর কারণ যে নিজের ভুল তাহা বুঝিয়া উহা সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছিল !

---

[উদ্ধৃত]

## ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস।

বারাণসী নগরীর "নাগরী প্রচারিণী-সভা", "ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার সামগ্রী" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের রচয়িতাকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবার নিমিত্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন এবং আজমীরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয় ঐ প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সেই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী "নাগরী-প্রচারিণী সভার" মুখপত্র "নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা"য় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধ প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত চারিটী মুখ্য বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১। প্রাচীন সংস্কৃতপুস্তকসমূহ।

২। ইয়ুরোপ, চীন, তিব্বত ও সিংহলদেশীয় এবং মুসলমানদিগের ঘরে লিখিত প্রাচীন পুস্তকসমূহ।

৩। প্রাচীন শিলালিপি এবং তাম্রশাসন।

৪। প্রাচীন টাকা, মোহর, মুদ্রা (নামের মোহর) শিল্পাদি।

১। (ক) প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকাবলীর মধ্যে পুরাণের নাম সর্ব্বপ্রথমে করিতে হইবে। বিদেশীয়দিগের লিখিত গ্রন্থাদিতে অথবা প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে যে সকল রাজার নাম বা বংশাবলী পাওয়া যায় না,—এরূপ অনেক রাজার শৃঙ্খলাবদ্ধ বংশাবলী অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, সুতরাং প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গেলে পুরাণ হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড এবং শ্রীমদ্ভাগবত এই পাঁচখানি পুরাণ ইতিহাসের নিমিত্ত বিশেষ উপযোগী। এই সকল পুরাণে সূর্য্য, চন্দ্র, যাদব, শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, ও আন্ধ্রভৃত্য প্রভৃতি বংশীয় রাজাদিগের ধারাবাহিক বংশাবলী এবং কোন কোন রাজার কিছু কিছু ইতিহাসও পাওয়া যায়; এমন কি, শিশুনাগ, মৌর্য্য, শুঙ্গ, কাণ্ব এবং আন্ধ্রভৃত্যবংশের নৃপতিদিগের মধ্যে প্রায়ই প্রত্যেকের রাজত্বকাল উহাতে লিখিত আছে এবং উহাতে গুপ্তবংশীয় নরপতিদিগের বিবরণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পুরাণ গ্রন্থগুলির ত্রুটি এই যে, ইহাতে কোন সাল সংবৎ নাই এবং অনেক অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে একই সময়ে রাজ্যশাসনকারী রাজবংশসমূহের মধ্যে একবংশকে অপরের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুরাণের অংশ-বিশেষ অত্যন্ত আধুনিক। খৃঃ ১৮৯৭ অব্দে বোম্বাই নগরের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব্বে কলিকাতা ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইবার এবং অষ্ট কৌশল্য (পার্লামেণ্ট) দ্বারা রাজ্য শাসন হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়; কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষুতে এইরূপ বর্ণনার কিছুমাত্র মূল্য নাই ! এই পর্ব্বটী অতি অল্পকাল পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে এবং রচক মহাশয় তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা সমগ্র পুরাণখানিকে অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যেও অনেকগুলিতে এই প্রকার বর্ণনা আছে। এইরূপ অবিবেচক লেখকদিগের দোষে পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, পুরাণগুলি এ পর্য্যন্ত সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই। উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়া এই গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হইলে, ঐতিহাসিকগণের বিশেষ উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই ;

[খ] রামায়ণ এবং মহাভারত। এই দুই প্রকাণ্ড গ্রন্থে রঘু এবং কুরুবংশীয় নৃপতিগণের বিস্তৃত বিবরণ এবং তৎকালীন দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা, যুদ্ধপ্রণালী, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়।

[গ] রাজতরঙ্গিণী। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস বলিতে সংস্কৃত ভাষায় এই একখানি গ্রন্থই বিদ্যমান আছে। ইহা কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস। অমাত্য চম্পকের পুত্র কল্হণ পণ্ডিত খৃষ্টীয় ১১৪৮ অব্দে ইহার প্রথম খণ্ড প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রথম খণ্ডে প্রথম গোনন্দ হইতে সুস্সল-পুত্র জয়সিংহের বিবরণ পর্য্যন্ত লিখিত আছে। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে এই পুস্তকের বড় মান, তথাপি কতকগুলি বিবেচনার বিষয় আছে। কল্হণ লিখিয়াছেন যে, গোনন্দ মহারাজ কলিযুগ সংবৎ ৬৫৩ অব্দে [২৪৪৮ খৃঃ পূঃ] বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইনি অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই হেতু সময় পূর্ণ নিমিত্ত পণ্ডিত মহাশয়কে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে। তিনি অনেক রাজার পরমায়ু নিজ কল্পনানুযায়ী অসম্ভব প্রকার চড়াইয়া দিয়াছেন,—এমন কি

...ন্ত্রের মতানুসারে রণাদিত্য ৩০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন! এই গ্রন্থকর্ত্তা মৌর্য্যবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ অশোক মহারাজকে তাঁহার প্রকৃত সময়ের ... বৎসর ও হূণরাজ মিহিরকুলকে ১১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজত্বকাল সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না।

খৃষ্টীয় ১৪৭২ অব্দে জোনরাজ নামক পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত করেন। কহ্লণ পণ্ডিত যে স্থানে তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, জোনরাজ ঠিক তথা হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়া আপন সময়ের ঘটনাবলী উহাতে সন্নিবিষ্ট করতঃ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থে জয়সিংহ হইতে কোটারাণী পর্য্যন্ত হিন্দু নরপতিগণের এবং তাহার পর মুসলমানদিগের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। জোনরাজের পর তাঁহার শিষ্য শ্রীবর পণ্ডিত খৃঃ ১৪৭৭ অব্দে তৃতীয় খণ্ড রচনা করেন এবং তাঁহার পরে প্রাজ্যভট্ট চতুর্থ খণ্ড রচনা করতঃ আকবর বাদসাহ কর্তৃক কাশ্মীর বিজয়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া উহা সমাপ্ত করেন। রাজতরঙ্গিণী সম্পূর্ণ চারিখণ্ড প্রথমে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক মুদ্রিত হয়, পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ষ্টীন (M A Stein, PH. D) কহ্লণ রচিত প্রথম খণ্ড অতি বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত করেন পরে বোম্বাই সংস্কৃত সীরিজ গ্রন্থাবলীতে উহার চারিখণ্ডই মুদ্রিত হইয়াছে।

(খ) ঐতিহাসিক কাব্যাদি। পুরাণে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন রাজগণের বংশাবলী পাওয়া যায়, তাহার পর তিন চারি শত বৎসরের আদৌ কোন লিখিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না; পরে পুনশ্চ সপ্তম শতাব্দী এবং তাহার পরে কতকগুলি কাব্য নাটক চরিতাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সেই সকল পুস্তক হইতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ পুস্তকের মধ্যে;—

(১) হর্ষচরিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং মহাকবি বাণভট্ট রচিত। এই কবি কনোজ এবং থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ বৈশ্যবংশীয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের আশ্রিত ছিলেন এবং তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন এবং তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে মৌখরী-বংশীয় নরপতিগণের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, কারণ, মৌখরী রাজ অবন্তী বর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত হর্ষ ভগিনী রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয় এবং উক্ত গ্রহবর্ম্মার মৃত্যুর বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। বাণভট্ট নিজ প্রত্যক্ষী কৃত ঘটনা সমূহ এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন। ইহাতে হর্ষবর্দ্ধনের জন্মের মাস, পক্ষ তিথি, নক্ষত্র এবং সময় পর্য্যন্তও আছে। কিন্তু নাই কেবল সম্বৎ। বোম্বাই নগরের "নির্ণয়সাগর" প্রেসে ইহাই মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) গৌড়বহো (প্রাকৃতভাষায় কাব্য)। কনৌজের মৌখরী-রাজ যশোবর্ম্মার আশ্রিত কবি বাক্‌পতিরাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইহাতে কনৌজ রাজ যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়রাজা বিজয় এবং গৌড়-নরপতি নিধন বার্ত্তা লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি আকারে বৃহৎ হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে উহার তাদৃশ মূল্য নাই; কারণ, কবি যশোবর্ম্মার পিতৃবংশের নাম বা পরিচয় পর্য্যন্ত দেন নাই। এই পুস্তক বোম্বাইএর "সংস্কৃত সিরিজ" গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৩) মুদ্রারাক্ষস নাটক। অনুমান খৃষ্টীয় ৮৬০ অব্দে কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্ম্মার সময়ে বিশাখদত্ত কর্তৃক রচিত। ইহার উপাখ্যানভাগ গুণাঢ্য প্রণীত বৃহৎকথা হইতে গৃহীত। ইহাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে। বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪) নবসাহসাঙ্ক চরিত। সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্কদেবের রাজত্ব সময়ে পদ্মগুপ্ত পরিমল কবি আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ পুস্তক বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে সিন্ধুরাজ প্রথম বাক্‌পতিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মালবপ্রদেশে প্রামারবংশীয় রাজগণের নামাবলী এবং সামান্য সামান্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়।

(৫) বিক্রমাঙ্কদেব চরিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশ্মীর দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিল্‌হণ দ্বারা রচিত। ইহাও বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে সোলাঙ্কী বংশীয় তৈলপ হইতে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত নৃপতিগণের সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যায়।

(৬) রামচরিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশীয় পালবংশীয় রামপাল রাজার সান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী কর্তৃক রচিত। ইহাতে উক্ত রামপাল রাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যখানি দ্ব্যর্থঘটিত হওয়ায় রামায়ণপ্রসিদ্ধ রঘুকুলতিলক রাম এবং পালবংশীয় রাম উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে; এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা অবগত নাই।

(৭) দ্ব্যাশ্রয় কাব্য। ভট্টিকাব্যের অনুকরণে খৃষ্টীয় অনুমান ১১৬০ অব্দে প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র কর্তৃক রচিত। আচার্য্য মহাশয় স্বপ্রণীত "সিদ্ধহৈম" নামক ব্যাকরণের সূত্র সমূহের উদাহরণ এই কাব্যে গ্রথিত করিয়া উহা দ্বারা অনহিলবাড়ের সোলাঙ্কী রাজা কুমারপালের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহা বোম্বাই নগরীর "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮) পৃথ্বীরাজ বিজয়। পুস্তক অমুদ্রিত এবং অপূর্ণ থাকার জন্য গ্রন্থকর্ত্তার নাম জানিতে পারা যায় নাই;—কিন্তু তিনি যে চৌহান রাজ পৃথ্বীরাজের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নির্ব্বিরোধে বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজ যে যুদ্ধে নিজ অমিত বাহুবলে সাহাবুদ্দীন ঘোরীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়াছিলেন, সেই ঘোর সংগ্রাম লীলার স্মরণার্থ খৃষ্টীয় ১১৯০ অব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে চৌহানবংশের চাহমান হইতে পৃথ্বিরাজ পর্য্যন্ত নৃপতিদিগের বিশুদ্ধ বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং চৌহান বংশের প্রাচীন ইতিহাস রচনার নিমিত্ত এই গ্রন্থ যে বড়ই মূল্যবান, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক জোনারাজ এই পুস্তকের টীকা লিখিয়াছেন।

(৯) কুমারপাল চরিত। এই প্রাকৃত ভাষার কাব্যের কবি উল্লিখিত জৈনাচার্য্য পণ্ডিত প্রবর হেমচন্দ্র। ইহাতে স্বপ্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রসমূহের উদাহরণ প্রয়োগ ব্যপদেশে সোলাঙ্কী রাজা কুমারপালের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে।

(১০) কীর্ত্তি কৌমুদী। অনুমান ১২২৫ গুজরাট দেশের সোলাঙ্কীবংশীয় নরপতিগণের পুরোহিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সোমেশ্বর কবি কর্তৃক রচিত। ইহাতে অনহিলপুর পাটনের সোলাঙ্কীবংশীয় মূলরাজ হইতে দ্বিতীয় ভীমদেব পর্য্যন্ত এবং ধোলকার ঐ বংশীয় বাঘেল রাজপুত্র অর্ণোরাজ হইতে বীরধবল পর্য্যন্ত নৃপতিদিগের ইতিহাস এবং বীরধবলের বিখ্যাত মন্ত্রী বস্তুপালের চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এই কাব্য বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে।

এ রাসেরা শীঘ্রই উহার ফল এরূপ ভাবে লইতে থাকিবে যে সে বৃক্ষে আর ফল থাকিবে না। শেষে উহারা বৃক্ষটী কাঠের জন্য ছেদন করিয়া লইবে। অন্যায় কার্য্যে ইহতে পারে না।"

(১৬৮) দান গ্রহণে অশান্তি (ফকিরের রাজ্যলাভ —কোনও সম্রাটের সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে; তিনি মন্ত্রীদিগকে পর দিবস প্রত্যূষে যে ব্যক্তি প্রথমে নগরে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই রাজমুকুট ও রাজ্যশাসনের ভার দিতে বলিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই আদেশ অনুসারে মন্ত্রী ও অমাত্যগণ পর দিন প্রাতঃকালে একজন ফকিরকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার হস্তে কোষাগার ও দুর্গ অর্পণ করিল। ফকির যাবজ্জীবন ভিক্ষায়ে উদর পূরণ ও শতগ্রন্থি কন্থায় দেহাবরণ করিয়াছিল —এখন রাজ্য পাইয়া পরম সুখে কিছু দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু অচিরে সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও এবং দেশের আমির ওমরাওগণ তাহার বিরুদ্ধে ষড় যন্ত্র করিয়া, তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, তাহার শাসন হইতে অনেক প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজে নিজে অধিকার করিল। এই ঘটনায় ফকির মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল,—এমন সময় তাহার একজন বন্ধু আসিয়া তাহার অভ্যুদয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ফকির বলিল,—"ভাই! এ অভিনন্দনের সময় নয়, আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ কর। যখন তুমি আমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে, তখন আমি কেবল এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত ছিলাম, এখন আমার উপর এই রাজ্যের সমস্ত ভার ও ভাবনা পড়িয়াছে।" বন্ধু বলিল, "সময় মন্দ হইলে লোকে নানা কষ্ট পায়, আবার সম্পদে নানা বাসনার বশীভূত হয়। এই জীবনে কি বিপদ, কি সম্পদ—সকল অবস্থাতেই মনের অশান্তি। ধনাকাঙ্ক্ষা করিলে লোকে কি করিয়া শান্তি পাইবে? পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, ধনাদি কোনও দান গ্রহণ অপেক্ষা দরিদ্রের দৈন্যাবলম্বনই প্রশংসনীয়। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়া নানা চিন্তায় জর্জ্জরিত হওয়া অপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শান্তচিত্তে জীবন যাপন করা শ্রেয়স্কর।"

(১৬৮) উচ্চপদস্থ বন্ধুর সহিত ব্যবহার) মেশামিশি কমান।—এক ব্যক্তির এক বন্ধু রাজমন্ত্রী হইয়াছিল। এই উচ্চ পদ পাইবার কিছু দিন পরে, রাজমন্ত্রীর কোনও লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি রাজমন্ত্রীর সহিত এখন আর দেখা কর না কেন? তোমাদের মধ্যে কি মনান্তর ঘটিয়াছে? না তুমি তাঁহাকে পূর্ব্বের মত আর ভাল বাস না?" সে বলিল,—"ভালবাসিব না কেন? কিন্তু এখন তাঁর কাছে সর্ব্বদা গেলে সে হয়ত রাজকার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত আমার প্রতি একটু বিরক্ত হইতে পারে। যখন তাহার এ পদ আর থাকিবে না, তখন তাহার সহিত আবার সহজেই দেখা শুনা করা যাইবে।"

(১৬৯) সভায় নির্ব্বাচনে ভুল (অশ্বচিকিৎসা)—এক জনের চক্ষুরোগ হওয়াতে সে অশ্বচিকিৎসকের কাছে গিয়া ঔষধ চাহিল। চিকিৎসক অশ্বাদি পশুর চক্ষুরোগে যে ঔষধ সর্ব্বদা প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইত, তাহাই তাহাকে দিল। কিন্তু সেই ঔষধ ব্যবহারে সে ব্যক্তির চক্ষু অন্ধ হইল। সে চিকিৎসকের নামে কাজীর নিকট অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, "ইহার আর কি প্রতিকার করিব? গর্দ্দভ, না হইলে গর্দ্দভচিকিৎসকের কাছে কেন গিয়াছিলে?" ফলতঃ গুরুতর কার্য্যে অপারদর্শী লোককে নিযুক্ত করিলে কার্য্যহানি হয় এবং লোকের কাছে অবিবেকী বলিয়া অপদস্থ হইতে হয়। যে মানুষ বুঝে, তাহাকে কেহ সূক্ষ্ম রেশমের কার্য্যে নিযুক্ত করে না।

(১৭০) স্পষ্টবাদী ডাক্তার (প্রিন্স বিসমার্ক ও ডাঃ ভারচো)—জর্ম্মানির সম্মিলনের এবং অভ্যুদয়ের পথপ্রদর্শক মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ প্রিন্স বিসমার্ক বড় খিটখিটে মেজাজের লোক ছিলেন। একবার অসুখ কারণে বন্ধুরা বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ভারচোকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিয়মানুসারে রোগের সকল লক্ষণ এবং রোগীর আচার ব্যবহার খাদ্য নিদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল সংবাদ তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার জন্য প্রশ্ন লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্নের ঐ ফর্দ্দ দেখিয়াই প্রিন্স বিসমার্ক একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলেন, "আমি অত জেরার মধ্যে একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিব না। দেখিয়া বুঝিয়া যাহা হয় ঔষধ ব্যবস্থা করুন।" ডাক্তার অবিলম্বেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "সকল জর্ম্মনের ভক্তিভাজন অবিরত মানসিক পরিশ্রমশীল লোকের যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে হইবে মনে করিয়া আমি মানসিক ও শারীরিক সকল লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্নমালা পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি মূক জন্তুর ধরণে চিকিৎসা চাহিতেছেন। একজন অশ্ব চিকিৎসককে ডাকিলে সে আপনার কানে নাড়ী দেখিয়া ঔষধ ঠিক করিয়া দিয়া যাইবে।" বিসমার্ক তেজস্বী ডাক্তারের হস্ত দৃঢ় চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "যাইও না, আমি সকল কথারই উত্তর দিব। আমার মত দুরন্ত জানোয়ারের তুমিই একমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসক।" দুজনে চিরজীবন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ঐ দিন হইতে হইল।

---

## রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

সেই পাপিষ্ঠ রাজার পাপ কর্ম্মের পরিচয় দিতে ঘৃণা হইলেও বলিতেছি ঐ নরপশু পরের কথায় অপকারী স্থির করিয়া নির্দ্দোষী দার্ব্বাভিসারের রাজা নরবাহনকে রাত্রিকালে গোপনে হত্যা করিয়াছিল।

এইরূপ বিপথগামী রাজার উপর প্রজাদের মনোবেদনায় অসংখ্য অভিশাপ পড়িতে লাগিল। ইহার ফলে রাজার ৫০ পঞ্চাশটী পুত্র এক সময়ে বিনা রোগে হঠাৎ মরিয়া গেল।

রাজারা যদি প্রজাদের অনিষ্ট সাধনেই তৎপর হন তবে তাঁহাদের বংশ ঐশ্বর্য্য স্ত্রী ও জীবন পর্য্যন্ত ক্ষণকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি সংসার হইতে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরেও বলিব। বর্ত্তমানেও প্রত্যক্ষ করিয়া লও। নিষ্ঠুর কার্য্যের পরিণামে সেই কাশ্মীরনাথের সঙ্গে সঙ্গে নামটী ও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তিনি নিজের নাম সঙ্কেতে শঙ্করগৌরীশ নামে অট্টালিকা ও শঙ্করপুরনামে যে সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সেসব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া গেল। এরূপ হঠাৎ নাম লুপ্ত হইতে আর কাহারও দেখা যায় না। যেমন পাপিষ্ঠ শঙ্কর বর্ম্মার ঘটিয়াছিল।

তাহার আর একটি কুকর্ম্মের পরিচয় শুন: তিনি মন্ত্রী সুখরাজের ভাগিনেয়কে যে যাগ দেশের প্রভুতা দিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি ঘটনা ক্রমে বীরাণক দেশে নিজেরই অসাবধানতায় দস্যুর হাতে প্রাণ হারাইয়া ফেলে। ইহাতে ঐ গর্ব্বিত রাজা ক্রোধে নিজেই তথায় উপস্থিত হইয়া বীরাণককে হত্যা করিয়াছিলেন।

তথা হইতে উত্তরাপথে প্রবেশ করেন। ঐ সময় সিন্ধুর কূলবর্ত্তী রাজা সমুদয় পরাজয় করেন ও তথাকার ভীত রাজাদের প্রণতি লইয়া ফিরিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আজ দশ বৎসর কাল বিন্ধ্যাচলে আছেন। তাঁহার পুত্রেরা কলিকাতার বাটীতে থাকেন। ৺তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ৺কাশীলাভ সংবাদ তারযোগে প্রতাপ বাবুর কলিকাতার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলে প্রতাপ বাবুর পরিজনবর্গ সেদিন রন্ধনাদি করেন নাই, জল মাত্র খাইয়া স্বর্গীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীদীননাথ ধর, চুঁচুড়া।

## পড়া বলিয়া দিবার ব্যবস্থা।

বার্ষিক পরীক্ষার পর ছেলেদের উঠাউঠি হইয়া নূতন বই ধরান হইলে কেতাবের দোকানে বই কেনার খুব ভিড় দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেদের অভিভাবকেরা বই কিনিতেছেন, কেহ বলিতেছেন "একখানা ফাষ্টবুক ও তাহার মানের বই দেও" কেহ বলিতেছেন "ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের সরল শিশুপাঠ একখানা আর তার মানের বই একখানা দিন ত মশাই।" ফলে, ইংরাজী কি বাঙ্গালা কোন সাহিত্যের পুস্তক কিনিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানের বই একখানির কেনা হয়। একটু উঁচু ক্লাসের ছেলেরা দোকানদারকে বলিতেছে—"মশাই অমুকের "কি" আছে কি?" "অমুক পণ্ডিতের "কি" সেকেণ্ড পার্ট বেরিয়েছে কি?" "আমীর হিষ্টরীর ক্যাটিকিজম একখানা দিন ত"—ইত্যাদি রকমের কথা বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। মুখস্থ বিদ্যার চর্চ্চা যে কি রকমটা দাঁড়াইয়াছিল, ইহা তাহার প্রমাণ। নূতন ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শ্রেণীগুলিতে ইংরাজী সাহিত্যের পুস্তক যে ভাবে ধরা যাইতেছে তাহাতে এই মুখস্থ বিদ্যার প্রভাব নিশ্চয়ই কমিবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এখন আর ঐ সকল শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট একখানি কি দুইখানি ইংরাজী সাহিত্য পুস্তক পড়ান হয় না; এখন পুস্তকের সংখ্যা চারি পাঁচ খানার কম নহে। পড়াইবার রীতিও স্বতন্ত্র, সুতরাং অর্থ পুস্তকে সুবিধা হয় না, এবং অর্থ পুস্তকও সুতরাং ঐ সকল শ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্য পুস্তকের জন্য নূতন আর বড় একটা প্রস্তুত হইতেছে না।

ছেলে পড়াইতে হইলে তাহার বই কাগজ কলম প্রভৃতি, স্কুলের বেতন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন মাসে দুই তিন চার টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক বেশী টাকা দিয়া প্রাইভেট শিক্ষক রাখা হয়। কোথাও একজন শিক্ষকের নিকট পাঁচ বাড়ীর পাঁচটী ছেলে আসিয়া পড়ে। শিক্ষকের পাঁচ টাকা হয় এবং গৃহস্থের উহাতে একটি টাকা পড়ে। কোথাও এমনও দেখিয়াছি, শিক্ষক স্কুলের ছুটির পর স্কুলের নিকটস্থ বাজারে যান। বাজারের অনেক দোকানদারের ছেলে স্কুলে পড়ে। সেই সকল ছেলেদের মধ্যে অনেককে তাহাদের নিজের নিজের দোকানে বসিয়া খানিক খানিক পড়াইয়া নগদ প্রত্যহ চারি পাঁচ ছয় পয়সা প্রত্যেকের নিকট পাইয়া থাকেন। ছেলেরা বাড়ী হইতে পড়া করিয়া স্কুলে যাইয়া পড়া দিবে। পড়া বলিতে না পারিলে শিক্ষক মহাশয় দাঁড় করাইয়া দিবেন, তিরস্কার করিবেন ইত্যাদি ব্যবস্থা। সকল ছেলের অভিভাবক লেখাপড়া জানেন না, যাঁহারা নিজের নিজের ছেলেদের পড়াইবার মত লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের কাহার হয়ত সুবিধা নাই কাহার সময় নাই, কাহারও বা খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া আর ছেলে পড়াইতে ভাল লাগে না কাজেই সামর্থ্যানুসারে ছেলেদের বাড়ীতে পড়া বলিয়া দিবার একটা ব্যবস্থা করিতে হয়, আর সেই জন্যই প্রাইভেট মাষ্টারের প্রয়োজন। যেখানে অভিভাবকের নিজের দেখিবার সুবিধা নাই সেখানে সামর্থ্যানুসারে কিছু বেশী পারিশ্রমিক দিয়া উপযুক্ত প্রাইভেট শিক্ষক রাখিলে এবং ছেলের পড়াশুনা কিরূপ হইতেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখিলে কাজ ভাল হয় তাহার সন্দেহ কি?

কিন্তু আমরা ছেলে বেলায় দেখিয়াছি তখন পড়া বলিয়া দেওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। আমরা অনেকের নিকট পড়া বলিয়া আনিয়াছি এবং বিস্তর ছেলেকে পড়া বলিয়া দিয়াছি। আমাদের গ্রামের হরিদাস বাবুর নিকট আমি এবং আরও দশ বার জন ছেলে সকালে পড়া বলিয়া আনিতে যাইতাম। হরিদাস বাবু তখন বি-এ পড়েন, তিনি হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া সকলকে পড়া বলিয়া দিতেন, তাহাতে তাঁহার অনেক সময় যাইত। সকালে তাঁহার নিজের পড়াশুনা কিছু হইত কিনা বলিতে পারি না। তিনিও বিরক্ত হইতেন না এবং তাঁহার অভিভাবকও নিজের ছেলের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া আমাদের যাইতে বারণ করিতেন না। এইরূপ আরও অনেকের নিকট আমরা অনেকেই পড়া বলিয়া

করিতেন না। আমাদের উপর ক্লাসে যে সকল ছেলে পড়িত তাহাদের নিকটও আমরা পড়া বলিয়া আনিয়াছি এবং আমাদের নীচের ক্লাসের বিস্তর ছেলেকে আমরাও পড়া বলিয়া দিয়াছি। এখন কিন্তু আর সে রকমটুকু দেখিতে পাই না। এখন যেন সকলেরই সময়ের অভাব। কোন ছেলের অভিভাবক যদি প্রতিবেশী কোন চাকরে লোককে অথবা উপর ক্লাসের কোন ছেলেকে অনুরোধ করেন," বাবা, আমার ছেলেটীর স্কুলের পড়া তুমি যদি একটু করিয়া বলিয়া দেও তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়।" তাহার উত্তর, "আমার সময় কই?"

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন শিক্ষা প্রণালীর যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে এইরূপে পড়া বলিয়া দেওয়ায় নিজের যে কতটা উপকার হইতে পারে তাহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। ইংরাজীতে কোন একটা বিষয় পড়িয়া তাহার মর্ম্ম ইংরাজী ভাষায় অথবা অন্য ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা যদি আমার কিছু জন্মিয়া থাকে তবে তাহার একটি প্রধান কারণ অনেক ছেলেকে পড়া দিবার অভ্যাস। একথা লইয়া অনেক স্কুলের শিক্ষকদের সহিত আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহারা সকলেই এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। আমার বেশ বোধ হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় অধুনা যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে এই কার্য্যে অনেকটা ফল পাওয়া যাইবে। আমার ছেলে আমার সমক্ষে প্রতিবেশী দুই তিনটি ছেলের পড়া বলিয়া দিবে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। তাহার কোন দোষ হইলে আমি তাহার সংশোধন করিয়া দি, ইহাতে ফল ভাল হইতেছে বলিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছি। নিজের ছেলেরও কাজ হইতেছে এবং প্রতিবেশীর ছেলেদেরও উপকার হইতেছে।

ছেলে ইংরাজীতে যে জিনিসটা পড়িল সেইটা নিজের ইংরাজীতে এবং ভার্ণাকুলারে, এবং ভার্ণাকুলারে যে জিনিসটা পড়িল সেইটা নিজের কথায় এবং ইংরাজীতে যাহাতে সম্ভবমত বিশুদ্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহার অভ্যাস করানই নূতন শিক্ষাপ্রণালীর একটি মূলসূত্র। পড়া বলিয়া দিবার ব্যবস্থায় এই প্রণালীর অনেকটা সহায়তা করিবে নিশ্চিত।

পাঠশালা সমূহে, এমন কি হিন্দু কলেজেও "সর্দ্দার পোড়ো" দ্বারা পড়ান এই শিক্ষাপ্রণালীরই অঙ্গীভূত ছিল। শিক্ষক মহাশয় এবং অভিভাবকগণ নিয়মটি একটি বিবেচনা [illegible]

শ্রীঃ—

এডুকেশন গেজেট।

চৈত্র ১৩১৬ সাল ইং ১৮ই মার্চ ১৯১০ সাল

## আশ্বিনের পুরস্কারের ফল।

১ম পুরস্কার—শ্রীনলিনীকান্ত মুন্সী, পাবনা মডেল মেস্, পাবনা।

উত্তর—

ইংরাজের ভারতশাসন রোমীয়দিগের প্রদেশ শাসন প্রণালীর সহিত বড় মিলে, অপর কোন জাতির বৈদেশিক অধিকার শাসনের সহিত তত মিলে না। মুসলমান এবং স্পেনীয় এবং পোর্ত্তুগীজদিগের বিদেশ শাসনের ত কথাই নাই—তাহারা অধিকৃত দেশবাসীদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর উচ্ছেদ চেষ্টা করিত। ওলন্দাজদিগের যবদ্বীপ শাসন এবং রুসীয়দিগের মধ্য এসিয়া শাসন, আর ফরাসীদিগের আলজিরিয়া এবং টুনিস শাসন ও ইংরাজের ভারতবর্ষ শাসন হইতে অনেকাংশ ভিন্নরূপ। ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অধিবাসিগণকে আপনাদিগের সাধারণ সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করেন, তাঁহারা কালা ফৌজে এবং গোরা ফৌজে মিলাইয়া পল্টন বাঁধেন—উহাদিগের মধ্যে অধিক ইতর বিশেষ করেন না। ওলন্দাজেরা অধিবাসীদিগকে কতকটা উন্নত পদও দিয়া থাকেন। কিন্তু ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অনেক কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক আফিঙ্গের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থা, যবদ্বীপে কাফি, চা, চিনি দারুচিনি প্রভৃতি অনেকগুলি পণ্য দ্রব্যে সেই ব্যবস্থা এবং তাহার অপেক্ষা কুলিদের বেগার খাটাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আছে।

(ক) বাজিল তুমুল রণ চাহিলা বিস্ময়ে,
মেঘনাদ বীরেন্দ্র পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে
নাদিয়ে রক্ষণাস্ত কহিলা, বাখানি
বীরপণা তোর আমি সৌমিত্রি কেশরী
শক্রবাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথী
ইহ, কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।

মেঘনাদ বধ কাব্য

(খ) পর দুঃখে দুঃখী হ'তে কর উপদেশ
ঢাকিতে পরের দোষ করহ আদেশ;
দাও যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই,
দয়াময়! সেই দয়া চাই তব ঠাঁই"

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

(গ) গর্ভে ধরি দুঃখ পায়, স্তন দিয়া পোষে
হেন মাতৃ আজ্ঞা রায়! লঙ্ঘ তুমি কিসে?
বাপের বচন রাখ লঙ্ঘ মাতৃবাণী
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি।

কৃত্তিবাস

[ঘ] দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার,

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

২য় পুরস্কার—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য, পারাজ মডেল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পোঃ পারাজ জেলা বর্দ্ধমান।

উত্তর—

২। [ক] শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল
[খ] মাছের মায়ের পুত্র শোক
[গ] কাণা পুত্রের নাম পদ্মলোচন
[ঘ] গোবরে পদ্ম
[ঙ] যেমন মন তেমনি ধন
[চ] ঝিকন্যার বাটী বেয়াল্লিশ কন্যা
[ছ] খোদার উপর খোদকারী
[জ] ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
[ঝ] রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট
[ঞ] বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ

৩য় পুরস্কার—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঈশ্বরী গাছা ট্রেণিং স্কুল, পোঃ আড়বেলিয়া, ২৪ পরগণা।

উত্তর—

৩। [ক] পাঁচালী—পঞ্চালী [পঞ্চালিকা] শব্দজ। পাঁচ = গীতাঙ্গ পঞ্চ বিষয় + আল = আছে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। যাহাতে গীত, ছড়া, উপাখ্যানাদি পঞ্চ বিষয় আছে। বঙ্গদেশ প্রচলিত স্বনামখ্যাত গান বিশেষ। অপর, "আলি" শব্দে বয়স্যা। পঞ্চ সখীর সম্মিলিত গানাদিকে পাঁচালি বলে। পাঁচ জন সখী মিলিয়া ছড়া কাটাইয়া গান গাহিয়া সভাকে কোনরূপ প্রাচীন প্রথা বোধ করি পুরাণ অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতে পারে।

[খ] দেবনাগরী—সংস্কৃত, নাগরী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা। দেব = অমর, দীপ্ত, পূজ্য, মনোহর + নাগর = অক্ষর, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। যে ভাষা দেবগণের দ্বারা ব্যবহৃত অথবা যে ভাষার অক্ষরগুলি অতি সুন্দর; দেবভাষা, সংস্কৃত ভাষা। প্রথমে নগরবাসী দিগের লিখনে ঐ অক্ষর ব্যবহৃত হইত বলিয়া নাগরী নাম হইয়া থাকিবে কেহ কেহ বলেন।

[গ] বৈদিক গানে সুর বজায় রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে হা উ, হা-উ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করা হয়। ঐ শব্দ নিরর্থক। সেই জন্য নিরর্থক বকাকে হাউ হাউ করিয়া বকা বলে।

[ঘ] তুক্—তন্ত্র শব্দজ। 'জ্ঞান গুণ' কথা মন্ত্র পূত কর্ম্ম প্রভৃতিকে তুক্ করা বলে।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কনভোকেশন"

বিগত ১২ই মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্নে সেনেট হাউসে এই সভার অধিবেশন হয়। চ্যান্সেলার বড়লাট বাহাদুর ছোটলাট বাহাদুর, ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ফেলোগণ এবং অনেকগুলি দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণগণকে ডিপ্লোমা দেওয়া হইল। পি এইচ ডি পরীক্ষায় তিন জন ছাত্র ডিপ্লোমা পাইলেন, এম এ পরীক্ষায় ৯জন, বিএ পরীক্ষায় ২৬০ জন, বি এস সি পরীক্ষায় ৪৫ জন, বি টি পরীক্ষায় ১৪ জন, বি এল পরীক্ষায় ১জন, বি এল পরীক্ষায় ৯৪ জন, এম ডি পরীক্ষায় ১ জন, এম বি পরীক্ষায় ৭জন, এল এম এস পরীক্ষায় ৩৯ জন এবং বি ই পরীক্ষায় ৮ জন।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ মেডেল পাইয়াছেন—কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সোণার মেডেল, এবং বসন্ত কুমার দাস রূপার মেডেল। ইহাঁরা গণিতের পরীক্ষায় ভাল হইয়াছেন। পালি ভাষার পরীক্ষায় ভাল হওয়ার জন্য বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় সোণার মেডেল পাইয়াছেন। মেডেল প্রাপ্ত অপরাপর ছাত্রগণ—হরিনারায়ণ সেন, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু কুমার হালদার, নির্ম্মলচন্দ্র বসু, নগেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন, বিভূতি ভূষণ মিত্র, মোক্ষদাচরণ ভৌমিক, ভগীরথ চন্দ্র দাস, কুমুদ বন্ধু চক্রবর্ত্তী, সতীনাথ বাগচি, শরচ্চন্দ্র জানা, শিব শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র রায়, মণিলাল কুণ্ডু, শ্রীচরণ ভট্টাচার্য্য, আশুনাথ বসু, অনুপম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এবং কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী বেথুন কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী শোভনাবালা রক্ষিত পদ্মাবতী স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন।

অতঃপর চ্যান্সেলারের অনুরোধে ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় বক্তৃতা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে অনেকগুলি ভাল কথা বলিয়াছেন—(১) বৎসর কাল মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কা-

বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা, (২) শিক্ষাসম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজ সমূহ, (৪) ছেলেদের নিয়মানুবর্ত্তিতা, (৫) ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা বিধানের সদুপায়, [৬] শিক্ষকগণ এবং রাজনীতি, এবং [৭] শিক্ষকদিগের প্রতি নিবেদন।

বড়লাট বাহাদুর অতঃপর সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় আমার এই শেষ আগমন। আমার শাসনকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ছেলেদের নীতিশিক্ষা এবং সে বিষয়ে শিক্ষকদের চেষ্টার ফলবত্তা সম্বন্ধে ভাইস চ্যান্সেলারের কথাগুলির উপর আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। প্রার্থনা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকুক।"

ভাইস চ্যান্সেলারের বক্তৃতার মর্ম্ম আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—বাবু গোপীবল্লভ দাস মেদিনীপুরের সদরে ডেঃ মাঃ হইলেন। মিঃ মোনাহান পাটনার ডিঃ জজ হইলেন। মিঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক গয়ার এবং জজ মিঃ দিনার পুর্ণিয়ার ডিঃ জজ হইলেন। মিঃ আশারুদ্দীন আহমদ বাঁকুড়ার এবং কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বীরভূমের মাঃ হইলেন। মিঃ ভিন্সেণ্ট ২৪ পরগণার ৩য় এবং হুগলীর ২য় অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন। মিঃ হ্যামিণ্টন মুর্শিদাবাদের এবং মিঃ ব্রাডলেবার্ট খুলনার মাঃ হইলেন। মিঃ শার্লি ং ভাগলপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ গোয়ান আই সি এস ২৪ পরগণার সদরে আঃ মাঃ হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু সতীশচন্দ্র মুখো ভাগলপুরের সদরে বদলী হইলেন। পাটনার ডিঃ জজ মিঃ পিট্রার ১ বৎসর ৮ মাসের এবং পুর্ণিয়ার ডিঃ জজ মিঃ হ্যামিণ্টন ৭ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু হৃদয় নাথ মজুমদার গয়ার সবজজ রামবিলাস সিংহ বি এল গয়া সদরের মুঃ, রাখাল চন্দ্র বসু সাহাবাদের সবজজ, শ্রীশচন্দ্র তালদার বি এল পুরীর মুঃ, লালাদামোদর প্রসাদ আরার, হরিপদ মজুমদার আলিপুরের, চারুচন্দ্র মিত্র আরামবাগের, উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বাঁকুড়া সদরের, রমেশচন্দ্র বসু [নং ১] ঘাটালের, ভক্ত লাল পালিত বিদিরহের, রামদুলাল দেব রামপুর হাটের, দেবব্রত মুখো কাঁথির, হেমচন্দ্র বসু নং ১ সাতক্ষীরার, অপরাপ্রসাদ মুখো ভজীপুরের, চন্দ্রশেখর সেন মেহেরপুরের, যতীন্দ্র চন্দ্র বসু পাটনা সদরের, অঘোরী নিত্যানন্দ সিং ভাগলপুরের সদরের, অমরনাথ চট্টো এবং রাধানাথ ঘোষ কাঁথির, লক্ষ্মীনারায়ণ পাটনায়েক মেদিনীপুর সদরের, খগেন্দ্রনাথ বসু আলিপুরের, শ্যামনারায়ণ বাগবজের, তুজাগেন্দ্র মুন্সী বারাসতের, নরেন্দ্র লাল বসু পুরুলিয়ার, মোঃ—উসমান আলি সিরাজের, আবদুল কদের কৃষ্ণনগরের, গৈছুর রহমন যশোহর সদরের মুঃ হইলেন।

---

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ভবানীপুরের কোন লোকের নিকট একখানি ধুতির পাড়ে রাজদ্রোহী পত্র লেখা ছিল। পত্রটী কি তাহা প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু "বিদায় জননী" এইরূপ কোন কথায় আরম্ভ হইয়াছে। ঐ কাপড় বটতলায় কাদম্বিনী দেব্যা তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল বলায় কাদম্বিনীর বাড়ী খানাতালাসী হয়। সে বলে যে, দেশী কাপড় হাটে কিনিয়া সে বাড়ী বাড়ী বেচে। সে কাপড় আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। ঐ কাপড় মুদ্রাযন্ত্রের আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট পুঁজিয়া বাহির করিবার এবং বাজেয়াপ্তের হুকুম ছাপাইয়া দিয়াছেন। আরও একটী স্থানে ঐরূপ বৃথা খানাতালাসী হইয়াছে। কোন বদমায়েস লোক ঐরূপ পত্র রচিত দুচারখানা কাপড়ের পাড়ে বসাইল, এখন তাহার পাপে সকল দেশী কাপড় বিক্রেতারই লাঞ্ছনা গঞ্জনা হইবে এবং দেশী কাপড় বেচার উচ্ছাট করিয়া যাইবে। নরকলময় সকলকেই বুঝাইয়া দিতেছেন যে, সংযম ও ধর্ম্মের পথে দৃঢ়ভাবে চলিতে হইবে। অন্যায় পথে কাহারও কোন উপকার নাই, সুতরাং দেশেরও উপায় কুপথে ঘটা অসম্ভব। পাড়ে কোন কিছু লেখা বন্ধ করিয়া ফেলাই ভাল। কেনা বন্ধ করিলেই প্রস্তুত বন্ধ হইবে। শান্তিপুর প্রভৃতির তাঁতিরা বুঝুন যে পাড়ে লেখার দ্বারা খানা তালাসীর দায়ে পড়িলে তাঁহাদের কাপড় বিক্রয় বন্ধ হইবে।

দলাই লামা এখন কলিকাতায় ব্রিটিসের আশ্রিত হইয়া আছেন। ব্রিটিস পক্ষ আশ্রয় না দিলে হয়ত তাঁহাকে এতদিনে চীনের বন্দুগত হইয়া পড়িতে হইত। লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধের ইনি ধর্ম্মগুরু। লামা বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত। বৌদ্ধদিগের ধারণা, লামার মৃত্যু নাই, কলেবর বদলায় মাত্র। লামার দর্শন লাভ বহুপুণ্যের ফল বলিয়া বৌদ্ধেরা মনে করে, সুতরাং লামার দর্শন লাভ খুবই দুর্লভ ছিল। বাহিরের লোকে ইঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই, কিন্তু ১৯০৪ সালে যখন ব্রিটিস পক্ষ তিব্বত আক্রমণ করেন সেই সময়ে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করতঃ চীন মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। আজ তাঁহাকে আবার রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিতে হইয়াছে।

[মেদিনীপুর] "পল্লীচিত্র" নামক পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর রাজবিদ্রোহসূচক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ১৫৩ [ক] ধারানুসারে যথাক্রমে দুই বৎসর ও ২ মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হ্যামিণ্টনের নিকট বিচার হইয়াছিল। জেলার জজের নিকট আপীল হইয়াছিল। ডিসমিস হইয়াছে।

এ বৎসরে বিদেশ হইতে প্রায় ১২৫ জন ছাত্র ভট্টপল্লী পরীক্ষা সমাজে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। ৯ই, ১০ই, ১১ই ফাল্গুন তিনদিন পরীক্ষার্থীদিগের আহার বাসস্থান সমাজ হইতে দেওয়া হইয়াছিল। বৈদ্যপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ চন্দ্র নন্দী মহাশয় পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের আহারের ব্যয় সংকুলান জন্য ২০০ টাকা দিয়াছেন। গতবর্ষেও তিনি এই ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভট্টপল্লী সমাজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে ইনি একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যয়ভার স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, মেদিনীপুর মুগবেড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর নন্দ, শ্রীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ, ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল সুর, ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ দাস এবং মাল্লাল নিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ বহন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সমাজের ধন্যবাদার্হ।

[বোম্বাই] নাসিকের হত্যাকাণ্ডের বিচার চলিতেছে।

[সাধারণ] ওকনর নামক একজন ইয়ুরোপীয়ের কোজদারীতে ৮ বার সাজা হইয়াছিল। পুনা ছাউনির

... সুবিধা সেড়াবার এবং জীবিকার কোন উপায় আছে ইহা দেখাইতে না পারায় পুনার ... ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাকে ১০০ টাকার ... দিতে হুকুম দেন। জামিন দিতে না পারায় ... মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ঢাকার ছোটলাট সাহেব ময়মনসিং ফরিদপুর ... বাকরগঞ্জে নূতন আইন অনুসারে রাজনৈতিক ... সম্মিলন নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত সুকেতের মহারাজা ঘোষণা ... দিয়াছেন যে, ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে যে ... খবরের কাগজে লেখে, সেরূপ খবরের ... তাঁহার প্রজা খরিদ করিলে তিনি কঠিন ... দিবেন।

"মাদ্রাজ গ্লাসওয়ার্কস লিমিটেড" নামে একটী কোম্পানি কাচের বাসন বোতল প্রভৃতি প্রস্তুত ... ব্যবস্থা করিতেছেন। ডাইরেক্টার অফ ... বা গবর্ণমেণ্ট শিল্পতত্ত্বাবধায়ক এই কোম্পানীকে গবর্ণমেণ্টের জঙ্গল হইতে বিনামূল্যে ... কাঠ দিয়া উৎসাহিত করিতে অনুরোধ ... সদাশয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়াছেন ... প্রথম দুই বৎসর যত কাঠ দরকার হইবে তাহা অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হইবে।

... কাউন্সিলের প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে ... এক বৎসর পূর্ব্বে বিহারের জিলা স্কুল সকলে ... বিএ পাশ করা শিক্ষক ছিলেন এখন ... কম আছেন। ইহার কারণ এই যে, ... বিএ বা তখন বিহারে অবাধে কাজ পাই... উহাদের স্থলে বিহারী লওয়া হইতেছে, ... বিএ পাশ বিহারীর অভাবে অপেক্ষাকৃত কম ... বিহারীদেরই শিক্ষক স্বরূপে লইতে হই... ।

---

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটরীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই ... কারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা ... ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্যাল স্কুলে ... কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হই... পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে ... জানিতে চাহেন।

... অর্থে ট্রেনিং ও কিণ্ডারগার্টেন ... জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা ... "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও ... "প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নূতন প্রণালী মতে ট্রেনিং ও কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Sanskrit knowing English teacher plucked B A—Dubalhati Hara nath H E school on Rs 30—35 with quarters according to qualifications; po Dubalhati, Rajshahi.

An F A 4th master—Torekona H E school on Rs 25 a month. Po Torekona, Dt Burdwan. Must stick at least one session.

A B course graduate asst Hd master for the Indas H E schoo, Bankura on Rs 50 a month at present. Po Indas, Bankura.

An undergraduate on Rs 30, Pandra H E school. To stick for one year Po Poddardihi, Manbhum.

A Mathematical teacher—a plucked B A or an F A strong in Mathematics—Juniadah H E school. Pay according to qualifications. The place is healthy and near the Ry station at Damukdea Ghat. Apply stating terms to the Secretary Babu Brojendra Nath Chatterji M A B L 17 Madhu Roy's Lane; pa Simla, Calcutta. (8 4 1910).

A graduate 2nd master capable to teach Mathematics according to the new regulations for the Kanchanta'a J D J Institutiod, Mursidabad. Pay Rs 40 to Rs 45 according to qualification, Apply to the Hd master.

A newly trained Hd Pandit on Rs 30. Lodging and boarding free. A Kyastha trained in the Dacca Training preferred. Goalbhaour M E school, po Nalgora, Dt. Barisal: also an Entrance passed Baidya or Kyastha 2nd master on Rs 12. Lodging and Boarding free.

An M A Hd master—Jamui H E school on Rs 70 a month. Preference to a Beharee. Apply to S S Husam Esqr, Sub Divisional officer, Jamui, Dt Monghyr

An Entrance passed 2nd master for the Shaurail M E school on Rs 15 po Shaurail, via Pangsa.

A graduate with Sanskrit as one of his optional subjects on Rs 55 a month. Nagarpur H E school (Tangail. Apply before the 31st March.

An F A Hd master for Orfuli M E school, on Rs 20 per mensem. Boarding and lodging free. Must stick to the post at least for two years. Po Orfuli, Dt Howrah.

A graduate Hd master, strong in English and an English knowing Kavyatirtha Hd pandit for the Nasigram H E school (Burdwan) salaries according to qualifications. Apply stating terms.

A graduate teacher for a H E school in Pabna on Rs 50 per mensem. Must stick at least one complete session. Apply to N N Bhattacharyya. Po Porjona (Pabna).

An F A teacher strong in English and Mathematics for Gar Bhowanipur H E school, po Chitrasenpur Dt Howrah on Rs 25 a month. Board and lodging free on private tuition.

An F A Hd master for the Bijpur M E school on Rs 25 to Rs 30 a month according to qualifications. Apply to Babu Priya Nath ...as (Loco, office E B S Ry Kanchrapara po).

A plucked B A (B course) for the post of 4th master of the Bagnan H E school, po Bagnan, on Rs 25 a month Free lodging and boarding available on coaching a private student.

A whole time tutor for my children. A plucked B A or passed F A with experience of teaching preferred Salary Rs 20 to 25 with free board and lodging. Must stick for at least three years. Apply to S D O Basirhat. (24 perganas).

A graduate 2nd master for the Rangdia H E school (Khulna) on Rs 45 with free board and lodging. Apply to the Hd master.

An Entrance passed teacher with good handwriting and knowledge of office work for Bhola Govt school, on Rs 20 per mensem. Apply before 31st March.

An F A Hd master on Rs 20 per mensem with free board and lodging for the Jaldhaka M E school. Apply before 25th March, po Jaldhaka, Rangpur.

A graduate and an F A both strong in Mathematics, and an English knowing Kabyatirtha and a Normal passed Pandit on Rs 40, 25, 20—25, 16—15

respectively. Must stick to the post for at least one full session. Ram Lal Academy, Chakdah, Nadia.

For the Ullapara H E school a graduate Assistant Hd master on Rs 50 a month. One year's guarantee necessary Boarding charge Rs 5 a month. Apply to the Hd master.

An A course and B course Graduate Hd master and Asst Hd master for H E school Singur Dt Hooghly on Rs 50 and 40 only respectively with free board and lodging on private tuition.

A graduate asst Hd master for the B B H E school on Rs 40—50 according to qualifications. Free board and lodging. Apply to the Hd master B B H E school, Baghutia po, Dt Jessore.

A graduate (B A) as Assistant Hd master of the Katadia—Simulia Coronation H E school on Rs 40 per month. Free quarters. Apply before 30th March to Babu Chandra Kanta Gupta, Hd master, po Katadia Simulia (Dacca).

New system Drawing Drill knowing 2nd Pandit for the Nakipur H E school on Rs 10 besides free board and lodging. Po Nakipur, Dt Khulna.

An under graduate Hd master—Siliguri M E school (Darjeeling) on Rs 40.

A plucked B A capable to teach Matriculation Mathematic and a plucked F A on Rs 30 and 18 respectively. The latter may be provided with free board and lodging in a Baidya family on private tuition. Bagbari, Pabna.

F A Hd mester and Normal Hd Pandit on Rs 25 and Rs 20 besides lodging. Po Manikchak Moldah.

পাঁচপোতা উচ্চ স্কুলে একজন মাইনর পাশ ... ট্রেন্ড ফেল কিম্বা পাশ শিক্ষক। বেতন ... টাকা ও আহার। ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ চাই। শ্রী ...নাথ চৌধুরী পাঁচপোতা, পোষ্ট গোবরডাঙ্গা, ভায়া যশোহর।

বাসরকাট সারস্বত চতুষ্পাঠীর জন্য কাব্যতীর্থ ...তীর্থ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের জনৈক অধ্যাপক বেতন ১০৲ টাকা। বাসা খরচ স্বতন্ত্র। সত্বর ... করুন। সহকারী সম্পাদক ডাক্তার ... বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

থালকোবালিয়া মইং স্কুলে একজন এফ-এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৬ টাকা ও বাসা। মাহিষ্য হইলে ভাল। আগামী ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দরখাস্ত গ্রহণ করা যাইবে। জেলা নদীয়া, পোঃ থালকোবালিয়া।

পার্শি ও বাঙ্গালা জানা মৌলবী বড়আন্দুলিয়া মইং স্কুল। পোঃ আন্দুলিয়া, ভায়া কাঁচড়াপাড়া জেলা নদীয়া। বেতন যোগ্যতানুসারে।

তালখড়ী মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আহার। এবং ১ম ২য় শ্রেণীর জন্য ৬ জন ভাল ছাত্র আবশ্যক। আহার ও স্কুল ফি, ফ্রি। পোঃ তালখড়ী, জেলা যশোহর। (8. 4. 1o)

## MATRICULATION EXAMINATION, 1910.

## ENGLISH.

### Second Paper.

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

1. Give in plain English the substance of *any two* of the following passages:—

(a) In his early days Fitzgerald made experiments in diet, and gradually settled down into vegetarianism. He felt at first a loss of physical power, but this passed off, and he believed he gained in lightness of spirit. He lived practically on bread and fruit, with sometimes cheese or butter. But he was not a bigoted vegetarian. To avoid an appearance of singularity he would eat meat at other houses, and provided it in plenty for his guests. He was abstemious, but not a total abstainer. 20

(b) The good servant prefers his employer to himself. The good employer considers the welfare of his servant more than his own profit. From the sweeping of a floor to the governing of a country—from the baking of a loaf to the watching by the sick bed of a friend—there is the same rule everywhere. Let the thought of self intrude, let the worker but pause to consider how much reward his work will bring to him, and the power of his genius will be gone from him. 20

(c) Shylock, the Jew, lived at Venice; he was an usurer who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Shylock, being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice; and Shylock as much hated Antonio, because he used to lend money to people in distress, and would never take any interest for the money he lent; therefore there was great enmity between the covetous Jew and the generous merchant, Antonio. Whenever Antonio met Shylock on the Rialto (or Exchange] he used to reproach him with his usuries and hard dealings which the Jew would bear with seeming patience while he secretly meditated revenge. 20

(d) After we had resided at Ceylon about a fortnight, I accompanied one of the Governor's brothers upon a shooting party. He was a strong, athletic man, and being used to the climate (for he had resided there some years), he bore the violent heat of the sun much better than I could; in our excursion he had made a considerable progress through a thick wood when I was only at the entrance. Near the banks of a large piece of water, which had engaged my attention, I thought I heard a rustling noise behind; on turning about I was terribly frightened at the sight of a lion, which was evidently approaching with the intention of satisfying his appetite with my poor carcass, and that without asking my consent. What was to be done in this horrible dilemma I had not even a moment for reflection; my piece was only charged with swan shot, and I had no other about me; however, though I could have no idea of killing such an animal with that weak kind of ammunition, yet I had some hopes of frightening him by the report and perhaps of wounding him also.

ঠগীর হাতে।—সীতারামের মাতুল পথে দুই জন সিপাহী এবং উঁহাদের একজনের এক ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। একদল যাত্রক তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন ঠগীর উৎপাতে অস্ত্রধারীদিগের সঙ্গ ছাড়া পথচলা দায় হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে কয়েক দিন পথচলা হইলে এক রাত্রিতে জমাদারের সন্দেহ উপস্থিত হইল; পরদিন প্রভাতে তিনি যাত্রকদিগকে নিজপথ দেখিতে বলিলেন। ইহার পর জন চার কুলী তাঁহার সঙ্গ লইল—সীতারাম যেন দেখিলেন যে তাহাদের একজনের মুখ পূর্বোল্লিখিত একজন যাত্রকের ন্যায়! এক রাত্রিতে নূতন আগন্তুকদের নিজমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। সীতারামের চীৎকারে নিদ্রোত্থিত জমাদার সাহেব তরবারীর এক আঘাতে একজনের মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন করিলেন—অপর সকলে পলায়ন করিল। কিন্তু ইহার পূর্বেই তাহারা রেশমী রজ্জুর সাহায্যে সৈনিকের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল!

প্রথম সাহেব দর্শন।—সীতারাম প্রথমেই "অ্যাডজুটান্ট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য বালকমাত্র! সীতারাম মনে করিলেন ইহার মধ্যে কোন গুণই নাই। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঐ সাহেব বড় বড় সিপাহীদিগের দোষ পাইলেই তাহাদের মস্তক প্রাচীরের গায়ে ঠকাঠক ঠুকিতেছেন, এবং তাঁহার কালীতে কলম দিতে যে সময়ে প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে তিনি ডাক্তারের নিকট একখানি সম্পূর্ণ চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন, এবং যখন তাঁহার মুখে হিন্দুস্থানী কথা শুনিলেন তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের এবং ভক্তির পরিসীমা রহিল না।

ডাক্তার।—তিনি ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কতকগুলি ইংরাজ শিশু অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছে। দেখিয়াই তিনি মনে ভাবিলেন সত্য সত্যই কি ইংরাজ সংস্রবে তাঁহার জাতি যাইবে? এই ভাবনায় সীতারাম এত চিন্তাবিষ্ট হইয়া গেলেন যে সাহেব যে, তাঁহাকে জুতা খুলিতে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল না। তখন সাদা সাদা শিশুগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"পেচক, বাঁদর শকরের বাচ্চা, তুমি কি কানে শোন না?" সাহেব রাগিয়া সীতারামকে বলিলেন, "জংলী লোক।" তখন ঐ শিশুগুলি চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, বাবা, উহার পায়ে কি দোষ আছে?"

কর্ণেল।—পরে তিনি তাঁহার লোকের পরিচালক কর্ণেলের নিকট গেলেন। স্বভাবতই এইরূপ লোকের অত্যন্ত ভীষণাকৃতি হওয়া উচিত—কিন্তু তাঁহার বদন বীটমূলের ন্যায় এবং মস্তক কেশহীন। তবে তাঁহার বাজপক্ষীর ন্যায় চক্ষু দেখিয়া সীতারামের অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি এক সুবিশাল হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন এবং তাঁহার গৃহ প্রাচীরে বন্দুক, রাইফেল এবং বাঘের মাথা ঝুলান ছিল। জমাদার বলিলেন যে ইনি নশীরবান। সীতারাম তখনও ঐ ন্যায়নিষ্ঠ পারস্য রাজের নাম শোনেন নাই—তাই ভাবিলেন যে তিনি হয়ত নয়টী বাঘ মারিয়াছেন।

কার্য্যে যোগদান।—সীতারাম কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চিরবাঞ্ছিত লাল কোর্ত্তাটা বাহুর নীচে আঁটিয়া গেল; বন্দুকটা বড় ভারী এবং কোমরবন্ধটা বড় অসুবিধা জনক বলিয়া বোধ হইল। যাহা হউক ক্রমশঃ তিনি প্রকৃত সিপাহী হইলেন। ড্রিল শিক্ষক হাবিলদার ও সাহেব সার্জেন্ট তাহাকে পছন্দ করিত না দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কারণটা আর কিছুই নহে—তিনি হাবিলদারকে ১৬টাকা দর্শনী দিতে ভুলিয়াছিলেন! ইহার মধ্যে সাহেব সার্জেন্টেরও কিছু অংশ ছিল।

এখনও যেমন সাহেব কর্মচারীদিগের সিপাহীদের আপোষের নামকরণ প্রথা আছে তখনও তেমনই ছিল। একজনকে 'নবাব' নাম দেওয়া হইয়াছিল। আর একজনের ঘাড় বড় লম্বা—তাই তাহার নাম হইয়াছিল 'উট' আর একজনের বড় মুখ খারাপ করা অভ্যাস ছিল, সেইজন্য তাহার নাম ছিল 'ড্যাম সাহেব।' অপর এক সাহেব কুস্তি ভাল বাসিতেন, তাই সকলে তাঁহাকে 'পালোয়ান সাহেব' বলিয়া ডাকিত।

নেপালের যুদ্ধ।—সীতারামের প্রথম যুদ্ধ নেপালে। কোন দুর্গের সম্মুখে ইংরাজের দুই দল সৈন্য নষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু তাঁহারা হতাশ হইলেন না। "পালোয়ান সাহেব" নিহত হইলেন। অবশেষে শত্রু পরাজিত হইল। অমরসিংহ থাপা সাহসী পুরুষ—তাই সরকার তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সীতারাম বলেনঃ—"ইংরাজেরা সাহসী ব্যক্তিকে সম্মান করেন; তাহাকে হত্যা করেন না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়; কারণ সাহসী পুরুষই কি সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শত্রু নহে? সাহেবদিগকে আমি ভাল বুঝিতে পারি না। আমি একদিন দেখিয়াছি যে এক সাহেব কর্মচারী একজন আহত শত্রুকে করিলেন না; কিন্তু যাই তিনি পৃষ্ঠ ফিরাইলেন অমনই সে তাঁহাকে গুলি করিল।"

ইংরাজ সম্বন্ধে।—সীতারাম বলেন:—ইংরাজ যে পরাজিত হন না তাহার কারণ এই যে তাঁহারা পরাজয়কে ভয় করেন না। মদের জন্য না হইলে ইংরাজ সৈন্য যুদ্ধ এত ভালবাসে কেন তাহা বুঝিতে পারি না—এক বোতল দারুর জন্য তাহারা দশটা যুদ্ধ করিবে। তাহাদের বেতন ত কিছুই নহে। তাহারা লুণ্ঠন ভালবাসে সত্য; কিন্তু এক বোতল ব্রাণ্ডির জন্য তাহারা এক টুপি টাকা দেয়, ইহা দেখিয়াছি।

পিণ্ডারী যুদ্ধ।—পিণ্ডারী যুদ্ধে সীতারাম আহত এবং এক জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত হন। একটী বালিকা নিকটে মহিষ চরাইতেছিল। তাঁহাকে নিকটস্থ এক কূপ হইতে জল আনিয়া দেয়। বালিকার আত্মীয় স্বজন কয়েকদিন তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং পরে তাঁহাকে এক বৈরাগীর নিকট লইয়া গিয়াছিল। বৈরাগী তাঁহার চিকিৎসা করেন। একদিন পিণ্ডারীদিগকে আসিতে দেখিয়া বৈরাগী তাঁহাকে এক গোরস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে কোম্পানীর সোয়ার আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়।

পিণ্ডারীদিগের সংবাদ সংগ্রহের অতি উত্তম বন্দোবস্ত ছিল। তাহারা কোম্পানী ফৌজের গতিবিধি সম্বন্ধে সকল কথাই অবগত হইত, শত্রুকে সংবাদ প্রদান করে বলিয়া যদি কাহারও প্রতি তাহাদের সন্দেহ হইত, তাহা হইলে তাহারা অগ্নিতপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইত এবং তাহার নাক, কান এবং [illegible] কাটিয়া ফেলিত। কোম্পানীর গোয়েন্দাগণ প্রকৃত পক্ষে পিণ্ডারীদিগেরই গোয়েন্দা ছিল। যাহা হউক, পিণ্ডারীদিগের পরাজয়ের পর সীতারাম বিদায় পাইলেন।

বাটীতে।—সীতারাম বাটীতে আসিয়া তাঁহার মামার মত গল্প বলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে ফল ফলিল বিপরীত। পিণ্ডারী যুদ্ধের সময় যে বালিকা তাঁহাকে জল দিয়াছিল একদিন তিনি তাহার কথা বলিতেছিলেন। একজন গ্রাম্য পুরোহিত তাহাতে বলিয়া উঠিলেন যে, ঐ বালিকা নিশ্চয়ই ডোমজাতীয়; সুতরাং সীতারামের জাতি গিয়াছে। তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন তিনি নিজের লোটায় করিয়া জলপান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল

... উঠিতে তাঁহার পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত অর্থ ... হইয়া গেল।

... ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে বিবাহ করিতে ... কিন্তু তাঁহার পত্নীর বসন্ত-বিকৃত মুখমণ্ডল ... পাইয়াই তাঁহার কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করি- ... আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। তিনি নাগপুরে যাইয়া ... সহিত যোগদান করিলেন।

তাহার পর তিনি এক দুর্গ আক্রমণকালে এক- ... তোপের মুখে উড়িয়া গিয়াছিলেন। দুই জন ... সৈনিক তাঁহাকে অচেতনাবস্থায় টানিয়া ... করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া- ছিলেন।

পাগলা মেজর।—সীতারাম হাসপাতাল ত্যাগ ... ফতেগড়ে এক সৈন্য দলে যোগ দিলেন। ... মেজর ঐ দলের নেতা; তিনি শিকারের ... পোষাকে প্যারেডে আসিতেন এবং তাঁহার লাঠি ... শিক্ষকগণের মস্তকে ভাঙ্গিতেন। ... সৈন্যদিগের উপর বড় উৎপাত করিতেন ... তাহাদের পত্নীর নাম জিজ্ঞাসা করিতেন। ... কাহারোই তাঁহার নিকট গমন করিলে ... আসন পাইতেন না।

একবার এক কাপ্তেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ... গেলেন। সীতারাম দৃষ্টি রাখিতেন, কাপ্তেনকেও আসন দেওয়া হয় কি না। আসন দেওয়া হইল না। উঁহাদের বচসা হইল—আর কাপ্তেন মেজরকে ঘুসি মারিয়া ভূমিশায়ী করিলেন। পরদিন প্রভাতে সীতারাম দেখিলেন মেজর, কাপ্তেন ও তাঁহাদের দুই জন সহকারী ... স্থানে সমবেত হইয়াছেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ ... দুইটী গুলি ছুটিল, মেজর ভূমিশয্যায় শায়িত হইলেন। অপরাহ্ণে তাঁহার দেহ প্রোথিত করা হইল।

সীতারাম বলেন:—"ফিরিঙ্গীর সকল কার্য্যই ... রকমের। রক্ত যখন গরম হইয়া উঠিল, ... তখনই অস্ত্র লইয়া মেজর তখন প্রতি... গ্রহণ করিল না। ঘুসির পরে আর কেহ কোন কথা বলিল না—কেহ গালাগালি দিল না। ... সংযত করিয়া পৃথক হইল আর একটী ... বিস্ময় এই যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কাপ্তেনের বন্ধু ... মেজরের সহকারী, আর মেজরের বন্ধু ... কাপ্তেনের সহকারী।"

পদোন্নতি ও পদচ্যুতি।—সীতারাম অতঃপর ... হইলেন। সিপাহীগণ তাঁহার নিকট ... সঞ্চিত থাকিত। তাহারা সঞ্চিত টাকা দেখিতে চাহিলে, মাসে একবার তাহাদিগকে টাকা দেখাইতে হইত। এই হাবিলদারগণ যুদ্ধে টাকা খাটাইয়া বড় লোক হইয়া যাইত। এই সময় তাঁহার কাপ্তেন সাহেবের নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে সাহেব যথাসর্ব্বস্ব হারাইলেন এবং সীতারামের নিকট টাকা ধার চাহিলেন; সীতারাম নিজের টাকাত দিলেনই—তাঁহার নিকট যে অর্থ গচ্ছিত ছিল তাহাও দিলেন। এদিকে সিপাহীগণকে তিনি টাকা দেখাইতে পারিলেন না; ফলে কোর্ট মার্শালের বিচারে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

সীতারাম দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন---"সরকার বাহাদুরের কার্য্য মানুষের বুদ্ধির অতীত।"

সিপাহী বিদ্রোহের এক কারণ।—সীতারাম বলেন, সিপাহী বিদ্রোহের এক কারণ সেনাপতির ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা। তিনি আরও বলেন, যে কয়েক দল দেশীয় সৈন্যকে একত্রে রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

কাবুল যুদ্ধ।—আমির দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শা সুজা উলমুল্‌ককে কাবুলের সিংহাসন দান করার জন্য একদল সৈন্য সংগৃহীত হইল। সিপাহীগণ সিন্ধুনদীর পরপারে যাইতে ভয় পাইল, অনেকে তাহাদের নাম কাটিয়া দিল, অনেকে পলায়ন করিল, সীতারাম হাবিলদারের পদ পাইলেন। শীতকাল; কিন্তু তথায় এক এক স্থানের বায়ু পিণ্ডারী যুদ্ধের সময় তিনি যে কবরে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার বায়ু অপেক্ষাও উত্তপ্ত। তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

কান্দাহারে।—গজনী অধিকৃত হইল, শাসনকর্ত্তা হায়দর আলিকে এক গৃহে লুক্কায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। এই হায়দর আলিই পরে ইংরাজ লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল---"আমাকে মারিয়া ফেল; আমাকে ছাড়িয়া দিলে আমি চিরকাল তোমাদের শত্রুতাচরণ করিব এবং তোমাদিগকে কাবুল হইতে বিতাড়িত করার জন্য আমার দেশবাসীকে চিরদিনই উত্তেজিত করিব।" তথাপি লাট সাহেব তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন না। সাহেব লোকেরা যুদ্ধ করে কেন, তাহা সীতারাম কখনই বুঝিতে পারেন নাই।

ইংরাজ মহিলা।—সীতারাম ইংরাজ মহিলাদিগের সাহসের খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি বলেন সৈনিক কর্ম্মচারিগণ সকল সময়ে যদি তাহাদের পত্নীর পরামর্শ মত কার্য্য করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। তাঁহার বৃদ্ধ পণ্ডিত যদি মেম সাহেব দেখিতেন তাহা হইলে আর তিনি "স্ত্রীলোকদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিও না" এরূপ উপদেশ দিতেন না।

দাসরূপে বিক্রীত।—যুদ্ধে আহত এবং বন্দী হইয়া সীতারাম কাবুলে নীত হইলেন এবং ২৬০৲ টাকায় বাজারে বিক্রীত হইলেন। ধনবান আফগানগণ হিন্দুস্থানী দাসগণকে খুব পছন্দ করিত। সীতারাম ভাল হিসাব লিখিতে পারিতেন। পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার প্রভুর মনস্তুষ্টি করিলেন; কিন্তু তিনি মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন চলিল: অবশেষে এক কাফিলা নেতার সহিত ৫০০৲ টাকা রফা করিয়া তিনি পলায়নের বন্দোবস্ত করিলেন। বহু ক্লেশের পর তিনি ফেরোজপুরের ইংরাজ শিবিরে পৌঁছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে চিনিল না, কেহ তাঁহাকে টাকা দিতে চাহিল না। অবশেষে তিনি কমিশনার সাহেবের নিকটে গেলেন---তখনও আফগান মহাজন জোঁকের মত তাঁহার পশ্চাতে লাগিয়া ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ রাস্তায় পরিচিত বৃদ্ধ সুবাদারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সুবাদার তাঁহাকে আড়াই শত টাকা ধার দিলেন, আর সাহেব দিলেন অপর আড়াই শত। পরে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে এক ... টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

শিখদলে ইউরোপীয় সৈনিক।—সীতারাম বলেন, শিখযুদ্ধে কোন শিখ ভিক্ষা করে নাই; একদিন এক জন ইউরোপীয় সৈন্য এক শিখ সৈন্যকে সঙ্গীনবিদ্ধ করিতেছিল। তখন মুমূর্ষু সে ইংরাজীতে চীৎকার করিয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত সৈন্য তাহার পাগড়ী এবং জ্যাকেট খুলিয়া ফেলিল। তাহাতে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, সে শিখ নহে—ইউরোপীয়। তখন অন্যান্য ইংরাজ সৈন্য আসিয়া তাহার মৃতদেহে পদাঘাত করিতে লাগিল।

জমাদারী।—৩৫ বৎসর কার্য্যের পর সীতারাম চির-আকাঙ্ক্ষিত জমাদারের পদ লাভ করিলেন; কিন্তু বাল্যকালে জমাদারীর সহিত যে অর্থের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায়? তাঁহার সম্বলের মধ্যে ৭টী ক্ষতচিহ্ন এবং ৪টী পুরস্কার পদক মাত্র।

সীতারাম মুলতানে এবং দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে সরকার পক্ষে সুবন্দোবস্ত ছিল না।

**সীতারাম বলেন** :—আহত ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্যের পার্থক্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইংরাজ সৈন্য শত্রুর দিকে মুষ্টি প্রদর্শন করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবে; কিন্তু কদাচ যন্ত্রণাসূচক ক্রন্দন করিবে না। দেশীয় সৈন্য করুণস্বরে বলিতে থাকিবে—দোহাই, দোহাই, কোম্পানী বাহাদুর।

**পঞ্জাব অধিকার।**—ইহার পর পঞ্জাব অধিকৃত হইল এবং শিখগণ কোম্পানীর সৈন্য দলে গৃহীত হইল। সীতারামের মতে শিখগণ বড় অপরিচ্ছন্ন।

**বাষ্পীয় শকট।**—যখন তিনি প্রথম বাষ্পীয় শকট দেখিতে পাইলেন, তিনি শুনিলেন যে একটা ভীষণ দৈত্যকে কৌশলে লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সে পলায়নের চেষ্টা করে; তাহাতেই গাড়ী চলে।

এই দৈত্যের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি কলিকাতা ভ্রমণে গেলেন। কিন্তু নিম্ন জাতীয় লোকদিগকেও ঐ গাড়ীতে সকলের সহিত বসিতে দেখিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন—যেন সকলেই সকলের সমান।

**অযোধ্যাধিকার।**—ইহার পর অযোধ্যা অধিকৃত হইল, ইহাতে সৈন্যগণ বড় অসন্তুষ্ট হইল। সকলেই বলিতে লাগিল যে সরকার বাহাদুর এই কার্য্যটা ভাল করেন নাই। রাজদ্রোহিগণ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে ভূস্বামীদিগের সমস্ত সম্পত্তি সর্ব্বত্র বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে। লক্ষ্ণৌর নবাবের এবং দিল্লীর রাজার চর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল।

**নূতন বন্দুক।**—এই অসন্তোষের উপর আরও অসন্তোষ হইল। রুজব উঠিল যে নূতন বন্দুকে ব্যবহারের জন্য যে টোটা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে গোরু এবং শূকরের চর্ব্বি লাগান আছে। বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষগণ যখন বলিলেন যে, সরকার কথনই তাহাদের ধর্ম্ম বা জাতির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই সুতরাং চর্ব্বি দেওয়া অসম্ভব, তখন সকলে বলিতে লাগিল যে, তাহা হইলে সরকার বাহাদুর ঐ জনরবের প্রতিবাদ করেন না কেন? প্রতিবাদ যে করিতেছেন না, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা সমস্ত ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান করিতে চাহেন। এই রূপে অসন্তোষ ঘনীভূত হইতে লাগিল।

সীতারামের বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল। সৈন্য দলে অসন্তোষ দেখিয়া তিনি বিদায় চাহিলেন না। কিন্তু কর্ণেল সাহেব মনে করিলেন যে শীঘ্রই এই অসন্তোষ দূরীভূত হইবে।

**সিপাহী বিদ্রোহ।**—বিদ্রোহ যখন আরম্ভ হইল, সীতারাম তখন বিদায় লইয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি জেলার ডেপুটী কমিশনারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মীরাটের সংবাদ সত্য কিনা? সাহেব তাঁহার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। শীঘ্রই বিদ্রোহী সিপাহীতে অযোধ্যা প্লাবিত হইয়া গেল। একদল সিপাহী তাঁহার গ্রামেও গেল। তিনি তাহাদেরই ভালর জন্য তাহাদিগকে বিনা বাক্যব্যয়ে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ঐ কথা বলার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল— উদ্দেশ্য তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ লইয়া গিয়া তাঁহার গলার মধ্যে গলিত সীসা ঢালিয়া দিবে। সীতারাম অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছেন—তিনি বলেন ইহাদের মধ্যে বীরত্বের কিছুই ছিল না। লোকগুলা লুটের জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এমন ব্যবহার করিতেছিল যে, ক্ষৌণির দিনেও লোকে তেমন ব্যবহার করে না।

ঐ বিদ্রোহীদলের মধ্যে দুইজন সুবাদার ছিল, কিন্তু প্রকৃত নেতা একজন সিপাহী। সুবাদারদের ঐ পদপ্রাপ্তির আর কোন কারণই ছিল না, কেবল তাহারা লেখা পড়া জানিত। সিপাহী বোধ হয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি ছিল: সে তাঁহাকে দিল্লীর রাজার এক ঘোষণাপত্র দেখাইল। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যে সকল সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। উহাতে আরও লিখিত ছিল যে ক্রিমিয়াতে ইংরাজ সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণগণকেই খৃষ্টান করা হইবে। অযোধ্যা যে ক্রমে ক্রমে ইংরাজ পাদ্রীতে ভরিয়া গেল, ঘোষণাপত্রে তাহারও উল্লেখ ছিল। বস্তুতঃ এই বিষয়টা সীতারামকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, তবে সরকার বাহাদুর তাহার উদ্ধারের টাকা দিয়াছিলেন এবং তিনি যখন জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন তখন ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি পাদ্রিদের কিছু বলেন নাই। পাদ্রী সাহেবগুলোকে তিনি কখনই দেখিতে পারিতেন না—আর পারিবেনই বা কিরূপে? প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহারা সদা সর্ব্বদাই বলিত যে অনন্তকাল তাঁহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে।

লক্ষ্ণৌর পথে একদল ইংরাজ সৈন্য ঐ বিদ্রোহ দলকে আক্রমণ করিল। একজন ইংরাজ সৈনিক তাঁহাকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিতে যাইতেছিল এমন সময় তাঁহার শৃঙ্খল দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল যে তিনি ইংরাজ পক্ষেরই সৈন্য—বিদ্রোহীদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা—শৃঙ্খলই তাঁহার মুক্তির উপায় হইল।

**বিদ্রোহী পুত্র।**—একদল বিদ্রোহী সিপাহী ধৃত হইয়া আনীত হইল। বিচারে তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করার আদেশ হইল। যে সৈন্যদলকে এই হুকুম তামিল করিতে হইবে সীতারাম তাহার নেতা। তিনি বন্দীদিগের নামধাম পাঠ করিয়া দেখিতেছিলেন—সহসা তাঁহার হারান পুত্রের নাম চক্ষে পড়িল। তিনি আদেশ প্রদান করিয়াই নিঃশব্দে শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং উদ্বেগ বিকম্পিত হৃদয়ে বন্দুকের সেই কালান্তক গর্জ্জনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের অনুমতি পাইয়াছিলেন। অন্যান্য মৃতদেহ শৃগাল এবং শকুন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল।

**পেন্সন গ্রহণ।**—৪৮ বৎসর সৈনিক জীবন যাপন করতঃ সীতারাম বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। এখনও এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।—সঞ্জীবনী—

---

## বেরি বেরি

যখন এ ব্যাধিটি সংক্রামকভাবে এ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তখন এ শোথরোগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। দেশ কাল পাত্র বিরুদ্ধ আহারাদির যোগ না হইলে কোন ব্যাধিই সংক্রামকভাবে দেশে বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে না। রোগ এক কারণে উদ্ভূত হইলেও ব্যক্তিগত ধাতাদির ব্যতিক্রমে বিভিন্ন উপায়ে রোগের প্রতিকার করিতে হয়।

অধুনাতন শোথ বা বেরি বেরিতে যে যে পাচন মুষ্টিযোগ প্রলেপাদি দ্বারা সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর উপকার পাইয়াছি এবং বহুবার প্রয়োগ করিয়াছি তাহাই এস্থলে লিখিলাম

১। আঁটীবার হরীতকী, কাঁচাহরিদ্রা, বামনহাটীর মূল, গাঁটিবাদ গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু এবং শুণ্ঠ প্রত্যেক ওজন ৵০ দুই আনা (২৪ গ্রেণ) অৰ্দ্ধসের জল দিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধপোয়া শেষ থাকিতে নামা-

ক্রমে অনেক অনুমান যুক্তি ও বিচারের আবশ্যক, সাধারণকে ইহা অপেক্ষা, আরও কত কত বিধি ব্যবস্থা দিতে গেলে উপকার অপেক্ষা গোলযোগের সম্ভাবনা। যদি এই ঔষধগুলি যথালক্ষণ যথাকালে প্রযুক্ত হয় উপকার লাভ নিশ্চিত।

এখন শোথ রোগের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। সংযোগ বিরুদ্ধ আহারাদির কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে; এখন সাধারণ পথ্যাদির কথা বলিতেছি।

সকল প্রকার অম্ল বিশেষতঃ দধি শোথ রোগে অপথ্য কিন্তু দুঃখের বিষয় এলোপাথ ডাক্তারগণের হাত হইতে কেবল যতগুলি রোগীরই চিকিৎসা করিয়াছি, সকলেরই মুখে শুনিয়াছি, ডাক্তার বাবুরা তাহাদিগকে দধি ও ঘোল প্রচুর মাত্রায় খাওয়াইয়াছেন। এ থিওরি এলোপাথগণ কোথা হইতে পাইয়াছেন বলিতে পারি না। অবশ্য দধিতে ক্রিমি ও কীটাণু (জার্ম) নষ্ট করে বটে কিন্তু তাহা বলিয়া শৈত্যগুণসম্পন্ন দধি রক্তহীনতার উপর (রক্তহীনতা ব্যতিরেকে শোথ হয় না) নিতান্ত অপকারী। যদি উহা দ্বারা উপকারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত (দধি ও ঘোলত আমাদের দেশেরই জিনিষ], তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদকারগণ শোথরোগের নিষিদ্ধ আহারের মধ্যে দধকে ফেলিতেন না। নিত্য নিত্য দধি বা ঘোল খাইলে জ্বর ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অনেক স্থলে ঘটিতেছেও তাই। যাহা হউক যাঁহারা কবিরাজী মতে চলিতে চাহেন, তাঁহারা দধি ও ঘোল বর্জ্জন করিবেন। ঘোল খাইতে থাকিলে বেরিবেরি রোগগ্রস্ত রোগীকে অনেক দিন ঘোল খাইয়া বেড়াইতে হইবে। [রোগে না পড়ার জন্য ঘোল ব্যবহার অবশ্যই ভাল] ঘৃতে ভাজা হিং প্রভৃতির চূর্ণ এবং অন্যান্য অনেক আয়ের ঔষধ, দধি ঘোলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলেই অগ্নি দীপ্তি ও রুচি হইতে পারে, অথচ এ পক্ষে শ্লেষ্মাবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে না। লবণও অধিক মাত্রায় এ রোগ হইলে সেবন করিতে নাই। যত কম লবণ খাইলে চলে, অত অল্প মাত্রায় সেইমত সৈন্ধব লবণ খাইবেন, লবণে রক্ত তরল করিয়া শোথের বৃদ্ধি করে। খাঁটি তৈল না পাইলে ইহার ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়াই রোগীর উচিত। খাটি তৈল অল্পমাত্রায় চলিতে পারে—মনে রাখা উচিত যে ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, দুগ্ধ প্রভৃতি স্নেহ পদার্থও শোথের অনুকূল নহে; তবে হিং চিত্রকাদি আয়ের ঔষধের সহিত ঘৃত, এবং শুঁঠ বা পিপুল দিয়া সিদ্ধ করা দুগ্ধ সহ্যমত চলিতে পারে।—ব্যাধির তরুণ অবস্থাতেই এই সকল স্নেহপদার্থের বহুল ব্যবহার নিষিদ্ধ কিন্তু রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ঘৃত দুগ্ধাদি নিষিদ্ধ নহে। গুড় এবং চিনিও অধিকমাত্রায় না খাইয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। সহজ পাচ্য আহার্য্যমাত্রেই পথ্যরূপে চলিতে পারে।

আটার রুটি বা সুজিসিদ্ধ রুটী পথ্য দিয়া অনেক রোগী সম্বন্ধে শীঘ্র ফল পাইয়াছি। যাহাদের অপাক অজীর্ণ ও অম্ল আছে, তাঁহাদের পক্ষে যবের আটার রুটীই প্রশস্ত। জ্বর না থাকিলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হইলে এক বেলা অন্ন এবং অপর বেলা সহ্যমত রুটী, বার্লী [যবমণ্ড] সাগু বা খই দুগ্ধ। অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যাপেক্ষা মিছরির গুঁড়াই (লাল মিছরী) ব্যবহার্য্য। ভাজা পোড়া শাকপাতা, লঙ্কার ঝাল একেবারেই ত্যাজ্য। উদরাময় থাকিলে যবের মণ্ড বার্লী বা পানফলের পাল সিদ্ধ করিয়া সেই মণ্ড সেব্য। রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, ধাতুক্ষয় ও মদ্যপান এরোগে একান্ত নিষিদ্ধ।

যে সকল শোথরোগীর ঔষধাদি ব্যবহারেও নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, অথবা শক্ত কট্‌লে মল কেচিৎ কখন অনিয়মিতভাবে নিঃসৃত হয়, তাহাদিগকে মানকচু চূর্ণ ১তোলা হইতে ২তোলা আতপ চাউলের গুঁড়া ২তোলা হইতে ৪তোলা খাঁটি গাভী দুগ্ধ /।০ এক পোয়া হইতে /৸০ আধ সের, পাকার্থ জল /১ সের হইতে /২ সের পর্য্যন্ত একত্রে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ মাত্র অবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই পায়স বা মণ্ড রুচি অনুযায়ী মিছরির গুঁড়া মিলাইয়া খাওয়াইলে নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া শোথ কমিয়া যায়। ইহা বদ্ধকোষ্ঠ শোথরোগীর একাধারে পথ্য এবং ঔষধ। জন্মভূমি, পৌষ ১৩১৬।

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্ত অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে মাস পর্য্যন্ত তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকলেও টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

২৮৭ শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেঃ পঃ
বড়িবরাখা বি, টী স্কুল ২৮।১১
১১০ " ঈশান চন্দ্র মাইতি, পিঃ মোপাড়া ঐ
১৬৮৯ " দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস কুমারী স্কুল ঐ
১৬৯০ " প্রফুল্ল চন্দ্র হাজরা,
জগদল উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৬৯১ " মদনমোহন দাস দ্বারোয়া মইঃ স্কুল ঐ
১৬৯২ " রজনীকান্ত ভৌমিক পাওবেড়িয়া ঐ
১৬৯৩ " সুরেন্দ্র নাথ দাস, চিনির পটল ঐ
৩৩৯ " মহিম চন্দ্র সরকার, কড়ুয়াবাড়ী স্কুল ঐ
১৬০ " নগেন্দ্র নাথ সরকার,
হেঃ মাঃ জলীপুর ঐ
৯১৬ " হেঃ মাঃ কাঁঠালী মধ্যঃ স্কুল ঐ
১৫৫৬ " যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাবিনোদ, আরড়া স্কুল ঐ
১৫৯৪ " টী, কে, বসাক, পূর্ণিমা ঐ
১৬৯৫ " মুন্সি বাসরাতুল্লা আহম্মদ, বালাচিড়ি ঐ
১৬৯৬ " পরমেশ্বর দাস অধিকারী,
কল্যাণচক উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
৩৬৫ " ধর্ম্মদাস সেনগুপ্ত, কলাতলা স্কুল ঐ
১৬৯৭ " প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক,
মসলা, মাঃ স্কুল ঐ
১২১৯ " রঘুনাথ সামন্ত, মাটাগোল মইঃ স্কুল ঐ
৮৩১ " হেঃ পঃ ঘুতড়ি মইঃ স্কুল ঐ
১৬৯৮ " অপূর্ব্ব চন্দ্র অধিকারী,
হেঃ পঃ সরগোড়িয়া স্কুল ঐ
১৬৯৯ " হেঃ মাঃ দেবগ্রাম, বি, টি স্কুল ঐ
৮৪৬ " আশগর আলি খাঁ,
হেঃ মাঃ কালিপুর স্কুল ঐ
৯৬ " ছাত্রবৃন্দ, কৃষ্ণগঞ্জ, মধ্যঃ স্কুল ঐ
১৮৬ " সি, পী, বিশ্বাস, হেঃ পঃ
লখোহরপুর স্কুল ঐ
১৭০০ " হেঃ পঃ মাগোপাড়া, বি, টি, স্কুল ঐ
১১৭৯ " ললিত মোহন স্মৃতিতীর্থ,
ভুবনহাটী টোল, ঐ
১০১ " রাম কিঙ্কর তর্করত্ন, পাত্রসায়র টোল ঐ
১৭০১ " হেঃ মাঃ শাকপুর স্কুল ঐ
১১২৩ " বসন্তপুর বি; টীঃ স্কুল ঐ
১৭০২ " কাছেম উদ্দিন সরকার
মধিরপুর উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৭০৩ " গোপাল চন্দ্র রায় হেঃ মাঃ বগুড়া ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। *Education Gazette Chinsurah.*

## এডওয়ার্ড লাইব্রেরী।

এই পুস্তকালয়ে [illegible] আমি, [illegible] এবং [illegible] কালেজের সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তক [illegible] উদ্যান, অভিধান, [illegible] প্রভৃতি [illegible] বিক্রয় হয়। [illegible] পুস্তক [illegible] সরবরাহ করিয়া থাকি। [illegible] শিক্ষক পণ্ডিত ও পাঠশালসমূহকে [illegible] লাভ লইয়া দিয়া থাকি। [illegible] পরীক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুস্তক [illegible] [illegible] [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] পোঃ, কলিকাতা।

[illegible] —— [illegible]

বিজ্ঞাপন

### চাটার্জ্জি এণ্ড কোংর পুস্তকালয়ে-

পরীক্ষার পাঠ্য ও অতিরিক্ত সকল প্রকার ইংরাজি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক, অঙ্ক পুস্তক, অভিধান মানচিত্র, [illegible] ও উপন্যাস প্রভৃতি, উচিত মূল্যে ও উচ্চ কমিশনে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। ২১নং কর্ণওয়ালিস্ষ্ট্রীট কলিকাতায় এঁদের পাঠাইলেই অতি সত্বর প্রেরিত হইয়া থাকে।

৬.৩।১৯১০

### ছাত্রের প্রয়োজন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৬ জন ছাত্র আমার বাসস্থান, স্কুলের ফি। সাধুহাটী স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট বাৎসরিক পরীক্ষার ফল উল্লেখে আবেদন। জিঃ যশোহর, পোঃ সাধুহাটী।

নং ৯৫০ ১৮।৩।১০

নারায়ণপুর মইং স্কুলে নু নর্ম্মাল বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ মাসিক ১৬ টাকা। প্রাইভেট টিউসন মিলিবে। রামপুরহাট রেলওয়ে ষ্টেসনের ৭ মাইল পশ্চিম। শ্রীভোলানাথ দত্ত; হেঃ মাঃ ভায়া রামপুরহাট, জেলা বীরভূম, পোঃ নারায়ণপুর।

ঘটমাঝি মইং স্কুলে ট্রেনিং পাশ কায়স্থ হেঃ পঃ। পোঃ ঘটমাঝি জেলা ফরিদপুর।

একজন মাইনর পাশ বয়স্ক শিক্ষক। স্কুলে ৪।৫টী ছেলেকে ও বাটীতে ২।৩টী অল্প বয়স্ক মেয়েকে পড়াইতে হইবে। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে স্কুল ৪ বাটী ৫ মিনিটের পথ। বেতন ১০৲ ও আবা। ব্রাহ্মণ হইলে ভাল হয়। শ্রীঅনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল। মাধিপুরা পোঃ অঃ, জেলা ভাগলপুর।

জেলা খুলনা, পোঃ গুরুগ্রাম, পাকলিয়া সার্কেল স্কুলে মাহিয়া শিক্ষক। এণ্ট্রান্স পাশ ৯ টাকা, মাইনর পাশ ৮ টাকা এবং আবা;

ত্রিপুরা, নবিনগর হাই স্কুলে [illegible] মাসিক ১৮ টাকা বেতনে নু নর্ম্মাল পণ্ডিত। ইংরেজী কিছু জানিলে ভাল হয়। শ্রীনীল কুমার চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার নবিনগর হাই স্কুল, পোঃ নবিনগর; ত্রিপুরা।

জেলা বর্দ্ধমান, কুলীনগ্রাম মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ১২—১[illegible]—১৫৲ পর্য্যন্ত। কায়স্থ হইলে আবা। অন্যবর্ণের জন্য কেবল বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াইতে পাওয়া যাইবে। কুলীন গ্রাম ই, আই, রেলের দেবীপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। ৩০শে মার্চ্চের মধ্যে শ্রীবিজেন্দ্র নাথ মিত্র গবর্ণমেন্ট প্লীডার বর্দ্ধমান এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

জেলা খুলনা, পোঃ কুমিরা কুমিরা মইং স্কুলে নু ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ ও একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন আবা বাদে ১৫ টাকা।

জেলা রংপুর, পোঃ গাইবান্ধা, খোলাহাটী মধ্য স্কুলে ৬ মাসের জন্য নু ব্রাহ্মণ অথবা মাহিষ্য হেঃ পঃ। বেতন ২০ টাকা ও আবা।

মকিচরন মইং স্কুলে একজন এফ এ পাশ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ২৬ ও ২০৲ এবং আবা। পোঃ সুপানপুকুর, জেলা বগুড়া।

জিলা ময়মনসিংহ, পোঃ উচিত, সতরবাড়ী মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ ২য় শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে খোরাকীর আংশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে। মুসলমান হইলে আবা।

হরিনারায়ণপুর মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ অথবা এফ এ ফেল হেঃ মাঃ। বেতন ২৫৲ টাকা। বাসা সরকার হইতে দেওয়া হইবে। এই মোক্তারহাট পোষ্টাফিসের কাজ চালাইবার জন্য আরও ৬ টাকা পাইবেন। আর যদি ২টী বালককে প্রাইভেট পড়াইতে পারেন তবে খোরাকী ও টাকা দেওয়া হইবে। শ্রীআরমান হক চৌধুরী. হরিনারায়ণপুর. পোঃ মোক্তারহাট, জেলা দিনাজপুর।

খাড়িয়ালডাঙ্গা মধ্য স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ শিঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। পোঃ খড়িয়ালডাঙ্গা, রংপুর।

গাঁওলী স্কুলে এফ এ পাশ বা ফেল ৩০ টাকা এবং নু নর্ম্মাল পণ্ডিত। ২য় জন যথাক্রমে ২০।১৫ টাকা। নশরতপুর, পোঃ বগুড়া।

জেলা খুলনা খর্ণিয়া মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন মাসিক ১৫ ও পোষ্টাফিসের কার্য্য করিতে হইবে। খর্ণিয়া গ্রাম, পোঃ খর্ণিয়া, জেলা খুলনা।

একটি এণ্ট্রান্স পাশ ২য় শিঃ। [illegible] মইং স্কুল। আপাততঃ ১৫ টাকা। মুসলমান অথবা মাহিষ্য চাই। প্রাইভেট পড়াইয়া আহার। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন। মোবা[illegible] তলা পোঃ, জেলা বগুড়া।

ভাল গণিত জানা গ্রাজুয়েট শিঃ। চিরকুণ্ডা হাই স্কুল, মানভূম। শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেঃ মাঃ, পোঃ চিরকুণ্ডা; মানভূম। বি কোর্স [illegible] লেই ভাল হয়। বেতন ৪৫ টাকা।

একজন এফ এ সাদর এডোয়ার্ড হাই স্কুল। ২৫ হইতে ৩০ টাকা। ৩১শে মার্চ মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

সংস্কৃত কলেজের এফ এ অথবা ইংরাজী জানা সংস্কৃত পণ্ডিত। গুণানুসারে ২০—২৫ টাকা; এণ্ট্রান্স পাশ ৮ম শিক্ষক। ১৫ টাকা। সোনসিংহ হাই স্কুল, পোঃ সোনসিংহ, জেলা ফরিদপুর।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। ঝিকর্গাছা হাই স্কুল ৫০ টাকা এবং আবা। পোঃ ঝিকর্গাছা, জেলা খুলনা।

নর্ম্মাল হেঃ পঃ। ২০ টাকা এবং নিজে পাকের বাসা। বার্ণিশ জংশন বি ডি রেলওয়ে মইং স্কুল। হেড পণ্ডিতের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ বার্ণিস জংশন, জেলা জলপাইগুড়ি।

জেলা নদীয়া, সুবর্ণপুর মইং স্কুলে একজন প্রধান পণ্ডিত। বেতন যোগ্যতানুসারে ১৫৲ হইতে ১৮ টাকা। ডাক্তার এন, এন ব্যানার্জি ১নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একজন ত্রৈবার্ষিক শিক্ষক। বাটীতে থাকিয়া একটী অল্পবয়স্ক বালকের শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে হইবে। আবা ও ১৫ টাকা বেতন পাইবে। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিত্র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, বর্দ্ধমান।

জেলা রংপুর, পোঃ কুমারগাড়ী, কুমারবাড়ী মইং স্কুলে নু হেঃ পঃ। বেতন ১৫ পরে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। মুসলমানের আবেদন অগ্রগণ্য। ৩০শে মার্চ্চের মধ্যে হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মোজাম্মেলনগর মিডিল মাদ্রাসার জন্য জনৈক মুসলমান এফ এ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ২০৲ ও ১৮৲ এবং আবা। হিন্দু হইলে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে। মুন্সী মোজাম্মেল উকীল পোঃ অম্বরকোনা, গ্রাম মোজাম্মেলনগর, ভায়া ঢাকা।

## রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

তখন সুখরাজ প্রভৃতি রাজার প্রধান অনুচরেরা পর রাজা দিয়া সৈন্য সমূহকে এরূপ বিপথ পথিতে চালাইয়া আনিতে লাগিল যে রাজার মৃত্যু ঘটনা অন্যের কথা কি বলিব নিজেদের সৈন্যেরাও জানিতে পারিল না।

রাজার মাথের উপর একটী অদ্ভুত যন্ত্র নির্মাণ করাইয়া তদুপরি রাজার শবদেহ এরূপ ভাবে বসাইয়া আনিতে লাগিল যে তাহাতে রাজার মাথাটী বারংবার নত উন্নত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইতেছিল, পথমধ্যস্থিত জনপদ সমূহের সামন্ত রাজারা রাজদর্শনাভিলাষে সমাগত হইয়া যে অভিবাদন করিতেছিল সত্য সত্যই যেন জীবিত রাজা তাঁহা গৌরবে দাঁড়াইতে না পারিয়া অভিবাদনকারীদিগকে কেবল প্রত্যভিবাদন দ্বারাই সম্মানিত করিয়া চলিতেছেন।

এই রূপে ছয় দিন পথ চলিয়া সৈনিকেরা যখন কাশ্মীরান্তর্গত বোলাসক নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহাদের ভ্রম দূর হইল। তাহারা তথায় রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিল।

তথায় সুরেন্দ্রবতী প্রভৃতি তিন মহিষী রাজার সহমরণে গেলেন, আর বাগাদেশের অধীশ্বর কৃতজ্ঞ বন্ধুবর জয়সিংহ এবং লাড় ও বজ্রসার নামে প্রভুভক্ত ভৃত্য ঐ শোক সহিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

স্ত্রী পুরুষে এই নয় জন চিতায় উঠিলে ইহাদের সঙ্গেই রাজার দেহ অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করা হইল।

অতঃপর ধার্ম্মিকতায় সমুজ্জ্বল সত্যপ্রতিজ্ঞ কুমার গোপাল বর্ম্মা মাতা সুগন্ধাদেবী কর্তৃক নিজে পালিত হইতে থাকিয়া পৃথিবীকে পালন করিতে লাগিলেন।

যদিও এদিকে গোপাল বর্ম্মার সম্পূর্ণ শৈশব অতীত হয় নাই, অথচ তাঁহাকে কার্য্যের অনুরোধে সর্ব্বদাই লালিত্তক প্রভৃতি দুঃশীলদের মাঝে বাস করিতে হইত তথাপি তিনি কিছুমাত্র দুষ্টস্বভাবাপন্ন হন নাই।

অপর দিকে তাঁহার জননী সুগন্ধা বৈধব্যদশাতেও বিশিষ্ট ভোগ বিলাসের সেবা করিয়া সমধিক কামোন্মত্তা হইয়া উঠিলেন ক্রমে ধৈর্য্য হারাইয়া প্রভাকর দেব নামক মন্ত্রীকে ভজনা করিতে লাগিলেন।

রাজমাতা অনুক্ষণ কাম সম্ভোগে প্রীতিলাভ করায় উপপতি প্রভাকরকে কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান মন্ত্রী পদ এই তিনে ভূষিত করিলেন।

ঐ উপপতি প্রভাকর দেব কোষাধ্যক্ষের পদ পাইয়া প্রথমেই অমূল্য রমণীয় যাবতু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং উদ্ভাণ্ডপুরের রাজা লালিয় কাশ্মীরবাসের কিঞ্চিৎ আজ্ঞা অমান্য করায় ঐ মন্ত্রী তাঁহার রাজ্যে পৌঁছিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন ও লালিয়ের পুত্র তোরমাণকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

---

## সদালাপ (৩৫)

(১১১) একাই একশত (লাটুর অজার্ণ)।—লাটুর অজার্ণ ফরাসী গ্রেনেডিয়ার সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন তাঁহাকে অনেকবার পদোন্নতি দিতে চাওয়া হয় কিন্তু তিনি গ্রেনেডিয়ারের কাপ্তেনের অপেক্ষা উচ্চপদ কখন আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। একদা ছুটী লইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ---- করিয়া বেড়াইতে গিয়া একাকী ফিরিবার সময় সংবাদ পাইলেন যে একদল অষ্ট্রীয়সৈন্য দ্রুতগতিতে একটা পাহাড়ী রাস্তা দিয়া আসিতেছে। ঐ পাহাড়ী পথের একস্থানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। তাহার পাশ দিয়া পথ। অজার্ণ ছুটাছুটী সন্ধ্যার সময় ঐ দুর্গে গেলেন যে দুর্গরক্ষীদের সাবধান করিয়া দিবেন এবং ফরাসীসৈন্যদলে সংবাদ দিবার জন্য উহাদের একজনকে পাঠাইবেন। গিয়া দেখিলেন যে দুর্গরক্ষী সকলেই পলায়ন করিয়াছে।

দুঃখে এবং ঘৃণায় অজার্ণ একাকীই দুর্গরক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ত্রিশ জন সৈনিক ঐ ক্ষুদ্রদুর্গে সাধারণতঃ থাকিত। উহারা পলায়নের সময় বন্দুকগুলি বহনের কষ্টও স্বীকার করেন নাই। অজার্ণ কিছু ভোজন করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া ৩০টী বন্দুক ভরিয়া ছাদের আলিসার ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে অন্ধকারে যোদ্ধাদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। অষ্ট্রীয়দল অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণ জন্য এতক্ষণ পাহাড়ের অন্তরালে অন্ধকারের অপেক্ষায় ছিল। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে লোক দেখা গেলে অজার্ণ ক্ষিপ্রতার সহিত একে একে পাঁচ ছয়টি বন্দুক তুলিয়া ছুঁড়িলেন। ৪।৫ জন অষ্ট্রীয় যোদ্ধা হতাহত হইয়া পড়িল। দুর্গরক্ষীরা সজাগ আছে দেখিয়া অষ্ট্রীয় সেনাপতি রাত্রের আক্রমণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। প্রাতে একটী তোপ টানিয়া আনা হইল, কিন্তু পার্ব্বত্যপথটার এরূপ বক্রগতি যে তোপটাকে সুবিধামত বসাইতে গেলে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। অজার্ণ শীঘ্র শীঘ্র ভরা বন্দুকগুলি তুলিয়া অব্যর্থ সন্ধানে ছুড়িতে লাগিলেন। তখন তিন লোকের বন্দুক বা চোটার ব্যবস্থা হল না। সুতরাং অষ্ট্রীয়েরা মনে করিল বহুসংখ্যক লোক দুর্গরক্ষা করিতেছে। তোপটার মুখ ফিরাইয়া তাল করিয়া বসাইয়া একবারও ছুঁড়িবার অবকাশ অজার্ণ দিলেন না। অনর্থক অনেকগুলি অষ্ট্রীয় গোলন্দাজ মারা পড়িল। তখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি পদাতি সৈন্যদিগকে মই লইয়া দুর্গের উপর যাওয়া করিতে হুকুম দিলেন। তিনবার চেষ্টা হইল কিন্তু ঐ গলিটা পথে তিন জনের অধিক পাশা পাশি থাকিয়া দৌড়িবার উপযুক্ত প্রশস্ত পথ না থাকায় দুর্গ অধিকার হইল না। বহুসংখ্যক অষ্ট্রীয় যোদ্ধা হতাহত হইল, কাপুরুষ দুর্গরক্ষীগণ কতকটা বারুদ নষ্ট করিয়া পলাইয়া ছিল। অজার্ণের বারুদের কমি পড়িল। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে পলায়িত দুর্গরক্ষকদিগের নিকট এতক্ষণ ফরাসি সৈন্যদল সংবাদ পাইয়া অষ্ট্রীয়দিগের দিকে যাত্রা করিয়া থাকিবে, সুতরাং পার্ব্বত্য পথ এখন অষ্ট্রীয়েরা দখল পাইলেও ফরাসি পক্ষের কোন ক্ষতি হইবে না। সন্ধ্যার সময় যখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি দুর্গ সমর্পণ করিতে পুনরায় ডাক দিলেন তখন অজার্ণ স্বীকার করিলেন যে ফরাসি ধ্বজা সহ দুর্গরক্ষীদের সশস্ত্র ফরাসি দলে গিয়া মিশিতে দেওয়ার স্বীকৃতি পাইলে পরদিন প্রাতে দুর্গ সমর্পিত হইবে। তখনই দুর্গ আক্রান্ত হইলে বারুদ প্রায় ফুরাইয়া যাওয়ায় আধ ঘণ্টায় উহা অধিকৃত হইত। তবু ফরাশিদদের আসিবার জন্য অনেকটা সময় লওয়া এবং ফরাশি ধ্বজার শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা হইল। পরদিন প্রাতে পার্ব্বত্য পথে দুর্গের সম্মুখে অষ্ট্রীয় সৈন্য দুই লাইনে দাঁড়াইল। মধ্যে একজনের যাওয়ার মত রাস্তা রহিল। তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে ক্ষুদ্র দুর্গ বা টাওয়ারের দ্বার খুলিবার পর দেখা গেল যে একটী মাত্র ফরাসী যোদ্ধা অনেকগুলি বন্দুকের আঁটি বাঁধিয়া তাহা ঘাড়ে করিয়া, ভরভারে অবনত কলেবরে আসিতেছে। অষ্ট্রীয় সেনাপতি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর সকলে আসিতেছে না কেন?" অজার্ণ যখন বলিলেন "আমিই দুর্গাধ্যক্ষ এবং একাই সমস্ত দুর্গরক্ষী সেনা" তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একজন মাত্র লোকে একটা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দুইরাত্রি ও এক দিন দুর্গটা রক্ষা করিয়া বহু সংখ্যক অষ্ট্রীয় যোদ্ধাকে হতাহত করিয়াছে জানিয়া উদারহৃদয় অষ্ট্রীয় সেনাপতি অজার্ণকে একখানি প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং নিজের সৈন্যদের বলিলেন "ধন্য সেই

তাই বন্ধ [illegible] যায়। নারদ বলিলেন "তবে উহাদের দেখা দিয়া কিছু লইতে বলুন।" ভগবান তাহাই করিলেন। উহারা "আপনার তরে আমরা কোন কিছুই চাহিব কেন?" অনেক কষ্টে ভগবানের সাক্ষাতে মাধ-বেন্দী উহাদের এক একখণ্ড বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করা-ইতে পারিলেন।

[illegible] তীর্থাটন মহাত্মা আবুবেকার [illegible] রাম [illegible]। মহাত্মা আবুবেকার একদিন একটি [illegible] মশাল হাতে বলিয়াছিলেন, "আমি মক্কায় গিয়া মক্কার মসজিদ পোড়াইয়া ফেলিব তাহা হইলে [illegible] ঐ মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ঘরে সকলে ঐ মসজিদের প্রভুর প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করিবে।" তীর্থযাত্রা যে ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধি সহায়ক বলিয়াই উপকারী তাহা অনেকেরই মনে থাকে না। ভক্ত সাধকাগ্রগণ্য ৺রামপ্রসাদ সেন এক সময়ে ৺বারাণসী যাইতে-ছিলেন, পথে ত্রিবেণীতে স্বপ্ন হয় যে তাঁহার তীর্থাটনের প্রয়োজন নাই মা অন্নপূর্ণা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি গৃহে ফিরেন এবং গাহিয়াছিলেন ;—

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা।
অনলে দাহন যথা হয়রে তূলা রাশি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি এ বটে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয় চিনি খেতে ভালবাসি
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে
চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী॥

(১৭৭) প্রার্থনার উপকারিতা (সাধুর উপ-দেশ)—কোন ব্যক্তি তাঁহার কুভাবস্থ পুত্রের হৃদয়ে কতকটা মদগর্ব্ব এবং ভক্তিহীনতা এবং সহানুভূতিশূন্যতা দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়া ছিলেন। উহাকে সর্ব্ববিষয়ে ভাল দেখিবার ইচ্ছায় একদিন যথেষ্টরূপে তাহার দোষের উল্লেখ এবং তিরস্কার করিলে ফল ভাল হইল না। পুত্র নিজের কোন দোষই দেখিতে না চাহিয়া অকারণ তিরস্কার এবং অন্যায্য ব্যবহার স্থির করিয়া ক্রুদ্ধ হইল, নিজেকে সংযত ও সংস্কৃত করিবার জন্য স্পৃহা আর উদ্বুদ্ধ হইল না। অকৃতকার্য্যতার লজ্জা-বোধ হইলে মনে মনে আত্মপরীক্ষায় পিতা দেখি-লেন যে, তাঁহার নিজের দোষ বড়ই গুরুতর। তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার দ্বারা সব হইতে পারে—"তাঁহার" উপদেশে এ সব উচ্চ বিষয়ের কাজ হওয়া সম্ভব—এই ভাবটার তাঁহারই মধ্যে গর্ব্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান! তখন তিনি বুঝি-লেন যে পুত্রকে ভক্তি, ভালবাসা, সহানুভূতি, অপরের সাহায্যে উন্মুখতা প্রভৃতি বিষয়ের উপ-দেশ যতদূর উপরে উপরে ও সকল বিষয়ের "কথা" দ্বারা সম্ভব পুত্রের তাহা শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। এখন নীরবে ভগবানের কাছে নিজের এবং পুত্রের অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা জন্য প্রার্থনা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তাহা করিলে পিতার নিজেরও মনে শান্তি আসিল এবং পুত্রেরও অনে-কটা উপকার হইল। একজন সাধু প্রকৃত উপ-দেশই দিয়াছিলেন "শিষ্যের কাছে ভগবানের কথা এক আধবার বলিও, কিন্তু ভগবানের কাছে শিষ্যের জন্য অনুক্ষণ বলিও।"

## বঙ্গভাষার গতিনির্ণয় চেষ্টা।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের অনুসারিণী ভাষা নহে, একথা ইদানীন্তন কালের বাঙ্গালা লেখক গণের মধ্যে কাহার কাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে—

বাঙ্গালা ভাষায় প্রধানতঃ তিন প্রকারের শব্দ প্রচলিত দেখা যায়—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশজ। প্রাকৃত ভাষার অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষা মধ্যে ব্যবহৃত থাকিলেও সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গালা ভাষার জননী বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় নূতন কথা প্রস্তুত করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইতে হয়। ইংরাজী এখন আমাদের রাজভাষা। এই ভাষায় জ্ঞান-গর্ভ উপাদের পুস্তক বিস্তর আছে। সেই সকল পুস্তকের ভাব বাঙ্গালা ভাষায় বিশদ ও বিশুদ্ধ ভাবে ব্যক্ত হইয়া বাঙ্গালা পুস্তক সমূহ যতই রচিত হইতে থাকিবে ততই বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। কিন্তু এই কার্য্যে সুবহুসংখ্যক নূতন শব্দ গঠন করিবার যে প্রয়োজন হইবে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর সেই কার্য্য সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ব্যতীত যে সুচারু সম্পন্ন হইতে পারে না, স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পাটীগণিত প্রণয়ন করিয়া তাহার স্পষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ [illegible] বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি সুলেখকগণও একথার সার্থকতা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকের ব্যাকরণ ভুলগুলি পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে, বাঙ্গালা ভাষায় সুলেখক হইতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আধুনিক লেখকগণের অনেকেরই লেখার মধ্যে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাবই ইহার হেতু বলিয়া আমার মনে হয়। আমার কথা এই যে, যাঁহারা বাঙ্গালা সংস্কৃত নয় বলিয়া নিজেদের লেখা মধ্যে অনেকস্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিচার করেন, তাঁহারা কুলো, ধুচুনী, ঢেঁকী, ধামা প্রভৃতি দেশজ শব্দ লইয়াই বাঙ্গালা রচনা করুন; কিন্তু যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার না করিলে চলে না এমন দেখেন এবং তজ্জন্য আবশ্যক মত সংস্কৃত শব্দ সমূহের আশ্রয় লয়েন, তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলুন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই সকল ব্যতিক্রম—যথেচ্ছাচার এবং অসংযম সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্য সভা প্রভৃতির সাহায্যে এই যথেচ্ছাচার, অসংযমের প্রশমন হইবে, বহু আশা আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় সুলেখক হইতে হইলে প্রথমতঃ সংস্কৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাল শিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার রীতিমত আলোচনা রাখায় প্রয়োজন। ইংরাজী বিবিধ গ্রন্থ হইতে ভাব সমূহ সংগ্রহ করিয়া দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। সংস্কৃতকেই বাঙ্গালার জননী বোধে ভাষা সংস্কৃতের অনুসারিণী রাখিতে হইবে।

সকল দেশেই প্রধানতঃ দুই প্রকার ভাষা প্রচলন দেখা যায়—লিখিবার ভাষা ও সাধারণ কথোপকথনের ভাষা। সংস্কৃত ভাষা যখন চালু ছিল তখনও এ নিয়মের ব্যতিচার দৃষ্ট হয় নাই সংস্কৃত, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের ভাষা ছিল এবং প্রাকৃত সাধারণ লোকের ও সাধারণ স্ত্রীলোকের ভাষা ছিল। কুমার সম্ভবে হরপার্ব্বতী স্তব করিবার সময়ে সরস্বতী এ দুই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। মহাদেবের স্তবে সংস্কৃতের এবং পার্ব্বতীর স্তবে প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন
সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং
বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন ॥

সংস্কৃত, প্রাকৃত একই সময়ে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষারই অনুসারিণী তাহা বিশদ করিবার জন্য আরও কয়েকটি কথা বারান্তরে লিখিয়া পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বিদ্যারত্ন, গোবরডাঙ্গা।

## ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

৺ তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমতঃ শেরপুরে স্বীয় পিতার নিকট পরে পোড়াপাড়ায় ৺ দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট এবং শেষে বিদ্যাভূমি নবদ্বীপে কয়েকজন অতি প্রাধান অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপেই তাঁহাকে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রদত্ত হয়। অতঃপর শেরপুরে নিজ বাড়ীতে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। কালে ইনি প্রকৃত প্রস্তাবেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। পিতা রাধাকান্তের প্রাতঃসূর্য্যের আলোক সদৃশ পর্য্যাপ্ত বিদ্যালোক তাঁহার বংশধরস্বরূপ পুত্র চন্দ্রকান্তে মাধ্যাহ্নিক দিবাকরের সমুজ্জ্বল আলোকে পরিণত হইয়া তাঁহাকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল।

অনুমান ইংরাজী ১৮৮৬ সালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তর্কালঙ্কার মহাশয় যোগাবেশে উপলক্ষে মহাস্থানে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল না। তজ্জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি ৺ কালীঘাটে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রতাপ বাবু বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী এবং আস্তিক্যবুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ। সুতরাং তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তিনি বেশই চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। অল্পকালেই উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে আজীবন কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিয়া আসিয়াছেন এবং প্রতাপ বাবুও তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরুর অপেক্ষা কম মনে করেন না। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে প্রতাপ বাবু পেন্‌সন লয়েন। তদবধি তিনি কাশীধামে থাকিয়া ভগবচ্চিন্তায় এবং ধর্ম্মাচরণে জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিতেছেন। তর্কালঙ্কারের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহার ধর্ম্মজীবন এবং তপস্যার সহায়স্বরূপ হইয়াছে। তিনি ভগবৎ প্রেরিত হইয়া চন্দ্রকান্তের গৌরবধ্বজা বিদ্যাচলচূড়ে উড্ডীন রাখিয়াছেন।

ইংরাজী ১৮৮৩ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যালঙ্কারের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল, ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রতাপ বাবু তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বলেন, "এই পদ গ্রহণ করিলে আপনার একটা বিশেষ সুবিধা এই হইবে যে, আপনি সংস্কৃত কলেজের এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাদি পড়িতে পাইবেন।" ইঁহাদের কথায় তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করেন।

শ্রীদীননাথ বস্থ, চুঁচুড়া।

---

# এডুকেশন গেজেট।

১১ই চৈত্র ১৩১৬ সাল ইং ২৫শে মার্চ্চ ১৯১০ সাল

## ভাইস চ্যান্সেলারের বক্তৃতা। [১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ মধ্যে যাঁহারা বৎসর কালমধ্যে স্বর্গলাভ করিয়াছেন অথবা এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় বলেন, "৺ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সুবিদ্বান্ ছিলেন, অনেক বিষয়ে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসর সভ্য নিযুক্ত থাকিয়া সৎপরামর্শ দানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা ফ্যাকাল্‌টির সিনিয়র মেম্বর ডাঃ ৺ দেবেন্দ্রনাথ রায়, ডাক্তার ৺ হেমচন্দ্র সেন [দেশীয় ভৈষজ্য সম্বন্ধে ইনি সবিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন], ৺ ডাক্তার থিয়োডোর ব্লচ, স্যর জি বার্কোর্ড, কর্ণেল ম্যাক্রে, স্যর টমাস হলণ্ড—ইঁহাদের অভাব বিশ্ববিদ্যালয় অনুভব করিতেছেন।

বৎসরকালমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত ছাত্রদিগের উচ্চতর শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেকটা কার্য্য করিয়াছেন। ডাঃ কালিস গণিতে ইউনিভার্সিটী রীডার নিযুক্ত ছিলেন। যে সকল ছাত্র গণিত সংক্রান্ত গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন সেই সকল ছাত্র ব্যতিরিক্ত দেশের নানাস্থান হইতে অনেক গণিতের লেকচারার তাঁহার লেকচার শুনিতে আসিয়াছেন। গবেষণায় নিযুক্ত কয়েকজন গ্রাজুয়েট বৎসরকাল মধ্যে ঐ কার্য্যে অনেকটা সুফল দেখাইয়াছেন। প্রিন্সিপাল ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রাচীন হিন্দুদিগের [illegible] ছেন। প্রোফেসর হীরালাল হালদার দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে এবং প্রোফেসর শ্যামাদাস মুখার্জ্জি গাণিতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। ইকনমিক্সের সিনিয়র প্রোফেসরের শিক্ষা দানগুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উন্নত ছাত্র অতি যত্ন সহকারে ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবহারিক ভাবে অধ্যয়ন এবং আলোচনা করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থানুসারে গত বৎসর আর্টস ও বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট—পরীক্ষা এবং বিএ পরীক্ষা হইয়াছে। এই একবার মাত্র ফল দেখিয়া নূতন ব্যবস্থায় দোষগুণ বুঝা যায় না। তবে পরীক্ষার ফল দেখিয়া এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে অনেকে যেমন আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তেমন আশঙ্কার কারণ কিছুই হয় নাই। নূতন নিয়মে নানাবিধ বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থায় ভাল ছেলেদের পক্ষে বেশ সুবিধার হইয়াছে। তবে যাহাদের গোড়া কাঁচা তাহাদের ইহাতে তেমন সুবিধা হইবে না। পরীক্ষার ফলে এটুকুও বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, যে সকল স্কুল কলেজে ছেলের সংখ্যা এত অধিক যে, অধ্যাপক প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি মনোযোগ দিবার সুবিধা পান না, সেই সকল স্কুলের ফল অপেক্ষাকৃত মন্দ হইয়াছে। ছেলের সংখ্যা যদি নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং সেই সকল ছেলে যদি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করে তাহা হইলে শিক্ষক সকল ছেলের প্রতিই মনোযোগ দিতে পারেন, কে কি রকম পড়া শুনা করিতেছে তাহা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন, ছেলেরা ও শিক্ষকের সহিত বেশ মেশামেশি করিতে পারে। ফলে, ছাত্র সংখ্যা কম না হইলে সকল ছাত্রের প্রতি অধ্যাপকের দৃষ্টি সমান ভাবে পড়া সম্ভব হয় না এবং অধ্যাপকের প্রভাব ছাত্রদিগের উপর সমান ভাবে না থাকিলে প্রকৃত শিক্ষা হইবে না। সুতরাং নূতন পদ্ধতি অনুসারে পড়া শুনা চালাইতে হইলে প্রথমতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা কমাইয়া একজন অধ্যাপক যে কয়টি ছাত্র লইয়া যথারীতি অধ্যাপনা করিতে পারেন সেই কয়টি মাত্র ছাত্র সেই শ্রেণীতে রাখিতে হইবে। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় কলেজ চালাইতে হইলে বিস্তর অর্থব্যয় আবশ্যক। একেবারে বেশী টাকা দান হইতেই হউক, অথবা নিয়মমত সময়ে বেশী বেশী টাকা চাঁদা হইতেই হউক, এই টাকা সংগ্রহ আবশ্যক। সরকারপক্ষ এবং দেশরক্ষী পক্ষ উভয়কেই এই টাকার সাহায্য করিতে হইবে। আধুনিক উন্নত

ব্যবস্থানুসারে আমাদের কলেজগুলি যাহাতে উপযুক্তরূপ শিক্ষালাভের স্থান হইতে পারে তজ্জন্য এদেশের ধনিগণকেও সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের কলেজগুলি উহাদের উন্নতির জন্য দেশীয় ধনিগণের অর্থসাহায্য দাবী করিতে অধিকারী। ইংরাজীর ন্যায় কঠিন ভাষার সাহায্যে যখন ছেলেদের বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয় তখন মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, প্রকৃত প্রস্তাবে ছেলেদের কিছু শেখা হইতেছে কি না, তাহা না করিলে ফল এই হইবে যে ছেলেদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান চর্চ্চার পরিবর্ত্তে না বুঝিয়া বিষয় সমূহ কণ্ঠস্থ করিবার অভ্যাস জন্মিবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় আয়ত্ব করিতে হইলে মুখস্থ করার দিকেই ঝোঁকটা বেশী হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ, আমাদের বালক ও যুবকদল প্রথম হইতেই যদি শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ঠিক বুঝিয়া পড়িতে এবং অভ্যস্ত বিষয় ঠিক ব্যক্ত করিতে অভ্যাস রাখে, কি পরিমাণ পড়া হইল, কেবল তাহার দিকেই লক্ষ্য না রাখিয়া কিরূপ ভাবে পড়া হইল প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান উপার্জ্জন কতটুকু হইল সে দিকেও লক্ষ্য রাখে তবেই ভাল, নচেৎ নূতন ব্যবস্থানুসারে শিক্ষাদানপ্রণালী ছাত্রজীবনে বিশেষ অনর্থই উৎপাদিত করিবে।

---

## দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুর কর্ত্তব্য কি।

(দ্বারবঙ্গ মহারাজের বক্তৃতা) [২]

হিন্দুর ছেলেদের পারিবারিক জীবন এবং শিক্ষা যাহাতে ঠিক পথে চালিত হয় কেবল তাহার ব্যবস্থা হইলেই হইবে না। হিন্দুর ছেলেরা যে সকল স্কুলে পড়ে সেই সকল স্কুলে এবং তথাকার শিক্ষকগণের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব যাহাতে বিস্তৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে পক্ষে আমাদের দেখিতে হইবে যে স্কুল সমূহে যেন উপযুক্ত শিক্ষক সমূহ নির্ব্বাচিত হয়েন। ধর্ম্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ থাকুন তাহাতে ক্ষতি হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কেবল যদি এই আদেশ প্রচার করেন যে, স্কুল সমূহে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা কাল হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষকগণ আসিয়া সম্প্রদায়ের হিন্দু ছাত্রগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমার বিবেচনায় এইরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং উহা গবর্ণমেণ্টেরও যে অনুমোদিত হইবে সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করি না।

আর একটি কথা বলি। কুশিক্ষা পূর্ণ সংবাদ পত্রাদি ছাত্রদের যাহাতে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য সুশিক্ষাপূর্ণ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের প্রচার আবশ্যক। ঐ সকলে ছবি থাকিবে। ছেলেরা বাড়ীতে ও স্কুলে ঐ সকল পড়িয়া আমোদ উপভোগ করিবে এবং সুশিক্ষা পাইবে। বিলাতে এইরূপ সাময়িক পত্র অনেক সংখ্যায় প্রচারিত হইয়া থাকে। আমি বলি, একটি সিলেক্ট কমিটী গঠিত হউক এবং উক্ত কমিটী হইতে ছেলেদের সুশিক্ষার উপযোগী সাময়িক পত্র ইংরাজীতে ও ভার্ণাকুলারে বাহির করা হউক। হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য একটি পবিত্র সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, উহার ফল অতি সুন্দর হইবে।

পূর্ব্বে যে ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের কথা বলিয়াছি, যেরূপেই হউক গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশবাসিগণের স্বেচ্ছামূলক আন্তরিক সম্মিলিত চেষ্টায় উহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে।

ভারতের এই ত্রিশকোটী অধিবাসীর অধিকাংশই অত্যন্ত রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয় এবং শ্রমশীল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহারা যে সুখ সুবিধা ও শান্তি উপভোগ করিতেছে তাহাতেই সন্তুষ্ট আছে। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজকার্য্য পরিচালনে অধিকতর অধিকার পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, এমন সময় এক্ষণে ভারতের উপস্থিত হইয়াছে; এবং ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড মর্লি মহাশয় এবং বড় লাট বাহাদুর লর্ড মিণ্টো তাহাদের এই ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভাসমূহ পরিবর্দ্ধিতভাবে নূতন গঠিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

যে পরিবর্ত্তনগুলি সংসাধিত হইয়াছে সে গুলি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্মিলিত হইয়া এমন ভাবে আমাদিগকে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে যেন তদ্দ্বারা রাজনীতি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও বেশী অধিকার পাইবার পথ আমাদের পরিষ্কার হয়। বহুবিষয় সম্বলিত সংশোধন প্রস্তাব, সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমভাবে কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এই সংশোধন প্রস্তাবে আমরা যে সকল ত্রুটি দেখাইব তৎসম্বন্ধে ষ্টেটসেক্রেটরী মহাশয় এবং বড়লাট বাহাদুর অবশ্য বিবেচনা করিবেন এবং প্রয়োজন বুঝিলে তাহার পরিবর্ত্তনও করিবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমি ভারতের ভবিষ্যৎ আশায় চক্ষে দেখিতেছি। নবজীবনের উৎসাহ সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। শিক্ষাক্ষেত্র এরূপ সম্প্রসারিত হইয়াছে যে, কেবল সাহিত্য বলিয়া নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়—কৃষি শিল্প বাণিজ্য ছেলেদের শিখান হইতেছে। আমাদের প্রধান আয়ের ভিত্তি কৃষি শিখাইবার দিকেও গবর্ণমেণ্টের মন পড়িয়াছে। এবং এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন গ্রাম্য প্রাথমিক স্কুলগুলির সহিত একটি করিয়া কৃষিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। এবং বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে চাষ আবাদ কিরূপ করিয়া করিতে হয় তাহাও শিখান হইবে।

আসুন আমরা সকলে বন্ধুত্ব সম্মিলনে সম্মিলিত হই। আমাদের সকলেরই এক লক্ষ্য—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতের উন্নতি সাধন। যাহাতে আমাদের দেশের উন্নতি হইতে পারে, দেশবাসী সকলে ধার্ম্মিক এবং শান্তিপ্রিয় হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে, সেই পথে আমাদিগকে যত্ন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শিক্ষা—সাহিত্য, বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি হইতে পারিবে এবং সুসভ্যতার অঙ্গস্বরূপ গুণসমূহ আমাদের অধিকৃত হইবে।

---

## প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

ভারত মহিলা—মাঘ ১৩১৬। সাধারণ শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে প্রকৃতই লেখা হইয়াছে—

"স্ত্রীজাতি এবং কৃষক প্রভৃতির শিক্ষার অভাব জনিত হীনাবস্থাই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিক্ষিত সম্প্রদায় একথাটা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবেন।"

"সংযম ও নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভোগাসক্তিশূন্য দেবীস্বরূপিণী বঙ্গবিধবাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার বক্তৃতা করিয়া বঙ্গবাসী আপনার যে অনিষ্টসাধন করিতেছেন, অদ্য তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব স্বামীর মৃত্যুর পর ভারতনারী সর্ব্বপ্রকার সুখ লালসা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যেরূপভাবে জীবন যাপন করেন শুধু সেই জন্যই তাঁহারা পৃথিবীর যাবতীয় রমণীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য তো তাঁহাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়, স্বামীর সহিত অনন্ত চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। এখন যদিও আইনের বাধাবশতঃ মৃত স্বামীর অনুগমন করিতে পারেন না, তথাপি আমরা

...অবলম্বন করিয়া তেজস্বিনী সন্ন্যাসিনীর ... গমন করিতেছেন। প্রবল ধর্ম্মপিপাসা ... করিবার জন্য অন্নাভাব পরিত্যাগ প্রভৃতি ... সাধকগণের অনুসরণ করিতেছেন। যাঁহা- ... এত প্রবল, যাঁহাদের মানসিক শক্তি ... তাঁহাদিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান ... প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রদান করিলে দেশের ... হয়। তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন লাভের ... প্রবল এবং পরার্থজীবনের সাধনাও ... কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড এবং তীর্থভ্রমণ এবং ... ক্লেশ সহ্য করার সহিত মূল সাধারণ ... দিগেরও যে প্রয়োজন তাহার কোন উপায় ... না।

... তত্ত্বমঞ্জরী—পৌষ, মাঘ ১৩১৬। "ভাগ্য ... কার" এবং "সরল বিশ্বাস" প্রবন্ধ অত্যন্ত ... হইল। "পওহারী বাবা" প্রবন্ধে লিখিত ...—

... পওহারী বাবা কখনই আনুষ্ঠানিকরূপে শিক্ষা ... না। কথার ছলে মাঝে মাঝে উপদেশ ... করিতেন। অনেক অনুনয় বিনয় করাতে ... এইরূপ সাধনের যুক্তি প্রকট করিয়া- ... ছেন—

... সাধক ব্রহ্মবাচক ওঁ শব্দ দীর্ঘ ও উচ্চ ব্যাহরণ ... করিবেন। ঐ সময়ে অন্তরে মহা- ... ( কোটিসূর্য্যপ্রভ ) সর্ব্বব্যাপক স্বরূপে ... থাকিবেন। এইরূপে নাদ দ্বারা ধ্যানময় ... সাধক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মময় হইতে ... করিবেন।

কোনও তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রশ্ন করেন যে, ধ্যান কাহাকে বলে, আমরাও চক্ষু মুদ্রিত করিলেই অন্ধকার দেখি।

পওহারী বাবা বলিলেন, যাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত ... থাকিবে চিন্তা সকল বিস্মৃত হইয়া ... অন্ধকার দেখেন, তাঁহাদের সংযত মন ... উচ্চ ভূমিতে নীত হইয়াছে, কারণ ... কারের পরেই জ্যোতির প্রকাশ হয়, অসংযত- ... ব্যক্তিরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাহ্যজগতেরই ... চিন্তা মানসক্ষেত্রে সৃজন করিয়া থাকে।

... পওহারী বাবা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ সাধুগণের ... ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বপ্রকার ... সমাদর পাঠ করিতেন, তিনি হিন্দি, ... সংস্কৃত, ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী চন্দ্র সেন, ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেকে পওহারী বাবার দর্শন মানসে আসিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মালাপ করিতেন, তিনিও সকলের প্রতি সমান ভক্তি ও সমাদর প্রকাশ করিতেন।

তীর্থদর্শন বিষয়ে পওহারী বাবা বলিতেন যে, পদব্রজে পর্য্যটন করাই বিধেয়। আয়াসলব্ধ ধনে যেমন অধিক আদর, বহুদিনে বহু কষ্টের পরে অভীষ্টের লাভ হইলে অভীষ্ট দেবতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

তীর্থ স্থানে গমন কালে প্রকৃতির নব নব বিচিত্র শোভার মধ্যে তীর্থযাত্রীর ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

তীর্থযাত্রা কালে গন্তব্য পথে কত সাধু মহাত্মা সহযাত্রীর সঙ্গলাভ হয়, এবং তীর্থ দর্শনের পূর্ব্বেই যাত্রী বহুউপকার লাভ করিয়া থাকেন।

## সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ কলিকাতা ] কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন ও মিঃ উডরফ সাহেবের এজলাসে লালা লাজপত রায়ের মানহানিজনিত মামলায় মাননীয় বিচারপতি মিঃ ফ্লেচার সাহেবের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আসামীপক্ষ "ইংলিসম্যানের" তরফ হইতে যে আপীল হইয়াছিল, তাহার রায় বাহির হইয়াছে। বিচারপতি ফ্লেচার সাহেব আসামীপক্ষকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ফরিয়াদীকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।আপীলে জজেরা ১৫ হাজারের স্থলে ১৫ শতটাকা ক্ষতিপূরণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আপীলের খরচা আসামীপক্ষকে দিতে হইবে।

নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন সি আই ই মহাশয়ের গত বুধবার কলিকাতায় মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা পুলিস কোর্টের ইনি একজন অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহার সম্মানার্থ ঐ দিন বেলা একটার সময় আদালত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

হেয়ার স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র ঘোষ অস্থায়িভাবে বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী ডিরেক্টর হইলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কৃতবিদ্য পুত্র পণ্ডিত জীবানন্দ স্বর্গলাভ হইয়াছে। বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। সংস্কৃত আদ্য মধ্য উপাধি পরীক্ষায় বিস্তর পুস্তক মুদ্রিত করিয়া সংস্কৃত পাঠার্থী ছাত্রদিগের ইনি বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন।

[ ঢাকা ] ঢাকা সারস্বত সমাজের এবারের বার্ষিক অধিবেশনে স্বয়ং পূর্ব্ব বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সভার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যত্ন ও উৎসাহে সকল কার্য্যই সুসম্পাদিত হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাগমে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের অধ্যাপকদিগকে বিদায় দিবার টাকা সন্তোষের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী দীনমণি চৌধুরাণী মহাশয়া দান করিয়া সভার সাধুবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

[ সাধারণ ] ... রোগের তথ্য নির্দ্ধারণার্থ ডাক্তার ... সহিত ডাক্তার নীলরতন সরকার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বুদ্ধগয়ার যাত্রীদিগের জন্য যে বিশ্রাম বাটী আছে, তাহার ভোগদখলাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধ যাজকদিগের সহিত বুদ্ধগয়ার হিন্দু মোহান্তের মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ ... ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিচারে হিন্দু মোহান্তের সত্বই সাব্যস্ত হইয়াছে। হাইকোর্ট বৌদ্ধযাজকদিগকে ঐ বিশ্রাম বাটী হইতে বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিয়া বাটিটী মোহান্তকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন।

সেবাধর্ম্ম। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আতুরাশ্রমের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটের ১২৫ নং বাটীতে সুসম্পন্ন হয়। দীন দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু বৃদ্ধ বধির সহস্রাধিক ঐ স্থানে প্রাতঃকাল হইতে সমাগত হয়। স্বেচ্ছাসেবকেরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে তৈল মর্দ্দনান্তে স্নান করান এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করান। যাহারা অন্ধ তাহাদিগকে হাত ধরিয়া বসান, যাহারা ... রহিত তাহাদিগকে কোলে করিয়া বসাইয়া দেন। ... স্বেচ্ছা-সেবকদিগের হিন্দু মুসলমান ও অন্য জাতীয় ভিক্ষুক বলিয়া ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, সকলকেই সমানভাবে তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা ... উদ্গ্রীব। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবার ... ছোট লাট, হাইকোর্টের জজ ও ... অনেক

সমস্ত লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ছোট-লাটের গলায় পুষ্পমালা দিবার উদ্যোগ হইলে ছোটলাট সে মালা নিজে না লইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া অভ্যাগত আতুরের গলায় নিজহস্তে সাদরে পরাইয়া দিলেন। শুনিলাম ঠিক এই সময়ে মালা প্রদানোদ্যত ছোটলাটের ও আতুরের একখানি ফোটো লওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস এই কার্য্যের উদ্যোক্তা। হাইকোর্টের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত ষ্টিফেন সাহেব ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং অনেকগুলি সমস্থ ইংরাজ এই সাধু কার্য্যের বিশেষ সহায়। স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে কয়েকটি মাত্র মুসলমান ছিলেন, অবশিষ্ট হিন্দু এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—মিঃ পিকি ছোটনাগপুরের এবং অস্থাঃ মিঃ মাউজর প্রেসিডেন্সীর কমিঃ হইলেন। বাবু সতীশ চন্দ্র মুখো ভগলপুরের কমিঃর পার্শ অ্যাসিষ্টাণ্ট হইলেন। বাবু বসন্ত কুমার রাহা কটকের সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ লিগুসে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অস্থায় সেক্রেটরী হইলেন। (বিচার ও সাধারণ বিভাগের) ডেঃ মাঃ মিঃ হো ভগলপুরের সদরে এবং মিঃ ভাউনিং পূর্ণিয়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। অনারেবল মিঃ রিচার্ডসন ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম পাইলেন। মিঃ ই পি চ্যাপম্যান লিগাল রিমেম্ব্রান্সার হইলেন। মিঃ ভিন্সেণ্ট ২৪ পঃ এবং হুগলীর অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। মিঃ কোলে আবকারী কমিঃ হইলেন। মিঃ সোমান ২৪ পরগণার মাঃ হইলেন। বাবু অমরেন্দ্র নাথ দাস মুঙ্গেরের সদরে বদলী হইলেন। মিঃ ডুভাল আই সি এস হাওড়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু সতীশচন্দ্র মুখো ভগলপুরের সদরে বদলী হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। ডেঃ মাঃ বাবু দাশরথি দত্ত কুষ্টিয়া মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মিঃ কালিস বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব, রাজনীতি ও নিয়োগ বিভাগের অস্থায় সেক্রেটারী পাকা হইলেন।

বিচার—বাবু পান্নালাল বসু এম এ বি এল কালনার এবং মৌঃ মহঃ আবুল বরকৎ এম এ বি এল গোপালগঞ্জের মুঃ হইলেন।

---

## কৌতুক-কণা।

১। আকবর শাহ। (গম্ভীর ভাবে) আমি মনে করিতেছি শীঘ্রই একটা হুকুমজারি করিব যে এখন হইতে ছয় মাসে সংসর হইবে। সাধারণ মাসের দুই দুই মাসে এক এক "আকবরী মাস গণনা হইবে।

বীরবল। জাঁহাপনা! কি আনন্দের সম্বাদই দিলেন! এখন হইতে পুরা এক মাস করিয়া চাঁদনী থাকিবে।

আকবরশাহ (লজ্জিত এবং বীরবলের স্পষ্টবাদিতায় প্রীত) উচিত বলিয়াছ বন্ধু। হিন্দু মুসলমানের চান্দ্র মাসের উপর কোন মনুষ্যের হাত নাই।

---

২। আকবর সাহ (মনে মনে) তোমাকে সর্ব্বদাই অবিচলিত এবং অক্রোধী দেখিতে পাই। আজ বন্ধু! তোমাকে রাগাইয়া তবে ছাড়িব। (প্রকাশ্যে) "বীরবল রাঁধন্ত গায়,

বীরবল। (স্মিতমুখে) "ওকথাটা ঠিক বলিয়াছেন, পৃথ্বীনাথ! আমার সে অভ্যাস আছে। আর আপনার সম্বন্ধে বলা যায় যে "বাদশাহ গুকরখায়

আকবর সাহ। (বিস্ময়ে ও ক্রোধে) "কি! আমাকে গালি!" (মনে মনে লজ্জায় ও ক্ষোভে) ধর্ম্ম সম্বন্ধে রহস্য করিতে গিয়া ভাল করি নাই। উহাতে এমনি ক্রোধ হয় বটে যে, মনুষ্যত্বহীন তেজস্বী ব্যক্তি কেহই পাল্‌টা বলিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না। অনর্থক একটা মানুষের মত মানুষের আমার একান্ত প্রিয়ভক্তের—আজ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে হইল! অমর্য্যাদার কথা যখন বলিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর অন্য উপায় ত নাই।

বীরবল। (অবিচলিত ভাবে) সুবিচারক সম্রাট! মৌখিক ভালবাসা এবং প্রকৃত ভক্তি ও ভালবাসার পার্থক্য আজ প্রণিধান করিয়া দেখুন! আমি আপনার প্রতি আমার প্রকৃত ভালবাসার জন্য বুঝিতে পারিলাম যে রাজরাজেশ্বর আপনি যেরূপ উন্নতমনা এবং সৌজন্যপূত তাহাতে আপনার আশ্রিত আমাকে কখনই মর্ম্মান্তিক কঠোর কথা বলিতে পারেন না—এইজন্য আপনার কথার অর্থ অনুসন্ধান করিলাম; তাহা করিয়া দেখিলাম যে আপনি বলিয়াছেন যে বীরবল রন্ধন করিতে করিতে গান করে। আমি সপাকে খাই এবং কখন কখন সে সময়ে গুণ গুণ করিয়াও থাকি। তাই ঠিক উত্তর দিলাম। আর আমি দ্ব্যর্থ ধরনের বাক্যের ঠিক উত্তর দিয়া ঠিক আপনার সেই ধরনের অনুকরণের প্রত্যুত্তর দিলেও আপনার মনে হইল যে আমি আপনার কথা বুঝিতেই পারি নাই এবং আপনার স্নেহে পালিত কীটাণু কীট আমি এতই অকৃতজ্ঞ এবং অসংযত; ভক্তি, সম্ভ্রম, ভালবাসা সবই ভুলিয়া গিয়া [illegible] মত আপনাকে গালি দিয়া ফেলিলাম অথচ আপনার চক্ষের সামনে চারিদিকে [illegible] ও পক্ষী সকল রহিয়াছে এবং সেই [illegible] চাহিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে "বাদসাহ [illegible] রখায়" (রক্ষা করেন)। প্রকৃত পক্ষে আপনি গালি দেন নাই—আমিও ত দিই নাই। না বুঝিয়া রাগিয়াছেন আপনি।

আকবর শাহ (হাঁফ ছাড়িয়া) বর্ণের অনুমা আমেজও রহস্য ভাল চলেনা, দেখিতেছি কোথায় ওকে রাগাইব, না, - [illegible] নীত।

---

তেত্রিজবাসী। আপনার সম্পূর্ণ টাক [illegible] গোল মাথার তুলনা এই নূতন হাঁড়ি [illegible] তলার সহিত করাই সঙ্গত নয় কি?

সেখসাদি।—হাঁ ভাই! ঐ এক [illegible] আমাদের দুজনের মস্তকের উপমা [illegible] তোমার মস্তকের ভিতরের অবস্থাটি ঐ হাঁড়ির ভিতরের শূন্যতার সহিত মেলে।

## MATRICULATION EXAMINATION 1910

## BENGALI COMPOSITION

1. Translate any two of the following passages into Bengali:—

(a) Be grateful to your parents. The time was when you were [illegible] wholly on their kindness, when [illegible] could neither speak nor walk, when you were only a burden and care [to] them. But did they forsake you? When you were sick, how tenderly did they hang over you! When you were in want of anything, how cheerfully did they toil to supply your need. Surely there cannot be a greater monster than an unthankful child. Place confidence in your parents. You should have no secrets which you are unwilling to tell them. If you have done wrong, you should openly c[onfess] it and ask their forgiveness. If [you] wish to undertake anything, ask [their] consent.

(b) George Washington, [when a] boy, was about to go to sea, as [a midshipman]; everything was ready, the little [boat] had come to take him off to the ship, and his whole heart was set on going. After his box had been carried down to the boat, he went to bid his mother farewell, and saw the tears bursting

... her eyes. However, he said ... g to her; but feeling that she ... grieve very much if he went, ... perhaps never be happy again, turned round to the servant and ... Go and tell them to fetch my ... ck. I will not go away to break ... mother's heart.' His mother said ... "Be ... ge, God has promised to ... the children that honour their parents and I believe He will bless ... 20

e. At the age of twelve, Leonard ... the misfortune to lose his father. ... mother was unable to work for ... and he had no other friend to depend upon. He resolved to be a burden to no one, but to make his own way in the world. 'I can read pretty ...' said he to himself. 'I can also write a little. If I am honest and industrious, why should I not be able to earn my own bread?' He therefore took leave of his mother and went to a neighbouring town, where he inquired for a certain merchant, who had been a friend of his father's. He begged of Mr. Benson, for that was the name of the merchant, that he would take him into his employment, and promised to serve him with zeal and fidelity. 20

2. Select any five of the following words, and form one adjective from each:- 5

নীতি, বাহু, বিষ্ণু, জোবন, পরিবার, হৃদয়,

সংসার, শরৎ, জল।

3. Select one of the following passages, and substitute appropriate words in it for those that may strike you as inelegant;— 5

(A) আপনার বাণ অতি চোখা ও বজ্রসম, ... জীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর ফেলিবেন ... অতএব শরাসনে যে বাণ লাগাইয়াছেন, ... তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনার ... আর্তকে বাঁচাইবার নিমিত্ত, নিরপরাধীকে ... দেওয়ার নিমিত্ত নহে।

(B) এমন সময়ে অকস্মাৎ এক প্রবল ... ঝড় উঠিয়া গাছপালা নাড়িতে লাগিল। অতি ... এক চোটে বড় বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে ... দের পোড় জলমধ্যবর্তী এক বড় বড় পর্ব- ... কাছে ভাসিতে লাগিল।

(C) মুহূর্ত্তকাল চুপ থাকিয়া চেষ্টার কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন; তাঁহার গলা বাষ্পরুদ্ধ হইল, ধীরে ধীরে তাঁহার গালে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বহুকষ্টে আত্মসম্বরণপূর্ব্বক বলিলেন, "মা আমি এতক শিবপূজা করি নাই, আমলে তুমিই শিবপূজা করিয়াছ।"

4. Rewrite the following in concise and elegant Bengali, correcting all mistakes in spelling, and other inaccuracies:— 10

আমরা দুই বন্ধুতে নৌকারোহণ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম। হঠাৎ আকাশ ঘনঘটা হইয়া চারিদিক ভীষণ আকার ধারণ করিল। মেদিনী ঘোর তিমিরে নিমগ্ন হইল। বৃষ্টি নামিয়া বাতাসের সঙ্গে যোগ করিল, এবং পরে ফিরের জার বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমরা বিষম ভয় হইয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। মাঝিরা আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল "আপনারা ধৈর্য্য করুন, ভয় করিবেন না।

5. Write an essay on any one of the following subjects:— 40

(a) Industry leads to success—examples from your own observation—from what you may have read in books.

(b) The story of Ram's exile—the origin and growth of the plot against him—his devotion to truth—fidelity to parents—the sacrifices run by his wife and half-brothers.

(c) The happiest time you spent in the company of your friends—a description of your companions—the amusements indulged in—the profit you derived from conversation, exercise, or reading—their after-effects.

(d) The person, living or dead, of whom you have the highest admiration—a description of him—his qualifications—character, intellectual powers spirituality, &c.—the reason why you give him preference to others.

## MATRICULATION EXAMINATION, 1910.

## HISTORY

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

### GROUP A

Only six questions to be attempted.

1. Who was the first great Hindu Emperor of Northern India? What was the extent of his empire? What foreign traveller visited India during his reign, and what account of India has he left? 12

2. Explain what India gained from Buddhism in reference to (*a*) the influence of the teachings of Buddhism, (*b*) the rule of one great Buddhist king, and (c) the Buddhistic architectural remains still to be found in India.

3. Describe the political condition of India on the eve of the Muhammadan conquest, and indicate the steps by which the conquest of Northern India was completed. 12

4. When did the break-up of the Pathan Empire and of the Mogul Empire respectively begin? Explain clearly what the split-up was due to in each case. 12

5. Mention the various kingdoms in Northern and Southern India that were conquered by Akbar, and draw an outline map of India showing the extent of his empire. 12

6. When did Sir Thomas Roe and Bernier visit India and what accounts of India have been given by them? 12

7. Trace the history of the Mahrattas from the rise of the Peshwas to the breaking out of the Second Mahratta War. 12

8. Explain each of the following:—The Non-Intervention Policy of Subsidiary Alliance; the Policy of Annexation through Lapse. Name the Governor-general or generals specially associated with each. 12

9. Characterize the administration of Lord Ripon and of his three immediate successors. 12

### Group B.

Only TWO questions to be attempted.

10. Show how in the administration of India the English have followed a Policy of Conservation combined with Progress by gradually introducing Western ideas and institutions. 14

11. How does the British Government help the economic progress of India in respect of (a) agriculture, (b) manufacture, and (c) commerce? 14

12. What is meant by a Native State? How are the Native States classified? Mention the states under each class. What are the powers and duties of the British Government with regard to these states? 14

## GEOGRAPHY.

[ Candidates are required to answer only TEN out of the following fifteen questions, namely any THREE, but not more than three, out of Group A, any THREE, but not more than three, out of Group B, any FOUR, but not more than four, out of Group C.]

### Group A.

1. (a) Draw a diagram of a compass card and mark N, S, SE, and NNW. 10

(b) I stand at a point A in a village; the village well is 100 yds direct N; the mosque 200 yds SE, a school 150 yds. NW, the zemindar's house 250 yds. NNE, a temple 300 yds. SSW, draw a map of village on a scale of 50 yds to an inch.

2. (a) Explain what is meant by the longitude of a place, and show how it is determined. 10

(b) It is noon at Calcutta, what is the time at Madras? [Given the longitude of Calcutta is 88°27′ E, and that of Madras 80°15′ E.]

3. (a) Upon what principles does the formation of tides depend? 10

(b) "The highest and lowest tides occur at, or a little after, full and new moon." Explain this by diagrams.

4. (a) Why is the water of the Mediterranean more saltish than that of the Baltic? 10

(b) Describe the formation of a delta. Illustrate your answer by reference to a familiar example.

5. (a) Why are the morning and evening less warm than noon? 10

(b) Why are the cloudy nights usually warmer than clear ones?

(c) Why are mountains colder than the plains?

(d) Why is summer warmer than winter?

### Group B

6. Draw a sketch-map of England and insert in it the mountains and the principal rivers, and mark the position of Liverpool, Birmingham Leeds, Cambridge, Plymouth and Newcastle. 10

7. (a) Which are the six greatest states of Europe? What states of Europe have their capitals on the sea? Name these capitals. 10

(b) Give an account of the Danube, naming the countries drained by it and the chief towns on the banks of the main stream.

8. (a) Where are the following, and for what are they noted:—Bath, Brighton, Marseilles, Munich, Quebec? 10

(b) What and where are the following:—Pyrenees, St. Lawrence Great Barrier Reef, Black Forest, Sierra Nevada?

9. Describe the mountain ranges connected with the Alpine system and compare them with those of Asia. 10

10. (a) Name the chief mountain ranges, rivers, and five important towns of South America.

(b) What and where are the Pampas, Buenos Ayres, and La Plata?

### Group C

11. Draw a map of India and mark the countries which surround it, the East Coast Railway, and the following towns:—Rawalpindi, Travancore, Jubbulpore, and Sylhet. Indicate in your map the parts of India less than 600 feet above sea level. 10

12 (a) What are the chief mineral products of India, and where are they largely to be found? 10

(b) In what parts of India does the annual rainfall exceed 100 inches and why?

13. In what localities are the following products grown in India:—wheat, cotton, rice, tea? What conditions favour the growth of each in that locality? 10

14. What are the chief races inhabiting the Indian Empire? In what parts of the country do they dwell? Illustrate your answer by a rough map. 10

15 (a) Give in order the chief coasting ports of India, commencing at Karachi. 10

(b) What, and where, are the following:—Ellora, Ava, Naini Tal, Gilgit?

(c) In what parts of India is agriculture aided by irrigation?

---

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা সংস্কৃত স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও স্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালী মতে ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An F A Hd master and a senior Hd moulvi on Rs 30 and Rs 20 respectively for the Halijana Middle Madrasha, Po Bhaduria, Dinajpur.

...thematical teacher—a plus-
... or an F A strong in Mathe-
... Jamiadah H E school. Pay
... to qualifications. The place
... and near the Ry station at
... Ghat. Apply stating terms
... Secretary B bu Brojendra Nath
... M A B L 17 Madhu Roy's
... po Simla, Calcutta. (8 4 1910).

B course graduate (strong in ...matics) as Assistant Hd master ... Benipur H E school on Rs 40— ... Apply to the Assistant Secretary ... markole po, Kumerkuali, via ...

... B A or an F A passed teacher ... Outshahi R N H E school ... on 30—35. Apply po. ...hi (Dacca).

A B course graduate for the Torkona H E school Dt Burdwan on ... a month. Torkona H E school ... Torkona. And an F A teacher ... 25 a month.

A B course graduate assistant Hd master for the Indas H E school, Bankura on Rs 50 per mensem po ... Bankura.

A graduate, strong in English for ... mastership of the Puthia ... H E school, Rajshahi, on Rs 80 ... to Rs 100, at present for ... year: also an F A as 4th master, on ... rising to Rs 30 at present ... one year. Apply to the Hd master ... 31st March.

For the Maulvi Bazar Govt aided ... school Dt Sylhet (1) a Maulvi with adequate knowledge of English ... Rs 40 (2) an F A 7th master on ... (3) an F A 8th master on ... (4) a trained Vernacular teacher with knowledge of Drawing on ... and (5) an A course graduate ... strong in Sanskrit as Additional ... on Rs 50 a month. Shall have ... for at least two years. Apply ... 31st March.

... খুলনা, পোঃ অঃ মরালিয়া কাশিপুর, ...পুর মইং স্কুলে একজন নু নর্ম্মাল ড্রিল জু ইং ... চাই, বেতন আবা ও ১৬৲ পাই-...

কবিরাজপুর মইং স্কুলে একজন দ্বিতীয় পণ্ডিত বেতন ১০৲ টাকা। আবা বিনাবায়ে পাইবেন, নর্ম্মাল কক ট্রেনিং অথবা নু নর্ম্মাল পাশ বাধিক পাশ চাই। পোঃ কবিরাজপুর, ফরিদপুর।

সাহল্লাপুর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়া উর্দ্দু ও পার্শি জানা জনৈক শিক্ষক বেতন ১২৲ টাকা ও আবা। সাহল্লাপুর মইং স্কুল, পোঃ সাহল্লাপুর রংপুর।

মুসলমান বা কায়স্থ হেঃ পঃ। বেতন ১২৲ ও আবা। খাজুরা মইং স্কুল, পোঃ গৌরনগর যশোহর।

তালখড়ী মইং স্কুলে নু নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। এবং ১ম ২য় শ্রেণীর জন্য ৬ জন ভাল ছাত্র আবশ্যক। আবা ও স্কুল ফ্রি, ফ্রি। পোঃ তালখড়ী, জেলা যশোহর। (8. 4. 10)

আলকাডাঙ্গা মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে আবা ও মাসিক ১৬ টাকা বেতনে একজন হেঃ পঃ। শ্রীআবদুল আলিম সবরেজিষ্ট্রার, পোঃ আলকাডাঙ্গা, জেলা যশোহর।

জেলা যশোহর সেখহাটী এডেড মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ হেঃপঃ। বেতন আবা বাদে ১৩৲ টাকা। পোঃ সেখহাটী, যশোহর।

ঝিরাট উইং স্কুলে একজন ইংরাজী জানা হেঃ পঃ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সংস্কৃত ভাষা, অনুবাদ ও বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা দিতে হইবে। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। বোর্ডিং আছে। চন্দ্রকোণা পোঃ, জেলা মেদিনীপুর।

গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। ভাল ইংরাজী জানা। ইসলামপুর হাইস্কুল, পোঃ ইসলামপুর, মুরশিদাবাদ, গুণানুসারে বেতন।

এফ এ পাশ ৩য় ও ৪র্থ শিক্ষক। বলাগড় হাইস্কুল, হুগলী। ২৫ টাকা করিয়া বেতন। আজ্ঞা। হেঃ মাঃ র নিকট আবেদন করিতে

নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বিদাকুল মইং স্কুল ১২ টাকা ও আবা। পোঃ বিদাকুল, বরিশাল।

৩।৪ টি ছেলের জন্য প্রাইভেট টিউটর। গুণানুসারে বেতন। আবা পাইবেন। গণিত ভাল জানা চাই। ১ বৎসর টিকিয়া থাকা চাই। শ্রীগুরুদাস সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু সুধাকৃষ্ণ নায়ক জমিদারের বাটী, পোঃ নন্দী, জেলা বৰ্দ্ধমান।

উদ্ধৃত

## মুষ্টিযোগ

১। মিষ্ট আম্রের গাছের ছাল দুই তোলা ছেঁচিয়া, আধসেরা জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতে সেই জল এক ছটাক ও পরিস্কার চুণের জল এক ছটাক, মুখের কাছে লইয়া মিশাইয়া, তৎক্ষণাৎ পান করিবে। এইরূপ দুই তিন বার পান করিলেই আমাশয় পীড়া আরোগ্য হয়। মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ পান করা উচিত বিলম্ব হইলে পান করা যায় না। [ভাব]

২। পাঁকের মধ্য হইতে পচা আমপাতা, এবং কলমীতলস্থ মৃত্তিকা, সমপরিমাণে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে, অতি সত্বর প্রস্রাব বন্ধ ভাল হয়। [ভাব]

৩। মধুমিশ্রিত বালাপাতার রস পান করিলে বমি নিবারণ হয়। [ভাব]

৪। কর্ণমূল ফুলিলে, আদার রসে মুসব্বর ঘসিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়। [ভাব]

৫। কুক্ষ বেদনায়, কাঁচামুগ কাঁচাদুধের সহিত বাটিয়া, ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ৩।৪ বার দিলেই বেদনা ভাল হইবে। [ভাব]

৬। আধ সেরা গরম জলে দুই আনা ওজন নারিকেল পাতা ভিজাইয়া, ১০ মিনিট পরে খালি পেটে সেই জল পান করিবে। ৩।৭ দিন ব্যবহারে পিত্তজনিত হাত পা জ্বালা ভাল হইবে। [প]

৭। ধনে, নালতে ও মৌরী মিশিয়া এক তোলা। রাত্রে এক ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে প্রাতে ছাঁকিয়া খাইলে পিত্তজ হাত পা জ্বালা ভাল হইবে। [প]

৮। কাঁচা ছোলা ভিজান জল প্রাতে চিনির সহ সেবন করিলে, পিত্তজ হাত পা জ্বালা ভাল হয়।

খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত মুষ্টিযোগগুলি (ভাব) চিহ্নিত হইল।

যে গুলি লোকমুখে শোনা সে গুলি (অ) চিহ্নিত।

(পী) চিহ্নিতগুলি চৌধাজী নিবাসী ৺ পীতাম্বর দাস নামক একজন ওঝার নিকট প্রাপ্ত।

(নি) চিহ্নিতগুলি কবিরাজের মিউনিসিপ্যাল ডাক্তার চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

(প) চিহ্নিতগুলি কবিরাজের বিখ্যাত কবিরাজ ৺ প্যারীমোহন দেবের।

৯। কাঁচা হলুদ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবনে হাত পা জ্বালা ভাল হয়। [প]

১০। পরপুনঃ আহারের অনিয়মেই অজীর্ণ হয়। সেরূপ হইলে কাঁচ্চাখানেক মৌরী বাটিয়া, ছটাক খানেক জলে মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে আধ ছটাক চুনের জল মিশাইবে। তাহাতে একটি কাগজী লেবুর রস দিয়া একটি কাচের গ্লাসে রাখিবে, এক কাঁচ্চা মাত্রায় দু তিন বার খাইলেই অজীর্ণ ভাল হইবে। [অ]

। বৃশ্চিক দংশন করিলে সেই স্থানে ঘেঁটকোলের মূল বাটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে ঐ ঔষধ গরম হয় ও আবার যন্ত্রণা হইতে থাকে। তখন নূতন লেপ দিলে, আবার নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ ৫।৬ বার ঐরূপ লেপ পরিবর্ত্তনের পর আর যন্ত্রণা থাকে না। [অ]

১২। বৃশ্চিক দংশনে গব্যঘৃত ও সৈন্ধব লবণ গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে উপকার হয় এরূপ শুনা যায়। [অ]

১৩। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে কাঁচা আম তেঁতুল ও সর্ষপাদি দ্বারা প্রস্তুত কাসন্দি নামক অম্ল লাগাইয়া দিলে, যন্ত্রণার উপশম হইতে দেখা যায়। [পী]

১৪। গোবর গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে উপশম হয় শুনিয়াছি। [অ]

১৫। বৃশ্চিক দংশন স্থানে চিটাগুড় লাগাইয়া দিলে জ্বালা থামে। [ল]

১৬। অত্যন্ত পেটের অসুখ হইলে, নাভির চারিদিকে আদকল বাটিয়া, লেপিয়া দিলে উপশম হইবে। [প]

১৭। পেটের অসুখের পক্ষে ইক্ষুগুড়ের সহিত বেল পোড়া, আবার ঔষধ নাই। (জে)

১৮। অত্যন্ত পেটের অসুখ হইলে, আমদা বাটিয়া নাভির চারিদিকে আল দিবে ও তাহার মধ্যে প্রচুর আদার রস দিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পেটের অসুখ সারিয়া যাইবে। [প]

অত্যন্ত অজীর্ণজন্য পেট ফাঁপিলে, —শুঁট, পিপুল, মরীচ, হিং ও সৈন্ধব এই পাঁচটি জিনিস সমান পরিমাণে লইয়া বাটিয়া, পেটে লেপ দিয়া নিদ্রা যাও। নিদ্রার পর দেখিবে আবার ক্ষুধা হইয়াছে। [প]

২০। রক্তবৎ তরল ভেদ হইলে, তাহার সঙ্গে পেটে বেদনা থাকুক বা না থাকুক, লাউ-গাছের ডাঁটার [পাতার সমেত] রস এক ছটাক ও সাদা চিনি [ইক্ষুগুড় হইতে উৎপন্ন চিনি] এক তোলা মিশাইয়া; দুই তিন বার, দুই ঘণ্টা-অন্তর সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। [প]

২১। বর্ষাকালে, কাহারও বা পায়ের অঙ্গুলি গুলি পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া, পায়ের অঙ্গুলের গলিতে হাজা পাঁকুই হয়। তাহাতে পায়ে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। সেরূপ হইলে চুণ ও সর্ষপ তৈল মিশাইয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায় শয়নকালে পায়ে লাগাইয়া দিলে, প্রাতে সমুদায় বেদনা দূর হইবে। বেশী হইলে দুই তিন দিনে দূর হয়। [লি]

২২। বাবলা গাছের কচিপাতা বাটিয়া খাইলে পেটের অসুখ ভাল হয়। (প)

২৩। হাজা পাঁকুই হইলে পানের বোঁটা ছেঁচিয়া তাহার সহিত সর্ষপ তৈল উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলে, দুএক দিনেই উপশম হইবে। (পী) কতকগুলি পানের বোঁটা অল্প ছেঁচিয়া কতকটুকু সর্ষপতৈলে দিয়া ফোটাইবে; সেই তৈল লাগাইলেও ঐ ফল পাওয়া যাইবে।

২৪। ঐরূপ স্থানে মেদী পাতা ও পাপড়ী খদির সমভাগে মিশাইয়া উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়; কিন্তু পায়ে দাগ ধরে। অভাবে শুধু খদির জলে ঘন করিয়া গুলিয়া গরম গরম দিলেও উপকার হয়। (পী)

২৫। কোনও স্থান পুড়িয়া গেলে সেই স্থানে কাঁচা আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা ভাল হয়। (পী)

২৬। ঐরূপ স্থলে নারিকেল তৈল ও চুণ ফেনাইয়া দিলেও উপকার হয়। (প)

২৭। ইংরাজী কাল কালী লাগাইলেও উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। ঐ কালী টহরি, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও হীরাকস সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয়। (অ)

২৮। অম্লপিত্তরোগে; আমলকীর রস মধুর সহিত সেবন করিলে উপকার হয়। (প)

২৯। শুধু চেঁড়শ সিদ্ধ জলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। (পী) (গৃহস্থ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ)

---

## সরল বিশ্বাস।

মানব দেবতা হয় বিশ্বাসের বলে,
বিশ্বাসীর সদা জয় এ মহীমণ্ডলে।

জনৈক গৃহস্থের পত্নী, একটী শিশুসন্তান রাখিয়া, অকস্মাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে গৃহস্থ শিশুসন্তানটী লইয়া নিকটবর্ত্তী এক ম... মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে একটী ক... রচনা পূর্ব্বক সেই স্থানেই কালাতিপাত ক... লাগিলেন।

সাধুর তপ, জপ ও শিশুর লালন পালন ব্যতীত আর অন্য কিছু কার্য্য ছিল না। প্রাতঃ উঠিয়া যখন তিনি তপ জপ করিতেন ... তখন তাঁহার পার্শ্বে থাকিত। শিশুটী কাঁদিলে তিনি অমনি তাহাকে কোলে করিতেন, ... সময় দুধ আনিয়া পান করাইতেন। সাধু এই কার্য্যকে সাংসারিক কার্য্য বলিতেন না; তাঁহার ... প্রতি মায়া ছিল না, কেবল ঈশ্বরের পুত্র ... তিনি তাহাকে [illegible] বাসিতেন। আর ... নিষ্কাম সংসার সেবার নামই ঈশ্বর-সেবা।

শিশুটী ক্রমে সাত আট বৎসরের হই... সে কখন স্ত্রীলোক দেখে নাই। কেবল তা... মনে মনে একরূপ ধারণা হইয়াছিল, এই পৃথিবী... আর যদি কেহ থাকে, তাহারা ইহাঁরই মত।

দৈবক্রমে সাধু অসুস্থ হইলেন, তিনি তাঁ... শিশুকে ডাকিয়া বলিলেন, এক্ষণে আমি ... উঠিতে পারিতেছি না, তুমি ঐ অদূরে গ্রা... মধ্যে যাইয়া, কিছু ভিক্ষা করিয়া আন। ... তাহার পিতার কথার উত্তর করিয়া বলিল, গ্রা... মধ্যে কোথায় যাইব এবং কাহার কাছে ... বলিয়া ভিক্ষা চাহিব?

সাধু তাঁহার কুটীর দেখাইয়া বলিলেন, গ্রা... মধ্যে এইরূপ বড় বড় কুটীর আছে, তথায় আ... মত মানুষেরা বাস করে, তুমি তথায় গিয়া ভি... চাও; তাহারা যাহা দিবে তাহাই লইও।

বালক তখন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং, এক গৃহস্থের বাটীর ... দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিল। সেই বাটীর ক... তাহার কন্যাকে ভিক্ষা দিতে কহিলেন; কন্যা যুবতী, সে যখন ভিক্ষা দিতে আসিল, বাল... তাহার অবয়ব দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, ইহ... বক্ষঃস্থল উচ্চ কেন। আমার বাবার ত এ... নয়। বালক তাহাকে কহিল, তোমার বক্ষ... উচ্চ দেখিতেছি কেন? কি পীড়া হইয়াছে? যুবতী বালকের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। বালক পুনর্ব্বার ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। বাটীর কর্ত্রী তাহার কন্যাকে কহিলেন তুমি কি ভিক্ষা দিয়া আইস নাই।

কন্যা কহিল, ও আমাকে দেখিয়া পরিহাস করিল, তাই ভিক্ষা দিই নাই।

কর্ত্রী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বালকের নিকট আ...

বালক তাঁহারও বক্ষে স্তনদ্বয় দেখিয়া বলিল তোমার বক্ষে ও কি হইয়াছে? কোন ঘা হইয়াছে? কর্ত্রী শিশুর সরল ভাব দেখিয়া বলিলেন তুমি কি কখন স্ত্রীলোক দেখ নাই? তোমার কি মা নাই?

বালক উত্তর করিল, স্ত্রীলোক কাহাকে বলে? আর মা-ই বা কাহাকে বলে আমি জানিনা।

কর্ত্রী বালকের কথায় বুঝিলেন, ইহার জন্মের পরে মা মরিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বালককে বলিলেন, যখন তুমি শিশু ছিলে, যখন তোমার চিবাইয়া খাইবার দাঁত ছিল না, তখন তোমাকে খাওয়াইবার নিমিত্ত ভগবান্ ইহার ভিতর দিয়া দুগ্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার নাম স্তন, ইহা কোন পীড়া নয়। আমাদের নামই স্ত্রীলোক, আমার মত তোমার একটি মা ছিলেন, যাঁহার গর্ভে তুমি জন্মিয়াছিলে।

বালক এই কথা শুনিয়া, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, বলিল, তবে তুমি ভিক্ষা ফিরাইয়া লইয়া যাও। কারণ যখন আমার দাঁত ছিল না, তখন ভগবান্ আমাকে কত কৌশল করিয়া খাওয়াইয়াছেন; এক্ষণে যখন দাঁত হইয়াছে তখন তিনি অবশ্যই ভাত দিবেন। এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল এবং সেই অবধি আর ভিক্ষা করিত না; ক্ষুধা পাইলে ভগবানের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিত। (তত্ত্বমঞ্জরী পৌষ ১৩১৬)।

## ভাগ্য ও পুরুষকার

আমাদের দেশের ছোট, বড় বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে, ভাগ্য যদি প্রসন্ন থাকে, দৈব যদি সহায় থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হয়। কেহ কোন কার্য্য করিয়া জয়লাভ করিলে, সকলেই বলিয়া থাকে যে, উহার ভাগ্য ছিল তাই সিদ্ধি লাভ করিল। আবার একজন এক কার্য্য আরম্ভ করিয়া বিফল মনোরথ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে সকল লোকেই সমুচ্চারিত হইয়া থাকে যে, উহার দৈব প্রতিকূল ছিল তাই নিষ্ফলকাম হইল।

প্রকৃত কথা এই যে, দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের যোগে কার্য্য সিদ্ধ হয়। দৈব পূর্ব্বজন্মের পুরুষকার-

"দৈবে পুরুষকারেচ কর্ম্ম সিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।

তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকং॥"

দৈবের সহিত পুরুষকার যোগ না হইলে কিছুই কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, একথা অতি সমীচীন। আমরা যদি পুরুষকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতঃ কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কি বাস্তবিকই আমরা দৈবানুগ্রহে কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব? না— যেহেতু ঈশ্বর আমাদের হাত দিয়াছেন, পা দিয়াছেন, চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এমন কি ভালমন্দ, সদসৎ বিচার করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে অক্ষম করিয়া এ সংসারে প্রেরণ করেন নাই। সর্ব্বকার্য্যক্ষম করিয়া এ কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। চেষ্টা না করিয়া কেবল মুখে, আমার ভাগ্যে যদি থাকে, আমার দৈব যদি সহায় থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অর্থ ও বিদ্যালাভ করিব বলিয়া, চুপ করিয়া যদি বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি কি প্রকারে অর্থ ও বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইব?

এক জনের অদৃষ্টে আছে যে, সে একজন উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী হইবে, কিন্তু সে যদি যত্ন ও চেষ্টা পূর্ব্বক লেখাপড়া শিক্ষা করিবার প্রয়াসী না হয়, তাহা হইলে সে কিরূপে অদৃষ্ট-লিখিত পদ প্রাপ্ত হইবে? সে যদি অধ্যবসায় সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিভূষণে ভূষিত হইতে পারে, তাহা হইলে অনন্ত সে সহজেই দৈবনির্দ্দিষ্ট পদলাভ করিতে পারে। নতুবা দৈব অসমর্থ হইয়া পড়ে। চেষ্টাবিহীন দৈব যে সর্ব্বত্র সকল সময়েই জড় জীবের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, একথা সংসারস্থ মনুষ্যমাত্রেরই স্মরণ রাখিয়া চলা উচিত

এইরূপ একজনের নিয়তি-পটে চিত্রিত আছে যে, সে রাজা হইবে, একজনের আছে যে, সে এককালীন বহু অর্থ লাভ করিবে, কিন্তু ইহারা যদি নিজ নিজ ভাগ্যের সহিত পুরুষকার যোগ করিবার চেষ্টা না করে, ইহারা যদি তত্তৎ কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য যতদূর চেষ্টা ও যত্ন করা আবশ্যক, তাহা যদি না করে, তাহা হইলে কিরূপে দৈব সেই সেই কর্ম্ম সিদ্ধি করিয়া দিবে? তোমার টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে, তুমি যদি চেষ্টা যত্ন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত কর, তাহা হইলে উত্তমরূপে আহার করিতে পার। আর যদি তাহা না করিয়া কেবল আলস্যের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে কি দেবতা আসিয়া আহার সংগ্রহপূর্ব্বক তোমার মুখে তুলিয়া দিয়া যাইবে? না—তাই বলিতেছি যে, পুরুষকার অভাবে দৈব কোন কার্য্যই সিদ্ধ করিতে পারে না।—"যথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।" তবে যে, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন এক কার্য্য অতি সহজেই সম্পাদন করিয়া তাহার অমৃতময় ফললাভ করিতেছে,—আবার অপর একজন সেই কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়াও অপূর্ণকাম হইতেছে, ইহার কারণ আর কিছুই না, যাহার দৈব অনুকূল ছিল সে-ই সহজে সফলকাম হইল। আর যাহার দৈব প্রতিকূল ছিল সে সহর্ষসিদ্ধ ব্যক্তির অনুরূপ পুরুষকার প্রকাশ করিয়া অসিদ্ধকাম হইল। এরূপ স্থলে তাহার আরও অধিকতর প্রযত্নের দ্বারা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তীব্র পুরুষকারের দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু দৈব ভরসা করিয়া থাকিলে কখনই ইষ্ট সিদ্ধ হয় না।

কোন এক গ্রাম হইতে একজন ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি জগন্নাথদেব দর্শন করিবার অভিলাষে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল। সে ব্যক্তি কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া কোন এক লোকের বাটীতে আতিথিরূপে উপস্থিত হইল, দেখিল,—সে লোকটি বেশ সবলকায়, তাহার সাংসারিক অবস্থাও বেশ উন্নত, কিন্তু সে নিজে বড়ই অলস, কেবল তামাক টানিয়া ও বাজে গল্প করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই গৃহাগত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি তাহাকে বলিল, "মহাশয়! দেখিতেছি, সংসারে আপনার কোন অভাবই নাই, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আপনার শরীরও বেশ ভাল আছে, অতএব চলুন, জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আসি।" এই কথা শুনিয়া সে বলিল, মহাশয়! কোন গণক আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছে যে, জগন্নাথদেব দর্শন আমার অদৃষ্টে আছে, আমি নিশ্চয়ই জগন্নাথদেব দর্শন করিব। এরূপ অবস্থায় আমার আর অনাহার, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করিয়া তথায় যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। অদৃষ্টে যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই জগন্নাথ দর্শন হইবে।" এই কথা শুনিয়া সেই অতিথি আর কালবিলম্ব না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। এবং মহাতীর্থ দর্শন করিয়া ও সাধুসঙ্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বহুকাল পরে আবার ঐ পথে গমন ও রাত্রি হওয়ায় অনুসন্ধানে জানিল যে সে লোকটা বাতে খঞ্জ হইয়া পড়িয়া আছে। জগন্নাথ দর্শনও হয় নাই এবং গণকও বলিয়াছে তাহার জগন্নাথ দর্শনের সময় পার হইয়া গিয়াছে। দৈব অনুকূল ছিলেন, ধন, অবসর, স্বাস্থ্য সবই অনুকূল দৈব দিয়াছিলেন। সামান্য পুরুষকার প্রয়োগ করিলেই গণনা সফল হইত। দৈবকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলে দৈব কি করিবে?

উদ্যম, উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি, পরাক্রম এই গুণ সমষ্টি পুরুষকার নামে অভিহিত। এই গুণ সমষ্টি সম্পূর্ণভাবে যাহার বিদ্যমান আছে, তাহাকে দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারা পর্য্যন্তও ভীত হন—

"উদ্যমঃ সাহসং বীর্য্যং শক্তির্বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
যঃ ষড়েতে যত্র তিষ্ঠন্তি তস্মাদ্দেবোঽপি শঙ্কতে॥"

যে মহাত্মা প্রকৃত পুরুষকার লাভ করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিকূল দৈবকে প্রতিহত করিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মের আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন। "প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।"

মহাশক্তি, প্রথমে পুরুষকারের অবতার শ্রীরাম চন্দ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন না করিয়া দশাননকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থানদান করিয়াছিলেন, তাই সে সময়ে সীতানাথ তাহার বধসাধন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পরে যখন লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভের উপদেশ অনুসারে অকাল বোধন করিলেন, অসীম পুরুষকারের প্রভাবে যখন রাবণের শক্তি বিনষ্ট করিয়া নিজে তাহা লাভ করিলেন, তখন তিনি অনায়াসে দশগ্রীবকে হত করিয়া সীতা উদ্ধাররূপ মহাকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন। আবার মহাভারত প্রসিদ্ধ ভীষ্মদেবও পুরুষকারের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, তাহা তিনিও মহাশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ দুর্জ্জয় কার্য্য করাইতে পারিয়াছিলেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় ইহাই যে, আমরা নিজেদের শাস্ত্রের এই সমস্ত জলন্ত উদাহরণ হইতেও শিক্ষা লাভ করিতে পারি না। বলিতে পারি না— আমরা কাহার অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়াছি, তাই পুরুষকারের মহিমা ভুলিয়া গিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কেবল অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, বলিয়া চীৎকার করিতেছি। আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের এখনও যথেষ্ট ছিদ্র, যথেষ্ট ত্রুটি বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াও সে দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি না। যদি মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ছিদ্রাদি সমস্ত দোষ সংশোধন করিয়া প্রযত্নের দ্বারা কর্ত্তব্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া জগন্মাতার কৃপা কণা লাভ করিতে পারিতাম।

এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মহাত্মা পুরুষকারের দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। আর যিনি নিরুৎসাহী, কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ এবং আলস্য পর, তিনিই আত্মবিদ্বেষী। এই রূপ আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিই চরকাদের ন্যায় দৈবের উপর নির্ভর করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সকলই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন যেন—

"যে সমুদ্যোগে শুষ্কা তিষ্ঠন্তি দৈবপরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্মমর্থকামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্মবিদ্বিষঃ॥"

এ সংসারে যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে দৈব বিস্মিত হইয়া পুরুষকারকে আশ্রয় করাই শ্রেয়স্কর। পুরুষার্থই জীবের একমাত্র হিতকারী। "পুরুষার্থো মহারাজ জীবানাং হিতকারকঃ।" তাই বে! এখন যে আমাদের দৈব প্রতিকূল। বহুকাল ধরিয়া পুরুষকারের ব্যবস্থা না করায় সঞ্চিত শুভ কর্ম্ম বা দৈব আমাদের পক্ষে নাই। এখন যদি আমরা পুরুষকার ভুলিয়া গিয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে শত সহস্র বৎসরেও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। দুর্দ্দৈবই চলিতে থাকিবে। তাই বলি, অদৃষ্ট ভুলিয়া গিয়া উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে প্রযত্নের দ্বারা কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে থাক। পথে যদি কোনরূপ ছিদ্রাদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে তখনই সে দোষ সংশোধন করিয়া বাঞ্ছিত ফল যে স্থানে বিদ্যমান আছে, সেখানে উপনীত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতিকূল দৈব বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে নিশ্চিতই জগন্মাতা কর্ম্মের ফল, তোমাদিগকে অর্পণ করিবেন। কিন্তু ভাই, সাবধান, দেখ যেন, তোমাদের পুরুষকার ছল, প্রবঞ্চনা, কপটতা প্রভৃতি কোন প্রকার অধর্ম্মে দুষ্ট না হয়। যদি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের পুরুষকারে পরিণত হইবে। হিংসা, দ্বেষ পরিশূন্য যে পুরুষকার, তাহাই ইষ্টলাভে সমর্থ।

সংসারে যাহারা অলস ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, তাহারাই এ বিশ্বজগতের দুর্ভাগ্য প্রাণী, তাহারাই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় শুভফলে প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকই কাপুরুষ নামে অভিহিত। ইহাদের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা উন্নতশীল, তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকের উপদেশ পদদলিত করিয়া নিশ্চয়ই যে, সঙ্কল্পিত কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইবেন, সে বিষয়ে আমরা অণুমাত্রও সন্দিগ্ধ নহি। তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, কার্য্য মনে মনে চিন্তা করিলে সিদ্ধ হয় না, চেষ্টার দ্বারাতেই সিদ্ধ হয়। যুগ যদিও সিংহের আয়ত্ত থাকে, তথাপি সে কখনই নিদ্রিত সিংহের মুখের ভিতরে প্রবেশ করে না। সিংহের নিত্য খাদ্য যে মৃগ, তাহাও চেষ্টা দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা অনাহারে উপবাসে সিংহকে মরিতে হয়—

"উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

শুভঙ্করী দাস ১৩১৬

---

[illegible] পরম [illegible] দের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য [illegible] দিলেন। ঐ নম্বর ও তারিখ [illegible] [illegible] লোককে [illegible] প্রাপ্ত সম্বাদে থাকিবে। [illegible] যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে [illegible] করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

| | | |
|---|---|---|
| ১১০৪ | শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী, চাঁদপুর ২৮।১।১১ | |
| ১১০৫ | „ সৈয়দ আবদুল হামেদ, চরণপুর | |
| ৯২২ | „ উপেন্দ্রনাথ রায়, কুতবপুর | ঐ |
| ৯৮১ | „ মানিক উদ্দিন আহম্মদ, হেঃ পঃ আদমদিঘী বোর্ড মইং স্কুল | ঐ |
| ৩১৭ | „ ছাত্রবৃন্দ; মুন্সিগঞ্জ মইং স্কুল | |
| ১১০৬ | „ মহেন্দ্র লাল সরকার সণ্ডর্বা গোপীনাথপুর নিঃ প্রাঃ স্কুল | ঐ |
| ১১০৭ | „ নক্ষত্র কুমার ভৌমিক, সাচার | ঐ |
| ১১০৮ | „ ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায়, দেওয়ানসরাই | ঐ |
| ১১০৯ | „ মধুসূদন চৌধুরী, হালসা | ঐ |
| ১১১০ | „ কমরুদ্দিন রহমন, গঙ্গাপুর মইং স্কুল | ঐ |
| ১১৮ | „ সেঃ কোন্নগর একেড স্কুল | ঐ |
| ১২১১ | হেঃ মাঃ উলবেড়িয়া হাই স্কুল | ঐ |
| ১১১১ | „ ছাত্রবৃন্দ, খোদাববাড়ী স্কুল | ঐ |
| ১১৪৪ | „ কৈলাস চন্দ্র কর্ম্মকার গোজাশিরা | ঐ |
| ১১৬৮ | „ গোলজার হোসেন, হেঃ পঃ হাস গ্রাম | ঐ |
| ১১১২ | „ ছাত্রবৃন্দ, মাকুগ্রাম, মইং স্কুল | ঐ |
| ১১১৩ | „ হরিপদ চট্টো, বিবারি | ঐ |

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*.

ৰ্ণ।

[illegible]

## [illegible]তরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

[illegible] সেই মন্ত্রী অন্তরালে আস্ফালন [illegible] লাগিল এবং বীরত্ব ও পূর্ব্বাদের আধারভূত [illegible] অসামান্য গর্ব্ব প্রকাশ করিতে করিতেই [illegible] ধারণ করিল। সেই অবধি সেই রাজ-[illegible] অন্তরালে অবস্থিত হইয়া অনুক্ষণ [illegible]দেরও নানা প্রকারে অপমানিত করিতে-[illegible]

[illegible] পীড়াপর কামুক বেশ্যালয়ের মত রাজার [illegible] সর্ব্বদা কামসুখে উন্মত্ত থাকিয়া অপর [illegible] কোন ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিল।

[illegible] কুমার গোপালবর্ম্মা এই বৃত্তান্ত জানিতে [illegible] ও ঐ মন্ত্রী যে তাঁহার ধন ও সম্মান [illegible] নষ্ট করিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে [illegible]। তখন তিনি ধনের গণনা করিবার [illegible] করিলেন, ইহাতে বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ ঐ [illegible]কে জানাইল, "মহারাজ! ধনরত্ন সংখ্যা [illegible] আপনার হিসাবে কোষাগারে নাই [illegible] দেখিবেন সে সমুদয় সাহিত্য সঙ্গে বৃদ্ধ্যা-[illegible] হইয়াছে বলিয়া জানিবেন।

[illegible] যদিও রাজা ধন গণনায় নিবৃত্ত [illegible], তথাপি তিনি যে অন্তরে সব জানিয়াছেন [illegible] কি অদৃষ্টে আছে এই ভয়ে মূল উৎপাটন [illegible] অবাধে সুখ ভোগ করিতে পারিব বিবে-[illegible] ঐ মন্ত্রী তন্ত্রক্রিয়ায় সুনিপুণ রামদেব [illegible] কে দিয়া রাজার উপর অভিচার [illegible]। ইহার ফলে দুইবৎসরমাত্র বসুন্ধরাকে [illegible] করিয়া নৃপতি গোপাল বর্ম্মা অকস্মাৎ দারুণ [illegible] বিষম যাতনায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

[illegible] যেমনি তান্ত্রিক রামদেবের কুকর্ম্ম [illegible] হইতে লাগিল অমনি সেও রাজদণ্ডভয়ে [illegible] হইয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ [illegible]।

[illegible] মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া সংকট নামে [illegible] বর্ম্মার এক বৈমাত্রেয় ভাইকে পথ হইতে [illegible] সিংহাসনে বসাইয়া দিল, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে [illegible] দিন মাত্র রাজ্য করিতে পাইয়া প্রাণ [illegible]। এইরূপে রাজা শঙ্কর বর্ম্মার বংশ [illegible] লোপ হইয়া গেলে প্রজাদের প্রার্থনানু-[illegible] দেবী সুগন্ধা নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ [illegible]।

তিনি ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্তই গোপালমঠ ও গোপাল কেশব নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন ও নিজের নাম সহেতে সুগন্ধাপুর নামক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং গোপাল বর্ম্মার বনিতা নন্দাদেবীও বালিকা হইয়াও নিজের সদ্বংশে উৎপত্তি স্মরণ করিয়া শ্বশ্রূদেবীর পদানুসরণে নিজনাম সহেতে প্রস্তুত নন্দামঠে কেশববিগ্রহ স্থাপনা করিলেন। ঐ সময়ে গোপাল বর্ম্মার পত্নী নন্দা গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া তখন শ্বশ্রূ সুগন্ধা বংশধরের প্রত্যাশা করিয়াই পুত্রবধূকে ও বিজয় লক্ষ্মীতে বিশেষ আগ্রহ রাখিয়া ছিলেন, সত্য পুত্রবধূকে স্নেহবতী হইয়াও যখন তাহার প্রসবের পর দেখিলেন যে, মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ তখন ঘোর দুঃখে কাতরা হইয়া রাজবংশের যে কোন বালককে রাজ্যে বসাইতে উদ্যোগিনী হইলেন।

সে সময় কাশ্মীরে তন্ত্রী পদাতিক দলেরা এরূপ একতাবদ্ধ হইয়াছিল যে রাজারও ভাল মন্দ তাহাদের মুখাপেক্ষাতেই ঘটিত।

সুতরাং সুগন্ধাদেবী তন্ত্রীদের মিত্র বলিয়াই একাঙ্গনামক দলের আশ্রয় লইয়া নিজেই দুই বৎসরকাল রাজ্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর তিনি কোন এক যোগ্য ব্যক্তির হাতে রাজ্যভার দিবার অভিলাষে পরামর্শ লইবার নিমিত্ত মন্ত্রিদিগকে সামন্ত রাজাদের এবং তন্ত্রীদের দল ও একাঙ্গদের সমবেত করিলেন। এবং সেই সভায় এই মত নিজের অভিপ্রায়ও জানাই-লেন যে, অবন্তিবর্ম্মারই বংশধর শূরবর্ম্মার পৌত্র সুখবর্ম্মার পুত্র এবং আমার সম্বন্ধে পরমাত্মীয়া গঙ্গাদেবীর গর্ভজাত নির্জ্জিতবর্ম্মাকে রাজ্যে বসাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, পরন্তু সেই কুমার আত্মীয় সম্বন্ধ অনুসরণ করিয়া আমার অনুকূলই থাকিবে বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, এ বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় কি?

সুগন্ধার এই কথা শুনিয়া কতকগুলি মন্ত্রী বলিয়া উঠিল, যে ব্যক্তি ঘোর ব্যসনাসক্ত বলিয়া জাগিয়া রাত্রি কাটায় ও দিনের বেলা ঘুমাইয়া কাটাইয়া থাকে, যাহার কোন প্রকার উদ্যম নাই, পঙ্গু বলিয়াই লোকে যাহার উচিত নামকরণ করিয়াছে, সেই অলস নরপশু কি রাজ্য পাইবার যোগ্যতা রাখে? কখনই না। ইহা বলিয়াই যেমনি তাহারা সুগন্ধাকে প্রহার করিতে উঠিল, ঐ অব-কাশে যে তন্ত্রিপদাতির দলেরা পূর্ব্বে কারণবশে ভেদ পাইয়াছিল তাহারা একজোট হইয়া ঐ নির্জ্জিতবর্ম্মারই দশ বৎসরের পার্থনামক এক পুত্রকে রাজা করিয়া বসিল। পূর্ব্বে প্রভাকর মন্ত্রী কোষাধ্যক্ষের পদ পাইয়া তাহাদিগকে নানা কুবাক্য বলিয়া যে অপমান করিয়াছিল আজ সুগন্ধার অপমান করিয়া সেই কর্ম্মের প্রতি শোধ লইলাম বলিয়া বুঝিতে লাগিল।

তখন সুগন্ধার সমস্ত অধিকার তাহারা কাড়িয়া লইল। তিনি রাজ্যভ্রষ্টা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নগর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার যে সকল ভৃত্য পূর্ব্বে একান্ত বিশ্বস্ত আশ্রয় হইয়াছিল এক্ষণে তিনি দেখিতে দেখিতে থাকিতে লাগিলেন যে তাহারা একে একে সবাই তাঁহার শত্রুদলের সঙ্গে মিশিয়াছে, কেহই তাহার জন্য ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

তার কিছু কাল পরে লৌকিকাব্দের তিনহাজার উনদশ[illegible] বৎসরে পুনরায় একাঙ্গ সৈনিকেরা সমবেত হইয়া হুষ্কপুর হইতে সুগন্ধাকে লইয়া আসিল।

পার্থকে যাহারা রাজা করিয়াছিল সেই তন্ত্রি-দলেরা সুগন্ধা রাজ্যে আসিতেছে শুনিয়া চৈত্র মাসের শেষসময়ে সকলেই একত্রে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগে বাহির হইল।

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ

ভাটপাড়া।

---

## মুষ্টিযোগ।

১। পালাজ্বরে—সাদা বক ফুলের পাতা—সাদা বক ফুলের পাতার রস নেকড়ার পুঁটুলী বাঁধিয়া ঘ্রাণ লইলে একদিন অন্তর দুই দিন অন্তর জ্বর এক দিনে আরোগ্য হয়;

২। শীষ আকন্দের শিকড়ের রসে ঘ্রাণ লইলে দুই তিন দিবসে আরোগ্য হয়।

১। দদ্রু রোগে—কালকাশুন্দের পাতা—কালকাশুন্দের পাতার রস ও চন্দন সমান অংশে একত্র বাটিয়া লাগাইলে তিন দিবসে দাদ আরোগ্য হয়।

২। সোঁদালের কচি পাতা—লেবুর রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে এক দিনে সারে।

১। গরলের ঔষধ—শ্বেত চন্দনের সহিত একটি মরিচ ও ডালিমের শিকড় একত্র বাটিয়া মাকড়সার গরলে দিলে শীঘ্রই উপকার হয়।

২। শিরীষের শিকড় মনসার আঠার সহিত লাগাইয়া দিলে সকল প্রকার গরল ভাল হয়।

১। পাঁচড়া রোগে—হলকসা ফুল। হল-কসাফুলের পাতা ঠাণ্ডা জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাঁচড়া একদিনে আরোগ্য হয়।

১। একটি বাটিতে করিয়া কিছু সরিষার তৈল গরম করিবে। যখন উহা ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহাতে একটা রশুন থেঁতো করিয়া দিবে পরে নামাইয়া সেই তৈল পাঁচড়ায় দিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

৩। সরিষার তৈলের সহিত ছোট চাঁদড় নামক গাছের শিকড় গরম করিয়া দিলে ২।৩ দিনে আরোগ্য হয়।

৪। রাতকানায়—বেনী পানের রস। বেনী পানের রস এক ফোঁটা করিয়া সন্ধ্যায় সময় চক্ষুতে দিলে রাতকানা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

পোড়ার ঔষধ—পুড়িয়া গেলে গোল আলু বাটিয়া দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। [গোল আলুর সহিত হাতীশুঁড়া গাছের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরও ভাল হয়। ভাতের ফেণ গালিতে গিয়া একটি স্ত্রীলোকের পায়ে হাঁড়ীশুদ্ধ ভাত ফেণ পড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সরিষার তৈল পোড়া যায়গায় দিয়া, গোল আলু এবং হাতীশুঁড়া পাতা এক সঙ্গে বাটীয়া পোড়া যায়গায় প্রলেপ দিয়া পাখার বাতাস করায় অসহ্য যন্ত্রণা নিবারিত হইল। পরে নিদ্রাকারক ঔষধ একটি প্রয়োগ করায় ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল; দেখা গেল ফোস্কা হয় নাই। ব্যথাও খুব কমিয়া গিয়াছে। চলিতে কেমন কোন কষ্ট হইতেছে না। কিন্তু এইরূপ ভাত ফেণ পড়িয়া অন্য অনেক রকম ঔষধ দিয়াও কোন স্ত্রীলোককে সমস্ত রাত্রি কাতরাইতে দেখিয়াছি; এবং শেষে পায়ে ফোস্কা ও ঘা হইয়া অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছে। অথচ পোড়া উভয় স্থলেই সমান।]

২। পুড়িবামাত্র নারিকেল তৈল ও পরিষ্কার চুণের জল সমান ভাগে একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া দগ্ধস্থানে ছেঁড়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। [পোড়া যায়গায় নারিকেল তৈল দিলে কিন্তু একটা সাদা দাগ হয়। বড় বিশ্রী দেখায়। সে দাগ বহুদিনে মিলাইয়া যায়] যদি কিছু না থাকে তবে খানিকটা চিটাগুড় লেপিয়া দিবে।

শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী, গ্রাম কচুপুর, পোঃ অঃ সাহিপুর, ২৪ পঃ।

---

## বঙ্গভাষার গতি নির্ণয় চেষ্টা (২)

স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতির যে সকল কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

জয় জয়দেব কবিনৃপতিশিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডিদাস রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত॥
(পদকল্পতরু)

উপরি উদ্ধৃত কয় ছত্রে "যাকর" ব্যতীত আর সমস্তই সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃতমূলক নহে, খাঁটি সংস্কৃত। সমাসসন্ধি নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রাকৃত শব্দ একটিও নাই।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি!
হাম নহ শঙ্কর, হুঁ বরনারী॥
নহি জটা ইহ, বেণী বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিম-বদ্ধ-মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীলপট্টাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি কমল ইহ নাহ কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুচ্ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥
(বিদ্যাপতি)

উপরি উদ্ধৃত অংশে সংস্কৃত শব্দ সকলই ব্যবহৃত হইয়াছে। সন্ধি সমাসের সকল নিয়মই পালিত হইয়াছে। প্রাকৃতের নামমাত্র ইহাতে নাই।

কি মোহনী জান বঁধু কি মোহনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥
(চণ্ডিদাস)

উপরি উদ্ধৃত কবিতাতে প্রাকৃত শব্দ কতকগুলি আছে বটে, কিন্তু সংস্কৃত শব্দই অধিক। বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষামূলক এবং বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণও যে অধিকাংশস্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে চালিত হওয়া কর্ত্তব্য, এ কথাই আমার বলা উদ্দেশ্য।

চণ্ডিদাসের আর একটি রচনা—

তোমার গেহে বন্দী হইলাম শুন বিনোদরায়।
তোমা বিনা মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডিদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

এই রচনাটিও সংস্কৃতপ্রধান। বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের পূর্ব্বে আর কাহারও বাঙ্গালা রচনা জানা নাই। ইঁহারা যে ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন তাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া সন্দেহ হয় না। রচনায় হিন্দী ব্রজবুলি অনেক আছে বটে, কিন্তু মূল সংস্কৃত ভাষা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের সময়ে গদ্য রচনা কিরূপ ছিল জানা নাই। পদ্যে অনেক শব্দের সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ হইয়া থাকে, এস্থলেও তাহা হইয়াছে। নচেৎ তখনকার গদ্যরচনা পাইলে আমাদের অভিপ্রায় আরও স্পষ্টতররূপে বুঝাইতে পারিতাম। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পর বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম উল্লেখ যোগ্য।

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারাপড়ে না পারে রাখিতে॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমল লোচন।
কান্দিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন॥
না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া॥
কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন।
অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥
(বৃন্দাবন দাস)

এই অংশে প্রায় সমস্ত শব্দই সংস্কৃত।
এইরূপ কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্তমাত্র।

দুই সনাতন সবায় রূপা গৌরব পাত্র ॥
কেহ যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥
( কৃষ্ণদাস কবিরাজ )

ইহার মধ্যেও এক "বৈছে" ব্যতীত সকলই সংস্কৃত

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বিদ্যাধর গোস্বামী।

## তীর্থযাত্রা [১৮১]

আমরা সন্ন্যাসী না হইলেও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছি এবং সেই স্থান হইতে দেশে অধর্মের প্রচলন এবং ধর্মের অধিষ্ঠান দেখিতে চাহিতেছি। যে সকল স্বদেশবৎসল ব্যক্তি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা কিছু উল্লঙ্ঘন না করিয়া দেশের হিতে রত রহিয়াছেন, মাতৃভাষা ও দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিতেছেন, দেশীয় শিল্পীদিগের অন্নসংস্থানের উপায়ে সাহায্য করিতেছেন, জাতীয়তার সংরক্ষণে রত হইতেছেন, যাঁহারা স্বধর্মে নিষ্ঠাবান থাকিয়া হিতকর কার্য্য সমূহে হস্তার্পণ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা দেশবাসীর সাধুবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। সনাতন ধর্ম আমাদের জীবনের সখা, সম্পদের সহায়, বিপদের কাণ্ডারী, ভবনদীর ও পারত্রিকের কর্ণধার।

আমরা কেবল দরিদ্র নই। অধর্মও আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। অধর্মের ক্রোড়ে রহিয়া থাকিলে আমাদিগকে নষ্ট হইতে হইবে। তাই বলিতেছি, ধর্ম পথাবলম্বনে ভগবানের নাম লইয়া সংসার ধর্ম পালন করিতে থাক। সর্বাদা স্মরণ করিয়া সর্বাগ্রে বল—

লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব
মঙ্গলা বিষ্ণোর্ভবদাজ্ঞয়ৈব।
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥

হে লোকেশ চৈতন্যময় অধিদেব! হে মঙ্গলময় বিষ্ণু, তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্ত সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।

তাহার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, তদনুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ কর। সকলের এক কার্য্য নহে, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে তদনুরূপ মত কার্য্য করিতে হইবে। সময় বিভাগ করিয়া লইতে পারিলেই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উভয়ই সাধিত হইতে পারে। কে বলিল, দীনের দীনতায় ধর্ম রক্ষা হয় না? হৃদয়ে দীনতার ভাব ধর্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। হে দীন হীন, কাঙ্গাল! তোমার কষ্টের কঠোরতা কি সেই দীনশরণ দেখিতেছেন না? তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি যে সর্বব্যাপী, সকলের মনোবিহারী, দীনতায় পড়িয়া তাঁহাকে ডাক না, দেখিবে কোথা হইতে তোমার দুর্দিন ঘুচিয়া যাইবে। অনেক দেখিয়া ভাবিয়া তবে ব্রাহ্মণজাতি এই দরিদ্রতার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের প্রতিদিন খাবার জুটিত না, অনেক পক্ষীদিগের ন্যায় নীবার কণিকা ভোজন করিয়া দিন কাটাইতেন, তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে কালধর্মে বৃত্তি বা বর্ণ ধর্মের মর্যাদা হারাইতে হয়।

অন্যবর্ণগণ যেমন তাঁদের উন্নতি করিতে চাহিতেছে, কৃষকগণ যেমন ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে চাহিতেছে, নাবিকগণ যেমন নৌবিদ্যার প্রসার বাড়াইতে চাহিতেছে বৈশ্যগণ যেমন ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছে, ক্ষত্রিয়গণ যেমন বাহুবল লাভ করিতে চাহিতেছে, শূদ্রগণ যেমন দাসত্ব প্রথা সমুজ্জ্বল করিতে চাহিতেছে ব্রাহ্মণগণও কি তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গৌরব বর্দ্ধন করিতে চাহিবেনা না? তাঁহারা যদি আপৎকালের কথার উল্লেখ করিয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে জাতীয়ধর্ম জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা কিরূপে হইবে? কেবল মৌখিক ধর্ম কর্ম লইয়া আর কতদিন জীবিত থাকিতে পারিবে? ধর্মার্থী সংসারীগণ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থাটন করিয়া থাকেন, সে সকল স্থানে এখন অনেক জুয়াচোরের বাসা হইয়াছে, তাই পদে পদে অনেককে সেখানে প্রতারিত হইতে হইতেছে। দেব মন্দিরের সম্পত্তির অনেক স্থলেই যথেচ্ছ ব্যবহার হইতেছে শুনা যায়। দীন দরিদ্র তপস্বীদিগের অনেক আশ্রয় স্থান যেন প্রতারণার দুর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীধর্ম মহামণ্ডলীর প্রধান আড্ডা যখন ৮কাশী তখন আশা করি এ সকল মণ্ডলীর অধ্যক্ষের চক্ষে ঠেকিবা প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে। রাজদ্বারে এ সকলের প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইতে হইলেই ভাল হয়।

একটি বিস্ময়ের কথা—বুদ্ধ জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্ম জাতিস্মর রূপে বলিয়াছিলেন যে,—১০ বার মৃগ, ১০ বার সিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হস্তী, ৫বার কুক্কুট, ৫ বার গরুড়, ৪ বার অশ্ব, ৪ বার বৃষ, ২ বার মৎস্য, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুকুর ১ বার ভেক, ১ বার শশকরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পার্শীদিগের অবলম্বিত জোরাস্টর ধর্মের "দেসাতীর" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুরাণের অপূর্ব কাহিনীতে পশু পক্ষিগণের সভা সমিতিতে যে সকল অভিনব কথার উল্লেখ আছে, তাহা শুনিলে তাহারা যে জ্ঞান ধর্ম সমন্বিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম পুস্তকে পশু পক্ষীর অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে মুসলমানদিগের ধর্ম শাস্ত্রে ইহার অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আর হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র যে ভিত্তির উপর সংস্থাপিত তাহার "কর্মবাদ" এবং "জন্মবাদ" এক অপূর্ব রহস্য পূর্ণ কর্ম সূত্রে গ্রথিত হইয়া আজি যে মনুষ্য, কালি সে পশু পক্ষী যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মজনিত বিপাক ভোগ করিতেছে। এই সূত্র ধরিয়া নিয়ে এক অপূর্ব কাহিনী বর্ণিত হইতেছে।

প্রায় একাদশ বৎসর অতীত হইল যৎকালে আমরা ৮কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছিলাম, "সোনার পুরী" পল্লী অপরিষ্কৃত বোধ হওয়ায় যে দিন বিশ্বনাথের অঙ্গগৃহের একটী বাটীতে আমরা উঠিয়া আসি, সে দিন একটী সুন্দর ময়ূর আমাদের বাসা বাটীর বারান্দার ছাদের উপর বসিয়াছিল। যখন আমরা গৃহে প্রবেশ করি তখন সে যেন আমাদিগকে চিনিতে পারে কিনা বুঝিবার নিমিত্ত সেই ভাবে আড়ে আড়ে আমাদের দিকে মুহুর্মুহুঃ তাকাইতেছিল। সন্ধ্যার সময় আমাদেরও বাটীর অনতিদূরে এক গৃহস্থের ত্রিতলস্থিত খোলার চালের উপর উড়িয়া উপবিষ্ট হইল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগমে প্রতি মন্দিরে আরতিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সেই সময়ে ঐ ময়ূর পক্ষ বিস্তার করিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহার জাতীয় স্বরে কি বলিয়া কত রূপ কীর্তন করিতে লাগিল। শুনিলাম সে প্রায় দশ বৎসর বিশ্বনাথের অঙ্গগৃহে বাস করিতেছে। কাহার পোষা নয়। প্রতিবাসিগণ তাহাকে প্রতিদিন মাধুকরী প্রদান করে। সে শান্ত, কখন কাহারও অনিষ্ট করে না। সে প্রতিদিন প্রাতঃ সন্ধ্যা আমাদের বাটীতে নিঃশঙ্কভাবে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে আসিত। সে তখন আমাদের এত নিকটবর্ত্তী হইত যে তাহাতে বোধ হইত সে যেন নাই নিঃশঙ্ক। সে প্রতিদিন প্রাতে আমাদের বাটীর সম্মুখ পথে নৃত্য করিত তাহা দেখিবার নিমিত্ত পথের বিস্তর লোকগুলী বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইত সে নৃত্য এত সুন্দর ও আনন্দ বর্দ্ধক যে, তাহা

দেখিয়া কেহই, পশ্চাৎ পথে চলিয়া যাইতে পারে না। যাঁহারা যোনিভ্রমণ বা পরজন্ম স্বীকার না করেন, তাঁহারা এই অভিশয় (?) বিজ্ঞানের অভাব ও দৈনিক ক্রিয়া দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

## মহাত্মাগণ (৩৫)

(১১৭) মীরাবাই (মধুরভাব)।—প্রাতঃস্মরণীয়া মীরাবাই মারওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত মেরত গ্রামের একজন ধনবান রাঠোর সামন্তের কন্যা এবং চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী। যখন পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স তখন পিতৃভবনের ছাদ হইতে একটী বড় সমারোহের বিবাহে বরকে যাইতে দেখিয়া মাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে নামিয়া আসেন এবং ঠাকুর ঘরে মাতার দর্শন পাইলে বলেন "মা! আমার বর কই?" মাতা হাসিয়া "গিরিধারী লালজীর" বালগোপাল মূর্তিকে দেখাইয়া দেন এবং বলেন "এই তোর বর।" বালিকা মীরা বরের সামনে রহিয়াছে ভাবিয়া তখনি ঘোমটা টানিয়া দিল। এই কৌতুক হইতেই মীরার জীবনের স্রোতঃ পরমার্থের দিকে চলিয়া গেল! মীরা ঠাকুর সেবার কার্য সমস্তই আপনহস্তে ক্রমে ক্রমে লইল। বালিকার যেমন অলোকসামান্য সৌন্দর্য তেমনি কোকিল কণ্ঠ। ঐ ঠাকুর বাড়ীতে মীরার ভজন গীত শুনিতে দূর দূর হইতে লোকে আসিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে চিতোরের যুবরাজ কুম্ভ ছদ্মবেশে আসিয়া মীরার ভজন শুনিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহে উঁহার সহিত মীরার বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ হয়। কন্যা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় মাতা পিতা স্নেহের পুত্তলী দেবী প্রতিমাস্বরূপা কন্যাকে অনেক ধন ও অলঙ্কার দিলেন, কিন্তু মীরা সেই "গিরিধারীলালের মূর্তিটী" ভিন্ন আর কিছুতেই তুষ্ট হইল না। অবশেষে উঁহার পালকীতেই সেই দেবমূর্তিও পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মীরা তাঁহার স্বামীকে বংশরক্ষা ও সংসার সুখের জন্য আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে তাহার এই পার্থিব বিবাহ লোকাচার অনুরোধে ঘটিলেও প্রকৃত বিবাহ গিরিধারীলাল জীউর সহিত বহুপূর্বে হইয়াছে। তিনি সেই গিরিধারীলালের সেবাতেই এ জন্মটা কাটাইবেন ও তাঁহার রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পৃথক মহলে দিনপাত করিবেন। বালিকার এ সময় খেয়াল মনে করিয়া নববধূকে তখন একটা পৃথক মহলেই থাকিতে দেন। কিন্তু রাণা ক্রমেই দেখিলেন যে মীরা পৃথিবীর নহেন। সাধুসেবা ও ভজন গীতেই মীরার সমস্ত সময় কাটিত। প্রাচীন রাজপুতনায় তখন অবরোধ প্রথা ছিল না এবং ঠাকুরবাড়ীতে হিন্দুর আজও কুত্রাপি অবরোধ প্রথার কড়াকড়ি নাই। চিতোরের ঠাকুর বাড়ীতে বিস্তর সাধুসমাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে রাণার কানে উঠিল যে দ্বার বন্ধ করিয়া মীরা কাহার সহিত কথাবার্তা কয়। একদিন খড়্গ হস্তে রাণা মীরার গৃহের দ্বারে আঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ মীরা দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাণা দেখিলেন সামনে পাশার ছক এবং গিরিধারীলালজীর মূর্তির হাতে পাশা। রাণা লজ্জিত এবং বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন! ক্রমে মীরা সাধারণ রাজপথের সাধুদের সহিত হরিনাম বিলাইতে লাগিল। রাণার ভগ্নী ঘোরতর আপত্তি করিলেন। মীরা লোকলজ্জার অতীত দেখিয়া এবং যুবতী পরমাসুন্দরী রাজমহিষীর সাধারণের সঙ্গে হরিসংকীর্তন করিয়া বেড়ান নিবারণের অন্য উপায় না দেখিয়া উঁহাকে একপাত্র বিষ দেওয়া হইয়াছিল। তুলসীযুক্ত কিছুই তিনি গ্রহণে আপত্তি করিবেন না ইহা জানিয়া বিষের পাত্রে একটি তুলসীপাতাও দেওয়া হইয়াছিল! মীরা নিঃসঙ্কোচে ঐ বিষপান করেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই।

এইসময়ে সাধুবেশী একজন ভণ্ড মীরার অলোকসামান্যরূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বলে যে গোপালজীর তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে মীরাকে পুরুষ সংসর্গ করাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া মীরাবাই সরলভাবেই বলেন "ভগবানের আদেশে যেন কোন দুষ্ট ব্যাপারে আমাদের লিপ্ত হইতে হইবে এভাবে আমাকে একথা "গোপনে" বলিতেছেন কেন? ঠাকুরবাড়ীর প্রকাশ্য উঠানে শয্যা রচনা করুন এবং আপনার প্রত্যাদেশের কথা সহস্র সহস্র সাধুভক্তকে বলিয়া তাঁহাদের সামনে সঙ্কীর্তনে আহ্বান করুন।" জীবন্মুক্তা মীরার এই সোজা কথা শুনিয়া ভণ্ডের জ্ঞান হইল যে সে "কাহাকে" কি বলিয়া ফেলিয়াছে!! মীরার কথামত কাজ করিলে তাহার হাড় ক্রোধান্ধ ভক্তসংঘের হস্তে অবিলম্বেই ধূলায় পরিণত হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া সে আছাড় খাইয়া মীরার পদপ্রান্তে পড়িয়া মস্তক কুটিল, অশ্রু বিসর্জন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মীরা তাহাকে ভক্তিপথ দান করিয়া তীর্থাটনে প্রেরণ করিলেন।

কথিত আছে মীরাকে রাণা মহলে কোন স্ত্রীলোক বলেন, "তোমার রাজবাড়ীতে এ পাগলামি ও নির্লজ্জতা না করিয়া ডুবিয়া মরাই উচিত" সরলা মীরা তখন নদীতে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু খরস্রোতা নদীর মধ্যেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। স্রোতের বেগে তিনি তীরেই প্রক্ষিপ্তা হন। তখন তিনি গোপালজীর বাক্য স্পষ্ট শুনিতে পান "মীরা তোমার কাজ এখনও বাকী আছে। সংসারে বিচরণ আরও কিছুকাল কর।" ইহার পর যখন মীরা বাই বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত দেখা করিতে চাহিলে তিনি বলিয়া পাঠান "আমি স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করি না।" উত্তরে মীরাবাই বলিয়া পাঠান "আমি ত জানি জগতে একমাত্র পুরুষ আছেন এবং অন্য "সকলকেই" স্ত্রীলোক বলে বোধ; গোস্বামীজি কি ব্রজমণ্ডলে নিজেকে পুরুষ বলিয়া মনে করেন?—গোপীভাব লাভ হয় নাই?" এই কথার পর গোস্বামী মীরাবাইএর সহিত আনন্দে সাক্ষাৎ করেন এবং একত্রে ভজন গাহিবার সময় ভগবানের অনুপম কৃপা লাভ করেন।

মীরাবাই শেষে দ্বারকায় গিয়াছিলেন। তিনি চিতোর ত্যাগ করার পর হইতেই তথায় মুসলমানের উপদ্রব ঘটিতে আরম্ভ হওয়ায় রাণা ব্রাহ্মণদিগকে চিতোরের রাজলক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনার জন্য দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা গিয়া তথায় ধর্ণা দিলে মীরা রণছোড়জীর মন্দিরে গিয়া কাতর ভাবে বলেন "আমাকে কি তোমাকে ছাড়িয়া আবার সংসারে যাইতে হইবে?" তখনই উঁহার দেহ দেবমূর্তিতে বিলীন হইয়া যায়! ঠাকুরের বিগ্রহের গায়ে তাঁহার শাড়ীখানি মাত্র পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

মীরা বাইএর রচিত পদ সকল হিন্দুস্থানে রাগ গোবিন্দ নামে বহুল প্রচলিত। একটী উদ্ধৃত করিতেছি। উহাতে মীরার নিজের জীবনের কথাও কিছু কিছু আছে:—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই।
আই হুঁ ভক্তিকাজ জগত দেখ রোই।*
তাত মাত ভাই বন্ধু আপনা ন কোই।
সাধুন্‌ সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোক-লাজ খোই।
অব তো বাত ফৈল গই জানত সব কোই।

---

[* কথিত এখানে (চিতোরে) ভক্ত জেনেই [ভক্তিকে মাত্র সম্বল করিয়াই] আসিয়াছিলাম কিন্তু জগতের কাণ্ড দেখিয়া রোদন করিতেছি।

# [illegible] কথা

১৮ই চৈত্র ১৩৩০ সাল [illegible] ১লা এপ্রিল [illegible]

ছেলেদের শিক্ষা—বিগত ২৬শে ও ২৭শে মার্চ্চ তারিখে, অমৃতসরে খালসা কলেজ হলে শিখ শিক্ষাসমিতির অধিবেশনে কপূরতলার শ্রীযুক্ত কর্ণেল দলজিৎ সিং একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়া অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছিলেন, "স্কুল কলেজে ছেলেরা সাহিত্য গণিতাদি বিষয়ে সম্যক শিক্ষালাভ করিবে এই উদ্দেশ্য কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিতা তাহাদের এ অপেক্ষাও বেশী শিখান চাই। ইদানীং যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে স্কুল কলেজে ছেলেদের নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখাইবার দিকে একটু বেশী লক্ষ্য ও যত্ন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ছেলেরা যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখে, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলে, কোন প্রকারে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানিলোকের সম্মান করে, সেই মত শিক্ষা তাহাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। যাহাতে তাহারা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয় সে শিক্ষা তাহাদিগকে সাবধানে দিতে হইবে। কেন আত্মমর্য্যাদা বুঝিতে যাইয়া আত্মপ্রশংসাবাদী হইয়া না পড়ে। তাহাদিগকে স্বাবলম্বনও সাবধানে শিখাইতে হইবে, নিজে খুব ক্ষমতাপন্ন এ ধারণা যেন তাহাতে জন্মিয়া যাইতে না পারে। জীবনের সমস্ত কাজে কর্ম্মে যেন সরল ব্যবহার করিতে তাহারা শিখে—ভিতরে একরূপ, বাহিরে একরূপ এরূপ ভাবের শিক্ষা যেন না পায়। এই সকল সুশিক্ষারই ফল। ছেলেরা "শিক্ষিত" এই আখ্যার উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মনের ভাব, চিন্তা, যেন সুশৃঙ্খল হয়, ভাষা সুসংযত হয়, সমালোচনা নিরপেক্ষ হয়। এই সকল গুণ স্কুল গৃহেই কি, বাড়ীতেই কি, ক্রীড়াক্ষেত্রেই কি, ক্রিকেট ক্লবেই কি, সর্ব্বত্রই যেন ছেলেরা শিখিতে পায়। উপদেশবাক্য দ্বারাও উহাদিগকে এই সকল বিষয় শিখাইতে হইবে এবং যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদিগকেও ছেলেদের আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে। আমাদের প্রার্থনা যদি সঙ্গত হয় তাহা হইলে দয়ালু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদের সে প্রার্থনার কর্ণপাত করিবেন না, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। অন্যায় এবং অসঙ্গত প্রার্থনা অসংযত ভাষায় হইলে ফল হয় না অধিকন্তু দূষিত হইতে হয়। আমরা যেন আমাদের রাজার প্রতি ভক্তিমান্ থাকি, আমাদের ধর্ম্মের উপর যেন আমাদের আস্থা থাকে এবং আমাদের প্রাচীন গৌরবসমূহের অনুরাগী যেন আমরা হই। তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

---

ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ—লাহোরে দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভায় ডাঃ স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন—"আজ এই সভায় তোমাদিগকে যে কয়েকটি কথা উপদেশচ্ছলে বলিব, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইলে এরূপ সভায় হিন্দু ছেলেদের উদ্দেশ করিয়া সেই সকল কথা বলিবার কোন প্রয়োজনই হইত না। সাবেক কালের যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ছেলেদের মধ্যে স্কুলগৃহে এবং বাড়ীতে দেখা যাইত ইদানীং তাহার আর সে দৃঢ়তা নাই। এখন উহার বাঁধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। এখন ছেলেরা রাজনীতি বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য সেই নিয়মানুবর্ত্তিতার গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের চিরন্তন আদর্শ ছাড়া হইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলও শোচনীয় হইতেছে। এবং ছাত্রদের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেই এই শোচনীয় পরিণাম পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া আসিতেছেন। আমি একথা তোমাদের বলি না যে, তোমরা স্বদেশকে ভাল বাসিও না, স্বজাতিকে ভাল ভাল বাসিও না, রাজনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জনে লাভ বই ক্ষতি নাই। আমি এই বলি, তোমাদের যখন উপযুক্ত বয়স হইবে, রাজনীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা বুঝিতে সক্ষম হইবে, তখন তোমরা তোমাদের কতকটা সময় ইহার আলোচনায় দিতে পার—সে সময়টায় তোমরা কলেজে রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিবে। কিন্তু এইরূপ ছাত্রাবস্থায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজনৈতিক কার্য্যে যোগদানে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা আছে। বিগত তিন চারি বৎসরের মধ্যে এইরূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে ছেলেদের হস্তক্ষেপের অপ্রীতিকর ফল তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ। এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আমার কিছুই বলিবার আবশ্যক হইবে না, কারণ সকলেই এখন ইহার অনিষ্টকর ফল দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তোমরাই ভারতের ভবিষ্যৎ আশা। তোমরা কি [illegible] জীবনকে বিপথে চালিত করিয়া [illegible] বিষয় আলোচনায় উপযুক্ত এখনও [illegible] নাই সেই বিষয়ের আলোচনা করিয়া [illegible] ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিবে? [illegible] যাহারা এইরূপ করিয়াছে তাহারা [illegible] উদ্দেশ্য সাধনের পথের অন্তরায় [illegible]। এই সকল আন্দোলনকারী ছাত্রদের [illegible] ফল এক বৎসরের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা [illegible] বুঝিয়া তোমরা সুশিক্ষা লাভ কর [illegible] বক্তব্য!

---

## ভাইস চ্যান্সে[illegible]র [illegible] [২]

গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] অন্তর্ভুক্ত কলেজ সমূহের কাজ কর্ম্মের পরিদর্শন করিয়াছেন। অধিকাংশ কলেজেরই উন্নতির দিকে চেষ্টা দেখা গিয়াছে, নিজেদের বল অতিক্রম করিয়াও [illegible] করিবার দিকে ঐ সকল কলেজের বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছে। কিন্তু উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত না থাকা সত্ত্বে কোন কলেজের কাজ কর্ম্ম বাড়াইবার দিকে চেষ্টায়, অথবা উপযুক্ত শিক্ষক সরঞ্জাম ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের পাঠনার ব্যবস্থায় ছেলেদের ক্ষতি করা হয় এবং সেই কলেজেরও আদর কমিয়া যায়। আর্টস এবং সায়েন্স ডিগ্রী পরীক্ষায় অনার্স কোর্সের পাঠনা সম্বন্ধে অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। উপযুক্ত অধ্যাপক নাই, পাঠনায় উপযোগী সাজ সরঞ্জাম নাই, এরূপ স্থলে বিশ্ববিদ্যালয় যদি একটু সুবিবেচনার সহিত কার্য্য না করেন, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যদি আবেদন মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে ফল এই হইবে যে, অনার্স কোর্সের ঐ উচ্চ বিষয়গুলির অধ্যাপনা মোটামুটি রকমের হইবে মাত্র, অধিকন্তু কয়েকটি খুব ভাল ছেলেদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে যাইয়া অপরাপর ছাত্রদের উপর একটু অযত্ন আসিয়া পড়িবে এবং তাহাতে তাহাদের স্বার্থেরও অনেক ব্যাঘাত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সদুদ্দেশ্য অনেকে ভুল বুঝিয়া এইরূপ মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির কার্য্য ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। কোন কলেজের হয়ত উচ্চ উচ্চ বিষয় সমূহ পড়াইবার জন্য আগ্রহ আছে, কিন্তু তদুপযোগী শিক্ষক ও সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা নাই। আবার কোন

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও সুস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নুতন প্রণালী মতে ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

ক্রোগপুর মাহিষ্য একাডেমীর জন্ত একজন নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও আবা মাহিষ্য জাতির প্রার্থনাই গৃহীত হইবে। সাগরবাড় পোঃ জেলা মেদিনীপুর।

একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত। কাঞ্চনতলা জে ডি জে ইনঃ ১৮ টাকা। হুগলী নর্ম্মালের পাশ চাই স্কুল সংশ্লিষ্ট বোর্ডিং আছে। হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করুন। পোঃ কাঞ্চনতলা মুরসিদাবাদ।

একজন এফ এ ফেল বা এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। রসুলপুর স্কুল। ১৫ টাকা। মুসলমান চাই। আবা পাইবেন। পোঃ সাতক্ষীরা খুলনা।

চণ্ডীপুর মিডিল মাদ্রাসার জন্ত মাসিক পনর টাকা বেতনে নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনৈক শিক্ষক। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই আবেদন করিবেন। মুসলমান হইলে আবা এবং হিন্দু শিক্ষক কেবলমাত্র বাসা পাইবেন। স্থানটী আই এস আর রেলওয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল ব্যবধান। গ্রাম চণ্ডীপুর, পোঃ তুলসীহাটা জেলা মালদহ।

আমাদের পাঠশালার জন্ত একজন মাইনর পাশ ব্রাহ্মণ শিক্ষক বেতন আপাততঃ ৫ টাকা ও আবা। কার্য্যে উন্নতি দেখাইতে পারিলে ২ মাস পরে বেতন বৃদ্ধি হইবে। শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী পোঃ শ্রীধরপুর, গ্রাম শ্রীধরপুর (যশোহর)।

যশোহর সম্মিলনী স্কুলে ২০ টাকা বেতনে এক জন দ্বিতীয় পণ্ডিত। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী-দের বাঙ্গালা পড়াইতে হইবে। ইংরাজী জানা হইলে বিশেষ সুবিধা।

সুখানপুকুর ম ইং স্কুলে নর্ম্মাল এবং ড্রিল ড্রইং পাশ একজন মুসলমান হেঃ পঃ বেতন ১৬ টাকা হইতে ১৮ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে আহার পাইবেন। পোঃ সুখানপুকুর জেলা বগুড়া।

আমাদের জাহাঙ্গীরপুর মিড্‌ল মাদ্রাসায় এফ এ পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ২০ টাকা ও আবা জিলা ময়মনসিংহ, পোঃ গোবিন্দপুর।

কোন একটী হাইস্কুলে একজন কাব্যতীর্থ হেঃ পঃ। কিছু ইংরাজী জানা থাকিলে ভাল হয় বেতন ২০ টাকা। আপাততঃ ৬ মাসের জন্য। পি সি ভট্টাচার্য্য হেড্‌পণ্ডিত, নবাবগঞ্জ হাইস্কুল পোঃ নবাবগঞ্জ। (ঢাকা)

## কৌতুক-কণা

১। ছোট ছেলে। মা! তুমি যখন আমার মত ছোট ছিলে তখন আমি কত বড় ছিলুম?

মা। (বিসম্পর্কীয়দিগের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকায় খুব আদর করিয়া) সেই কথাটা বলছ? তুমি তখন আমার [illegible] দাদা বাবুর মত বড় ছিলে। (চুপি চুপি) [illegible] ত ছিলে!

২। কোন যোদ্ধা রণক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া ছিলেন। যুদ্ধশেষে শত্রুপুরী হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা বন্দী হওয়ায় লজ্জা করিতে বলিলে, তিনি উত্তর দিয়া ছিলেন "ভাই, তখন শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া মনে হইল যে এক সেকেণ্ড মধ্যে "শব" আখ্যা পাওয়া অপেক্ষা চিরজীবন "ভীরু" আখ্যা পাওয়াও ভাল। কিন্তু অস্ত্রত্যাগের পরক্ষণেই শত্রুর হৃষ্ট মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, যাহা করিতেছি তাহা ঠিক নয়। আজ তোমাদের সম্মুখীন হইতে যে লজ্জা হইতেছে তাহা আরও স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, চিরজীবনের লজ্জা অপেক্ষা এক সেকেণ্ডের কষ্ট সহ্য করা অনেক সহজ।'

৩। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া বিবিধ বিষয়ে বৃথা তর্ক ও বাগাড়ম্বর করিতে ছিল। হঠাৎ প্রশ্ন উঠিল "আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মিথ্যা গল্প বলিতে পারে?"

প্রথম ব্যক্তি (বাহাদুরী করিয়া)—তবে শোনো আমি ভারতবর্ষের ভিতর একজন খুব বড় মিথ্যাবাদী—

দ্বিতীয় ব্যক্তি—বাঃ। আমাদের ভিতর এখনি কথা হ'ল যে খালি মিথ্যা কথা বলা হবে, আর তুমি সত্যি কথা বলে গল্প আরম্ভ কর্‌ছ!

৪। একজন পল্লীগ্রামবাসী শিখ সিপাহী পদপ্রার্থী হইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করেন। তাঁহাকে রাউলপিণ্ডির ব্যারাকে উপস্থিত হইতে আদেশ দেওয়া হয়।

ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (সৈনিক পদপ্রার্থীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া)—তুমি কতফিট লম্বা?

সিপাহী পদপ্রার্থী—সেলাম করিয়া [illegible] যা আছি তা এই আছি; এখন [illegible] পাঁচফুট এগারইঞ্চি, কিম্বা [illegible] পাঁচইঞ্চ—কি বলিল [illegible] মনে নাই। দুইই এক কথা।

[illegible] ডাক্তার—সেদিন আমার ছাগলটার খুব [illegible] করেছিল আমি তাকে এক-ফোঁটা ওষুধ দিবামাত্র একেবারে ভাল হ'য়ে গেল!

[illegible] (ডাক্তারের হাতযশের কথা [illegible] থাকায়)—ডাক্তার, ছাগলটা [illegible] বেড়াচ্ছে দেখ্‌ছি। সুতরাং আমি [illegible] ছাগল হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমার রোগী হইতে কিছুতেই প্রস্তুত নাই।

উদ্ধৃত

### শেখ সাদি।

বিখ্যাত পারস্য কবি শেখ সাদি [illegible] খৃঃ অব্দে সিরাজ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতা [illegible] নামক [illegible] ছিলেন না। [illegible] সামান্য কর্ম্ম করিতেন। [illegible] বয়সে পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তিনি বোগদাদ নগরে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে ঈশ্বরোপাসনায় ও ধর্ম্মালোচনায় তাঁহার গভীর অনুরাগ জন্মে। সকলে তাঁহার সাধুতার পরিচয় পাইলে তিনি "শেখ" উপাধি লাভ করেন। এক স্থানে স্থির হইয়া না থাকিয়া তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া বহু দেশ পর্যটন করেন। আসিয়া মাইনর, বার-বারি, আবিসিনিয়া, মিসর, সিরিয়া, পালেষ্টাইন, আরমেনিয়া, আরব, ইরাণ ও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ পরিদর্শন করেন। গুজরাট প্রদেশের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দিরও দর্শন করেন। নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমে নানা কারণে স্বজন বান্ধবের প্রতি বীতরাগ হইয়া জেরুসালেমের মরুভূমিতে পলায়ন করিয়া বন্য পশুর সহিত কিছুদিন বাস করেন। এই সময়ে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে বিষম সমরানল (ধর্ম্মযুদ্ধ) প্রজ্বলিত হইয়াছিল। খৃষ্টানদের হস্তে পতিত হইয়া তাঁহাকে বন্দিভাবে ত্রিপলি নগরীর পরিখা খননের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। দৈব-যোগে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কোন বন্ধু তাঁহাকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া, দশটী সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া তাঁহার দাসত্ব মোচন করেন এবং তাঁহাকে এক-

শত স্বর্ণমুদ্রা যৌতুক দিয়া নিজ দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এ বিবাহে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার ভার্য্যা অত্যন্ত মুখরা ও কলহপ্রিয়া ছিলেন। এক দিবস এই রমণী সাদিকে সম্বোধন করিয়া উপহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমাকেই না আমার পিতা খৃষ্টানদের হস্ত হইতে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দাসত্ব হইতে মোচন করেন?" তদুত্তরে সাদি বলেন,—"হাঁ! আমাকে দশ মুদ্রায় মুক্ত করিয়া শত মুদ্রায় তোমার ক্রীতদাস করেন।" প্রথমা স্ত্রীর জীবদ্দশায় সাদি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটীমাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সেই কন্যাটী ও শৈশবাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়। সাদীর ভাগ্যে গার্হস্থ্য সুখ ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের অধিক দিন কষ্টে গিয়াছিল. এমন কি, বাট সত্তর বৎসর তিনি নির্জ্জন বনে ও গুহায় অতিবাহিত করেন; কিন্তু এ কষ্ট তাঁহার কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় নাই। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পাদুকা ক্রয় করিবার অর্থ না থাকাতে তাঁহাকে নগ্ন পদে বেড়াইতে হইত। একদিন একজন পদবিহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া, তাঁহার নিজের পদদ্বয় আছে এই ভাবিয়া ঈশ্বরকে তাঁহার প্রতি পরম করুণার জন্য বারংবার ধন্যবাদ দিলেন ও সেই অবধি পাদুকার অভাবের জন্য আর তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষোভ রহিল না। তাঁহার জীবনের প্রথম ৩০ বৎসর জ্ঞানার্জ্জনে যায়, ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর তিনি দেশ ভ্রমণ ও বহুদর্শিতা লাভে এবং নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানের প্রচারে অতিবাহিত করেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ প্রায় ১৭ বৎসর—তিনি নির্জ্জনে সাধু ফকিরের ন্যায় বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার সংযম ও গভীর ধর্ম্মভাব দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। সংসারের বৃথা আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই বলবতী ছিল। শেষে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে উদরান্নের জন্য সংসারে আসিতে হইত। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, উদরের জন্য মানুষের হস্ত পদাদি দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, উদরের দাস হইলে ঈশ্বরোপাসনার ব্যাঘাত জন্মে। যদি সাদির উদর তাঁহার পৃষ্ঠের ন্যায় ভারসহিষ্ণু হইত, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা কাহাকেও করিতে হইত না। এই কথায় তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, অর্থের জন্য তাঁহাকে পুস্তক রচনা করিতে হইয়াছিল। যে কারণেই কেন পুস্তক রচনা করুন না, গুলিস্তাঁ দ্বারা জনসাধারণের যে মহোপকার হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাত শত বৎসর ধরিয়া সেই সকল পুস্তক পৃথিবীতে আদৃত হইয়াছে। ১৩১৪ খৃঃ অব্দে এক শত কুড়ি বৎসর বয়সে সিরাজনগরে সাদির মৃত্যু হয়। তিনি খর্ব্বাকার ও কৃশ ছিলেন। তাঁহার মস্তকে কেশ ছিল না, এবং বেশ ভূষায় কোন পারিপাট্য ছিল না। কিন্তু তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ আলাপেই তাঁহার গুণরাশির বিকাশে সকলেই মোহিত হইত—তাঁহার বাহ্য রূপের প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য থাকিত না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, বাক্‌পটুতা ও পরিহাসে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল. বিশুদ্ধ পারস্য ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পারস্য ছাড়া তিনি আরও সপ্তদশটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সামাজিক আচার ব্যবহার বর্ণনা করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের অগ্রণী ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে বুস্তান ও গুলিস্তান এই দুইখানিতে তিনি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তকের মধ্যে আবার গুলিস্তানই অধিক সমাদৃত। এই পুস্তক গদ্য ও পদ্যে পারস্য ভাষায় রচিত। ১২৫৮ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই পুস্তক প্রচার করেন। পুস্তকখানি আট অধ্যায়ে বিভক্ত যথা—

(১) রাজাদিগের আচার ব্যবহার।
(২) সাধুদিগের নীতি।
(৩) সন্তোষ।
(৪) নিরুত্তরের উপকারিতা।
(৫) প্রেম ও যৌবন।
(৬) বৃদ্ধ বয়সের নিঃসারতা।
(৭) শিক্ষার ফল।
(৮) সমাজের কর্ত্তব্য।

জীবদ্দশায় তাঁহাকে লোকে যথেষ্ট ভক্তি করিত। একদিন পথে যাইতে যাইতে সাদি তাঁহার দুইজন প্রিয় বন্ধুকে দেখিতে পান। তাঁহারা তখন সুলতানের সহিত অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের সহিত দেখা করা অনুচিত এই মনে করিয়া সাদি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর না হন এমন ভাবে মহা সঙ্কোচে পথের এক পার্শ্ব দিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু বন্ধুদ্বয় দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবিলম্বে অবতরণ করিয়া সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আপনার কুশল ত? আপনার শুভ প্রত্যাগমনের বার্ত্তা এতদিন আমাদিগকে না দেওয়াতে আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি"। সুলতান এই ঘটনা দেখিয়া মনে মনে খেদ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এই দুইজন অমাত্য তাঁহাকে এতকাল জানে, কিন্তু কখনও ত এরূপ সম্মান করে না। পরে বন্ধুদ্বয় সুলতানের সহিত মিলিত হইলে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন —"এ ব্যক্তি কে?——যাহার প্রতি তোমরা এত সম্মান প্রদর্শন করিলে?" তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—"সুলতান! ইনি আমাদের পিতা"। সুলতান বলিলেন,—"তোমার পিতার কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি বার বার বলিয়াছ,—তিনি মৃত; এখন বলিতেছ,—"এ ব্যক্তি আমাদের পিতা;" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"সুলতান ইনি আমাদের পিতা ও পরমারাধ্য গুরু। ইনিই সিরাজ নগরের সেখ সাদি। ইঁহার জগদ্বিখ্যাত নাম বোধ হয় আপনার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। তাহা শুনিয়া সুলতান বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সাদির রাজসভায় যাইবার অনিচ্ছা থাকিলেও বন্ধুদের অনুরোধে এক দিন তথায় গমন করিলেন। সুলতানের সহিত আলাপ করিয়া বিদায় লইবার কালে সুলতান সাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমাকে একটা উপদেশ দিয়া যান। সাদি বলিলেন,—তুমি পরলোকে যাইবার সময়ে কিছুই সঙ্গে করিয়া লইতে পারিবে না, তথায় কেবল সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের দণ্ড হইবে। অতএব তুমি এই পৃথিবীতে দানশীল ও ধর্ম্মশীল হও। দেখ! রাজা ঈশ্বরের ছায়া; ছায়া প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ হওয়াই উচিত; রাজার সুশাসনে প্রজাপুঞ্জের স্বভাব ভাল হয়, প্রজার শান্তি রাজার সুবিচারের উপর নির্ভর করে। যে রাজার শাসনের মূলে দুরভিসন্ধি ও অন্যায় আচরণ, তাঁহার শাসন কখন শুভকর হয় না।

গুলিস্তান হইতে নিম্নে সাদির ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে কতকগুলি উক্তি প্রদত্ত হইল।

১। একদা এক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক তাঁহার সুন্দরী ভার্য্যাকে লইয়া নৌকারোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে নৌকা আবর্ত্তে উলটিয়া পড়িলে উভয়ে জলমগ্ন হইলেন। নাবিক তাড়াতাড়ি যুবককে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলে যুবক বলিল,—"আমাকে ছাড়িয়া আমার প্রিয়তমাকে অগ্রে রক্ষা কর।" কিন্তু আর অবসর রহিল না,

২৫। এক যুবক তাহার পিতার সহিত মসজিদে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। সে সমস্ত রাত্রি আপনার ক্রোড়দেশে কোরাণখানি খুলিয়া রাখিয়া জাগরিত ছিল, কিন্তু অন্যান্য লোক নিদ্রিত হইল। যুবক তাহার পিতাকে বলিল—"এই সকল লোকের মধ্যে কেহই মস্তক উত্তোলন করে নাই, প্রার্থনা করা ত দূরের কথা। ইহারা সকলে এত নিদ্রাভিভূত যে, দেখিলে বোধ হয় সকলেই মৃত।" ইহা শুনিয়া তাহার পিতা বলিলেন, এরূপ লোকের নিন্দা না করিয়া তুমিও নিদ্রিত হইলে ভাল ছিল। স্বার্থপর লোক কেবল আপনাদের গুণ দেখে সত্বরে অপরের গুণ দেখিতে পায় না। যদি ঈশ্বরের মত সে চক্ষুষ্মান্ হইত, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সে নিজে কত নিকৃষ্ট তাহা দেখিতে পাইত।

২৬। একজন লোক স্বপ্নে দেখিল —রাজা স্বর্গে ও সাধু নরকে গিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—ইহার অর্থ কি? রাজার উন্নতি ও সাধুর অবনতি কেন হইল? আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহার বিপরীত হইবে। এমন সময়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হইল,—রাজা সাধুদের ভাল বাসিতেন, সেই জন্য তাঁহার স্বর্গলাভ ও সাধু রাজসংস্রব রাখিতেন সেই জন্য তাঁহার নিরয়বাস।

২৭। একব্যক্তি কুচরিত্র ছিল। সে ঈশ্বরের কৃপায় সাধুসঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রমে সৎপথে আসিল। নিজের সমস্ত দুষ্কার্য্যাসক্তি সৎকার্য্যে পরিণত করিতে পারিল ও ইন্দ্রিয় দমন করিতে সক্ষম হইল। নিন্দুকেরা তত্রাপি বলিতে লাগিল,—"এ ব্যক্তির পূর্ব্বস্বভাব এখনও আছে, ইহার সাধুতায় বিশ্বাস নাই।" এই সকল কথায় সে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"লোকের গ্লানি আমার আর সহ্য হয় না।" তাহার পিতা বলিল—"বৎস! খেদ করিও না, এ তোমার সৌভাগ্যের কথা! যাহারা তোমার নিন্দা করে তাহাদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তুমি স্বয়ং সচ্চরিত্র হও, লোকের নিন্দাবাদে কি যায় আসে? তোমার চরিত্রে দোষ থাকিবে আর লোকে তোমাকে ভাল বলিবে ইহাই কি বাঞ্ছনীয়? দেখ, লোকে আমাকে সাধু বলিয়া জানে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, আমি পাপের প্রতিমূর্ত্তি। লোকে যাহা বলে, সেইরূপ হইলে আমি যথার্থই সাধু হইতাম। আমি আমার অন্তর ভাব প্রতিবাসীর নিকট গোপন করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর আমার অন্তরের সকল কথাই জানেন। আমার ও জনসাধারণের মধ্যে একটী রুদ্ধ দ্বার আছে, যাহার ভিতর দিয়া তাহারা আমার পাপের কথা জানিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামীর কি কিছু জানিতে বাকি থাকে? তিনি আমাতে যাহা প্রকাশমান ও যাহা গুপ্ত, সকলি জানিতে পারেন।

২৮। একজন ফকিরের সকল প্রার্থনা ঈশ্বর পূরণ করিতেন। তিনি একদা বাগদাদ নগরে আসিলে তদানীন্তন সুলতান তাঁহাকে তাঁহার জন্য ঈশ্বরের সমীপে কোনও শুভ প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ফকির প্রার্থনা করিলেন,—"হে ঈশ্বর! তুমি এই ব্যক্তির জীবন লও।" সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কিরূপ প্রার্থনা?" ফকির বলিলেন,—"ইহা তোমার পক্ষে ও সমস্ত মুসলমানদিগের পক্ষে হিতকর। তুমি যেরূপ অত্যাচারী—অসহায় প্রজারা আর কতদিন তোমার পীড়ন সহ্য করিবে? তোমার রাজত্বে প্রয়োজন কি? এরূপে প্রজা পীড়ন করা অপেক্ষা তোমার মৃত্যুই ভাল।"

২৯। এক অধর্ম্মী রাজা কোনও সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রার্থনা অপেক্ষা ভাল কি?" সাধু বলিলেন—"তোমার পক্ষে মধ্যাহ্নকালে নিদ্রা যাওয়াই ভাল; কারণ, এই সময়টুকুর জন্যও তুমি প্রজা পীড়ন করিবে না।" যে ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থা হইতে নিদ্রিতাবস্থা ভাল, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

৩০। কোনও রাজা একজন নিরপরাধ লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াতে সে বলিল-"ক্রোধের বশীভূত হইয়া এ কার্য্য করিলে শেষ তোমারই অনিষ্ট হইবে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ।" সে ব্যক্তি বলিল,—"এই দণ্ডের কষ্ট আমি এক মুহূর্ত্তমাত্র অনুভব করিব কিন্তু এই পাপের জন্য তোমাকে চিরকাল ভুগিতে হইবে।"

৩১। একদা কোন রাজার একজন মন্ত্রী এক সাধুর নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিল—"দেখুন, দিবারাত্রি আমি রাজসেবায় অতিবাহিত করি, কখন কখন তাঁহার অনুগ্রহের আশা হয়, আবার তাঁহার ক্রোধের ভয়ে মরি।" সাধু অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন,—"তুমি যেমন রাজাকে ভয় কর, আমি যদি জগদীশ্বরকে সেইরূপ ভয় করিতাম তাহা হইলে আমি এতদিন তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতাম। রাজমন্ত্রিন্! তুমিও যদি রাজাকে যেরূপ ভয় কর সেইরূপ ভয় ঈশ্বরকে কর, তাহা হইলে তুমিও স্বর্গের দেবতা হইবে।" (বামাবোধিনী, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ)

## মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে, ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে [illegible] থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৮৭৭ শ্রীযুক্ত হেঃ মাঃ পিলজঙ্গ মইং স্কুল ২৮।২।১১
৪২৭ „ ইব্রাহিম মহম্মদ, পিঃ মুলটি স্কুল ঐ
৩১৪ „ উমেশ চন্দ্র ঘোষ, হেঃ মাঃ খালিয়া মইং স্কুল ঐ
৪৫২ „ হেঃ মাঃ ব্যাপটীষ্ট মিশন স্কুল, মেদিনীপুর ঐ
২৯৩ „ শ্যামকুণ্ড গুরুট্রেণীং স্কুল ঐ
১১৫২ „ শশিভূষণ মুখো খাটৈবরা মইং স্কুল ঐ
১১৫১ „ সেঃ ষ্টুডেণ্ট আসোসিয়েশন তাতারিয়া ঐ
৪০৯ „ শরচ্চন্দ্র মুখো হরধাম ঐ
১১৫৯ „ হরেন্দ্র নারায়ণ ভৌমিক, কাপাসিয়া ঐ
৪২৯ „ শশিভূষণ মিত্র, পালীগ্রাম স্কুল ঐ
„ পায়রাক মণ্ডেন বালিকা স্কুল ঐ
১০৭৮ „ সতীশ চন্দ্র মুখো হেঃ পঃ বার্লো বালিকা স্কুল ঐ
১৭৬ „ মন্মথ দেব মণ্ডল, ২য় পঃ বরষা মণ্ডেল স্কুল ঐ
১০৬০ „ ছাত্রবৃন্দ শ্রীউলা মইং স্কুল ঐ
১১০৪ „ পরেশ নাথ গোস্বামী, গুরুকুল একাডেমী ঐ
১১০৫ „ জিতেন্দ্র কুমার সেন, গুনাইগাছা ঐ
১১০৬ „ সেখ মাতয়ার রহমন, বেলদহ
১১১৭ „ পি, এন, মুখো, সোনামুখী ঐ
১১১৮ „ সাতগাছি স্কুল লাইব্রেরী ঐ
১১১৯ „ সতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, বাগুটী হাই স্কুল ঐ
১১২০ „ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যো, খালনা ঐ
১১২১ „ রজনীকান্ত কাকাতীর্থ, বরসা গ্রাম ঐ
১১২২ „ জে, এন, রায় চৌধুরী, হেঃ পঃ চড়কডাঙ্গা স্কুল ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় Educational Gazette Chinsurah.

# প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নহে

## সদালাপ (৩৬)

(১৭৯) কু-অভ্যাসের ত্যাগ (বিলম্ব করিতে-নাই)।—একজন লোকের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু মদ খাওয়ার অভ্যাস থাকায় ক্রমশঃই অকর্মণ্য হইতে লাগিল। বহুবর্ষ ধরিয়া কাহার কোন পরামর্শে ফল হইল না। একদিন কোন ভাল লোক তাহাকে অনেক বুঝানয় সে ব্যক্তি বলিল আপনি আমার ভালর জন্য যাহা বলিলেন সবই বুঝিয়াছি এতদিন পারি নাই, এইবারে আজি ধরিয়া মদ খাওয়া ক্রমশঃই কমাইয়া শেষে একেবারে ছাড়িয়া দিব।" উত্তর—"ক্রমশ ছাড়িবে কিরূপ কথা? যে ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে কি 'ক্রমশঃ' অগ্নি হইতে তুলিতে চাও?—এক টানে নিজেকে ঐ অগ্নি হইতে—ঐ কদাচার হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও। এখনি প্রতিজ্ঞা কর যে আর মদ ছুঁইব না। এরূপ যদি কর তবেই কুঅভ্যাস হইতে বাহির হইতে পারিবে। তোমার ঐ ক্রমশঃর ব্যবস্থায় কখনই প্রকৃতপক্ষে, জীবন থাকিতে বাহির হইতে পারিবে না।" এই উপদেশ আমাদের সকল দোষের উপরেই খাটান উচিত। সদ্‌গুরুর কৃপায় যে প্রকৃত দোষ দেখাইয়া দেয় সেই সে বিষয়ে অন্ধ দোষ বুঝিতে পারিলেই তাহা একটানে ত্যাগ করা উচিত। নিজের দোষ বুঝিতে পারাই একটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাহাই কয়জনে পারে? সৌভাগ্যক্রমে তাহা পারিলে আর সংশোধনে দেরী করিতে নাই।

(১৮০) মুক্তির স্বরূপ (বাসা হইতে বাড়ী যাওয়া)।—বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাসের পর কোন ছাত্র পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার স্বগ্রামবাসী বাল্যবন্ধু হষ্টেলে আসিয়া বলিল "কিহে! বাড়ী যাবে না? আমার সঙ্গে চল। এখান বাহির হইলে ট্রেণ পাওয়া যাইবে।" ছাত্রটী বন্ধুর সহিত আনন্দে হষ্টেল হইতে বাহির হইলে বন্ধু বলিল "দেখ একটা উপমা মনে পড়িল। তুমি আমার সহিত যমদূতের তুলনা করিতে পার। মনে কর তুমি যেন সাধু পুরুষ। সংসারে পরীক্ষায় ভাল পাশ হইয়া পিতার প্রীতি-পূর্ণ ভক্তিভাজন লাভজন্য তাঁহার নিকট যাইতে প্রস্তুতই ছিলে। আমি তোমার পরমবন্ধু সেই খানে যাইবার জন্য ডাকিবামাত্র তুমি মহানন্দে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার পরিচিত এবং অভিলষিত সেই আনন্দধামে চলিতেছ।—কথাটা অকল্যাণের বলিয়া মনে করিও না, চরম কল্যাণের সম্বন্ধেই তোমাকে উৎসাহ ও আশা দিলাম।"

(১৮১) সস্ত্রীক ধর্মাচরণ (রেভারেণ্ড পেসনের কথা) হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ "সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ।" পত্নীর একটা নামই সহধর্মিণী:

"একে উস্‌খুস্‌, দুইয়ে পাঠ।
তিনে গণ্ডগোল, চেরে হাট।"

ইহা পাঠাবস্থারও কথা; ধর্মাচরণের এবং সাধন সোপানেরও কথা। তবে পাঠ খুব বেশী এগিয়ে গেলে একাই পাঠ চলে। ধর্মসাধনারও খুবই অধিক অগ্রসর হইলে পৃথক্ সমাধি হয়। কিন্তু সাধারণ লোকদিগের সমাধির অবস্থা নয়। সুতরাং সস্ত্রীক ধর্মাচরণের কথাটা ঠিক বলিয়াই ধরা যায়। রেভারেণ্ড ডাক্তার পেসন এই ভাবের কথা একসময়ে বোষ্টন সহরে পবিত্র ধর্ম জীবনের সহায় কোন মহিলাকে বলিয়াছিলেন, "যখন আমি পতি বা পত্নীকে সাধনমার্গে একাকী চেষ্টা করিতে দেখি, তখন আমার মনে হয় যেন একটা ডানা লইয়াই একটা পায়রা উড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। চেষ্টা যথেষ্ট, ফল অল্প। যখন দেখি পতি পত্নী দুজনেই একমনে চেষ্টা করিতেছেন তখন মনে হয় দুই ডানায় ভরে পায়রা সত্বরেই উচ্চাকাশে মেঘের উপরে পৌঁছিল আর কি!"

(১৮২) পতি পত্নীর সম্বন্ধ (উইলিয়ম ও মেরি)।—ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের কন্যা মেরি হলণ্ডের প্রিন্স উইলিয়ম অফ অরেঞ্জের পত্নী ছিলেন। দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতির পর মেরী হলণ্ড হইতে স্বামী সহ আসিয়া ইংলণ্ডের রাণী হন। ঐ সময়ে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজ মহিলা রাজ্ঞী মেরীকে জিজ্ঞাসা করেন "এইবার আপনাদের পতি পত্নী সম্বন্ধ সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধ আসিয়া জড়াইল, এখন কিরূপ চলিবে?" রাজ্ঞী মেরী স্বামীকে তখন নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার সমক্ষে ঐ প্রশ্নের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন "আমি খৃষ্টীয় দশ আজ্ঞার মধ্যে স্বামীর নিকট সকল বিষয়েই বশীভূত থাকার অনুজ্ঞা পালন করিতে থাকিব এবং আমার স্বামীও বরাবরের মত ঐ দশাজ্ঞার মধ্যে পত্নীকে ভালবাসিবার অনুজ্ঞা পালন করিতে থাকিবেন—সুতরাং আমাদের কোন বিষয়ে নূতন বন্দোবস্তের দরকার হইবে না।"

(১৮৩) গৃহস্থের প্রতি উপদেশ (সংযমের মাটীশালা)।—যাহাকে যথার্থ বিপন্ন বলিয়া মনে হইবে তাহাকে অর্থে সামর্থ্যে সাহায্য করিবে। যদি কেহ ধার চায়—দিবে—কিন্তু মনে ফিরে পাইবার আশা রাখিবে না। যদি কেহ এরূপে দেওয়া টাকার সুদ দিতে চায়, কখন বলিও না যে লইবে না। যদি কাহার ফেরত না দিবার মতলব থাকে, নাই দেবে? যদি কেহ তোমার বাড়ী খাইতে চায় তবে তাহাকে নিজের অপেক্ষা ভাল ভক্ষ্য ভোজ্য দিবে। বড়কে দাদা আর ছোটকে ভাই কিম্বা পারিলে সকলকেই বাৎসল্যভাবে বাবা বলে সম্বোধন করিবে। ছোট বড় এ সব কিছু ভাবিবার দরকার নেই, বরং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের আরো বেশী বাৎসল্যভাবে যত্ন করিবে। কেন জান?—একজন নটবর অনন্তরূপে অভিনয় করিবার জন্যে আপনাকে অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বিবিধ বেশে, বিবিধ রূপে ক্ষুদ্রতম অণু হতে কীট, অন্ধ, মূর্খ মানব, পণ্ডিত ও ধার্মিক মানব এবং বিরিঞ্চি বাসবাদি পর্য্যন্ত নানা প্রকার মূর্তিতে অভিনয় করিতেছেন; সুতরাং সে ঘটেও তুমি আর এ ঘটেও তুমি। অভিনয় প্রসঙ্গের মান, অভিমান, দর্প সবই উপরের জিনিস, ভিতরে সকলেই জানিতেছ যে এ সবই অভিনয়ের সৌকর্য্য জন্য আরোপিত ভাব মাত্র; প্রকৃত পক্ষে নিজেরা উহাতে অণুমাত্রও বদ্ধ নহ।

(১৮৪) ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ সত্যে (জবালা)।—ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে জবালার গর্ভসম্ভূত সত্যকাম জবাল, কোন সময়ে মহর্ষি গৌতমের নিকটে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিলেন। গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন গোত্র?" সত্যকাম নিজের গোত্র জানিতেন না। মাতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা আমার গোত্র কি?" জবালা বলিলেন "পুত্র! তোমার গোত্র জানিনা। যৌবন কালে অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম, তখন তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম।" সত্যকাম গৌতমের নিকট গিয়া সেই কথাই বলিলেন। তখন গৌতম তাঁহাকে ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া দীক্ষা দিলেন না কি; "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি" লোকে কেহ একথা প্রকাশ করিতে সমর্থ নয়—[illegible] কথা বলিতে জানে সেই ব্রাহ্মণ—এই বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

(১৮৫) উচ্চ সমাজের কলঙ্ক অনুদারতা (বৃহদারণ্যকের কথা)!—বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে:—

"[illegible] যেমন [illegible] একজন লোকের ভোগের হয়, সেইরূপ [illegible] এক [illegible]

মানুষ বহু পশুস্থানীয় হইয়া দেবতাদিগের ভোগ্য বস্তু হইয়া থাকে। বহু পশু থাকা সত্ত্বেও যেমন একটী গো কি অশ্ব অপহৃত হইলে মনুষ্যের ক্রোধোদয় হয়, সেইরূপ দেবতাদিগেরও ইহা প্রীতিকর হয় না যে মানুষেরা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়।"—তবেই স্বর্গের "সাধারণ দেবতারা" ( এখানে ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের যে কথা হইতেছে না তাহা উদ্ধৃত অংশ মধ্যেই "ব্রহ্মজ্ঞানের" কথায় সুস্পষ্ট) সাধারণ সমৃদ্ধিশালী মনুষ্য দলেরই প্রতিরূপ। অনুদারতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন না। অনেক জমিদারে চাহেন না যে প্রজার পাকা ঘর হয় এবং লেখা পড়ার উন্নতি হয়। তাঁহারা মনে করেন যে তাহা হইলেই প্রজা আপনা মোকদ্দমা করিবে, নানা অসুবিধার কারণ হইবে।

উদারতা এবং অনুদারতা সকল সমাজেই আছে। দেখ সর্বোচ্চ শ্রেণীর ইংরাজেরা এদেশীয়দিগের সর্বাংশেরই উন্নতিপ্রার্থী! তাঁহারাই উপযুক্ততা বৃদ্ধি সহ স্বায়ত্ত শাসনের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। সুতরাং দুখানা ইংরাজী কাগজে একটু অনুদারতা দেখিলেই বিরক্ত হইতে নাই।

(১৮৬) বিনয়ের কারণ ( নিজের গুণ )।—একদা কোন কৃষক ক্ষেত্রে গিয়া তাহার পুত্রকে দেখাইয়া দিয়াছিল যে, যে সকল গোধূমের শীষ খুব পুষ্ট সেগুলি উহার ভারে নত। যেগুলি খুব খাড়া সে গুলির শীষে গোধূম কম—তুঁষ অধিক। বিনয়ে মাথা নোয়াইয়া থাকিলে বৃথা গর্বের অভাব এবং অনেক সদ্গুণের অস্তিত্ব সূচিত হইয়া থাকে। সমকক্ষের নিকটে বিনীত থাকার যোগ্য। গুরুজনের সম্বন্ধে বিনয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি।

---

## ৺ রাজা মহিমারঞ্জন।

বিগত ৪ঠা এপ্রেল সোমবার কলিকাতা ১২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ভবনে কাকিনার ৺ রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। [illegible] উক্ত রাজা ৺ লাভ করিয়াছেন। এই উপাসনোৎসব উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে আমার জানা কয়েকটি কথা প্রকাশিত হইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে হওয়ায় সেগুলি প্রকাশার্থ লিখিয়া পাঠাইতেছি—

বগুড়ার তিন ক্রোশ পশ্চিমে কল্যাণপুর গ্রামে ১২৬০ সালের ২২শে মাঘ শুক্রবার ইহার জন্ম হয়। ১২৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাগডুলী নিবাসি ৺ গৌর সুন্দর রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। ১২৭৬ সালে ইহার নামজারী হয়। ইহার একমাত্র পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম রাজকুমার মহেন্দ্র রঞ্জন রায় বাহাদুর। ইনিই এখন আমাদের বর্তমান সর্বময় কর্তা ও আমাদের সকলের আশা স্থল। কন্যার নাম হেমলতা, ইনি ১২৯৪ সালের পৌষমাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১২৯৪ সালে রাজা মহিমা রঞ্জন রাজোপাধি লাভ করেন।

মহিমারঞ্জন দেবপ্রকৃতি ছিলেন। পর-হিতৈষী এবং দয়ালু বলিয়া স্থানীয় ও দূরস্থ স্কুলের বালক বালিকাগণ সকলেই ইহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিত। স্কুলের বালক বালিকা দিগকে অর্থ সাহায্য করিতে, বস্ত্র দিতে এবং খাওয়াইতে ও জলদান করিতে ইনি বড়ই মুক্তহস্ত এবং উৎসুক ছিলেন। গরিবের ছেলে মেয়েরা ইহাকে দেখিলে, "রাজা বাবা'! আমাদের কাপড় দিয়া যাও" "রাজা বাবা! আমাদের পয়সা দিয়া যাও" বলিয়া গাড়ীর পার্শ্বে অনতিদূরে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিত, ইনিও তাহাদিগকে বস্ত্র, সাময়িক ফল মূল ও সন্দেশাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। সকালে বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময় ঘোড় গাড়ীর ভিতর ইনি লিচুর সময় লিচু, আমের সময় আম, কমলার সময় কমলালেবু প্রভৃতি অন্যান্য ফল এবং কেনেস্তা ভরিয়া মিঠাই সন্দেশ লইয়া বাহির হইতেন, ঐ গুলি কেবল বিতরণেই যাইত।

দেশ দর্শনে লোকের বিশেষ একটা অভিজ্ঞতা জন্মে জানিয়া, রাজা মহিমারঞ্জন গ্রামস্থ ছোট বড় অনেককে প্রায় প্রতি বৎসরেই সরকার হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ দিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণার্থ পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রসাদে দলে দলে লোক কলিকাতা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র, শ্রীবৃন্দাবন ধাম, কাশী, বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেখিয়া ঘুরিয়া আসিত। যখন কাকিনায় কোন প্রকার পীড়ার প্রকোপ হইত, ঘরে ঘরে লোক কাতর হইয়া পড়িত, তখন পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য রাজা বার্লি সাগু বেদানা, কিসমিস কাগজী ইত্যাদি আনাইয়া বিতরণ করিতেন, স্থল বিশেষে পথ্যাদির জন্য নগদও কিছু কিছু করিয়া দিতেন। গ্রামবাসির পরিতুষ্টির জন্য বোম্বাই, মালদহ প্রভৃতি স্থান হইতে মূল্যবান আম আনিয়া ৩০, ৪০, ৫০ টা করিয়া বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। মহিমারঞ্জন প্রকৃতই দানশীল ছিলেন। তাঁহার আধিপত্যের প্রারম্ভ হইতে একাল পর্যন্ত সৎকার্য্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এক সময়ে এক সন্ন্যাসী ঘটী ভরিয়া টাকা চাহিয়াছিল, রাজা ঘটি ভরিয়াই টাকা দেন। ইনি যাচককে কখন প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

তিনি গ্রামের সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য পিতার নামে "মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল" উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। মফস্বলে জলকষ্ট নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে কূপ খননের এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

বিগত পৌষ মাসে মহামান্য সস্ত্রীক গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর লর্ড মিণ্টো [illegible] বর্তমান কাকিনাধিপতির আতিথ্য ও সাদর অভ্যর্থনাদি গ্রহণ করিয়া রাজবংশকে সম্মানিত করায়, আমরা যে কতদূর গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিগত অক্টোবর মাসে যখন আমাদের অনারেবল কুমার বাহাদুর ঢাকায় গিয়াছিলেন, ঐ সময়ে উত্তর বঙ্গের মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার স্পেশাল ষ্টীমারে যাইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি আমাদের স্বর্গীয় রাজার বংশধর অনারেবল কুমার বাহাদুর দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে কালাতিপাত করুন।

শ্রীহীরালাল রায়, কাকিনা

---

## ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শনের যে এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন, ইংরাজী ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসের প্রতীচ্য সাহিত্য বিষয়ক দর্পণে উহার সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর ট্রুবনর ( Truberner ) সাহেব বলেন "এখানি আগ্রহ পঠনীয় প্রধান দর্শন গ্রন্থের সমকক্ষ গ্রন্থ। ইহা ভাষ্যকারকে অমর করিতে পারিবে।" তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কণাদ ভাষ্যে ইয়োরোপীয় অভিনব বিজ্ঞান দর্শনের তথ্য ও ভাবের এক আধটুকু আভাস থাকায় অধ্যাপক কাউএল সাহেব সন্দেহ করেন যে সম্ভবতঃ ভাষ্যকার ইয়োরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের বই পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহার এ সন্দেহ একান্ত অমূলক। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র

…র মহাশয় আমার পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন ; "তর্কালঙ্কার মহাশয় ইংরাজীর বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।" ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার … বৎসর ধরিয়া বিশেষ জানা শুনা ছিল। অপিচ …রের স্বর্গারোহণের পর কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির বিগত ৩রা মার্চ্চের অধিবেশনে সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এডিনবারার (Edinburgh) বি, এ, বি, সি, (B, A, BC, ) বি, এল (B. L.) চৌধুরী সাহেব বলেন "কথিত আছে তর্কালঙ্কার মহাশয় যে সমস্ত গভীর তথ্য প্রকটিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত—বিশেষ সাবধানতা এবং পটুতা সহ …ার দর্শন পড়ার ফল। ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের তিনি কোন কিছুই জানিতেন না। অধীন ৮ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক সময় সাক্ষাতে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিয়াছেন ; কিন্তু কখন কোন ইংরাজী শব্দ বা বুলি তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে শুনেন নাই। অল্পবিস্তর ইংরাজীর বুলি দিয়া কোন কোন দেশীয় পণ্ডিত কথা কহিয়া থাকেন কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা বার্ত্তা কহিতেন ইংরাজীর বুকনি ছিটে ফোটা মাত্র ও তাঁহার কথা বার্ত্তায় থাকিত না। তিনি ইংরাজী আদৌ জানিতেনই না।—

শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় বেদান্তশাস্ত্রের সুপ্রচার কল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্পণ করিলে কর্ত্তৃপক্ষগণ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধপ্রণয়ন এবং বক্তৃতা করিবার জন্য পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করেন। প্রার্থিদের মধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার প্রতি উক্ত কার্য্যভার অর্পিত হয়। তিনি এই কার্য্য পাঁচ বৎসর ধরিয়া করেন এবং তাঁহার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা পান। এই টাকার অধিকাংশই ছাত্র প্রতিপালন ও পূজাদিতে তিনি ব্যয় করেন। বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার বাঙ্গালা বক্তৃতাদি মুদ্রিত হইয়াছে। বোম্বাপাদি সা ফিতা… ভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্নস্বরূপ।

শ্রীদীননাথ দত্ত. চুঁচুড়া।

# এডুকেশন গেজেট।

২০শে চৈত্র ১৩১৬ সাল ইং [illegible] এপ্রেল ১৯১০ সাল।

বজেটের আলোচনাপ্রসঙ্গে শিক্ষাসম্বন্ধে ছোট লাট বাহাদুর স্যর এডোয়ার্ড বেকার—প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষা, কলেজের শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষকদিগের শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষা, শিল্পাদি শিক্ষা—প্রভৃতি শিক্ষাসম্বন্ধে ব্যয় বাড়াইতে তত্ত্বৎ শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতেছেন। আমি বলি যে, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধে কতদূর ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে দেখা যাউক। ১৯০৭ সালে শিক্ষাসংক্রান্ত বজেটে যত টাকা ধরা হয়, ১৯১০-১১ সালের বজেটে তদপেক্ষা প্রায় বিশলক্ষ টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। জেলাবোর্ডের হাত দিয়া শিক্ষাসম্বন্ধে যে টাকা ব্যয় হয় সেই টাকা ইহার মধ্যে নহে। সে টাকা স্বতন্ত্র। আর সে টাকারও অধিকাংশ সরকার পক্ষের প্রদত্ত। এই চারি বৎসরের মধ্যে শিক্ষার ব্যয় খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এতদবস্থায় কিছুদিন যাবৎ আর ব্যয় বাড়ান যাইতে পারিবে না। সরকারী পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক যে সকল স্কুল বাড়ী প্রস্তুত বা মেরামত হইয়াছে তাহার খরচও এই সঙ্গে ধরা হয় নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থানান্তর করা অথবা যেখানে আছে সেইখানে রাখিয়া উহার উন্নতি সাধন করা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। স্থানান্তর করা সম্বন্ধে অনেকে মত দিয়াছেন, আবার যথাস্থানে রাখা সম্বন্ধেও অনেকের মত আছে। ১৯০৭ সালে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই হয় যে, যেখানে উক্ত কলেজ আছে সেই স্থানেই থাকিবে। অবশ্য খুব একটা ভালস্থানে কলেজ লড়াইয়া লইয়া যাইলেই ভাল হয় সত্য, কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে যেখানে আছে সেইখানে রাখিয়া উহার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উন্নতি করিতে পারিলেও মন্দ হয় না। তেমন উন্নতি করিতে পারিলে এই স্থানেই উহাকে আদর্শ কলেজরূপে পরিণত করিতে পারা যায়। আমার কথা এই যে কলেজ যেখানে আছে সেই স্থানেই থাকুক, এবং বৎসর বৎসর যেমন যেমন আমাদের অর্থ সংকুলান হইবে তেমনি উহার উন্নতিসাধন হইতে থাকিবে।

## জাষ্টিস চ্যান্সেলারের বক্তৃতা। [৩]

ছাত্রদের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা যেরূপ পূর্ব্বে যেরূপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, ইদানীং আর সেরূপ দেখা যায় না। উহার প্রভাব এখন অনেকটা নরম, একথা বলা যাইতে পারে। এখন কথা এই যে, স্কুলের ছেলেরা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে কোনরূপে ঐ রাজনীতির সংস্রবে আসিতে না পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এটুকু করিতে হইলে অর্থাৎ ছেলেরা ঐরূপ রাজনীতির সংস্পর্শে যাহাতে না আসিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে পথ দুইটী—(১) প্রত্যেক কলেজের সহিত ছাত্রাবাসের সৃষ্টি—বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপকগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং ছাত্রগণকে পদ্ধতিক্রমে উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা। প্রত্যেক কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস থাকিবে এবং সেই ছাত্রাবাসে সকল ছেলের স্থান সংকুলান হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। শুধু অর্থ নয়, সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য অধ্যাপকগণেরও প্রয়োজন। এমন সকল অধ্যাপক চাই যাহারা নিজেদের প্রভাবে ও চরিত্রগুণে ছেলেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারিবেন। "কেবল পুথিগত বিদ্যা" বিদ্যা নয়, সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ চাই, দৃষ্টান্তও আবশ্যক এবং উন্নত চরিত্রের আদর্শ চাই। ইহার গুরুত্ব বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করিয়াছেন। নীতি শিক্ষা একণে ছাত্রদিগকে যথারীতি দিতে হইবে। কেবল গোটাকয়েক নীতি কথার আবৃত্তি করিলে কাজ হইবে না ; নীতি কথা গুলির মূল্য কি; কি ভাবে কেমন করিয়া ঐ সকল কথা সমাজে ব্যবহৃত হয়, কোন পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে সেই সকল নীতিকথার সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা যাহাতে ছাত্রগণ শ্রবণ করিতে পারে সে চেষ্টা করিতে হইবে। অধ্যাপনা যেমন তেমন কাজ নহে ; প্রাণমন সমর্পণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। একাগ্র হইয়া এ বিষয়ে সাধনা করিতে হইবে। বালকগণ রাজনীতির সম্পর্কে না যায় এরূপ করিতে হইলে শিক্ষকগণকেও রাজনীতির সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বিদ্যার্থির মন সরল ও উদার। বিদ্যার্থী যদি দেখে যে তাহার অধ্যাপক কলেজে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না বটে, কিন্তু তিনি দেশমধ্যে একজন মান্যগণ্য রাজনীতিবিদ্ এবং রাজনীতি সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া থাকেন, তবে তেমন অধ্যাপকের প্রভাব ছাত্রগণের মনে উপলব্ধ অবশ্যই হইবে। আইন বাঁচাইয়া কাজ করিলেই কর্ত্তব্য পালন হয় না। সুকুমার মতি বালকগণ রাজনীতির ক্লেদের মধ্যে যাইয়া যাহাতে না পড়ে তাহা দেখিতে হইবে। এইটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অধ্যাপককে যে ভাবে থাকা উচিত সেই ভাবে অধ্যাপক না থাকিলে ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা

# সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] বিগত ২৮ শে অক্টোবর নদীয়া জেলার কদমবাড়ী নামক স্থানে কালুরাম নামক জনৈক মাড়োয়ারীর বাড়ীতে ডাকাতি হয়। পরদিন প্রাতে মীরপুর ষ্টেশনে শৈলেন্দ্র নাথ দাস ও আর পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীদের নামে অভিযোগ, আসামীরা ডাকাইতি করিয়াছে এবং অনেকগুলি গ্রামবাসীর গায়ে গুলির আঘাত করিয়াছে। হাইকোর্টের বিশেষ আদালতে ইহাদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স, বিচারপতি মিঃ টিউনন এবং বিচারপতি মিঃ দাস—এই কয়জন লইয়া ঐ বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছে।

[ মান্দ্রাজ ] মান্দ্রাজের ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন মর্টনের বাটীর সীমানার মধ্যে একটী গোবৎস প্রবেশ করে। এই অপরাধে তিনি উহার স্বত্বাধিকারীকে প্রহার করেন এবং ঐ বৎসটির এক পদ ভগ্ন এবং কষ্ট পাইতেছে এই বিশ্বাসে তিনি [illegible] করেন। গোরুর মালিক এই কাপ্তেনের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রতি জেলার মুনসেফ তাহাকে কাপ্তেনের বিরুদ্ধে ২৫০৲ টাকা ডিক্রী দিয়াছেন। মোকদ্দমার খরচ বিবাদীকেই বহন করিতে হইবে।

[সাধারণ] আগামী ৬ই এপ্রিল বুধবার পূর্ব্ব বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর রাজধানী ত্যাগ করিয়া শিলং যাত্রা করিবেন। ঐ দিন রাত্রি দশটার সময় ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া ৭ই এপ্রেল প্রাতে জগন্নাথগঞ্জ পৌঁছিবেন, তৎপর ৭—১৫ মিনিটের সময় ব্রহ্মপুত্রে আরোহণ করিয়া ফুলছড়ি অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ২টার সময় তাঁহার ফুলছড়ি পৌঁছিবার কথা; ফুলছড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ৮টার সময় লালমনির হাটে পৌঁছিবেন; ৮—৩০ মিনিটের সময় লালমনির হাট হইতে বাহির হইয়া ১২—৫৮ মিনিটের সময় বঙ্গাইগাঁও এবং রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় বঙ্গাইগাঁও হইতে যাত্রা করিয়া ৮ই এপ্রিল ৭—২৪ মিনিটের সময় আমিনগাঁও হইতে রওয়ানা হইয়া ৮টার সময় পাণ্ডুয়া, এবং ৮—৫ মিনিটের সময় মটরগাড়ীতে পাণ্ডুয়া হইতে বাহির হইয়া ২—৪৫ মিনিটের সময় শিলং পৌঁছিবেন। সঙ্গে থাকিবেন চীফসেক্রেটরী, মাননীয় মিঃ আর ন্যাথান, প্রাইভেট সেক্রেটরী, কাপ্তান এল, ইডেনিং ও লেডী হেয়ার।

নূতন সংস্কার বিধির স্মৃতিরক্ষা।—বড়লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের চেষ্টায় ভারতে যে নূতন শাসনসংস্কার-বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতির জন্য সমস্ত ভারতব্যাপী আয়োজন হইতেছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এই আয়োজনে যোগদান করিয়াছেন। এ উপলক্ষে, এলাহাবাদে বড়লাট বাহাদুরের নামে একটী পার্ক প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে সংস্কার-বিধির স্মরণার্থ একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটী সমিতি ও একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে, এবং মাননীয় মিঃ মালব্য ইহার সেক্রেটরী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বড়লাট বাহাদুরের নিকট এ বিষয়ের অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল; তিনিও ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সমগ্র ভারতবিশ্ববিদ্যালয়।—৺কাশীধামে সমগ্র ভারতের অধিবাসিবৃন্দের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনকল্পে অনুমতি পাওয়ার নিমিত্ত ভারতসম্রাটের নিকট এক দরখাস্ত করা হইবে। এই দরখাস্তের প্রতিলিপি সম্প্রতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। শ্রীমতী আনি বেশান্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তদনুরূপই হইবে, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম্মের লোককেই গ্রহণ করা হইবে। অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীমতী আনি বেশান্ত স্যার এস, সি চন্দবরকার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার, স্যার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মিঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সরদার প্রতাপ সিংহ এবং অন্যান্য বহু হিন্দু ও মুসলমান লইয়া এতদর্থে একটি ট্রাস্ট সমিতি গঠিত হইয়াছে, এবং শ্রীমতি আনি বেশান্ত উক্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পুস্তিকাদির বাজেয়াপ্ত ও পুরস্কার ঘোষণা।—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট "স্বাধীন ভারত" এবং "হত্যা নয় যজ্ঞ" নামক দুই খানি রাজদ্রোহ মূলক পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। বঙ্গের পুলিশ ইনস্পেক্টার জেনারেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি "ওঁ বন্দে মাতরম্" নামক একখানি রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকার লেখকের সন্ধান দিতে পারিবে তাহাকে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ সরওয়ার্দির একটী প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ডিউক বলেন যে মৌলবী শামসুল আলমের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ৫০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের একটী সম্পত্তি দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ইতিমধ্যে উক্ত পরিবারের সাহায্যের জন্য নগদ ১৫০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান আইন অনুসারেই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করা হইবে।

নমশূদ্র, কৈবর্ত্ত ও ভূঁইমালি প্রভৃতি উপেক্ষিত সম্প্রদায় বিগত ২৯এ মার্চ্চ [illegible] এক সভা করার আয়োজন করিয়াছিলেন। নাপিতেরা ভূঁইমালি প্রভৃতি জাতিকে ক্ষৌর করে না, ধোবারা তাহাদের কাপড় কাচে না, এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সাহায্য লাভ চেষ্টায় এই সভা আহ্বান করিয়া ছিল। নমশূদ্র প্রভৃতি শিক্ষায় অভাবে সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, এই দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহারা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। ঐ সভায় কোন প্রকার রাজনীতির চর্চ্চা করা হইবে না, ইহা স্পষ্টাক্ষরে ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া জানান হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে জিলা সমিতির কথা কেমন মনে করিয়া সে সভা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্যই বুঝিবার বা বুঝিবার ভুল।

ভূটানে ব্রিটিশ প্রভুত্ব।—[illegible] গবর্ণমেণ্টের সাহত ভূটান গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছিল কয়েক দিন হইল তাহার সর্ত্তের নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে:—

(১) ১৯১০ সনের ১০ই জানুয়ারী হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভূটান গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার টাকার পরিবর্ত্তে ১ লক্ষ টাকা করিয়া দিবেন।

(২) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভূটানের আভ্যন্তরীণ শাসনের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভূটান গবর্ণমেণ্ট পররাষ্ট্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিবেন। সিকিম বা কুচবিহারের মহারাজার সহিত কোনরূপ গোলযোগের কারণ উপস্থিত হইলে ভূটান গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সালিস মানিবেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও মহারাজা দ্বয়কে ন্যায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য করিবেন।

কেহ কেহ বলিত, ভূটান চীনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। কেহ কেহ বলিত ভূটান

চীনের সম্রাটকে কর প্রদান করেন। কিন্তু নূতন সন্ধি অনুসারে ভুটান বিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে অন্য কোন স্বাধীন দেশের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না। চীন সম্প্রতি তিব্বতের উপর সাক্ষাৎ ভাবে আপনার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তদৃষ্টে পুর্ব্বক ভারত গবর্ণমেণ্ট ভুটানের টাকার বৃদ্ধি বাড়াইয়া দিয়া পররাষ্ট্র সম্বন্ধে ভুটানকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন। ভুটান ভারতের। উহা চীনের থাকা বা হওয়া উচিত নহে। নেপালকে যে চীনের কাছে কর পাঠাইতে হয় ভারত গবর্ণমেণ্টের সহায়তার অভাব একটা কিনারা নেপালের করা উচিত। একবারে কিছু ধরিয়া দিলেই হয়।

হাবড়ার রাজনৈতিক ডাকাতি মোকদ্দমায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে (১) বাবু বিমলা চরণ দেব; ইনি কলিকাতা মেট্রপলিটান কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক; ইহার বাড়ী খিদিরপুরের অন্তর্গত মুন্সী গলায়। (২) চারু চন্দ্র ঘোষ। ইনি রয়েল ইনসিওরান্স অফিসের একজন কেরাণী। (৩) কালী চক্রবর্ত্তী [৪] পুলিন মিত্র। শেষোক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের পরিচয় জানা যায় নাই। আসামীগণ হাজতে প্রেরিত হইয়াছে।

## কৌতুক-কণা।

[ কোন ঔষধের দোকানে ক্ষীণদেহী একটী কম্পাউণ্ডারকে ]—আপনি বললেন, এই ঔষধ খেলে "অম্ল শূল এবং অজীর্ণ একেবারে সেরে যাবে ও শরীর মোটা হবে কিন্তু আপনাকে দেখে ত সেরূপ মনে হয়

"অম্লাজীর্ণগ্রস্ত" কম্পাউণ্ডার ( অপ্রস্তুত হইয়া )—
হুঁ না তা আমি এখনও খেতে আরম্ভ করিনি যে!

---

সতীশ [ কৃপণ বন্ধু ]—ওহে শ্যাম, তুমি এই রবিবার দিন কি করবে মনে করছ?

শ্যাম—এমন বিশেষ কিছুই নয়। বাড়ীতেই থাকব।

সতীশ—সোমবার দিন।

শ্যাম—সোমবার দিন ওপাড়ার বিধুদের বাড়ী একবার যেতে হবে নিমন্ত্রণ আছে।

সতীশ—বাঃ! তবে ফক্কে গেল! আমিও যে সেইদিন তোমায় খাওয়াব মনে করছিলুম!

হরেন—আচ্ছা, মনে কর তোমার দোকান "বীমা" করা নেই অথচ, আগুন লেগে সব পুড়ে গেল। এমন অবস্থায় তুমি কি করবে?

নিতাই [ পাকা ব্যবসায়ী ]—তুমি নির্ব্বোধের মত কথা কচ্ছ হে? বীমা না থাকলে আগুন লাগতে যাবে কেন?

## কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা: "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালী মতে ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An F A Hd master for the Chandabari Romesh chandra M E school Dt Mymensingh on Rs 25 free quarters and boarding. The place is very near to Bidyaganj Ry station. Apply to Babu Krishna Chandra Chakerbarty Pleader, Judge's Coart Mymensing.

## MATHEMATICS.

### Compulsory Paper.

The figures in the margin indicate full marks.

1. Multiply 407566 by 800209; 5
and divide 507233138305 by 670549. 5

Or,

Find the G. C. M. of 253512 and 508512; 5
and the L. C. M. of 432, 720, 1152. 5

2. Reduce to its simplest form: 6

$$\frac{4\frac{1}{2}\times 17\frac{1}{7}\times 2\frac{1}{5}}{5\frac{1}{2}\times 5\frac{4}{7}\times\left(\frac{1}{4\frac{1}{2}}+\frac{1}{6\frac{1}{2}}\right)}$$

(2) $\frac{\cdot\dot{8}1\times .005}{.45}$ 4

Or,

A contractor engaged to finish six miles of railway in 200 days, but after employing 140 men for 60 days he found that only one and a half miles were completed. How many additional men must be engaged that the work may be finished within the given time? 10

3. (1) Find, by Practice or otherwise, the value of 458 things at Rs 8. 5 as. 4 pies each. 5

In what time will a sum of money double itself at 6 per cent. simple interest per annnm? 5

Or,

The weight of a cubic inch of wat is 253·17 grains and that of a cubic inch of air is .31 grains. Find to three places of decimals how many cubic inches of water weigh as much as one cubic foot of air. 10

4. (1) Find the continued product of

$a+b+c,\quad b+c-a,\quad c+a-b,\quad a+b-c.$

Or,

If $x-\frac{1}{x}=p$, find the vlue of $x^3-\frac{1}{x^3}$ in te woj 5

(2) Resolve into factors 2, 3

$x^3+1$ and $x^2+x-20$.

5. (1) Find the G. C. M. of

$x^2-9,\ (x+3)^2,\ x^2+x-6.$ 5

Or,

বয়স্কের দেশে স্কুল সমূহে শিশুগণের মধ্যে যে দুরবস্থা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আজ পর্য্যন্ত এ দেশে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান কেহ করেন নাই, করিলে হয়ত অর্দ্ধেক বা ততোধিক সংখ্যক স্কুলের ছেলে রুগ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। বিলাতে শিশুগণের দুরবস্থা দেখিয়া ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে পার্লামেণ্টে একটী আইন পাশ করা হইয়াছে। এই আইনে স্কুল সমূহের শিশুগণের স্বাস্থ্য বিচক্ষণ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিয়মিতভাবে রিপোর্ট দিতে স্কুলের কর্তৃপক্ষগণকে এইরূপ আদেশ করা হইয়াছে। কেবল রিপোর্ট লওয়া নহে, সেখানকার বড় বড় লোকেরা শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানা প্রকার সভা সমিতি স্থাপন করিয়া চাঁদা তুলিয়া শিশু রক্ষার জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমরা সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট। কিন্তু এইটীই মরণ বাঁচনের সমস্যা। শিশুগুলি দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইলে জাতীয় জীবন রক্ষা কিসে হইবে?

শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর-বিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিলাম। এখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিব।

সকলেই জানেন যে, শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে মানসিক স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকিতে পারে না। এ জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, মানসিক আতঙ্ক, দুঃখ, ক্ষোভ প্রভৃতি অধিক হইলে শারীরিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। শিশুর মন ও শরীর অতি সুকুমার। তাহার মনের ও শরীরের স্বাস্থ্য এবং বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাহার শরীরের ন্যায় মনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক।

শিক্ষার প্রধান ফল—মানসিক শক্তি সমূহের বিকাশ। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব লাভ, মনকে ভারাক্রান্ত না করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইলে মস্তিষ্কের যথোচিত পুষ্টি হওয়া আবশ্যক। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শিশু যাবৎ অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের না হয়, তাবৎ তাহার মস্তিষ্ক বিদ্যাভ্যাসের উপযুক্ত হয় না। অতি বাল্য হইতে "মারিয়া ধরিয়া" লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিলে মস্তিষ্কের শক্তি সমূহ অঙ্কুরেই ক্ষয় পাইতে আরম্ভ হয়। মস্তিষ্ক সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রধান আকর। তাহার শক্তি ক্ষয় আরম্ভ হইলে সমস্ত শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। এইজন্য যে বালককে ১৩।১৪ বৎসরে এণ্ট্রান্স পাশ করান হয়, প্রায়ই তাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতে দেখা যায়। বাল্যকাল হইতে পুস্তকের ভার স্কন্ধে চাপাইয়া শিশুর প্রাণ বধের চেষ্টা এদেশে যেমন হয়, অন্য কোন দেশে সেইরূপ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের দেশের পিতা মাতারা দ্বাদশ বৎসরের বালক এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছে বলিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হন। সুখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মে আর বার বৎসরে এণ্ট্রান্স পাশ করা চলিবে না।

শিশু জীবনের শিক্ষা মাতাপিতা আত্মীয় স্বজনের নিকট যেরূপ হয়, অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষকের নিকট কখনই সেইরূপ হয় না। হাতে খড়ি হইতে না হইতে শিশুকে অর্থশূন্য বিষয় মুখস্থ করান আরম্ভ হয়; শিশুর মনোবৃত্তি বিকাশের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করা হয় না। শিশুর পিতা সাধারণতঃ নিজের চাকরী বা অপর কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত, মাতা শিশুশিক্ষার প্রণালী বা নিজের দায়িত্ব কিছুই জানেন না; এইজন্য শিশুর শিক্ষার ভার প্রায়ই স্নেহ মমতাশূন্য শিক্ষক মহাশয়গণের হস্তে অর্পিত হয়। শিশুর শিক্ষা ও প্রতিপালনে চিন্তাশীলতা বিশেষ আবশ্যক। শিশু কোন দুষ্টামী করিলে প্রধান সাজাস্বরূপ তাহাকে পড়িতে বসাইয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য ইহা আরম্ভ হইতেই শিশুর মনে পাঠের উপর দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে। পড়িতে না বসিলে পড়ার কথায় পড়িতে বসান হয়। যাহাতে পাঠে শিশুর অনুরক্তি জন্মে, সেজন্য কোন চেষ্টাই করা হয় না। ইহাতে শিশুর মানসিক বিকাশ অতি মন্দ হইতে পারে। সেকালে পিতামাতার সহিত শিশুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, এখনও অনেক পরিবারে আছে। এইরূপ পরিবারে শিশু প্রায়ই পিতামাতার বাধ্য হয় এবং তাহার মানসিক শক্তির উত্তম বিকাশ হইয়া থাকে। আর যেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীন শিক্ষকের হস্তে শিশুর শিক্ষাভার ন্যস্ত, সেখানে শিশু বড় হওয়ার পূর্ব্বেই অবাধ্য, যথেচ্ছাচারী ও দুষ্ট প্রকৃতি হইতে থাকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্নেহ ও আনন্দ প্রদান—শিশু-শিক্ষার [illegible] হয় এজন্য [illegible] পিতামাতার ও শিক্ষক মহাশয়ের সুন্দর হওয়া উচিত। যথাসম্ভবে নিয়মিত স্নেহ ও আনন্দ প্রদান দ্বারা অসীম ফল লাভ করা যায়। স্নেহ ও আনন্দ লাভ করিতে থাকিলে, জ্ঞানলাভের তৃষ্ণা শিশুর মনে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এই তৃষ্ণারূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর শিশুর মনকে স্থাপন করিতে পারিলে, অসংখ্য বিষয় শিখাইলেও শিশুর মন ভারাক্রান্ত হয় না। তখন শিশু আপনা হইতেই নিত্য নূতন বিষয় শিখিতে যত্নবান হয় ও তাহার জ্ঞানবৃত্তি সমূহের সুন্দর উন্মেষ হইতে থাকে।

শিশুরা স্বভাবতঃ আনন্দপ্রিয় ও কৌতূহলী। এই সহজ কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শিশুর মনোবৃত্তি সমূহ গঠন করিলে তাহার মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা সহজে হইতে পারে না। শিশুর শরীর ও মনের বিকাশের জন্য তাহার সম্মুখ উচ্চ আদর্শ সমূহ সর্ব্বদা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ক্ষুদ্র আদর্শে মন ক্ষুদ্রই হইতে পারে! বাল্যকাল হইতে "চাকরী হউক" বা "আর কিছু হউক, বা না হউক, কাজের লোকটা হওয়া চাই" এইরূপ আশীর্ব্বাদ বা উপদেশ লাভ করিতে থাকিলে, শিশুর মানসিক বিকাশ কখনই যথেষ্ট পরিমাণ হইতে পারে না।

পিতা অপেক্ষা মাতার নিকট শিশুরা অধিক সময় অতিবাহিত করে। শিশুর চরিত্রগঠন ও মানসিক বিকাশের প্রধান সহায় স্নেহ। আমাদের দেশের মাতৃকুল শিশুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। স্কুলের বালিকাদের শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে, সেজন্য এদেশে বিশেষ যত্ন হওয়া আবশ্যক।

শিশুর যথোচিত মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য বাড়ীতে মাতাপিতার যেরূপ দায়িত্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের দায়িত্ব তদপেক্ষা [illegible] শরীর [illegible] ও [illegible] শিশুপালন এবং [illegible] শিক্ষাদান এখন ক্রমে ক্রমে [illegible] হইতেছে; কিন্তু এই সকল [illegible] কিরূপ তাহা শিক্ষকগণ যে দেশ বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না। এদেশে কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনের জন্য রাজকীয় শিক্ষাবিভাগ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের শিক্ষকগণ কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর মূলতত্ত্বগুলি না বুঝিয়া [illegible] কাজ [illegible] করিতেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে [illegible] কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর মূলসূত্র সম্বন্ধে কয়েকটী [illegible] না [illegible] থাকিতে পারিলাম না। [illegible] কিণ্ডারগার্টেন শব্দের অর্থ শিশুর [illegible] শিশুদের জন্য ফ্রোবেল [illegible] প্রবর্ত্তক। তিনি মনে করিতেন, শিশু [illegible] অনুরূপ। তাহার [illegible] বিকাশ হয়, সেইরূপ শক্তি [illegible] উদ্যানের মালী যেরূপ [illegible] মানসিক [illegible] প্রাপ্ত হয়—[illegible] উদ্দেশ্যে কিণ্ডারগার্টেন [illegible]